পবিত্র ত্রিপিটক

(সপ্তম খণ্ড)

সূত্রপিটকে
সংযুক্তনিকায়

(চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

ত্রিপিটক বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভের পর দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে দেবমনুষ্য তথা বিশ্বের সকল প্রাণীর হিত-সুখ ও মঙ্গলের জন্য যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন সেসবই এই ত্রিপিটকে ধারণ করা আছে। ত্রিপিটক মানে বুঝায় বিনয়পিটক, সূত্রপিটক ও অভিধর্মপিটক। এখানে 'পিটক' শব্দ দিয়ে ঝুড়ি বা বাক্স বুঝানো হয়।

গোটা ত্রিপিটকে এমন অসংখ্য জ্ঞানমূলক উপদেশের ছড়াছড়ি যা মানুষকে জাগতিক ও বৈষয়িক দুঃখ থেকে পরিত্রাণ করায়। তাই ত্রিপিটক বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। আর গৌতম বুদ্ধের মতো মহান এক ঐতিহাসিক চরিত্রের জীবনেতিহাস ও বাণী সম্পর্কে জানতে হলেও ত্রিপিটক পাঠ, অধ্যয়ন ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই।

এমন অমূল্য জ্ঞান ও রত্নের আকর বিশালাকার পালি ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের সূচনা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় শত বছর আগে। শত বছর ধরে এত প্রযত্ন-প্রয়াস সত্ত্বেও এখনো পুরো ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

এই প্রথম বাংলায় পুরো ত্রিপিটককে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নাম দিয়ে ২৫ খণ্ডে প্রকাশ করেছে ত্রিপাসো বাংলাদেশ। যেসব পিটকীয় বই ইতিপূর্বে অনূদিত হয়েছে সেগুলোকে কিছুটা সম্পাদনা করে এই সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর যেগুলো ইতিপূর্বে অনূদিত হয়নি সেগুলো অভিজ্ঞ অনুবাদক দিয়ে অনুবাদ করিয়ে নেওয়া হয়েছে।

মহান ত্রিপিটকের এই সংস্করণ যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর ও বিশুদ্ধ হয় তার জন্য লেখালেখি, সম্পাদনা ও ধর্মীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ একদল ভিক্ষুকে নিয়ে সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। পালি ত্রিপিটকের প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদ, কঠিন ও দুর্বোধ্য বৌদ্ধ পরিভাষার যথাসম্ভব সহজ ব্যাখ্যা এবং দক্ষ সম্পাদনা এই সংস্করণের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

‘পবিত্র ত্রিপিটক’ নামে ২৫ খণ্ডে প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটকের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো :

১. ত্রিপিটকের ছোট-বড় ৫৯টি বইকে (ধারাবাহিকতার কোনো রকম ব্যত্যয় না ঘটিয়ে) কম্বাইন্ড করে মোট ২৫ খণ্ডে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক প্রকাশ।

২. পূর্বে অনূদিত ভালো মানসম্পন্ন বইগুলোর সঙ্গে বেশ কিছু বইয়ের প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য ভাষায় নতুন বাংলা অনুবাদ সংযোজন।

৩. সম্পাদনার সময় বাংলা একাডেমি প্রণীত ‘প্রমিত বাংলা বানানরীতি’ পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়েছে।

৪. বৌদ্ধ পরিভাষাগুলোর বানান ও যথাযথ প্রয়োগে যথাসম্ভব অর্থপূর্ণ সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে।

৫. দীর্ঘদিন ধরে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত এমন অভিজ্ঞ অনুবাদক, লেখক ও সম্পাদকদের দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটকটি পরম শ্রদ্ধা ও যত্নের সঙ্গে সম্পাদনা করা হয়েছে।

৬. ৭০ গ্রাম বিদেশি অফসেট ধবধবে সাদা কাগজের ব্যবহার, ঝকঝকে টকটকে ছাপা, শক্ত পেস্টিং বোর্ডের ওপর উন্নত মানের বিদেশি রেক্সিন দিয়ে বাইন্ডিং, তার ওপর ১৭০ গ্রামের চার রঙা ঝকঝকে আকর্ষণীয় মলাট, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

৭. যুবা-বৃদ্ধ সব বয়সের পাঠকদের পড়তে অসুবিধা না হয় মতো তুলনামূলক বড় অক্ষরে ছাপানো হয়েছে ত্রিপিটকের সবগুলো বই।

৮. ত্রিপিটকের কোন বইয়ে কোন সূত্রটি রয়েছে সেটি চট করে খুঁজে পাওয়ার জন্য প্রত্যেক ত্রিপিটক সেটের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ সূচিপত্র সম্বলিত একটি রেফারেন্স গাইড সরবরাহ করা।

মহাকারুণিক তথাগত গৌতম বুদ্ধ

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে

জন্ম : ৮ জানুয়ারি ১৯২০
পরিনির্বাণ : ৩০ জানুয়ারি ২০১২

পবিত্র ত্রিপিটক (সপ্তম খণ্ড)

[সূত্রপিটকে **সংযুক্তনিকায়** - চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড]

পবিত্র ত্রিপিটক

সপ্তম খণ্ড

[সূত্রপিটকে **সংযুক্তনিকায়** - চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড]

শ্রীমৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু,
অজিত ভিক্ষু ও প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু
কর্তৃক অনূদিত

সম্পাদনা পরিষদ

শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু (আহ্বায়ক)

শ্রীমৎ বিধুর ভিক্ষু | ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
শ্রীমৎ সম্বোধি ভিক্ষু | শ্রীমৎ বঙ্গীস ভিক্ষু
শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু | শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

পবিত্র ত্রিপিটক (সপ্তম খণ্ড)

[সূত্রপিটকে **সংযুক্তনিকায়** - চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড]

অনুবাদকবৃন্দ : শ্রীমৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু,
অজিত ভিক্ষু ও প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু

গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদকবৃন্দ

ত্রিপাসো-র প্রথম প্রকাশ : ২৫৬১ বুদ্ধবর্ষ; ২৫ আগস্ট ২০১৭

ত্রিপাসো-র দ্বিতীয় প্রকাশ : ২৫৬২ বুদ্ধবর্ষ; ২৯ মে ২০১৮

(২৫৬২ বুদ্ধবর্ষের শুভ বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে পুনঃপ্রকাশিত)

প্রকাশক : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু

প্রচ্ছদ ডিজাইন : সুভাবিতো ভিক্ষু

মুদ্রণ : রাজবন অফসেট প্রেস
রাজবন বিহার, রাঙামাটি

পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড) প্রতি সেট ২০,০০০/- টাকা মাত্র

PABITRA TRIPITAK - VOL-07

(Strapitake Sangjukta nikay - 4th & 5th Part)

Translated by Ven. Gyanendriya Bhikkhu, Bangish Bhikkhu,
Ajit Bhikkhu & Pragyadarshi Bhikkhu

Published by Tripitak Publishing Society, Bangladesh
Khagrachari Hill District, Bangladesh
e-mail : tpsocietybd@gmail.com

ISBN 978-984-34-3069-4

এক নজরে পবিত্র ত্রিপিটক

বিনয়পিটকে

- পারাজিকা
- পাচিত্তিয়
- মহাবর্গ
- চূলবর্গ
- পরিবার

সুত্তপিটকে

- দীর্ঘনিকায় (তিন খণ্ড)
- মধ্যমনিকায় (তিন খণ্ড)
- সংযুক্তনিকায় (পাঁচ খণ্ড)
- অঙ্গুত্তরনিকায় (পাঁচ খণ্ড)
- খুদ্দকনিকায় (উনিশটি বই)

১. খুদ্দকপাঠ
২. ধর্মপদ
৩. উদান
৪. ইতিবুত্তক
৫. সুত্তনিপাত
৬. বিমানবত্থু
৭. প্রেতকাহিনী
৮. থেরগাথা
৯. থেরীগাথা
১০. অপদান (দুই খণ্ড)
১১. বুদ্ধবংশ
১২. চরিয়াপিটক
১৩. জাতক (ছয় খণ্ড)
১৪. মহানির্দেশ
১৫. চূলনির্দেশ
১৬. প্রতিসম্ভিদামার্গ
১৭. নেত্তিপ্রকরণ
১৮. মিলিন্দ-প্রশ্ন
১৯. পিটকোপদেশ

অভিধর্মপিটকে

- ধর্মসঙ্গণী
- বিভঙ্গ
- ধাতুকথা
- পুদ্গাল-প্রজ্ঞপ্তি
- কথাবত্থু
- যমক (তিন খণ্ড)
- পট্ঠান (পাঁচ খণ্ড)

পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড)

[**জ্ঞাতব্য :** সর্বশেষ ষষ্ঠ সঙ্গীতি অনুসারে পবিত্র ত্রিপিটকভুক্ত মোট ৫৯টি বইকে 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি' হতে মোট ২৫ খণ্ডে বিভক্ত করে প্রকাশ করা হলো। পাঠকদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে কোন খণ্ডে কোন গ্রন্থটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো।]

পবিত্র ত্রিপিটক - প্রথম খণ্ড - পারাজিকা
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বিতীয় খণ্ড - পাচিত্তিয় ও মহাবর্গ
পবিত্র ত্রিপিটক - তৃতীয় খণ্ড - চূলবর্গ ও পরিবার
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্থ খণ্ড - দীর্ঘনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চম খণ্ড - মধ্যমনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ষষ্ঠ খণ্ড - সংযুক্তনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - সপ্তম খণ্ড - সংযুক্তনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - অষ্টম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - নবম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (পঞ্চক ও ষষ্ঠক নিপাত)
পবিত্র ত্রিপিটক - দশম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - একাদশ খণ্ড - খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, উদান, সুত্তনিপাত, ইতিবুত্তক, বিমানবত্থু, প্রেতকাহিনি
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বাদশ খণ্ড - থেরগাথা, থেরীগাথা, বুদ্ধবংশ, চরিয়াপিটক
পবিত্র ত্রিপিটক - ত্রয়োদশ খণ্ড - অপদান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্দশ খণ্ড - জাতক (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চদশ খণ্ড - জাতক (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ষোড়শ খণ্ড - জাতক (পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - সপ্তদশ খণ্ড - মহানির্দেশ ও চূলনির্দেশ
পবিত্র ত্রিপিটক - অষ্টাদশ খণ্ড - প্রতিসম্ভিদামার্গ ও নেত্তিপ্রকরণ
পবিত্র ত্রিপিটক - ঊনবিংশ খণ্ড - মিলিন্দ-প্রশ্ন ও পিটকোপদেশ
পবিত্র ত্রিপিটক - বিংশ খণ্ড - ধর্মসঙ্গণী ও বিভঙ্গ
পবিত্র ত্রিপিটক - একবিংশ খণ্ড - ধাতুকথা, পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি ও কথাবত্থু
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বাবিংশ খণ্ড - যমক (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ত্রয়োবিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্বিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চবিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (পঞ্চম খণ্ড)

লও হে মোদের অঞ্জলি

পরম পূজ্য শ্রাবকবুদ্ধ

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে

এক পরম পুণ্যপুরুষের নাম। বিগত ২০১২ সালে
পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নিথর নির্বাক পবিত্র দেহধাতু
বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে থাকলেও তাঁর আদর্শ ও বাণী
এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর।
তিনি আমাদের জীবনে, চলনে, বলনে, মননে ও আচরণে
চিরজাগরূক হয়ে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন।
তিনি একজন আদর্শ স্বপ্নদ্রষ্টা।
তিনি স্বপ্ন দেখতেন, বুদ্ধবাণীর ধারক ও বাহক
পবিত্র ত্রিপিটক একদিন বাংলায় অনূদিত হবে।
ভিক্ষু-গৃহী সবাই ত্রিপিটকে বিধৃত উপদেশ মোতাবেক জীবনকে
চালিত করে পরম শান্তিময় দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করবে।
কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্ন এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।
বিলম্বে হলেও আজ আমরা এই পরম পুণ্যপুরুষের
স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একে একে আমরা
সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করতে চাই।
দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে চাই বুদ্ধের অমৃতনির্ঝর অমিয় উপদেশবাণী।
আমরা এ কাজে সদ্ধর্মপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহী সকলের
আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

আমাদের সকল কার্যক্রম—ত্রিপিটক অনুবাদ ও প্রকাশ—এই মহান
পুণ্যপুরুষের পবিত্র করকমলে—
পরম কৃতজ্ঞতায় শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে নিবেদিত।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি

বাংলাদেশ

গ্রন্থসূচি

দ্বিতীয় প্রকাশের নিবেদন

আপনারা সবাই জানেন বিগত ২৫ আগস্ট ২০১৭, রোজ শুক্রবার ত্রিপাসো বাংলাদেশ নতুন এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করে সর্বপ্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক (ত্রিপিটকের ৫৯টি বইকে মোট ২৫ খণ্ডে কম্বাইন্ড করে) প্রকাশ করেছিল। দিনটি বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাসে ছিল অবিস্মরণীয় গৌরবের এবং দুর্লভ অর্জনের। এক জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করে ত্রিপাসো, বাংলাদেশ 'এখনো বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হয়নি' এই অপবাদটি অপসৃত করেছে চিরতরে। ত্রিপাসো, বাংলাদেশ এই অনন্য কাজটি করার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন সদ্ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ জনসাধারণকে ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা-উপদেশগুলো পরিপূর্ণ ও ভালোভাবে জানার, শেখার, অনুশীলন করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে, অপরদিকে (বাংলা ভাষায়) বুদ্ধধর্ম বিষয়ে গবেষক ও বৌদ্ধ-দর্শন বিষয়ে অনুসন্ধিৎসুগণকে আরও বেশি করে বুদ্ধধর্মকে নিয়ে আলোচনা-গবেষণা করার অবারিত দ্বার খুলে দিয়েছে।

বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হওয়ার পর এদেশের আপামর জনসাধারণের মাঝে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অধ্যাপক, গবেষক ও বিজ্ঞ পাঠকসমাজ কর্তৃক সমাদৃত হয় দারুণভাবে। প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বস্তরের লোকজন পরম আগ্রহে বাংলা ত্রিপিটকের রয়েল সেট সংগ্রহ করতে থাকেন। কেবল বৌদ্ধরা নন, অনেক উচ্চ শিক্ষিত, মুক্ত-চিন্তাবিদ হিন্দু, মুসলমানেরাও ত্রিপিটক সংগ্রহ করতে মনোযোগী হন। আর তাই তো মাত্র দশ দিনের মাথায় প্রথম সংস্করণের সব কপি শেষ হয়ে যায়। ফলে ত্রিপিটক সংগ্রহ করতে আসা অনেককে মলিন মুখে, মনে অতৃপ্তি নিয়ে ফিরে যেতে হয়েছে। তারা আমাদের অতৃপ্তির কথা জানিয়ে পুনর্মুদ্রণ করার আকুল আহ্বান জানান, আর কবে নাগাদ পুনর্মুদ্রিত ত্রিপিটক পাবেন সেটি জানতে চান।

ধর্মপ্রাণ আগ্রহী পাঠকসমাজের প্রত্যাশা ও অনুরোধের প্রেক্ষিতে মাত্র এক মাসের ব্যবধানে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত নিতে হলো। সত্যি কথা বলতে কী, পাঠকসমাজ কর্তৃক বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটকের প্রতি এই সমাদর ও আগ্রহ দেখে আমরাও আনন্দিত।

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

নির্ধারিত সময়ের আগে প্রকাশনা প্রসঙ্গে

ত্রিপাসো, বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে এই প্রথম বাংলা ভাষায় একসঙ্গে সমগ্র ত্রিপিটককে প্রকাশ করার এক মহান পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সেই লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল ২০১৫ সালের একদম গোড়ার দিকে জানুয়ারি মাসে। আমরা লক্ষ্য স্থির করেছিলাম, ২০১৯ সালের ৮ জানুয়ারি পূজ্য বনভন্তের শততম জন্মদিনে সমগ্র ত্রিপিটকটি মোড়ক উন্মোচনের মাধ্যমে প্রকাশ করবো এবং পূজ্য বনভন্তের শততম জন্মদিনটিকে বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় করে রাখবো। এতদিন আমরা সেভাবেই প্রচার করে আসছিলাম।

কিন্তু, বেশ কয়েকটি কারণে আমরা নির্ধারিত সময়ের আগেই ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট তারিখে **"পবিত্র ত্রিপিটক"** নামে ২৫ খণ্ডবিশিষ্ট সমগ্র ত্রিপিটকটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এক. পবিত্র ত্রিপিটকের বেশ কিছু বইয়ের বাংলায় অনুবাদ ও পূর্বে অনূদিত বইগুলোর সম্পাদনা, প্রুফ রিডিং-এর কাজ শেষ করতে যত সময় লাগবে বলে আমরা ভেবেছিলাম আমাদের অভিজ্ঞ সম্পাদনা পরিষদ তার অনেক আগেই, অন্তত দেড় বছর আগে, দক্ষতার সঙ্গে কাজ শেষ করতে সক্ষম হয়েছে।

দুই. বই ছাপা ও বাইন্ডিং-এর কাজও অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে শেষ হয়েছে।

তিন. ত্রিপাসো-র সাধারণ সদস্য-সদস্যা, পবিত্র ত্রিপিটকের অগ্রিম গ্রাহক ও সমগ্র ত্রিপিটক পড়তে আগ্রহী এমন অনেক ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধদের পক্ষ থেকে একটা অনুযোগ একদম শুরু থেকেই ছিল যে, ত্রিপিটক প্রকাশনার তারিখটি এত দেরিতে কেন! তাদের সকলের আকুল অনুরোধ ছিল এই যে, সম্ভব হলে প্রকাশের তারিখটি এগিয়ে আনা হোক।

একদিকে অনুবাদ, সম্পাদনা, প্রুফ রিডিংসহ ছাপার কাজও যখন পুরোপুরি শেষ হয়েছে, আর অন্যদিকে আগ্রহী পাঠকরাও যখন ভগবান বুদ্ধের অমূল্য উপদেশবাণী সম্বলিত পবিত্র ত্রিপিটকটি হাতের কাছে পাবার ও পড়ে দেখার অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন, তখন আর দেরি কেন! কেন শুধু বসে বসে দীর্ঘ দেড়টি বছর অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকা! কথায় আছে : "শুভ কাজে দেরি করতে নেই।" তাই আমরাও দেরি না করে সমগ্র ত্রিপিটকটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের তারিখটিকে এগিয়ে নিয়ে আসলাম। এতে করে আপনাদের সমগ্র ত্রিপিটক পাঠের শুভ সূচনা হোক! বুদ্ধজ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হোক প্রতিটি মানুষের জীবন!

"চিরং তিট্‌ঠতু বুদ্ধসাসনং!"

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

প্রকাশকের নিবেদন

ত্রিলোকশাস্তা মহাকারুণিক তথাগত ভগবান বুদ্ধ অনন্ত জ্ঞানের আধার। তাঁর প্রবর্তিত ও প্রচারিত ধর্মের নাম বৌদ্ধধর্ম। এ ধর্ম জ্ঞানের ধর্ম, এ ধর্ম ত্যাগের ধর্ম। এক কথায় উচ্চমার্গীয় পণ্ডিত-বেদনীয় ধর্ম বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না। অপরদিকে এই বিশ্বচরাচরে সত্ত্বগণের দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের একমাত্র ধর্মও বটে। আজ আড়াই হাজার বছর অধিককাল যাবত প্রতিরূপ দেশসহ বিশ্বের নানা দেশে এ ধর্ম প্রতিপালিত হয়ে আসছে। এ কর্মবাদী ও আচরণীয় ধর্মের অমূল্য ও অতুলনীয় নীতিশিক্ষাগুলো আপনাপন জীবনে অনুশীলন করে বহু মানুষ লৌকিক ও লোকোত্তর-সুখের সন্ধান পেয়েছেন, এখনো পাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও পাবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এরই ধারাবাহিকতায় এই পার্বত্যাঞ্চলের মহান আর্যপুরুষ সর্বজনপূজ্য সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তেও লোকোত্তর-সুখের সন্ধান ও স্বাদ পেয়েছেন। এদেশের বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণে ও নড়েবড়ে বৌদ্ধধর্মকে একটি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোতে পূজ্য বনভন্তের যে অতুলনীয় অবদান তা অনস্বীকার্য। তাঁর সেই অতুলনীয় অবদানের কথা এদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে অক্ষয় হয়ে লেখা থাকবে। সুদীর্ঘ কাল ধরে এদেশের বৌদ্ধদের মাঝে প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসার করে তিনি বিগত ৩০ জানুয়ারি ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে চুরানব্বই বছর বয়সে পরিনির্বাপিত হন। তিনি অকাল বলবো না তবে অকস্মাৎ পরিনির্বাণ লাভ করায় যে অপরিসীম ক্ষতি হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না।

আমরা জানি, বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তিস্তম্ভ হচ্ছে 'ত্রিপিটক'। সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরব্যাপী দেবমানব তথা সকল প্রাণীর হিত-সুখ ও মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তথাগত বুদ্ধ যে অমিয় উপদেশবাণী—চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধ—প্রচার করেছিলেন সে-সব নীতিশিক্ষা ও উপদেশবাণীর আকর গ্রন্থই হচ্ছে ত্রিপিটক। মূলত সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম এই তিনটি পিটককেই ত্রিপিটক বলা হয়। দুঃখমুক্তি নির্বাণপ্রদায়ক ধর্মকে জানতে হলে, বুঝতে হলে ত্রিপিটক শিক্ষা ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী বহুকাল আগে থেকে প্রয়োজনের তাগিদে পালি থেকে নিজ নিজ ভাষায় ত্রিপিটক

অনুবাদ করে বুদ্ধবাণীর চর্চা শুরু করেছিলেন। তাই প্রকৃত বুদ্ধবাণীর ধারক ও বাহক পবিত্র ত্রিপিটক আজ বিশ্বের বহু ভাষায় অনূদিত ও বহুলভাবে পঠিত ও পাঠক-নন্দিত।

আমরা জানি, পবিত্র ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ শুরু হয়েছে আজ থেকে শত বছর আগে। এ কাজে বহু সদ্ধর্মপ্রাণ পণ্ডিত ভিক্ষু-গৃহীর ব্যক্তিক ও সামষ্টিক উদ্যোগ লক্ষ করা গেছে। পবিত্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার লক্ষ্যে ইতিপূর্বে *বৌদ্ধ মিশন প্রেস*, *যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাস্ট*, *ত্রিপিটক প্রচার বোর্ড*সহ বহু প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে কিছু মহৎপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহীর ব্যক্তিগত ও সমন্বিত উদ্যোগে। কিন্তু বড়ই দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, এত কিছু উদ্যোগ সত্ত্বেও সম্পূর্ণ ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা সম্ভব হয়নি।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, এ দেশের মাটিতে শ্রাবকবুদ্ধ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তের মতো মহান এক পুণ্যপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁর পূতপবিত্র পুণ্যস্পর্শে ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ দেশের বৌদ্ধসমাজে যে নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে তা এক কথায় অভূতপূর্ব! প্রকৃতির অমোঘ বিধান অনুযায়ী তাঁর সবাক উপস্থিতি এখন আর আমাদের মাঝে নেই। তাঁর নির্বাক নিথর পবিত্র দেহধাতুই শুধু আমাদের মাঝে পড়ে আছে। তিনি এখন অনুপাদিশেষ নির্বাণে পরিনির্বাপিত। কিন্তু তাঁর আশা জাগানীয়া স্বপ্নের বাণীগুলো এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর। তাঁর সুললিত উপদেশবাণীগুলো এখনো আমাদের বন্ধুর জীবন চলার পথে একমাত্র পাথেয় হয়ে আছে। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় দিনরাত অবিশ্রান্তভাবে অঝোর ধারায় অমৃতোপম ধর্মবারি বর্ষণ করে লাখো মানুষকে সদ্ধর্মে সিক্ত করেছেন।

তিনি তাঁর ধর্মদেশনায় প্রায়ই কিছু আশা ও স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করতেন। তন্মধ্যে একটি হলো, সমগ্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। তিনি বলতেন, এতে করে সবাই ত্রিপিটকে বিধৃত বুদ্ধের উপদেশবাণীগুলো পড়ার, জানার ও উপলব্ধি করার সুযোগ হবে এবং তদনুযায়ী আচরণ, প্রতিপালন ও কর্মসম্পাদন করে দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হবে।

পূজ্য বনভন্তের সেই মহান আশা ও স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানের লক্ষ্যেই *ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ* নামে একটি ধর্মীয় প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয় বিগত ২০১২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়িতে ২১ (একুশ) সদস্যবিশিষ্ট একটি এডহক কমিটি গঠনের মাধ্যমে। এটি মূলত

সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের মাসিক ১০০/- টাকা হারে দেওয়া শ্রদ্ধাদান-নির্ভর একটি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এটির সদস্য সংখ্যা আট শতাধিক। এটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, পিটকীয় বইগুলো বাংলায় অনুবাদ করে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করা এবং সদ্ধর্মপ্রাণ আগ্রহী পাঠকদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা। ত্রিপাসো প্রতিষ্ঠার পর থেকে খুব অল্প সময়ে ভিক্ষুসংঘ ও সর্বস্তরের সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের কাছ থেকে যে পরিমাণ ব্যাপক সাড়া আমরা পেয়েছি তাতে আমরা যারপরনাই অভিভূত ও কৃতজ্ঞ।

আজ আমরা অতীব আনন্দিত যে সম্পাদনা পরিষদের নিরলস প্রচেষ্টায় দীর্ঘ কয়েক বছরের ব্যাপক প্রস্তুতির পর শেষ পর্যন্ত মহান বুদ্ধবাণীর আকর গ্রন্থ পুরো ত্রিপিটক এই প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় ছাপানোর কাজটা শুরু করতে পেরেছি। এর আগেও বেশ কয়েকবার মহান সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উদ্‌যোগে পুরো ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশ করার কাজ শুরু করেও শেষ পর্যন্ত সফলতার মুখ দেখেনি। আমরা খুব আশাবাদী যে আমাদের এবারের বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করার মহান এই কাজটি সকলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় সফলতার সাথে শেষ করতে পারবো। এবং এর মাধ্যমে বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে প্রকৃত বুদ্ধবাণীকে জানার, বুঝার ও উপলব্ধি করার অবারিত দ্বার উন্মোচিত হবে।

এবার একটু সোসাইটি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে পাঠকদের অবগতির জন্য না বললেই নয়। এ সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় যার মহান স্বপ্ন ছিল এবং যাদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ও প্রচেষ্টায় এতো বড় মহৎ পুণ্যকর্ম করার সুযোগ হয়েছে তন্মধ্যে আমি প্রথমে বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনার স্বপ্নদ্রষ্টা ও সকলের কল্যাণমিত্র পরম পূজ্য বনভন্তেকে শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করছি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এরপর সম্পাদনা পরিষদের অন্যতম সদস্য ও পূজ্য বনভন্তের একান্ত আদর্শিক শিষ্য শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তেকে শ্রদ্ধাভিনন্দন ও গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কারণ তিনিই মূলত ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে বর্ষাবাস পালনের উদ্দেশ্যে রাংগাপানিছড়া শান্তিগিরি বনভাবনা কুটিরে আসেন এবং বিহারাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় আর্যদ্বীপ ভন্তেকে বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনা বিষয়ে তাঁর সদিচ্ছা ব্যক্ত করেন। আমরা বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদের কতিপয় সদস্য শ্রদ্ধেয় আর্যদ্বীপ ভন্তের মারফত বিষয়টি অবগত হই এবং শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তের সাথে দেখা করি। সাক্ষাতে তিনি সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং সাংগঠনিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থের

উৎসসহ যাবতীয় বিষয়ে যৌক্তিক ধারণা উপস্থাপন করেন এবং এ ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রগুপ্ত মহাস্থবির ও শ্রদ্ধেয় বিধুর মহাস্থবির ভন্তের সদিচ্ছা রয়েছে এবং সহযোগিতা পাওয়া যাবে বলে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেন। শ্রদ্ধেয় ভন্তের আত্মপ্রত্যয়ী মনের দৃঢ়তা ও ঐকান্তিক সদিচ্ছা আমাদের সবাইকে ভীষণভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে। ফলে এ মহৎ মানবকল্যাণকর পুণ্যকর্মের সুযোগ হাতছাড়া করা সঙ্গত হবে না মনে করে সকলের মতৈক্যের ভিত্তিতে শ্রদ্ধেয় ভন্তের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ও দিকনির্দেশনায় ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। আমি শ্রদ্ধেয় ভন্তের এ মহতী উদ্যোগ ও কুশলকর্মের প্রচেষ্টাকে সোসাইটির সকল সদস্যের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাচিত্তে সাধুবাদ জানাই এবং ব্রহ্মচর্য জীবনের সফলতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

এ ছাড়াও সম্পাদনা পরিষদের যে সকল শ্রদ্ধাভাজন ভিক্ষুসংঘ নিরলসভাবে ও একান্ত অধ্যবসায়ের সাথে প্রকাশনার কার্যক্রমে মূখ্য ভূমিকা পালন করে ঐতিহাসিক স্বাক্ষর রেখেছেন বা রেখে যাচ্ছেন তাঁরা বৌদ্ধজাতির ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন। আমি তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সোসাইটির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে দেশ-বিদেশ হতে যে সকল ধর্মানুরাগী বৌদ্ধ জনসাধারণ সোসাইটির সদস্যভুক্ত হয়ে কিংবা দাতা হিসেবে এককালীন অর্থ সহায়তা দিয়ে সোসাইটির কার্যক্রমকে বেগবান করেছেন আমি তাঁদের এ মহান ত্যাগ ও পুণ্যকর্মের চেতনাকে সোসাইটির পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতার সাথে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে আমি বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনার মাধ্যমে সকলের ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু ও ধর্মবোধ উৎপন্ন হয়ে কোনো এক জন্মে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ হোক, এ প্রার্থনা করছি।

নিবেদক

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদের বক্তব্য

'ত্রিপিটক' হলো বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থের নাম। পৃথিবীর ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে ত্রিপিটকের পরিসর যথেষ্ট ব্যাপক ও বিশাল। ত্রিলোকশাস্তা ভগবান বুদ্ধ সত্ত্বগণের হিত ও কল্যাণে যে বাণী প্রচার করেছিলেন, তারই সমন্বিত রূপ হলো ত্রিপিটক। মোটকথা, ভগবান বুদ্ধের বাণী ও নির্দেশনার পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ হলো ত্রিপিটক। এ ত্রিপিটক বুদ্ধের উপদেশ, কথোপকথন, বচন, উপাখ্যান, বিধান প্রভৃতি বিষয়ক পরিপূর্ণ এক বিশাল শাস্ত্রবিশেষ।

'ত্রিপিটক'-এর আভিধানিক অর্থ হলো পেটিকা, ঝুড়ি, ভাণ্ডার, ধারণপাত্র, আধার। বৌদ্ধসাহিত্যে পিটক শব্দ অর্থ এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে—বুদ্ধের দেশনা বা ধর্ম-দর্শন যেখানে সংরক্ষিত রয়েছে, তা-ই পিটক। ত্রিপিটক মানে তিনটি পিটক। বুদ্ধের বিনয় বা নীতিমালা-বিষয়ক নির্দেশনার আধারকে বলা হয় বিনয়পিটক। সূত্র-বিষয়ক উপদেশের আধারকে বলা হয় সূত্রপিটক। পরমার্থ-বিষয়ক দেশনার আধারকে বলা হয় অভিধর্মপিটক। এই তিনটি পিটকের সমন্বিত সমাহারের নাম ত্রিপিটক। বলা বাহুল্য যে, প্রথম ধর্মসঙ্গীতি (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪৫ অব্দে) ও দ্বিতীয় ধর্মসঙ্গীতিতে (খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে) ত্রিপিটক নামের সূচনা হয়নি। তখন 'ধর্ম-বিনয়' নামে অভিহিত করা হয়েছিল। ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের দুইশত ছত্রিশ বছর পর খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতিতে 'ধর্ম-বিনয়কে' পিটকানুসারে 'ত্রিপিটক' নামকরণ করা হয়।

তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতি বুদ্ধধর্মের ইতিহাসে অনন্য মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃত। এ সঙ্গীতির মাধ্যমে যেমনি বুদ্ধবচনকে (ধর্ম-বিনয়কে) ত্রিপিটকরূপে আখ্যায়িত করা হয়, তেমন বুদ্ধের সদ্ধর্মশাসনকে রক্ষা করার স্তম্ভও নির্মিত হয় সুদৃঢ়ভাবে। সঙ্গীতি সমাপ্তিলগ্নে সঙ্গীতিতে অংশগ্রহণকারী অর্হৎ ভিক্ষুগণ দেখতে পান বিধর্মীর কবলে পড়ে বুদ্ধের সদ্ধর্মশাসন ভারতবর্ষ হতে তিরোহিত হবে একদিন। বুদ্ধের শাসনদরদী সঙ্গীতির সভাপতি মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌স স্থবির সদ্ধর্মশাসনকে রক্ষাকল্পে সম্রাট অশোককে দেশ-বিদেশে ভিক্ষু প্রেরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। স্থবিরের অনুরোধে অশোক ভারতবর্ষ ও এর পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশে ধর্মদূত হিসেবে

বিশিষ্ট ভিক্ষুদের প্রেরণ করেন সুপরিকল্পিতভাবে। যেসব স্থানে ভিক্ষু প্রেরণ করেন, তন্মধ্যে কাশ্মীর, গান্ধার, মহারাষ্ট্র, সুবর্ণভূমি (বর্তমানে মায়ানমার ও থাইল্যান্ড), সিংহলদ্বীপ (বর্তমানে শ্রীলংকা) এবং মধ্য-এশিয়ার দেশসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে সময় সম্রাট অশোকপুত্র ভিক্ষু মহিন্দকে শ্রীলংকায় প্রেরণ করা হয়। 'সম্রাট অশোকের পুত্র-কন্যা যথাক্রমে থের মহিন্দ ও থেরী সংঘমিত্রা কর্তৃক প্রথম ত্রিপিটক শ্রীলংকায় নীত হয়। এভাবে ক্রমে ত্রিপিটক দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে।' (*ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*—সুকোমল বড়ুয়া, সুমন কান্তি বড়ুয়া, পৃ. ৬)

চতুর্থ ধর্মসঙ্গীতি আগ পর্যন্ত বুদ্ধের বাণীর আধার 'ত্রিপিটক' পুস্তক আকারে সংকলিত হয়নি। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে শ্রীলংকার ধর্মপ্রাণ নৃপতি বট্টগামনী অভয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীলংকায় চতুর্থ ধর্মসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। এ সঙ্গীতিতে সমগ্র ত্রিপিটক ও এর অর্থকথা তালপত্র ও ভূর্জপত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। অর্থাৎ বুদ্ধের বাণীর আধার ত্রিপিটক প্রথম পুস্তক আকারে সংকলিত করা হয়। এতদিন যেই ত্রিপিটক শ্রুতিধর পণ্ডিত ভিক্ষুগণের মাঝে গুরু-শিষ্যপরম্পরায় স্মৃতিতে বা মুখে মুখে ছিল, এ সঙ্গীতিতে সেই ত্রিপিটক লেখ্যরূপ পায়। ইহাই (থেরবাদীদের) বর্তমান ত্রিপিটক।

ত্রিপিটক কেবল বৌদ্ধদের নিকট নিখাদ একটি ধর্মীয় গ্রন্থ (বা গ্রন্থের সম্ভার) নয়। এটির জ্ঞানগর্ভ এবং সর্বজনীন বিষয়বস্তুর কারণে সর্বদেশে ও সর্বজনের অনুসন্ধিৎসু মনকে আলোড়িত করে, পুলকিত এবং নিবৃতও করে। বিশ্বের বিবেকবান, যুক্তিবাদী ও সত্য অনুসন্ধানী মানুষের হৃদয় জয় করে নেয় এ ত্রিপিটক। ক্রমেই ত্রিপিটক (ভারতবর্ষ অতিক্রম করে) এশিয়া ও প্রাচ্যের বহুদেশে গিয়ে পৌঁছে। বৌদ্ধপ্রধান দেশের ভাষায় যেমন—সিংহলী, বার্মিজ, থাই, চীনা, কম্পোডীয়, তিব্বতী প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয় (মূল পালি ত্রিপিটক)। অনেক উৎসুক ও সত্যসন্ধানী ব্যক্তি নিজস্ব উদ্যোগে ত্রিপিটকের কিছু কিছু অংশ বিভিন্ন দেশের ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ড. ফৌসবল প্রথম ল্যাটিন ভাষায় ধর্মপদ অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। উনিশ শতকের শেষভাগে সিংহলী ত্রিপিটক প্রথম ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়। অধ্যাপক টি. ডব্লিউ রীস ডেভিডস্ (Prof. T.W. Rhys Davids) ১৮৮১ সালে লন্ডনে 'পালি টেক্সট সোসাইটি' গঠন করে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটকের ইংরেজি অনুবাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেই পালি টেক্সট সোসাইটি থেকে ক্রমে ক্রমে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটকের ইংরেজি অনুবাদ করা হয়। তখন ইউরোপ-আমেরিকার অসংখ্য পাঠকসহ বিশ্বের পাঠকসমাজ ত্রিপিটক

সম্পর্কে জানার সুযোগ লাভ করেন। 'এই মহৎ ও সুকঠিন কাজটি সুসম্পন্ন করতে রীস ডেভিডস্-এর সহধর্মিনীসহ বহু মনীষী নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন। এসব মনীষীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—E.B. Cowell, Flusball, Alexander David Neill, W. Montgomery, Prof. Lamam Foucaux, Abel Remusat, Sylvain Levi, E.B. Muller, J.E. Ellam, Childers, Dr. Paulcarus, Karl Neumann, Oldenburg, Hapkin.' (*ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*—সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, পৃ. ১০৯)। এর সমসাময়িককালে ত্রিপিটকের অনেক গ্রন্থ জার্মান, ফ্রান্স, রুশ ও ইতালীয় ভাষায় অনূদিত হয়।

বাংলা ভাষায় ত্রিপিটক অনুবাদের ইতিহাস কিছুতেই সুদীর্ঘকালের বলা যাবে না। উনিশ শতকের দিকে বুদ্ধের বাণীর আধার এই ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা শুরু হয়। বিশেষত অগ্রমহাপণ্ডিত ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহান ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদের এক মহাউদ্যোগ হাতে নেন ১৯৩০ সালে। তিনি এই বছর রেঙ্গুনে 'বৌদ্ধ মিশন প্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন। আর বাংলায় অনূদিত ত্রিপিটকের গ্রন্থগুলো প্রকাশ করার জন্য একে একে 'যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাষ্ট', 'রাজেন্দ্র ত্রিপিটক প্রকাশনী' গঠিত হয়। প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের সেই উদ্যোগের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বাংলায় ত্রিপিটক অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পালি অধ্যাপক ড. বেণীমাধব বড়ুয়া এমএ, ডি-লিট লন্ডন; পণ্ডিত প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, ধর্মতিলক স্থবির, পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, শ্রীজ্যোতিপাল স্থবির প্রমুখ সদ্ধর্মহিতৈষীগণ। ১৯৩৪ সালে শ্রীধর্মতিলক স্থবির কর্তৃক অনূদিত 'বুদ্ধবংশ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে। ১৯৩৫ সালে বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক স্থবির কর্তৃক অনূদিত 'থেরগাথা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। আর ১৯৩৭ সালে প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত বিনয়পিটকের 'মহাবর্গ' গ্রন্থটিও প্রকাশিত হয় বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে। গ্রন্থটি ছাপানোর ব্যয়ভার বহন করে 'যোগেন্দ্র-রূপলীবালা ট্রাষ্ট'। ১৯৪০ সালে ড. বেণীমাধব বড়ুয়া অনূদিত 'মধ্যমনিকায় - প্রথম খণ্ড' উক্ত ট্রাষ্ট হতে প্রকাশিত হয়। বলে রাখা দরকার, ইতিপূর্বে ১৯২৯ সালে ঈশানচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক ৬ খণ্ড জাতক বাংলায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪২ সালে বৌদ্ধ মিশন প্রেসের বিশেষ ক্ষতি সাধন হয়। ফলশ্রুতিতে কিছুসংখ্যক ত্রিপিটকের গ্রন্থ প্রকাশের পর অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের মহা উদ্যোগ শেষ হয়ে যায়।

পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বরেণ্য ভিক্ষু ও বিদ্বজ্জনের উদ্যোগে ত্রিপিটকের কিছু কিছু গ্রন্থ বিচ্ছিন্নভাবে বাংলায় অনূদিত হতে থাকে। এ পর্বে যাদের অবদান অনস্বীকার্য তাঁরা হলেন—ভিক্ষু শীলভদ্র, শান্তরক্ষিত মহাথের, জ্যোতিপাল মহাথের, শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, ড. সুকোমল চৌধুরী, ড. আশা দাস, ডা. সীতাংশু বড়ুয়া, অধ্যাপক সুকোমল চৌধুরী প্রমুখ। তারপরও বেশ কিছু পিটকীয় গ্রন্থ বাংলায় অননূদিত থেকে যায়।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে লোকোত্তর জ্ঞানের বৈভবে ঋদ্ধ, মহামানব পরম পূজ্য বনভন্তের পবিত্র সান্নিধ্যে পার্বত্যাঞ্চলের বৌদ্ধসমাজ খুঁজে পায় মৌলিক বুদ্ধধর্মের পুনরুত্থান বা পুনর্জাগরণ। এতদঞ্চলে রচিত হয় বুদ্ধধর্মের এক নতুন অধ্যায়, নতুন ইতিহাস। শুধু পার্বত্যাঞ্চলে নয়, গোটা বাংলাদেশের বৌদ্ধসমাজে তাঁর এ পুনর্জাগরণের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর প্রাণসঞ্চারী সদ্ধর্ম প্রচারের ফলে পার্বত্যাঞ্চলে যেন বুদ্ধযুগের আবহ সৃষ্টি হয়। সদ্ধর্ম পুনর্জাগরণের মহাযোগী বনভন্তের সদ্ধর্ম প্রচার ও বুদ্ধের শাসন রক্ষা, শ্রীবৃদ্ধি সাধনের চিন্তা-চেতনা, পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য, পদক্ষেপ গ্রহণ করা অকল্পনীয়। তাঁর সেই পদক্ষেপের গৌরবোজ্জ্বল প্রতিটি অধ্যায় অনন্য দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হতে থাকে নানারূপে, নানারঙে। এসব অধ্যায়ের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো, ত্রিপিটকের অননূদিত গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নিয়ে প্রকাশ করা। আর সেগুলো ছাপানোর জন্য রাজবন বিহারে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠা করা। পূজ্য বনভন্তের সেই পদক্ষেপ বা পরিকল্পনাকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করতে রাজবন বিহারের ভিক্ষুসংঘ ‘বনভন্তে প্রকাশনী’ নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা গঠন করে ১৯৯৯ সালের জুন মাসে। সংস্থার ফান্ড বৃদ্ধির জন্য একই বছরের ২৬ জুনে ‘উৎসর্গ ও সূত্র’ নামে ভিক্ষু-গৃহীদের ব্যবহারিক ধর্মীয় কর্তব্য সন্নিশ্রিত ছোট্ট পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। আর এভাবেই শুরু হয় বনভন্তে প্রকাশনীর পথচলা। এরপর ২০০৩ সালে বনভন্তে প্রকাশনী হতে প্রকাশ করা হয় পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের অনূদিত বিনয়পিটকীয় গ্রন্থ ‘চূলবর্গ’ গ্রন্থটি। এর পরে আরও বহু পিটকীয় ও সংকলিত বই বনভন্তে প্রকাশনী হতে প্রকাশিত হয়।

ইতিপূর্বে বুদ্ধের শাসনদরদী শ্রাবকবুদ্ধ পূজ্য বনভন্তে সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্রকে বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নিয়ে প্রকাশ করার লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে বহুগ্রন্থ প্রণেতা ও শ্রীলংকায় পালি বিষয়ে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরকে দিয়ে ‘মহাসতিপট্ঠান সুত্ত অট্ঠকথা’ গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নেন ২০০১ সালে। একই বছরের ৪ মার্চে রাজবন

বিহার উপাসক-উপাসিকা পরিষদ কর্তৃক সেটা প্রকাশিত হয়। পূজ্য বনভন্তে তাঁর সেই লালিত স্বপ্নকে পূরণ করা সহজতর করতে রাজবন বিহারে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন শিষ্যদেরকে। এবার রাজবন বিহারে প্রেস প্রতিষ্ঠার যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো। আর প্রতিষ্ঠা করা হলো 'রাজবন অফসেট প্রেস'। ২০০৪ সালের ২৯ জুলাই, রোজ মঙ্গলবার পূজ্য বনভন্তে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসের কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন। ২০০৫ সালে বনভন্তে প্রকাশনী হতে অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া কর্তৃক অনূদিত 'অঙ্গুত্তরনিকায়' (চতুর্থ খণ্ড) প্রকাশ করা হয়। আর গ্রন্থটিও মুদ্রিত হয় রাজবন অফসেট প্রেস হতে।

এ সময় পরম পূজ্য বনভন্তে প্রায়ই ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতেন। তিনি বলেন, আমি এতদঞ্চলে বুদ্ধের শাসন উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও সুরক্ষা করতে চাচ্ছি। তজ্জন্য পুরো ত্রিপিটক শাস্ত্র রাজবন বিহারে সংগ্রহ করে রেখেছি। আর সেগুলো বাংলায় অনুবাদ করার দিকে জোর দিচ্ছি। ত্রিপিটক ছাড়া বুদ্ধের শাসন সুরক্ষা করা সম্ভব নয়। আন্দাজ করে বুদ্ধধর্ম আচরণ করা যায় না। এ দেশে ত্রিপিটকশাস্ত্র বাংলায় অনুবাদ করে সহজলভ্য করা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এ কাজের জন্য একটি শক্তিশালী লেখক তথা অনুবাদক গোষ্ঠী গড়ে তোলা অপরিহার্য। তিনি আমাদেরকে (শিষ্যদেরকে) লক্ষ করে বলেন, তোমরা পালি শিক্ষা কর, ত্রিপিটক শিক্ষা কর। অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করতে পালি শিক্ষা কর।

গুরুভন্তের মুখ হতে এমন অনুপ্রেরণাময়, অনাবিল সঞ্জীবনী সুধাপূর্ণ বাক্য শুনে কিছুসংখ্যক শিষ্য পালি শিক্ষা করতে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত হয় দারুণভাবে। তারা ব্যক্তিগতভাবে পালি শিক্ষা করতে উদ্যোগী হন। তাদের সেই উদ্যোগ পূজ্য বনভন্তের কাছে নিবেদন করলে বুদ্ধশাসন হিতৈষী ভন্তে বেশ প্রীত হন। তিনি তাদেরকে আশীর্বাদ প্রদান করে অনুমতি প্রদান করেন। এবার তারা ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরোর কাছে পালি শিক্ষা করা আরম্ভ করলেন। কয়েক বছর ধরে গভীর আগ্রহে পালি শিক্ষা করার পর তারা একটা ভালো পর্যায়ে পৌঁছুতে সমর্থ হন। অন্যদিকে ২০০৬ সালে রাজবন বিহারে পালি শিক্ষা করার এক সংঘবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো বনভন্তের উৎসাহপূর্ণ দেশনায় উজ্জীবিত ভিক্ষুগণের প্রচেষ্টায়। পূজ্য বনভন্তের অনুমোদন ও আশীর্বাদ পেয়ে তারা বহু গ্রন্থপ্রণেতা এবং পালি ভাষায় অভিজ্ঞ ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরকে রাজবন বিহারে এসে পালি শিক্ষা

দিতে বিনীত অনুরোধ জানান। মহান আর্যপুরুষ পূজ্য বনভন্তের এই ঐকান্তিক সদিচ্ছা, আগ্রহ ও আশীর্বাদের কথা শুনে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরও শাসনদরদী চিত্তে এগিয়ে আসেন। তিনি ২০০৬ সালের বর্ষাবাস রাজবন বিহারে যাপন করে ৩৫ জনের অধিক ভিক্ষু-শ্রামণকে পালি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তবে শিক্ষা গ্রহণের মাঝখানে অনেক চড়াই-উতরাই পাড়ি দিতে গিয়ে প্রায় শিক্ষার্থীই শিক্ষার কার্যক্রম হতে ঝড়ে পড়েন। মাত্র ৭/৮ জনের মতো ভিক্ষু শিক্ষা কোর্স সমাপ্ত করতে সক্ষম হন। তারা পালি ভাষা অর্জনের মোটামুটি একটা ভালো পর্যায়ে উপনীত হন ২০০৯ সালের প্রথমদিকে।

সুখের বিষয়, পালি শিক্ষা গ্রহণের পর পূজ্য বনভন্তের সেই শিষ্যগণ মূল ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ২০০৭ সালের বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে করুণাবংশ ভিক্ষু বিনয়পিটকের ‘পাচিত্তিয়’ বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকসমাজকে উপহার দেন। একই বছরের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধবংশ ভিক্ষু বিনয়পিটকের ‘পারাজিকা’ গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকের হাতে অর্পণ করেন। আর বছরের শেষের দিকে প্রবারণা পূর্ণিমা তিথিতে বিনয়পিটকের ‘পরিবার পাঠ ১ম খণ্ড’ এবং ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিনয়পিটকের ‘পরিবার পাঠ ২য় খণ্ড’ বাংলায় অনুবাদ করে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথের নিজকে একটা অনন্য স্থানে অধিষ্ঠিত করেন। অপরদিকে ২০০৮ সালের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু সূত্রপিটকের ‘অঙ্গুত্তরনিকায়’ (পঞ্চম নিপাত) বঙ্গানুবাদ করে প্রকাশ করেন। ২০১০ সালের পূজ্য বনভন্তের ৯১তম দিনে ‘সংযুক্তনিকায়, স্কন্ধ-বর্গ’ গ্রন্থটি বাংলায় অনূদিত হয়। অনুবাদ করেন ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, সুমন ভিক্ষু, আদিকল্যাণ ভিক্ষু, সীবক শ্রামণ যৌথভাবে। এই পিটকীয় গ্রন্থ সবই রাজবন অফসেট প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। এভাবেই পূজ্য বনভন্তের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে নেওয়ার অনুপম সদিচ্ছা বাস্তবায়নে তাঁর শিষ্যগণ দৃঢ়প্রত্যায়ী হয়ে এগিয়ে আসেন। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় একের পর এক অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থগুলো বাংলায় অনুবাদ হতে থাকে। বলে রাখা দরকার, বনভন্তের শিষ্যদের এ মূল ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার মহৎ কাজ দেখে পালি শিক্ষায় সমৃদ্ধ সদ্ধর্মশাসন অনুরাগী ভিক্ষুরাও এ কাজে আগ্রহশীল হয়ে উঠেন।

মহান আর্যপুরুষ পূজ্য বনভন্তে বিগত ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নির্বাক পবিত্র দেহধাতু বাক্সবন্দী অবস্থায় পড়ে

থাকলেও তাঁর আদর্শ, বাণী এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর। তিনি আমাদের পথপ্রদর্শক, মহান স্বপ্নদ্রষ্টা ও অপরিসীম প্রেরণার উৎস। আমাদের অন্তরের মণিকোঠায় তিনি চিরঞ্জীব, চির অম্লান। জগদ্দুর্লভ এ মহাপুরুষের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করে বাংলাভাষী পাঠকসমাজে সহজলভ্য করার স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানকল্পে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা। বনভন্তের শিষ্যসংঘের মধ্য থেকে কতিপয় চিন্তাশীল, শাসনহিতৈষী, সাহিত্যানুরাগী ভিক্ষু এবং সচেতন ধর্মপিপাসু ও জ্ঞানান্বেষী দায়ক-দায়িকাবৃন্দের যৌথ উদ্যোগে গঠিত হয় এ প্রকাশনা সংস্থাটি। সংস্থার অন্যতম একটা লক্ষ্য হচ্ছে পূজ্য বনভন্তের শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা ত্রিপিটকের অননূদিত গ্রন্থ বঙ্গানুবাদের কাজে ব্রতী হয়েছেন, তাদের অনূদিত গ্রন্থসমূহ একটি সুনির্দিষ্ট প্রকাশনা হতে প্রকাশ করার সুব্যবস্থা করা। সংস্থার বিশ্বাস, সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এখনো অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থসমূহ কয়েক বছরে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠার পর পরই সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার কাজে নেমে পড়ে। ২০১৩ সালে শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত 'উদান' গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশ এবং ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও সীবক ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত খুদ্দকনিকায়ের 'মহানির্দেশ' গ্রন্থটি প্রকাশের মাধ্যমে সোসাইটির অগ্রযাত্রা সূচিত হয়। এরপর ২০১৪ সালের অক্টোবরে করুণাবংশ ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত খুদ্দকনিকায়ের 'অপদান' (প্রথম খণ্ড) ও 'অপদান' (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থ দুটি ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়। ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয় খুদ্দকনিকায়ের 'চূলনির্দেশ' গ্রন্থটি। এ গ্রন্থের যৌথ অনুবাদক হলেন : ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, পূর্ণজ্যোতি ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও সীবক ভিক্ষু। ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ এভাবে একের পর এক পিটকীয় গ্রন্থ প্রকাশ করে বাংলাভাষী পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে দিয়ে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সোসাইটির এই প্রকাশনা কার্যক্রম বৌদ্ধসমাজের বরেণ্য বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যানুরাগী, সচেতন ও সদ্ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের কাছে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। তারা ক্রমেই সোসাইটির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেদেরকে বুদ্ধশাসন ও সদ্ধর্ম সুরক্ষার দুর্লভ কার্যক্রমে নিয়োজিত করতে থাকেন। অন্যদিকে সোসাইটির সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ ছাড়াও পূজ্য

বনভন্তের যেসব শিষ্য পিটকীয় গ্রন্থ অনুবাদে নিয়ত তারাও সোসাইটির ছত্রতলে এসে প্রবল আগ্রহ আর নিষ্ঠার সাথে অনুবাদের কাজে যোগ দেন। এ রকম সমন্বিত প্রয়াস ও সুপরিকল্পনা-মাফিক অনুবাদকাজের ফলে মূল ত্রিপিটকের সমস্ত গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হবার শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছায় কয়েক বছরের মধ্যে।

এবার ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ পরম পূজ্য বনভন্তের লালিত স্বপ্ন সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সময় নির্ধারণ করে। নির্ধারিত সময়টি হলো, ২০১৯ সালের পূজ্য বনভন্তের ১০০তম শুভ জন্মদিন উপলক্ষে ত্রিপাসো পক্ষ থেকে এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক 'পবিত্র ত্রিপিটিক' নামে প্রকাশ করবে। এই গুরুত্বপূর্ণ, মহান ও পবিত্র কাজটি সুষ্ঠু ও সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য ত্রিপাসো-এর সম্পাদনা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ হতে দক্ষ, অভিজ্ঞ সদস্য নিয়ে 'বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনা কমিটি' নামে ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয় ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে।

তারই প্রেক্ষিতে ২০১৬ সালের ৩০ জানুয়ারি পূজ্য বনভন্তের ৫ম পরিনির্বাণ দিবসে আনুষ্ঠানিকভাবে মহান ত্রিপিটকের গ্রন্থ ছাপানোর কাজ শুভ উদ্বোধন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ত্রিপাসো-এর পক্ষ হয়ে এ মহান কাজের শুভ উদ্বোধন করেন বনভন্তের শিষ্যসংঘের প্রধান ও রাজবন বিহারের আবাসিক প্রধান এবং ত্রিপাসো-এর উপদেষ্টা পরিষদের আহবায়ক শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির, আর চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়।

সমগ্র ত্রিপিটকের মোট ৫৯টি গ্রন্থকে মাত্র ২৫ খণ্ডে বিভাজিত করে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নামে রয়েল সেট আকারে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সর্বদিক বিবেচনা করে। ত্রিপিটকের মতো বিশাল গ্রন্থের সমাহার প্রকাশনা ও সম্পাদনা করা অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ, আর শ্রমসাধ্য তো বটেই। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধানের জন্য অভিজ্ঞতার যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি রয়েছে মহামূল্যবান শ্রমদান ও ন্যায়-নিষ্ঠ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়ার অপরিসীম ধৈর্য ও কষ্ট-সহিষ্ণু মনোবৃত্তিরও। আমরা এ প্রকাশনা এবং সম্পাদনার কাজ সুন্দর, আকর্ষণীয় ও পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য করে তুলতে অনেক খ্যাতিমান লেখক, সাহিত্যিকের সাথে আলোচনা করেছি। তাদের সুপরামর্শ ও যৌক্তিক অভিমতগুলো গ্রহণ করেছি। অন্যদিকে পিটকীয় গ্রন্থের অনেক অনুবাদকের সাথেও যোগাযোগ করেছি। তারা প্রত্যেকে নিঃশর্তভাবে

আমাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তজ্জন্য আমরা সবার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বাংলায় অনূদিত পিটকীয় বইগুলোর অধিকাংশ আজ থেকে বহু বছর আগে অনুবাদ করা। বইগুলো প্রুফ দেখাসহ সম্পাদনা করতে গিয়ে আমরা পূর্বপ্রকাশিত (পিটকীয়) গ্রন্থের বানানরীতিতে পরিবর্তন এনেছি। বর্তমান পাঠকবৃন্দের যাতে সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য হয় সেই লক্ষ্যে এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। আর বাংলা একাডেমির আধুনিক 'প্রমিত বাংলা বানানরীতি' মেনেই এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। অনুবাদকগণ বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলোর ভিন্ন ভিন্ন বানান ব্যবহার করেছেন। বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলোর বানানের এই অসামঞ্জস্য দূর করার জন্য আমরা বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দের বানানরীতি প্রণয়ন করেছি এবং সেই বানানরীতিই আমরা ব্যবহার করেছি। তাই কিছু কিছু বৌদ্ধ পরিভাষার বানানেও পরিবর্তন এনেছি। আমাদের এই পরিবর্তন আধুনিক বাংলা ব্যাকরণরীতি এবং অর্থগত দিকের সাথে অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমাদের এ কাজটি অনেকের কাছে যথেষ্ট সাহসীও মনে হতে পারে। আসল কথা হলো, আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি মূলানুবাদের ভাষা অবিকৃত রেখে অধিকতর আধুনিক ও যুগোপযোগী করার। এতগুলো বইয়ের পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রকাশনার কাজে দুয়েকটি ভুলত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যদিও আমরা সেটা না করতে যথেষ্ট সচেতন ছিলাম। নির্ভুল, সর্বাঙ্গ সুন্দর প্রকাশনার মাধ্যমে পাঠকসমাজকে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক উপহার দেয়ার মানসে নিরলসভাবে কাজ করেছি আমরা। তার পরও অনিচ্ছাকৃত ভুল-প্রমাদ রয়ে গেলে, সেগুলো উদার চিত্তে গ্রহণ করার আহ্বান রইল। সমগ্র ত্রিপিটক এই প্রথম বাংলায় প্রকাশনার এ মহতী ও বিশাল কর্মকাণ্ডে, বিশেষত প্রুফ রিডিংসহ বিভিন্ন কাজে আমাদেরকে যাঁরা আন্তরিকভাবে কায়িক-বাচনিক ও আর্থিক সহায়তা করেছেন, তাদের প্রত্যেকের কাছে আমরা চির কৃতজ্ঞ।

এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করে ত্রিপাসো একদিকে যেমন পরম পূজ্য বনভন্তের সেই লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করে দিতে সমর্থ হলো, অন্যদিকে এখনো বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক অনূদিত হয়নি, এ লজ্জাজনক উক্তি ঘুচিয়ে এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করলো বলে আমরা মনে করি। এ মহতী পুণ্যময় কার্য সমাধা করে ত্রিপাসো কেবল আমাদের পরম কল্যাণমিত্র মহাগুরু বনভন্তের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনই করলো না, এতদঞ্চলে প্রকৃত বুদ্ধবাণীর প্রচার, প্রসার ও চিরস্থায়ী করার

সুযোগ সৃষ্টি করে দিলো। ত্রিপাসো-এর পরবর্তী লক্ষ্য, মূল পিটকের বাইরে অট্‌ঠকথা ও টীকা-অনুটীকাসমূহ বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। আর এসব গ্রন্থ প্রজন্মপরম্পরা সহজলভ্য করার তাগিদে কাজ করা।

নিবেদক
সম্পাদনা পরিষদ
ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ
১৯ জানুয়ারি ২০১৬

সূত্রপিটকে

সংযুক্তনিকায়

চতুর্থ খণ্ড

[ষড়ায়তন বর্গ]

(ভূমিকা, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা-টীকা সম্বলিত)

শ্রীমৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ভিক্ষু
কর্তৃক অনূদিত

প্রথম প্রকাশ :
২০ জুলাই ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ

দ্বিতীয় প্রকাশ :
২০১১ খ্রিষ্টাব্দ

দ্বিতীয় প্রকাশনায় :
বনভন্তে প্রকাশনী, রাজবন বিহার, রাঙামাটি

সূ চি প ত্র

সূত্রপিটকে সংযুক্তনিকায় (চতুর্থ খণ্ড)

অনুবাদকের উৎসর্গ

দুর্লভ প্রব্রজ্যা জীবন আমি যাঁদের শুভাশীর্বাদে লাভ করেছি সেই মহান কল্যাণমিত্রগণ হলেন—ভারত-বাংলা উপমহাদেশের আলোকিত সাংঘিক ব্যক্তিত্ব মহাত্যাগী বনভন্তে; আমার প্রব্রজ্যা জীবনের মূল ভিত রচয়িতা, শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু, মহামুনি পাহাড়তলী অরণ্য বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা, প্রাজ্ঞ বিদর্শনাচার্য, পণ্ডিত, পরম কল্যাণমিত্র প্রয়াত ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথের; অগ্রজ গুরুভাই পরম কল্যাণমিত্র শিক্ষাগুরু পণ্ডিত ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথের; আমার পালি শিক্ষাগুরু পরম কল্যাণমিত্র পণ্ডিত ভদন্ত সত্যপাল ভন্তে এবং যিনি এখনো পর্যন্ত আমাকে বিনয়ানুকূল আদর্শ ভিক্ষুজীবন গঠনের ক্ষেত্রে দিকনির্দেশক ও সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছেন সেই মহান কল্যাণমিত্র, পরম পূজ্য শিক্ষাগুরু প্রিয়শীল বিদর্শন সাধক, পণ্ডিত ভদন্ত প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভন্তে।

উপরোক্ত পাঁচ মহান সংঘপুরুষদের পবিত্র করকমলে আমার বহু শ্রমসাধনায় অনূদিত এই পবিত্র সূত্রপিটকীয় গ্রন্থটি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার্ঘ্য এবং কৃতজ্ঞ পূজার নিদর্শনস্বরূপ উৎসর্গ করছি।

প্রণতঃ

জ্ঞানেন্দ্রিয় ভিক্ষু

অনুবাদকের নিবেদন

অবিদ্যান্ধকারে নিমজ্জিত এ বিশ্ব, হিংসার দাবানলে উত্তপ্ত প্রাণিজগৎ। নিষ্ঠুর অত্যাচার উৎপীড়নে বিক্ষুব্ধ। অশেষ দুঃখ-দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ। স্বার্থের হানাহানিতে স্বার্থান্ধ মানব সদা উন্মত্ত। জগৎ স্বভাবত আত্ম-পরায়ণ ও আত্ম-সর্বস্ব। প্রত্যেকের চিন্তা ও চেষ্টা প্রত্যেকের নিজের দিকে। একের লুব্ধ দৃষ্টি পরসম্পদের ওপর সর্বদা নিবদ্ধ। দৈনন্দিন ভরণ-পোষণ ও সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানে হিংসা হত্যার ছড়াছড়ি। প্রতিদিন গোলা-বারুদের আঘাতে নিহত হচ্ছে কত তাজা প্রাণ। ধ্বংস হচ্ছে সভ্যতার কত প্রাচীন নিদর্শন, পারমাণবিক বোমার আতঙ্কে সবাই চিন্তিত। কখন যে কী অঘটন ঘটে যায়, তা বলা যায় না।

ভোগ-স্পৃহায় মানব মন সদা বিচলিত। নিত্য-নতুন ভোগ-উপকরণ সৃষ্টির জন্য নির্মিত হচ্ছে অগণিত শিল্প-কারখানা। যার ফলশ্রুতিতে দূষিত হচ্ছে বায়ু। প্রাকৃতিক পরিবেশ হচ্ছে বিপর্যস্ত। প্রকৃতি ধারণ করছে ভীষণ রূপ, ঋতু হারাচ্ছে স্বীয় বৈশিষ্ট্য। দ্রুত গতিতে বাড়ছে পৃথিবীর উষ্ণতা, ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে বিশ্ব। যতই মানব তার লোভ-দ্বেষ-মোহের বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছে ততই পৃথিবী হারাচ্ছে তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নির্মল পরিবেশ। কমছে প্রাণীর আয়ু, বিবিধ ব্যাধিতে হচ্ছে আক্রান্ত, দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে শারীরিক মানসিক অশান্তি, চারিদিকে শুধু দুঃখের প্রতিধ্বনি।

জগতের মধ্যে কেহ দুঃখ চায় না, অশান্তি চায় না। প্রত্যেকেই চায় অনাবিল সুখ, অনাবিল শান্তি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সুখাকাঙ্ক্ষী মানব কেন এত দুঃখ সৃজন করে চলেছে? আসলে মানব মিথ্যা সুখের আশায় যে লোভ-দ্বেষ-মোহ যুক্ত কর্ম সম্পাদন করে তাতেই কেবল দুঃখ বাড়ছে কিন্তু কমছে না। মানব ভোগে সুখ অন্বেষণ করে, ত্যাগে নয়। ভোগের কারণে মানব মনে সৃষ্টি হচ্ছে লোভ। ভোগের উপকরণ লাভে বঞ্চিত হলেই উৎপন্ন হচ্ছে দ্বেষ বা ক্রোধ। আর এই লোভ ও দ্বেষ উৎপত্তির মূলে রয়েছে মোহ বা অজ্ঞানতা। অথচ সেই লৌকিক সুখকে লক্ষ করে শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে :

"অপ্পং সুখং জললবং বিয ভো তিণগ্গে,
দুক্খন্ত সাগরজলং বিয সব্বলোকে,

সঙ্কপ্‌পনা তদপি হোতি সভাবতো হি,
সব্বং তিভবম্‌পি কেবলদুক্‌খমেব।”

অথাৎ হে সুখাভিলাষী সত্ত্বগণ, সংসারে যে সুখ দৃষ্ট হয়, তা হেমন্তের প্রভাবে তৃণাগ্রস্থিত শিশির বিন্দুর মতো অতি স্বল্পস্থায়ী। কিন্তু দুঃখ সাগরজল সদৃশ বিপুল। এই সাধারণ সুখও সংকল্প মাত্র। স্বভাবত সমস্ত সংসার দুঃখের আলয়। বাস্তবিকই সংসারে যা আমরা সুখ বলে কল্পনা করি তা শুধু ক্ষণস্থায়ীই নয়, তা দুঃখের পূর্বাভাষ মাত্র। তাই দুঃখান্ত ক্ষণিক সুখের মধ্যে জীব কখনো সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। তাইতো মরুভূমিতে মরীচিকা লুব্ধ তৃষিত মৃগের ন্যায় প্রাণীগণ মিথ্যা সুখের পানে অবিরত ধাবিত হচ্ছে ও দুঃখকে আলিঙ্গন করছে।

সংসারাবর্ত যাবতীয় দুঃখের মূল কারণ হচ্ছে অবিদ্যা (অজ্ঞানতা বা মোহ) আর অবিদ্যাকে নিরোধ করতে পারলেই যাবতীয় দুঃখ হতে চিরতরে মুক্তি লাভ সম্ভব। কারণ তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ বলেছেন, অবিদ্যা নিরোধে সংস্কার নিরোধ, সংস্কার নিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ, বিজ্ঞান নিরোধে নামরূপ নিরোধ, নামরূপ নিরোধে ষড়ায়তন নিরোধ, ষড়ায়তন নিরোধে স্পর্শ নিরোধ, স্পর্শ নিরোধে বেদনা নিরোধ, বেদনা নিরোধে তৃষ্ণা নিরোধ, তৃষ্ণা নিরোধে উপাদান নিরোধ, উপাদান নিরোধে ভব নিরোধ, ভব নিরোধে জন্ম নিরোধ, জন্ম নিরোধে জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াশ (নিরাশা) নিরুদ্ধ হয়। এভাবেই সমগ্র দুঃখ রাশির নিরোধ হয়।

মহামানব গৌতম বুদ্ধ আজ হতে প্রায় আড়াই হাজার বছরেরও আগে গয়ায় নৈরঞ্জনা নদীর তীরে বোধিবৃক্ষমূলে সংসারাবর্তের যাবতীয় দুঃখ মুক্তির উপায়-স্বরূপ যে সম্বোধি জ্ঞান লাভ করেছিলেন এবং বহুজনের হিত-সুখার্থে তিনি দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরব্যাপী দেশনা করেছিলেন তা পালি ত্রিপিটকে সংগৃহীত আছে। বর্তমান অশান্ত বিশ্বের শান্তির জন্য, ইহ-পারত্রিক মঙ্গলের জন্য তথা সর্ব দুঃখ হতে মুক্ত হয়ে পরম শান্তি নির্বাণ উপলব্ধির জন্য প্রত্যেকের উচিত ত্রিপিটক অধ্যয়ন, আলোচনা, গবেষণা এবং সর্বোপরি প্রয়োজন আত্মজীবনে বুদ্ধবাণীর সম্যক অনুশীলন।

পালি ত্রিপিটক বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হলেও দুঃখের বিষয় এখনো সম্পূর্ণ ত্রিপিটক বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়নি। তবে আশার কথা হচ্ছে, বর্তমানে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের প্রেরণায় শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ ভন্তে নিজেও পিটকীয় গ্রন্থ অনুবাদ করে যাচ্ছেন এবং অনেক ভিক্ষু-শ্রামণকে পালি ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন, এখনো দিয়ে যাচ্ছেন। যাঁদের অনেকেই কয়েকটি পিটকীয়

গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন এবং করে যাচ্ছেন। বর্তমানে বাংলাদেশে পালি ভাষা শিক্ষার পুনর্জাগরণের নেপথ্যে যে মহান ব্যক্তিত্বের অবদান অনস্বীকার্য তিনি হলেন শাসন সদ্ধর্মের একান্ত হিতকামী পরম পূজ্য গুরুদেব বিদর্শনাচার্য পণ্ডিত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথের মহোদয়। কারণ তিনিই শ্রীলংকায় গিয়ে প্রজ্ঞাবংশ ভন্তের পালি শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ ভন্তে গুরুদেবের মহান উপকারের কথা পরিবার গ্রন্থের ভূমিকায় (পৃষ্ঠা ৩০-৩১) কৃতজ্ঞ চিত্তে তুলে ধরেছেন এভাবে : "পালি ভাষা শিক্ষা এবং সমগ্র ত্রিপিটক গবেষণা প্রজ্ঞাবংশের দ্বারা হোক, এমন একটি স্বপ্ন ছিল আমার শিক্ষা ও দীক্ষা গুরু প্রয়াত বিদর্শনাচার্য পিতৃতুল্য পরম শ্রদ্ধেয় ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথেরো মহোদয়ের। ... ১৯৮১ সালের মাথায় এসে গুরুদেব তার সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই প্রজ্ঞাবংশকে এ প্রসঙ্গে কিছু না বলেই শুধু এক মাসের ভ্রমণের নাম করে শ্রীলংকায় নিয়ে গিয়েছিলেন। তাকে কোনো প্রকার চিন্তার সুযোগ না দিয়ে হঠাৎ করে কলম্বোর উপকণ্ঠস্থ মহারাগমা শ্রী বজিরারাম ভিক্ষু প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ পরম পূজ্য মাডিহে পঞ্ঞাসীহ মহানায়ক থেরো মহোদয়ের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, প্রজ্ঞাবংশকে ধর্ম-বিনয় শিক্ষায় সু-উপযুক্ত করে তুলতে। সেদিন তিনি মহানায়কের কাছে বাংলাদেশের বুদ্ধ শাসনকে রক্ষার প্রার্থনা করেছিলেন। গুরুদেব আজ আমাদের মাঝে বেঁচে নেই সত্য কিন্তু উনার সেই স্বপ্ন এখন বাস্তবায়িত হচ্ছে। উনার প্রার্থনার সুফল আমরা বাংলা ভাষা-ভাষী বৌদ্ধরা এখন পাচ্ছি। তাই উনাকে পরম কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে উনার প্রতি নিবেদন করছি সশ্রদ্ধ বন্দনা।

২০০২ সালে যখন আমার পরম মঙ্গলকামী জন্মদাতা পিতার কাছে দুঃখমুক্তির আশায় আমি প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণের প্রস্তাব করি তখন উনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমার প্রস্তাবে রাজি হন এবং আমার নিকট প্রত্যাশা করলেন যে শাসন-সদ্ধর্মের মঙ্গলের জন্য আমি যেন ভিক্ষু হয়ে পালি ভাষা শিক্ষা করে ত্রিপিটকের অননূদিত গ্রন্থ অনুবাদ করি। ভিক্ষু হবার পর ১ম বর্ষায় গুরুদেবের সান্নিধ্যে মহামুনি পাহাড়তলী অরণ্য বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্রে ধ্যান বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে আমি রাঙ্গামাটির নানিয়ারচর থানার অন্তর্গত রামহরিপাড়া অরণ্য কুটিরে চলে যাই। সেখানে প্রায় আড়াই বছর অবস্থান করার পর শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ ভন্তের আহ্বানে চলে আসি রাউজান থানার অংকুরীঘোনা মহাশ্মশান ভাবনা কেন্দ্রে। তখন পালি ভাষা শিক্ষাদানের মানসে শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ ভন্তে বনবিহারে বর্ষাবাস করতে চলে যান। তাই

আমি উনারই সুযোগ্য শিষ্য আমার প্রতি অকৃত্রিম দরদী পণ্ডিত শ্রদ্ধেয় সত্যপাল ভন্তের নিকট পালি ভাষা শিক্ষা করি। শ্রদ্ধেয় সত্যপাল ভন্তে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আমাকে পালি শিক্ষা দেন। পালি ভাষা শিক্ষা করলেও সাত বছরের মধ্যে অনুবাদে হাত দেয়ার ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু অংকুরীঘোনা শ্মশানে অবস্থানরত স্নেহভাজন ধর্মান্তেবাসী শ্রীমান প্রজ্ঞারত্ন শ্রামণ হতে আমার পালি ভাষা শিক্ষা করার বিষয়টি স্নেহভাজন প্রজ্ঞাদর্শী শ্রামণ (বর্তমানে ভিক্ষু) জানতে পেরে সূত্রপিটকের সংযুক্তনিকায়ের ৪র্থ খণ্ড (ষড়ায়তন বর্গ) গ্রন্থটি মূল পালি হতে বাংলায় অনুবাদ করার জন্য আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করে। তখন আমি এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয় লোকজিৎ ভন্তে ও শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভন্তের সাথে পরামর্শ করি। উনারা আমাকে অনুবাদ করার জন্য উৎসাহিত করেন এবং শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভন্তে আমাকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, আমার জন্মদাতা পিতার একান্ত ইচ্ছা ছিল আমি যাতে ভিক্ষু হয়ে পালি পিটকীয় গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করি। তখন আমিও চিন্তা করলাম যে, উনি এখন বয়োবৃদ্ধ এবং রোগগ্রস্ত। জীবদ্দশায় যাতে আমি উনার আশা পূরণ করতে পারি এবং উনিও যাতে আমার অনূদিত গ্রন্থ দেখে মানসিক শান্তি লাভ করতে পারেন—এই শুভ ইচ্ছা পোষণ করে আমি প্রজ্ঞাদর্শীর প্রস্তাবে রাজি হই। অতঃপর শ্রদ্ধেয় লোকজিৎ ভন্তে ও শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভন্তেসহ প্রজ্ঞাদর্শীকে নিয়ে আমরা রাজবন বিহারে উপস্থিত হই। প্রজ্ঞাদর্শী শ্রামণ বনভন্তের একনিষ্ঠ সেবক শ্রদ্ধেয় আনন্দমিত্র ভন্তের অনুমতি নিয়ে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের লাইব্রেরিতে অনেক খোঁজ করার পরও সংযুক্তনিকায় ৪র্থ খণ্ডের (ষড়ায়তন বর্গ) বাংলা অক্ষরে রূপান্তরিত পালি বইটি না পেয়ে Roman হরফের মূল পালি বই ও তৎ ইরেজি অনুবাদ The Book of The Kindred Sayings By F.L.Woodward বই দুটি অনুবাদ করার জন্য আমাকে প্রদান করে এবং প্রকাশনার ব্যাপারে আশ্বাস দেয়। তদ্ধেতু আমি শ্রদ্ধেয় আনন্দমিত্র ভন্তে ও স্নেহভাজন প্রজ্ঞাদর্শীর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। বুদ্ধ বলেছেন, "হে ভিক্ষুগণ, যারা ধর্মকে অধর্ম বলে প্রকাশ করে, অধর্মকে ধর্ম বলে প্রকাশ করে, অবিনয়কে বিনয় বলে, বিনয়কে অবিনয় বলে, তথাগত কর্তৃক অভাষিত অনালাপিতকে তথাগত কর্তৃক ভাষিত আলাপিত বলে প্রকাশ করে, তথাগত কর্তৃক ভাষিত আলাপিতকে তথাগত কতৃক অভাষিত অনালাপিত বলে প্রকাশ করে, তারা বহুজনের অহিতকল্পে প্রতিপন্ন, বহুজনের অসুখ, বহুজনের অনর্থ, দেব-মনুষ্যগণের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়ে থাকে। তারা বহু অপুণ্য প্রসব করে এবং তারাই এই সদ্ধর্মের অন্তর্ধান

করে থাকে।”(অ.নি. এক নিপাত)

উপর্যুক্ত বুদ্ধবাণী চিন্তা করে অনুবাদকালে আমি খুবই সতর্ক ছিলাম যাতে আমার দ্বারা বুদ্ধবাণী বিকৃত না হয়। বুদ্ধবাণী অত্যন্ত গম্ভীর ও জটিল দার্শনিক তত্ত্বে পরিপূর্ণ। বিশেষত আর্য না হলে আর্যসত্য বুঝা ও বুঝানো দুরূহ ব্যাপার। বলতে গেলে এটি আমার জীবনের প্রথম অনুবাদ। আবার পালি, বাংলা ও ইংরেজি—এই ত্রিবিধ ভাষায় আমার জ্ঞানের পরিধি সীমিত। তাই মূল পালি, অট্‌ঠকথা ও ইংরেজি অনুবাদ নিয়ে অনুবাদ করার সময় মহাপণ্ডিত শ্রদ্ধেয় ধর্মাধার মহাস্থবিরের মধ্যমনিকায় ২য় খণ্ড, রাজগুরু পণ্ডিত শ্রদ্ধেয় ধর্মরত্ন মহাস্থবিরের দীর্ঘনিকায় ১ম খণ্ড ও মহাপরিনির্বাণ সূত্র, শ্রদ্ধেয় জ্যোতিঃপাল ভন্তের উদান, শ্রদ্ধেয় সত্যপ্রিয় ভন্তের চূলবর্গ, ড. বেণীমাধব বড়ুয়ার মধ্যমনিকায় ১ম খণ্ড, ড. বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরীর মধ্যমনিকায় ৩য় খণ্ড, শীলানন্দ ব্রহ্মচারীর সংযুক্তনিকায় ১ম ও ২য় খণ্ড), অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়ার অঙ্গুত্তরনিকায় ১ম ও ৪র্থ খণ্ড প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদ পদ্ধতি অনুসরণ করি। মূল ভাব যাতে বিকৃত না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে মূলের গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য অব্যাহত রেখে সকল শ্রেণির পাঠকের বুঝার সুবিধার্থে সহজ সরল ভাষায় অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। তবে কতটুকু সফল হয়েছি জানি না। তা বিজ্ঞ পাঠকের বিচারাধীন। আমার ভাষাজ্ঞানের দুর্বলতা হেতু বানান ও ব্যাকরণগত ভুল পরিলক্ষিত হলে তজ্জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। তবে নির্ভুল ও সর্বাঙ্গ সুন্দর অনুবাদ করার ব্যাপারে আমার আন্তরিক সদিচ্ছার ও প্রচেষ্টার অভাব ছিল না। যেসব গম্ভীর ভাবব্যঞ্জক পালি পরিভাষা অনুবাদে পরিস্ফূট করতে পারিনি সেসব ক্ষেত্রে বন্ধনীর মধ্যে সহজ বাংলা শব্দ ও পাদটীকা সংযোগ করেছি। গদ্যাংশ গদ্যে এবং পদ্যাংশ পদ্যে অনুবাদ করেছি। মূল ভাব বিকৃত হবার ভয়ে স্থানবিশেষে পয়ার ছন্দের ব্যাপারে বেশি স্বাধীনতা গ্রহণ করিনি। পাদটীকা সংগ্রহের জন্য আমি অট্‌ঠকথা ছাড়াও পুদগলপঞ্ঞত্তি, থেরগাথা, অভিধর্মার্থ সংগ্রহ, মিলিন্দ-প্রশ্ন এবং মধ্যমনিকায়াদি পূর্ব উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে সাহায্য নিয়েছি। সেজন্য আমি উক্ত গ্রন্থকারদের নিকট চির ঋণী ও চির কৃতজ্ঞ। ইংরেজি অনুবাদের কয়েকটি সূত্র নিয়ে প্রিয়ভাজন রত্নসার ভিক্ষুর সাথে আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি। তজ্জন্য উনাকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

সংযুক্তনিকায় পালি ত্রিপিটকের অন্তর্গত সূত্রপিটকের তৃতীয় নিকায় গ্রন্থ। দীর্ঘাকারের সূত্রগুলোকে একত্রিত করে যেমন দীর্ঘনিকায় নামকরণ করা হয়েছে, মধ্যামাকারের সূত্রগুলোকে একত্রিত করে যেমন মধ্যমনিকায়

(মজ্ঝিমনিকায়) নামকরণ করা হয়েছে, তদ্রূপ সমজাতীয় বিষয়ভিত্তিক দেশিত ধর্মদেশনা একত্রিত করে এক একটি অধ্যায় গঠন করা হয়েছে বলে 'সংযুক্তনিকায়' এই নাম।

এই গ্রন্থটি সংযুক্তনিকায়ের ষড়ায়তন বর্গ আর খণ্ড হিসেবে চতুর্থ খণ্ড। আয়তন মানে পরিসর, বিস্তার, আলয়, আকর, উৎপত্তি-স্থান। চক্ষু, দৃশ্যমান রূপ ও মনস্কারের সংযোগে চক্ষু-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়; শ্রোত্র, শব্দ ও মনস্কারের সংযোগে শ্রোত্র বিজ্ঞান; ঘ্রাণ, গন্ধ ও মনস্কারের সংযোগে ঘ্রাণ-বিজ্ঞান; জিহ্বা, রস ও মনস্কারের সংযোগে জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়, স্পর্শ ও মনস্কারের সংযোগে কায়-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। অতএব চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা ও কায় দ্বাররূপে এবং রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পৃশ্য আলম্বন বা বিষয়রূপে চক্ষু বিজ্ঞানাদির যথাক্রমে উৎপত্তিক্ষেত্র। এজন্য চক্ষু শ্রোত্রাদি ও রূপ শব্দাদি প্রত্যেকটাকে বলা হয় আয়তন বা উৎপত্তি ভূমি। রূপ শব্দাদি যেমন চক্ষু শ্রোত্রাদির আলম্বন বা বিষয় তেমনি মনের আলম্বন হচ্ছে ধর্ম বলে কথিত বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার বা সর্বপ্রকার চিত্তবৃত্তি (চৈতসিক), মনোগোচর সূক্ষ্ম রূপ ও নির্বাণ। অতএব মন দ্বাররূপে এবং উক্ত ধর্ম আলম্বন রূপে মনো বিজ্ঞানের উৎপত্তি ক্ষেত্র। তাই মন ও ধর্ম উভয়কে বলা হয় আয়তন বা উৎপত্তি ভূমি। চক্ষুর কৃত্য দর্শন এবং চক্ষু বিজ্ঞানের কৃত্য তা অবগত হওয়া বা জানা। চক্ষু ভিন্ন অন্য কোনো দ্বারে দর্শনক্রিয়া সম্পন্ন হয় না এবং চক্ষুবিজ্ঞান ব্যতীত শ্রোত্রবিজ্ঞানাদির অন্য কোনোটি দর্শনক্রিয়া অবগত হয় না। দর্শনকৃত্য সম্পাদন চক্ষুরই প্রাকৃতিক গুণ, দর্শনকৃত্য অবগত হওয়া চক্ষুবিজ্ঞানের প্রাকৃতিক গুণ, তদ্রূপ শ্রোত্রাদি সম্পর্কে জ্ঞাতব্য।

এই গ্রন্থের সর্বশেষ পরিচ্ছেদ অব্যাকৃত সংযুক্তে যে দশটি বিষয় বুদ্ধ অব্যাকৃত (অব্যাখ্যাত) রেখেছেন তা হলো—১. লোক শাশ্বত? ২. লোক অশাশ্বত? ৩. লোক অন্তবান? ৪. লোক অনন্তবান? ৫. যেই জীব সেই শরীর? ৬. জীব অন্য শরীর অন্য? ৭. মৃত্যুর পর তথাগত থাকে? ৮. মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না? ৯. মৃত্যুর পর তথাগত থাকে? নাও থাকে? ১০. মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না?

এখানে প্রথম চার প্রশ্ন লোক বা জগৎ সম্পর্কিত। জগৎ সম্পর্কিত আলোচনাকে বুদ্ধ অবান্তর বিষয় মনে করতেন। তৎসম্বন্ধে অঙ্গুত্তরনিকায়ের চতুষ্ক নিপাতে বুদ্ধ বলেছেন, **"লোকচিন্তা ভিক্খবে অচিন্তেয্যা, ন চিন্তেতব্বা, যং চিন্তেন্তো উম্মাদস্‌স বিঘাতস্‌স ভাগী অস্‌স।"** ভিক্ষুগণ, লোক বিষয় অচিন্তনীয়, চিন্তা করা অনুচিত, ইহা চিন্তা করলে উন্মাদের ও বিঘাতের

ভাগী হতে হয়।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রশ্ন জীব ও শরীর অথাৎ আত্মা ও দেহের ভেদাভেদ সম্পর্কিত। আত্মাবাদ বুদ্ধধর্মের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। "এই যে আমার আত্মা, অনুভব কর্তা অনুভবের বিষয় হয় এবং সেই সেই স্থানে জন্ম-জন্মান্তরে স্বীয় ভালো-মন্দ কর্মের বিপাক অনুভব করে, আমার সেই আত্মা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনশীল, অনন্তবর্ষব্যাপী একইরূপে অবস্থিত থাকবে। ভিক্ষুগণ, ইহা কেবল পরিপূর্ণ বালধর্ম-মূর্খ বিশ্বাস মাত্র।" (ম.নি. ১/১/২. বুদ্ধ স্বয়ং অনাত্মবাদী সুতরাং জীবাত্মা ও দেহের ভেদাভেদ কিংবা সম্বন্ধ তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় নয়।

পরবর্তী চার প্রশ্ন মুক্তপুরুষের গতি বা নির্বাণের অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়েছে। সাধকের সিদ্ধিলাভের সঙ্গে সঙ্গে অবিদ্যা তৃষ্ণাদি ক্লেশের নির্বাণ হয়। ইহা সউপাধিশেষ নির্বাণ, দেহত্যাগে তাঁর স্কন্ধের বা জীবন সন্ততির অবসান ঘটে। ইহার নাম অনুপাধিশেষ নির্বাণ।

বুদ্ধ এই দশ বিষয় অব্যাকৃত (অব্যাখ্যাত) রাখার কারণ সম্পর্কে বলেছেন, মালুঙ্ক্যপুত্র, ইহা (এই দৃষ্টি ও ইহাদের ব্যাখা) অর্থসংহিত নয়, আদি ব্রহ্মচর্যের (শীলসংযমের) উপকারী নয়, আর ইহা (সংসারাবর্তে) নির্বেদের, বৈরাগ্যের, নিরোধের, ক্লেশ উপশমের, অভিজ্ঞতার, (চারি লোকোত্তর মার্গরূপ) সম্বোধির ও অসংস্কৃত নির্বাণধাতু সাক্ষাৎকারের, নিমিত্ত সংবর্তিত হয় না।

বুদ্ধ আরও বলেছেন, মালুঙ্ক্যপুত্র, আমার ব্যাকৃত (ব্যাখ্যাত) কী? ১. ইহা দুঃখ, ইহাকে আমি ব্যাকৃত (ব্যাখ্যা) করেছি। ২. ইহা দুঃখ সমুদয় (দুঃখের কারণ), ইহাকে আমি ব্যাকৃত করেছি, ৩. ইহা দুঃখ নিরোধ ও ৪. ইহা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা—এই চার আর্যসত্যকে আমি ব্যাকৃত করেছি। মালুঙ্ক্যপুত্র, কেন আমি এই আর্যসত্য ব্যাকৃত করেছি? মালুঙ্ক্যপুত্র, ইহা অর্থ সংহিত, ইহা ব্রহ্মচর্যের আদিভূত নিদান; আর ইহা নির্বেদের, বিরাগের, নিরোধের, ক্লেশ উপশমের, অভিজ্ঞতার, সম্বোধির ও অসংস্কৃত নির্বাণধাতু সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত আবশ্যকীয়। এই কারণে আমি আর্যসত্য সর্বতোভাবে ব্যাকৃত করেছি। (মধ্যমনিকায়, ২য় খণ্ড, চূলমালঙ্ক্য সূত্র) তাই প্রত্যেকের উচিত উপর্যুক্ত দশবিধ অব্যাকৃত বিষয়ে অনর্থক বিতর্ক-বিবাদ না করে সর্ব দুঃখ হতে মুক্তির জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গপথে জীবন পরিচালিত করা।

বর্তমানে দেশে গল্প ও নাটক-উপন্যাস জাতীয় বইয়ের ছড়াছড়ি। যেহেতু আমরা জন্ম-জন্মান্তর হতে লোভ-দ্বেষ-মোহের অনুশীলন করে আসছি তাই

আমাদের মন গল্প-উপন্যাসের দিকেই বেশি ধাবিত হয়। কারণ সেখানে লোভ-দ্বেষ-মোহের যথেষ্ট খোরাক বিদ্যমান। তাই লোভ-দ্বেষ-মোহ বর্জিত ধর্মগ্রন্থ পাঠ অনেকের পক্ষে রুচিকর হয় না। জ্ঞান প্রধান বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে হৃদয়ঙ্গম করা জ্ঞানীদের পক্ষেও বহু ক্ষেত্রে দুঃসাধ্য, অপরের কথাই বা কী। অতএব এই ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে অমৃতরূপ ধর্মরস পান করতে হলে বিপুল শ্রদ্ধা ও গভীর একাগ্রতার সহিত পাঠ করতে হবে এবং প্রয়োজন হলে একই পরিচ্ছেদ (সূত্র) পুনঃপুন অধ্যয়ন করে তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।

যিনি অনুবাদ উপযোগী পরিবেশ দান করে যাতে অনুবাদ মূলানুগ ও সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়, সেই বিষয়ে সার্বক্ষণিক প্রয়োজনীয় উপদেশ, পরামর্শ, উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়ে এবং উনার মূল্যবান সময় ব্যয় করে সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পাঠ করে স্থান বিশেষে উপযুক্ত শব্দ চয়ন করে দিয়ে আমাকে বিশেষভাবে অনুগৃহীত করেছেন তিনি হচ্ছেন আমার পরম কল্যাণমিত্র শিক্ষাগুরু, বিনয়শীল বিদর্শনসাধক শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভন্তে, উনার সহানুভূতি না পেলে মাত্র তিন মাসের মধ্যে এই অনুবাদ সমাপ্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। তাই আমি উনার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ এবং উনার শ্রীচরণে নিবেদন করছি সশ্রদ্ধ বন্দনা। বিচিত্র ধর্মকথিক সম্প্রতি যিনি পালি সাহিত্যে এম.এ. পরীক্ষায় ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান অধিকার করেছেন এবং বর্তমানে বিদর্শন ভাবনা বিষয়ে এম.ফিল. গবেষণা করছেন, চান্দগাঁও শাক্যমুনি বিহারের সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় এস. লোকজিৎ ভন্তে অনুবাদের জন্য উৎসাহ দিয়ে, প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ, পাণ্ডুলিপি কম্পোজের জন্য প্রেসে অর্পণ এবং মুদ্রণ-সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব নিয়ে আমাকে যারপরনাই বাধিত করেছেন। শ্রদ্ধেয় ভন্তের এহেন অকুণ্ঠ, অক্লান্ত সহযোগিতা সত্যিই এক নিঃস্বার্থ শাসনদরদী চিত্তের পরিচায়ক। উনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে বন্দনা নিবেদন করছি।

উনারা ছাড়াও এই গ্রন্থ অনুবাদের সময় প্রয়োজনীয় ধর্মীয় গ্রন্থ ও অনুবাদ উপযোগী উপকরণ দিয়ে সাহায্য করেছেন পরম কল্যাণকামী শীলঘাটা পরিনির্বাণ বিহারের অধ্যক্ষ, পরম শ্রদ্ধেয় বিদর্শনাচার্য রত্নপ্রিয় মহাথের, প্রিয়ভাজন প্রিয়জিৎ ভিক্ষু, স্নেহভাজন জগৎজ্যোতি ভিক্ষু ও প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু। উনাদের প্রতি জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। আমি অনুবাদ করছি শুনে যাঁরা বিবিধভাবে উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়েছেন তাঁরা হলেন শ্রদ্ধেয় দীপংকর ভন্তে, শ্রদ্ধেয় ধর্মরত্ন ভন্তে, শ্রদ্ধেয়

বিনয়রক্ষিত ভন্তে, শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রজ্যোতি ভন্তে, শ্রদ্ধেয় আর্যশ্রী ভন্তে, স্নেহভাজন শরণবংশ ভিক্ষু, শাক্যবংশ ভিক্ষু ও ডা. আশীষ চৌধুরী। উনাদের প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। অনুবাদকালীন সেবা শুশ্রূষা করে অনুবাদের গতি ত্বরান্বিত করেছে স্নেহভাজন ধর্মান্তেবাসী প্রজ্ঞারত্ন ভিক্ষু ও শান্তেন্দ্রিয় শ্রামণ (বর্তমানে ভিক্ষু) এবং প্রুফ সংশোধনের সময় চান্দগাঁও শাক্যমুনি বিহারে অবস্থানকালে স্নেহভাজন আনন্দ ভিক্ষু ও জিনরত্ন শ্রামণ এবং শীলঘাটা অরণ্য কুটিরে স্নেহভাজন ধর্মান্তেবাসী শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভিক্ষু ও আর্যলোক শ্রামণ উপকৃত করেছে। তজ্জন্য তাদের প্রত্যেকের প্রতি মৈত্রীচিত্তে পুণ্যদান করছি।

‘ধম্মদানং সব্বদানং জিনাতি’ ধর্মদান সকল দানকে জয় করে—এই সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমার মহা উপকারী পরম জ্ঞাতি উপাসক চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এনেস্‌থেসিয়া বিভাগের ডা. কল্যাণ বড়ুয়া ও উনার সহধর্মিনী শ্রদ্ধাবতী উপাসিকা শুভার্থী তালুকদার এই মহা মূল্যবান পিটকীয় গ্রন্থ প্রকাশনার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করে এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে বাংলা ভাষা-ভাষী সমগ্র বৌদ্ধ সমাজের মহা উপকার সাধন করে সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন এবং নির্বাণ লাভের পাথেয়স্বরূপ বিপুল পুণ্যের ভাগী হলেন। তজ্জন্য উনাদের পরিবারের প্রত্যেকের নীরোগ দীর্ঘায়ু জীবন, সর্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি, সার্বিক মঙ্গল ও নির্বাণ কামনায় আমার সঞ্চিত পুণ্যরাশি কৃতজ্ঞচিত্তে দান করছি।

আমার পরম জ্ঞাতি চট্টগ্রাম শহরে অবস্থানরত শ্রদ্ধাবান উপাসক আশীষ বড়ুয়া সুদূর ভারত থেকে T.W. Rhys Davids প্রণীত Pali English Dictionary. পট্‌ঠান ১ম খণ্ড ও ছয় খণ্ড জাতক এনে আমাকে দান করেছেন এবং উনি ও উনার সহধর্মিনী শ্রদ্ধাবতী উপাসিকা বীথি বড়ুয়া এই গ্রন্থটি সর্বাঙ্গ সুন্দররূপে ছাপানোর ব্যাপারে সুপরামর্শ দিয়েছেন। গহিরা জন্মজাত ঢাকায় অবস্থানরত শ্রদ্ধাবান উপাসক অলক বড়ুয়া (লিটন) শ্রদ্ধেয় শান্তরক্ষিত মহাস্থবির প্রণীত পালি-বাংলা অভিধান ১ম খণ্ড) ও বাংলা একাডেমি পালি-বাংলা অভিধান বই দুটি দান করেছেন। উনাদের দানকৃত বই থেকে অনুবাদের সময় আমি যথেষ্ট সহায়তা পেয়েছি। তাই উনাদের প্রত্যেকের জীবনের শ্রীবৃদ্ধি কামনায় পুণ্যরাশি দান করছি।

বর্তমান সময়ের নন্দিত খ্যাতিমান সুবক্তা, সু-সংগঠক, বিচিত্র ধর্মকথিক, লেখক ও গবেষক চট্টগ্রাম কলেজের পালি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, অধ্যাপক অর্থদর্শী বড়ুয়া মহোদয় এই গ্রন্থের মূল্যবান তত্ত্ববহুল সারগর্ভ

ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে উপকৃত করেছেন। উনার নীরোগ দীর্ঘায়ু জীবন কামনায় কৃতজ্ঞ চিত্তে আমি উনাকে পুণ্যদান করছি।

রেণু এ্যাড এন্ড প্রিন্টিং-এর স্বত্বাধিকারী শ্রদ্ধাবান উপাসক স্বপন কুমার বড়ুয়া মহোদয় উনার স্বভাবসিদ্ধ সৌজন্য ও অমায়িক ব্যবহারে মুদ্রণকালকে আমার নিকট স্মরণীয় করে রেখেছেন এবং শ্রদ্ধাবান উপাসক কম্পিউটার অপারেটর টিসু বড়ুয়া (শাওন) প্রমুখ উনার সহযোগীবৃন্দসহ অত্যন্ত ধৈর্য ও যত্ন-সহকারে মুদ্রণকার্য সম্পন্ন করায় উনাদের প্রতি মৈত্রীচিত্তে পুণ্যদান করছি। প্রত্যেকের শ্রীবৃদ্ধি হোক।

নির্ভুল ও সর্বাঙ্গ সুন্দর গ্রন্থ উপহার দেয়ার মানসে তিনবার পর্যন্ত প্রুফ সংশোধন করেছি। তথাপি কোনো ভুল-প্রমাদ পরিলক্ষিত হলে সহৃদয় পাঠকবর্গ তা আমাকে জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের সদিচ্ছা রইল। এই গ্রন্থ পাঠ করে প্রত্যেকে ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু লাভ করে মানব জীবন ধন্য করুক। প্রত্যেকের নির্বাণ সাক্ষাতের হেতু হোক।

জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।
জগতের বুদ্ধশাসন শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হোক।

বিনীত
জ্ঞানেন্দ্রিয় ভিক্ষু
জ্ঞানপাল-রত্নপ্রিয় ধ্যান কুটির
শীলঘাটা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

২৫৫৩ বুদ্ধবর্ষের চতুর্দশী তিথি
২০ জুলাই ২০০৯ ইং
৫ শ্রাবণ, ১৪১৬ বাংলা

ভূমিকা

সচেতন ব্যক্তিমাত্রই অবহিত যে ভগবান বুদ্ধদেশিত বাণীসমূহকে ত্রিপিটক নামে আখ্যায়িত করা হয়। ভগবান তথাগত বুদ্ধ পালিভাষায় যেহেতু সদ্ধর্ম প্রচার করেছিলেন সেহেতু মূল ত্রিপিটক বলতে আমরা পালি ভাষায় রচিত এবং বৌদ্ধ সঙ্গীতিসমূহে অনুমোদিত গ্রন্থগুলোকেই বুঝি।

সর্বশেষ সঙ্গীতি ১৯৫৪ সালে বার্মা দেশের (বর্তমান মায়ানমার) রেঙ্গুনে অনুষ্ঠিত হয়। যা ১৯৫৬ সালে সমাপ্ত হয়। প্রথম সঙ্গীতি হতে পরম্পরা ষষ্ঠ সঙ্গীতি পর্যন্ত থেরবাদী বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ত্রিপিটক সংরক্ষণের জন্য যে অপরিসীম অবদান রেখে গেছেন তা অতুলনীয়। পালি ভাষায় রচিত মূল ত্রিপিটককে মূল ধরে পরবর্তীকালে বিভিন্ন ভাষায় বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ ত্রিপিটকের গ্রন্থগুলো অনুবাদ, ভাবানুবাদ, টীকা, টিপ্পনী, ভাষ্য, সংকলন গ্রন্থ ইত্যাদি প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক অনুবাদ করার জন্য অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরসহ বহু বরেণ্য পণ্ডিত ভিক্ষুসংঘ ও বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ প্রভূত প্রয়াস চালিয়েও সমগ্র ত্রিপিটক বর্তমান অবধি বাংলা ভাষায় পরিপূর্ণভাবে অনূদিত হয়নি। তবে আশার কথা যে বর্তমানে প্রায় গ্রন্থ বাংলা অনুবাদ হয়েছে। অবশিষ্টগুলো অনুবাদের প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান রয়েছে যা নিকট ভবিষ্যতে প্রকাশিত হয়ে বাংলা ভাষা-ভাষীদের ত্রিপিটক অধ্যয়নের পথ সুগম হবে। মূল ত্রিপিটক তিন ভাগে বিভক্ত। যথা : বিনয়, সুত্ত ও অভিধম্ম। বিনয়পিটকে পাঁচটি গ্রন্থ—১. পারাজিকা ২. পাচিত্তিযা ৩. মহাবগ্গো ৪. চূলবগ্গো ও ৫. পরিবার পাঠো। সুত্তপিটক পাঁচ নিকায়ে বিভক্ত। যথা : ১. দীঘনিকাযো ২. মজ্ঝিমনিকাযো ৩. সংযুত্তনিকাযো ৪. অঙ্গুত্তরনিকাযো ৫. খুদ্দকনিকাযো। আবার খুদ্দকনিকায়ে পনেরোটি গ্রন্থ। যথা : ১. খুদ্দকপাঠো ২. ধম্মপদ ৩. উদানং ৪. ইতিবুত্তকং ৫. সুত্তনিপাতো ৬. বিমানবত্থু ৭. পেতবত্থু ৮. থেরগাথা ৯. থেরীগাথা ১০. জাতকং ১১. নিদ্দেসো ১২. পটিসম্ভিদামগ্গো ১৩. অপদানং ১৪. বুদ্ধবংসো ১৫. চরিযাপিটকং। অভিধম্মপিটকে সাতটি গ্রন্থ বা সপ্ত পকরণং। যথা : ১. ধম্মসঙ্গণী পকরণং ২. বিভঙ্গ পকরণং ৩. ধাতুকথা পকরণং ৪. পুগ্গলপঞ্ঞত্তি পকরণং ৫. কথাবত্থু পকরণং ৬. যমক পকরণং ৭. পট্ঠান পকরণং।

উপর্যুক্ত গ্রন্থগুলোর সমষ্টিই মূল ত্রিপিটক। যা সর্বশেষ সঙ্গায়নেও অনুমোদিত হয়ে সমগ্র থেরবাদী বৌদ্ধ রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং তাদের রাষ্ট্রীয় ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে বাংলা ভাষায় আজও মূল ত্রিপিটকের সমগ্র গ্রন্থসমূহ অনুবাদ হয়নি। তবে সুখের বিষয় যে সংখ্যাধিক গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে। তবে তা একত্রে লাভ করা এখন দুষ্প্রাপ্য বলা যায়।

আলোচ্য গ্রন্থটি সুত্তপিটকের তৃতীয় গ্রন্থ বা তৃতীয় নিকায়। লন্ডনস্থ পালি টেক্সট সোসাইটি হতে ইহার ইংরেজি সংস্করণ পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীমতি রীস ডেভিডস্ ইহার নামকরণ করেছেন সংযুক্ত সূত্র (Grouped Sutta) অথবা বিবিধ বিষয়ক গ্রন্থ (The Book of the Kindred sayings)। সংযুক্তনিকায় পাঁচ বর্গে বিভক্ত। সূত্র বর্গাদি এক একটির সঙ্গে এক একটির সংযোগ রয়েছে বলে এর নামকরণ করা হয়েছে সংযুক্তনিকায়। সংযুক্তনিকায়ের পাঁচটি বর্গ হলো : ১. সগাথা বর্গ ২. নিদান বর্গ ৩. খন্ধ বর্গ ৪. সলাযতন বর্গ এবং ৫. মহাবর্গ। সংযুক্তনিকায়ের সূত্রসংখ্যা গণনায় দেখা যায়।

"সুত্তানং সহস্সানি সত্ত সুত্ত সতানি চ
দ্বাসট্ঠি চেব সুত্তন্তা এসো সংযুত্ত সঙ্গহো।"

সাত হাজার সাতশত বাষট্টি ৭৭৬২টি সূত্র নিয়ে সংযুক্তনিকায় সংগৃহীত। সমস্ত গ্রন্থটিতে আট লক্ষ অক্ষর আছে। অমৃত রসসিক্ত ভাবগম্ভীর বুদ্ধবচনের গভীর দার্শনিক ও মনস্তত্ত্বের আলোচনাই এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু। সমস্ত সংযুক্তনিকায় এখনো পরিপূর্ণভাবে বাংলা ভাষায় অনুবাদরূপে প্রকাশিত হয়নি। রোমান অক্ষরে লন্ডনের পালি টেক্সট সোসাইটি হতে ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৮৪-১৮৯৮ সালে। প্রথম পাঁচ খণ্ডের সম্পাদনা করেছিলেন Leon Feer এবং ১৯০৪ সালে ৬ খণ্ডের INDEX সম্পাদনা করেছিলেন শ্রীমতি রীজ ডেভিডস। ডি.এফ.এল. উড্-ওয়ার্ড সমস্ত সংযুক্তনিকায়ের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। ইতিপূর্বে সিংহলী, বর্মী এবং থাই অক্ষরে ইহার মূল সংস্করণসমূহ প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীতে ভদন্ত জগদীশ কশ্যপ কর্তৃক রোমান, বর্মী এবং সিংহলী সংস্করণসমূহকে ভিত্তি করে নব নালন্দা মহাবিহার হতে নাগরীলিপিতে ইহার পরিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করেন।

সংযুক্তনিকায়ের সংস্কৃত অনুবাদ হয়েছিল ২০০-৪০০ খ্রিষ্টাব্দে (মতান্তরে ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীতে)। ইহার নাম সংযুক্তাগম। মূল সংস্কৃত এখন দুষ্প্রাপ্য।

তবে ইহার চীনা অনুবাদ হতে মূল সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়।

সংযুক্তনিকায়ের ১ম খণ্ডের ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন শ্রীমতি রীস্ ডেভিডস এবং সুরিয়গোডা সুমঙ্গল থের। যা প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালে। ২য় হতে ৪র্থ খণ্ডের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯২২, ১৯২৫ এবং ১৯২৭ সালে। ৫ম খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৩০ সালে। এক্ষেত্রে ডি.এফ.এল উডওয়ার্ডের অবদান অগ্রগণ্য।

১৯২৫ সালে উইলহেলম্ গাইগার সংযুক্তনিকায়ের কিছু অংশ অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। ইহার জাপানি অনুবাদ প্রকাশিত হয় Nanden, Vol-XII-XVI-এ ১৯৩৫-১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে। ১৯৫২ ইংরেজিতে Willium Gieger সাহেব সগাথা বর্গ ও নিদান বর্গ জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন। বৌদ্ধ মিশন প্রেস বেঙ্গুন হতে (বর্তমান মায়ানমার ইয়াংগুন হতে) প্রথম খণ্ড বাংলা হরফে (পালি) প্রকাশিত হয়। পালি সাহিত্যের প্রসিদ্ধ গবেষক ও লেখক শীলানন্দ ব্রহ্মচারী কর্তৃক অনুবাদকৃত প্রথম খণ্ড (সগাথা বর্গ) ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী কলিকাতা হতে ১লা বৈশাখ ১৪০০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তীতে শীলানন্দ ব্রহ্মচারী অনূদিত দ্বিতীয় খণ্ড ও একই প্রকাশনী হতে প্রকাশিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি অ্যান্ড বুড্ডিষ্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া সংযুক্তনিকায়ের সগাথা বর্গের কোশল-সংযুক্ত ও মার-সংযুক্ত এ দুটি অধ্যায়কে অবলম্বন করে কোশল ও মারসংযুক্ত নামকরণ করে বাংলা একাডেমির মাধ্যমে একটি সংকলিত গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৯৯৮ সালে ইহা প্রকাশিত হয়। প্রকাশ দেওয়ান কর্তৃক ইংরেজি হতে অনূদিত খন্ধ-সংযুক্ত ২০০৬ সালে রাজবন বিহার থেকে প্রকাশিত হয়। এ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় সংযুক্তনিকায়ের প্রকাশনা এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ। আলোচ্য গ্রন্থের অনুবাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ভিক্ষু মহোদয় সংযুক্তনিকায়ের সলায়তন বর্গ (ষড়ায়তন বর্গ) অনুবাদ করে বাংলা ভাষা-ভাষী পাঠককুলের মহা উপকার সাধন করলেন। পালি ভাষা ও সাহিত্যের আকর সদৃশ্য বুদ্ধবচনসমূহ বাংলায় প্রকাশিত হওয়ায় সর্বজনের পক্ষে এ ধর্মদর্শন জানার এক অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হলো।

সলায়তন বা ষড়ায়তন বর্গ দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ের নামানুসারে এ বর্গের নামকরণ করা হয়েছে সলায়তন বা ষড়ায়তন বর্গ। দশটি অধ্যায়সমূহ নিম্নরূপ : ১. ষড়ায়তন সংযুক্ত ২. বেদনা সংযুক্ত ৩. মাতুগাম বা মাতৃজাতি সংযুক্ত ৪. জম্বুখাদক সংযুক্ত ৫. সামন্ডক সংযুক্ত ৬. মোগ্‌গলায়ন সংযুক্ত ৭. চিত্ত সংযুক্ত ৮. গামনী সংযুক্ত ৯. অসংখত সংযুক্ত

১০. অব্যাকৃত সংযুক্ত।

ষড়ায়তন সংযুক্ত : এ ষড়ায়তন সংযুক্তে ১৯টি বর্গের মধ্যে অনিত্যবর্গে ১২, যমক বর্গে ১০, সর্ববর্গে ১০, জন্মধর্মী বর্গে ১০, সর্ব অনিত্য বর্গে ১০, অবিদ্যা বর্গে ১০, মিগজাল বর্গে ১১, গিলান বর্গে ১০, ছন্ন বর্গে ১০, ষড়বর্গে ১০, যোগক্ষেমী বর্গে ১০, লোককামগুণ বর্গে ১০, গৃহপতি বর্গে ১০, দেবদহ বর্গে ১২, নতুন-পুরাতন বর্গে ১০, নন্দিক্ষয় বর্গে ১২, ষাট সারাংশ বর্গে ১৪, সমুদ্র বর্গে ১০ ও আশীবিষ বর্গে ১১টিসহ মোট ২০২টি সূত্র বিদ্যমান রয়েছে।

মূলত ষড়ায়তন সংযুক্তে ষড়ায়তনের বিষয় বিশদভাবে সূত্রসমূহে আলোচিত হয়েছে। ষড়ায়তন হলো—চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন। এগুলোকে ধাতুও বলা হয়। যা নিজ নিজ স্বভাব (গুণ) ধারণ করে তা-ই ধাতু। পালিতে বলা হয় **'অত্তনো সভাবং ধারেতী'তি ধাতুযো।** ষড়ায়তনকে বিশ্লেষণ করলে আঠার প্রকার ধাতু হিসেবে প্রতীয়মান হয়। যেমন চক্ষুধাতু, শ্রোত্রধাতু, ঘ্রাণধাতু, জিহ্বাধাতু, কায়ধাতু, মনধাতু। আলম্বনানুসারে রূপধাতু, শব্দধাতু, গন্ধধাতু, রসধাতু, স্প্রষ্টব্যধাতু ও ধর্মধাতু। বিজ্ঞানানুসারে চক্ষুবিজ্ঞান, শ্রোত্রবিজ্ঞান, ঘ্রাণবিজ্ঞান, জিহ্বাবিজ্ঞান, কায়বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানধাতু। এ আঠারো প্রকার ধাতুসমূহ ষড়ায়তন সংস্পর্শজ। যা ভগবান কর্তৃক বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। যেমন চক্ষু ও চক্ষু সংস্পর্শজ রূপ, শ্রোত্র ও শ্রোত্র সংস্পর্শজ শব্দ, নাসিকা ও নাসিকা সংস্পর্শজ ঘ্রাণ বা গন্ধ, জিহ্বা ও জিহ্বা সংস্পর্শজ রস, কায় ও কায় সংস্পর্শজ বস্তুনিচয়, মন ও মন সংস্পর্শজ ধর্ম। সকলই অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম লক্ষণযুক্ত। সবগুলোই পরিবর্তনশীল ও বিনাশধর্মী। ষড়ায়তন বিষয়ে সংযত না হলে জগতে কোনো কিছুই করা সম্ভব নহে। ষড়ায়তনকে যথার্থভাবে উপলব্ধি না করার অপর নাম অবিদ্যা। সে অবিদ্যার কারণে সংস্কার, সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের কারণে নামরূপ, নামরূপের কারণে ষড়ায়তন, ষড়ায়তনের কারণে স্পর্শ, স্পর্শের কারণে বেদনা, বেদনার কারণে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার কারণে উপাদান, উপাদানের কারণে ভব, ভবের কারণে জন্ম, জন্মের কারণে জরা, মরণ, শোক-পরিদেবন, দুঃখ, দৌমনস্য, হাহুতাশ, নৈরাশ্য, উপায়াশসহ সমস্ত দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়। অবিদ্যাই জন্মের কারণ। এবং বারবার জন্মগ্রহণ করাই দুঃখস্রোতে পতিত হওয়া। তাই বুদ্ধকর্তৃক সিংহনাদে দেশিত হয়েছে অবিদ্যাই সর্ব দুঃখের মূল কারণ। একমাত্র অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম এ ত্রিলক্ষণাত্মক জ্ঞানের মাধ্যমে এ

ষড়ায়তনকে উপলব্ধি করে তা অভিজ্ঞানের মাধ্যমে পরিত্যাগ করার জন্য ভগবান মুক্তিকামীদের আহ্বান জানিয়েছেন।

কূর্মোপম সূত্রের উদাহরণটি অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, একটি স্থূল কচ্ছপ (কূর্ম) সন্ধ্যাকালে নদীর তীরে আহারান্বেষণে বিচরণ করছিল। একটি শৃগালও সেই নদীর তীরে সন্ধ্যাকালে আহার অন্বেষণে বিচরণ করছিল। হে ভিক্ষুগণ, স্থূল কচ্ছপ দূর হতে সে শৃগালকে আহার অন্বেষণে বিচরণ করতে দেখল। দেখে গ্রীবাসহ পঞ্চ অঙ্গ নিজের আবরণে (খোলে) সঙ্কুচিত করে নিঃশব্দে নিষ্ক্রিয়ভাবে শঙ্কিত চিত্তে বসে রইল। ভিক্ষুগণ, শৃগালও সেই স্থূল কচ্ছপকে দূর হতে আহার অন্বেষণে স্থিত দেখল। দেখে যেখানে সেই স্থূল কচ্ছপ সেখানে উপস্থিত হলো এবং যখনই এই স্থূল কচ্ছপ গ্রীবাসহ পঞ্চ অঙ্গের যেকোনো একটি অঙ্গ বের করবে তখনই ইহাকে ধরে (খোল) উৎপাটিত করে খাব। এই চিন্তা করে সম্মুখে স্থিত হলো। হে ভিক্ষুগণ, যখন স্থূল কচ্ছপ গ্রীবাসহ পঞ্চ অঙ্গের একটিও বের করল না তখন সেই শৃগাল সুযোগ লাভ না করে হতাশ হয়ে চলে গেল।

এভাবেই হে ভিক্ষুগণ, 'যদি আমি চক্ষু বা শ্রোত্র (কর্ণ) বা ঘ্রাণ (নাসিকা) বা জিহ্বা বা কায় (দেহ) বা মনোদ্বারে সুযোগ পায়। এ আশায় পাপমতি মার অবিরত তোমাদের অনুসরণ করে। তাই ভিক্ষুগণ, ইন্দ্রিয়ে গুপ্তদ্বার (সংযতেন্দ্রিয়) হয়ে অবস্থান কর। চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে নিমিত্তগ্রাহী হবে না। অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হবে না। যে কারণে এই চক্ষু-ইন্দ্রিয়ে অসংযতভাবে অবস্থানকারীর অভিধ্যা দৌর্মনস্যকর পাপ অকুশলধর্মসমূহ অনুস্রাবিত হয়; উহার সংবরের জন্য অগ্রসর হও। চক্ষু-ইন্দ্রিয় রক্ষা কর। চক্ষু-ইন্দ্রিয়ে সংযত হও। শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় এবং মন সম্পর্কেও এইরূপ।

হে ভিক্ষুগণ, যখনই তোমরা ইন্দ্রিয়ে (ষড়ায়তনে) গুপ্তদ্বার হয়ে অবস্থান করবে তখন মার তোমাদের নিকট হতেও হতাশ হয়ে প্রস্থান করবে যেমন শৃগাল সুযোগ না পেয়ে কচ্ছপের নিকট হতে প্রস্থান করে।" এইরূপ বহু উদাহরণ ষড়ায়তন সংযুক্তের দুইশত দুটি সূত্রে উপস্থাপিত হয়েছে কীভাবে ষড়ায়তন দ্বারে কৃত সংস্কারধর্মসমূহকে অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মরূপে উপলব্ধির মাধ্যমে এবং চতুরার্য সত্য ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেকে সম্যকভাবে প্রণিধান করে দুঃখের অন্তসাধন করা যায়। অনুবাদক শ্রদ্ধেয় জ্ঞানেন্দ্রিয় ভন্তে এখানে পাদটীকায় ধাতু, আয়তন, মার, পঞ্চ চক্ষু, পঞ্চস্কন্ধ, সংযোজন, অনুশয়, উপাদানসহ বহু পালি প্রতিশব্দের ব্যাখ্যা প্রদান

করে পাঠকদের উপলব্ধির জন্য সহজবোধ্য করেছেন। ষড়ায়তন সংযুক্তের অনিত্য বর্গের সূত্রসমূহে অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম বিশদভাবে যুক্তি-সহকারে বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিকভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। যমক বর্গের সূত্রসমূহে ষড়ায়তনের আস্বাদ কী, দোষ কী? নিঃসরণই বা কী? এবং এ আস্বাদ এবং দোষকে কীভাবে প্রাণীগণ অভিনন্দন করে দুঃখের উৎপত্তি, স্থিতি দ্বারা জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্যসহ দুঃখরাশি বারবার ভোগ করে তা উপমাসহকারে বিস্তৃত ব্যাখ্যাত হয়েছে, আবার এ আস্বাদ ও দোষরাশি নিঃসরণের মাধ্যমে কীভাবে দুঃখমুক্তি লাভ করা যায় তা সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

সর্ব বর্গের সূত্রসমূহে ষড়ায়তনকে সর্ব হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ সর্ব বা ষড়ায়তনকে কিভাবে যথার্থ উপলব্ধি করে ত্রিলক্ষণাত্মক জ্ঞানে বা অভিজ্ঞানে-পরিজ্ঞানে পরিত্যাগ করা যায় তা যুক্তি-সহকারে দেশিত হয়েছে। কিভাবে সর্ব বা ষড়ায়তনের মূলোৎপাটন করা যায় তাও বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

জন্মধর্মী বর্গের সূত্রসমূহে প্রাণিজগৎ যে জন্মাধীন, জরাধীন, ব্যাধিধর্মাধীন, মরণাধীন, শোকাধীন, ক্লেশধর্মাধীন, জগতের সমস্ত বস্তুনিচয় যে ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, সমুদয়ধর্মী ও নিরোধধর্মী এতদ্‌সঙ্গে অষ্টাদশ প্রকার ধাতু রাশিসহ সমস্ত সংস্কারসমূহ যে ক্ষয়শীল ও ধ্বংসশীল, নিয়ত পরিবর্তনশীল বা অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম তা সুনিপুণভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

সর্ব অনিত্য বর্গে চক্ষু, রূপ, চক্ষু-বিজ্ঞান, চক্ষু-সংস্পর্শ, চক্ষু-সংস্পর্শজ বেদনা এবং শ্রোত্রাদি যে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম তা অভিজ্ঞাত, পরিজ্ঞাত হয়ে সম্যক উপলব্ধির মাধ্যমে তা দুঃখ, উপদ্রুত ও উৎপীড়িতময় জেনে আর্যশ্রাবকগণ কীভাবে তা পরিত্যাজ্য বা পরিত্যাগ করে দুঃখান্ত সাধন করে তার বর্ণনা দেখা যায়।

অবিদ্যা বর্গের সূত্রসমূহে ষড়ায়তনকে সম্যকভাবে জ্ঞাত হয়ে কীভাবে অবিদ্যা পরিত্যাগ করা যায়, কীভাবে বিদ্যা উৎপন্ন হয়, কীভাবে জ্ঞাত হলে বা দর্শন করলে সংযোজনসমূহ পরিত্যক্ত হয়; সংযোজনসমূহের মূল উৎপাটিত হয়; আসবসমূহ পরিত্যক্ত হয়; আসবের মূলোৎপাটন হয়; অনুশয় পরিত্যক্ত হয়; অনুশয়ের মূলোৎপাটন হয়; কাম, দৃষ্টি, শীলব্রত ও আত্মবাদ উপাদান পরিজ্ঞাত হয়ে তা পরিত্যাগ করে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যায় তা সুন্দররূপে বর্ণিত হয়েছে।

মিগজাল বর্গে মহাউপাসিকা বিশাখার পুত্র যার নাম মিগজাল। যিনি

বুদ্ধের ধর্ম শুনতে শুনতে পরবর্তীতে পবিত্র ভিক্ষু জীবন গ্রহণ করে বিদর্শন ভাবনা বলে অর্হৎ হয়েছিলেন। তাঁকে লক্ষ করে ভগবান বুদ্ধ যে একাচারী ও সহাবস্থানকারী কিভাবে হয় সে বিষয়ে ধর্মদেশনা করেছিলেন এবং সমিদ্ধি নামক ভিক্ষু তথাগত বুদ্ধকে প্রশ্ন করে মার বা মার প্রজ্ঞপ্তি, সত্ত্ব বা সত্ত্ব প্রজ্ঞপ্তি, দুঃখ বা দুঃখপ্রজ্ঞপ্তি, লোক বা লোকপ্রজ্ঞপ্তি ইত্যাদি সম্যকভাবে জেনে দুঃখের অন্তসাধন করেছিলেন তার বিশদ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। আয়ুষ্মান সারিপুত্র ও আয়ুষ্মান উপসেনের মধ্যে আমিত্ব, মানানুশয় অহংকার ইত্যাদি বিষয়ের উৎপাটনের অভিনব কথোপকথন, আয়ুষ্মান উপবান কর্তৃক ভগবান বুদ্ধকে ধর্মের ছয়গুণ সম্পর্কে প্রশ্ন এবং ভগবান কর্তৃক প্রদত্ত উত্তর, সর্বোপরি ভগবান কর্তৃক রাজগৃহের বেণুবনে ছয় স্পর্শায়তন সমুদয়ের উৎপত্তি ও নিরোধ কীভাবে হয় তার বিস্তৃত বর্ণনা সুনিপুণভাবে দেশিত হয়েছে।

গিলান বর্গে জনৈক অসুস্থ ভিক্ষুকে বুদ্ধ ষড়ায়তন যে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। তা উপলব্ধি করায়ে অর্হত্ত্বফল লাভে প্রতিষ্ঠা করলেন তা বর্ণিত হয়েছে। আয়ুষ্মান রাধ স্থবিরকে ষড়ায়তন কিভাবে পরিত্যাগ করা যায়। ছন্দ (কামনা) পরিত্যাগ করে, অবিদ্যা পরিহার করে কিভাবে বিদ্যা উৎপন্ন করা যায়? ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তৃত বর্ণনা বিদ্যমান। এ ছাড়াও লোক কেন বলা হয় তা লোকপ্রশ্ন সূত্রে ব্যাখ্যাত হয়েছে। যাতে বলা হয়েছে লুপ্ত হয় অর্থে লোক। ষড়ায়তনাদি সবই লুপ্ত হয় অর্থে লোক। একইভাবে ছন্নবর্গে ভগবান আনন্দের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, প্রলুপ্তধর্মী বা বিনাশশীল বা বিলুপ্ত-স্বভাববিশিষ্ট বলে আর্য বিনয়ে লোক বলে কথিত হয়। শূন্যতা লোক ও সংক্ষিপ্ত ধর্ম সূত্রেও আনন্দ স্থবিরকে তথাগত ষড়ায়তনের অনিত্যতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেন। অনুরূপভাবে ছন্নসূত্রে, পুন্নসূত্রে, বাহিয় সূত্রে আয়ুষ্মান ছন্ন, আয়ুষ্মান পুন্ন ও বাহিয়কে ষড়ায়তন যে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম ইত্যাদির ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে যাতে বহু উপমা লক্ষ করা যায়। আসক্তি সূত্রে ভগবান কর্তৃক দেশিত হয়েছে আসক্তি রোগ, আসক্তি ব্রণ (ফোঁড়া) ও আসক্তি শল্য (তীক্ষ্ণ ছুরি) সদৃশ। চক্ষাদি ষড়ায়তনের প্রতি অনাসক্তিভাবের মাধ্যমে আসক্তি ছিন্ন করতে হবে। একইভাবে যুগল সূত্রে এ ধাতুসমূহ যে একটি অপরটির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং তা অন্যথাভাবসম্পন্ন ইহা উপলব্ধির মাধ্যমে দুঃখসত্য উৎপন্ন করার তাগিদ দেয়া হয়েছে। একইভাবে ষড়বর্গের সূত্রসমূহে ষড়ায়তন অগুপ্ত, অরক্ষিত ও অসংযত হলে নিয়ত যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, পরিহানি হয়, প্রমাদগ্রস্থ হয়; আবার সংযত, সমাধিস্থ নিঃসঙ্গতাপ্রিয় ইত্যাদি হলে দুঃখের অন্তসাধন হয় তা উপমাযোগে বর্ণিত

হয়েছে। ষড়ায়তনসহ পার্থিব বস্তু, জগৎ যে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম তা প্রত্যেকটি সূত্রেই বর্ণনা করা হয়েছে।

যোগক্ষেমী বর্গে ভিক্ষুগণ কীভাবে জগতের বন্ধন হতে বন্ধনমুক্ত হতে পারে, দুঃখ সমুদয় হতে, লোক জগৎ হতে, আমার আমিত্ব হতে, দশ সংযোজন হতে, উপাদান হতে, বাহ্যিক ও আধ্যত্মিক আয়তন হতে বিমুক্ত হওয়া যায় তাই ব্যাখ্যাত হয়েছে।

লোককামগুণ বর্গে মারের পাশ হতে, অসৎ মারের বন্ধন হতে কিভাবে মুক্ত হওয়া যায়, লোক বা জগতের অন্ত বা শেষ কী? পঞ্চ কামগুণ কিভাবে পরিত্যাগ করা যায়। দেবরাজ শক্র (ইন্দ্র) কর্তৃক বুদ্ধকে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরে প্রত্যক্ষ জীবনে কীভাবে পরিনির্বাপিত হয় বা হয় না ইত্যাদি ব্যাখ্যা রয়েছে। প্রতিটি বর্গে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মকে লক্ষ করে উপমাযোগে ষড়ায়তনের ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়।

গৃহপতি বর্গে উগ্‌গ গৃহপতি, উপালী গৃহপতি, ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কী হেতু, কী প্রত্যয়ে কিছু কিছু সত্ত্ব প্রত্যক্ষ জীবনে পরিনির্বাপিত হয়? রাজা উদেন কর্তৃক আয়ুষ্মান পিন্ডোল ভারদ্বাজকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় কী হেতু কী প্রত্যয়ে ভিক্ষুগণ তরুণ বয়সে প্রব্রজ্যিত হয়ে যাবৎ জীবন ব্রহ্মচর্য পালন করে?

এগুলোর সুন্দর ও যুক্তিপূর্ণ বর্ণনা সূত্রসমূহে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও মহাকচ্চায়ন স্থবিরের সাথে লোহিচ্চ ব্রাহ্মণের প্রশ্নোত্তর, আয়ুষ্মান উদায়ীর সাথে বেরহচ্চানি গোত্রীয় ব্রাহ্মণীর অন্তেবাসীদের প্রশ্নোত্তর ইত্যাদিতে ষড়ায়তনের ব্যাখ্যা সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

দেবদহ বর্গে ভগবান দেবদহে শাক্যদের নিগমে অবস্থানকালীন ছয় স্পর্শায়তনের ব্যাপারে কী জাতীয় ভিক্ষুর অপ্রমত্ত হয়ে অবস্থান করা উচিত ও আসবের ক্ষয় সাধন স্কন্ধভার, ক্লেশভার ও অভিসংস্কার ভেদে ত্রিবিধ ভার অপনোদন ও পরিক্ষীণ করে ভব সংযোজন করার উপদেশাবলি দেশিত হয়েছে। ক্ষণ সূত্র, প্রথম রূপারাম সূত্র, তোমাদের নয় সূত্র, আধ্যাত্মিক অনিত্য সূত্র, আধ্যত্মিক দুঃখহেতু সূত্র, আধ্যাত্মিক অনাত্ম সূত্র প্রতিটি সূত্রে ষড়ায়তন যে অনিত্য দুঃখ ও অনাত্ম তা উপমাসহযোগে দেশিত হয়েছে।

নতুন পুরাতন বর্গে তথাগত কর্তৃক নতুন পুরাতন কর্ম কী কী? কর্ম নিরোধ কী? কর্ম নিরোধের উপায় আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, নির্বাণানুকূল প্রতিপদা কী? ইত্যাদি আলোচনা দৃষ্ট হয়। অন্তেবাসীহীন ও আচার্যহীন ব্রহ্মচর্য, ব্রহ্মচর্যের উদ্দেশ্য কী? অর্হত্ত্ব ঘোষণার জন্য পর্যায় আছে কি? ইন্দ্রিয়সংযম

এবং প্রকৃত ধর্মকথিক কী? তা যথার্থভাবে বর্ণিত হয়েছে।

নন্দিক্ষয় বর্গে ষড়ায়তনকে ত্রিলক্ষণাত্মক জ্ঞানে দর্শন করে তাঁর প্রতি অনুরাগ বা নন্দিরাগ উৎপন্ন না করে তা ক্ষয়ের জন্য অনিত্যভাবে যথার্থভাবে সম্যক জ্ঞানে দর্শন করতে হবে। সমাধি ভাবনায় আত্মনিয়োগ, নির্জন প্রিয়তা, মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ, সৎকায় দৃষ্টি, আত্মানুদৃষ্টি পরিত্যাগ কিভাবে করা যায়? ইত্যাদির বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে।

ষাট সারাংশ বর্গে ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ পরিত্যাগের কথা বলা হয়েছে, অতীত, অনাগত বর্তমান সর্বকালেই ষড়ায়তন যে অনিত্য দুঃখ অনাত্ম তা সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সমুদ্রবর্গে চক্ষুকে পুরুষের সমুদ্র বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এখানে চক্ষুকে সমুদ্র সদৃশ বলার কারণ হলো এটি কখনো পূর্ণ হয় না, সন্তুষ্ট হয় না। যদিও প্রচুর পরিমাণে রূপালম্বন চক্ষুর সাথে স্পর্শ হয়। শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্পর্কেও তদনুরূপ। এগুলো মহাসমুদ্র সদৃশ যা স্ব স্ব আলম্বনাদি গ্রহণ করেও পূর্ণ হয় না। সমুদ্র যেমন তরঙ্গ, ঘূর্ণিজল, হিংস্রপ্রাণী, অপদেবতা পরিপূর্ণ তেমনি সঊর্মি, সআবর্ত, হিংস্র প্রাণিকুল (হাঙ্গর, কুমিরাদি) অপদেবতা (রাক্ষস) পরিপূর্ণ এ ষড়ায়তন সমুদ্র। একমাত্র ধ্যানী-যোগী স্থিত ব্রাহ্মণ এ সমুদ্ররাশি পার হতে সক্ষম হন। রূপক ও উপমাযোগে তা সূত্রসমূহে বর্ণিত হয়েছে। জেলে উপমাসূত্রে ষড়ায়তনকে রূপকভাবে ছয়প্রকার বড়শির সাথে তুলনা করা হয়েছে। রসালো বৃক্ষের সাথে উপমা প্রদান করা হয়েছে। কোট্ঠিক সূত্রে সারিপুত্র মহাস্থবির ও আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিক স্থবিরের ষড়ায়তন ও সংযোজন সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা, আনন্দ ও আয়ুষ্মান কামভূ, আয়ুষ্মান আনন্দ ও উদায়ী স্থবির কর্তৃক প্রশ্নোত্তরে পর্যালোচনা ইত্যাদি অভিনব। এ ছাড়াও আদীপ্ত পর্যায় সূত্রে আদীপ্ত ধর্ম পর্যায় কী? তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তথাগত কর্তৃক চক্ষুকে সম্প্রজ্বলিত, তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা ঘর্ষিত হওয়া ভালো তথাপিত চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপে কামা-রাগাদি আসক্ত না হওয়া, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়ে তীক্ষ্ণ পেরেক, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়ে তীক্ষ্ণ নখর, তীক্ষ্ণ ক্ষুর দ্বারা জিহ্বা ছেদন, তীক্ষ্ণ ছুরি দ্বারা কায়-ইন্দ্রিয় উৎপাটন ইত্যাদি কাম-নিমিত্তাদি গ্রহণের চেয়ে শ্রেয়তর বলে উপমাযোগে দেশনা করেছেন যা সমস্ত অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম লক্ষণাত্মক।

আশীবিষ বা সর্প বর্গে তথাগত কর্তৃক চারি মহাভূতকে উগ্রতেজী ঘোর বিষসম্পন্ন সর্পের সাথে তুলনীয় করে তা থেকে এবং শত্রুপক্ষীয় হত্যাকারী থেকে নিজকে সুরক্ষার জন্য জীবন রক্ষার প্রাণপণ চেষ্টাকারী কিভাবে

নিরাপদ অভয়পূর্ণ অপর সমুদ্রতীরে গমন করার জন্য নিজকে প্রস্তুত করে বিবিধ উপমা দ্বারা তা ব্যাখ্যাত হয়েছে। অনুরূপভাবে রথোপম সূত্র, কূর্মোপম সূত্র, প্রথম ও দ্বিতীয় কাষ্ঠখণ্ডোপম সূত্রে অত্যন্ত মনোজ্ঞভাবে আসক্তিহীন চিত্ত কীভাবে নির্বাণমুখী হয় তা দেশিত হয়েছে। একইভাবে আসক্ত পর্যায় সূত্রে ভগবান কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে মহামোগ্‌গলায়ন স্থবির কর্তৃক আসক্ত পর্যায় ও অনাসক্ত পর্যায় বিষয়ে ধর্মদেশনা, দুঃখধর্ম সূত্রে কামের আদীনব বা দোষ বর্ণনা, কিংশুকোপম সূত্রে ভিক্ষুর কিভাবে অন্তর্দৃষ্টি সুবিশুদ্ধ হয়? ইত্যাদি বিষয়গুলো এ বর্গে অত্যন্ত মনোজ্ঞভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এক কথায় ষড়ায়তন সংযুক্তের বিভিন্ন বর্গে উপমা-সহযোগে বিস্তৃতভাবে ষড়ায়তন অনিত্য দুঃখ, অনাত্ম, চতুরার্যসত্য ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ দেশনা করা হয়েছে যা ভগবান বুদ্ধের এক মহা অভিনব আবিষ্কার।

বেদনা সংযুক্তে তিন প্রকার বেদনার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তিন প্রকার বেদনা হলো—সুখ-বেদনা, দুঃখ-বেদনা এবং উপেক্ষা বেদনা। সুখ-বেদনা আপাত মধুর এবং আনন্দের জন্য চিত্তকে নমিত করে। কামনা বাসনাযুক্ত বেদনা প্রকৃত পক্ষে সুখ দায়ক নহে। কারণ ইহা আপাত মধুর হলেও পরিণাম ভয়াবহ। উহা তৃষ্ণামুক্ত নহে ইহাতে দুঃখের নদী চির প্রবাহমান। সুখ-দুঃখের অতীত যে বেদনা উহাই উপেক্ষা বেদনা নামে কথিত। শারীরিক কামনা-বাসনায় আসক্ত মানুষ আনন্দের সময় সুখে উৎফুল্ল হয় এবং আবার দুঃখের সময় অত্যধিক ভেঙ্গে পড়েন। জ্ঞানীগণ এইজন্য দুটিকেই সকল সময় উপেক্ষা করে চলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে পঞ্চ কামগুণযুক্ত বা পার্থিব আনন্দকে প্রকৃত সুখ বলা যায় না। উহা যেহেতু দীর্ঘস্থায়ী নয়। সুতরাং ইহা দীর্ঘ হিত সুখের কারণও হতে পারে না। যারা ইন্দ্রিয়সুখ বা পার্থিব সুখকে প্রকৃত সুখ মনে না করে আধ্যাত্মিক সুখের সন্ধানে ব্যাপৃত হন তাঁদেরকে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন বলা হয়। বেদনা সংযুক্তের তিনটি বর্গে ৩১টি সূত্র দৃষ্ট হয়। সগাথা বর্গে ১০টি নির্জনগত বর্গে ১০টি এবং একশ আট পর্যায় বর্গে ১১টি।

সগাথা বর্গের সমাধি সূত্র, সুখ সূত্র, পরিত্যাগ সূত্র, পাতাল সূত্র, দ্রষ্টব্য সূত্র, শল্য সূত্র, প্রথম রোগ সূত্র, দ্বিতীয় রোগ সূত্র, অনিত্য সূত্র, স্পর্শমূলক সূত্র এ দশটি সূত্রেই তিন প্রকার বেদনার মধ্যে সুখবেদনার রাগানুশয়, দুঃখ-বেদনার প্রতিঘানুশয় এবং উপেক্ষা বেদনার অবিদ্যানুশয় কীভাবে পরিত্যাগ করে দুঃখের অন্তসাধন করা যায় তা দেশিত হয়েছে। সর্বোপরি এ বেদনাসমূহ যে অনিত্য, সংস্কৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী,

বিরাগধমী ও নিরোধধর্মী তা অনিত্য সূত্রে দেশিত হয়েছে।

নির্জনগত বর্গে নির্জনগত সূত্রে প্রথম আকাশ সূত্র, দ্বিতীয় আকাশ সূত্র, আবাস সূত্র, প্রথম আনন্দ সূত্র, দ্বিতীয় আনন্দ সূত্র, প্রথম বহু সংখ্যক সূত্র, দ্বিতীয় বহুসংখ্যক সূত্র, পঞ্চকঙ্গ সূত্র, ভিক্ষু সূত্র এ দশটি সূত্র। এখানে নির্জনগত সূত্রে সংস্কারসমূহের বিরাগধর্মীতা এবং ব্রহ্মাদের সংস্কারের আনুপূর্বিক উপশম ব্যাখ্যাত হয়েছে।

প্রথম, দ্বিতীয় আকাশ সূত্র ও আবাস সূত্রে, বেদনা উৎপন্ন হয় তা যে সুখ, দুঃখ ও উপেক্ষা ভেদে ত্রিবিধ তা বর্ণিত হয়েছে। প্রথম আনন্দ ও দ্বিতীয় আনন্দ সূত্রে বেদনা কী? বেদনা সমুদয় কী? বেদনা নিরোধ কী? বেদনা নিরোধের উপায় বা প্রতিপদা কী? বেদনার আস্বাদ কী? আদীনব (উপদ্রব) কী? নিঃসরণ কী? আনন্দ স্থবিরের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান কর্তৃক স্পর্শই বেদনার উৎপত্তির হেতু বা মূল তা উল্লেখ করে আর্যসত্য দেশিত হয়েছে। একইভাবে বহু সংখ্যক সূত্রেও তা দেশিত হয়েছে। পঞ্চকঙ্গ সূত্রে পর্যায় ভেদে বেদনা যে দুই প্রকার, তিন প্রকার, পাঁচ প্রকার, ছয় প্রকার, অষ্টাদশ প্রকার, ছয়ত্রিশ প্রকার ও একশ আট প্রকার হতে পারে তা বর্ণিত হয়েছে। এখানে পঞ্চ কামগুণেরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

একশ আট পর্যায় বর্গে পর্যায়ভেদে বেদনা যে একশ আট প্রকার হয় তার বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মাতুগাম বা মাতৃজাতি সংযুক্তে প্রথম পেয়্যাল বর্গে ১৪টি, দ্বিতীয় পেয়্যাল বর্গে ১০টি এবং বলবর্গে ১০টি সূত্রসহ মোট ৩৪টি সূত্র বিদ্যমান রয়েছে। ইহাতে স্ত্রী জাতির গুণাগুণ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। মাতৃজাতি সূত্রেই উল্লিখিত হয়েছে পঞ্চ লক্ষণসম্পন্না স্ত্রীলোক পুরুষের একান্ত অমনোজ্ঞ হয়। সে পঞ্চ লক্ষণ হলো—যে নারী রূপবতী হয় না, ভোগবতী বা সম্পদশালী ঘরের মেয়ে হয় না, শীলবতী হয় না, অলস হয়, পুত্রবতী হয় না বা বন্ধ্যা হয়। অপরদিকে যে নারী রূপবতী, ভোগবতী, শীলবতী, অনলস ও পুত্রবতী হয় সে নারী সকল পুরুষের একান্ত প্রিয় হয়। মাতৃজাতি পুরুষ হতে স্বতন্ত্র বা পৃথকভাবে পাঁচ প্রকার দুঃখ ভোগ করে যা পুরুষেরা ভোগ করে না, তা হলো—স্ত্রীলোক জ্ঞাতিবর্গ ত্যাগ করে যুবতি অবস্থায় পতিকুলে গমন করে। স্ত্রীজাতি ঋতুমতী হয়, গর্ভবতী হয়, সন্তান প্রসব করে, পুরুষের বাধ্য থাকতে হয়, যা পুরুষের ক্ষেত্রে সচরাচর ঘটে না। অশ্রদ্ধা, লজ্জাহীনতা, ভয়হীনা, ক্রোধী এবং অজ্ঞানী এই পাঁচটি দোষের কারণে মাতৃজাতিকে নরকে গমন করতে হয়। আবার শ্রদ্ধাবতী, বিনয়ী, অক্রোধী, জ্ঞানী ও অনীর্ষুক (হিংসাহীন) এ পাঁচটি গুণে মাতৃজাতি

মৃত্যুর পর স্বর্গগামী হয়। পঞ্চশীল রক্ষাকারিণী মৃত্যুর পর স্বর্গবাসী হয়। এছাড়াও পঞ্চবলসম্পন্না স্ত্রী জাতি সর্বত্র প্রিয়ভাজন হয় ইত্যাদি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

জম্বুখাদক সংযুক্তে সারিপুত্র স্থবির জম্বুখাদক পরিব্রাজককে বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি সম্পর্কে অবহিত করান। সারিপুত্র স্থবির বলেন যে, তৃষ্ণা মুক্ত হওয়ার অপর নাম নির্বাণ। অর্হত্ত্বলাভীদের কোনো তৃষ্ণা থাকে না। চারি আর্য সত্যকে যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণের মাধ্যমেই প্রকৃষ্টভাবে নির্বাণ লাভ করা যায়। জম্বুখাদক সংযুক্তে **১৬টি** সূত্র রয়েছে। সূত্রগুলোতে নির্বাণ, অর্হত্ত্ব, ধর্মবাদী, কী উদ্দেশ্য, আশ্বাস, পরম আশ্বাস, বেদনা, আসব, অবিদ্যা, তৃষ্ণা, ওঘ, উপদান, ভব, দুঃখ এবং সৎকায় ইত্যাদি বিষয়ে সুনিপুণভাবে আলোচিত হয়েছে।

সামন্ডক সংযুক্তে দুইটি সূত্র বিদ্যমান। এই সূত্র দুইটিতে সারিপুত্র স্থবির পরিব্রাজক সামন্ডককে নির্বাণ সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেন। পরিব্রাজকের প্রশ্নের উত্তরে সারিপুত্র স্থবির বলেন লোভ, দ্বেষ, মোহ, হিংসা, কামনা-বাসনার সম্পূর্ণ অবসানেই নির্বাণ সাক্ষাৎ করা যায়। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করেই নির্বাণ লাভ করতে হয়। তাই অপ্রমাদের সহিত আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করা উত্তম।

মৌদ্গাল্লায়ন সংযুক্তে ১১টি সূত্র রয়েছে। এ সূত্রসমূহে মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির সমাগত ভিক্ষুসংঘকে চার প্রকার ধ্যান সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেন। ইহাতে তিনি পর্যায়ক্রমে চারি প্রকার অরূপ ধ্যানেরও উল্লেখ করেন। এ অরূপ ধ্যানগুলো হলো—আকাশ-অনন্ত-আয়তন, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন, আকিঞ্চন-আয়তন এবং নৈব-সংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন। এ ছাড়াও সাধক যখন সর্ব সংস্কার অনিত্য ভাবনা করেন তখন তৎপ্রতি তার নিত্যাদি ভ্রান্ত ধারণা তিরোহিত হয়, তিনি অনিমিত্ত চিত্তসমাধি লাভ করেন। দেবরাজ শক্রের প্রশ্নের উত্তরে মৌদ্গাল্লায়ন স্থবির জানান যারা ত্রিরত্নের শরণাপন্ন হন তারা মৃত্যুর পর স্বর্গ বা সুগতিলোকে উৎপন্ন হয়। এ বিষয়গুলো এ সংযুক্তে বিস্তৃত আলোচিত হয়েছে।

চিত্ত সংযুক্তে ১০টি সূত্রে রয়েছে। এ সংযুক্তে সংযোজনীয় ধর্মসমূহ কি উপাসকদের মধ্যে ধর্মকথিক হিসেবে অগ্রগণ্য চিত্তগৃহপতি ভিক্ষুসংঘকে জিজ্ঞাসা করেন এবং তা উপমা-সহকারে দেশনা করেন কীভাবে সংযোজন বা বন্ধন মুক্ত হওয়া যায়। এর পরে স্থবির ইসিদত্ত ধাতুসমূহের বর্ণনা, লোক শাশ্বত, লোক অশাশ্বত, অন্তবান, অনন্তবান যা দীর্ঘনিকায়ের ব্রহ্মজাল সূত্রে

বর্ণিত বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি নামে খ্যাত; এ দার্শনিক বিষয়গুলো উপমাসহযোগে ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন সৎকায়দৃষ্টির বশীভূত ব্যক্তির পক্ষে ইহার যথার্থ উপলব্ধি সম্ভব নয়। একমাত্র আর্যধর্মে কোবিদ, আর্যধর্মে সুবিনীত সৎপুরুষগণ ইহা দর্শন করে সৎকায়দৃষ্টি ত্যাগ করে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে মুক্তির পথ প্রশস্ত করতে পারেন। এ সংযুক্তে বুদ্ধের নয়গুণ, ধর্মের ছয়গুণ ও সংঘের নয়গুণের কথাও উল্লিখিত হয়েছে।

গামণী বা গ্রামপতি সংযুক্তে ১৩টি সূত্র রয়েছে। এই সূত্রসমূহে ভগবান ক্রোধের নানা প্রকার অবস্থা সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেছেন। কারও প্রতি অত্যধিক বিরক্তের ভাব প্রকাশের জন্য ক্রোধের সঞ্চার হয়। একজন লোক সাধু কি অসাধু তা প্রকাশ হয়ে পড়ে যখন তাকে তিরস্কার করা হয়। পণ্ডিত ব্যক্তি মানুষের নিন্দা, প্রশংসা বা অষ্ট লোকধর্মের কারণে বিচলিত হয় না। তিনি সকলের প্রতি অপার মৈত্রীভাব পোষণ করেন। এ সংযুক্তের তালপুট সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে নট (অভিনেতা) রঙ্গমঞ্চে, জন সমাবেশে সত্য-মিথ্যা নাট্যাভিনয় দ্বারা জনগণকে হাসায় ও নৃত্যগীতে অপরকে রমিত করে সে দেহ ত্যাগে বা মৃত্যুর পর 'প্রহাস' নামক নরকে উৎপন্ন হয়। অনুরূপভাবে যুদ্ধ ক্ষেত্রের যোদ্ধাগণ, হস্ত্যারোহীগণ, অশ্বারোহীগণ স্বীয় প্রমত্ততার কারণে পরজিত নামক নরকে উৎপন্ন হয়। ধর্মত পঞ্চশীল রক্ষাকারী সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন উপাসক/উপাসিকাগণ মৃত্যুর পর স্বর্গগামী ও ঊর্ধ্বগামী হয়। বিভিন্ন গ্রামপতিকে এ সংযুক্তে বুদ্ধ কর্তৃক উপদেশ দান করা হয়েছে।

অসংখত সংযুক্ত ইহাতে বুদ্ধ 'অসংস্কৃত' অর্থাৎ নির্বাণ সম্পর্কে আলোকপাত করেন। নির্বাণ এমন এক বিষয় যা উপমা, প্রমাণ, ন্যায় বা যুক্তির সাহার্যে বুঝানো যায় না। লোভ, দ্বেষ ও মোহের পরিসমাপ্তির চূড়ান্ত অবস্থাই নির্বাণ। চারি প্রকার স্মৃত্যুপ্রস্থান, চারি ঋদ্ধিপাদ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, চতুরার্য সত্য, সপ্ত বোধ্যঙ্গ প্রভৃতি সাঁইত্রিশ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্ম সম্পর্কে প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভের মাধ্যমেই নির্বাণ উপলব্ধি করা যায়। এখানে কায়গতানুস্মৃতি, শমথ-বিদর্শন, সবিতর্ক-অবিচার, শূন্যতা সমাধি, স্মৃতি প্রস্থান, চারি সম্যক প্রধান, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চবলসহ সাঁইত্রিশ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্মের ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। অসংখত সংযুক্তের প্রথম বর্গে ১১টি সূত্র এবং দ্বিতীয় বর্গে ৩৩টি সূত্র পরিলক্ষিত হয়।

অব্যাকৃত সংযুক্ত এ সংযুক্তে ১১টি সূত্র পরিদৃশ্যমান হয়। ইহাতে রাজা প্রসেনজিৎ ভগবান বুদ্ধের প্রধান অগ্রশ্রাবিকা ভিক্ষুণী ক্ষেমাকে কতগুলো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। যা বৌদ্ধ শাস্ত্রে অব্যাকৃত প্রশ্নরূপে কথিত। প্রশ্নগুলো হলো,

মৃত্যুর পর তথাগত থাকে কি? মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না? মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, না থাকে? মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না? এরূপ আরও বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করেন যা একাদশ প্রকার অকথনীয় বা অব্যাকৃত বলা হয়। ক্ষেমা প্রত্যুত্তরে জানান যে এ সমস্ত প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার মতো নহে। এ প্রশ্নগুলো যেভাবে উপস্থাপন করা উচিত সেভাবে করা হয়নি। এরূপ প্রশ্নের উত্তর দান নিরর্থক বরং উভয় প্রকার সংকটে পড়তে হয়। মিথ্যাদৃষ্টি-পরায়ণ অশ্রদ্ধাবান ব্যক্তিরাই এ জাতীয় প্রশ্নের অবতারণা করেন। বুদ্ধ ও বুদ্ধের প্রধান শিষ্য সারিপুত্র-মৌদ্গাল্লায়ন প্রমুখ মহা শ্রাবকগণ এরূপ প্রশ্নের উত্তর না দেওয়ার জন্য উপদেশ প্রদান করেছেন। উদাহরণস্বরূপ গঙ্গার বালুকারাশির সংখ্যা যেমন অগণনীয়, মহাসমুদ্রের জলরাশি যেমন পরিমাণহীন বা অপরিমেয় তদ্রূপভাবে মহারাজ, তথাগতকে বিজ্ঞাপিত করা অসম্ভব, তথাগত অপরিমেয় ও দুর্জ্ঞেয়। এ সংযুক্তে কুতূহলশালা সূত্রে ষড় তীর্থঙ্করের মতবাদ সম্পর্কেও কিছুটা উল্লেখ দেখা যায়।

মূলত উপরে আলোচিত মহামানব বুদ্ধের দেশিত মৌলিক বিষয়সমূহের উপমাসহযোগে বিস্তৃত ব্যাখ্যাই এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। কর্মব্যস্ততায় সময়ের অপ্রতুলতা হেতু এবং আমার সীমাবদ্ধ অধীত জ্ঞানের কারণে এর চেয়ে বিস্তৃতভাবে গ্রন্থটির মুখবন্ধ উপস্থাপন করতে না পারায় আমি অনুবাদক এবং পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি। বিশেষত এ গ্রন্থের অনুবাদক শ্রীমৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ভিক্ষু একজন সাধক, একাহারী, নির্জনপ্রিয় পণ্ডিত ভিক্ষু। তাঁর জীবনাদর্শ অতুলনীয়। তাঁর অনুবাদ কার্য দেখে আমি বিস্ময়াভিভূত। আমার অনুজপ্রতিম শ্রদ্ধেয় এস. লোকজিৎ ভিক্ষু এম.এ. মহোদয় আমার জন্মতীর্থ শীলঘাটার বনভূমিতে নবভাবে জ্ঞানপাল-রত্নপ্রিয় বিদর্শন কুটির প্রতিষ্ঠা করে সেখানে শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় ভিক্ষুর মতো মহাশীলবান সাধকদের অবস্থানের ব্যবস্থা করে গ্রামবাসী তথা বুদ্ধশাসনের মহাউপকার সাধন করেছেন। লোকজিৎ ভন্তের বারবার তাগিদের কারণে এবং অনুবাদক ভন্তে আমার প্রতি স্নেহবশত এ মহামূল্যবান গ্রন্থের ভূমিকা লিখার দায়িত্ব দিয়ে আমাকে যে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন তৎজন্য উনাদের প্রতি আমার অপরিসীম কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাচ্ছি। পরিশেষে আমি আশাবাদী অনুবাদক ত্রিপিটকের তথা সংযুক্তনিকায়ের অপ্রকাশিত খণ্ডগুলোর অনুবাদ করে বাংলা ভাষা-ভাষী পাঠককুলের মহা উপকার সাধন করতে সমর্থ হবেন। আমি অনুবাদক শ্রদ্ধেয়

জ্ঞানেন্দ্রিয় ভিক্ষু, এ গ্রন্থের সাথে সংশ্লিষ্ট এস. লোকজিৎ ভিক্ষু, প্রকাশক বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. কল্যাণ বড়ুয়া (এমবিবিএস, ডিএ) ও তৎ সহধর্মিণী শুভার্থী তালুকদারসহ সকলের নিরোগ দীর্ঘায়ু জীবন কামনা করি। বুদ্ধের শাসন চিরজীবী হোক, জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।

তাং—আষাঢ়ী পূর্ণিমা
২৫৫৩ বুদ্ধাব্দ ২০০৯ খৃষ্টাব্দ
প্রফেসর কলোনী, পার্সিভ্যাল
হিল চট্টগ্রাম কলেজ রোড,
চট্টগ্রাম।

অধ্যাপক অর্থদর্শী বড়ুয়া
বিএ অনার্স, এমএ, বিসিএস (শিক্ষা)
ত্রিপিটক বিশারদ
বিভাগীয় প্রধান, পালি বিভাগ
চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম

অনুবাদকের পরিচিতি

প্রদীপ্ত নবীন সংঘপুরুষ, বৌদ্ধ সমাজের শোভন-সুন্দর উজ্জ্বল রত্ন, নৈর্বাণিক সত্য ধর্মের একনি'সাধক, বঙ্গীয় বৌদ্ধদের ত্রিপিটক অনুবাকদের অন্যতম উত্তরসূরির একটি নাম ধুতাঙ্গসাধক জ্ঞানেন্দ্রিয় ভিক্ষু।

বহু পুণ্যপুরুষের পুণ্যভূমি চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত রাউজান থানার পশ্চিম বিনাজুরী গ্রামে জ্ঞানেন্দ্রিয় ভিক্ষু পৃথিবীর সূর্য প্রথম দর্শন করেন ১৯৮৩ সালের ২১ফেব্রুয়ারি, সোমবার। সদ্যজাত শিশুর মুখকান্তি দর্শনে সকলের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল, যেন পৃথিবীর বুকে একটি আলোকিত জ্ঞান প্রদীপের আবির্ভাব হলো। ধার্মিক, প্রিয়ভাষী, বিনয়ী কোমল স্বভাবাপন্ন শিক্ষক, শ্রদ্ধাবান উপাসক দীপক প্রসাদ বড়ুয়ার ঔরসে পুণ্যশীলা উপাসিকা শ্রীমতি প্রগতি বড়ুয়ার গর্ভে পৃথিবী দর্শন করেন জ্ঞানেন্দ্রিয় ভিক্ষু। যার গৃহী নাম সুমন বড়ুয়া। সুন্দর মনের সুমন বড়ুয়া ছোটকাল হতে অতি মেধাবী, শান্ত, সত্যসন্ধানী স্বভাবের ছিল। তিনি ২০০০ সালে এস.এস.সি এবং ২০০২ সালে এইচ.এস.সি পাশ করেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় লাভকৃত ঐশ্বর্য ভোগের অসারতা উপলব্ধি করে সুমন বড়ুয়া পারমার্থিক সত্য অন্বেষণে ঐতিহ্যমণ্ডিত পাড়ারতলী মহামুনি অরণ্য বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, বহুগুণে সমালংকৃত মহাপণ্ডিত, বিদর্শনাচার্য ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথেরর কাছে ২০০২ সালের ১১ নভেম্বর, সোমবার প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। নাম হয় "জ্ঞানেন্দ্রিয় শ্রামণ"। ত্রিপিটক শিক্ষার সাথে সাথে জ্ঞানেন্দ্রিয় শ্রামণ প্রজ্ঞা জ্ঞানে উন্নত হতে গুরুর নির্দেশে বিদর্শন ভাবনায় আত্মনিমগ্ন হন। অতি অল্প সময়ে মেধাবী জ্ঞানেন্দ্রিয় শ্রামণ, ভিক্ষু হওয়ার মতো উপযুক্ততা লাভ করলে বিদর্শনাচার্য ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথেরর সাধনপীঠ ঐতিহাসিক পুণ্যতীর্থ রামকুট বনাশ্রম সীমালয়ে বুদ্ধ প্রসংশিত অরণ্যের অরণ্যপ্রিয় মহাসাধক বিনয়শীল প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথেরর উপাধ্যায়ত্বে ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ ইং, সোমবার উপসম্পদা লাভ করেন। ১ম বর্ষা গুরুর সান্নিধ্যে মহামুনি অরণ্য বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্রে অবস্থানের পর ক্রমান্বয়ে রাঙ্গামাটি নানিয়ারচর অরণ্যে, রাউজান অংকুরীঘোনা শ্মশানে এবং বর্তমানে সাতকানিয়ার অন্তর্গত শীলঘাটা গ্রামে জ্ঞানপাল-রত্নপ্রিয় অরণ্য ধ্যান কুটিরে ধুতাঙ্গব্রত অধিষ্ঠানে অবস্থান করছেন। প্রতীভাদীপ্ত ধুতাঙ্গসাধক জ্ঞানেন্দ্রিয়

ভিক্ষু একজন আদর্শ ভিক্ষু কুলরবি। বৌদ্ধ শাসনের গ্রন্থধুর ও বিদর্শনধুর উভয় পথে তার অনুধ্যান অনুচর্চা রয়েছে, যা বর্তমানে বিরল। তার নিরব ধুতাঙ্গশীলব্রত, আদর্শ জীবন, বিদর্শনসাধনা, ত্রিপিটক শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য, পালি ভাষায় অভিজ্ঞতা ইতিমধ্যে পণ্ডিত সমাজে প্রশংসিত হয়েছে। তার মতো আদর্শবান পণ্ডিত ভিক্ষু আমাদের সমাজের মহামঙ্গল সাধন করবে এই প্রত্যাশা করে তার নীরোগ দীর্ঘায়ু জীবন কামনা করছি।

এস. লোকজিৎ ভিক্ষু
অধ্যক্ষ, চান্দগাঁও সার্বজনীন শাক্যমুণি বিহার
মহাসচিব, ডি. এন বুড্ডিষ্ট ওয়েলফেয়ার মিশন।

সূত্রপিটকে
সংযুক্তনিকায়

ষড়ায়তন[১] বর্গ

১. ষড়ায়তন সংযুক্ত

১. অনিত্য বর্গ

১. আধ্যাত্মিক[২] অনিত্য সূত্র

১.১. আমি এরূপ শুনেছি[৩], এক সময়[৪] ভগবান শ্রাবস্তীর[৫] জেতবনে[৬] অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন :

---

[১]। 'আয়তন' অর্থ উৎপত্তি-স্থান, নিবাস-স্থান। চক্ষু ও রূপ, দ্বার ও আলম্বনের আকারে, চক্ষু-বিজ্ঞানের আয়তন বা উৎপত্তি-স্থান। এই প্রকারে শ্রোত্র ও শব্দ, শ্রোত্র-বিজ্ঞানের; ঘ্রাণ ও গন্ধ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞানের; জিহ্বা ও রস, জিহ্বা-বিজ্ঞানের; কায় (শরীর) ও স্প্রষ্টব্য (স্পর্শযোগ্য বস্তু) কায়-বিজ্ঞানের এবং মন ও ধর্ম, মনোবিজ্ঞানের আয়তন। আয়তন দ্বিবিধ—ছয় আধ্যাত্মিক আয়তন ও ছয় বাহ্যিক আয়তন।

[২]। আভ্যন্তরিক।

[৩]। সমগ্র বচনের উদ্দেশ্য-সূত্র নিহিত উপদেশসমূহকে ভগবদুক্তি রূপে নির্দেশ করা ও সূত্রের প্রামাণ্য বিষয়ে শ্রদ্ধা উৎপাদন করা। স্থবির আনন্দ স্বয়ং সূত্রের অকর্তা, তিনি ভগবানের মুখেই ইহা শুনেছেন। (অট্ঠকথা)

[৪]। ইহা সূত্রের প্রস্তাবনা মাত্র। যখন ভগবানের হৃদয় করুণায় পরিপূর্ণ তখন সূত্রোক্ত উপদেশ প্রদত্ত হয়েছে। (অট্ঠকথা)

[৫]। শ্রাবস্তী কোশলের রাজধানী। সবত্থ নামক ঋষির বাসস্থান বলে বা সমস্ত বস্তু এই নগরে পাওয়া যেত বলে—এর পালি নাম সাবত্থী।

[৬]। কোশলের রাজধানী শ্রাবস্তীতে অবস্থিত। 'জেতবন' শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক (পূর্বে সুদত্ত) কর্তৃক নির্মিত বিহার। তিনি ৫৪ কোটি সুবর্ণ মুদ্রা ব্যয়ে জেত নামক রাজকুমারের উদ্যান ক্রয়পূর্বক তথায় সুরম্য বিহার নির্মাণ করে ভগবান বুদ্ধকে দান করেন।

'হে ভিক্ষুগণ,' 'হ্যাঁ ভদন্ত' বলে ভিক্ষুগণ উত্তর প্রদান করলেন। ভগবান এরূপ বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু[১] অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখ, যা দুঃখ তা অনাত্ম। যা অনাত্ম 'তা আমার নয়, তা আমি নই; তা আমার আত্মা নয়'। এরূপে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা বিষয়টি যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত।

৩. শ্রোত্র অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখ; যা দুঃখ তা অনাত্ম। যা অনাত্ম তা আমার নয়, তা আমি নই; তা আমার আত্মা নয়। এরূপে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা বিষয়টি যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত।

৪. ঘ্রাণ অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখ; যা দুঃখ তা অনাত্ম। যা অনাত্ম তা আমার নয়, তা আমি নই; তা আমার আত্মা নয়। এরূপে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা বিষয়টি যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত।

৫. জিহ্বা অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখ; যা দুঃখ তা অনাত্ম। যা অনাত্ম তা আমার নয়, তা আমি নই; তা আমার আত্মা নয়। এরূপে বিষয়টি সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত।

৬. কায় অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখ, যা দুঃখ তা অনাত্ম। যা অনাত্ম তা আমার নয়, তা আমি নই; তা আমার আত্মা নয়। এরূপে বিষয়টি সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত।

৭. মন অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখ, যা দুঃখ তা অনাত্ম। যা অনাত্ম তা আমার নয়, তা আমি নই; তা আমার আত্মা নয়। এরূপে বিষয়টি সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত।"

৮. "হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে চক্ষুতে নির্বেদ (অনাসক্ত) প্রাপ্ত হন, শ্রোত্রে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণে নির্বেদপ্রাপ্ত হন, জিহ্বায় নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়ে নির্বেদপ্রাপ্ত হন ও মনে নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ প্রাপ্ত হয়ে বিরাগ (রাগমুক্ত) হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞানের সঞ্চার হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, এ জীবনে (আসব ক্ষয়ের জন্য) আর অন্য কর্তব্য

---

[১]। চক্ষু পঞ্চবিধ, যথা : বুদ্ধচক্ষু, ধর্মচক্ষু, দিব্যচক্ষু, মাংস চক্ষু, সমন্তচক্ষু। এখানে চক্ষু বলতে মাংস চক্ষুর প্রসাদ অংশকে বুঝাচ্ছে। প্রসাদ অর্থ স্বচ্ছতা; স্বচ্ছ দর্পণে যেমন পদার্থের প্রতিবিম্ব পড়ে, তেমনি এই প্রসাদরূপের অন্তর্গত চক্ষে বর্ণের, শ্রোত্রে শব্দের, ঘ্রাণে (নাসিকায়) গন্ধের, জিহ্বায় রসের, কায়ায় (দেহে) স্প্রষ্টব্যের (ত্বগিন্দ্রিয় গ্রাহ্য জড়-গুণের), যেন প্রতিবিম্ব পতন দ্বারা স্পর্শোৎপত্তি হয়।

নাই।”

প্রথম সূত্র সমাপ্ত।

২. আধ্যাত্মিক দুঃখ সূত্র

২.১. “হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু দুঃখ। যা দুঃখ তা অনাত্ম; যা অনাত্ম তা আমার নয়, তা আমি নই; তা আমার আত্মা নয়। এরূপে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা বিষয়টি যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত।

২. শ্রোত্র দুঃখ। যা দুঃখ তা অনাত্ম; যা অনাত্ম তা আমার নয়, তা আমি নই; তা আমার আত্মা নয়। এরূপে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা বিষয়টি যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত।

৩. ঘ্রাণ দুঃখ। যা দুঃখ তা অনাত্ম, যা অনাত্ম তা আমার নয়, তা আমি নই; তা আমার আত্মা নয়। এরূপে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা বিষয়টি যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত।

৪. জিহ্বা দুঃখ। যা দুঃখ তা অনাত্ম; যা অনাত্ম তা আমার নয়, তা আমি নই; তা আমার আত্মা নয়। এরূপে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা বিষয়টি যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত।

৫. কায় দুঃখ। যা দুঃখ তা অনাত্ম; যা অনাত্ম তা আমার নয়, তা আমি নই; তা আমার আত্মা নয়। এরূপে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা বিষয়টি যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত।

৬. মন দুঃখ। যা দুঃখ তা অনাত্ম; যা অনাত্ম তা আমার নয়, তা আমি নই; তা আমার আত্মা নয়। এরূপে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা বিষয়টি যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত।”

৭. “হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে চক্ষুতে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্রে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণে নির্বেদপ্রাপ্ত হন, জিহ্বায় নির্বেদপ্রাপ্ত হন, কায়ে নির্বেদ প্রাপ্ত হন ও মনে নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ প্রাপ্ত হয়ে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে ‘বিমুক্ত হয়েছি’ বলে জ্ঞানের উদয় হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, এ জীবনে (আসবক্ষয়ের জন্য) আর অন্য কর্তব্য নাই।”

দ্বিতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৩. আধ্যাত্মিক অনাত্ম সূত্র

৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু অনাত্ম। যা অনাত্ম তা আমার নয়, তা আমি নই; তা আমার আত্মা নয়। এরূপে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা বিষয়টি যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত।

২. শ্রোত্র অনাত্ম। যা অনাত্ম তা আমার নয়, তা আমি নই; তা আমার আত্মা নয়। এরূপে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা বিষয়টি যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত।

৩. ঘ্রাণ অনাত্ম। যা অনাত্ম তা আমার নয়, তা আমি নই; তা আমার আত্মা নয়। এরূপে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা বিষয়টি যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত।

৪. জিহ্বা অনাত্ম। যা অনাত্ম তা আমার নয়, তা আমি নই; তা আমার আত্মা নয়। এরূপে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা বিষয়টি যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত।

৫. কায় অনাত্ম। যা অনাত্ম তা আমার নয়, তা আমি নই; তা আমার আত্মা নয়। এরূপে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা বিষয়টি যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত।

৬. মন অনাত্ম। যা অনাত্ম তা আমার নয়, তা আমি নই; তা আমার আত্মা নয়। এরূপে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা বিষয়টি যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত।"

৭. "হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে চক্ষুতে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্রে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বায় নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়ে নির্বেদ প্রাপ্ত হন ও মনে নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ প্রাপ্ত হয়ে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞানের উদয় হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, এ জীবনে (আসবক্ষয়ের জন্য) আর অন্য কর্তব্য নাই'।"

তৃতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৪. বাহ্যিক অনিত্য সূত্র

৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, রূপ অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখ, যা দুঃখ তা অনাত্ম। যা অনাত্ম 'তা আমার নয়, তা আমি নই, তা আমার আত্মা নয়' এরূপে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা বিষয়টি যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত।

২. শব্দ অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখ, যা দুঃখ তা অনাত্ম। যা অনাত্ম 'তা আমার নয়, তা আমি নই, তা আমার আত্মা নয়' এরূপে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা বিষয়টি যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত।

৩. গন্ধ অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখ, যা দুঃখ তা অনাত্ম। যা অনাত্ম 'তা আমার নয়, তা আমি নই, তা আমার আত্মা নয়' এরূপে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা বিষয়টি যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত।

৪. রস অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখ; যা দুঃখ তা অনাত্ম। যা অনাত্ম 'তা আমার নয়, তা আমি নই, তা আমার আত্মা নয়' এরূপে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা বিষয়টি যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত।

৫. স্প্রষ্টব্য অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখ, যা দুঃখ তা অনাত্ম। যা অনাত্ম 'তা আমার নয়, তা আমি নই, তা আমার আত্মা নয়' এরূপে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা বিষয়টি যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত।

৬. ধর্ম[১] অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখ, যা দুঃখ তা অনাত্ম। যা অনাত্ম 'তা আমার নয়, তা আমি নই, তা আমার আত্মা নয়' এরূপে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা বিষয়টি যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত।"

৭. "হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত (নির্লিপ্ত) হন, শব্দে নির্বেদপ্রাপ্ত হন, গন্ধে নির্বেদপ্রাপ্ত হন, রসে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, স্প্রষ্টব্যে নির্বেদ প্রাপ্ত হন ও ধর্মে নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ প্রাপ্ত হয়ে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, এ জীবনে (আসবক্ষয়ের জন্যে) আর অন্য কর্তব্য নাই।'"

চতুর্থ সূত্র সমাপ্ত।

৫. বাহ্যিক দুঃখ সূত্র

৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, রূপ দুঃখ। যা দুঃখ তা অনাত্ম; যা অনাত্ম 'তা আমার নয়, তা আমি নই, তা আমার আত্মা নয়', এরূপে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা বিষয়টি যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত।

২. শব্দ দুঃখ। যা দুঃখ তা অনাত্ম; যা অনাত্ম 'তা আমার নয়, তা আমি নই, তা আমার আত্মা নয়' এরূপে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা বিষয়টি যথাযথভাবে

---

[১]। এস্থলে ধর্ম মনের আলম্বন।

দর্শন করা উচিত।

৩. গন্ধ দুঃখ। যা দুঃখ তা অনাত্ম; যা অনাত্ম 'তা আমার নয়, তা আমি নই, তা আমার আত্মা নয়' এরূপে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা বিষয়টি যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত।

৪. রস দুঃখ। যা দুঃখ তা অনাত্ম; যা অনাত্ম 'তা আমার নয়, তা আমি নই, তা আমার আত্মা নয়' এরূপে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা বিষয়টি যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত।

৫. স্প্রষ্টব্য দুঃখ। যা দুঃখ তা অনাত্ম, যা অনাত্ম 'তা আমার নয়, তা আমি নই, তা আমার আত্মা নয়' এভাবে বিষয়টি সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত।

৬. ধর্ম দুঃখ। যা দুঃখ তা অনাত্ম; যা অনাত্ম 'তা আমার নয়, তা আমি নই, তা আমার আত্মা নয়' এভাবে বিষয়টি সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত।"

৭. "হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে রূপের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শব্দের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, গন্ধের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রসের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, স্প্রষ্টব্যের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন ও ধর্মের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ প্রাপ্ত হয়ে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, এ জীবনে (আসবক্ষয়ের জন্য) আর অপর কর্তব্য নেই'।"

পঞ্চম সূত্র সমাপ্ত।

৬. বাহ্যিক অনাত্ম সূত্র

৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, রূপ অনাত্ম। যা অনাত্ম 'তা আমার নয়, তা আমি নই, তা আমার আত্মা নয়' এভাবে বিষয়টি সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত।

২. শব্দ অনাত্ম। যা অনাত্ম 'তা আমার নয়, তা আমি নই, তা আমার আত্মা নয়' এভাবে বিষয়টি সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত।

৩. গন্ধ অনাত্ম। যা অনাত্ম 'তা আমার নয়, তা আমি নই, তা আমার আত্মা নয়' এভাবে বিষয়টি সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা যথাযথভাবে দর্শন করা

উচিত।

৪. রস অনাত্ম। যা অনাত্ম 'তা আমার নয়, তা আমি নই, তা আমার আত্মা নয়' এভাবে বিষয়টি সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত।

৫. স্প্রষ্টব্য অনাত্ম। যা অনাত্ম 'তা আমার নয়, তা আমি নই, তা আমার আত্মা নয়' এভাবে বিষয়টি সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত।

৬. ধর্ম অনাত্ম। যা অনাত্ম 'তা আমার নয়, তা আমি নই, তা আমার আত্মা নয়' এভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা বিষয়টি যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত।"

৭. "হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে রূপের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শব্দের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, গন্ধের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রসের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, স্প্রষ্টব্যের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন ও ধর্মের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, নির্বেদ প্রাপ্ত হয়ে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' এই জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, এ জীবনে (আসবক্ষয়ের জন্য) আর অপর কর্তব্য নেই'।"

ষষ্ঠ সূত্র সমাপ্ত।

৭. আধ্যাত্মিক অনিত্য অতীত-অনাগত সূত্র

৭.১ "হে ভিক্ষুগণ, অতীত-অনাগত উভয় চক্ষুই অনিত্য, বর্তমান চক্ষুর কথাই বা কী! হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে অতীত চক্ষুর প্রতি নিরপেক্ষ হন; অনাগত চক্ষুকে অভিনন্দন করেন না; বর্তমান চক্ষুর প্রতি নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন।

২. হে ভিক্ষুগণ, অতীত-অনাগত উভয় শ্রোত্রই অনিত্য; বর্তমান শ্রোত্রের কথাই বা কী! হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে অতীত শ্রোত্রের প্রতি নিরপেক্ষ হন, অনাগত শ্রোত্রকে অভিনন্দন করেন না; বর্তমান শ্রোত্রের প্রতি নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন।

৩. হে ভিক্ষুগণ, অতীত-অনাগত উভয় ঘ্রাণই অনিত্য; বর্তমান ঘ্রাণের কথাই বা কী! হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে অতীত ঘ্রাণের প্রতি নিরপেক্ষ হন, অনাগত ঘ্রাণকে অভিনন্দন করেন না;

বর্তমান ঘ্রাণের প্রতি নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন।

৪. হে ভিক্ষুগণ, অতীত-অনাগত উভয় জিহ্বাই অনিত্য; বর্তমান জিহ্বার কথাই বা কী! হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে অতীত জিহ্বার প্রতি নিরপেক্ষ হন, অনাগত জিহ্বাকে অভিনন্দন করেন না; বর্তমান জিহ্বার প্রতি নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন।

৫. হে ভিক্ষুগণ, অতীত-অনাগত উভয় কায়ই অনিত্য; বর্তমান কায়ের কথাই বা কী! হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে অতীত কায়ের প্রতি নিরপেক্ষ হন, অনাগত কায়কে অভিনন্দন করেন না; বর্তমান কায়ের প্রতি নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন।

৬. হে ভিক্ষুগণ, অতীত-অনাগত উভয় মনই অনিত্য; বর্তমান মনের কথাই বা কী! হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে অতীত মনের প্রতি নিরপেক্ষ হন, অনাগত মনকে অভিনন্দন করেন না; বর্তমান মনের প্রতি নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন।”

সপ্তম সূত্র সমাপ্ত।

৮. আধ্যাত্মিক দুঃখ অতীত-অনাগত সূত্র

৮.১. “হে ভিক্ষুগণ, অতীত-অনাগত উভয় চক্ষুই দুঃখ; বর্তমান চক্ষুর কথাই বা কী! হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে অতীত চক্ষুর প্রতি নিরপেক্ষ হন, অনাগত চক্ষুকে অভিনন্দন করেন না; বর্তমান চক্ষুর প্রতি নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন।

২. হে ভিক্ষুগণ, অতীত-অনাগত উভয় শ্রোত্রই দুঃখ, বর্তমান শ্রোত্রের কথাই বা কী! হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে অতীত শ্রোত্রের প্রতি নিরপেক্ষ হন, অনাগত শ্রোত্রকে অভিনন্দন করেন না; বর্তমান শ্রোত্রের প্রতি নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন।

৩. হে ভিক্ষুগণ, অতীত-অনাগত উভয় ঘ্রাণই দুঃখ; বর্তমান ঘ্রাণের কথাই বা কী! হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে অতীত ঘ্রাণের প্রতি নিরপেক্ষ হন, অনাগত ঘ্রাণকে অভিনন্দন করেন না; বর্তমান ঘ্রাণের প্রতি নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন।

৪. হে ভিক্ষুগণ, অতীত-অনাগত উভয় জিহ্বাই দুঃখ; বর্তমান জিহ্বার কথাই বা কী! হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে অতীত জিহ্বার প্রতি নিরপেক্ষ হন, অনাগত জিহ্বাকে অভিনন্দন করেন না; বর্তমান জিহ্বার প্রতি নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন।

৫. হে ভিক্ষুগণ, অতীত-অনাগত উভয় কায়ই দুঃখ, বর্তমান কায়ের কথাই বা কী! হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে অতীত কায়ের প্রতি নিরপেক্ষ হন, অনাগত কায়কে অভিনন্দন করেন না; বর্তমান কায়ের প্রতি নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন।

৬. হে ভিক্ষুগণ, অতীত-অনাগত উভয় মনই দুঃখ, বর্তমান মনের কথাই বা কী! হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে অতীত মনের প্রতি নিরপেক্ষ হন, অনাগত মনকে অভিনন্দন করেন না; বর্তমান মনের প্রতি নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন।”

অষ্টম সূত্র সমাপ্ত।

৯. আধ্যাত্মিক অনাত্ম অতীত-অনাগত সূত্র

৯.১. “হে ভিক্ষুগণ, অতীত-অনাগত উভয় চক্ষুই অনাত্ম, বর্তমান চক্ষুর কথাই বা কী! হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে অতীত চক্ষুর প্রতি নিরপেক্ষ হন, অনাগত চক্ষুকে অভিনন্দন করেন না; বর্তমান চক্ষুর প্রতি নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন।

২. হে ভিক্ষুগণ, অতীত-অনাগত উভয় শ্রোত্রই অনাত্ম; বর্তমান শ্রোত্রের কথাই বা কী! হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে অতীত শ্রোত্রের প্রতি নিরপেক্ষ হন, অনাগত শ্রোত্রকে অভিনন্দন করেন না; বর্তমান শ্রোত্রের প্রতি নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন।

৩. হে ভিক্ষুগণ, অতীত-অনাগত উভয় ঘ্রাণই অনাত্ম; বর্তমান ঘ্রাণের কথাই বা কী! হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে অতীত ঘ্রাণের প্রতি নিরপেক্ষ হন, অনাগত ঘ্রাণকে অভিনন্দন করেন না; বর্তমান ঘ্রাণের প্রতি নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন।

৪. হে ভিক্ষুগণ, অতীত-অনাগত উভয় জিহ্বাই অনাত্ম; বর্তমান জিহ্বার কথাই বা কী! হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে অতীত জিহ্বার প্রতি নিরপেক্ষ হন, অনাগত জিহ্বাকে অভিনন্দন করেন না; বর্তমান জিহ্বার প্রতি নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন।

৫. হে ভিক্ষুগণ, অতীত-অনাগত উভয় কায়ই অনাত্ম; বর্তমান কায়ের কথাই বা কী! হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে অতীত কায়ের প্রতি নিরপেক্ষ হন, অনাগত কায়কে অভিনন্দন করেন না; বর্তমান কায়ের প্রতি নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন।

৬. হে ভিক্ষুগণ, অতীত-অনাগত উভয় মনই অনাত্ম; বর্তমান মনের

কথাই বা কী! হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে অতীত মনের প্রতি নিরপেক্ষ হন, অনাগত মনকে অভিনন্দন করেন না; বর্তমান মনের প্রতি নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন।"

নবম সূত্র সমাপ্ত।

১০. বাহ্যিক অনিত্য অতীত-অনাগত সূত্র

১০.১. "হে ভিক্ষুগণ, অতীত-অনাগত উভয় রূপই অনিত্য; বর্তমান রূপের কথাই বা কী! হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে অতীত রূপের প্রতি নিরপেক্ষ হন, অনাগত রূপকে অভিনন্দন করেন না; বর্তমান রূপের প্রতি নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন।

২. হে ভিক্ষুগণ, অতীত-অনাগত উভয় শব্দই অনিত্য; বর্তমান শব্দের কথাই বা কী! হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে অতীত শব্দের প্রতি নিরপেক্ষ হন, অনাগত শব্দকে অভিনন্দন করেন না; বর্তমান শব্দের প্রতি নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন।

৩. হে ভিক্ষুগণ, অতীত-অনাগত উভয় গন্ধই অনিত্য; বর্তমান গন্ধের কথাই বা কী! হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে অতীত গন্ধের প্রতি নিরপেক্ষ হন, অনাগত গন্ধকে অভিন্দন করেন না, বর্তমান গন্ধের প্রতি নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন।

৪. হে ভিক্ষুগণ, অতীত-অনাগত উভয় রসই অনিত্য; বর্তমান রসের কথাই বা কী! হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে অতীত রসের প্রতি নিরপেক্ষ হন, অনাগত রসকে অভিনন্দন করেন না; বর্তমান রসের প্রতি নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন।

৫. হে ভিক্ষুগণ, অতীত-অনাগত উভয় স্প্রষ্টব্যই অনিত্য; বর্তমান স্প্রষ্টব্যের কথাই বা কী! হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে অতীত স্প্রষ্টব্যের প্রতি নিরপেক্ষ হন, অনাগত স্প্রষ্টব্যকে অভিনন্দন করেন না; বর্তমান স্প্রষ্টব্যের প্রতি নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন।

৬. হে ভিক্ষুগণ, অতীত-অনাগত উভয় ধর্মই অনিত্য; বর্তমান ধর্মের কথাই বা কী! হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবককটি বিষয়টি এরূপে দর্শন করে অতীত ধর্মের প্রতি নিরপেক্ষ হন, অনাগত ধর্মকে অভিনন্দন করেন না; বর্তমান ধর্মের প্রতি নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন।"

দশম সূত্র সমাপ্ত।

১১. বাহ্যিক দুঃখ অতীত-অনাগত সূত্র

১১.১. “হে ভিক্ষুগণ, অতীত-অনাগত উভয় রূপই দুঃখ, বর্তমান রূপের কথাই বা কী! হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে অতীত রূপের প্রতি নিরপেক্ষ হন, অনাগত রূপকে অভিনন্দন করেন না; বর্তমান রূপের প্রতি নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন।

২. হে ভিক্ষুগণ, অতীত-অনাগত উভয় শব্দই দুঃখ; বর্তমান শব্দের কথাই বা কী! হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে অতীত শব্দের প্রতি নিরপেক্ষ হন, অনাগত শব্দকে অভিনন্দন করেন না; বর্তমান শব্দের প্রতি নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন।

৩. হে ভিক্ষুগণ, অতীত-অনাগত উভয় গন্ধই দুঃখ, বর্তমান গন্ধের কথাই বা কী! হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে অতীত গন্ধের প্রতি নিরপেক্ষ হন, অনাগত গন্ধকে অভিনন্দন করেন না; বর্তমান গন্ধের প্রতি নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন।

৪. হে ভিক্ষুগণ, অতীত-অনাগত উভয় রসই দুঃখ, বর্তমান রসের কথাই বা কী! হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে অতীত রসের প্রতি নিরপেক্ষ হন, অনাগত রসকে অভিনন্দন করেন না; বর্তমান রসের প্রতি নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন।

৫. হে ভিক্ষুগণ, অতীত-অনাগত উভয় স্প্রষ্টব্যই দুঃখ; বর্তমান স্প্রষ্টব্যের কথাই বা কী! হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে অতীত স্প্রষ্টব্যের প্রতি নিরপেক্ষ হন, অনাগত স্প্রষ্টব্যকে অভিনন্দন করেন না; বর্তমান স্প্রষ্টব্যের প্রতি নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন।

৬. হে ভিক্ষুগণ, অতীত-অনাগত উভয় ধর্মই দুঃখ, বর্তমান ধর্মের কথাই বা কী! হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে অতীত ধর্মের প্রতি নিরপেক্ষ হন, অনাগত ধর্মকে অভিনন্দন করেন না; বর্তমান ধর্মের প্রতি নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন।”

একাদশতম সূত্র সমাপ্ত।

১২. বাহ্যিক অনাত্ম অতীত-অনাগত সূত্র

১২.১. “হে ভিক্ষুগণ, অতীত-অনাগত উভয় রূপই অনাত্ম; বর্তমান রূপের কথাই বা কী! হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে অতীত রূপের প্রতি নিরপেক্ষ হন, অনাগত রূপকে অভিনন্দন করেন

না; বর্তমান রূপের প্রতি নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন।

২. হে ভিক্ষুগণ, অতীত-অনাগত উভয় শব্দই অনাত্ম; বর্তমান শব্দের কথাই বা কী! হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে অতীত শব্দের প্রতি নিরপেক্ষ হন, অনাগত শব্দকে অভিনন্দন করেন না; বর্তমান শব্দের প্রতি নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন।

৩. হে ভিক্ষুগণ, অতীত-অনাগত উভয় গন্ধই অনাত্ম; বর্তমান গন্ধের কথাই বা কী! হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে অতীত গন্ধের প্রতি নিরপেক্ষ হন, অনাগত গন্ধকে অভিনন্দন করেন না; বর্তমান গন্ধের প্রতি নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন।

৪. হে ভিক্ষুগণ, অতীত-অনাগত উভয় রসই অনাত্ম; বর্তমান রসের কথাই বা কী! হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে অতীত রসের প্রতি নিরপেক্ষ হন, অনাগত রসকে অভিনন্দন করেন না; বর্তমান রসের প্রতি নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন।

৫. হে ভিক্ষুগণ, অতীত-অনাগত উভয় স্প্রষ্টব্যই অনাত্ম; বর্তমান স্প্রষ্টব্যের কথাই বা কী! হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে অতীত স্প্রষ্টব্যের প্রতি নিরপেক্ষ হন, অনাগত স্প্রষ্টব্যকে অভিনন্দন করেন না; বর্তমান স্প্রষ্টব্যের প্রতি নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন।

৬. হে ভিক্ষুগণ, অতীত-অনাগত উভয় ধর্মই অনাত্ম; বর্তমান ধর্মের কথাই বা কী! হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে অতীত ধর্মের প্রতি নিরপেক্ষ হন, অনাগত ধর্মকে অভিনন্দন করেন না; বর্তমান ধর্মের প্রতি নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন।"

দ্বাদশতম সূত্র সমাপ্ত।

অনিত্যবর্গ প্রথম সমাপ্ত।

স্মারক গাথা :

অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম এই তিন আধ্যাত্মিক বাহ্যিক ভেদে হয়;
সেই অনিত্য তিনে উক্ত, তা ও আধ্যাত্মিক বাহ্যিক ভেদে হয়।

২. যমক বর্গ

১. প্রথম পূর্বে সম্বুদ্ধ সূত্র

১৩.১. আমি এরূপ শুনেছি, এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিক নির্মিত বিহারে। সেখানে ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, 'হে ভিক্ষুগণ', 'হ্যাঁ ভদন্ত' বলে ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে তাঁদের সম্মতি জানালেন। ভগবান বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব অবস্থায় আমার মনে এ প্রশ্নের উদয় হয়েছিল—'চক্ষুর আস্বাদ কী, দোষ কী, নিঃসরণই বা (মুক্তি) কী? শ্রোত্রের আস্বাদ কী, দোষ কী, নিঃসরণই বা কী? ঘ্রাণের আস্বাদ কী, দোষ কী, নিঃসরণই বা কী? জিহ্বার আস্বাদ কী, দোষ কী, নিঃসরণই বা কী? কায়ের আস্বাদ কী, দোষ কী? নিঃসরণই বা কী? মনের আস্বাদ কী, দোষ কী, নিঃসরণই বা কী?'"

৩. "হে ভিক্ষুগণ, তখন আমার যথাযথ মনস্কারে প্রজ্ঞার উদয় হলো—চক্ষু হেতু যে সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, তাই চক্ষুর আস্বাদ। চক্ষু যে অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী (পরিবর্তনশীল); তা চক্ষুর দোষ। চক্ষুর প্রতি যে ছন্দরাগ (অনুরাগ) দমন, ছন্দরাগ পরিহার, তা চক্ষুর নিঃসরণ (মুক্তি)। শ্রোত্র হেতু যে সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, তা শ্রোত্রের আস্বাদ। শ্রোত্র যে অনিত্য, দুঃখ, পরিবর্তনশীল; তা শ্রোত্রের দোষ (আদীনব)। শ্রোত্রের প্রতি যে ছন্দরাগ দমন, অনুরাগ পরিহার তা শ্রোত্রের নিঃসরণ। ঘ্রাণ হেতু যে সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, তা ঘ্রাণের আস্বাদ। ঘ্রাণ যে অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; তা ঘ্রাণের দোষ। ঘ্রাণের প্রতি যে অনুরাগ দমন, ছন্দরাগ পরিহার, তা ঘ্রাণের নিঃসরণ। জিহ্বা হেতু যে সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, তা জিহ্বার আস্বাদ। জিহ্বা যে অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল, তা জিহ্বার দোষ। জিহ্বার প্রতি যে অনুরাগ দমন, ছন্দরাগ পরিহার, তা জিহ্বার নিঃসরণ। কায় (দেহ) হেতু যে সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, তা কায়ের আস্বাদ। কায় যে অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল, তা কায়ের দোষ। কায়ের প্রতি যে অনুরাগ দমন, অনুরাগ পরিহার, তা কায়ের নিঃসরণ। মন হেতু যে সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, তা মনের আস্বাদ। মন যে অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; তা মনের দোষ। মনের প্রতি যে অনুরাগ দমন, অনুরাগ পরিহার, তা মনের নিঃসরণ।"

৪. "হে ভিক্ষুগণ, যতদিন পর্যন্ত এভাবে এই ছয় আধ্যাত্মিক আয়তনের

আস্বাদকে আস্বাদরূপে, দোষকে দোষরূপে ও নিঃসরণকে নিঃসরণরূপে যথাযথভাবে আমি বুঝতে পারিনি ততদিন আমি সদেব সমার সব্রহ্ম জগতে সশ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও দেব-মানবের মধ্যে অনুত্তর সম্যক সম্বোধি লাভ করেছি বলে প্রতিজ্ঞাত[১] হইনি। হে ভিক্ষুগণ, যখন আমি এই ছয় আধ্যাত্মিক আয়তনের আস্বাদকে আস্বাদরূপে, দোষকে দোষরূপে ও নিঃসরণকে নিঃসরণরূপে সম্যকভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছি, তখনই আমি সদেব সমার সব্রহ্ম জগতে সশ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও দেব-মানবের মধ্যে অনুত্তর সম্যক সম্বোধি লাভ করেছি বলে প্রতিজ্ঞাত হয়েছিলাম এবং আমার জ্ঞানদৃষ্টির বিকাশ হয়েছিল—'আমার বিমুক্তি অকম্পিত, এই আমার অন্তিম জন্ম, এখন আর পুনর্জন্মের সম্ভাবনা নেই'।"

প্রথম সূত্র সমাপ্ত।

২. দ্বিতীয় পূর্বে সম্বুদ্ধ সূত্র

১৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব অবস্থায় আমার মনে এ প্রশ্নের উদয় হয়েছিল—রূপের আস্বাদ কী, দোষ কী, নিঃসরণই বা কী? শব্দের আস্বাদ কী, দোষ কী, নিঃসরণই বা কী? গন্ধের আস্বাদ কী, দোষ কী, নিঃসরণই বা কী? রসের আস্বাদ কী, দোষ কী, নিঃসরণই বা কী? স্প্রষ্টব্যের আস্বাদ কী, দোষ কী, নিঃসরণই বা কী? ধর্মের আস্বাদ কী, দোষ কী, নিঃসরণই বা কী?"

২. "হে ভিক্ষুগণ, তখন আমার যথাযথ মনস্কারে প্রজ্ঞার উদয় হলো—রূপ হেতু যে সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, তা রূপের আস্বাদ। রূপ যে অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল, তা রূপের দোষ। রূপের প্রতি যে অনুরাগ দমন, অনুরাগ পরিহার, তা রূপের নিঃসরণ। শব্দ হেতু যে সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, তা শব্দের আস্বাদ। শব্দ যে অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল, তা শব্দের দোষ। শব্দের প্রতি যে অনুরাগ দমন, অনুরাগ পরিহার, তা শব্দের নিঃসরণ। গন্ধ হেতু যে সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, তা গন্ধের আস্বাদ। গন্ধ যে অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল, তা গন্ধের দোষ। গন্ধের প্রতি যে অনুরাগ দমন, অনুরাগ পরিহার, তা গন্ধের নিঃরসণ। রস হেতু যে সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, তা রসের আস্বাদ। রস যে অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল, তা রসের দোষ। রসের প্রতি যে অনুরাগ দমন, অনুরাগ পরিহার, তা রসের নিঃসরণ। স্প্রষ্টব্য হেতু যে সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, তা স্প্রষ্টব্যের আস্বাদ। স্প্রষ্টব্য

---

[১]। পালি—পচ্চঞ্ঞাসিং

যে অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল, তা স্প্রষ্টব্যের দোষ। স্প্রষ্টব্যের প্রতি যে অনুরাগ দমন, অনুরাগ পরিহার, তা স্প্রষ্টব্যের নিঃসরণ। ধর্ম হেতু যে সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, তা ধর্মের আস্বাদ। ধর্ম যে অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল, তা ধর্মের দোষ। ধর্মের প্রতি যে অনুরাগ দমন, অনুরাগ পরিহার, তা ধর্মের নিঃসরণ।"

৩. "হে ভিক্ষুগণ, যাবৎ এইভাবে এই ছয় বাহ্যিক আয়তনের আস্বাদকে আস্বাদরূপে, দোষকে দোষরূপে ও নিঃসরণকে নিঃসরণরূপে যথাযথভাবে আমি বুঝতে পারিনি (উপলব্ধি করিনি) তাবৎ আমি সদেব সমার সব্রহ্মা জগতে সশ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও দেব-মানবের মধ্যে অনুত্তর সম্যক সম্বোধি লাভ করেছি বলে প্রতিজ্ঞাত হইনি। হে ভিক্ষুগণ, যখন আমি এই ছয় বাহ্যিক আয়তনের আস্বাদকে আস্বাদরূপে, দোষকে দোষরূপে ও নিঃসরণকে নিঃসরণরূপে যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছি, তখনই আমি সদেব সমার সব্রহ্মা জগতে, সশ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও দেব-মানবের মধ্যে অনুত্তর সম্যক সম্বোধি লাভ করেছি বলে প্রতিজ্ঞাত হয়েছিলাম এবং আমার জ্ঞানদৃষ্টির বিকাশ হয়েছিল—'আমার বিমুক্তি অকম্পিত (অক্ষয়া), এই আমার অন্তিম জন্ম, এখন আর পুনর্জন্মের সম্ভাবনা নেই'।"

দ্বিতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৩. প্রথম আস্বাদ অন্বেষণ সূত্র

১৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি চক্ষুর আস্বাদ অন্বেষণ করেছিলাম, চক্ষুতে যে আস্বাদ আছে, তা উপলব্ধি করেছি; চক্ষুতে যতখানি আস্বাদ আছে, তা প্রজ্ঞায় আমার সুদৃষ্ট অর্থাৎ আমি জ্ঞানচক্ষুতে সুষ্ঠুভাবে দেখেছি। হে ভিক্ষুগণ, আমি চক্ষুর দোষ অন্বেষণ করেছিলাম, চক্ষুতে যে দোষ আছে, তা উপলব্ধি করেছি; চক্ষুতে যতখানি দোষ আছে, তা প্রজ্ঞায় আমার সুদৃষ্ট। হে ভিক্ষুগণ, আমি চক্ষুর নিঃসরণ (মুক্তি) অন্বেষণ করেছিলাম, চক্ষুতে যে নিঃসরণ আছে, তা উপলব্ধি করেছি; চক্ষুতে যতখানি নিঃসরণ আছে, তা প্রজ্ঞায় আমার সুদৃষ্ট।"

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমি শ্রোত্রের আস্বাদ অন্বেষণ করেছিলাম, শ্রোত্রে যে আস্বাদ আছে, তা উপলব্ধি করেছি; শ্রোত্রে যতখানি আস্বাদ আছে, তা প্রজ্ঞায় আমার সুদৃষ্ট। হে ভিক্ষুগণ, আমি শ্রোত্রের দোষ অন্বেষণ করেছিলাম, শ্রোত্রে যে দোষ আছে, তা উপলব্ধি করেছি; শ্রোত্রে যতখানি দোষ আছে, তা প্রজ্ঞায় আমার সুদৃষ্ট। হে ভিক্ষুগণ, আমি শ্রোত্রের নিঃসরণ অন্বেষণ

করেছিলাম। শ্রোত্রে যে নিঃসরণ আছে, তা উপলব্ধি করেছি; শ্রোত্রে যতটুকু নিঃসরণ আছে, তা প্রজ্ঞায় আমার সুদৃষ্ট।”

৩. “হে ভিক্ষুগণ, আমি ঘ্রাণের আস্বাদ অন্বেষণ করেছিলাম। ঘ্রাণে যে আস্বাদ আছে, তা উপলব্ধি করেছি; ঘ্রাণে যতখানি আস্বাদ আছে, তা প্রজ্ঞায় আমার সুদৃষ্ট। হে ভিক্ষুগণ, আমি ঘ্রাণের দোষ অন্বেষণ করেছিলাম। ঘ্রাণে যে দোষ আছে; তা উপলব্ধি করেছি; ঘ্রাণে যতখানি দোষ আছে, তা প্রজ্ঞায় আমার সুদৃষ্ট। হে ভিক্ষুগণ, আমি ঘ্রাণের নিঃসরণ অন্বেষণ করেছিলাম। ঘ্রাণে যে নিঃসরণ আছে, তা উপলব্ধি করেছি; ঘ্রাণে যতখানি নিঃসরণ আছে, তা প্রজ্ঞায় আমার সুদৃষ্ট।

৪. “হে ভিক্ষুগণ, আমি জিহ্বার আস্বাদ অন্বেষণ করেছিলাম। জিহ্বায় যে আস্বাদ আছে, তা উপলব্ধি করেছি; জিহ্বায় যতখানি আস্বাদ আছে, তা প্রজ্ঞায় আমার সুদৃষ্ট। হে ভিক্ষুগণ, আমি জিহ্বার দোষ অন্বেষণ করেছিলাম। জিহ্বায় যে দোষ আছে, তা উপলব্ধি করেছি; জিহ্বায় যতখানি দোষ আছে, তা প্রজ্ঞায় আমার সুদৃষ্ট। হে ভিক্ষুগণ, আমি জিহ্বার নিঃসরণ অন্বেষণ করেছিলাম। জিহ্বায় যে নিঃসরণ আছে, তা উপলব্ধি করেছি; জিহ্বায় যতখানি নিঃসরণ আছে, প্রজ্ঞায় তা আমার সুদৃষ্ট।”

৫. “হে ভিক্ষুগণ, আমি কায়ের আস্বাদ অন্বেষণ করেছিলাম। কায়ে যে আস্বাদ আছে, তা উপলব্ধি করেছি; কায়ে যতখানি আস্বাদ আছে তা প্রজ্ঞায় আমার সুদৃষ্ট। হে ভিক্ষুগণ, আমি কায়ের দোষ অন্বেষণ করেছিলাম। কায়ে যে দোষ আছে, তা উপলব্ধি করেছি; কায়ে যতখানি দোষ আছে, তা প্রজ্ঞায় আমার সৃদুষ্ট। হে ভিক্ষুগণ, আমি কায়ের নিঃসরণ অন্বেষণ করেছিলাম। কায়ে যে নিঃসরণ আছে, তা উপলব্ধি করেছি; কায়ে যতখানি নিঃসরণ আছে, তা প্রজ্ঞায় আমার সুদৃষ্ট।”

৬. “হে ভিক্ষুগণ, আমি মনের আস্বাদ অন্বেষণ করেছিলাম। মনে যে আস্বাদ আছে, তা উপলব্ধি করেছি; মনে যতখানি আস্বাদ আছে, তা প্রজ্ঞায় আমার সুদৃষ্ট। হে ভিক্ষুগণ, আমি মনের দোষ অন্বেষণ করেছিলাম। মনে যে দোষ আছে, তা উপলব্ধি করেছি; মনে যতখানি দোষ আছে, তা প্রজ্ঞায় আমার সুদৃষ্ট। হে ভিক্ষুগণ, আমি মনের নিঃসরণ অন্বেষণ করেছিলাম। মনে যে নিঃসরণ আছে, তা উপলব্ধি করেছি; মনে যতখানি নিঃসরণ আছে, তা প্রজ্ঞায় আমার সুদৃষ্ট।”

৭. “হে ভিক্ষুগণ, যাবৎ আমি এই ছয় আধ্যাত্মিক আয়তনের আস্বাদকে আস্বাদরূপে, দোষকে দোষরূপে এবং নিঃসরণকে নিঃসরণরূপে যথাযথভাবে

উপলব্ধি করিনি তাবৎ আমি সদেব সমার সব্রক্ষ জগতে সশ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও দেব-মানবের মধ্যে অনুত্তর সম্যক সম্বোধি লাভ করেছি বলে প্রতিজ্ঞাত হইনি। যখন হে ভিক্ষুগণ, আমি এই ছয় আধ্যাত্মিক আয়তনের আস্বাদকে আস্বাদরূপে, দোষকে দোষরূপে এবং নিঃসরণকে নিঃসরণরূপে যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছিলাম, তখনই আমি সদেব সমার সব্রক্ষ জগতে সশ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও দেব-মানবের মধ্যে অনুত্তর সম্যক সম্বোধি লাভ করেছি বলে প্রতিজ্ঞাত হয়েছিলাম এবং আমার জ্ঞানদৃষ্টির বিকাশ হয়েছিল-'আমার বিমুক্তি অকম্পিত, এই আমার অন্তিম জন্ম, এখন আর পুনর্জন্মের সম্ভাবনা নাই'।"

তৃতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৪. দ্বিতীয় আস্বাদ অন্বেষণ সূত্র

১৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি রূপের আস্বাদ অন্বেষণ করেছিলাম। রূপে যে আস্বাদ আছে, তা উপলব্ধি করেছি; রূপে যতখানি আস্বাদ আছে, তা প্রজ্ঞায় আমার সুদৃষ্ট। হে ভিক্ষুগণ, আমি রূপের দোষ অন্বেষণ করেছিলাম। রূপে যে দোষ আছে, তা উপলব্ধি করেছি; রূপে যতখানি দোষ আছে, তা প্রজ্ঞায় আমার সুদৃষ্ট। হে ভিক্ষুগণ, আমি রূপের নিঃসরণ অন্বেষণ করেছিলাম। রূপে যে নিঃসরণ আছে, তা উপলব্ধি করেছি; রূপে যতখানি নিঃসরণ আছে, তা প্রজ্ঞায় আমার সুদৃষ্ট।"

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমি শব্দের আস্বাদ অন্বেষণ করেছিলাম। শব্দে যে আস্বাদ আছে, তা উপলব্ধি করেছি; শব্দে যতখানি আস্বাদ আছে, তা প্রজ্ঞায় আমার সুদৃষ্ট। হে ভিক্ষুগণ, আমি শব্দের দোষ অন্বেষণ করেছিলাম। শব্দে যে দোষ আছে, তা উপলব্ধি করেছি; শব্দে যতখানি দোষ আছে, তা প্রজ্ঞায় আমার সুদৃষ্ট। হে ভিক্ষুগণ, আমি শব্দের নিঃসরণ অন্বেষণ করেছিলাম, শব্দের যে নিঃসরণ আছে, তা উপলব্ধি করেছি; শব্দে যতখানি নিঃসরণ আছে, তা প্রজ্ঞায় আমার সুদৃষ্ট।"

৩. "হে ভিক্ষুগণ, আমি গন্ধের আস্বাদ অন্বেষণ করেছিলাম। গন্ধে যে আস্বাদ আছে, তা উপলব্ধি করেছি; গন্ধে যতখানি আস্বাদ আছে, তা প্রজ্ঞায় আমার সুদৃষ্ট। হে ভিক্ষুগণ, আমি গন্ধের দোষ অন্বেষণ করেছিলাম। গন্ধে যে দোষ আছে, তা উপলব্ধি করেছি; গন্ধে যতখানি দোষ আছে, তা প্রজ্ঞায় আমার সুদৃষ্ট। হে ভিক্ষুগণ, আমি গন্ধের নিঃসরণ অন্বেষণ করেছিলাম। গন্ধে যে নিঃসরণ আছে, তা উপলব্ধি করেছি; গন্ধে যতখানি নিঃসরণ আছে, তা প্রজ্ঞায় আমার সুদৃষ্ট।"

৪. "হে ভিক্ষুগণ, আমি রসের আস্বাদ অন্বেষণ করেছিলাম। রসে যে আস্বাদ আছে, তা উপলব্ধি করেছি; রসে যতখানি আস্বাদ আছে, তা প্রজ্ঞায় আমার সুদৃষ্ট। হে ভিক্ষুগণ, আমি রসের দোষ অন্বেষণ করেছিলাম। রসে যে দোষ আছে, তা উপলব্ধি করেছি; রসে যতখানি দোষ আছে, তা প্রজ্ঞায় আমার সুদৃষ্ট। হে ভিক্ষুগণ, আমি রসের নিঃসরণ অন্বেষণ করেছিলাম। রসে যে নিঃসরণ আছে, তা উপলব্ধি করেছি; রসে যতখানি নিঃসরণ আছে, তা প্রজ্ঞায় আমার সুদৃষ্ট।"

৫. "হে ভিক্ষুগণ, আমি স্প্রষ্টব্যের আস্বাদ অন্বেষণ করেছিলাম। স্প্রষ্টব্যে যে আস্বাদ আছে, তা উপলব্ধি করেছি; স্প্রষ্টব্যে যতখানি আস্বাদ আছে, তা প্রজ্ঞায় আমার সুদৃষ্ট। হে ভিক্ষুগণ, আমি স্প্রষ্টব্যের দোষ অন্বেষণ করেছিলাম। স্প্রষ্টব্যে যে দোষ আছে, তা উপলব্ধি করেছি; স্প্রষ্টব্যে যতখানি দোষ আছে, তা প্রজ্ঞায় আমার সুদৃষ্ট। হে ভিক্ষুগণ, আমি স্প্রষ্টব্যের নিঃসরণ অন্বেষণ করেছিলাম। স্প্রষ্টব্যে যে নিঃসরণ আছে, তা উপলব্ধি করেছি; স্প্রষ্টব্যে যতখানি নিঃসরণ আছে, তা প্রজ্ঞায় আমার সুদৃষ্ট।

৬. "হে ভিক্ষুগণ, আমি ধর্মের আস্বাদ অন্বেষণ করেছিলাম। ধর্মে যে আস্বাদ আছে, তা উপলব্ধি করেছি; ধর্মে যতখানি আস্বাদ আছে, তা প্রজ্ঞায় আমার সুদৃষ্ট। হে ভিক্ষুগণ, আমি ধর্মের দোষ অন্বেষণ করেছিলাম। ধর্মে যে দোষ আছে, তা উপলব্ধি করেছি; ধর্মে যতখানি দোষ আছে, তা প্রজ্ঞায় আমার সুদৃষ্ট। হে ভিক্ষুগণ, আমি ধর্মের নিঃসরণ অন্বেষণ করেছিলাম। ধর্মে যে নিঃসরণ আছে, তা উপলব্ধি করেছি; ধর্মে যতখানি নিঃসরণ আছে, তা প্রজ্ঞায় আমার সুদৃষ্ট।"

৮. "হে ভিক্ষুগণ, যাবৎ আমি এই ছয় বাহ্যিক আয়তনের আস্বাদকে আস্বাদরূপে, দোষকে দোষরূপে ও নিঃসরণকে নিঃসরণরূপে যথাযথভাবে উপলব্ধি করিনি তাবৎ আমি সদেব সমার সব্রহ্ম জগতে, সশ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও দেব-মানবের মধ্যে অনুত্তর সম্যক সম্বোধি লাভ করেছি বলে প্রতিজ্ঞাত হইনি। যখন আমি এই ছয় বাহ্যিক আয়তনের আস্বাদকে আস্বাদরূপে, দোষকে দোষরূপে ও নিঃসরণকে নিঃসরণরূপে সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছি, তখনই আমি সদেব সমার সব্রহ্ম জগতে, সশ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও দেব-মানবের মধ্যে অনুত্তর সম্যক সম্বোধি লাভ করেছি বলে প্রতিজ্ঞাত হয়েছিলাম এবং আমার জ্ঞানদৃষ্টির বিকাশ হয়েছিল—'আমার বিমুক্তি অকম্পিত, এই আমার অন্তিমজন্ম, এখন আর পুনর্জন্মের সম্ভাবনা নাই'।"

চতুর্থ সূত্র সমাপ্ত।

৫. প্রথম 'যদি আস্বাদ না থাকত' সূত্র

১৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, যদি চক্ষুর আস্বাদ না থাকত, তবে সত্ত্বগণ চক্ষুর প্রতি আসক্ত হতো না। যেহেতু চক্ষুর আস্বাদ আছে, তাই সত্ত্বগণ চক্ষুর প্রতি আসক্ত (অনুরক্ত) হয়। ভিক্ষুগণ, যদি চক্ষুর দোষ না থাকত, তবে সত্ত্বগণ চক্ষুর প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত (নির্লিপ্ত) হতো না। যেহেতু চক্ষুর দোষ আছে, তাই সত্ত্বগণ চক্ষুর প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, যদি চক্ষুর নিঃসরণ না থাকত, তবে সত্ত্বগণ চক্ষু হতে নিঃসরণ (নির্গমন) করতো না। যেহেতু চক্ষুর নিঃসরণ আছে তাই সত্ত্বগণ চক্ষু হতে নিঃসরণ করে।"

২. "হে ভিক্ষুগণ, যদি শ্রোত্রের আস্বাদ না থাকত, তবে সত্ত্বগণ শ্রোত্রের প্রতি আসক্ত হতো না। যেহেতু শ্রোত্রের আস্বাদ আছে, তাই সত্ত্বগণ শ্রোত্রের প্রতি অনুরক্ত হয়। ভিক্ষুগণ, যদি শ্রোত্রের দোষ না থাকত, তবে সত্ত্বগণ শ্রোত্রের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হতো না। যেহেতু শ্রোত্রের দোষ আছে, তাই সত্ত্বগণ শ্রোত্রের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, যদি শ্রোত্রের নিঃসরণ না থাকত, তবে সত্ত্বগণ শ্রোত্র হতে নিঃসরণ করতো না। যেহেতু শ্রোত্রের নিঃসরণ আছে, তাই সত্ত্বগণ শ্রোত্র হতে নিঃসরণ করে।"

৩. "হে ভিক্ষুগণ, যদি ঘ্রাণের আস্বাদ না থাকত, তবে সত্ত্বগণ ঘ্রাণের প্রতি আসক্ত হতো না। যেহেতু ঘ্রাণের আস্বাদ আছে, তাই সত্ত্বগণ ঘ্রাণের প্রতি আসক্ত হয়। ভিক্ষুগণ, যদি ঘ্রাণের দোষ না থাকত, তবে সত্ত্বগণ ঘ্রাণের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হতো না। যেহেতু ঘ্রাণের দোষ আছে, তাই সত্ত্বগণ ঘ্রাণের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, যদি ঘ্রাণের নিঃসরণ না থাকত, তবে সত্ত্বগণ ঘ্রাণ হতে নিঃসরণ করতো না। যেহেতু ঘ্রাণের নিঃসরণ আছে, তাই সত্ত্বগণ ঘ্রাণ হতে নিঃসরণ করে।"

৪. "হে ভিক্ষুগণ, যদি জিহ্বার আস্বাদ না থাকত, তবে সত্ত্বগণ জিহ্বার প্রতি আসক্ত হতো না। যেহেতু জিহ্বার আস্বাদ আছে, তাই সত্ত্বগণ জিহ্বার প্রতি আসক্ত হয়। ভিক্ষুগণ, যদি জিহ্বার দোষ না থাকত, তবে সত্ত্বগণ জিহ্বার প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হতো না। যেহেতু জিহ্বার দোষ আছে, তাই সত্ত্বগণ জিহ্বার প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, যদি জিহ্বার নিঃসরণ না থাকত, তবে সত্ত্বগণ জিহ্বা হতে নিঃসরণ করতো না। যেহেতু জিহ্বার নিঃসরণ আছে, তাই সত্ত্বগণ জিহ্বা হতে নিঃসরণ করে।"

৫. "হে ভিক্ষুগণ, যদি কায়ের আস্বাদ না থাকত, তবে সত্ত্বগণ কায়ের প্রতি আসক্ত হতো না। যেহেতু কায়ের আস্বাদ আছে, তাই সত্ত্বগণ কায়ের প্রতি আসক্ত হয়। ভিক্ষুগণ, যদি কায়ের দোষ না থাকত, তবে সত্ত্বগণ

কায়ের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হতো না। যেহেতু কায়ের দোষ আছে, তাই সত্ত্বগণ কায়ের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, যদি কায়ের নিঃসরণ না থাকত, তবে সত্ত্বগণ কায় হতে নিঃসরণ করতো না। যেহেতু কায়ের নিঃসরণ আছে, তাই সত্ত্বগণ কায় হতে নিঃসরণ করে।”

৬. “হে ভিক্ষুগণ, যদি মনের আস্বাদ না থাকত, তবে সত্ত্বগণ মনের প্রতি আসক্ত হতো না। যেহেতু মনের আস্বাদ আছে, তাই সত্ত্বগণ মনের প্রতি আসক্ত হয়। ভিক্ষুগণ, যদি মনের দোষ না থাকত, তবে সত্ত্বগণ মনের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হতো না। যেহেতু মনের দোষ আছে, তাই সত্ত্বগণ মনের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, যদি মনের নিঃসরণ না থাকত, তবে সত্ত্বগণ মন হতে নিঃসরণ করতো না। যেহেতু মনের নিঃসরণ আছে, তাই সত্ত্বগণ মন হতে নিঃসরণ করে।”

৭. “হে ভিক্ষুগণ, যাবৎ সত্ত্বগণ এই ছয় আধ্যাত্মিক আয়তনের আস্বাদকে আস্বাদরূপে, দোষকে দোষরূপে ও নিঃসরণকে নিঃসরণরূপে যথাভূত উপলব্ধি করেনি, তাবৎ এই সত্ত্বগণ সদেব সমার সব্রহ্ম জগৎ থেকে সশ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও দেব-মানব হতে নিঃসৃত হয়নি, বিসংযুক্ত হয়নি, বিমুক্ত হয়নি এবং সীমাতিক্রান্ত চিত্তে বিহরণ করেনি। যখন সত্ত্বগণ এই ছয় আধ্যাত্মিক আয়তনের আস্বাদকে আস্বাদরূপে, দোষকে (আদীনবকে) দোষরূপে ও নিঃসরণকে নিঃসরণরূপে যথাভূত উপলব্ধি করেছিল, তখন সত্ত্বগণ সদেব, সমার, সব্রহ্ম জগৎ থেকে সশ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও দেব-মানব হতে নিঃসৃত হয়েছিল, বিসংযুক্ত হয়েছিল, বিমুক্ত হয়েছিল এবং সীমাতিক্রান্ত চিত্তে বিহরণ করেছিল।”

পঞ্চম সূত্র সমাপ্ত।

৬. দ্বিতীয় ‘যদি আস্বাদ না থাকত’ সূত্র

১৮.১. “হে ভিক্ষুগণ, যদি রূপের আস্বাদ না থাকত, তবে সত্ত্বগণ রূপের প্রতি আসক্ত হতো না। যেহেতু রূপের আস্বাদ আছে, তাই সত্ত্বগণ রূপের প্রতি আসক্ত হয়। ভিক্ষুগণ, যদি রূপের দোষ না থাকত, তবে সত্ত্বগণ রূপের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হতো না। যেহেতু রূপের দোষ আছে, তাই সত্ত্বগণ রূপের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, যদি রূপের নিঃসরণ না থাকত, তবে সত্ত্বগণ রূপ হতে নিঃসরণ করতো না। যেহেতু রূপের নিঃসরণ আছে, তাই সত্ত্বগণ রূপ হতে নিঃসরণ করে।”

২. “হে ভিক্ষুগণ, যদি শব্দের আস্বাদ না থাকত, তবে সত্ত্বগণ শব্দের

প্রতি আসক্ত হতো না। যেহেতু শব্দের আস্বাদ আছে, তাই সত্ত্বগণ শব্দের প্রতি আসক্ত হয়। ভিক্ষুগণ, যদি শব্দের দোষ না থাকত, তবে সত্ত্বগণ শব্দের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হতো না। যেহেতু শব্দের দোষ আছে, তাই সত্ত্বগণ শব্দের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, যদি শব্দের নিঃসরণ না থাকত, তবে সত্ত্বগণ শব্দ হতে নিঃসরণ করতো না। যেহেতু শব্দের নিঃসরণ আছে, তাই সত্ত্বগণ শব্দ হতে নিঃসরণ করে।"

৩. "হে ভিক্ষুগণ, যদি গন্ধের আস্বাদ না থাকত, তবে সত্ত্বগণ গন্ধের প্রতি আসক্ত হতো না। যেহেতু গন্ধের আস্বাদ আছে, তাই সত্ত্বগণ গন্ধের প্রতি আসক্ত হয়। ভিক্ষুগণ, যদি গন্ধের দোষ না থাকত তবে সত্ত্বগণ গন্ধের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হতো না। যেহেতু গন্ধের দোষ আছে, তাই সত্ত্বগণ গন্ধের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, যদি গন্ধের নিঃসরণ না থাকত তবে সত্ত্বগণ গন্ধ হতে নিঃসরণ করতো না। যেহেতু গন্ধের নিঃসরণ আছে, তাই সত্ত্বগণ গন্ধ হতে নিঃসরণ করে।"

৪. "হে ভিক্ষুগণ, যদি রসের আস্বাদ না থাকত, তবে সত্ত্বগণ রসের প্রতি আসক্ত হতো না। যেহেতু রসের আস্বাদ আছে, তাই সত্ত্বগণ রসের প্রতি আসক্ত হয়। ভিক্ষুগণ, যদি রসের দোষ না থাকত, তবে সত্ত্বগণ রসের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হতো না। যেহেতু রসের দোষ আছে, তাই সত্ত্বগণ রসের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, যদি রসের নিঃসরণ না থাকত। তবে সত্ত্বগণ রস হতে নিঃসরণ করতো না। যেহেতু রসের নিঃসরণ আছে, তাই সত্ত্বগণ রস হতে নিঃসরণ করে।"

৫. "হে ভিক্ষুগণ, যদি স্প্রষ্টব্যের আস্বাদ না থাকত, তবে সত্ত্বগণ স্প্রষ্টব্যের প্রতি আসক্ত হতো না। যেহেতু স্প্রষ্টব্যের আস্বাদ আছে, তাই সত্ত্বগণ স্প্রষ্টব্যের প্রতি আসক্ত হয়। ভিক্ষুগণ, যদি স্প্রষ্টব্যের দোষ না থাকত, তবে সত্ত্বগণ স্প্রষ্টব্যের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হতো না। যেহেতু স্প্রষ্টব্যের দোষ আছে, তাই সত্ত্বগণ স্প্রষ্টব্যের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, যদি স্প্রষ্টব্যের নিঃসরণ না থাকত, তবে সত্ত্বগণ স্প্রষ্টব্য হতে নিঃসরণ করতো না। যেহেতু স্প্রষ্টব্যের নিঃসরণ আছে, তাই সত্ত্বগণ স্প্রষ্টব্য হতে নিঃসরণ করে।

৬. "হে ভিক্ষুগণ, যদি ধর্মের (মনোগোচর বিষয়ের) আস্বাদ না থাকত, তবে সত্ত্বগণ ধর্মের প্রতি আসক্ত হতো না। যেহেতু ধর্মের আস্বাদ আছে, তাই সত্ত্বগণ ধর্মের প্রতি আসক্ত হয়। ভিক্ষুগণ, যদি ধর্মের দোষ না থাকত, তবে সত্ত্বগণ ধর্মের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হতো না। যেহেতু ধর্মের দোষ আছে,

তাই সত্ত্বগণ ধর্মের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ যদি ধর্মের নিঃসরণ না থাকত, তবে সত্ত্বগণ ধর্ম হতে নিঃসরণ (নির্গমন) করতো না। যেহেতু ধর্মের নিঃসরণ আছে, তাই সত্ত্বগণ ধর্ম হতে নিঃসরণ করে।”।

৭. “হে ভিক্ষুগণ, যাবৎ সত্ত্বগণ এই ছয় বাহ্যিক আয়তনের আস্বাদকে আস্বাদরূপে, দোষকে দোষরূপে ও নিঃসরণকে নিঃসরণরূপে যথাযথভাবে উপলব্ধি করেনি, তাবৎ এই সত্ত্বগণ সদেব, সমার, সব্রহ্ম জগৎ হতে সশ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও দেব-মানব হতে নিঃসৃত হয়নি, বিসংযুক্ত হয়নি, বিমুক্ত হয়নি এবং সীমাতিক্রান্ত চিত্তে বিহরণ (বিচরণ) করেনি। যখন সত্ত্বগণ এই ছয় বাহ্যিক আয়তনের আস্বাদকে আস্বাদরূপে, দোষকে দোষরূপে ও নিঃসরণকে নিঃসরণরূপে যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছিল, তখন সত্ত্বগণ সদেব-সমার-সব্রহ্ম জগৎ হতে সশ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও দেব-মানব হতে নিঃসৃত হয়েছিল, বিসংযুক্ত হয়েছিল, বিমুক্ত হয়েছিল এবং সীমাতিক্রান্ত চিত্তে বিচরণ করেছিল।”

ষষ্ঠ সূত্র সমাপ্ত।

৭. প্রথম অভিনন্দন সূত্র

১৯.১. “হে ভিক্ষুগণ, যে চক্ষুকে অভিনন্দন করে, সে দুঃখকে অভিনন্দন করে। যে দুঃখকে অভিনন্দন করে, আমি বলি—‘সে দুঃখ হতে অপরিমুক্ত’। যে শ্রোত্রকে অভিনন্দন করে, সে দুঃখকে অভিনন্দন করে। যে দুঃখকে অভিনন্দন করে, আমি বলি—‘সে দুঃখ হতে অপরিমুক্ত’। যে ঘ্রাণকে অভিনন্দন করে, সে দুঃখকে অভিনন্দন করে। যে দুঃখকে অভিনন্দন করে, আমি বলি—‘সে দুঃখ হতে অপরিমুক্ত। যে জিহ্বাকে অভিনন্দন করে, সে দুঃখকে অভিনন্দন করে। যে দুঃখকে অভিনন্দন করে, আমি বলি—‘সে দুঃখ হতে অপরিমুক্ত।’ যে কায়কে অভিনন্দন করে, সে দুঃখকে অভিনন্দন করে। যে দুঃখকে অভিনন্দন করে, আমি বলি—‘সে দুঃখ হতে অপরিমুক্ত।’ যে মনকে অভিনন্দন করে, সে দুঃখকে অভিনন্দন করে। যে দুঃখকে অভিনন্দন করে, আমি বলি—‘সে দুঃখ হতে অপরিমুক্ত।’”

২. “হে ভিক্ষুগণ, যিনি চক্ষুকে অভিনন্দন করেন না, তিনি দুঃখকে অভিনন্দন করেন না। যিনি দুঃখকে অভিনন্দন করেন না, তিনি দুঃখ হতে পরিমুক্ত (বিমুক্ত) বলে বলি। যিনি শ্রোত্রকে অভিনন্দন করেন না, তিনি দুঃখকে অভিনন্দন করেন না। যিনি দুঃখকে অভিনন্দন করেন না, তিনি দুঃখ হতে পরিমুক্ত বলে বলি। যিনি ঘ্রাণকে অভিনন্দন করেন না, তিনি দুঃখকে

অভিনন্দন করেন না। যিনি দুঃখকে অভিনন্দন করেন না, তিনি দুঃখ হতে পরিমুক্ত বলে বলি। যিনি জিহ্বাকে অভিনন্দন করেন না, তিনি দুঃখকে অভিনন্দন করেন না। যিনি দুঃখকে অভিনন্দন করেন না, তিনি দুঃখ হতে পরিমুক্ত বলে বলি। যিনি কায়কে অভিনন্দন করেন না, তিনি দুঃখকে অভিনন্দন করেন না। যিনি দুঃখকে অভিনন্দন করেন না, তিনি দুঃখ হতে পরিমুক্ত বলে বলি। যিনি মনকে অভিনন্দন করেন না, তিনি দুঃখকে অভিনন্দন করেন না। যিনি দুঃখকে অভিনন্দন করেন না, তিনি দুঃখ হতে পরিমুক্ত বলে বলি।”

সপ্তম সূত্র সমাপ্ত।

৮. দ্বিতীয় অভিনন্দন সূত্র

২০.১. “হে ভিক্ষুগণ, যে রূপকে অভিনন্দন করে, সে দুঃখকে অভিনন্দন করে। যে দুঃখকে অভিনন্দন করে, সে দুঃখ হতে পরিমুক্ত নয় বলে বলি। যে শব্দকে অভিনন্দন করে। সে দুঃখকে অভিনন্দন করে। যে দুঃখকে অভিনন্দন করে, সে দুঃখ হতে অপরিমুক্ত বলে বলি। যে গন্ধকে অভিনন্দন করে, সে দুঃখকে অভিনন্দন করে। যে দুঃখকে অভিনন্দন করে, সে দুঃখ হতে অপরিমুক্ত বলে বলি। যে রসকে অভিনন্দন করে, সে দুঃখকে অভিনন্দন করে। যে দুঃখকে অভিনন্দন করে, সে দুঃখ হতে অপরিমুক্ত বলে বলি। যে স্প্রষ্টব্যকে অভিনন্দন করে, সে দুঃখকে অভিনন্দন করে। যে দুঃখকে অভিনন্দন করে, সে দুঃখ হতে অপরিমুক্ত বলে বলি। যে ধর্মকে অভিনন্দন করে, সে দুঃখকে অভিনন্দন করে। যে দুঃখকে অভিনন্দন করে, সে দুঃখ হতে অপরিমুক্ত বলে বলি।”

২. “হে ভিক্ষুগণ, যিনি রূপকে অভিনন্দন করেন না, তিনি দুঃখকে অভিনন্দন করেন না। যিনি দুঃখকে অভিনন্দন করেন না, তিনি দুঃখ হতে পরিমুক্ত বলে বলি। যিনি শব্দকে অভিনন্দন করেন না, তিনি দুঃখকে অভিনন্দন করেন না। যিনি দুঃখকে অভিনন্দন করেন না, তিনি দুঃখ হতে পরিমুক্ত বলে বলি। যিনি গন্ধকে অভিনন্দন করেন না, তিনি দুঃখকে অভিনন্দন করেন না। যিনি দুঃখকে অভিনন্দন করেন না, তিনি দুঃখ হতে পরিমুক্ত বলে বলি। যিনি রসকে অভিনন্দন করেন না, তিনি দুঃখকে অভিনন্দন করেন না। যিনি দুঃখকে অভিনন্দন করেন না, তিনি দুঃখ হতে পরিমুক্ত বলে বলি। যিনি স্প্রষ্টব্যকে অভিনন্দন করেন না, তিনি দুঃখকে অভিনন্দন করেন না। যিনি দুঃখকে অভিনন্দন করেন না, তিনি দুঃখ হতে

পরিমুক্ত বলে বলি। যিনি ধর্মকে অভিনন্দন করেন না, তিনি দুঃখকে অভিনন্দন করেন না। যিনি দুঃখকে অভিনন্দন করেন না, তিনি দুঃখ হতে পরিমুক্ত বলে বলি।"

অষ্টম সূত্র সমাপ্ত।

৯. প্রথম 'দুঃখ উৎপত্তি' সূত্র

২১.১. "হে ভিক্ষুগণ, যা চক্ষুর উৎপত্তি, স্থিতি, জন্ম, প্রাদুর্ভাব; তা দুঃখের উৎপত্তি, রোগের স্থিতি, জরামৃত্যুর জন্ম বা প্রাদুর্ভাব। যা শ্রোত্রের উৎপত্তি, স্থিতি, জন্ম, প্রাদুর্ভাব; তা দুঃখের উৎপত্তি, রোগের স্থিতি, জরামৃত্যুর জন্ম বা প্রাদুর্ভাব। যা ঘ্রাণের উৎপত্তি, স্থিতি, জন্ম, প্রাদুর্ভাব; তা দুঃখের উৎপত্তি, রোগের স্থিতি, জরামৃত্যুর জন্ম বা প্রাদুর্ভাব। যা জিহ্বার উৎপত্তি, স্থিতি, জন্ম, প্রাদুর্ভাব; তা দুঃখের উৎপত্তি, রোগের স্থিতি, জরামৃত্যুর জন্ম বা প্রাদুর্ভাব। যা কায়ের উৎপত্তি, স্থিতি, জন্ম, প্রাদুর্ভাব; তা দুঃখের উৎপত্তি, রোগের স্থিতি, জরামৃত্যুর জন্ম বা প্রাদুর্ভাব। যা মনের উৎপত্তি, স্থিতি, জন্ম, প্রাদুর্ভাব; তা দুঃখের উৎপত্তি, রোগের স্থিতি, জরামৃত্যুর জন্ম বা প্রাদুর্ভাব।"

২. "যা চক্ষুর নিরোধ, উপশম, অস্তগমন; তা দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম, জরামৃত্যুর অস্তগমন। যা শ্রোত্রের নিরোধ, উপশম, অস্তগমন; তা দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম, জরামৃত্যুর অস্তগমন। যা ঘ্রাণের নিরোধ, উপশম, অস্তগমন; তা দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম, জরামৃত্যুর অস্তগমন। যা জিহ্বার নিরোধ, উপশম, অস্তগমন; তা দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম, জরামৃত্যুর অস্তগমন। যা কায়ের নিরোধ, উপশম, অস্তগমন; তা দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম, জরামৃত্যুর অস্তগমন। যা মনের নিরোধ, উপশম, অস্তগমন; তা দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম, জরামৃত্যুর অস্তগমন।"

নবম সূত্র সমাপ্ত।

১০. দ্বিতীয় 'দুঃখ উৎপত্তি' সূত্র

২২.১. "হে ভিক্ষুগণ, যা রূপের উৎপত্তি, স্থিতি, জন্ম, প্রাদুর্ভাব; তা দুঃখের উৎপত্তি, রোগের স্থিতি, জরামরণের প্রাদুর্ভাব। যা শব্দের উৎপত্তি, স্থিতি, জন্ম, প্রাদুর্ভাব; তা দুঃখের উৎপত্তি, রোগের স্থিতি, জরামরণের প্রাদুর্ভাব। যা গন্ধের উৎপত্তি, স্থিতি, জন্ম, প্রাদুর্ভাব; তা দুঃখের উৎপত্তি,

রোগের স্থিতি, জরামরণের প্রাদুর্ভাব। যা রসের উৎপত্তি, স্থিতি, জন্ম, প্রাদুর্ভাব; তা দুঃখের উৎপত্তি, রোগের স্থিতি, জরামরণের প্রাদুর্ভাব। যা স্প্রষ্টব্যের উৎপত্তি, স্থিতি, জন্ম, প্রাদুর্ভাব; তা দুঃখের উৎপত্তি, রোগের স্থিতি, জরামরণের প্রাদুর্ভাব। যা ধর্মের উৎপত্তি, স্থিতি, জন্ম, প্রাদুর্ভাব; তা দুঃখের উৎপত্তি, রোগের স্থিতি, জরামরণের প্রাদুর্ভাব।”

২. “হে ভিক্ষুগণ, যা রূপের নিরোধ, উপশম, অস্তগমন; তা দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম, জরামরণের অস্তগমন। যা শব্দের নিরোধ, উপশম, অস্তগমন; তা দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম, জরামরণের অস্তগমন। যা গন্ধের নিরোধ, উপশম, অস্তগমন; তা দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম, জরামরণের অস্তগমন। যা স্প্রষ্টব্যের নিরোধ, উপশম, অস্তগমন; তা দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম, জরামরণের অস্তগমন। যা ধর্মের নিরোধ, উপশম, অস্তগমন; তা দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম, জরামরণের অস্তগমন।”

দশম সূত্র সমাপ্ত।

দ্বিতীয় যমক বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক গাথা :

সম্বোধিতে দুই উক্ত, অপর দুই আস্বাদে;
যদি না হতো-এ দুই উক্ত, অপর দুই অভিনন্দনে;
উৎপত্তিতে দুই উক্ত, বর্গ তাতে কথিত।

৩. সর্ববর্গ

১. সর্ব সূত্র

২৩. ১. আমি এরূপ শুনেছি, এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিক নির্মিত বিহারে। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, ‘হে ভিক্ষুগণ’ ‘হ্যাঁ ভদন্ত’ বলে সেই ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে তাঁদের সম্মতি জানালেন। ভগবান বললেন :

২. “হে ভিক্ষুগণ, ‘সর্ব’ (সমস্ত) এই বিষয়ে আমি তোমাদেরকে ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, ‘সর্ব’ কী কী?

৩. হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু এবং রূপ, শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ এবং গন্ধ, জিহ্বা এবং রস, কায় এবং স্প্রষ্টব্য, মন এবং ধর্ম—এগুলোকে বলা হয় সর্ব। হে ভিক্ষুগণ, যে এরূপ বলে, ‘আমি এইগুলোকে ‘সর্ব’ হিসেবে অস্বীকার করে অন্য ‘সর্ব’ প্রজ্ঞাপন করব’। তার ভাষিত বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়ে

সে শুধু যে এর সমাধান করতে পারবে না, তা নয়; অধিকন্তু মনোকষ্ট পাবে। এর কারণ কী? যেহেতু এটি তার জ্ঞানের বিষয় নয়।”

প্রথম সূত্র সমাপ্ত।

২. পরিত্যাগ সূত্র

২৪.১. “হে ভিক্ষুগণ, সর্ব পরিত্যাগের জন্য তোমাদেরকে ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। ভিক্ষুগণ, সর্ব পরিত্যাগের ধর্ম কী? হে ভিক্ষুগণ, ‘চক্ষু’ পরিত্যাগ করা উচিত, ‘রূপ’ পরিত্যাগ করা উচিত, ‘চক্ষু-বিজ্ঞান’[১] পরিত্যাগ করা উচিত, ‘চক্ষু-সংস্পর্শ’ পরিত্যাগ করা উচিত, ‘চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়’, তা পরিত্যাগ করা উচিত।

২. ‘শ্রোত্র’ পরিত্যাগ করা উচিত, শব্দ পরিত্যাগ করা উচিত, শ্রোত্র-বিজ্ঞান[২] পরিত্যাগ করা উচিত, শ্রোত্র-সংস্পর্শ পরিত্যাগ করা উচিত, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা পরিত্যাগ করা উচিত।

৩. ঘ্রাণ পরিত্যাগ করা উচিত, গন্ধ পরিত্যাগ করা উচিত, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান[৩] পরিত্যাগ করা উচিত, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ পরিত্যাগ করা উচিত, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা পরিত্যাগ করা উচিত।

৪. জিহ্বা পরিত্যাগ করা উচিত, রস পরিত্যাগ করা উচিত, জিহ্বা-বিজ্ঞান[৪] পরিত্যাগ করা উচিত, জিহ্বা-সংস্পর্শ পরিত্যাগ করা উচিত, জিহ্বা সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা পরিত্যাগ করা উচিত।

৫. কায় পরিত্যাগ করা উচিত, স্প্রষ্টব্য পরিত্যাগ করা উচিত, কায়-বিজ্ঞান[৫] পরিত্যাগ করা উচিত, কায়-সংস্পর্শ পরিত্যাগ করা উচিত, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা পরিত্যাগ করা উচিত।

---

[১]। ‘চক্ষু-বিজ্ঞান’ বলতে বুঝায় চক্ষু, দৃশ্যমান বস্তু ও মনস্কারের সংযোগে উৎপন্ন চিত্ত।

[২]। শ্রোত্র-বিজ্ঞান—শ্রোত্র, শব্দ ও মনস্কারের সংযোগে উৎপন্ন চিত্ত।

[৩]। ঘ্রাণ-বিজ্ঞান—ঘ্রাণ, গন্ধ ও মনস্কারের সংযোগে উৎপন্ন চিত্ত।

[৪]। জিহ্বা-বিজ্ঞান—জিহ্বা, রস ও মনস্কারের সংযোগে উৎপন্ন চিত্ত।

[৫]। কায়-বিজ্ঞান—কায়, স্প্রষ্টব্য ও মনস্কারের সংযোগে উৎপন্ন চিত্ত।

৬. মন পরিত্যাগ করা উচিত, ধর্ম পরিত্যাগ করা উচিত, মনো-বিজ্ঞান[১] পরিত্যাগ করা উচিত, মনো-সংস্পর্শ পরিত্যাগ করা উচিত, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা পরিত্যাগ করা উচিত।

হে ভিক্ষুগণ, ইহাই সর্ব পরিত্যাগের ধর্ম।"

দ্বিতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৩. অভিজ্ঞানে পরিজ্ঞানে পরিত্যাগ সূত্র

২৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অভিজ্ঞানে পরিজ্ঞানে 'সর্বকে' পরিত্যাগের জন্য ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অভিজ্ঞানে পরিজ্ঞানে 'সর্ব' পরিত্যাগের ধর্ম কী?"

"হে ভিক্ষুগণ, চক্ষুকে অভিজ্ঞানে পরিজ্ঞানে পরিত্যাগ করা উচিত, রূপকে অভিজ্ঞানে পরিজ্ঞানে পরিত্যাগ করা উচিত, চক্ষু-বিজ্ঞানকে অভিজ্ঞানে পরিজ্ঞানে পরিত্যাগ করা উচিত, চক্ষু-সংস্পর্শকে অভিজ্ঞানে পরিজ্ঞানে পরিত্যাগ করা উচিত, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাকে অভিজ্ঞানে পরিজ্ঞানে পরিত্যাগ করা উচিত।

২. শ্রোত্রকে অভিজ্ঞানে পরিজ্ঞানে পরিত্যাগ করা উচিত, শব্দকে অভিজ্ঞানে পরিজ্ঞানে পরিত্যাগ করা উচিত, শ্রোত্র-বিজ্ঞানকে অভিজ্ঞানে পরিজ্ঞানে পরিত্যাগ করা উচিত, শ্রোত্র-সংস্পর্শকে অভিজ্ঞানে পরিজ্ঞানে পরিত্যাগ করা উচিত, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও অভিজ্ঞানে পরিজ্ঞানে পরিত্যাগ করা উচিত।

৩. ঘ্রাণকে অভিজ্ঞানে পরিজ্ঞানে পরিত্যাগ করা উচিত, গন্ধকে অভিজ্ঞানে পরিজ্ঞানে পরিত্যাগ করা উচিত, ঘ্রাণ-বিজ্ঞানকে অভিজ্ঞানে পরিজ্ঞানে পরিত্যাগ করা উচিত, ঘ্রাণ-সংস্পর্শকে অভিজ্ঞানে পরিজ্ঞানে পরিত্যাগ করা উচিত, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাকেও অভিজ্ঞানে পরিজ্ঞানে পরিত্যাগ করা উচিত।

৪. জিহ্বাকে অভিজ্ঞানে পরিজ্ঞানে পরিত্যাগ করা উচিত, রসকে অভিজ্ঞানে পরিজ্ঞানে পরিত্যাগ করা উচিত, জিহ্বা-বিজ্ঞানকে অভিজ্ঞানে পরিজ্ঞানে পরিত্যাগ করা উচিত, জিহ্বা-সংস্পর্শকে অভিজ্ঞানে পরিজ্ঞানে

---

[১]। মনো-বিজ্ঞান—মন, মনোগ্রাহ্য বিষয় ও মনস্কারের সংযোগে উৎপন্ন চিত্ত।

পরিত্যাগ করা উচিত, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও অভিজ্ঞানে পরিজ্ঞানে পরিত্যাগ করা উচিত।

৫. কায়কে অভিজ্ঞানে পরিজ্ঞানে পরিত্যাগ করা উচিত, স্প্রষ্টব্যকে অভিজ্ঞানে পরিজ্ঞানে পরিত্যাগ করা উচিত, কায়-বিজ্ঞানকে অভিজ্ঞানে পরিজ্ঞানে পরিত্যাগ করা উচিত, কায়-সংস্পর্শকে অভিজ্ঞানে পরিজ্ঞানে পরিত্যাগ করা উচিত, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও অভিজ্ঞানে পরিজ্ঞানে পরিত্যাগ করা উচিত।

৬. মনকে অভিজ্ঞানে পরিজ্ঞানে পরিত্যাগ করা উচিত, ধর্মকে অভিজ্ঞানে পরিজ্ঞানে পরিত্যাগ করা উচিত, মনো-বিজ্ঞানকে অভিজ্ঞানে পরিজ্ঞানে পরিত্যাগ করা উচিত, মনো-সংস্পর্শকে অভিজ্ঞানে পরিজ্ঞানে পরিত্যাগ করা উচিত, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও অভিজ্ঞানে পরিজ্ঞানে পরিত্যাগ করা উচিত। হে ভিক্ষুগণ, ইহাই অভিজ্ঞানে পরিজ্ঞানে 'সর্ব' পরিত্যাগের ধর্ম।"

তৃতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৪. প্রথম অপরিজ্ঞান সূত্র

২৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, সর্বকে (সমস্তকে) পরিপূর্ণরূপে না জেনে, উপলব্ধি না করে, পরিত্যাগ না করলে প্রত্যাখ্যান না করলে, দুঃখক্ষয় অসম্ভব। ভিক্ষুগণ, সর্ব কী কী, যা পরিপূর্ণরূপে না জেনে, উপলব্ধি না করে, পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখ্যান না করলে দুঃখক্ষয় অসম্ভব?"

"হে ভিক্ষুগণ, চক্ষুকে পরিপূর্ণরূপে না জেনে, উপলব্ধি না করে, পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখান না করলে দুঃখক্ষয় অসম্ভব। রূপকে পরিপূর্ণরূপে না জেনে, উপলব্ধি না করে, পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখ্যান না করলে দুঃখক্ষয় অসম্ভব। চক্ষু-বিজ্ঞানকে পরিপূর্ণরূপে না জেনে, উপলব্ধি না করে, পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখ্যান না করলে দুঃখক্ষয় অসম্ভব। চক্ষু-সংস্পর্শকে পরিপূর্ণরূপে না জেনে, উপলব্ধি না করে, পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখ্যান না করলে দুঃখক্ষয় অসম্ভব। চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাকেও পরিপূর্ণরূপে না জেনে, উপলব্ধি না করে, পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখ্যান না করলে দুঃখক্ষয় অসম্ভব।

২. শ্রোত্রকে পরিপূর্ণরূপে না জেনে, উপলব্ধি না করে, পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখ্যান না করলে দুঃখক্ষয় অসম্ভব। শব্দকে পরিপূর্ণরূপে না জেনে, উপলব্ধি না করে, পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখ্যান না করলে দুঃখক্ষয়

অসম্ভব। শ্রোত্র-বিজ্ঞানকে পরিপূর্ণরূপে না জেনে, উপলব্ধি না করে, পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখ্যান না করলে দুঃখক্ষয় অসম্ভব। শ্রোত্র-সংস্পর্শকে পরিপূর্ণরূপে না জেনে, উপলব্ধি না করে, পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখ্যান না করলে দুঃখক্ষয় অসম্ভব। শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাকেও পরিপূর্ণরূপে না জেনে, উপলব্ধি না করে, পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখ্যান না করলে দুঃখমুক্তি (ক্ষয়) অসম্ভব।

৩. ঘ্রাণকে পরিপূর্ণরূপে না জেনে, উপলব্ধি না করে, পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখ্যান না করলে দুঃখক্ষয় অসম্ভব। গন্ধকে পরিপূর্ণরূপে না জেনে, উপলব্ধি না করে, পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখ্যান না করলে দুঃখক্ষয় অসম্ভব। ঘ্রাণ-বিজ্ঞানকে পরিপূর্ণরূপে না জেনে, উপলব্ধি না করে, পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখ্যান না করলে দুঃখক্ষয় অসম্ভব। ঘ্রাণ-সংস্পর্শকে পরিপূর্ণরূপে না জেনে, উপলব্ধি না করে, পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখ্যান না করলে দুঃখক্ষয় অসম্ভব। ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাকেও পরিপূর্ণরূপে না জেনে, উপলব্ধি না করে, পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখ্যান না করলে দুঃখক্ষয় অসম্ভব।

৪. জিহ্বাকে পরিপূর্ণরূপে না জেনে, উপলব্ধি না করে, পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখ্যান না করলে দুঃখক্ষয় অসম্ভব। রসকে পরিপূর্ণরূপে না জেনে, উপলব্ধি না করে, পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখ্যান না করলে দুঃখক্ষয় অসম্ভব। জিহ্বা-বিজ্ঞানকে পরিপূর্ণরূপে না জেনে, উপলব্ধি না করে, পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখ্যান না করলে দুঃখক্ষয় অসম্ভব। জিহ্বা-সংস্পর্শকে পরিপূর্ণরূপে না জেনে, উপলব্ধি না করে, পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখ্যান না করলে দুঃখক্ষয় অসম্ভব। জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাকেও পরিপূর্ণরূপে না জেনে, উপলব্ধি না করে, পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখ্যান না করলে দুঃখক্ষয় অসম্ভব।

৫. কায়কে পরিপূর্ণরূপে না জেনে, উপলব্ধি না করে, পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখ্যান না করলে দুঃখক্ষয় অসম্ভব। স্প্রষ্টব্যকে পরিপূর্ণরূপে না জেনে, উপলব্ধি না করে, পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখ্যান না করলে দুঃখক্ষয় অসম্ভব। কায়-বিজ্ঞানকে পরিপূর্ণরূপে না জেনে, উপলব্ধি না করে, পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখ্যান না করলে দুঃখক্ষয় অসম্ভব। কায়-সংস্পর্শকে পরিপূর্ণরূপে না জেনে, উপলব্ধি না করে, পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখ্যান না করলে দুঃখক্ষয় অসম্ভব। কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-

অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাকেও পরিপূর্ণরূপে না জেনে, উপলব্ধি না করে, পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখ্যান না করলে দুঃখক্ষয় অসম্ভব।

৬. মনকে পরিপূর্ণরূপে না জেনে, উপলব্ধি না করে, পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখ্যান না করলে দুঃখক্ষয় অসম্ভব। ধর্মকে পরিপূর্ণরূপে না জেনে, উপলব্ধি না করে, পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখ্যান না করলে দুঃখক্ষয় অসম্ভব। মনো-বিজ্ঞানকে পরিপূর্ণরূপে না জেনে, উপলব্ধি না করে, পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখ্যান না করলে দুঃখক্ষয় অসম্ভব। মনো-সংস্পর্শকে পরিপূর্ণরূপে না জেনে, উপলব্ধি না করে, পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখ্যান না করলে দুঃখক্ষয় অসম্ভব। মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও পরিপূর্ণরূপে না জেনে, উপলব্ধি না করে, পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখ্যান না করলে দুঃখক্ষয় অসম্ভব। হে ভিক্ষুগণ, এই সর্বকে পরিপূর্ণরূপে না জেনে, উপলব্ধি না করে, পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখ্যান না করলে দুঃখক্ষয় অসম্ভব।"

৭. "হে ভিক্ষুগণ, সর্বকে (সমস্তকে) পরিপূর্ণরূপে জেনে, উপলব্ধি করে, পরিত্যাগ করলে, প্রত্যাখ্যান করলে দুঃখক্ষয় সম্ভব। হে ভিক্ষুগণ, সর্ব কী, কি, যা পরিপূর্ণরূপে জেনে, উপলব্ধি করে, পরিত্যাগ করলে, প্রত্যাখ্যান করলে দুঃখক্ষয় সম্ভব?"

৮. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষুকে পরিপূর্ণরূপে জেনে, উপলব্ধি করে, পরিত্যাগ করলে, প্রত্যাখ্যান করলে দুঃখক্ষয় সম্ভব। রূপকে পরিপূর্ণরূপে জেনে, উপলব্ধি করে, পরিত্যাগ করলে, প্রত্যাখ্যান করলে দুঃখক্ষয় সম্ভব। চক্ষু-বিজ্ঞানকে পরিপূর্ণরূপে জেনে, উপলব্ধি করে, পরিত্যাগ করলে, প্রত্যাখ্যান করলে দুঃখক্ষয় সম্ভব। চক্ষু-সংস্পর্শকে পরিপূর্ণরূপে জেনে, উপলব্ধি করে, পরিত্যাগ করলে, প্রত্যাখ্যান করলে দুঃখক্ষয় সম্ভব। চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও পরিপূর্ণরূপে জেনে, উপলব্ধি করে পরিত্যাগ করলে, প্রত্যাখ্যান করলে দুঃখক্ষয় সম্ভব।

৯. শ্রোত্রকে পরিপূর্ণরূপে জেনে, উপলব্ধি করে, পরিত্যাগ করলে, প্রত্যাখ্যান করলে দুঃখক্ষয় সম্ভব। শব্দকে পরিপূর্ণরূপে জেনে, উপলব্ধি করে, পরিত্যাগ করলে, প্রত্যাখ্যান করলে দুঃখক্ষয় সম্ভব। শ্রোত্র-বিজ্ঞানকে পরিপূর্ণরূপে জেনে, উপলব্ধি করে, পরিত্যাগ করলে, প্রত্যাখ্যান করলে দুঃখক্ষয় সম্ভব। শ্রোত্র-সংস্পর্শকে পরিপূর্ণরূপে জেনে, উপলব্ধি করে, পরিত্যাগ করলে, প্রত্যাখ্যান করলে দুঃখক্ষয় সম্ভব। শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও পরিপূর্ণরূপে জেনে,

উপলব্ধি করে, পরিত্যাগ করলে, প্রত্যাখ্যান করলে দুঃখক্ষয় সম্ভব।

১০. ঘ্রাণকে পরিপূর্ণরূপে জেনে, উপলব্ধি করে, পরিত্যাগ করলে, প্রত্যাখ্যান করলে দুঃখক্ষয় সম্ভব। গন্ধকে পরিপূর্ণরূপে জেনে, উপলব্ধি করে, পরিত্যাগ করলে, প্রত্যাখ্যান করলে দুঃখক্ষয় সম্ভব। ঘ্রাণ-বিজ্ঞানকে পরিপূর্ণরূপে জেনে, উপলব্ধি করে, পরিত্যাগ করলে, প্রত্যাখ্যান করলে দুঃখক্ষয় সম্ভব। ঘ্রাণ-সংস্পর্শকে পরিপূর্ণরূপে জেনে, উপলব্ধি করে, পরিত্যাগ করলে, প্রত্যাখ্যান করলে দুঃখক্ষয় সম্ভব। ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও পরিপূর্ণরূপে জেনে, উপলব্ধি করে, পরিত্যাগ করলে, প্রত্যাখ্যান করলে দুঃখক্ষয় সম্ভব।

১১. জিহ্বাকে পরিপূর্ণরূপে জেনে, উপলব্ধি করে, পরিত্যাগ করলে, প্রত্যাখ্যান করলে দুঃখক্ষয় সম্ভব। রসকে পরিপূর্ণরূপে জেনে, উপলব্ধি করে, পরিত্যাগ করলে, প্রত্যাখ্যান করলে দুঃখক্ষয় সম্ভব। জিহ্বা-বিজ্ঞানকে পরিপূর্ণরূপে জেনে, উপলব্ধি করে পরিত্যাগ করলে, প্রত্যাখ্যান করলে দুঃখক্ষয় সম্ভব। জিহ্বা-সংস্পর্শকে পরিপূর্ণরূপে জেনে, উপলব্ধি করে, পরিত্যাগ করলে, প্রত্যাখ্যান করলে দুঃখক্ষয় সম্ভব। জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও পরিপূর্ণরূপে জেনে, উপলব্ধি করে, পরিত্যাগ করলে, প্রত্যাখ্যান করলে দুঃখক্ষয় সম্ভব।

১২. কায়কে পরিপূর্ণরূপে জেনে, উপলব্ধি করে, পরিত্যাগ করলে, প্রত্যাখ্যান করলে দুঃখক্ষয় সম্ভব। স্প্রষ্টব্যকে পরিপূর্ণরূপে জেনে, উপলব্ধি করে, পরিত্যাগ করলে, প্রত্যাখ্যান করলে দুঃখক্ষয় সম্ভব। কায়-বিজ্ঞানকে পরিপূর্ণরূপে জেনে, উপলব্ধি করে, পরিত্যাগ করলে, প্রত্যাখ্যান করলে দুঃখক্ষয় সম্ভব। কায়-সংস্পর্শকে পরিপূর্ণরূপে জেনে, উপলব্ধি করে, পরিত্যাগ করলে, প্রত্যাখ্যান করলে দুঃখক্ষয় সম্ভব। কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও পরিপূর্ণরূপে জেনে, উপলব্ধি করে, পরিত্যাগ করলে, প্রত্যাখ্যান করলে দুঃখক্ষয় সম্ভব।

১৩. মনকে পরিপূর্ণরূপে জেনে, উপলব্ধি করে, পরিত্যাগ করলে, প্রত্যাখ্যান করলে দুঃখক্ষয় সম্ভব। ধর্মকে পরিপূর্ণরূপে জেনে, উপলব্ধি করে, পরিত্যাগ করলে, প্রত্যাখ্যান করলে দুঃখক্ষয় সম্ভব। মনো-বিজ্ঞানকে পরিপূর্ণরূপে জেনে, উপলব্ধি করে, পরিত্যাগ করলে, প্রত্যাখ্যান করলে দুঃখক্ষয় সম্ভব। মনো-সংস্পর্শকে পরিপূর্ণরূপে জেনে, উপলব্ধি করে, পরিত্যাগ করলে, প্রত্যাখ্যান করলে দুঃখক্ষয় সম্ভব। মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও পরিপূর্ণরূপে জেনে,

উপলব্ধি করে, পরিত্যাগ করলে, প্রত্যাখ্যান করলে দুঃখক্ষয় সম্ভব।

হে ভিক্ষুগণ, এই সর্বকে (সমস্তকে) পরিপূর্ণরূপে জেনে, উপলব্ধি করে, পরিত্যাগ করলে, প্রত্যাখ্যান করলে দুঃখক্ষয় সম্ভব।"

চতুর্থ সূত্র সমাপ্ত।

৫. দ্বিতীয় অপরিজ্ঞান সূত্র

২৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, সর্বকে (সমস্তকে) পরিপূর্ণরূপে জ্ঞাত না হয়ে, উপলব্ধি না করে, পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখ্যান না করলে দুঃখক্ষয় অসম্ভব। হে ভিক্ষুগণ, সর্ব কী কী, যা পরিপূর্ণরূপে জ্ঞাত না হয়ে, উপলব্ধি না করে, পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখ্যান না করলে দুঃখক্ষয় অসম্ভব?"

২. "হে ভিক্ষুগণ, যা চক্ষু, যা রূপ, যা চক্ষু-বিজ্ঞান, যা চক্ষু-বিজ্ঞাতব্য ধর্ম; যা শ্রোত্র, যা শব্দ, যা শ্রোত্র-বিজ্ঞান, যা শ্রোত্র-বিজ্ঞাতব্য ধর্ম; যা ঘ্রাণ, যা গন্ধ, যা ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, যা ঘ্রাণ-বিজ্ঞাতব্য ধর্ম; যা জিহ্বা, যা রস, যা জিহ্বা-বিজ্ঞান, যা জিহ্বা-বিজ্ঞাতব্য ধর্ম; যা কায়, যা স্প্রষ্টব্য, যা কায়-বিজ্ঞান, যা কায়-বিজ্ঞাতব্য ধর্ম; যা মন, যা ধর্ম (মনের আলম্বন), যা মনো-বিজ্ঞান, যা মনো-বিজ্ঞাতব্য ধর্ম; হে ভিক্ষুগণ, এগুলোই সর্ব, যা পরিপূর্ণরূপে জ্ঞাত না হয়ে, উপলব্ধি না করে, পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখ্যান না করলে দুঃখক্ষয় অসম্ভব।"

৩. "হে ভিক্ষুগণ, সর্বকে পরিপূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে, উপলব্ধি করে, পরিত্যাগ করলে, প্রত্যাখ্যান করলে দুঃখক্ষয় সম্ভব। হে ভিক্ষুগণ, সর্ব কী কী, যা পরিপূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে, উপলব্ধি করে, পরিত্যাগ করলে, প্রত্যাখ্যান করলে দুঃখক্ষয় সম্ভব?"

৪. "হে ভিক্ষুগণ, যা চক্ষু, যা রূপ, যা চক্ষু-বিজ্ঞান, যা চক্ষু-বিজ্ঞাতব্য ধর্ম; যা শ্রোত্র, যা শব্দ, যা শ্রোত্র-বিজ্ঞান, যা শ্রোত্র-বিজ্ঞাতব্য ধর্ম; যা ঘ্রাণ, যা গন্ধ, যা ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, যা ঘ্রাণ-বিজ্ঞাতব্য ধর্ম; যা জিহ্বা, যা রস, যা জিহ্বা-বিজ্ঞান, যা জিহ্বা-বিজ্ঞাতব্য ধর্ম, যা কায়, যা স্প্রষ্টব্য, যা কায়-বিজ্ঞান, যা কায়-বিজ্ঞাতব্য ধর্ম; যা মন, যা ধর্ম, যা মনো-বিজ্ঞান, যা মনো-বিজ্ঞাতব্য ধর্ম; হে ভিক্ষুগণ, এইগুলোই সর্ব, যা পরিপূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে, উপলব্ধি করে, পরিত্যাগ করলে, প্রত্যাখ্যান করলে দুঃখক্ষয় সম্ভব।"

পঞ্চম সূত্র সমাপ্ত।

৬. আদীপ্ত সূত্র

২৮.১. আমি এরূপ শুনেছি, এক সময় ভগবান সহস্র ভিক্ষুর সহিত গয়ায় অবস্থান করছিলেন, গয়াশীর্ষে। সেখানে ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, সমস্তই প্রজ্বলিত হচ্ছে, ভিক্ষুগণ, সমস্ত কী কী, যা প্রজ্বলিত হচ্ছে? চক্ষু প্রজ্বলিত হচ্ছে, রূপ প্রজ্বলিত হচ্ছে, চক্ষু-বিজ্ঞান প্রজ্বলিত হচ্ছে, চক্ষু-সংস্পর্শ প্রজ্বলিত হচ্ছে, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও প্রজ্বলিত হচ্ছে। কিসের দ্বারা প্রজ্বলিত হচ্ছে? রাগাগ্নিতে, দ্বেষাগ্নিতে, মোহাগ্নিতে প্রজ্বলিত হচ্ছে। জন্মের কারণে, জরার কারণে, মৃত্যুর কারণে, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যের কারণে প্রজ্বলিত হচ্ছে বলে আমি বলি।

২. শ্রোত্র প্রজ্বলিত হচ্ছে, শব্দ প্রজ্বলিত হচ্ছে, শ্রোত্র-বিজ্ঞান প্রজ্বলিত হচ্ছে, শ্রোত্র-সংস্পর্শ প্রজ্বলিত হচ্ছে, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও প্রজ্বলিত হচ্ছে। কিসের দ্বারা প্রজ্বলিত হচ্ছে? রাগাগ্নিতে, দ্বেষাগ্নিতে, মোহাগ্নিতে, জন্মের কারণে, জরার কারণে, মৃত্যুর কারণে, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যের কারণে প্রজ্বলিত হচ্ছে বলে আমি বলি।

৩. ঘ্রাণ প্রজ্বলিত হচ্ছে, গন্ধ প্রজ্বলিত হচ্ছে, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান প্রজ্বলিত হচ্ছে, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ প্রজ্বলিত হচ্ছে, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও প্রজ্বলিত হচ্ছে। কিসের দ্বারা প্রজ্বলিত হচ্ছে? রাগাগ্নিতে, দ্বেষাগ্নিতে, মোহাগ্নিতে, জন্মের কারণে, জরার কারণে, মৃত্যুর কারণে, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যের কারণে প্রজ্বলিত হচ্ছে বলে আমি বলি।

৪. জিহ্বা প্রজ্বলিত হচ্ছে, রস প্রজ্বলিত হচ্ছে, জিহ্বা-বিজ্ঞান প্রজ্বলিত হচ্ছে, জিহ্বা-সংস্পর্শ প্রজ্বলিত হচ্ছে, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও প্রজ্বলিত হচ্ছে। কিসের দ্বারা প্রজ্বলিত হচ্ছে? রাগাগ্নিতে, দ্বেষাগ্নিতে, মোহাগ্নিতে, জন্মের কারণে, জরার কারণে, মৃত্যুর কারণে, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যের কারণে প্রজ্বলিত হচ্ছে বলে আমি বলি।

৫. কায় প্রজ্বলিত হচ্ছে, স্প্রষ্টব্য প্রজ্বলিত হচ্ছে, কায়-বিজ্ঞান প্রজ্বলিত হচ্ছে, কায়-সংস্পর্শ প্রজ্বলিত হচ্ছে, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও প্রজ্বলিত হচ্ছে। কিসের দ্বারা প্রজ্বলিত হচ্ছে? রাগাগ্নিতে, দ্বেষাগ্নিতে, মোহাগ্নিতে, জন্মের কারণে, জরার

কারণে, মৃত্যুর কারণে, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যের কারণে প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে বলে আমি বলি।

৬. মন প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে, ধর্ম প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে, মনো-বিজ্ঞান প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে, মনো-সংস্পর্শ প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে। কিসের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে? রাগাগ্নিতে, দ্বেষাগ্নিতে, মোহাগ্নিতে, জন্মের কারণে, জরার কারণে, মৃত্যুর কারণে, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যের কারণে প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে বলে আমি বলি।"

৭. "হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে চক্ষুর প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, রূপের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, চক্ষু-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, চক্ষু-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হয়। শ্রোত্রের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, শব্দের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, শ্রোত্র-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, শ্রোত্র-সংস্পর্শে নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অসুখ-অদুঃখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হয়। ঘ্রাণের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, গন্ধের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, ঘ্রাণ-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হয়। জিহ্বার প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, রসের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, জিহ্বা-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হয়। কায়ের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, স্প্রষ্টব্যের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, কায়-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, কায়-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হয়। মনের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, ধর্মের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, মনো-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, মনো-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হয়। নির্বেদ (অনাসক্ত) প্রাপ্ত হলে বীতরাগ (লোভহীন) হন, বীতরাগ হলে বিমুক্ত হন, বিমুক্ত হলে বিমুক্ত হয়েছি বলে জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য ব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, এ জীবনে (আসব ক্ষয়ের জন্য) আর

অপর কর্তব্য নেই, ভগবান ইহা বললেন। ভিক্ষুগণ সন্তুষ্টচিত্তে ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করলেন। এই সূত্র দেশিত হলে সহস্র ভিক্ষুর চিত্ত অনাসক্ত হয়ে আসব হতে বিমুক্ত হলো।”

ষষ্ঠ সূত্র সমাপ্ত।

৭. অপবিত্র সূত্র

২৯.১. আমি এরূপ শুনেছি, এক সময় ভগবান রাজগৃহে[১] অবস্থান করছিলেন-বেণুবনে[২] কলন্দক নিবাপে[৩]। সেখানে ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন :

“হে ভিক্ষুগণ, সমস্তই অপবিত্র (ময়লাযুক্ত)। ভিক্ষুগণ, সমস্ত কী কী, যা অপবিত্র? হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু অপবিত্র, রূপ অপবিত্র, চক্ষু-বিজ্ঞান অপবিত্র, চক্ষু-সংস্পর্শ অপবিত্র, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও অপবিত্র। কিসের দ্বারা অপবিত্র? জন্মের কারণে, জরার কারণে, মৃত্যুর কারণে, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য এবং নৈরাশ্যের কারণে অপবিত্র বলে আমি বলি।

২. শ্রোত্র অপবিত্র, শব্দ অপবিত্র, শ্রোত্র-বিজ্ঞান অপবিত্র, শ্রোত্র-সংস্পর্শ অপবিত্র, শ্রোত্র সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও অপবিত্র। কিসের দ্বারা অপবিত্র? জন্মের কারণে, জরার কারণে, মৃত্যুর কারণে, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য এবং নৈরাশ্যের কারণে অপবিত্র বলে আমি বলি।

৩. ঘ্রাণ অপবিত্র, গন্ধ অপবিত্র, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান অপবিত্র, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ অপবিত্র, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও অপবিত্র, কিসের দ্বারা অপবিত্র? জন্মের কারণে, জরার কারণে, মৃত্যুর কারণে, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য এবং নৈরাশ্যের কারণে অপবিত্র বলে আমি বলি।

---

[১]। **রাজগৃহ** মগধের পূর্ব রাজধানী। এর বর্তমান নাম রাজগীর। বেভার, পাণ্ডব, বেপুল্ল, গিজ্ঝকূট ও ইসিগিলি—এই পঞ্চ পর্বত দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল বলে এর নাম গিরিব্রজ বা গিরি-পরিক্ষেপ।

[২]। পালি বিবরণ মতে বেণুবন রাজগৃহের বহির্নগরে অবস্থিত ছিল। এই সুরম্য বনটি চতুর্দিকে বেণু পরিবেশিষ্ট ছিল বলে বেণুবন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার এই বেণুবন সশিষ্য বুদ্ধের বাসের জন্য দান করেন।

[৩]। অসংখ্য কাঠ-বিড়ালের বাসস্থান।

৪. জিহ্বা অপবিত্র, রস অপবিত্র, জিহ্বা-বিজ্ঞান অপবিত্র, জিহ্বা-সংস্পর্শ অপবিত্র, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও অপবিত্র। কিসের দ্বারা অপবিত্র? জন্মের কারণে অপবিত্র, জরার কারণে অপবিত্র, মৃত্যুর কারণে অপবিত্র, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য এবং নৈরাশ্যের কারণে অপবিত্র বলে আমি বলি।

৫. কায় অপবিত্র, স্প্রষ্টব্য অপবিত্র, কায়-বিজ্ঞান অপবিত্র, কায়-সংস্পর্শ অপবিত্র, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও অপবিত্র। কিসের দ্বারা অপবিত্র? জন্মের কারণে অপবিত্র, জরার কারণে অপবিত্র, মৃত্যুর কারণে অপবিত্র, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যের কারণে অপবিত্র বলে আমি বলি।

৬. মন অপবিত্র, ধর্ম অপবিত্র, মনো-বিজ্ঞান অপবিত্র, মনো-সংস্পর্শ অপবিত্র, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও অপবিত্র। কিসের দ্বারা অপবিত্র? জন্মের কারণে অপবিত্র, জরার কারণে অপবিত্র, মৃত্যুর কারণে অপবিত্র, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যের কারণে অপবিত্র বলে আমি বলি।”

৭. “হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে চক্ষুর প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রূপের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন; শ্রোত্রের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শব্দের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন; ঘ্রাণের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, গন্ধের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন; জিহ্বার প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রসের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়ের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, স্প্রষ্টব্যের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন; মনের প্রতি

নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ধর্মের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ (অনাসক্ত) প্রাপ্ত হয়ে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন, 'আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, এই জীবনে (আসব ক্ষয়ের জন্য) আর অপর কর্তব্য নাই'।"

সপ্তম সূত্র সমাপ্ত।

৮. যথাযথ মূলোৎপাটন সূত্র

৩০.১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে 'সর্ব (সমস্ত)' এই ভ্রান্ত ধারণা মূলোৎপাটনের যথার্থ উপায় (প্রতিপদা) সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর; আমি ভাষণ করছি। হে ভিক্ষুগণ, 'সর্ব' এই ভ্রান্ত ধারণা মূলোৎপাটনের (অপসারণের) প্রকৃত উপায় কী?

২. "হে ভিক্ষুগণ, এখানে (এই বুদ্ধশাসনে) ভিক্ষু 'চক্ষু' বলে মনে করেন না, 'চক্ষুতে' মনে করেন না, 'চক্ষু হতে' মনে করেন না, 'চক্ষু আমার' মনে করেন না। 'রূপ' বলে মনে করেন না, 'রূপে' মনে করেন না, 'রূপ হতে' মনে করেন না, 'রূপ আমার' মনে করেন না। 'চক্ষু-বিজ্ঞান' বলে মনে করেন না, 'চক্ষু-বিজ্ঞানে' মনে করেন না, 'চক্ষু-বিজ্ঞান হতে' মনে করেন না, 'চক্ষু-বিজ্ঞান আমার' মনে করেন না। 'চক্ষু-সংস্পর্শ' বলে মনে করেন না, 'চক্ষু-সংস্পর্শে' মনে করেন না, 'চক্ষু-সংস্পর্শ হতে' মনে করেন না, 'চক্ষু-সংস্পর্শ আমার' মনে করেন না। চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, 'তা' বলে মনে করেন না 'তাতে' বলে মনে করেন না, 'তা হতে' মনে করেন না, 'তা আমার' মনে করেন না।

৩. 'শ্রোত্র' বলে মনে করেন না, 'শ্রোত্রে' মনে করেন না, 'শ্রোত্র হতে' মনে করেন না, 'শ্রোত্র আমার' মনে করেন না, 'শব্দ' বলে মনে করেন না, 'শব্দে' মনে করেন না, 'শব্দ হতে' মনে করেন না, 'শব্দ আমার' মনে করেন না। 'শ্রোত্র-বিজ্ঞান' বলে মনে করেন না, 'শ্রোত্র-বিজ্ঞানে' মনে করেন না, 'শ্রোত্র-বিজ্ঞান হতে' মনে করেন না, 'শ্রোত্র-বিজ্ঞান আমার' মনে করেন না। 'শ্রোত্র-সংস্পর্শ' বলে মনে করেন না, 'শ্রোত্র-সংস্পর্শে' বলে মনে করেন না, 'শ্রোত্র-সংস্পর্শ হতে' মনে করেন না, 'শ্রোত্র-সংস্পর্শ আমার' বলে মনে করেন না। শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা

উৎপন্ন হয়, ‘তা’ মনে করেন না, ‘তাতে’ মনে করেন না, ‘তা হতে’ মনে করেন না, ‘তা আমার’ মনে করেন না।

৪. ‘ঘ্রাণ’ বলে মনে করেন না, ‘ঘ্রাণে’ মনে করেন না, ‘ঘ্রাণ হতে’ মনে করেন না, ‘ঘ্রাণ আমার’ মনে করেন না। ‘গন্ধ’ বলে মনে করেন না, ‘গন্ধে’ মনে করেন না, ‘গন্ধ হতে’ মনে করেন না, ‘গন্ধ আমার’ মনে করেন না। ‘ঘ্রাণ-বিজ্ঞান’ বলে মনে করেন না, ‘ঘ্রাণ-বিজ্ঞানে’ বলে মনে করেন না, ‘ঘ্রাণ-বিজ্ঞান হতে’ মনে করেন না, ‘ঘ্রাণ-বিজ্ঞান আমার’ মনে করেন না। ‘ঘ্রাণ-সংস্পর্শ’ বলে মনে করেন না, ‘ঘ্রাণ-সংস্পর্শে’ মনে করেন না, ‘ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হতে’ মনে করেন না, ‘ঘ্রাণ-সংস্পর্শ আমার’ মনে করেন না। ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, ‘তা’-ও মনে করেন না, ‘তাতে’-ও মনে করেন না, ‘তা হতে’ ও মনে করেন না, ‘তা আমার’ ও মনে করেন না।

৫. ‘জিহ্বা’ বলে মনে করেন না, ‘জিহ্বায়’ মনে করেন না, ‘জিহ্বা হতে’ মনে করেন না, ‘জিহ্বা আমার’ মনে করেন না। ‘রস’ বলে মনে করেন না, ‘রসে’ বলে মনে করেন না, ‘রস হতে’ মনে করেন না, ‘রস আমার’ মনে করেন না, ‘জিহ্বা-বিজ্ঞান’ বলে মনে করেন না, ‘জিহ্বা-বিজ্ঞানে’ মনে করেন না, ‘জিহ্বা-বিজ্ঞান হতে’ মনে করেন না, ‘জিহ্বা-বিজ্ঞান আমার’ মনে করেন না। ‘জিহ্বা-সংস্পর্শ’ বলে মনে করেন না, ‘জিহ্বা-সংস্পর্শে’ মনে করেন না, ‘জিহ্বা-সংস্পর্শ হতে’ মনে করেন না, ‘জিহ্বা-সংস্পর্শ আমার’ মনে করেন না। জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, ‘তা’-ও মনে করেন না, ‘তাতে’ও মনে করেন না, ‘তা হতে’ ও মনে করেন না, ‘তা আমার’ মনে করেন না।

৬. ‘কায়’ বলে মনে করেন না, ‘কায়ে’ মনে করেন না, ‘কায় হতে’ মনে করেন না, ‘কায় আমার’ মনে করেন না। ‘স্প্রষ্টব্য’ বলে মনে করেন না, ‘স্প্রষ্টব্যে’ মনে করেন না, ‘স্প্রষ্টব্য হতে’ মনে করেন না, ‘স্প্রষ্টব্য আমার’ মনে করেন না। ‘কায়-বিজ্ঞান’ বলে মনে করেন না, ‘কায়-বিজ্ঞানে’ মনে করেন না, ‘কায়-বিজ্ঞান হতে’ মনে করেন না, ‘কায়-বিজ্ঞান আমার’ মনে করেন না। ‘কায়-সংস্পর্শ’ বলে মনে করেন না, ‘কায়-সংস্পর্শে’ মনে করেন না, ‘কায়-সংস্পর্শ হতে’ মনে করেন না, ‘কায়-সংস্পর্শ আমার’ মনে করেন না। কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, ‘তা’ ও বলে মনে করেন না, ‘তাতে’ ও মনে করেন না, ‘তা হতে’ ও মনে করেন না, ‘তা আমার’ ও মনে করেন না।

৭. 'মন' বলে মনে করেন না, 'মনে' বলে মনে করেন না, 'মন হতে' মনে করেন না। 'মন আমার' মনে করেন না। 'ধর্ম' বলে মনে করেন না, 'ধর্মে' মনে করেন না, 'ধর্ম হতে' মনে করেন না, 'ধর্ম আমার' মনে করেন না। 'মনো-বিজ্ঞান' বলে মনে করেন না, 'মনো-বিজ্ঞানে' মনে করেন না, 'মনো-বিজ্ঞান হতে' মনে করেন না, 'মনো-বিজ্ঞান আমার' মনে করেন না। 'মনো-সংস্পর্শ' বলে মনে করেন না, 'মনো-সংস্পর্শে' মনে করেন না, 'মনো-সংস্পর্শ হতে' মনে করেন না, 'মনো-সংস্পর্শ আমার' মনে করেন না। মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়; তা ও মনে করেন না, 'তাতে' ও মনে করেন না, 'তা হতে' ও মনে করেন না, 'তা আমার' ও মনে করেন না।

৮. 'সর্ব' মনে করেন না, 'সর্বে' মনে করেন না, 'সর্ব হতে' মনে করেন না, 'সর্ব আমার' মনে করেন না। তিনি এভাবে মনে না করার সময় কিছুতেই এ জগতে আসক্ত হন না, আসক্ত না হওয়ায় তার পরিত্রাস হয় না, পরিত্রাস না হওয়ায় তিনি স্বয়ং পরিনির্বৃত হন এবং প্রকৃষ্টরূপে জানেন যে, 'জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে (আসব ক্ষয়ের জন্য) আর অপর কর্তব্য নাই।' হে ভিক্ষুগণ, 'সর্ব' এই ভ্রান্ত ধারণা মূলোৎপাটনের ইহাই উপায় (প্রতিপদা)।"

অষ্টম সূত্র সমাপ্ত।

৯. প্রথম 'মূলোৎপাটন সাহায্যকারী' সূত্র

৩১.১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে 'সর্ব' এই ভ্রান্ত ধারণার মূলোৎপাটনের (অপনোদনের) সাহায্যকারী উপায় (প্রতিপদা) সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, 'সর্ব' এই ভ্রান্ত ধারণার মূলোৎপাটনের উপায় কী কী?"

২. "হে ভিক্ষুগণ, এই শাসনে ভিক্ষু 'চক্ষু' বলে মনে করেন না, 'চক্ষুতে' মনে করেন না, 'চক্ষু হতে' মনে করেন না, 'চক্ষু আমার' মনে করেন না। 'রূপ' বলে মনে করেন না, 'রূপে' মনে করেন না, 'রূপ হতে' মনে করেন না, 'রূপ আমার' মনে করেন না। 'চক্ষু-বিজ্ঞান' বলে মনে করেন না, 'চক্ষু-বিজ্ঞানে' মনে করেন না, 'চক্ষু-বিজ্ঞান হতে' মনে করেন না, 'চক্ষু-বিজ্ঞান আমার' বলে মনে করেন না। 'চক্ষু-সংস্পর্শ' বলে মনে করেন না, 'চক্ষু-সংস্পর্শে' মনে করেন না, 'চক্ষু-সংস্পর্শ হতে' মনে করেন না, 'চক্ষু-সংস্পর্শ আমার' মনে করেন না। চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা

অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, 'তা' ও মনে করেন না, 'তাতে' ও মনে করেন না, 'তা হতে' ও মনে করেন না, 'তা আমার' ও মনে করেন না।

যেহেতু, ভিক্ষুগণ, 'যা' বলে মনে করে, 'যাতে' মনে করে, 'যা হতে' মনে করে, 'যা আমার' মনে করে, তা হতে অন্যথাভাব সৃষ্টি হয়। অন্যথাভাবী (বিপরীত দৃষ্টিসম্পন্ন) ভব-সংলগ্ন সত্ত্ব (জগতে) ভবকে অভিনন্দন করে।

৩. এই শাসনে ভিক্ষু 'শ্রোত্র' বলে মনে করেন না, 'শ্রোত্রে' মনে করেন না। 'শ্রোত্র হতে' মনে করেন না, 'শ্রোত্র আমার' মনে করেন না। 'শব্দ' বলে মনে করেন না, 'শব্দে' মনে করেন না, 'শব্দ হতে' মনে করেন না, 'শব্দ আমার' মনে করেন না। 'শ্রোত্র-বিজ্ঞান' বলে মনে করেন না, 'শ্রোত্র-বিজ্ঞানে' মনে করেন না, 'শ্রোত্র-বিজ্ঞান হতে' মনে করেন না। 'শ্রোত্র-বিজ্ঞান আমার' মনে করেন না। 'শ্রোত্র-সংস্পর্শ' বলে মনে করেন না, 'শ্রোত্র-সংস্পর্শে' মনে করেন না, 'শ্রোত্র-সংস্পর্শ হতে' মনে করেন না, 'শ্রোত্র-সংস্পর্শ আমার' মনে করেন না। শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, 'তা' ও মনে করেন না, 'তাতে' ও মনে করেন না, 'তা হতে' ও মনে করেন না, 'তা আমার' ও মনে করেন না।

যেহেতু, ভিক্ষুগণ 'যা' বলে মনে করে, 'যাতে' মনে করে, 'যা হতে' মনে করে, 'যা আমার' মনে করে, তা হতে অন্যথাভাব (বিপরীত দৃষ্টি) সৃষ্টি হয়। অন্যথাভাবী (বিপরীত দৃষ্টিসম্পন্ন) ভবসংলগ্ন সত্ত্ব (জগতে) ভবকে অভিনন্দন করে।

৪. এই শাসনে ভিক্ষু 'ঘ্রাণ' বলে মনে করেন না, 'ঘ্রাণে' মনে করেন না, 'ঘ্রাণ হতে' মনে করেন না, 'ঘ্রাণ আমার' মনে করেন না'। 'গন্ধ' বলে মনে করেন না, 'গন্ধে' মনে করেন না, 'গন্ধ হতে' মনে করেন না, 'গন্ধ আমার' মনে করেন না। 'ঘ্রাণ-বিজ্ঞান' বলে মনে করেন না, 'ঘ্রাণ-বিজ্ঞানে' মনে করেন না, 'ঘ্রাণ-বিজ্ঞান হতে' মনে করেন না, 'ঘ্রাণ-বিজ্ঞান আমার' মনে করেন না। 'ঘ্রাণ-সংস্পর্শ' বলে মনে করেন না, 'ঘ্রাণ-সংস্পর্শে' বলে মনে করেন না, 'ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হতে' মনে করেন না, 'ঘ্রাণ-সংস্পর্শ আমার' মনে করেন না। ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, 'তা' ও মনে করেন না, 'তাতে' ও মনে করেন না, 'তা হতে' ও মনে করেন না, 'তা আমার' ও মনে করেন না।

যেহেতু ভিক্ষুগণ, 'যা' বলে মনে করে, 'যাতে' মনে করে, 'যা হতে' মনে

করে, 'যা আমার' মনে করে, তা হতে অন্যথাভাব সৃষ্টি হয়। অন্যথাভাবী ভবসংলগ্ন সত্ত্ব (জগতে) ভবকে অভিনন্দন করে।

৫. এই শাসনে ভিক্ষু 'জিহ্বা' বলে মনে করেন না, 'জিহ্বায়' মনে করেন না, 'জিহ্বা হতে' মনে করেন না, 'জিহ্বা আমার' মনে করেন না, 'রস' বলে মনে করেন না, 'রসে' মনে করেন না, 'রস হতে' মনে করেন না, 'রস আমার' মনে করেন না'। 'জিহ্বা-বিজ্ঞান' বলে মনে করেন না, 'জিহ্বা-বিজ্ঞানে' মনে করেন না, 'জিহ্বা বিজ্ঞান হতে' মনে করেন না, 'জিহ্বা-বিজ্ঞান আমার' মনে করেন না। 'জিহ্বা-সংস্পর্শ' বলে মনে করেন না, 'জিহ্বা-সংস্পর্শে' বলে মনে করেন না, 'জিহ্বা-সংস্পর্শ হতে' বলে মনে করেন না, 'জিহ্বা-সংস্পর্শ আমার' বলে মনে করেন না। জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, 'তা'ও মনে করেন না, 'তাতে' ও মনে করেন না, 'তা হতে' ও মনে করেন না, 'তা আমার' ও মনে করেন না।

যেহেতু ভিক্ষুগণ, 'যা' বলে মনে করে, 'যাতে' মনে করে, 'যা হতে' মনে করে, 'যা আমার' মনে করে, তা হতে অন্যথাভাব সৃষ্টি হয়। অন্যথাভাবী ভবসংলগ্ন সত্ত্ব (জগতে) ভবতে অভিনন্দন করে।

৬. এই শাসনে ভিক্ষু 'কায়' বলে মনে করেন না, 'কায়ে' মনে করেন না, 'কায় হতে' মনে করেন না, 'কায় আমার' মনে করেন না, 'স্প্রষ্টব্য' বলে মনে করেন না, 'স্প্রষ্টব্যে' মনে করেন না, 'স্প্রষ্টব্য হতে' মনে করেন না, 'স্প্রষ্টব্য আমার' মনে করেন না। 'কায়-বিজ্ঞান' বলে মনে করেন না, 'কায়-বিজ্ঞানে' মনে করেন না, 'কায়-বিজ্ঞান হতে' মনে করেন না, 'কায়-বিজ্ঞান আমার' মনে করেন না। 'কায়-সংস্পর্শ' বলে মনে করেন না, 'কায়-সংস্পর্শে' মনে করেন না, 'কায়-সংস্পর্শ হতে' মনে করেন না, 'কায়-সংস্পর্শ আমার' মনে করেন না। কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, 'তা' ও মনে করেন না, 'তাতে' ও মনে করেন না, 'তা হতে' ও মনে করেন না, 'তা আমার' ও মনে করেন না।

যেহেতু ভিক্ষুগণ, 'যা' বলে মনে করে, 'যাতে' মনে করে, 'যা হতে' মনে করে, 'যা আমার' মনে করে; তা হতে অন্যথাভাব সৃষ্টি হয়। অন্যথাভাবী ভবসংলগ্ন সত্ত্ব (জগতে) ভবকে অভিনন্দন করে।

৭. এ শাসনে ভিক্ষু 'মন' বলে মনে করেন না, 'মনে' বলে মনে করেন না, 'মন হতে' মনে করেন না, 'মন আমার' মনে করেন না। 'ধর্ম' বলে মনে করেন না, 'ধর্মে' মনে করেন না, 'ধর্ম হতে' মনে করেন না, 'ধর্ম আমার'

মনে করেন না। 'মনো-বিজ্ঞান' বলে মনে করেন না, 'মনো-বিজ্ঞানে' মনে করেন না, 'মনো-বিজ্ঞান হতে' মনে করেন না, 'মনো-বিজ্ঞান আমার' মনে করেন না। 'মনো-সংস্পর্শ' বলে মনে করেন না, 'মনো-সংস্পর্শে' মনে করেন না, 'মনো-সংস্পর্শ হতে' মনে করেন না, 'মনো-সংস্পর্শ আমার' মনে করেন না, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, 'তা' ও মনে করেন না, 'তাতে' ও মনে করেন না, 'তা হতে' ও মনে করেন না, 'তা আমার' ও মনে করেন না।

যেহেতু ভিক্ষুগণ, 'যা' বলে মনে করে, 'যাতে' মনে করে, 'যা হতে' মনে করে, 'যা আমার' মনে করে, তা হতে অন্যথাভাব সৃষ্টি হয়। অন্যথাভাবী ভবসংলগ্ন সত্ত্ব (জগতে) ভবকে অভিনন্দন করে।

৮. যে পর্যন্ত ভিক্ষুগণ, স্কন্ধ-ধাতু-আয়তনকে[১] 'তা' ও মনে করেন না, 'তাতে' ও মনে করেন না, 'তা হতে' ও মনে করেন না, 'তা আমার' ও মনে করেন না। তিনি এভাবে মনে না করার কারণে জগতে কিছুর প্রতি আসক্তি উৎপন্ন করেন না। আসক্ত না হওয়ায় পরিত্রাস হয় না, পরিত্রাস না হওয়ায় তিনি স্বয়ং পরিনির্বৃত হন এবং প্রকৃষ্টরূপে জানেন যে, 'জন্মবীজ ক্ষয় হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে আসব ক্ষয়ের নিমিত্ত আর অপর কর্তব্য নাই।' হে ভিক্ষুগণ, ইহাই 'সর্ব' এই ভ্রান্ত ধারণা মূলোৎপাটনের সাহায্যকারী প্রতিপদা (উপায়)।"

নবম সূত্র সমাপ্ত।

১০. দ্বিতীয় 'মূলোৎপাটন সাহায্যকারী' সূত্র

৩২.১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে 'সর্ব' এই ভ্রান্ত ধারণা মূলোৎপাটনের সাহায্যকারী উপায় সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, 'সর্ব' এই ভ্রান্ত ধারণা মূলোৎপাটনের সাহায্যকারী উপায় কী কী?"

---

[১]। **স্কন্ধ** বলতে পঞ্চস্কন্ধ, যথা—রূপস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ। **ধাতু :** "অত্তানো সভাবং ধারেন্তী'তি ধাতুযো।" যারা নিজ নিজ স্বভাব (গুণ) ধারণ করে, তারা ধাতু। দর্শন-কার্যে সাহায্য করার গুণ বা স্বভাব একমাত্র চক্ষুই ধারণ করে; এজন্য চক্ষু 'ধাতু'। তদ্রুপ শ্রোত্রাদি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য। চক্ষু প্রসাদই চক্ষু ধাতু। ধাতু আঠার প্রকার। যথা : চক্ষু-ধাতু, শ্রোত্র-ধাতু, ঘ্রাণ-ধাতু, জিহ্বা-ধাতু, কায়-ধাতু, মন-ধাতু, রূপ-ধাতু, শব্দ-ধাতু, গন্ধ-ধাতু, রস-ধাতু, স্প্রষ্টব্য-ধাতু, ধর্ম-ধাতু, চক্ষু-বিজ্ঞান-ধাতু, শ্রোত্র-বিজ্ঞান-ধাতু, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান-ধাতু, জিহ্বা-বিজ্ঞান-ধাতু, কায়-বিজ্ঞান-ধাতু ও মনোবিজ্ঞান-ধাতু।

২. "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা ইহা কী মনে কর, চক্ষু নিত্য নাকি অনিত্য?"

"অনিত্য, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, তা দুঃখ নাকি সুখ?"

"দুঃখ, ভন্তে"।

"যা অনিত্য, দুঃখময় ও পরিবর্তনশীল; তাকে 'ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা' বলে দেখা উচিত কি?"

"নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

"রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?"

"অনিত্য, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, তা দুঃখ নাকি সুখ?"

"দুঃখ, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; তাকে 'ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা' বলে দেখা উচিত কি?"

"নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

"চক্ষু-বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?"

"অনিত্য, ভন্তে"

"যা অনিত্য, তা দুঃখ নাকি সুখ?"

"দুঃখ, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; তাকে 'ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা' বলে দেখা উচিত কি?"

"নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

"চক্ষু-সংস্পর্শ নিত্য নাকি অনিত্য?"

"অনিত্য, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, তা দুঃখ নাকি সুখ?"

"দুঃখ, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; তাকে 'ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা' বলে দেখা উচিত কি?"

"নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

"চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা নিত্য নাকি অনিত্য?"

"অনিত্য, ভন্তে"

"যা অনিত্য, তা দুঃখ নাকি সুখ?"

"দুঃখ, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; তাকে 'ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা' বলে দেখা উচিত কি?"

"নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে"

৩. "শ্রোত্র নিত্য নাকি অনিত্য?"

"অনিত্য, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, তা দুঃখ নাকি সুখ?"

"দুঃখ, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; তাকে 'ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা' বলে দোখা উচিত কি?"

"নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

"শব্দ নিত্য নাকি অনিত্য?"

"অনিত্য, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, তা দুঃখ নাকি সুখ?"

"দুঃখ, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; তাকে 'ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা' বলে দেখা উচিত কি?"

"নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

"শ্রোত্র-বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?"

"অনিত্য ভন্তে।"

"যা অনিত্য, তা দুঃখ নাকি সুখ?"

"দুঃখ, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; তাকে 'ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা' বলে দেখা উচিত কি?"

"নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

"শ্রোত্র-সংস্পর্শ নিত্য নাকি অনিত্য?"

"অনিত্য, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, তা দুঃখ নাকি সুখ?"

"দুঃখ, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; তাকে 'ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা' বলে দেখা উচিত কি?"

"নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে"।

"শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা নিত্য নাকি অনিত্য?"

"অনিত্য, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, তা দুঃখ নাকি সুখ?"

"দুঃখ, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; তাকে 'ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্ম' বলে দর্শন করা উচিত কি?"

"নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

৪. "ঘ্রাণ নিত্য নাকি অনিত্য?"

"অনিত্য, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, তা দুঃখ নাকি সুখ?"

"দুঃখ, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; তাকে 'ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা' বলে দেখা উচিত কি?"

"নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

"গন্ধ নিত্য নাকি অনিত্য?"

"অনিত্য, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, তা দুঃখ নাকি সুখ?"

"দুঃখ ভন্তে।"

"যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; তাকে 'ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা' বলে দেখা উচিত কি?"

"নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

"ঘ্রাণ-বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?"

"অনিত্য, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, তা দুঃখ নাকি সুখ?"

"দুঃখ, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; তাকে 'ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা' বলে দেখা উচিত কি?"

"নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

"ঘ্রাণ-সংস্পর্শ নিত্য নাকি অনিত্য?"

"অনিত্য, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, তা দুঃখ নাকি সুখ?"

"দুঃখ, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; তাকে 'ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা' বলে দেখা উচিত কি?"

"নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

"ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা নিত্য নাকি অনিত্য?"

"অনিত্য, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, তা দুঃখ নাকি সুখ?"

"দুঃখ, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; তাকে 'ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা' বলে দেখা উচিত কি?"

"নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

৫. "জিহ্বা নিত্য নাকি অনিত্য?"

"অনিত্য, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, তা দুঃখ নাকি সুখ?"

"দুঃখ, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; তাকে 'ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা' বলে দেখা উচিত কি?"

"নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

"রস নিত্য নাকি অনিত্য?"

"অনিত্য, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, তা দুঃখ নাকি সুখ?"

"দুঃখ, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; তাকে 'ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা' বলে দেখা উচিত কি?

"নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

"জিহ্বা-বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?"

"অনিত্য ভন্তে।"

"যা অনিত্য, তা দুঃখ নাকি সুখ?"

"দুঃখ, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; তাকে 'ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা' বলে দেখা উচিত কি?"

"নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

"জিহ্বা-সংস্পর্শ নিত্য নাকি অনিত্য?"

"অনিত্য, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, তা দুঃখ নাকি সুখ?"

"দুঃখ, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; তাকে 'ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা' বলে দেখা উচিত কি?"

"নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

"জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা নিত্য নাকি অনিত্য?"

"অনিত্য, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, তা দুঃখ নাকি সুখ?"

"দুঃখ, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; তাকে 'ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা' বলে দেখা উচিত কি?"

"নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

৬. "কায় নিত্য নাকি অনিত্য?"

"অনিত্য, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, তা দুঃখ নাকি সুখ?"

"দুঃখ, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; তাকে 'ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা' বলে দেখা উচিত কি?"

"নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

"স্প্রষ্টব্য নিত্য নাকি অনিত্য?"

"অনিত্য, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, তা দুঃখ নাকি সুখ?"

"দুঃখ, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; তাকে 'ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা' বলে দেখা উচিত কি?"

"নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

"কায়-বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?"

"অনিত্য, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, তা দুঃখ নাকি সুখ?"

"দুঃখ, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; তাকে 'ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা' বলে দর্শন করা উচিত কি?"

"নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

"কায়-সংস্পর্শ নিত্য নাকি অনিত্য?"

"অনিত্য, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, তা দুঃখ নাকি সুখ?"

"দুঃখ, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; তাকে 'ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা' বলে দেখা উচিত কি?"

"নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

"কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা নিত্য নাকি অনিত্য?"

"অনিত্য, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, তা দুঃখ নাকি সুখ?"

"দুঃখ, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; তাকে 'ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা' বলে দেখা উচিত কি?"

"নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

৭. "মন নিত্য নাকি অনিত্য?"

"অনিত্য, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, তা দুঃখ নাকি সুখ?"

"দুঃখ, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; তাকে 'ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা' বলে দেখা উচিত কি?"

"নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

"ধর্ম নিত্য নাকি অনিত্য?"

"অনিত্য, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, তা দুঃখ নাকি সুখ?"

"দুঃখ, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; তাকে 'ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা

আমার আত্মা' বলে দেখা উচিত কি?"

"নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

"মনো-বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?"

"অনিত্য, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, তা দুঃখ নাকি সুখ?"

"দুঃখ ভন্তে।"

"যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; তাকে 'ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা' বলে দেখা উচিত কি?"

"নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

"মনো-সংস্পর্শ নিত্য নাকি অনিত্য?"

"অনিত্য, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, তা দুঃখ নাকি সুখ?"

"দুঃখ, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; তাকে 'ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা' বলে দেখা উচিত কি?"

"নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

"মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা নিত্য নাকি অনিত্য?"

"অনিত্য, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, তা দুঃখ নাকি সুখ?"

"দুঃখ, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; তাকে 'ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা' বলে দেখা উচিত কি?"

"নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

৮. হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে চক্ষুর প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, রূপের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, চক্ষু-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, চক্ষু-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হয়; শ্রোত্রের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, শব্দের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, শ্রোত্র-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, শ্রোত্র-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হয়; ঘ্রাণের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, গন্ধের প্রতি নির্বেদ

প্রাপ্ত হয়, ঘ্রাণ-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হয়; জিহ্বার প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, রসের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, জিহ্বা-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হয়; কায়ের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, স্প্রষ্টব্যের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, কায়-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, কায়-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হয়; মনের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, ধর্মের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, মনো-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, মনো-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হয়। নির্বেদ হতে বিরাগ হয়, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—"জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে (আসবক্ষয়ের নিমিত্ত) আর অপর কর্তব্য নেই।' হে ভিক্ষুগণ, ইহাই 'সর্ব' এই ভ্রান্ত ধারণার মূলোৎপাটনের সাহায্যকারী প্রতিপদা (উপায়)।"

দশম সূত্র সমাপ্ত।
সর্ব বর্গ তৃতীয় সমাপ্ত।

স্মারক গাথা :

সর্ব (সমস্ত), দুই পরিত্যাগ, অপরিজ্ঞান অপর দ্বিবিধ;
আদীপ্ত, অপবিত্র, প্রকৃত আর সাহায্যকারী দ্বিবিধ;
এভাবে বর্গ হিসেবে তা হলো কথিত।

৪. জন্মধর্মী বর্গ

১. জন্মধর্মী সূত্র

৩৩.১. আমি এরূপ শুনেছি, এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিক নির্মিত আরামে (বিহারে)। সেখানে ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, সমস্তই জন্মধর্মী (জন্ম স্বভাব বিশিষ্ট)। ভিক্ষুগণ, সমস্ত কী কী, যা জন্মধর্মী?"

২. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু জন্মধর্মী। রূপ জন্মধর্মী। চক্ষু-বিজ্ঞান জন্মধর্মী। চক্ষু-সংস্পর্শ জন্মধর্মী। চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও জন্মধর্মী। শ্রোত্র জন্মধর্মী। শব্দ জন্মধর্মী। শ্রোত্র-বিজ্ঞান জন্মধর্মী। শ্রোত্র সংস্পর্শ জন্মধর্মী। শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও জন্মধর্মী। ঘ্রাণ জন্মধর্মী, গন্ধ জন্মধর্মী, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান জন্মধর্মী। ঘ্রাণ-সংস্পর্শ জন্মধর্মী। ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও জন্মধর্মী। জিহ্বা জন্মধর্মী। রস জন্মধর্মী, জিহ্বা-বিজ্ঞান জন্মধর্মী, জিহ্বা-সংস্পর্শ জন্মধর্মী, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও জন্মধর্মী। কায় জন্মধর্মী, স্প্রষ্টব্য জন্মধর্মী, কায়-বিজ্ঞান জন্মধর্মী, কায়-সংস্পর্শ জন্মধর্মী, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও জন্মধর্মী। মন জন্মধর্মী, ধর্ম জন্মধর্মী, মনো-বিজ্ঞান জন্মধর্মী, মনো-সংস্পর্শ জন্মধর্মী, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও জন্মধর্মী।"

৩. "হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে চক্ষুর প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রূপের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। শ্রোত্রের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শব্দের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন; ঘ্রাণের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, গন্ধের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন; জিহ্বার প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রসের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়ের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, স্প্রষ্টব্যের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন; মনের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ধর্মের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ

প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ হতে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন। বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে (আসবক্ষয়ের নিমিত্ত) আর অপর কর্তব্য নাই।"

প্রথম সূত্র সমাপ্ত।

২. জরাধর্মী সূত্র

৩৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, সমস্তই জরাধর্মী। হে ভিক্ষুগণ, সমস্ত কী কী, যা জরাধর্মী"?

২. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু জরাধর্মী, রূপ জরাধর্মী, চক্ষু-বিজ্ঞান জরাধর্মী, চক্ষু-সংস্পর্শ জরাধর্মী, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও জরাধর্মী। শ্রোত্র জরাধর্মী, শব্দ জরাধর্মী, শ্রোত্র-বিজ্ঞান জরাধর্মী, শ্রোত্র-সংস্পর্শ জরাধর্মী, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও জরাধর্মী। ঘ্রাণ জরাধর্মী, গন্ধ জরাধর্মী, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান জরাধর্মী, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ জরাধর্মী, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও জরাধর্মী। জিহ্বা জরাধর্মী, রস জরাধর্মী, জিহ্বা-বিজ্ঞান জরাধর্মী, জিহ্বা-সংস্পর্শ জরাধর্মী, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও জরাধর্মী। কায় জরাধর্মী, স্প্রষ্টব্য জরাধর্মী, কায়-বিজ্ঞান জরাধর্মী, কায়-সংস্পর্শ জরাধর্মী, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও জরাধর্মী। মন জরাধর্মী, ধর্ম জরাধর্মী, মনো-বিজ্ঞান জরাধর্মী, মনো-সংস্পর্শ জরাধর্মী, মনো-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনাও জরাধর্মী।

৩. হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে চক্ষুর প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রূপের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। শ্রোত্রের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শব্দের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়,

তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। ঘ্রাণের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, গন্ধের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। জিহ্বার প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রসের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। কায়ের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, স্প্রষ্টব্যের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। মনের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন,ধর্মের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ হতে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞানের সঞ্চার হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন— 'জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য ব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে (আসব ক্ষয়ের জন্য) আর অপর কর্তব্য নাই'।"

দ্বিতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৩. ব্যাধিধর্মী সূত্র

৩৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, সমস্তই ব্যাধিধর্মী। ভিক্ষুগণ, সমস্ত কী কী, যা ব্যাধিধর্মী?"

২. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু ব্যাধিধর্মী। রূপ ব্যাধিধর্মী। চক্ষু-বিজ্ঞান ব্যাধিধর্মী। চক্ষু-সংস্পর্শ ব্যাধিধর্মী, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও ব্যাধিধর্মী। শ্রোত্র ব্যাধিধর্মী, শব্দ ব্যাধিধর্মী, শ্রোত্র-বিজ্ঞান ব্যাধিধর্মী, শ্রোত্র-সংস্পর্শ ব্যাধিধর্মী। শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও ব্যাধিধর্মী। ঘ্রাণ ব্যাধিধর্মী, গন্ধ ব্যাধিধর্মী, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান ব্যাধিধর্মী, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ ব্যাধিধর্মী, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও ব্যাধিধর্মী। জিহ্বা ব্যাধিধর্মী, রস ব্যাধিধর্মী, জিহ্বা-বিজ্ঞান ব্যাধিধর্মী, জিহ্বা-সংস্পর্শ ব্যাধিধর্মী, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও ব্যাধিধর্মী। কায় ব্যাধিধর্মী,

স্প্রষ্টব্য ব্যাধিধর্মী, কায়-বিজ্ঞান ব্যাধিধর্মী, কায়-সংস্পর্শ ব্যাধিধর্মী, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও ব্যাধিধর্মী। মন ব্যাধিধর্মী, ধর্ম ব্যাধিধর্মী, মনো-বিজ্ঞান ব্যাধিধর্মী, মনো-সংস্পর্শ ব্যাধিধর্মী, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও ব্যাধিধর্মী।

৩. হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে চক্ষুর প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রূপের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। শ্রোত্রের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শব্দের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। ঘ্রাণের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, গন্ধের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বার প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রসের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। কায়ের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, স্প্রষ্টব্যের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। মনের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন,ধর্মের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ হতে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞানের সঞ্চার হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য ব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে (আসব ক্ষয়ের জন্য) আর অপর কর্তব্য নাই'।"

তৃতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৪. মরণধর্মী সূত্র

৩৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, সমস্তই মরণধর্মী। ভিক্ষুগণ সমস্ত কী কী, যা মরণধর্মী?"

২. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু মরণধর্মী। রূপ মরণধর্মী, চক্ষু-বিজ্ঞান মরণধর্মী, চক্ষু-সংস্পর্শ মরণধর্মী, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও মরণধর্মী। শ্রোত্র মরণধর্মী, শব্দ মরণধর্মী, শ্রোত্র-বিজ্ঞান মরণধর্মী, শ্রোত্র-সংস্পর্শ মরণধর্মী, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও মরণধর্মী, ঘ্রাণ মরণধর্মী, গন্ধ মরণধর্মী, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান মরণধর্মী, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ মরণধর্মী, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও মরণধর্মী। জিহ্বা মরণধর্মী, রস মরণধর্মী, জিহ্বা-বিজ্ঞান মরণধর্মী, জিহ্বা-সংস্পর্শ মরণধর্মী, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও মরণধর্মী। কায় মরণধর্মী, স্প্রষ্টব্য মরণধর্মী, কায়-বিজ্ঞান মরণধর্মী, কায়-সংস্পর্শ মরণধর্মী, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও মরণধর্মী। মন মরণধর্মী, ধর্ম মরণধর্মী, মনো-বিজ্ঞান মরণধর্মী, মনো-সংস্পর্শ মরণধর্মী, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও মরণধর্মী।

৩. হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে চক্ষুর প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রূপের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। শ্রোত্রের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শব্দের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন। শ্রোত্র-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। ঘ্রাণের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, গন্ধের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বার প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রসের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। কায়ের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, স্প্রষ্টব্যের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত

হন, কায়-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। মনের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন,ধর্মের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ হতে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞানের সঞ্চার হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য ব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে (আসব ক্ষয়ের জন্য) আর অপর কর্তব্য নাই'।"

চতুর্থ সূত্র সমাপ্ত।

৫. শোকধর্মী সূত্র

৩৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, সমস্তই শোকধর্মী, ভিক্ষুগণ, সমস্ত কী কী, যা শোকধর্মী?"

২. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু শোকধর্মী, রূপ শোকধর্মী, চক্ষু-বিজ্ঞান শোকধর্মী, চক্ষু-সংস্পর্শ শোকধর্মী, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও শোকধর্মী। শ্রোত্র শোকধর্মী, শব্দ শোকধর্মী, শ্রোত্র-বিজ্ঞান শোকধর্মী, শ্রোত্র-সংস্পর্শ শোকধর্মী, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও শোকধর্মী। ঘ্রাণ শোকধর্মী, গন্ধ শোকধর্মী, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান শোকধর্মী, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ শোকধর্মী, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও শোকধর্মী। জিহ্বা শোকধর্মী, রস শোকধর্মী, জিহ্বা-বিজ্ঞান শোকধর্মী, জিহ্বা-সংস্পর্শ শোকধর্মী, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও শোকধর্মী। কায় শোকধর্মী, স্প্রষ্টব্য শোকধর্মী, কায়-বিজ্ঞান শোকধর্মী, কায়-সংস্পর্শ শোকধর্মী, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও শোকধর্মী। মন শোকধর্মী, ধর্ম শোকধর্মী, মনো-বিজ্ঞান শোকধর্মী, মনো-সংস্পর্শ শোকধর্মী, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও শোকধর্মী।

৩. হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে চক্ষুর প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রূপের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত

হন। শ্রোত্রের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শব্দের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। ঘ্রাণের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, গন্ধের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। জিহ্বার প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রসের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। কায়ের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, স্প্রষ্টব্যের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। মনের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন,ধর্মের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ হতে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞানের সঞ্চার হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য ব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে (আসব ক্ষয়ের জন্য) আর অপর কর্তব্য নাই'।"

পঞ্চম সূত্র সমাপ্ত।

৬. ক্লেশধর্মী সূত্র

৩৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, সমস্তই ক্লেশধর্মী। ভিক্ষুগণ, সমস্ত কী কী, যা ক্লেশধর্মী?"

২. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু ক্লেশধর্মী, রূপ ক্লেশধর্মী, চক্ষু-বিজ্ঞান ক্লেশধর্মী, চক্ষু-সংস্পর্শ ক্লেশধর্মী, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও ক্লেশধর্মী। শ্রোত্র ক্লেশধর্মী, শব্দ ক্লেশধর্মী, শ্রোত্র-বিজ্ঞান ক্লেশধর্মী, শ্রোত্র-সংস্পর্শ ক্লেশধর্মী, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও ক্লেশধর্মী। ঘ্রাণ ক্লেশধর্মী, গন্ধ ক্লেশধর্মী, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান ক্লেশধর্মী, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ ক্লেশধর্মী, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও ক্লেশধর্মী।

জিহ্বা-ক্লেশধর্মী, রস ক্লেশধর্মী, জিহ্বা-বিজ্ঞান ক্লেশধর্মী, জিহ্বা-সংস্পর্শ ক্লেশধর্মী, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও ক্লেশধর্মী। কায় ক্লেশধর্মী, স্প্রষ্টব্য ক্লেশধর্মী, কায়-বিজ্ঞান ক্লেশধর্মী, কায়-সংস্পর্শ ক্লেশধর্মী, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও ক্লেশধর্মী। মন ক্লেশধর্মী, ধর্ম ক্লেশধর্মী, মনো-বিজ্ঞান ক্লেশধর্মী, মনো-সংস্পর্শ ক্লেশধর্মী, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও ক্লেশধর্মী।"

৩. হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে চক্ষুর প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রূপের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু- বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। শ্রোত্রের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শব্দের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। ঘ্রাণের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, গন্ধের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। জিহ্বার প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রসের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। কায়ের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, স্প্রষ্টব্যের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। মনের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন,ধর্মের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ হতে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞানের সঞ্চার হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য ব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে (আসব ক্ষয়ের জন্য) আর অপর কর্তব্য নাই'।"

ষষ্ঠ সূত্র সমাপ্ত।

৭. ক্ষয়ধর্মী সূত্র

৩৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, সমস্তই ক্ষয়ধর্মী। ভিক্ষুগণ, সমস্ত কী কী, যা ক্ষয়ধর্মী?"

২. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু ক্ষয়ধর্মী, রূপ ক্ষয়ধর্মী, চক্ষু-বিজ্ঞান ক্ষয়ধর্মী, চক্ষু-সংস্পর্শ ক্ষয়ধর্মী, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও ক্ষয়ধর্মী। শ্রোত্র ক্ষয়ধর্মী, শব্দ ক্ষয়ধর্মী, শ্রোত্র-বিজ্ঞান ক্ষয়ধর্মী, শ্রোত্র-সংস্পর্শ ক্ষয়ধর্মী, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও ক্ষয়ধর্মী। ঘ্রাণ ক্ষয়ধর্মী, গন্ধ ক্ষয়ধর্মী, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান ক্ষয়ধর্মী, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ ক্ষয়ধর্মী, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও ক্ষয়ধর্মী। জিহ্বা ক্ষয়ধর্মী, রস ক্ষয়ধর্মী, জিহ্বা-বিজ্ঞান ক্ষয়ধর্মী, জিহ্বা-সংস্পর্শ-ক্ষয়ধর্মী, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও ক্ষয়ধর্মী। কায় ক্ষয়ধর্মী, স্প্রষ্টব্য ক্ষয়ধর্মী, কায়-বিজ্ঞান ক্ষয়ধর্মী, কায়-সংস্পর্শ ক্ষয়ধর্মী, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও ক্ষয়ধর্মী। মন ক্ষয়ধর্মী, ধর্ম ক্ষয়ধর্মী, মনো-বিজ্ঞান ক্ষয়ধর্মী, মনো-সংস্পর্শ ক্ষয়ধর্মী, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও ক্ষয়ধর্মী।"

৩. হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে চক্ষুর প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রূপের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। শ্রোত্রের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শব্দের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। ঘ্রাণের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, গন্ধের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। জিহ্বার প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রসের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। কায়ের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, স্প্রষ্টব্যের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত

হন, কায়-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। মনের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন,ধর্মের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ হতে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞানের সঞ্চার হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন— 'জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য ব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে (আসব ক্ষয়ের জন্য) আর অপর কর্তব্য নাই'।"

সপ্তম সূত্র সমাপ্ত।

৮. ব্যয়ধর্মী সূত্র

৪০.১. "হে ভিক্ষুগণ, সমস্তই ব্যয়ধর্মী। ভিক্ষুগণ, সমস্ত কী কী, যা ব্যয়ধর্মী?"

২. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু ব্যয়ধর্মী, রূপ ব্যয়ধর্মী, চক্ষু-বিজ্ঞান ব্যয়ধর্মী, চক্ষু-সংস্পর্শ ব্যয়ধর্মী, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও ব্যয়ধর্মী। শ্রোত্র ব্যয়ধর্মী, শব্দ ব্যয়ধর্মী, শ্রোত্র-বিজ্ঞান ব্যয়ধর্মী, শ্রোত্র-সংস্পর্শ ব্যয়ধর্মী, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও ব্যয়ধর্মী। ঘ্রাণ ব্যয়ধর্মী, গন্ধ ব্যয়ধর্মী, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান ব্যয়ধর্মী, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ ব্যয়ধর্মী, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা ও ব্যয়ধর্মী। জিহ্বা ব্যয়ধর্মী, রস ব্যয়ধর্মী, জিহ্বা-বিজ্ঞান ব্যয়ধর্মী, জিহ্বা-সংস্পর্শ ব্যয়ধর্মী, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও ব্যয়ধর্মী। কায় ব্যয়ধর্মী, স্প্রষ্টব্য ব্যয়ধর্মী, কায়-বিজ্ঞান ব্যয়ধর্মী, কায়-সংস্পর্শ ব্যয়ধর্মী, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও ব্যয়ধর্মী। মন ব্যয়ধর্মী, ধর্ম ব্যয়ধর্মী, মনো-বিজ্ঞান ব্যয়ধর্মী, মনো-সংস্পর্শ ব্যয়ধর্মী, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও ব্যয়ধর্মী।

৩. হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে চক্ষুর প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রূপের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত

হন। শ্রোত্রের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শব্দের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। ঘ্রাণের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, গন্ধের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। জিহ্বার প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রসের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। কায়ের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, স্প্রষ্টব্যের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। মনের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন,ধর্মের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ হতে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞানের সঞ্চার হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন— 'জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য ব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে (আসব ক্ষয়ের জন্য) আর অপর কর্তব্য নাই'।"

অষ্টম সূত্র সমাপ্ত।

৯. সমুদয়ধর্মী সূত্র

৪১.১. "হে ভিক্ষুগণ, সমস্তই সমুদয়ধর্মী (উৎপত্তিশীল)। ভিক্ষুগণ, সমস্ত কী কী, যা সমুদয়ধর্মী?"

২. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু সমুদয়ধর্মী, রূপ সমুদয়ধর্মী। চক্ষু-বিজ্ঞান সমুদয়ধর্মী, চক্ষু-সংস্পর্শ সমুদয়ধর্মী, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও সমুদয়ধর্মী। শ্রোত্র সমুদয়ধর্মী, শব্দ সমুদয়ধর্মী, শ্রোত্র-বিজ্ঞান সমুদয়ধর্মী, শ্রোত্র-সংস্পর্শ সমুদয়ধর্মী, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও সমুদয়ধর্মী। ঘ্রাণ সমুদয়ধর্মী, গন্ধ সমুদয়ধর্মী, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান সমুদয়ধর্মী, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ সমুদয়ধর্মী, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও সমুদয়ধর্মী। জিহ্বা সমুদয়ধর্মী, রস সমুদয়ধর্মী,

জিহ্বা-বিজ্ঞান সমুদয়ধর্মী, জিহ্বা-সংস্পর্শ সমুদয়ধর্মী, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও সমুদয়ধর্মী। কায় সমুদয়ধর্মী, স্প্রষ্টব্য সমুদয়ধর্মী, কায়-বিজ্ঞান সমুদয়ধর্মী, কায়-সংস্পর্শ সমুদয়ধর্মী, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও সমুদয়ধর্মী। মন সমুদয়ধর্মী, ধর্ম সমুদয়ধর্মী, মনো-বিজ্ঞান সমুদয়ধর্মী, মনো-সংস্পর্শ সমুদয়ধর্মী, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও সমুদয়ধর্মী।

৩. হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে চক্ষুর প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রূপের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। শ্রোত্রের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শব্দের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। ঘ্রাণের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, গন্ধের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। জিহ্বার প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রসের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। কায়ের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, স্প্রষ্টব্যের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। মনের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন,ধর্মের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ হতে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞানের সঞ্চার হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য ব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে (আসব ক্ষয়ের জন্য) আর অপর কর্তব্য নাই'।"

নবম সূত্র সমাপ্ত।

১০. নিরোধধর্মী সূত্র

৪২.১. "হে ভিক্ষুগণ সমস্তই নিরোধধর্মী। ভিক্ষুগণ, সমস্ত কী কী, যা নিরোধধর্মী?"

২. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু নিরোধধর্মী, রূপ নিরোধধর্মী, চক্ষু-বিজ্ঞান নিরোধধর্মী, চক্ষু-সংস্পর্শ নিরোধধর্মী, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও নিরোধধর্মী। শ্রোত্র নিরোধধর্মী, শব্দ নিরোধধর্মী, শ্রোত্র-বিজ্ঞান নিরোধধর্মী, শ্রোত্র-সংস্পর্শ নিরোধধর্মী, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও নিরোধধর্মী। ঘ্রাণ নিরোধধর্মী, গন্ধ নিরোধধর্মী, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান নিরোধধর্মী, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ নিরোধধর্মী, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও নিরোধধর্মী। জিহ্বা নিরোধধর্মী, রস নিরোধধর্মী, জিহ্বা-বিজ্ঞান নিরোধধর্মী, জিহ্বা-সংস্পর্শ নিরোধধর্মী, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও নিরোধধর্মী। কায় নিরোধধর্মী, স্প্রষ্টব্য নিরোধধর্মী, কায়-বিজ্ঞান নিরোধধর্মী, কায়-সংস্পর্শ নিরোধধর্মী, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও নিরোধধর্মী। মন নিরোধধর্মী, ধর্ম নিরোধধর্মী, মনো-বিজ্ঞান নিরোধধর্মী, মনো-সংস্পর্শ নিরোধধর্মী, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও নিরোধধর্মী।

৩. হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে চক্ষুর প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রূপের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। শ্রোত্রের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শব্দের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। ঘ্রাণের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, গন্ধের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। জিহ্বার প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রসের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-

অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। কায়ের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, স্প্রষ্টব্যের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। মনের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন,ধর্মের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ হতে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞানের সঞ্চার হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য ব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে (আসব ক্ষয়ের জন্য) আর অপর কর্তব্য নাই'।"

দশম সূত্র সমাপ্ত।

জন্মধর্মী বর্গ চতুর্থ সমাপ্ত।

স্মারক গাথা :

জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ, শোক ও ক্লেশ;
ক্ষয়, ব্যয়, সমুদয়, নিরোধ মিলে হলো দশ।

৫. সর্ব-অনিত্য বর্গ

১. অনিত্য সূত্র

৪৩.১. আমি এরূপ শুনেছি, এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত বিহারে অবস্থান করছিলেন। সেখানে ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, সমস্তই অনিত্য। সমস্ত কী কী, যা অনিত্য?"

"হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু অনিত্য, রূপ অনিত্য, চক্ষু-বিজ্ঞান অনিত্য, চক্ষু-সংস্পর্শ অনিত্য, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও অনিত্য। শ্রোত্র অনিত্য, শব্দ অনিত্য, শ্রোত্র-বিজ্ঞান অনিত্য, শ্রোত্র-সংস্পর্শ অনিত্য, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও অনিত্য। ঘ্রাণ অনিত্য, গন্ধ অনিত্য, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান অনিত্য, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ অনিত্য, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও অনিত্য। জিহ্বা অনিত্য, রস

অনিত্য, জিহ্বা-বিজ্ঞান অনিত্য, জিহ্বা-সংস্পর্শ অনিত্য, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অসুখ-অদুঃখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও অনিত্য। কায় অনিত্য, স্প্রষ্টব্য অনিত্য, কায়-বিজ্ঞান অনিত্য, কায়-সংস্পর্শ অনিত্য, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও অনিত্য। মন অনিত্য, ধর্ম অনিত্য, মনো-বিজ্ঞান অনিত্য, মনো-সংস্পর্শ অনিত্য, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও অনিত্য।"

২. "হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে চক্ষুর প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রূপের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। শ্রোত্রের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শব্দের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। ঘ্রাণের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, গন্ধের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। জিহ্বার প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রসের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। কায়ের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, স্প্রষ্টব্যের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। মনের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন,ধর্মের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ হতে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞানের সঞ্চার হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য ব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে (আসব ক্ষয়ের জন্য) আর অপর কর্তব্য নাই'।"

প্রথম সূত্র সমাপ্ত।

২. দুঃখ সূত্র

৪৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, সমস্ত দুঃখ। ভিক্ষুগণ, সমস্ত কী কী, যা দুঃখ?

২. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু দুঃখ, রূপ দুঃখ, চক্ষু-বিজ্ঞান দুঃখ, চক্ষু-সংস্পর্শ দুঃখ, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও দুঃখ। শ্রোত্র দুঃখ, শব্দ দুঃখ, শ্রোত্র-বিজ্ঞান দুঃখ, শ্রোত্র-সংস্পর্শ দুঃখ, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও দুঃখ। ঘ্রাণ দুঃখ, গন্ধ দুঃখ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান দুঃখ, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ দুঃখ, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও দুঃখ। জিহ্বা দুঃখ, রস দুঃখ, জিহ্বা-বিজ্ঞান দুঃখ, জিহ্বা-সংস্পর্শ দুঃখ, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও দুঃখ। কায় দুঃখ, স্প্রষ্টব্য দুঃখ, কায়-বিজ্ঞান দুঃখ, কায়-সংস্পর্শ দুঃখ, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও দুঃখ। মন দুঃখ, ধর্ম দুঃখ, মনো-বিজ্ঞান দুঃখ, মনো-সংস্পর্শ দুঃখ, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও দুঃখ।"

৩. হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে চক্ষুর প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রূপের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। শ্রোত্রের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শব্দের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। ঘ্রাণের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, গন্ধের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। জিহ্বার প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রসের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। কায়ের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, স্প্রষ্টব্যের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। মনের

প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন,ধর্মের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ হতে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞানের সঞ্চার হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন— 'জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য ব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে (আসব ক্ষয়ের জন্য) আর অপর কর্তব্য নাই'।"

দ্বিতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৩. অনাত্ম সূত্র

৪৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, সমস্তই অনাত্ম। ভিক্ষুগণ, সমস্ত কী কী, যা অনাত্ম?"

২. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু অনাত্ম, রূপ অনাত্ম, চক্ষু-বিজ্ঞান অনাত্ম, চক্ষু-সংস্পর্শ অনাত্ম, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও অনাত্ম। শ্রোত্র অনাত্ম, শব্দ অনাত্ম, শ্রোত্র-বিজ্ঞান অনাত্ম, শ্রোত্র-সংস্পর্শ অনাত্ম, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও অনাত্ম। ঘ্রাণ অনাত্ম, গন্ধ অনাত্ম, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান অনাত্ম, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ অনাত্ম, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও অনাত্ম। জিহ্বা অনাত্ম, রস অনাত্ম, জিহ্বা-বিজ্ঞান অনাত্ম, জিহ্বা-সংস্পর্শ অনাত্ম, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও অনাত্ম। কায় অনাত্ম, স্প্রষ্টব্য অনাত্ম, কায়-বিজ্ঞান অনাত্ম, কায়-সংস্পর্শ অনাত্ম, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও অনাত্ম। মন অনাত্ম, ধর্ম অনাত্ম, মনো-বিজ্ঞান অনাত্ম, মনো-সংস্পর্শ অনাত্ম, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও অনাত্ম।"

৩. হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে চক্ষুর প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রূপের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। শ্রোত্রের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শব্দের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন,

শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। ঘ্রাণের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, গন্ধের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। জিহ্বার প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রসের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। কায়ের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, স্প্রষ্টব্যের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। মনের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন,ধর্মের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ হতে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞানের সঞ্চার হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য ব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে (আসব ক্ষয়ের জন্য) আর অপর কর্তব্য নাই'।"

তৃতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৪. অভিজ্ঞেয় সূত্র

৪৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, সমস্তই অভিজ্ঞেয়[১]। ভিক্ষুগণ, সমস্ত কী কী, যা অভিজ্ঞেয়?"

২. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু অভিজ্ঞেয়, রূপ অভিজ্ঞেয়, চক্ষু-বিজ্ঞান অভিজ্ঞেয়, চক্ষু-সংস্পর্শ অভিজ্ঞেয়, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও অভিজ্ঞেয়। শ্রোত্র অভিজ্ঞেয়, শব্দ অভিজ্ঞেয়, শ্রোত্র-বিজ্ঞান অভিজ্ঞেয়, শ্রোত্র-সংস্পর্শ অভিজ্ঞেয়, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও অভিজ্ঞেয়। ঘ্রাণ অভিজ্ঞেয়, গন্ধ অভিজ্ঞেয়, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান অভিজ্ঞেয়, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ অভিজ্ঞেয়, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও অভিজ্ঞেয়। জিহ্বা অভিজ্ঞেয়, রস অভিজ্ঞেয়, জিহ্বা-বিজ্ঞান অভিজ্ঞেয়,

---

[১]। যা সম্পূর্ণরূপে জানা উচিত (অভিধান)।

জিহ্বা-সংস্পর্শ অভিজ্ঞেয়, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও অভিজ্ঞেয়। কায় অভিজ্ঞেয়, স্প্রষ্টব্য অভিজ্ঞেয়, কায়-বিজ্ঞান অভিজ্ঞেয়, কায়-সংস্পর্শ অভিজ্ঞেয়, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও অভিজ্ঞেয়। মন অভিজ্ঞেয়, ধর্ম অভিজ্ঞেয়, মনো-বিজ্ঞান অভিজ্ঞেয়, মনো-সংস্পর্শ অভিজ্ঞেয়, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও অভিজ্ঞেয়।”

৩. হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে চক্ষুর প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রূপের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। শ্রোত্রের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শব্দের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। ঘ্রাণের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, গন্ধের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। জিহ্বার প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রসের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। কায়ের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, স্প্রষ্টব্যের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। মনের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন,ধর্মের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ হতে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে ‘বিমুক্ত হয়েছি’ বলে জ্ঞানের সঞ্চার হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—‘জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য ব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে (আসব ক্ষয়ের জন্য) আর অপর কর্তব্য নাই’।”

চতুর্থ সূত্র সমাপ্ত।

৫. পরিজ্ঞেয় সূত্র

৪৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, সমস্তই পরিজ্ঞেয়[১]। ভিক্ষুগণ, সমস্ত কী কী, যা পরিজ্ঞেয়?"

২. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু পরিজ্ঞেয়, রূপ পরিজ্ঞেয়, চক্ষু-বিজ্ঞান পরিজ্ঞেয়, চক্ষু-সংস্পর্শ পরিজ্ঞেয়, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও পরিজ্ঞেয়। শ্রোত্র পরিজ্ঞেয়, শব্দ পরিজ্ঞেয়, শ্রোত্র-বিজ্ঞান পরিজ্ঞেয়, শ্রোত্র-সংস্পর্শ পরিজ্ঞেয়, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও পরিজ্ঞেয়। ঘ্রাণ পরিজ্ঞেয়, গন্ধ পরিজ্ঞেয়, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান পরিজ্ঞেয়, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ পরিজ্ঞেয়, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও পরিজ্ঞেয়। জিহ্বা পরিজ্ঞেয়, রস পরিজ্ঞেয়, জিহ্বা-বিজ্ঞান পরিজ্ঞেয়, জিহ্বা-সংস্পর্শ পরিজ্ঞেয়, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও পরিজ্ঞেয়। কায় পরিজ্ঞেয়, স্প্রষ্টব্য পরিজ্ঞেয়, কায়-বিজ্ঞান পরিজ্ঞেয়, কায়-সংস্পর্শ পরিজ্ঞেয়, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও পরিজ্ঞেয়। মন পরিজ্ঞেয়, ধর্ম পরিজ্ঞেয়, মনো-বিজ্ঞান পরিজ্ঞেয়, মনো-সংস্পর্শ পরিজ্ঞেয়, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও পরিজ্ঞেয়।"

৩. হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে চক্ষুর প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রূপের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। শ্রোত্রের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শব্দের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। ঘ্রাণের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, গন্ধের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। জিহ্বার প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রসের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-

---

[১]। যা সম্যকভাবে জানা উচিত। (পালি অভিধান)

অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। কায়ের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, স্প্রষ্টব্যের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। মনের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন,ধর্মের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ হতে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞানের সঞ্চার হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য ব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে (আসব ক্ষয়ের জন্য) আর অপর কর্তব্য নাই'।"

পঞ্চম সূত্র সমাপ্ত।

৬. পরিত্যাজ্য সূত্র

৪৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, সমস্তই পরিত্যাজ্য। ভিক্ষুগণ, সমস্ত কী কী, যা পরিত্যাজ্য?"

২. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু পরিত্যাজ্য, রূপ পরিত্যাজ্য, চক্ষু-বিজ্ঞান পরিত্যাজ্য, চক্ষু-সংস্পর্শ পরিত্যাজ্য, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও পরিত্যাজ্য। শ্রোত্র পরিত্যাজ্য, শব্দ পরিত্যাজ্য, শ্রোত্র-বিজ্ঞান পরিত্যাজ্য, শ্রোত্র-সংস্পর্শ পরিত্যাজ্য, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও পরিত্যাজ্য। ঘ্রাণ পরিত্যাজ্য, গন্ধ পরিত্যাজ্য, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান পরিত্যাজ্য, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ পরিত্যাজ্য, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও পরিত্যাজ্য। জিহ্বা পরিত্যাজ্য, রস পরিত্যাজ্য, জিহ্বা-বিজ্ঞান পরিত্যাজ্য, জিহ্বা-সংস্পর্শ পরিত্যাজ্য, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও পরিত্যাজ্য। কায় পরিত্যাজ্য, স্প্রষ্টব্য পরিত্যাজ্য, কায়-বিজ্ঞান পরিত্যাজ্য, কায়-সংস্পর্শ পরিত্যাজ্য, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও পরিত্যাজ্য। মন পরিত্যাজ্য, ধর্ম পরিত্যাজ্য, মনো-বিজ্ঞান পরিত্যাজ্য, মনো-সংস্পর্শ পরিত্যাজ্য, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও পরিত্যাজ্য।"

৩. হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে চক্ষুর

প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রূপের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। শ্রোত্রের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শব্দের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। ঘ্রাণের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, গন্ধের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। জিহ্বার প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রসের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। কায়ের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, স্প্রষ্টব্যের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। মনের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন,ধর্মের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ হতে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞানের সঞ্চার হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য ব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে (আসব ক্ষয়ের জন্য) আর অপর কর্তব্য নাই'।"

ষষ্ঠ সূত্র সমাপ্ত।

৭. উপলব্ধি করণীয় সূত্র

৪৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, সমস্তই উপলব্ধি করণীয়। ভিক্ষুগণ, সমস্ত কী কী, যা উপলব্ধি করণীয়?"

২. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু উপলব্ধি করণীয়, রূপ উপলব্ধি করণীয়, চক্ষু-বিজ্ঞান উপলব্ধি করণীয়, চক্ষু-সংস্পর্শ উপলব্ধি করণীয়, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও উপলব্ধি করণীয়। শ্রোত্র উপলব্ধি করণীয়, শব্দ উপলব্ধি করণীয়, শ্রোত্র-বিজ্ঞান উপলব্ধি

করণীয়, শ্রোত্র-সংস্পর্শ উপলব্ধি করণীয়, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও উপলব্ধি করণীয়। ঘ্রাণ উপলব্ধি করণীয়, গন্ধ উপলব্ধি করণীয়, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান উপলব্ধি করণীয়, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ উপলব্ধি করণীয়, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও উপলব্ধি করণীয়, জিহ্বা উপলব্ধি করণীয়, রস উপলব্ধি করণীয়, জিহ্বা-বিজ্ঞান উপলব্ধি করণীয়, জিহ্বা-সংস্পর্শ উপলব্ধি করণীয়, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও উপলব্ধি করণীয়। কায় উপলব্ধি করণীয়, স্প্রষ্টব্য উপলব্ধি করণীয়, কায়-বিজ্ঞান উপলব্ধি করণীয়, কায়-সংস্পর্শ উপলব্ধি করণীয়, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও উপলব্ধি করণীয়। মন উপলব্ধি করণীয়, ধর্ম উপলব্ধি করণীয়, মনো-বিজ্ঞান উপলব্ধি করণীয়, মনো-সংস্পর্শ উপলব্ধি করণীয়, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও উপলব্ধি করণীয়।”

৩. হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে চক্ষুর প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রূপের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। শ্রোত্রের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শব্দের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। ঘ্রাণের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, গন্ধের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। জিহ্বার প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রসের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। কায়ের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, স্প্রষ্টব্যের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। মনের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন,ধর্মের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-বিজ্ঞানের প্রতি

নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ হতে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞানের সঞ্চার হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য ব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে (আসব ক্ষয়ের জন্য) আর অপর কর্তব্য নাই'।"

সপ্তম সূত্র সমাপ্ত।

৮. অভিজ্ঞেয়-পরিজ্ঞেয় সূত্র

৫০.১. "হে ভিক্ষুগণ, সমস্তই অভিজ্ঞেয়-পরিজ্ঞেয়। ভিক্ষুগণ, সমস্ত কী কী, যা অভিজ্ঞেয়-পরিজ্ঞেয়?"

২. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু অভিজ্ঞেয়-পরিজ্ঞেয়, রূপ অভিজ্ঞেয়-পরিজ্ঞেয়, চক্ষু-বিজ্ঞান অভিজ্ঞেয়-পরিজ্ঞেয়, চক্ষু-সংস্পর্শ অভিজ্ঞেয়-পরিজ্ঞেয়, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও অভিজ্ঞেয়-পরিজ্ঞেয়। শ্রোত্র অভিজ্ঞেয়-পরিজ্ঞেয়, শব্দ অভিজ্ঞেয়-পরিজ্ঞেয়, শ্রোত্র-বিজ্ঞান অভিজ্ঞেয়-পরিজ্ঞেয়, শ্রোত্র-সংস্পর্শ অভিজ্ঞেয়-পরিজ্ঞেয়, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও অভিজ্ঞেয়-পরিজ্ঞেয়। ঘ্রাণ অভিজ্ঞেয়-পরিজ্ঞেয়, গন্ধ অভিজ্ঞেয়-পরিজ্ঞেয়, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান অভিজ্ঞেয়-পরিজ্ঞেয়, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ অভিজ্ঞেয়-পরিজ্ঞেয়, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও অভিজ্ঞেয়-পরিজ্ঞেয়। জিহ্বা অভিজ্ঞেয়-পরিজ্ঞেয়, রস অভিজ্ঞেয়-পরিজ্ঞেয়, জিহ্বা-বিজ্ঞান অভিজ্ঞেয়-পরিজ্ঞেয়, জিহ্বা-সংস্পর্শ অভিজ্ঞেয়-পরিজ্ঞেয়, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও অভিজ্ঞেয়-পরিজ্ঞেয়। কায় অভিজ্ঞেয়-পরিজ্ঞেয়, স্প্রষ্টব্য অভিজ্ঞেয়-পরিজ্ঞেয়, কায়-বিজ্ঞান অভিজ্ঞেয়-পরিজ্ঞেয়, কায়-সংস্পর্শ অভিজ্ঞেয়-পরিজ্ঞেয়, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও অভিজ্ঞেয়-পরিজ্ঞেয়। মন অভিজ্ঞেয়-পরিজ্ঞেয়, ধর্ম অভিজ্ঞেয়-পরিজ্ঞেয়, মনো-বিজ্ঞান অভিজ্ঞেয়-পরিজ্ঞেয়, মনো-সংস্পর্শ অভিজ্ঞেয়-পরিজ্ঞেয়, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও অভিজ্ঞেয়-পরিজ্ঞেয়।"

৩. "হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে চক্ষুর প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রূপের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-বিজ্ঞানের প্রতি

নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। শ্রোত্রের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শব্দের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। ঘ্রাণের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, গন্ধের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। জিহ্বার প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রসের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। কায়ের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, স্প্রষ্টব্যের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। মনের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন,ধর্মের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ হতে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞানের সঞ্চার হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য ব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে (আসব ক্ষয়ের জন্য) আর অপর কর্তব্য নাই'।"

অষ্টম সূত্র সমাপ্ত।

৯. উপদ্রুত সূত্র

৫১.১. "হে ভিক্ষুগণ, সমস্তই উপদ্রুত, ভিক্ষুগণ, সমস্ত কী কী, যা উপদ্রুত?"

২. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু উপদ্রুত, রূপ উপদ্রুত, চক্ষু-বিজ্ঞান উপদ্রুত, চক্ষু-সংস্পর্শ উপদ্রুত, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও উপদ্রুত। শ্রোত্র উপদ্রুত, শব্দ উপদ্রুত, শ্রোত্র-বিজ্ঞান উপদ্রুত, শ্রোত্র-সংস্পর্শ উপদ্রুত, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও উপদ্রুত। ঘ্রাণ উপদ্রুত, গন্ধ

উপদ্রুত, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান উপদ্রুত, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ উপদ্রুত, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও উপদ্রুত। জিহ্বা উপদ্রুত, রস উপদ্রুত, জিহ্বা-বিজ্ঞান উপদ্রুত, জিহ্বা-সংস্পর্শ উপদ্রুত, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও উপদ্রুত। কায় উপদ্রুত, স্প্রষ্টব্য উপদ্রুত, কায়-বিজ্ঞান উপদ্রুত, কায়-সংস্পর্শ উপদ্রুত, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও উপদ্রুত। মন উপদ্রুত, ধর্ম উপদ্রুত, মনো-বিজ্ঞান উপদ্রুত, মনো-সংস্পর্শ উপদ্রুত, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও উপদ্রুত।”

৩. হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে চক্ষুর প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রূপের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। শ্রোত্রের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শব্দের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। ঘ্রাণের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, গন্ধের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। জিহ্বার প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রসের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। কায়ের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, স্প্রষ্টব্যের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। মনের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন,ধর্মের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ হতে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞানের সঞ্চার হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন— 'জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য ব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত

হয়েছে এবং এ জীবনে (আসব ক্ষয়ের জন্য) আর অপর কর্তব্য নাই'।"

নবম সূত্র সমাপ্ত।

১০. উৎপীড়িত সূত্র

৫২.১. "হে ভিক্ষুগণ, সমস্তই উৎপীড়িত। ভিক্ষুগণ, সমস্ত কী কী, যা উৎপীড়িত?"

২. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু উৎপীড়িত, রূপ উৎপীড়িত, চক্ষু-বিজ্ঞান উৎপীড়িত, চক্ষু-সংস্পর্শ উৎপীড়িত, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও উৎপীড়িত। শ্রোত্র উৎপীড়িত, শব্দ উৎপীড়িত, শ্রোত্র-বিজ্ঞান উৎপীড়িত, শ্রোত্র-সংস্পর্শ উৎপীড়িত, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও উৎপীড়িত। ঘ্রাণ উৎপীড়িত, গন্ধ উৎপীড়িত, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান উৎপীড়িত, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ উৎপীড়িত, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও উৎপীড়িত। জিহ্বা উৎপীড়িত, রস উৎপীড়িত, জিহ্বা-বিজ্ঞান উৎপীড়িত, জিহ্বা-সংস্পর্শ উৎপীড়িত, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও উৎপীড়িত। কায় উৎপীড়িত, স্প্রষ্টব্য উৎপীড়িত, কায়-বিজ্ঞান উৎপীড়িত, কায়-সংস্পর্শ উৎপীড়িত, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও উৎপীড়িত। মন উৎপীড়িত, ধর্ম উৎপীড়িত, মনো-বিজ্ঞান উৎপীড়িত, মনো-সংস্পর্শ উৎপীড়িত, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও উৎপীড়িত।"

৩. "হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে চক্ষুর প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রূপের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। শ্রোত্রের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শব্দের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। ঘ্রাণের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, গন্ধের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। জিহ্বার প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রসের প্রতি

নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। কায়ের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, স্প্রষ্টব্যের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। মনের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন,ধর্মের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ হতে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞানের সঞ্চার হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য ব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে (আসব ক্ষয়ের জন্য) আর অপর কর্তব্য নাই'।"

দশম সূত্র সমাপ্ত।

স্মারক গাথা :

অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম, অভিজ্ঞেয় আর পরিজ্ঞেয়;
পরিত্যাজ্য, উপলব্ধি করণীয়, অভিজ্ঞেয়-পরিজ্ঞেয়;
উপদ্রুত, আর উৎপীড়িত, বর্গ এভাবে কথিত।

ষড়ায়তন বর্গে প্রথম পঞ্চাশক সমাপ্ত।

স্মারক গাথা :

অনিত্য বর্গ, যমক বর্গ, সর্ব বর্গ ও জন্মধর্মী বর্গ;
সর্ব অনিত্য বর্গ কিন্তু হলো পঞ্চমে উক্ত।

৬. অবিদ্যা বর্গ

১. অবিদ্যা পরিত্যাগ সূত্র

৫৩.১. আমি এরূপ শুনেছি, এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন, জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে। অতঃপর একজন ভিক্ষু যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে

বললেন, "ভন্তে, কীভাবে জ্ঞাত হলে, কীভাবে দর্শন করলে অবিদ্যা[১] পরিত্যক্ত হয়, বিদ্যা উৎপন্ন হয়?"

২. "হে ভিক্ষু, চক্ষু অনিত্য; এভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অবিদ্যা পরিত্যক্ত হয়, বিদ্যা উৎপন্ন হয়। রূপ অনিত্য; এভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অবিদ্যা পরিত্যক্ত হয়, বিদ্যা উৎপন্ন হয়। চক্ষু-বিজ্ঞান অনিত্য; এভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অবিদ্যা পরিত্যক্ত হয় ও বিদ্যা উৎপন্ন হয়। চক্ষু-সংস্পর্শ অনিত্য; এভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অবিদ্যা পরিত্যক্ত হয়, বিদ্যা উৎপন্ন হয়। চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও অনিত্য; এভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অবিদ্যা পরিত্যক্ত হয়, বিদ্যা উৎপন্ন হয়।

৩. শ্রোত্র অনিত্য; এভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অবিদ্যা পরিত্যক্ত হয়, বিদ্যা উৎপন্ন হয়। শব্দ অনিত্য; এভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অবিদ্যা পরিত্যক্ত হয়, বিদ্যা উৎপন্ন হয়। শ্রোত্র-বিজ্ঞান অনিত্য; এভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অবিদ্যা পরিত্যক্ত হয় ও বিদ্যা উৎপন্ন হয়। শ্রোত্র-সংস্পর্শ অনিত্য; এভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অবিদ্যা পরিত্যক্ত হয়, বিদ্যা উৎপন্ন হয়। শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও অনিত্য; এভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অবিদ্যা পরিত্যক্ত হয়, বিদ্যা উৎপন্ন হয়।

৪. ঘ্রাণ অনিত্য; এভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অবিদ্যা পরিত্যক্ত হয়, বিদ্যা উৎপন্ন হয়। গন্ধ অনিত্য; এভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অবিদ্যা পরিত্যক্ত হয়, বিদ্যা উৎপন্ন হয়। ঘ্রাণ-বিজ্ঞান অনিত্য; এভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অবিদ্যা পরিত্যক্ত হয়, বিদ্যা উৎপন্ন হয়। ঘ্রাণ-সংস্পর্শ অনিত্য; এভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অবিদ্যা পরিত্যক্ত হয়, বিদ্যা উৎপন্ন হয়। ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও অনিত্য; এভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অবিদ্যা পরিত্যক্ত হয়, বিদ্যা উৎপন্ন হয়।

৫. জিহ্বা অনিত্য; এভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অবিদ্যা পরিত্যক্ত হয়, বিদ্যা উৎপন্ন হয়। রস অনিত্য; এভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে

---

[১]। **অবিদ্যা**—অজ্ঞানতা, বিশেষার্থে-দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ নিরোধ ও দুঃখ-নিরোধের উপায় সম্পর্কে অজ্ঞানতা, প্রতীত্যসমুৎপাদ সম্বন্ধে অজ্ঞানতাই অবিদ্যা। তৎবিপরীতই বিদ্যা।

অবিদ্যা পরিত্যক্ত হয়, বিদ্যা উৎপন্ন হয়। জিহ্বা-বিজ্ঞান অনিত্য; এভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অবিদ্যা পরিত্যক্ত হয়, বিদ্যা উৎপন্ন হয়। জিহ্বা-সংস্পর্শ অনিত্য; এভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অবিদ্যা পরিত্যক্ত হয়, বিদ্যা উৎপন্ন হয়। জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও অনিত্য; এভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অবিদ্যা পরিত্যক্ত হয়। বিদ্যা উৎপন্ন হয়।

৬. কায় অনিত্য; এভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অবিদ্যা পরিত্যক্ত হয়, বিদ্যা উৎপন্ন হয়। স্প্রষ্টব্য অনিত্য; এভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অবিদ্যা পরিত্যক্ত হয়, বিদ্যা উৎপন্ন হয়। কায়-বিজ্ঞান অনিত্য; এভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অবিদ্যা পরিত্যক্ত হয়, বিদ্যা উৎপন্ন হয়। কায়-সংস্পর্শ অনিত্য; এভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অবিদ্যা পরিত্যক্ত হয়, বিদ্যা উৎপন্ন হয়, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও অনিত্য; এভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অবিদ্যা পরিত্যক্ত হয়, বিদ্যা উৎপন্ন হয়।

৭. মন অনিত্য; এভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অবিদ্যা পরিত্যক্ত হয়, বিদ্যা উৎপন্ন হয়। ধর্ম অনিত্য; এভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অবিদ্যা পরিত্যক্ত হয়, বিদ্যা উৎপন্ন হয়। মনো-বিজ্ঞান অনিত্য; এভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অবিদ্যা পরিত্যক্ত হয়, বিদ্যা উৎপন্ন হয়। মনো-সংস্পর্শ অনিত্য; এভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অবিদ্যা পরিত্যক্ত হয়, বিদ্যা উৎপন্ন হয়। মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও অনিত্য; এভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অবিদ্যা পরিত্যক্ত হয়, বিদ্যা উৎপন্ন হয়।"

"হে ভিক্ষু, এভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অবিদ্যা পরিত্যক্ত হয, বিদ্যা উৎপন্ন হয়।"

প্রথম সূত্র সমাপ্ত।

২. সংযোজন পরিত্যাগ সূত্র

৫৪.১. "ভন্তে, কিভাবে জ্ঞাত হলে, কিভাবে দর্শন করলে সংযোজনসমূহ[১] পরিত্যক্ত হয়?"

---

[১]। **সংযোজন**—ভবচক্রে সত্ত্বগণকে সংযুক্ত করে এ অর্থে সংযোজন। তন্মধ্যে সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত পরামর্শ বা ব্রতশুদ্ধিবাদ, কামরাগ ও ব্যাপাদ নিম্নভাগীয়, রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা উর্ধ্বভাগীয়। স্রোতাপত্তিমার্গ দ্বারা প্রথম তিন সংযোজন

২. "হে ভিক্ষু, চক্ষুকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ পরিত্যক্ত হয়। রূপকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ পরিত্যক্ত হয়। চক্ষু-বিজ্ঞানকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ পরিত্যক্ত হয়। চক্ষু-সংস্পর্শকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ পরিত্যক্ত হয়। চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাকেও অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ পরিত্যক্ত হয়।

৩. শ্রোত্রকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ পরিত্যক্ত হয়। শব্দকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ পরিত্যক্ত হয়। শ্রোত্র-বিজ্ঞানকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ পরিত্যক্ত হয়, শ্রোত্র-সংস্পর্শকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ পরিত্যক্ত হয়। শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাকেও অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ পরিত্যক্ত হয়।

৪. ঘ্রাণকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ পরিত্যক্ত হয়। গন্ধকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ পরিত্যক্ত হয়। ঘ্রাণ-বিজ্ঞানকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ পরিত্যক্ত হয়। ঘ্রাণ-সংস্পর্শকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ পরিত্যক্ত হয়। ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাকেও অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ পরিত্যক্ত হয়।

৫. জিহ্বাকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ পরিত্যক্ত হয়। রসকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ পরিত্যক্ত হয়। জিহ্বা-বিজ্ঞানকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ পরিত্যক্ত হয়। জিহ্বা-সংস্পর্শকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ পরিত্যক্ত হয়। জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাকেও অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ পরিত্যক্ত হয়।

৬. কায়কে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ

সমুচ্ছেদ হয়, সকৃদাগামী মার্গ কামরাগ ও ব্যাপাদ ক্ষীণ করে, অনাগামী মার্গে কামরাগ ও ব্যাপাদ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় এবং অর্হত্ত্বমার্গে অবশিষ্ট সংযোজন সমুচ্ছেদ হয়।

পরিত্যক্ত হয়। স্প্রষ্টব্যকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ পরিত্যক্ত হয়। কায়-বিজ্ঞানকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ পরিত্যক্ত হয়। কায়-সংস্পর্শকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ পরিত্যক্ত হয়। কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাকেও অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ পরিত্যক্ত হয়।

৭. মনকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ পরিত্যক্ত হয়। ধর্মকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ পরিত্যক্ত হয়। মনো-বিজ্ঞানকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ পরিত্যক্ত হয়। মনো-সংস্পর্শকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ পরিত্যক্ত হয়। মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাকেও অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ পরিত্যক্ত হয়।"

"হে ভিক্ষু, এভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ পরিত্যক্ত হয়।"

দ্বিতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৩. সংযোজন মূলোৎপাটন সূত্র

৫৫.১. "ভন্তে, কিভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়?"

২. "হে ভিক্ষু, চক্ষুকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। রূপকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। চক্ষু-বিজ্ঞানকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। চক্ষু-সংস্পর্শকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাকেও অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়।

৩. শ্রোত্রকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। শব্দকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। শ্রোত্র-বিজ্ঞানকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। শ্রোত্র-সংস্পর্শকে

অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাকেও অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়।

৪. ঘ্রাণকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। গন্ধকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। ঘ্রাণ-বিজ্ঞানকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। ঘ্রাণ-সংস্পর্শকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাকেও অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়।

৫. জিহ্বাকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। রসকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। জিহ্বা-বিজ্ঞানকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। জিহ্বা-সংস্পর্শকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাকেও অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়।

৬. কায়কে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। স্প্রষ্টব্যকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। কায়-বিজ্ঞানকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। কায়-সংস্পর্শকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাকেও অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়।

৭. মনকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। ধর্মকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। মনো-বিজ্ঞানকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। মনো-সংস্পর্শকে

অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাকেও অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়।

হে ভিক্ষু, এভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সংযোজনসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়।"

তৃতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৪. আসব[১] পরিত্যাগ সূত্র

৫৬.১. "ভন্তে, কিভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ পরিত্যক্ত হয়?"

২. "হে ভিক্ষু, চক্ষুকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ পরিত্যক্ত হয়। রূপকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ পরিত্যক্ত (অন্তর্হিত) হয়। চক্ষু-বিজ্ঞানকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ পরিত্যক্ত হয়। চক্ষু-সংস্পর্শকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ পরিত্যক্ত হয়। চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাকেও অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ পরিত্যক্ত হয়।

৩. শ্রোত্রকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ পরিত্যক্ত হয়। শব্দকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ পরিত্যক্ত হয়। শ্রোত্র-বিজ্ঞানকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ পরিত্যক্ত হয়। শ্রোত্র-সংস্পর্শকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ পরিত্যক্ত হয়। শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাকেও অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ পরিত্যক্ত হয়।

৪. ঘ্রাণকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ পরিত্যক্ত হয়। গন্ধকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ পরিত্যক্ত

---

[১]। **আসব**—জন্ম হতে জন্মান্তরে, প্রাণীগণের চিত্ত-প্রবাহে স্রবিত বা প্রবাহিত হয় বলে আসব। অথবা আসব এমন এক ধর্ম যা হতে দুঃখ ও ক্লেশ স্রবিত ও প্রসূত হয় (প-সূ)। বৌদ্ধ-দর্শনে আসব চার প্রকার। যথা—কামাসব, ভবাসব, দৃষ্টি-আসব ও অবিদ্যাসব। কামাসবের আলম্বন রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্প্রষ্টব্য। ভবাসবের আলম্বন নিজের সত্ত্বা বা অস্তিত্ব। দৃষ্ট্যাসবের আলম্বন অবিনশ্বর আত্মা। অবিদ্যাসব এই সমস্তের সাথে জড়িত।

হয়। ঘ্রাণ-বিজ্ঞানকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ পরিত্যক্ত হয়। ঘ্রাণ-সংস্পর্শকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ পরিত্যক্ত হয়। ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাকেও অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ পরিত্যক্ত হয়।

৫. জিহ্বাকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ পরিত্যক্ত হয়। রসকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ পরিত্যক্ত হয়। জিহ্বা-বিজ্ঞানকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ পরিত্যক্ত হয়। জিহ্বা-সংস্পর্শকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ পরিত্যক্ত হয়। জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাকেও অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ পরিত্যক্ত হয়।

৬. কায়কে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ পরিত্যক্ত হয়। স্প্রষ্টব্যকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ পরিত্যক্ত হয়। কায়-বিজ্ঞানকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ পরিত্যক্ত হয়। কায়-সংস্পর্শকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ পরিত্যক্ত হয়। কায়-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনাকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ পরিত্যক্ত হয়।

৭. মনকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ পরিত্যক্ত হয়। ধর্মকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ পরিত্যক্ত হয়। মনো-বিজ্ঞানকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ পরিত্যক্ত হয়। মনো-সংস্পর্শকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ পরিত্যক্ত হয়। মনো-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনাকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ পরিত্যক্ত হয়।"

"হে ভিক্ষু, এভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ পরিত্যক্ত হয়।"

চতুর্থ সূত্র সমাপ্ত।

৫. আসব মূলোৎপাটন সূত্র

৫৭.১. "ভন্তে, কিভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ সমূলে

উৎপাটিত হয়?”

২. “হে ভিক্ষু, চক্ষুকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। রূপকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। চক্ষু-বিজ্ঞানকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। চক্ষু-সংস্পর্শকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনাকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়।

৩. শ্রোত্রকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। শব্দকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। শ্রোত্র-বিজ্ঞানকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। শ্রোত্র-সংস্পর্শকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাকেও অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়।

৪. ঘ্রাণকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। গন্ধকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। ঘ্রাণ-বিজ্ঞানকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। ঘ্রাণ-সংস্পর্শকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাকেও অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়।

৫. জিহ্বাকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। রসকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। জিহ্বা-বিজ্ঞানকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। জিহ্বা-সংস্পর্শকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাকেও অনাত্মরূপে দর্শন করলে ও জ্ঞাত হলে আসবসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়।

৬. কায়কে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। স্প্রষ্টব্যকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। কায়-বিজ্ঞানকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও

দর্শন করলে আসবসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। কায়-সংস্পর্শকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। কায়-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনাকেও অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়।

৭. মনকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। ধর্মকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। মনো-বিজ্ঞানকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। মনো-সংস্পর্শকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। মনো-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনাকেও অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়।”

“হে ভিক্ষু, এভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আসবসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়।”

পঞ্চম সূত্র সমাপ্ত।

৬. অনুশয় পরিত্যাগ সূত্র

৫৮.১. “ভন্তে, কিভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অনুশয়[১] পরিত্যক্ত হয়?”

২. “হে ভিক্ষু, চক্ষুকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অনুশয়সমূহ পরিত্যক্ত হয়। রূপকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অনুশয়সমূহ পরিত্যক্ত হয়। চক্ষু-বিজ্ঞানকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অনুশয়সমূহ প্রহীন (পরিত্যক্ত) হয়। চক্ষু-সংস্পর্শকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অনুশয়সমূহ প্রহীন হয়। চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনাকেও অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অনুশয়সমূহ প্রহীন হয়।

৩. শ্রোত্রকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অনুশয়সমূহ প্রহীন হয়। শব্দকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অনুশয়সমূহ প্রহীন হয়। শ্রোত্র-বিজ্ঞানকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অনুশয়সমূহ প্রহীন

---

[১]। **অনুশয়**—‘থামগতট্‌ঠেন অনুসেন্তীতি অনুসযা’—‘শক্তভাবে চিত্ত সন্ততিতে শয়ন করে’ এই অর্থে অনুশয়; প্রচ্ছন্ন অকুশল মনোবৃত্তি। অনুশয় সাত প্রকার। যথা : কামরাগ, ভবরাগ, প্রতিঘ (প্রতিহিংসা), মান (অহংকার), দৃষ্টি (ভ্রান্তধারণা), বিচিকিৎসা (সংশয়) ও অবিদ্যা অনুশয়।

হয়। শ্রোত্র-সংস্পর্শকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অনুশয়সমূহ প্রহীন হয়। শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনাকেও অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অনুশয়সমূহ প্রহীন হয়।

৪. ঘ্রাণকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অনুশয়সমূহ প্রহীন হয়। গন্ধকে, ঘ্রাণ-বিজ্ঞানকে, ঘ্রাণ-সংস্পর্শকে এবং ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনাকেও অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অনুশয়সমূহ প্রহীন হয়।

৫. জিহ্বাকে, রসকে, জিহ্বা-বিজ্ঞানকে, জিহ্বা-সংস্পর্শকে এবং জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনাকে অনিত্যরূপে দর্শন করলে ও জ্ঞাত হলে অনুশয়সমূহ প্রহীন হয়।

৬. কায়কে, স্প্রষ্টব্যকে, কায়-বিজ্ঞানকে, কায়-সংস্পর্শকে এবং কায়-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনাকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অনুশয়সমূহ প্রহীন হয়।

৭. মনকে, ধর্মকে, মনো-বিজ্ঞানকে, মনো-সংস্পর্শকে এবং মনো-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনাকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অনুশয়সমূহ প্রহীন হয়।"

"হে ভিক্ষু, এভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অনুশয়সমূহ প্রহীন (পরিত্যক্ত) হয়।"

ষষ্ঠ সূত্র সমাপ্ত।

৭. অনুশয় মূলোৎপাটন সূত্র

৫৯.১. "ভন্তে, কিভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অনুশয়সমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়?"

২. "হে ভিক্ষু, চক্ষুকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অনুশয়সমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। রূপকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অনুশয়সমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। চক্ষু-বিজ্ঞানকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অনুশয়সমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। চক্ষু-সংস্পর্শকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অনুশয়সমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনাকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অনুশয়সমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়।

৩. শ্রোত্রকে, শব্দকে, শ্রোত্র-বিজ্ঞানকে, শ্রোত্র-সংস্পর্শকে এবং শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনাকে অনাত্মরূপে

জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অনুশয়সমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়।

৪. ঘ্রাণকে, গন্ধকে, ঘ্রাণ-বিজ্ঞানকে, ঘ্রাণ-সংস্পর্শকে এবং ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনাকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অনুশয়সমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়।

৫. জিহ্বাকে, রসকে, জিহ্বা-বিজ্ঞানকে, জিহ্বা-সংস্পর্শকে এবং জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনাকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অনুশয়সমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়।

৬. কায়কে, স্প্রষ্টব্যকে, কায়-বিজ্ঞানকে, কায়-সংস্পর্শকে এবং কায়-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনাকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অনুশয়সমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়।

৭. মনকে, ধর্মকে, মনো-বিজ্ঞানকে, মনো-সংস্পর্শকে এবং মনো-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনাকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অনুশয়সমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়।

"হে ভিক্ষু, এভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অনুশয়সমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়।"

সপ্তম সূত্র সমাপ্ত।

৮. সর্ব-উপাদান পরিজ্ঞা সূত্র

৬০.১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে সর্ব-উপাদান[১] পরিজ্ঞাত হবার জন্য ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, সর্ব-উপাদান পরিজ্ঞাত হবার ধর্ম কী কী?

২. চক্ষু এবং রূপ হেতু চক্ষু-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এই তিনের সংযোগে স্পর্শ, স্পর্শ হেতু বেদনা (অনুভূতি) উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে চক্ষুর প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রূপে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-বিজ্ঞানে নির্বেদপ্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, বেদনায় নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ প্রাপ্ত হয়ে বিরাগ (রাগমুক্ত) হন,

---

[১]। **উপাদান**—উপ+আদান, দৃঢ় গ্রহণ। উপাদান চার প্রকার—কাম, দৃষ্টি, শীলব্রত ও আত্মবাদ উপাদান। লোভের বস্তু ও মিথ্যা অভিমতকে চিত্ত যখন রক্ষা করে, তখন যথাক্রমে কাম-উপাদান ও দৃষ্টি উপাদান। শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা কিংবা ব্রতমানসাদির দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি ও মুক্তিলাভ; এই মিথ্যা অভিমতকে চিত্ত যখন রক্ষা করে তখন শীলব্রত উপাদান। পঞ্চস্কন্ধকে বা কোন এক স্কন্ধকে অজর, অব্যয়, অক্ষয় আত্মা বলে বিশ্বাসই আত্মবাদ উপাদান।

বিরাগ হতে বিমুক্ত হন এবং বিমুক্তিতে প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'উপাদান আমার পরিজ্ঞাত।'

৩. শ্রোত্র এবং শব্দ হেতু শ্রোত্র-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এই তিনের সংযোগে স্পর্শ, স্পর্শ হেতু বেদনা উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে শ্রোত্রে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শব্দে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-বিজ্ঞানে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, বেদনায় নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ প্রাপ্ত হয়ে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন এবং বিমুক্তিতে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—'উপাদান আমার পরিজ্ঞাত'।

৪. ঘ্রাণ এবং গন্ধ হেতু ঘ্রাণ-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এই তিনের সংযোগে স্পর্শ, স্পর্শ হেতু বেদনা উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে ঘ্রাণে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, গন্ধে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-বিজ্ঞানে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শে নির্বেদ প্রাপ্ত হন এবং বেদনায় নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ প্রাপ্ত হয়ে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'উপাদান আমার পরিজ্ঞাত।'

৫. জিহ্বা এবং রস হেতু জিহ্বা-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এই তিনের সংযোগে স্পর্শ। স্পর্শ হেতু বেদনা উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে জিহ্বায় নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রসে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-বিজ্ঞানে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, বেদনায় নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ প্রাপ্ত হয়ে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন এবং বিমুক্তিতে প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'উপাদান আমার পরিজ্ঞাত।'

৬. কায় এবং স্প্রষ্টব্য হেতু কায়-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এই তিনের সংযোগে স্পর্শ, স্পর্শ হেতু বেদনা উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে কায়ে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, স্প্রষ্টব্যে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-বিজ্ঞানে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, বেদনায় নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ প্রাপ্ত হয়ে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন এবং বিমুক্তিতে প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'উপাদন আমার পরিজ্ঞাত।'

৭. মন এবং ধর্ম হেতু মনো-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এই তিনের সংযোগে স্পর্শ, স্পর্শ হেতু বেদনা উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে মনে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ধর্মে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-বিজ্ঞানে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, বেদনায়

নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ প্রাপ্ত হয়ে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন এবং বিমুক্তিতে প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'উপাদন আমার পরিজ্ঞাত'।

হে ভিক্ষুগণ, ইহাই সর্ব-উপাদান পরিজ্ঞাত হবার ধর্ম।"

অষ্টম সূত্র সমাপ্ত।

৯. প্রথম 'সর্ব-উপাদান পরিসমাপ্তি' সূত্র

৬১.১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে সর্ব-উপাদান পরিসমাপ্তির জন্য ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, সর্ব-উপাদান পরিসমাপ্তির ধর্ম কী কী?"

২. "চক্ষু এবং রূপ হেতু চক্ষু বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই তিনের সংযোগে স্পর্শ, স্পর্শ হেতু বেদনা উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে চক্ষুর প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রূপে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-বিজ্ঞানে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শে নির্বেদ প্রাপ্ত হন এবং বেদনায় নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ প্রাপ্ত হয়ে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন এবং বিমুক্তিতে প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'আমার উপাদান পরিসমাপ্ত (নিঃশেষিত)" শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ এবং গন্ধ, জিহ্বা এবং রস, কায় এবং স্প্রষ্টব্য, মন এবং ধর্ম সম্বন্ধেও এইরূপ।

হে ভিক্ষুগণ, ইহাই সর্ব-উপাদান পরিসমাপ্তির ধর্ম।"

নবম সূত্র সমাপ্ত।

১০. দ্বিতীয় সর্ব-উপাদান পরিসমাপ্তি সূত্র

৬২.১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে সর্ব-উপাদান পরিসমাপ্তির জন্য ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, সর্ব-উপাদান পরিসমাপ্তির ধর্ম কী কী?"

২. "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা ইহা কী মনে কর, চক্ষু নিত্য নাকি অনিত্য?"

"অনিত্য, ভন্তে।"

"যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?"

"দুঃখ, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; তাকে 'ইহা আমার', 'ইহা আমি', 'ইহা আমার আত্মা', বলে দেখা উচিত কি?"

"নিশ্চয় নয়, ভন্তে।"

রূপ, চক্ষু-বিজ্ঞান, চক্ষু-সংস্পর্শ, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ

বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা; শ্রোত্র, শব্দ, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-সংস্পর্শ, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা; ঘ্রাণ, গন্ধ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা; জিহ্বা, রস, জিহ্বা-বিজ্ঞান, জিহ্বা-সংস্পর্শ, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা; কায়, স্প্রষ্টব্য, কায়-বিজ্ঞান, কায়-সংস্পর্শ, কায়-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা এবং মন, ধর্ম, মনো-বিজ্ঞান, মনো-সংস্পর্শ, মনো-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা সম্বন্ধেও এইরূপ।

৩. হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে চক্ষুর প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রূপের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। শ্রোত্রের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শব্দের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। ঘ্রাণের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, গন্ধের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। জিহ্বার প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রসের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। কায়ের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, স্প্রষ্টব্যের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। মনের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন,ধর্মের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ হতে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞানের সঞ্চার হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য ব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে (আসব ক্ষয়ের জন্য) আর অপর কর্তব্য নাই'।"

"হে ভিক্ষুগণ, ইহাই সর্ব উপাদান পরিসমাপ্তিকর ধর্ম।"

দশম সূত্র সমাপ্ত।

অবিদ্যা বর্গ ষষ্ঠ সমাপ্ত।

স্মারক গাথা :

অবিদ্যা, দুই সংযোজন, দুই আসব উক্ত;
দুই অনুশয়, পরিজ্ঞা, দুই পরিসমাপ্তি হলো যুক্ত;
বর্গরূপে এভাবে তা হলো কথিত।

৭. মিগজাল বর্গ

১. প্রথম মিগজাল সূত্র

৬৩.১. আমি এরূপ শুনেছি, এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন, জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে। তখন আয়ুষ্মান মিগজাল[১] যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান মিগজাল ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, একাচারী, একাচারী (একা অবস্থানকারী) কথিত হয়। ভন্তে, কী প্রকারে একাচারী হয়, আর কিরূপেই বা সদ্বিতীয় বিহারী[২] (সহাবস্থানকারী) হয়?"

২. "হে মিগজাল, চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ আছে তা ইষ্ট (আনন্দদায়ক), কান্ত (মুগ্ধকর), মনোজ্ঞ (মনোরম), প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত ও রঞ্জনীয় (রমণীয়)। যদি ভিক্ষু তাতে আনন্দ লাভ করেন, উল্লাস প্রকাশ করেন এবং নিবিষ্ট (অনুরক্ত) হয়ে থাকেন, সেই আনন্দ, উল্লাস ও অনুরক্তি হতে নন্দি (অভিলাষ) উৎপন্ন হয়। নন্দি বিদ্যমান থাকলে কামরাগ উৎপন্ন হয়; কামরাগ থাকলে বন্ধন সৃষ্টি হয়। হে মিগজাল, নন্দি সংযোজন সংযুক্ত ভিক্ষুকেই সহাবস্থানকারী বলা হয়। শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, কায়-বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য ও মনো-বিজ্ঞেয় ধর্ম সম্বন্ধেও এইরূপ।

৩. হে মিগজাল, যদিও বা এরূপে অবস্থানকারী ভিক্ষু দূর অরণ্যে, নির্জন বনপ্রান্তে বাস করে, যেখানে শব্দ নেই, নির্ঘোষ নেই, যেখানে বিজন-বাত

---

[১]। মহা উপাসিকা বিশাখার পুত্র; যিনি প্রতিদিন বিহারে গিয়ে বুদ্ধের নিকট ধর্ম শুনতেন। পরে প্রব্রজিত হয়ে বিদর্শন ভাবনা বলে অর্হত্ত্বফল লাভ করেন। (থেরগাথা)।

[২]। **পালি—সদুতিযবিহারী**—দ্বিতীয় ব্যক্তিসহ। এই সূত্রে তৃষ্ণাকে দ্বিতীয় ব্যক্তির সাথে তুলনা করা হয়েছে।

প্রবাহিত, যে স্থান মনুষ্যসমাগম রহিত, যা ধ্যানানুশীলনের পক্ষে উপযুক্ত; তথাপি তাকে সহাবস্থানকারী বলা হয়। তার কারণ কী? তৃষ্ণাই তার সহচর, যা তার মধ্যে অপরিত্যক্ত। সেজন্য তাকে সহাবস্থানকারী বলা হয়।"

৪. "হে মিগজাল, চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ আছে তা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত ও রমণীয়। যদি ভিক্ষু তাতে আনন্দ লাভ না করেন, উল্লাস প্রকাশ না করেন এবং তাতে অনুরক্ত হয়ে না থাকেন, তজ্জন্য তার নন্দিরাগ নিরুদ্ধ হয়। নন্দি না থাকলে কামরাগ হয় না; কামরাগ না থাকলে বন্ধন সৃষ্টি হয় না। হে মিগজাল, নন্দি সংযোজন বিসংযুক্ত ভিক্ষুকেই একাচারী বলা হয়। শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, কায়-বিজ্ঞেয় স্পর্শ ও মনো-বিজ্ঞেয় ধর্ম সম্বন্ধেও এইরূপ।

৫. হে মিগজাল, যদিও বা এরূপে অবস্থানকারী ভিক্ষু গ্রাম মধ্যে বাস করেন, যা ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা, রাজা-রাজমহামাত্য, তীর্থিয়-তীর্থিয়শ্রাবক দ্বারা পরিপূর্ণ; তথাপি তাকে একাচারী বলা হয়। এর কারণ কী? তৃষ্ণাই তার দ্বিতীয় সহচর; যা তার মধ্যে পরিত্যক্ত। সেজন্য তাকে একাচারী বলা হয়।"

প্রথম সূত্র সমাপ্ত।

২. দ্বিতীয় মিগজাল সূত্র

৬৪.১. অতঃপর আয়ুষ্মান মিগজাল যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান মিগজাল ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, আমার পক্ষে উত্তম (মঙ্গল) হবে, ভগবান আমাকে সংক্ষিপ্তভাবে ধর্মদেশনা করুন; যাতে আমি ভগবানের ধর্ম শ্রবণ করে একাকী, বিছিন্ন, অপ্রমত্ত, বীর্যবান (উদ্যমশীল) তদ্‌গত চিত্তে[১] (নির্বাণগত চিত্তে) অবস্থান করতে পারি।"

২. "হে মিগজাল, চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ আছে, তা আনন্দদায়ক, মুগ্ধকর, মনোরম, প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত ও রমণীয়। যদি ভিক্ষু তাতে আনন্দ লাভ করে, উল্লাস প্রকাশ করে এবং তাতে অনুরক্ত হয়ে থাকে। সেই আনন্দ, উল্লাস ও অনুরক্তি হতে নন্দি উৎপন্ন হয়। হে মিগজাল, নন্দিরাগ (আসক্তি) সমুদয় হতে দুঃখসমুদয় হয় বলে আমি বলি।" শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, কায়-বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য ও মনো-বিজ্ঞেয় ধর্ম

---

[১]। শরীর এবং জীবনের মমতা ত্যাগ করে সদ্ধর্ম ও নির্বাণগত চিত্তে।

সম্বন্ধেও এইরূপ।

৩. "হে মিগজাল, চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ আছে, তা আনন্দদায়ক, মুগ্ধকর, মনোরম, প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত ও রমণীয়। যদি ভিক্ষু তাতে আনন্দ লাভ না করেন, উল্লাস প্রকাশ না করেন, অনুরক্ত হয়ে না থাকেন। সেজন্য তার নন্দি নিরুদ্ধ হয়। হে মিগজাল, নন্দি রাগ নিরোধ হেতু দুঃখ নিরোধ হয় বলে আমি বলি।" শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, কায়-বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য ও মনো-বিজ্ঞেয় ধর্ম সম্বন্ধেও এইরূপ।

৪. অতঃপর আয়ুষ্মান মিগজাল ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন ও অনুমোদন করে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন। তখন আয়ুষ্মান মিগজাল একাকী, বিচ্ছিন্ন, অপ্রমত্ত, বীর্যবান, নির্বাণগত চিত্তে অবস্থান করে অচিরেই যেজন্য কুলপুত্রগণ সম্যকভাবে আগার (গৃহ) হতে অনাগারিক (গৃহহীন) প্রব্রজিত হন, সেই সর্বোত্তম ব্রহ্মচর্যের চরম লক্ষ্য ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করে, উপলব্ধি করে, অবস্থান করতে লাগলেন এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারলেন—'(আমার) জন্মবীজ ক্ষীণ হলো, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হলো, করণীয় কৃত হলো আর এই জীবনে (আসবক্ষয়ের জন্য) অপর কর্তব্য নাই'। আয়ুষ্মান মিগজাল অর্হৎদের অন্যতর হলেন।

দ্বিতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৩. প্রথম সমিদ্ধি মার-প্রশ্ন সূত্র

৬৫.১. আমি এরূপ শুনেছি, এক সময় ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করছিলেন, বেণুবনে, কলন্দক নিবাপে। তখন আয়ুষ্মান সমিদ্ধি[১] যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সমিদ্ধি ভগবানকে বললেন, "ভন্তে 'মার[২], মার' বলে কথিত হয়। ভন্তে, কতটুকু পর্যন্ত মার বা মার

---

[১]। **সমিদ্ধি**—এই নামের অর্থ সমৃদ্ধিশালী, সৌভাগ্যবান। অর্থকথামতে, তিনি ছিলেন সদ্য প্রস্ফুটিত পুষ্পসদৃশ খুব সুন্দর। থেরগাথায় উল্লেখ আছে, উনার জন্মগ্রহণের পর থেকে তাঁর পরিবার ধন-ধান্যে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে লাগল। তাঁর দেহবর্ণও বেশ সুশ্রী হয়েছিল।

[২]। **মার—'এত্থ মারোতি সত্তে অনত্থে নিযোজেন্তো মারেতী'তি মারো"** সত্ত্বগণকে অনর্থে নিয়োজিত করে মারে বলেই 'মার' বলা হয়। পাপ ধর্মে সমন্বাগত বলে মারকে পাপিমাও বলা হয়ে থাকে। কৃষ্ণ, অন্তক, নমুচি, প্রমত্ত বন্ধু তারই নাম। মার পাঁচ প্রকার-ক্লেশমার, অভিসংস্কার বা ভোগ চেতনামার (পুঞ্ঞাভিসঙ্খারা, অপুঞ্ঞাভিসঙ্খারা ও আনেঞ্জাভি

প্রজ্ঞপ্তি কথিত হয়?”

২. “হে সমিদ্ধি, যেখানে চক্ষু আছে, রূপ আছে, চক্ষু-বিজ্ঞান আছে, চক্ষু-বিজ্ঞান-বিজ্ঞাতব্য ধর্ম আছে; সেখানে মার বা মার প্রজ্ঞপ্তি আছে। যেখানে শ্রোত্র আছে, শব্দ আছে, শ্রোত্র-বিজ্ঞান আছে, শ্রোত্রবিজ্ঞান-বিজ্ঞাতব্য ধর্ম আছে; সেখানে মার বা মারপ্রজ্ঞপ্তি আছে। যেখানে ঘ্রাণ আছে, গন্ধ আছে, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান আছে, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান-বিজ্ঞাতব্য ধর্ম আছে; যেখানে মার বা মারপ্রজ্ঞপ্তি আছে। যেখানে জিহ্বা আছে, রস আছে, জিহ্বা-বিজ্ঞান আছে, জিহ্বা-বিজ্ঞান-বিজ্ঞাতব্য ধর্ম আছে; সেখানে মার বা মারপ্রজ্ঞপ্তি আছে। যেখানে কায় আছে, স্প্রষ্টব্য আছে, কায়-বিজ্ঞান আছে, কায়-বিজ্ঞান-বিজ্ঞাতব্য ধর্ম আছে; সেখানে মার বা মারপ্রজ্ঞপ্তি আছে। যেখানে মন আছে, ধর্ম আছে, মনোবিজ্ঞান আছে, মনোবিজ্ঞান-বিজ্ঞাতব্য ধর্ম আছে; সেখানে মার বা মারপ্রজ্ঞপ্তি আছে।”

৩. “হে সমিদ্ধি, যেখানে চক্ষু নেই, রূপ নেই, চক্ষু-বিজ্ঞান নেই, চক্ষু-বিজ্ঞান-বিজ্ঞাতব্য ধর্ম নেই; সেখানে মার বা মারপ্রজ্ঞপ্তি নেই। যেখানে শ্রোত্র নেই, শব্দ নেই, শ্রোত্রবিজ্ঞান নেই, শ্রোত্র-বিজ্ঞান-বিজ্ঞাতব্য ধর্ম নেই; সেখানে মার বা মারপ্রজ্ঞপ্তি নেই। যেখানে ঘ্রাণ নেই, গন্ধ নেই, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান নেই, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান-বিজ্ঞাতব্য ধর্ম নেই, সেখানে মার বা মারপ্রজ্ঞপ্তি নেই। যেখানে জিহ্বা নেই, রস নেই, জিহ্বা-বিজ্ঞান নেই, জিহ্বা-বিজ্ঞান-বিজ্ঞাতব্য ধর্ম নেই; সেখানে মার বা মার প্রজ্ঞপ্তি নেই। যেখানে কায় নেই, স্প্রষ্টব্য নেই, কায়-বিজ্ঞান নেই, কায়-বিজ্ঞান-বিজ্ঞাতব্য ধর্ম নেই; সেখানে মার বা মারপ্রজ্ঞপ্তি নেই। যেখানে মন নেই, ধর্ম নেই, মনোবিজ্ঞান নেই, মনোবিজ্ঞান-বিজ্ঞাতব্য ধর্ম নেই; সেখানে মার বা মার প্রজ্ঞপ্তি নেই।”

তৃতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৪. সমিদ্ধি সত্ত্ব-প্রশ্ন সূত্র

৬৬.১. “ভন্তে, ‘সত্ত্ব[১], সত্ত্ব’ বলে কথিত হয়। ভন্তে, কতটুকু পর্যন্ত সত্ত্ব বা সত্ত্বপ্রজ্ঞপ্তি কথিত হয়?”

সঙ্খারা), বশবর্তী স্বর্গবাসী দেব-পুত্রমার (এই মারত্রয় আর্যমার্গের উৎপত্তি ক্ষণে পরাস্ত হয়), স্কন্ধ ও মৃত্যুমার (এই মার দ্বয় পরিনির্বাণ প্রাপ্তির সময় অন্তিম চিত্তক্ষণে অভিভূত বা পরাস্ত হয়)।

[১]। জীবগণ পঞ্চস্কন্ধের প্রতি অনুরাগ দ্বারা আসক্ত (সত্ত) বিশেষভাবে আসক্ত (বিসত্ত) হয় বলে সত্ত্ব অধিবচন প্রাপ্ত হয়।

২. "হে সমিদ্ধি, যেখানে চক্ষু আছে, রূপ আছে, চক্ষু-বিজ্ঞান আছে, চক্ষু-বিজ্ঞান-বিজ্ঞাতব্য ধর্ম আছে; সেখানে সত্ত্ব বা সত্ত্ব-প্রজ্ঞপ্তি আছে।" শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্বন্ধেও এইরূপ।

৩. "হে সমিদ্ধি, যেখানে চক্ষু নেই, রূপ নেই, চক্ষু-বিজ্ঞান নেই, চক্ষু-বিজ্ঞান-বিজ্ঞাতব্য ধর্ম নেই; সেখানে সত্ত্ব বা সত্ত্ব প্রজ্ঞপ্তি নেই।" শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্বন্ধেও এইরূপ।

চতুর্থ সূত্র সমাপ্ত।

৫. সমিদ্ধি দুঃখ-প্রশ্ন সূত্র

৬৭.১. "ভন্তে, 'দুঃখ, দুঃখ' বলে কথিত হয়। ভন্তে, কতটুকু পর্যন্ত দুঃখ বা দুঃখপ্রজ্ঞপ্তি কথিত হয়?"

২. "হে সমিদ্ধি, যেখানে চক্ষু আছে, রূপ আছে, চক্ষু-বিজ্ঞান আছে, চক্ষু-বিজ্ঞান-বিজ্ঞাতব্য ধর্ম আছে; সেখানে দুঃখ বা দুঃখপ্রজ্ঞপ্তি আছে।" শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্বন্ধেও এইরূপ।

৩. "হে সমিদ্ধি, যেখানে চক্ষু নেই, রূপ নেই, চক্ষু-বিজ্ঞান নেই, চক্ষু-বিজ্ঞান-বিজ্ঞাতব্য ধর্ম নেই; সেখানে দুঃখ বা দুঃখপ্রজ্ঞপ্তি নেই।" শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্বন্ধেও এইরূপ।

পঞ্চম সূত্র সমাপ্ত।

৬. সমিদ্ধি লোক-প্রশ্ন সূত্র

৬৮.১. "ভন্তে, 'লোক[১], লোক' বলে কথিত হয়। ভন্তে, কতটুকু পর্যন্ত লোক বা লোক প্রজ্ঞপ্তি কথিত হয়?"

২. "হে সমিদ্ধি, যেখানে চক্ষু আছে, রূপ আছে, চক্ষু-বিজ্ঞান আছে, চক্ষু-বিজ্ঞান-বিজ্ঞাতব্য ধর্ম আছে; সেখানে লোক বা লোক প্রজ্ঞপ্তি আছে।" শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্বন্ধেও এইরূপ।

৩. "হে সমিদ্ধি, যেখানে চক্ষু নেই, রূপ নেই, চক্ষু-বিজ্ঞান নেই, চক্ষু-বিজ্ঞান-বিজ্ঞাতব্য ধর্ম নেই; সেখানে লোক বা লোকপ্রজ্ঞপ্তি নেই।" শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্বন্ধেও এইরূপ।

ষষ্ঠ সূত্র সমাপ্ত।

---

[১]। **লোক**—লুপ্ত হয় বলে লোক, কি লুপ্ত হয়? চক্ষু লুপ্ত হয়, রূপ লুপ্ত হয়, চক্ষু-বিজ্ঞান লুপ্ত হয়, চক্ষু-সংস্পর্শ লুপ্ত হয়, চক্ষু-সংস্পর্শজ বেদনা লুপ্ত হয়। তদ্রূপভাবে শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন সম্বন্ধেও জ্ঞাতব্য।

৭. উপসেন আশীবিষ সূত্র

৬৯.১. আমি এরূপ শুনেছি, এক সময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র এবং আয়ুষ্মান উপসেন রাজগৃহে অবস্থান করতেছিলেন, সীতবনে, সর্পশৌন্ডিক গুহায়[১]। সেই সময় আয়ুষ্মান উপসেনের দেহের উপর একটি সর্প পতিত হয়েছিল[২]। তখন আয়ুষ্মান উপসেন ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, "বন্ধুগণ, এদিকে আসুন, মুষ্টিস্থিত শষ্যের ভুষির মতো নিক্ষিপ্ত হওয়ার[৩] পূর্বে আমার এই দেহকে মঞ্চে স্থাপন করে বাইরে নিয়ে যান[৪]।"

২. এরূপ উক্ত হলে আয়ুষ্মান সারিপুত্র আয়ুষ্মান উপসেনকে বললেন, "আমরা কিন্তু আয়ুষ্মান উপসেনের দেহের ইতস্ততভাব (অস্থিরতা) বা ইন্দ্রিয়সমূহের পরিবর্তন দেখছি না।" তখন আয়ুষ্মান উপসেন বললেন, "বন্ধু সারিপুত্র, যার নিকট এরূপ দৃষ্টি (ধারণা) বিদ্যমান—আমিই চক্ষু বা চক্ষু আমার, আমিই শ্রোত্র (কর্ণ) বা শ্রোত্র আমার, আমিই ঘ্রাণ (নাসিকা) বা ঘ্রাণ আমার, আমিই জিহ্বা বা জিহ্বা আমার, আমিই কায় (দেহ), বা কায় আমার, আমিই মন বা মন আমার। বন্ধু সারিপুত্র, নিশ্চয়ই তার দেহের চঞ্চলতা বা ইন্দ্রিয়সমূহের পরিবর্তনশীলতা পরিলক্ষিত হবে। বন্ধু সারিপুত্র, আমার কিন্তু এরূপ দৃষ্টি (ধারণা) উৎপন্ন হয় না—'আমিই চক্ষু বা চক্ষু আমার, আমিই শ্রোত্র বা শ্রোত্র আমার, আমিই ঘ্রাণ বা ঘ্রাণ আমার, আমিই জিহ্বা বা জিহ্বা আমার, আমিই কায় বা কায় আমার, আমিই মন বা মন আমার।' সেহেতু কিরূপেই বা আমার দেহের চঞ্চলতা বা ইন্দ্রিয়সমূহের পরিবর্তনশীলতা পরিলক্ষিত হবে?"

৩. যেহেতু দীর্ঘকাল যাবৎ আয়ুষ্মান উপসেনের অহংকার, মমঙ্কার (অনুরাগ), মানানুশয় সুপ্রশমিত (মূলোৎপাটিত) সেহেতু তাঁর এরূপ ধারণা

---

[১]। **পালি—'সপ্প-সোন্ডিক-পব্ভার'**। অর্থকথামতে, ইহার আকৃতি ছিল সর্পের ফণা সদৃশ।

[২]। আয়ুষ্মান উপসেন ছিলেন আয়ুষ্মান সারিপুত্র অপেক্ষা কনিষ্ঠ। ভোজন কৃত্যের পর তিনি (উপসেন) গুহার ছায়াতলে মৃদুমন্দ বায়ু সেবনরত অবস্থায় চীবর সেলাই করছিলেন। তখন দুটি সর্প গুহার উপর ঝুলন্ত লতা-গুল্মে খেলা করছিল। একটি সর্প স্থবিরের কাঁধে পতিত হয়। তিনি সর্প কর্তৃক দংশিত হন এবং উনার সর্বদেহে অতিদ্রুত বিষ ছড়িয়ে পড়ে। (অর্থকথা)

[৩]। নিক্ষিপ্ত হওয়া এখানে মৃত্যুর নামান্তর।

[৪]। 'এই দেহ গুহার মধ্যে বিনষ্ট না হোক'—আপন ঋদ্ধিবলে এরূপ অধিষ্ঠান করে আয়ুষ্মান উপসেন ভিক্ষুগণকে আহ্বান করেছিলেন। (অর্থকথা)।

অবিদ্যমান—'আমিই চক্ষু বা চক্ষু আমার, আমিই শ্রোত্র বা শ্রোত্র আমার, আমিই ঘ্রাণ বা ঘ্রাণ আমার, আমিই জিহ্বা বা জিহ্বা আমার, আমিই কায় বা কায় আমার, আমিই মন বা মন আমার।'

অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান উপসেনের দেহকে মঞ্চে স্থাপন করে বাইরে নিয়ে গেলেন। তখন মুষ্টিস্থিত শষ্যের ভুষির মতো আয়ুষ্মান উপসেনের দেহ নিক্ষিপ্ত হলো।"

সপ্তম সূত্র সমাপ্ত।

৮. উপবান সন্দৃষ্টিক সূত্র

৭০.১. অতঃপর আয়ুষ্মান উপবান[১] যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান উপবান ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, 'সন্দৃষ্টিক ধর্ম, সন্দৃষ্টিক ধর্ম' কথিত হয়। ভন্তে, কী প্রকারে ধর্ম সন্দৃষ্টিক[২], অকালিক[৩], এসে দেখে যাও বলার যোগ্য[৪], উপনয়নকারী[৫], বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষিতব্য হয়[৬]?"

২. "হে উপবান, এখানে (এই বুদ্ধ শাসনে) ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে রূপ অনুভবকারী ও রূপ-রাগ অনুভবকারী হন। তার অন্তরে (অধ্যাত্মে) রূপের প্রতি রাগ[৭] (আসক্তি) থাকলে তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানেন যে, 'আমার অন্তরে রূপের প্রতি রাগ (আসক্তি) বিদ্যমান।' হে উপবান, এই যে ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে রূপ অনুভবকারী ও রূপরাগ অনুভবকারী হন এবং নিজের ভিতর রূপের প্রতি রাগ থাকলে, তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'আমার ভিতরে (অন্তরে) রূপের প্রতি রাগ বিদ্যমান।' এভাবেই হে উপবান, ধর্ম সন্দৃষ্টিক, অকালিক, এস দেখ বলার যোগ্য, উপনয়নকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রত্যক্ষিতব্য হয়।" শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ এবং গন্ধ, জিহ্বা এবং রস,

---

[১]। বুদ্ধের স্থায়ী সেবক হিসেবে আনন্দ-স্থবির নিযুক্ত হবার পূর্বে এই উপবাণ স্থবির কিছুকাল বুদ্ধের সেবক ছিলেন।

[২]। যা স্বয়ং দ্রষ্টব্য, প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ।

[৩]। অনুশীলনে যার কাল বিচার নেই।

[৪]। অর্থাৎ অন্ধভাবে গ্রহণের বিষয় নয়।

[৫]। নির্বাণের দিকে উপনয়নকারী বা উপনীত করে।

[৬]। জ্ঞানীদের উপলব্ধি গম্য।

[৭]। লোভ, কাম, আসক্তি বিষয়বস্তুকে মনোরম করে চিত্তকে বিষয়বস্তুর দিকে আকর্ষণ বা রঞ্জন করে বলে রাগ। সাধারণতঃ বাংলা সাহিত্যে রাগ অর্থ-ক্রোধ।

কায় এবং স্প্রষ্টব্য, মন এবং ধর্ম সম্বন্ধেও এইরূপ।

৩. "হে উপবান, এখানে ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে রূপ অনুভবকারী হয় কিন্তু রূপরাগ অনুভবকারী হয় না। তার অন্তরে রূপের প্রতি রাগ না থাকলে তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানেন যে—'আমার অন্তরে রূপের প্রতি রাগ নেই (অবিদ্যমান)'। হে উপবান, এই যে ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে রূপ অনুভবকারী হয় কিন্তু রূপরাগ অনুভবকারী হয় না এবং নিজের ভিতর রূপের প্রতি রাগ না থাকলে, তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—আমার ভিতরে রূপের প্রতি রাগ নেই (অবিদ্যমান)। এভাবেই হে উপবান, ধর্ম সন্দৃষ্টিক, অকালিক, এস দেখ বলার যোগ্য, উপনয়নকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রত্যক্ষিতব্য হয়।" শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ এবং গন্ধ, জিহ্বা এবং রস, কায় এবং স্প্রষ্টব্য, মন এবং ধর্ম সম্বন্ধেও এইরূপ।

অষ্টম সূত্র সমাপ্ত।

৯. প্রথম ছয় স্পর্শায়তন সূত্র

৭১.১. "হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু ছয় স্পর্শায়তনের সমুদয় (উৎপত্তি)[১], অস্তগমন (বিলয়)[২], আস্বাদ, আদীনব (দোষ) ও নিঃসরণ (মুক্তি) সম্পর্কে যথাযথভাবে জানে না, তার ব্রহ্মচর্য অপূর্ণ এবং সে এই ধর্মবিনয় হতে বহুদূরে স্থিত।"

২. এরূপ উক্ত হলে জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, আমি এখানে হতাশাগ্রস্ত, যেহেতু আমি ছয় স্পর্শায়তনের সমুদয়, বিলয়, আস্বাদ, দোষ ও নিঃসরণ সম্পর্কে যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা জ্ঞাত নই।"

৩. "হে ভিক্ষু, তুমি ইহা কী মনে কর, চক্ষু সম্বন্ধে 'ইহা আমার', 'ইহা আমি', 'ইহা আমার আত্মা' বলে দর্শন করা উচিত কি?"

"নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

"সাধু (উত্তম) ভিক্ষু, এখানে ভিক্ষু যে চক্ষু সম্পর্কে 'ইহা আমার নয়', 'ইহা আমি নই, 'ইহা আমার আত্মা নয়' বলে বিষয়টি সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা

---

[১]। অবিদ্যা, তৃষ্ণা, কর্ম ও আহার প্রত্যয় সমুদয়ে চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা ও কায় স্পর্শায়তনের সমুদয় হয়। অবিদ্যা, তৃষ্ণা, কর্ম ও নাম-রূপের প্রত্যয় সমুদয়ে মন স্পর্শায়তনের সমুদয় হয়ে থাকে।

[২]। অবিদ্যা, তৃষ্ণা, কর্ম ও আহার প্রত্যয় নিরোধে চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা ও কায় স্পর্শায়তনের অস্তগমন হয়। অবিদ্যা, তৃষ্ণা, কর্ম ও নামরূপের প্রত্যয় নিরোধে মন স্পর্শায়তনের অস্তগমন হয়।

যথাযথভাবে দর্শন করে; ইহাই দুঃখের অন্ত।”

৪. “হে ভিক্ষু, তুমি ইহা কী মনে কর, শ্রোত্র সম্পর্কে ‘ইহা আমার’, ‘ইহা আমি, ‘ইহা আমার আত্মা’, এভাবে বিষয়টি দর্শন করা উচিত কি?”

“নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।”

“সাধু ভিক্ষু, এখানে ভিক্ষু যে শ্রোত্র সম্পর্কে ‘ইহা আমার নয়’, ‘ইহা আমি নই’, ‘ইহা আমার আত্মা নয়’ বলে বিষয়টি সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা যথার্থভাবে দর্শন করে; ইহাই দুঃখের অন্ত।”

৫. “হে ভিক্ষু, তুমি ইহা কী মনে কর, ঘ্রাণ সম্পর্কে ‘ইহা আমার’, ‘ইহা আমি’, ‘ইহা আমার আত্মা’ বলে দর্শন করা উচিত কি?”

“নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।”

“সাধু ভিক্ষু, এখানে ভিক্ষু যে ঘ্রাণ সম্পর্কে ‘ইহা আমার নয়’, ‘ইহা আমি নই’, ইহা আমার আত্মা নয়’ বলে বিষয়টি সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা যথাযথভাবে দর্শন করে; ইহাই দুঃখের অন্ত।”

৬. “হে ভিক্ষু, তুমি ইহা কী মনে কর, জিহ্বা সম্পর্কে ‘ইহা আমার’, ‘ইহা আমি’, ‘ইহা আমার আত্মা’ বলে দর্শন করা উচিত কি?”

“নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।”

“সাধু ভিক্ষু, এখানে ভিক্ষু যে জিহ্বা সম্পর্কে ‘ইহা আমার নয়’, ‘ইহা আমি নই’ ‘ইহা আমার আত্মা নয়’ বলে বিষয়টি সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা যথার্থভাবে দর্শন করে; ইহাই দুঃখের অন্ত।”

৭. “হে ভিক্ষু, তুমি ইহা কী মনে কর, কায় সম্পর্কে ‘ইহা আমার’, ‘ইহা আমি’, ‘ইহা আমার আত্মা’ বলে দর্শন করা উচিত কি?’

“নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।”

“সাধু ভিক্ষু, এখানে ভিক্ষু যে কায় সম্পর্কে ইহা আমার নয়, ইহা আমি নই, ইহা আমার আত্মা নয়, বলে বিষয়টি সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা যথাযথভাবে দর্শন করে; ইহাই দুঃখের অন্ত।”

৮. “হে ভিক্ষু, তুমি ইহা কী মনে কর, মন সম্পর্কে ‘ইহা আমার’, ‘ইহা আমি’, ‘ইহা আমার আত্মা’ বলে দর্শন করা উচিত কি?”

“নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।”

“সাধু ভিক্ষু, এখানে ভিক্ষু যে মন সম্পর্কে ‘ইহা আমার নয়’, ‘ইহা আমি নই’, ‘ইহা আমার আত্মা নয়’ বলে বিষয়টি সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা যথাযথভাবে দর্শন করে; ইহাই দুঃখের অন্ত।”

নবম সূত্র সমাপ্ত।

১০. দ্বিতীয় ছয় স্পর্শায়তন সূত্র

৭২.১. হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু ছয় স্পর্শায়তনের সমুদয় (উৎপত্তি), অস্তগমন (বিলয়), আস্বাদ, আদীনব (দোষ) ও নিঃসরণ (মুক্তি) সম্পর্কে যথাযথভাবে জানে না, তার ব্রহ্মচর্য অপূর্ণ এবং সে এই ধর্মবিনয় হতে বহুদূরে স্থিত।"

২. এরূপ উক্ত হলে জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, আমি এখানে হতাশাগ্রস্ত, ভগ্নোৎসাহ; যেহেতু আমি ছয় স্পর্শায়তনের সমুদয়, বিলয়, আস্বাদ, দোষ ও নিঃসরণ সম্পর্কে যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা জ্ঞাত নই।"

"হে ভিক্ষু, তুমি ইহা কী মনে কর, চক্ষু সম্পর্কে 'ইহা আমার নয়', 'ইহা আমি নই', 'ইহা আমার আত্মা নয়', এভাবে দর্শন করা উচিত কি?

"হ্যাঁ ভন্তে।"

"উত্তম ভিক্ষু, এখানে ভিক্ষু যে চক্ষু সম্পর্কে 'ইহা আমার নয়', 'ইহা আমি নই', 'ইহা আমার আত্মা নয়' বলে বিষয়টি সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা যথাযথভাবে দর্শন করে; এভাবে তার প্রথম স্পর্শায়তন প্রহীন হয় এবং ভবিষ্যতে পুনর্জন্ম রহিত হয়।" শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্বন্ধেও এইরূপ।

দশম সূত্র সমাপ্ত।

১১. তৃতীয় ছয় স্পর্শায়তন সূত্র

৭৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু ছয় স্পর্শায়তনের সমুদয় (উৎপত্তি), অস্তগমন (বিলয়), আস্বাদ, আদীনব (দোষ) ও নিঃসরণ (মুক্তি) সম্পর্কে যথাযথভাবে জানে না, তার ব্রহ্মচর্য অপূর্ণ এবং সে এই ধর্মবিনয় হতে বহুদূরে স্থিত।"

২. এরূপ উক্ত হলে জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, আমি এখানে হতাশাগ্রস্ত, ভগ্নোৎসাহ; যেহেতু আমি ছয় স্পর্শায়তনের সমুদয়, বিলয়, আস্বাদ, দোষ ও নিঃসরণ সম্পর্কে যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা জ্ঞাত নই।"

৩. "হে ভিক্ষু, তুমি ইহা কী মনে কর, চক্ষু নিত্য নাকি অনিত্য?"

"অনিত্য, ভন্তে।"

"যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?"

"দুঃখ, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; তাকে 'ইহা আমার', 'ইহা আমি', 'ইহা আমার আত্মা', বলে দর্শন করা উচিত কি?"

"নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।" শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্বন্ধেও এইরূপ।

৪. "হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে চক্ষুতে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্রে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণে নির্বেদপ্রাপ্ত হন, জিহ্বায় নির্বেদপ্রাপ্ত হন, কায়ে নির্বেদ প্রাপ্ত হন ও মনে নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ প্রাপ্ত হয়ে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞানের উদয় হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, এ জীবনে (আসবক্ষয়ের জন্য) আর অন্য কর্তব্য নাই।"

একাদশ সূত্র সমাপ্ত।

মিগজাল বর্গ সপ্তম সমাপ্ত।

স্মারক গাথা :

মিগজাল সূত্র দুইটি উক্ত, সমিদ্ধি সূত্র উক্ত হলো চারটি;
উপসেন, উপবান প্রত্যেকে একটি করে
কিন্তু ছয় স্পর্শায়তন উক্ত হলো তিনটি।

৮. গিলান (রোগী) বর্গ

১. প্রথম গিলান সূত্র

৭৪.১. আমি এরূপ শুনেছি, এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে (বিহারে)। তখন একজন ভিক্ষু যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, অমুক বিহারে একজন অপরিচিত (অজ্ঞাতনামা) নবীন ভিক্ষু ব্যাধিগ্রস্ত, দুঃখিত ও তীব্র রোগযন্ত্রণায় অস্থির হয়েছেন। ভন্তে, ভগবান অনুকম্পাবশত যেখানে সেই ভিক্ষু আছেন সেখানে উপস্থিত হলে ভালো হয়।"

২. অতঃপর ভগবান নবীন (নব প্রব্রজিত) ও ব্যাধিগ্রস্ত এ কথা শ্রবণ করে এবং ভিক্ষুটি অপরিচিত তা জ্ঞাত হয়ে যেখানে সেই ভিক্ষু ছিলেন সেখানে উপস্থিত হলেন। সেই ভিক্ষু দূর হতে ভগবানকে আসতে দেখে মঞ্চ

(শয্যা) হতে (ভগবানের প্রতি গারবতাবশত) গাত্রোত্থান করলেন। তখন ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, থাম, তুমি মঞ্চ হতে উঠো না। এখানে আসন প্রজ্ঞাপ্ত (প্রস্তুতকৃত) আছে, তথায় আমি উপবেশন করব।" ভগবান প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। উপবিষ্ট ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি রোগযন্ত্রণা সহ্য করতে সক্ষম হচ্ছ কি? তোমার দেহ চালনা করতে পারছ্ কি? তোমার দুঃখ-বেদনা পরিক্ষীণ (অবসান) হচ্ছে নাকি বৃদ্ধি পাচ্ছে? (রোগ) বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে নাকি অবসানের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে?" (ভিক্ষু বললেন) "ভন্তে, আমার রোগযন্ত্রণা সহ্য হচ্ছে না। আমি চারি ঈর্যাপথ প্রবর্তন করতে অক্ষম। আমার দুঃখ-বেদনা অতি প্রবল, বাড়ছে কিন্তু কমছে না। বৃদ্ধি ব্যতীত উপশমের লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছে না।"

"হে ভিক্ষু, তোমার কোনো কৌকৃত্য (অনুশোচনা) ও বিপ্রতিসার (অনুতাপ) নেই তো?"

"ভন্তে, আমার অনুশোচনা ও অনুতাপ অল্প নয় অধিক।"

"হে ভিক্ষু, তুমি আপন শীল হতে চ্যুত বলে নিন্দিত হও কি?"

"ভন্তে, আমি শীলচ্যুত বলে নিন্দিত হই না।"

"হে ভিক্ষু, যদি তুমি শীলচ্যুত বলে নিন্দিত না হও; তবে তোমার অনুশোচনাই বা কী, অনুতাপই বা কী?"

"ভন্তে, আমি কিন্তু এরূপে জ্ঞাত নই যে শীলবিশুদ্ধির জন্যই ভগবান কর্তৃক ধর্ম দেশিত।"

"হে ভিক্ষু, "শীলবিশুদ্ধির জন্যই ভগবান কর্তৃক ধর্ম দেশিত'—যদি তুমি এরূপে জ্ঞাত না হও (না জান), তবে আমাকর্তৃক কী উদ্দেশ্যে ধর্ম দেশিত বলে তুমি জান?"

৩. "ভন্তে, 'ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম রাগ (আসক্তি) বিরাগের (ক্ষয়ের) জন্য', এরূপে আমি জানি।"

"সাধু, সাধু ভিক্ষু! রাগ বিরাগের জন্য আমাকর্তৃক ধর্ম দেশিত, তা তুমি উত্তমরূপে অবগত হয়েছ।"

"হে ভিক্ষু, সত্যিই (বাস্তবিকই) রাগ বিরাগের জন্যই আমাকর্তৃক ধর্ম দেশিত হয়।"

৪. "হে ভিক্ষু, তুমি ইহা কী মনে কর, চক্ষু নিত্য নাকি অনিত্য?"

"অনিত্য, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, তা দুঃখ নাকি সুখ?"

“দুঃখ, ভন্তে।”

“যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; ‘তা আমার, তা আমি, তা আমার আত্মা’ বলে দর্শন করা উচিত কি?”

“নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।”

শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্বন্ধেও এইরূপ।

৫. “হে ভিক্ষু, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে চক্ষুতে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্রে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণে নির্বেদপ্রাপ্ত হন, জিহ্বায় নির্বেদপ্রাপ্ত হন, কায়ে নির্বেদ প্রাপ্ত হন ও মনে নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ প্রাপ্ত হয়ে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে ‘বিমুক্ত হয়েছি’ বলে জ্ঞানের উদয় হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, এ জীবনে (আসবক্ষয়ের জন্য) আর অন্য কর্তব্য নাই।”

৬. ভগবান ইহা বললেন, সেই ভিক্ষু সন্তুষ্ট মনে ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করলেন। এই সূত্র ব্যাখ্যাকালে (বিশ্লেষণকালে) সেই ভিক্ষুর বিরজ বীতমল (নির্মল) ধর্মচক্ষু[১] উৎপন্ন হলো-যা কিছু উৎপত্তি স্বভাববিশিষ্ট তৎসমুদয়ই নিরোধ স্বভাবসম্পন্ন।

প্রথম সূত্র সমাপ্ত।

২. দ্বিতীয় গিলান সূত্র

৭৫.১. আমি এরূপ শুনেছি, এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে (বিহারে)। তখন একজন ভিক্ষু যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, “ভন্তে, অমুক বিহারে একজন অপরিচিত (অজ্ঞাতনামা) নবীন ভিক্ষু ব্যাধিগ্রস্ত, দুঃখিত ও তীব্র রোগযন্ত্রণায় অস্থির হয়েছেন। ভন্তে, ভগবান অনুকম্পাবশত যেখানে সেই ভিক্ষু আছেন সেখানে উপস্থিত হলে ভালো হয়।”

২. অতঃপর ভগবান নবীন (নবপ্রব্রজিত) ও ব্যাধিগ্রস্ত এ কথা শ্রবণ করে এবং ভিক্ষুটি অপরিচিত তা জ্ঞাত হয়ে যেখানে সেই ভিক্ষু ছিলেন সেখানে উপস্থিত হলেন। সেই ভিক্ষু দূর হতে ভগবানকে আসতে দেখে মঞ্চ (শয্যা)

---

[১]। **ধর্মচক্ষু** এস্থলে স্রোতাপত্তিমার্গ।

হতে (ভগবানের প্রতি গারবতাবশত) গাত্রোত্থান করলেন। তখন ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, থাম, তুমি মঞ্চ হতে উঠো না। এখানে আসন প্রজ্ঞাপ্ত (প্রস্তুতকৃত) আছে, তথায় আমি উপবেশন করব।" ভগবান প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। উপবিষ্ট ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি রোগযন্ত্রণা সহ্য করতে সক্ষম হচ্ছ কি? তোমার দেহ চালনা করতে পারছ্ কি? তোমার দুঃখ-বেদনা পরিক্ষীণ (অবসান) হচ্ছে নাকি বৃদ্ধি পাচ্ছে? (রোগ) বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে নাকি অবসানের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে?" (ভিক্ষু বললেন) "ভন্তে, আমার রোগযন্ত্রণা সহ্য হচ্ছে না। আমি চারি ঈর্যাপথ প্রবর্তন করতে অক্ষম। আমার দুঃখ-বেদনা অতি প্রবল, বাড়ছে বই কমছে না। বৃদ্ধি ব্যতীত উপশমের লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছে না।"

"হে ভিক্ষু, তোমার কোনো কৌকৃত্য (অনুশোচনা) ও বিপ্রতিসার (অনুতাপ) নেই তো?"

"ভন্তে, আমার অনুশোচনা ও অনুতাপ অল্প নয় অধিক।"

"হে ভিক্ষু, তুমি আপন শীল হতে চ্যুত বলে নিন্দিত হও কি?"

"ভন্তে, আমি শীলচ্যুত বলে নিন্দিত হই না।"

"হে ভিক্ষু, যদি তুমি শীলচ্যুত বলে নিন্দিত না হও; তবে তোমার অনুশোচনাই বা কী, অনুতাপই বা কি?"

"ভন্তে, আমি কিন্তু এরূপে জ্ঞাত নই যে শীলবিশুদ্ধির জন্যই ভগবান কর্তৃক ধর্ম দেশিত।"

"হে ভিক্ষু, "শীলবিশুদ্ধির জন্যই ভগবান কর্তৃক ধর্ম দেশিত'-যদি তুমি এরূপে জ্ঞাত না হও (না জান), তবে আমাকর্তৃক কী উদ্দেশ্যে ধর্ম দেশিত বলে তুমি জান?"

৩. "ভন্তে, ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম অনুৎপাদ পরিনির্বাণের (তৃষ্ণাহীন পরিনির্বাণের) জন্য, আমি এরূপ জানি।"

"সাধু, সাধু হে ভিক্ষু! অনুৎপাদ পরিনির্বাণের[১] জন্যই আমাকর্তৃক ধর্ম দেশিত। তা তুমি উত্তমরূপে অবগত হয়েছ। হে ভিক্ষু, সত্যিই (বাস্তবিকই) অনুৎপাদ পরিনির্বাণের জন্যই আমাকর্তৃক ধর্ম দেশিত।"

৪. "হে ভিক্ষু, তুমি ইহা কী মনে কর, চক্ষু নিত্য নাকি অনিত্য?"

"অনিত্য, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, তা দুঃখ নাকি সুখ?"

---

[১]। **অনুৎপাদ** অর্থে যা অনাসক্ত, অসংস্কৃত (প-সূ)।

"দুঃখ, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; 'তা আমার, তা আমি, তা আমার আত্মা' বলে দর্শন করা উচিত কি?"

"নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

৫. রূপ, চক্ষু বিজ্ঞান, চক্ষু-সংস্পর্শ, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা; শ্রোত্র, শব্দ, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-সংস্পর্শ, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা; ঘ্রাণ, গন্ধ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা; জিহ্বা, রস, জিহ্বা-বিজ্ঞান, জিহ্বা-সংস্পর্শ, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা; কায়, স্প্রষ্টব্য, কায়-বিজ্ঞান, কায়-সংস্পর্শ, কায়-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা; এবং মন, ধর্ম, মনো-বিজ্ঞান, মনো-সংস্পর্শ, মনো-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা সম্বন্ধেও এইরূপ।

৬. হে ভিক্ষু, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে চক্ষুর প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রূপের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। শ্রোত্রের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শব্দের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। ঘ্রাণের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, গন্ধের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বার প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রসের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। কায়ের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, স্প্রষ্টব্যের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। মনের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন,ধর্মের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে

সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন, নির্বেদ হতে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞানের সঞ্চার হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য ব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে (আসব ক্ষয়ের জন্য) আর অপর কর্তব্য নাই'।"

ভগবান ইহা বললেন, সেই ভিক্ষু সন্তুষ্ট মনে ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করলেন। এই সূত্র ব্যাখ্যাকালে সেই ভিক্ষুর চিত্ত অনাসক্ত (তৃষ্ণারহিত) হয়ে আসব হতে বিমুক্ত হলো।

দ্বিতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৩. রাধ-অনিত্য সূত্র

৭৬.১. আমি এরূপ শুনেছি, এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন, জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে। তখন আয়ুষ্মান রাধ যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধ ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, আমার পক্ষে উত্তম (মঙ্গল) হবে ভগবান আমাকে সংক্ষিপ্তভাবে ধর্মদেশনা করুন যাতে আমি ভগবানের ধর্ম শ্রবণ করে একাকী, বিচ্ছিন্ন, অপ্রমত্ত, বীর্যবান, তদ্‌গত চিত্তে (নির্বাণগত চিত্তে) অবস্থান করতে পারি।"

২. "হে রাধ, যা অনিত্য; তাতে তোমার ছন্দ (কামনা) পরিত্যাগ করা উচিত। রাধ, অনিত্য কী কী, যাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত?"

"চক্ষু অনিত্য, রূপ অনিত্য, চক্ষু-বিজ্ঞান অনিত্য, চক্ষু-সংস্পর্শ অনিত্য, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা অনিত্য; তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত। শ্রোত্র অনিত্য, শব্দ অনিত্য, শ্রোত্র-বিজ্ঞান অনিত্য, শ্রোত্র-সংস্পর্শ অনিত্য, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা অনিত্য; তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত। ঘ্রাণ অনিত্য, গন্ধ অনিত্য, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান অনিত্য, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ অনিত্য, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা অনিত্য; তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত। জিহ্বা অনিত্য, রস অনিত্য, জিহ্বা-বিজ্ঞান অনিত্য, জিহ্বা-সংস্পর্শ অনিত্য, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা অনিত্য; তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত। কায় অনিত্য, স্প্রষ্টব্য অনিত্য, কায়-বিজ্ঞান অনিত্য, কায়-সংস্পর্শ অনিত্য, কায়-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা

অদুঃখ-অসুখ-বেদনা অনিত্য; তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত। মন অনিত্য, ধর্ম অনিত্য, মনো-বিজ্ঞান অনিত্য, মনো-সংস্পর্শ অনিত্য, মনো-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা অনিত্য; তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত।"

"হে রাধ, যা অনিত্য; তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত।"

তৃতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৪. রাধ-দুঃখ সূত্র

৭৭.১. "হে রাধ, যা দুঃখ; তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত। হে রাধ, দুঃখ কী কী, যাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত?"

২. "হে রাধ, চক্ষু দুঃখ, তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত। রূপ দুঃখ, তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত। চক্ষু-বিজ্ঞান দুঃখ, তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত। চক্ষু-সংস্পর্শ দুঃখ, তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত। চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা দুঃখ; তাতেও তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত।" শ্রোত্রাদি, ঘ্রাণাদি, জিহ্বাদি, কায়াদি ও মনাদি সম্বন্ধেও এইরূপ।

"হে রাধ, যা দুঃখ, তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত।"

চতুর্থ সূত্র সমাপ্ত।

৫. রাধ-অনাত্ম সূত্র

৭৮.১. "হে রাধ, যা অনাত্ম; তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত। হে রাধ, অনাত্ম কী কী, যাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত?"

২. "হে রাধ, চক্ষু অনাত্ম, তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত। রূপ অনাত্ম, তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত। চক্ষু-বিজ্ঞান অনাত্ম, তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত। চক্ষু-সংস্পর্শ অনাত্ম, তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত। চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনাও অনাত্ম, তাতেও তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত।" শ্রোত্রাদি, ঘ্রাণাদি, জিহ্বাদি, কায়াদি ও মনাদি সম্বন্ধেও এইরূপ।

"হে রাধ, যা অনাত্ম; তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত।"

পঞ্চম সূত্র সমাপ্ত।

৬. প্রথম অবিদ্যা পরিত্যাগ সূত্র

৭৯.১. অতঃপর একজন ভিক্ষু যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত

হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, এক ধর্ম আছে কি, যা পরিত্যাগ করলে ভিক্ষুর অবিদ্যা প্রহীন হয়, বিদ্যা উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু, এক ধর্ম আছে, যা পরিত্যাগ করলে ভিক্ষুর অবিদ্যা প্রহীন হয়, বিদ্যা উৎপন্ন হয়।"

"ভন্তে, সেই এক ধর্ম কি, যা পরিত্যাগ করলে ভিক্ষুর অবিদ্যা প্রহীন হয়, বিদ্যা উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু, অবিদ্যাই সেই এক ধর্ম, যা পরিত্যাগ করলে ভিক্ষুর অবিদ্যা প্রহীন হয়, বিদ্যা উৎপন্ন হয়।"

"ভন্তে, কিভাবে জ্ঞাত হলে, কিভাবে দর্শন করলে ভিক্ষুর অবিদ্যা প্রহীন হয়, বিদ্যা উৎপন্ন হয়?"

২. "হে ভিক্ষু, চক্ষুকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে ভিক্ষুর অবিদ্যা প্রহীন হয়, বিদ্যা উৎপন্ন হয়। রূপকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে ভিক্ষুর অবিদ্যা প্রহীন হয় ও বিদ্যা উৎপন্ন হয়। চক্ষু-বিজ্ঞানকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে ভিক্ষুর অবিদ্যা প্রহীন হয় ও বিদ্যা উৎপন্ন হয়। চক্ষু-সংস্পর্শকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে ভিক্ষুর অবিদ্যা প্রহীন হয় ও বিদ্যা উৎপন্ন হয়। চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনাকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে ভিক্ষুর অবিদ্যা প্রহীন হয় ও বিদ্যা উৎপন্ন হয়।" শ্রোত্রাদি, ঘ্রাণাদি, জিহ্বাদি, কায়াদি ও মনাদি সম্বন্ধেও এইরূপ।

"হে ভিক্ষু, এভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে ভিক্ষুর অবিদ্যা প্রহীন হয় ও বিদ্যা উৎপন্ন হয়।"

ষষ্ঠ সূত্র সমাপ্ত।

৭. দ্বিতীয় অবিদ্যা পরিত্যাগ সূত্র

৮০.১. অতঃপর একজন ভিক্ষু যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, এক ধর্ম আছে কি, যা পরিত্যাগ করলে ভিক্ষুর অবিদ্যা প্রহীন হয়, বিদ্যা উৎপন্ন হয়?"

২. হে ভিক্ষু, এখানে ভিক্ষুর শ্রুতিগোচর হয়-সর্ব(সমস্ত) ধর্মের প্রতি অভিনিবিষ্ট (অনুরুক্ত) হওয়া উচিত নয়। যদি সেই ভিক্ষুর এরূপ শ্রুত হয়-সর্ব ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হওয়া উচিত নয়। তিনি সর্ব ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে

জ্ঞাত হন, সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে সম্যকরূপে উপলব্ধি করেন; সম্যকরূপে উপলব্ধি করে সর্বনিমিত্তকে অন্যভাবে[১] দর্শন করেন। চক্ষুকে অন্যভাবে দর্শন করেন, রূপকে অন্যভাবে দর্শন করেন, চক্ষু-বিজ্ঞানকে অন্যভাবে দর্শন করেন। চক্ষু-সংস্পর্শকে অন্যভাবে দর্শন করেন, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনাকে অন্যভাবে দর্শন করেন। শ্রোত্রাদি, ঘ্রাণাদি, জিহ্বাদি, কায়াদি ও মনাদি সম্বন্ধেও এইরূপ।

"হে ভিক্ষু, এভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে ভিক্ষুর অবিদ্যা প্রহীন হয় ও বিদ্যা উৎপন্ন হয়।"

সপ্তম সূত্র সমাপ্ত।

৮. বহুসংখ্যক ভিক্ষু সূত্র

৮১.১. অতঃপর বহুসংখ্যক ভিক্ষু যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট ভিক্ষুগণ ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, এখানে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ আমাদের এরূপ জিজ্ঞেস করেন—'শ্রমণ গৌতমের অধীনে (আপনাদের) আচরিত ব্রহ্মচর্যের উদ্দেশ্য কী?' ভন্তে, এরূপে জিজ্ঞাসিত হয়ে আমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণকে এভাবে উত্তর প্রদান করি-'আবুসো (বন্ধুগণ), দুঃখ সম্পর্কে পরিজ্ঞান[২] লাভই ভগবানের অধীনে (আমাদের) আচরিত ব্রহ্মচর্যের উদ্দেশ্য। ভন্তে, এরূপে জিজ্ঞাসিত হয়ে এভাবে উত্তর প্রদানকালে আমরা কি ভগবান সম্বন্ধে যথার্থবাদী হই? ভগবানকে অসত্য দ্বারা নিন্দা করি না তো? ধর্মের অনুকূলে বর্ণনা করেছি তো? তা ধর্মানুসারে কোনো বাদানুবাদের (নিন্দার) কারণ হবে না তো?

"হে ভিক্ষুগণ, বাস্তবিকই তোমরা এরূপে জিজ্ঞাসিত হয়ে এভাবে উত্তর প্রদানকালে আমার সম্বন্ধে যথার্থবাদী হও; অসত্য দ্বারা আমাকে নিন্দা কর না; ধর্মের অনুকূলে বর্ণনাকারী হও; তা ধর্মানুসারে কোনো বাদানুবাদের কারণ হবে না।"

২. "হে ভিক্ষুগণ, যদি অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ কর্তৃক তোমরা এরূপ জিজ্ঞাসিত হও—'আবুসো (বন্ধুগণ), যেই দুঃখ পরিজ্ঞাত হবার জন্য শ্রমণ গৌতমের অধীনে (আপনাদের) ব্রহ্মচর্য আচরিত হয়, সেই দুঃখ কী কী?' হে ভিক্ষুগণ, এরূপে জিজ্ঞাসিত হয়ে তোমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণকে

---

[১]। সর্বনিমিত্তকে অনাত্মরূপে দর্শন করেন। (অর্থকথা)

[২]। **পালি-পরিঞ্ঞা**—পরিজ্ঞা, সম্যক জ্ঞান, পূর্ণজ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি।

এভাবে উত্তর প্রদান করবে-'আবুসো (বন্ধুগণ), চক্ষু দুঃখ; ইহা পরিজ্ঞাত হবার জন্য ভগবানের অধীনে আমাদের ব্রহ্মচর্য আচরিত হয়। রূপ দুঃখ, ইহা পরিজ্ঞাত হবার জন্য ভগবানের অধীনে আমাদের ব্রহ্মচর্য আচরিত হয়। চক্ষু-বিজ্ঞান দুঃখ, ইহা পরিজ্ঞাত হবার জন্য ভগবানের অধীনে আমাদের ব্রহ্মচর্য আচরিত হয়। চক্ষু-সংস্পর্শ দুঃখ; ইহা পরিজ্ঞাত হবার জন্য ভগবানের অধীনে আমাদের ব্রহ্মচর্য আচরিত হয়। চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা দুঃখ; ইহা পরিজ্ঞাত হবার জন্য ভগবানের অধীনে আমাদের ব্রহ্মচর্য আচরিত হয়'।" শ্রোত্রাদি, ঘ্রাণাদি, জিহ্বাদি, কায়াদি ও মনাদি সম্বন্ধেও এইরূপ।

"হে ভিক্ষুগণ, এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে তোমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণকে এভাবে উত্তর প্রদান করবে।"

অষ্টম সূত্র সমাপ্ত।

৯. লোক-প্রশ্ন সূত্র

৮২. ১. অতঃপর একজন ভিক্ষু যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, 'লোক, লোক' বলে কথিত হয়। ভন্তে, কী কারণে লোক বলা হয়?"

২. "হে ভিক্ষু, লুপ্ত হয় বলেই 'লোক' বলা হয়। কী লুপ্ত হয়? ভিক্ষু, চক্ষু লুপ্ত হয়, রূপ লুপ্ত হয়, চক্ষু বিজ্ঞান লুপ্ত হয়, চক্ষু-সংস্পর্শ লুপ্ত হয়, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা লুপ্ত হয়। শ্রোত্র লুপ্ত হয়, শব্দ লুপ্ত হয়, শ্রোত্র-বিজ্ঞান লুপ্ত হয়, শ্রোত্র-সংস্পর্শ লুপ্ত হয়, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা লুপ্ত হয়। ঘ্রাণ লুপ্ত হয়, গন্ধ লুপ্ত হয়, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান লুপ্ত হয়, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ লুপ্ত হয়, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা লুপ্ত হয়। জিহ্বা লুপ্ত হয়, রস লুপ্ত হয়, জিহ্বা-বিজ্ঞান লুপ্ত হয়, জিহ্বা-সংস্পর্শ লুপ্ত হয়, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা লুপ্ত হয়। কায় লুপ্ত হয়, স্প্রষ্টব্য লুপ্ত হয়, কায়-বিজ্ঞান লুপ্ত হয়, কায়-সংস্পর্শ লুপ্ত হয়, কায়-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা লুপ্ত হয়। মন লুপ্ত হয়, ধর্ম লুপ্ত হয়, মনো-বিজ্ঞান লুপ্ত হয়, মনো-সংস্পর্শ লুপ্ত হয়, মনো-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা লুপ্ত হয়।"

"হে ভিক্ষু, লুপ্ত হয় বলেই 'লোক' বলা হয়।"

নবম সূত্র সমাপ্ত।

১০. ফাল্গুন-প্রশ্ন সূত্র

৮৩. ১. আমি এরূপ শুনেছি, এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন, জেতবনে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত বিহারে। অতঃপর আয়ুষ্মান ফাল্গুন যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান ফাল্গুন ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, সেই চক্ষু আছে কি, যেই চক্ষু দ্বারা (দেখে) পরিনির্বাপিত, ছিন্নপ্রপঞ্চ,সম্পন্ন-ভ্রমণ, ত্রিবর্তের[১] ক্ষয়-সাধনকারী (ভবচক্র ছিন্নকারী), সর্বদুঃখজয়ী (বিমুক্ত) অতীত বুদ্ধগণকে প্রজ্ঞাপিত করার সময় প্রজ্ঞাপন করতে পারে [পরিদর্শনকালে প্রকাশ (ব্যক্ত) করতে পারে]।" শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্বন্ধেও এইরূপ।

২. "হে ফাল্গুন, সেই চক্ষু নেই যেই চক্ষু দ্বারা (দেখে) পরিনির্বাপিত, ছিন্নপ্রপঞ্চ,সম্পন্ন ভ্রমণ, ত্রিবর্তের ক্ষয় সাধনকারী, সর্বদুঃখজয়ী অতীত বুদ্ধগণকে প্রজ্ঞাপিত করার সময় প্রজ্ঞাপন করতে পারে [পরিদর্শনকালে প্রকাশ (ব্যক্ত) করতে পারে]। শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্বন্ধেও এইরূপ।

দশম সূত্র সমাপ্ত।

গিলান বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক গাথা :

"গিলান সূত্র দুইটি উক্ত, রাধ সূত্র হলো তিনটি উক্ত;
অবিদ্যা সূত্র দুইটি উক্ত, ভিক্ষু, লোক, ফাল্গুন ক্রমান্বয়ে যুক্ত।"

৯. ছন্ন বর্গ

১. প্রলুপ্তধর্মী সূত্র

৮৪.১. আমি এরূপ শুনেছি, এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিক নির্মিত বিহারে। তখন আয়ুষ্মান আনন্দ যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে

---

[১]। কর্মবর্ত, ক্লেশবর্ত এবং বিপাকবর্ত রূপ ত্রিবর্ত।

একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, লোক, লোক' বলে কথিত হয়। কী প্রকারে (কিজন্য) ভন্তে, 'লোক' কথিত হয়?"

২. "হে আনন্দ, যা প্রলুপ্তধর্মী (বিনাশশীল বা বিলুপ্ত স্বভাববিশিষ্ট), আর্যবিনয়ে তা লোক বলে কথিত হয়। হে আনন্দ, প্রলুপ্তধর্মী কী কী?"

৩. "হে আনন্দ, চক্ষু প্রলুপ্তধর্মী, রূপ প্রলুপ্তধর্মী, চক্ষু-বিজ্ঞান প্রলুপ্তধর্মী, চক্ষু-সংস্পর্শ প্রলুপ্তধর্মী, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা প্রলুপ্তধর্মী।" শ্রোত্রাদি, ঘ্রাণাদি, জিহ্বাদি, কায়াদি ও মনাদি সম্বন্ধেও এইরূপ।

"হে আনন্দ, যা প্রলুপ্তধর্মী আর্যবিনয়ে তাকে লোক বলা হয়।"

প্রথম সূত্র সমাপ্ত।

২. শূন্যতালোক সূত্র

৮৫.১. অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ যেখানে ভগবান ছিলেন, সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, 'শূন্য লোক, শূন্য লোক' বলে কথিত হয়। ভন্তে, কী প্রকারে (কি জন্য) শূন্য লোক কথিত হয়?"

২. "হে আনন্দ, যেহেতু আত্ম শূন্য বা আত্মস্বভাবে শূন্য সেহেতু 'শূন্য লোক' বলে কথিত হয়। হে, আনন্দ, আত্ম শূন্য বা আত্মস্বভাবে শূন্য কী কী?"

৩. "হে আনন্দ, চক্ষু আত্মশূন্য বা আত্মস্বভাবে শূন্য, রূপ আত্মশূন্য বা আত্মস্বভাবে শূন্য, চক্ষু-বিজ্ঞান আত্মশূন্য বা আত্মস্বভাবে শূন্য, চক্ষু-সংস্পর্শ আত্মশূন্য বা আত্মস্বভাবে শূন্য, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও আত্মশূন্য বা আত্মস্বভাবে শূন্য।" শ্রোত্রাদি, ঘ্রাণাদি, জিহ্বাদি, কায়াদি ও মনাদি সম্বন্ধেও এইরূপ।

"হে আনন্দ, যেহেতু আত্ম শূন্য বা আত্ম-স্বভাবে শূন্য সেহেতু শূন্য লোক বলা হয়।"

দ্বিতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৩. সংক্ষিপ্ত ধর্ম সূত্র

৮৬.১. আমি এরূপ শুনেছি, এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান

করছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিক নির্মিত বিহারে। তখন আয়ুষ্মান আনন্দ যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, আমার পক্ষে উত্তম হবে ভগবান আমাকে সংক্ষিপ্তভাবে ধর্মদেশনা করুন যাতে আমি ভগবানের ধর্ম শ্রবণ করে একাকী, বিচ্ছিন্ন, অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও নির্বাণগত চিত্তে অবস্থান করতে পারি।"

২. "হে আনন্দ, তুমি ইহা কী মনে কর, চক্ষু নিত্য নাকি অনিত্য?"

"অনিত্য, ভন্তে"।

"যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?"

"দুঃখ, ভন্তে।"

"যা অনিত্য; দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; 'তা আমার, তা আমি, তা আমার আত্মা' বলে দর্শন করা উচিত কি?"

"নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে," রূপ, চক্ষু-বিজ্ঞান, চক্ষু-সংস্পর্শ, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন বেদনা এবং শ্রোত্রাদি, ঘ্রাণাদি, জিহ্বাদি, কায়াদি ও মনাদি সম্বন্ধেও এইরূপ।

৩. হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে চক্ষুর প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রূপের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। শ্রোত্রের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শব্দের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। ঘ্রাণের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, গন্ধের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বার প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রসের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। কায়ের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, স্প্রষ্টব্যের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। মনের

প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন,ধর্মের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন, নির্বেদ হতে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞানের সঞ্চার হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন— 'জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য ব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে (আসব ক্ষয়ের জন্য) আর অপর কর্তব্য নাই'।"

তৃতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৪. ছন্ন সূত্র

৮৭.১. আমি এরূপ শুনেছি, এক সময় ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করছিলেন বেণুবনে, কলন্দকনিবাপে। সেই সময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র, আয়ুষ্মান মহাচুন্দ ও আয়ুষ্মান ছন্ন গৃধ্রকুট পর্বতে অবস্থান করতেছিলেন। তখন আয়ুষ্মান ছন্ন ব্যাধিগ্রস্ত, দুঃখিত ও তীব্র রোগ যন্ত্রণায় পীড়িত হয়েছিলেন। তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র সন্ধ্যাকালে ধ্যান হতে উঠে যেখানে আয়ুষ্মান মহাচুন্দ ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান মহাচুন্দকে বললেন, "আবুসো চুন্দ, চলুন, আমরা যেখানে আয়ুষ্মান ছন্ন আছেন সেখানে গমন করি এবং তার অসুস্থতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি।" "হ্যাঁ, আবুসো, তাই হোক" বলে আয়ুষ্মান মহাচুন্দ আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে প্রত্যুত্তর দিলেন।

২. অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র ও আয়ুষ্মান মহাচুন্দ যেখানে আয়ুষ্মান ছন্ন ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। আসনে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সারিপুত্র আয়ুষ্মান ছন্নকে বললেন, "আবুসো ছন্ন, আপনি রোগযন্ত্রণা সহ্য করতে সক্ষম হচ্ছেন কি? আপনার দেহ চালনা করতে সক্ষম হচ্ছেন কি? আপনার দুঃখ-বেদনা পরিক্ষীণ (অবসান) হচ্ছে নাকি বৃদ্ধি পাচ্ছে? (রোগ) বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে নাকি অবসানের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে?" "বন্ধু সারিপুত্র, আমি রোগযন্ত্রণা সহ্য করতে সক্ষম হচ্ছি না। আমি চারি ঈর্যাপথ প্রবর্তন করতে অক্ষম। আমার দুঃখ-বেদনা অতিপ্রবল, বাড়ছে কিন্তু কমছে না। বৃদ্ধি ব্যতীত উপশমের লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। যেমন আবুসো, কোনো বলবান পুরুষ তীক্ষ্ণ শিখর (ক্ষুরাগ্র) দিয়ে মস্তক ছেদন করে, তদ্রূপই বন্ধু, অত্যধিক বায়ু আমার মস্তকে আঘাত করতেছে। আবুসো, আমার রোগ-যন্ত্রণা অসহনীয় হয়েছে, কালযাপন দুষ্কর হয়েছে, সাংঘাতিক দুঃখ-বেদনা বাড়ছে কিন্তু কমছে না, রোগ বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা

যাচ্ছে, উপশমের নয়। যেমন আবুসো, কোনো বলবান পুরুষ চাবুকখণ্ড দ্বারা শির বেষ্টন করে দৃঢ়ভাবে বন্ধন করে, তদ্রূপই আবুসো (বন্ধু), অত্যধিক শির বেদনা উৎপন্ন হয়েছে। আবুসো, আমার রোগ-যন্ত্রণা অসহনীয় হয়েছে, কালযাপন দুষ্কর হয়েছে, সাংঘাতিক দুঃখবেদনা বাড়ছে কিন্তু কমছে না, রোগ বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, উপশমের নয়। যেমন আবুসো, দক্ষ গো-ঘাতক বা গো-ঘাতকের অন্তেবাসী (শিষ্য) ধারালো গো-কর্তন অস্ত্র (ছুরি) দ্বারা উদর কর্তন করে, সেরূপই বন্ধু, অত্যধিক বায়ু আমার কুক্ষি কর্তন করতেছে। বন্ধু, আমার রোগ-যন্ত্রণা অসহনীয় হয়েছে, কালযাপন দুষ্কর হয়েছে, সাংঘাতিক দুঃখবেদনা বাড়ছে কিন্তু কমছে না, রোগ বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, উপশমের নয়। যেমন বন্ধু, দুইজন বলবান পুরুষ কোনো দুর্বল পুরুষকে উভয় বাহুতে ধরে জ্বলন্ত অঙ্গারগর্তে সন্তপ্ত করে, পরিতপ্ত করে; সেরূপই বন্ধু, আমার শরীরে অত্যধিক দাহ উৎপন্ন হচ্ছে। বন্ধু, আমার রোগ-যন্ত্রণা অসহনীয় হয়েছে, কালযাপন দুষ্কর হয়েছে, সাংঘাতিক দুঃখবেদনা বাড়ছে কিন্তু কমছে না, রোগ বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, উপশমের নয়। বন্ধু সারিপুত্র, আমি শস্ত্র আহরণ করব, আমি জীবনের আকাঙ্ক্ষা করি না।"

৩. "আয়ুষ্মান ছন্ন শস্ত্র আহরণ করবেন না। আয়ুষ্মান ছন্ন জীবনযাপন করুন। আমরা তাই ইচ্ছা করি। আয়ুষ্মান ছন্নের যদি উপযুক্ত খাদ্য না থাকে, আমি আয়ুষ্মান ছন্নের জন্য উপযুক্ত খাদ্যের সন্ধান করব। যদি উপযুক্ত ভৈষজ্য না থাকে, আমি তা সন্ধান করব। যদি আয়ুষ্মান ছন্নের উপযুক্ত সেবক না থাকে, আমি তার পরিচর্যা (সেবা) করব। শস্ত্র আহরণ করবেন না, আয়ুষ্মান ছন্ন জীবনযাপন করুন। আমরা তাই ইচ্ছা করি।"

৪. "বন্ধু সারিপুত্র, আমার যে উপযুক্ত খাদ্য নেই, তেমন নয়; আমার উপযুক্ত খাদ্য আছে। আমার যে উপযুক্ত ভৈষজ্য নেই, তেমন নয়, আমার উপযুক্ত ভৈষজ্য আছে। আমার যে উপযুক্ত সেবক (পরিচারক) নেই, তেমন নয়; আমার উপযুক্ত সেবক আছে। বন্ধু সারিপুত্র, বহুদিন ধরে আমি শাস্তাকে আনন্দে পরিচর্যা করেছি, নিরানন্দে নহে। বন্ধু সারিপুত্র, ইহাই শিষ্যের পক্ষে উচিত যে, তিনি শাস্তার পরিচর্যা করবেন আনন্দ-সহকারে, নিরানন্দে নহে। বন্ধু সারিপুত্র, এরূপ ধারণা করুন যে, ভিক্ষু ছন্ন অনিন্দনীয় (পুনর্জন্ম রহিত)[১] শস্ত্র আহরণ করবে।"

---

[১]। অনুপবজ্জংতি অনুপ্পত্তিকং অপ্পসন্ধিকং। (অর্থকথা)

৫. "আমরা আয়ুষ্মান ছন্নকে কিছু বিষয়ে জিজ্ঞাসা করব। যদি তিনি প্রশ্নের ব্যাখ্যার জন্য অবকাশ করেন।"

"বন্ধু সারিপুত্র, জিজ্ঞেস করুন, শ্রবণ করার পর আমি জানাব।"

"বন্ধু ছন্ন, আপনি চক্ষু, চক্ষু-বিজ্ঞান, চক্ষু-বিজ্ঞান-বিজ্ঞাতব্য বিষয়ে কি সম্যকরূপে দর্শন করেন—'ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা'?" শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্পর্কেও এরূপ।

"বন্ধু সারিপুত্র, আমি চক্ষু, চক্ষু-বিজ্ঞান, চক্ষু-বিজ্ঞান-বিজ্ঞাতব্য বিষয়ে সম্যকরূপে দর্শন করি—'ইহা আমার নয়, ইহা আমি নই, ইহা আমার আত্মা নয়'।" শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্পর্কেও এরূপ।

"বন্ধু ছন্ন, চক্ষু, চক্ষু-বিজ্ঞান, চক্ষু-বিজ্ঞান-বিজ্ঞাতব্য বিষয়ে কি দেখে কি জ্ঞাত হয়ে আপনি এরূপে সম্যকরূপে দর্শন করেন : 'ইহা আমার নয়, ইহা আমি নই, ইহা আমার আত্মা নয়'?"

শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্পর্কেও এরূপ।

"বন্ধু সারিপুত্র, আমি চক্ষু, চক্ষু-বিজ্ঞান, চক্ষু-বিজ্ঞান-বিজ্ঞাতব্য বিষয়ে নিরোধ দেখে নিরোধ জ্ঞাত হয়ে এভাবে সম্যকরূপে দর্শন করি : 'ইহা আমার নয়, ইহা আমি নই, ইহা আমার আত্মা নয়'।" শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্পর্কেও এরূপ।

৬. এরূপ কথিত হলে আয়ুষ্মান মহাচুন্দ আয়ুষ্মান ছন্নকে বললেন, "তাহলে, বন্ধু ছন্ন, ভগবানের এই অনুশাসন সর্বদা মনস্কারযোগ্য;-নিশ্রিতের (তৃষ্ণা-দৃষ্টির অধীন ব্যক্তির) চঞ্চলতা আসে, অনিশ্রিতের মনের চঞ্চলতা থাকে না, চঞ্চলতা না থাকলে প্রশান্তি আসে, প্রশান্তি থাকলে রতি (কামরাগ) দূরীভূত হয়, কামরাগ দূরীভূত হলে আর পৃথিবীতে আসতে হয় না, সেই কারণে আর চ্যুতি-উৎপত্তি (পুনঃপুন জন্ম-মৃত্যু) হয় না; যাঁর জন্ম-মৃত্যু হবে না, তিনি ইহলোকেও নন, পরলোকেও নন। এরূপে দুঃখের অবসান হয়।"

৭. অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র এবং আয়ুষ্মান মহাচুন্দ আয়ুষ্মান ছন্নকে এই উপদেশ প্রদান করে আসন হতে উঠে চলে গেলেন। তাঁরা চলে যাবার পর আয়ুষ্মান ছন্ন শস্ত্র আহরণ করলেন[১]। তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র যেখানে

---

[১]। শস্ত্র দ্বারা কণ্ঠনালী ছেদন করলেন। তিনি (ছন্ন স্থবির) নিজেকে অর্হৎ মনে করতেন। কিন্তু যখন কণ্ঠনালী ছেদন করলেন তখন উনার মধ্যে মরণভয় ও গতিনিমিত্ত উৎপন্ন হল। সেজন্য তিনি যে এখনও পৃথকজন তা বুঝতে পারলেন এবং সংবেগ প্রাপ্ত হলেন। সেই মুহূর্তে তিনি বিদর্শন আরোপ করে সমশীর্ষক হন অর্থাৎ একই মুহূর্তে আসক্তিক্ষয় ও জীবনক্ষয় সাধিত হল। (তিনি সমশীর্ষ পরিনির্বাণ লাভ করলেন।) (অর্থকথা)

ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, আয়ুষ্মান ছন্ন শস্ত্র আহরণ করেছেন। তাঁর কি গতি, কি পরিণতি হবে?" "সারিপুত্র, ভিক্ষু ছন্ন কি তোমাদের সম্মুখে তার অনবদ্যতা[1] প্রকাশ করে নাই?"

"ভন্তে, পূর্বজির নামে একটি বৃজি গ্রাম আছে। সেখানে অনেক কুল (পরিবার) আছে যারা আয়ুষ্মান ছন্নের মিত্র, সুহৃদ এবং পরিদর্শনযোগ্য।"

"হে সারিপুত্র, ভিক্ষু ছন্নের মিত্রকুল, সুহৃদকুল ও পরিদর্শনযোগ্য কুল আছে। এ জন্য সে নিন্দনীয় হয় তা আমি বলি না। হে সারিপুত্র, যে এই দেহ নিক্ষেপ করে অন্য দেহ পরিগ্রহ (গ্রহণ) করতে আকাঙ্ক্ষা করে, তা নিন্দনীয় বলি।

ভিক্ষু ছন্নের তা নেই, ভিক্ষু ছন্ন অনিন্দনীয় হয়ে শস্ত্র আহরণ করেছে। এরূপেই তুমি ধারণা কর।"

চতুর্থ সূত্র সমাপ্ত।

৫. পূর্ণ সূত্র

৮৮.১. অতঃপর আয়ুষ্মান পূর্ণ যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান পূর্ণ ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, আমার পক্ষে উত্তম হবে, ভগবান আমাকে সংক্ষিপ্তভাবে ধর্ম উপদেশ দিন যাতে আমি ভগবানের ধর্ম শ্রবণ করে একাকী, বিচ্ছিন্ন, অপ্রমত্ত, বীর্যবান, নির্বাণগত চিত্তে (তদ্গত চিত্তে) অবস্থান করতে পারি।"

২. "হে পূর্ণ, চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ আছে তা আনন্দদায়ক (ইষ্ট), কান্ত (মুগ্ধকর), মনোজ্ঞ (মনোরম), প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত ও রঞ্জনীয়। যদি ভিক্ষু তাতে আনন্দ লাভ করেন, উল্লাস প্রকাশ করেন এবং নিবিষ্ট (অনুরক্ত) হয়ে থাকেন, তজ্জন্য নন্দিরাগ উৎপন্ন হয়, নন্দিরাগ সমুদয় হেতু দুঃখ সমুদয় হয়।" শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বাবিজ্ঞেয় রস, কায়বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য ও মনোবিজ্ঞেয় ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ।

---

[1]। অনিন্দতা, নির্দোষতা। যদিও ছন্ন স্থবির পৃথগজন অবস্থায় নিজের নির্দোষতা (তিনি চক্ষু শ্রোত্রাদিকে আত্মদৃষ্টিতে দর্শন করতেন না এবং পুনর্জন্ম আকাঙ্ক্ষা করতেন না ইত্যাদি) ব্যক্ত করেন, তা কিন্তু উনার পরিনির্বাণের পক্ষে অন্তরায় হয়নি। সেজন্য ভগবান সেই ব্যক্তকরণকে উদ্দেশ করে (সারিপুত্র স্থবিরকে) উক্ত প্রশ্ন করেছিলেন। (অর্থকথা)

৩. "হে পূর্ণ, চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ আছে তা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত ও রঞ্জনীয়। যদি ভিক্ষু তাতে অভিনন্দিত না হন, উল্লাস প্রকাশ না করেন এবং তাতে নিবিষ্ট (অনুরক্ত) হয়ে অবস্থান না করেন, তাহলে নন্দিরাগ নিরুদ্ধ হয়, নন্দিরাগ নিরোধ হেতু দুঃখ-নিরোধ হয়।" শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, কায়বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য ও মনোবিজ্ঞেয় ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ।

৪. "পূর্ণ, আমাকর্তৃক এই সংক্ষিপ্ত উপদেশ দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে তুমি কোন জনপদে অবস্থান করবে?"

"ভন্তে, ভগবান কর্তৃক এই সংক্ষিপ্ত উপদেশ দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে আমি সুনাপরান্ত নামক জনপদে অবস্থান করব।"

"পূর্ণ, সুনাপরান্তবাসী মনুষ্যগণ চণ্ড (উগ্র) এবং কর্কশ। যদি তারা তোমাকে আক্রোশ এবং দোষারোপ করে, তাহলে তোমার কী হবে?"

"ভন্তে, যদি সুনাপরান্তবাসী মনুষ্যগণ আমাকে আক্রোশ এবং দোষারোপ করে, তাহলে আমার এরূপ হবে : আমি বলব, বাস্তবিক, এই সুনাপরান্তবাসী মনুষ্যগণ খুব ভদ্র, সুভদ্র, যেহেতু তারা আমাকে হস্ত দ্বারা কোনো প্রহার করছে না। ভগবান, এখানে আমার এরূপ হবে[১]। সুগত, এখানে আমার এরূপ হবে।

৫. "পূর্ণ, যদি সেই সুনাপরান্তবাসী মনুষ্যগণ তোমাকে হস্ত দ্বারা প্রহার করে, তাহলে তোমার কী হবে?"

"ভন্তে, যদি সেই সুনাপরান্তবাসী মনুষ্যগণ আমাকে হস্ত দ্বারা প্রহার করে, তাহলে আমার এরূপ হবে : আমি বলব-বাস্তবিক, এই সুনাপরান্তবাসী মনুষ্যগণ খুব ভদ্র, সুভদ্র, যেহেতু তারা আমাকে মৃৎপিণ্ড দ্বারা আঘাত করছে না[২]। ভগবান, এখানে আমার এরূপ হবে। সুগত, এখানে আমার এরূপ হবে।"

৬. "পূর্ণ, যদি সেই সুনাপরান্তবাসী মনুষ্যগণ তোমাকে মৃৎপিণ্ড দ্বারা প্রহার করে, তাহলে তোমার কী হবে?"

"ভন্তে, যদি সেই সুনাপরান্তবাসী মনুষ্যগণ আমাকে মৃৎপিণ্ড দ্বারা প্রহার করে, তাহলে আমার এরূপ হবে : আমি বলব—বাস্তবিক এই সুনাপরান্তবাসী মনুষ্যগণ খুব ভদ্র, সুভদ্র, যেহেতু তারা আমাকে দণ্ড দ্বারা

---

[১]। আমি এরূপ মনে করব।

[২]। আমার দেহে মৃৎপিণ্ড (দলা/ডেলা) নিক্ষেপ করছে না।

প্রহার করতেছে না। ভগবান, এখানে আমার এরূপ হবে। সুগত, এখানে আমার এরূপ হবে।”

৭. “পূর্ণ, যদি সেই সুনাপরান্তবাসী মনুষ্যগণ তোমাকে দণ্ড দ্বারা প্রহার করে, তাহলে তোমার কী হবে?”

“ভন্তে, যদি সেই সুনাপরান্তবাসী মনুষ্যগণ আমাকে দণ্ড দ্বারা প্রহার করে, তাহলে আমার এরূপ হবে : আমি বলব—বাস্তবিক, এই সুনাপরান্তবাসী মনুষ্যগণ খুব ভদ্র, সুভদ্র, যেহেতু তারা আমাকে শস্ত্র দ্বারা আঘাত করতেছে না। ভগবান, এখানে আমার এরূপ হবে। সুগত, এখানে আমার এরূপ হবে।”

৮. “পূর্ণ, যদি সেই সুনাপরান্তবাসী মনুষ্যগণ তোমাকে শস্ত্র দ্বারা আঘাত করে, তাহলে তোমার কী হবে?”

“ভন্তে, যদি সেই সুনাপরান্তবাসী মনুষ্যগণ আমাকে শস্ত্র দ্বারা আঘাত করে, তাহলে আমার এরূপ হবে : আমি বলব—বাস্তবিক, এই সুনাপরান্তবাসী মনুষ্যগণ খুব ভদ্র, সুভদ্র, যেহেতু তারা আমাকে জীবন হতে বঞ্চিত (হত্যা) করতেছে না। ভগবান, এখানে আমার এরূপ হবে। সুগত, এখানে আমার এরূপ হবে।”

৯. “পূর্ণ, যদি সেই সুরাপরান্তবাসী মনুষ্যগণ তোমাকে জীবন হতে বঞ্চিত (হত্যা) করে, তবে তোমার কী হবে?”

“ভন্তে, যদি সেই সুরাপরান্তবাসী মনুষ্যগণ আমাকে জীবন হতে বঞ্চিত (হত্যা) করে, তাহলে আমার এরূপ হবে : আমি বলব—ভগবানের শিষ্যগণ কায়ের (দেহের) ও জীবনের দ্বারা দুঃখপ্রাপ্ত, বিরাগভাজন, উৎপীড়িত ও অশ্রদ্ধ হয়ে শস্ত্র আহরণের জন্য সন্ধান করতেছেন। সন্ধান না করেই আমি সেই শস্ত্র লাভ করেছি। ভগবান, আমার এরূপ হবে। সুগত, আমার এরূপ হবে।”

“সাধু, সাধু পূর্ণ! তুমি এই দম ও উপশম দ্বারা সমন্বাগত হয়ে সুনাপরান্ত জনপদে অবস্থান করতে সক্ষম হবে। পূর্ণ, তুমি যা কালোপযোগী মনে কর, তা করতে পার।”

১০. অতঃপর আয়ুষ্মান পূর্ণ ভগবানের ভাষণকে অভিনন্দন ও অনুমোদন করে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে শয়নাসন (বিছানাপত্র) ভাঁজ করে (সামলে রেখে) পাত্র-চীবর গ্রহণ করে সুনাপরান্ত জনপদে বিচরণ করার জন্য যাত্রা করলেন এবং পদচারণা করতে করতে সুনাপরান্ত জনপদে পৌঁছলেন এবং সেখানে অবস্থান করতে লাগলেন।

আয়ুষ্মান পূর্ণ একই বর্ষার মধ্যে পাঁচশত উপাসক ও পাঁচশত উপাসিকাকে প্রতিপাদন (ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠিত) করলেন এবং নিজে ত্রিবিদ্যা[১] সাক্ষাৎ করলেন। সেই বর্ষার মধ্যে (পরে অন্য সময়ে) আয়ুষ্মান পূর্ণ পরিনির্বাণ লাভ করলেন।

১১. সেই সময় বহু ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, যে কুলপুত্র পূর্ণ ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্ত উপদেশ দ্বারা উপদিষ্ট হয়েছিল, তিনি মারা গেছেন। তাঁর কি গতি, কি পরিণতি হলো?"

"হে ভিক্ষুগণ, কুলপুত্র পূর্ণ পণ্ডিত ছিলেন, ধর্মানুকূল আচরণকারী ছিলেন, তিনি ধর্মাধিকরণে কখনো আমাকে অপদস্ত করেন নাই। তিনি পরিনির্বাণ লাভ করেছেন।"

পঞ্চম সূত্র সমাপ্ত।

৬. বাহিয় সূত্র

৮৯.১. অতঃপর আয়ুষ্মান বাহিয় যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান বাহিয় ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, আমার পক্ষে উত্তম (মঙ্গল) হবে, ভগবান আমাকে সংক্ষিপ্তভাবে ধর্মদেশনা করুন, যাতে আমি ভগবানের ধর্ম শ্রবণ করে একাকী, বিচ্ছিন্ন (বিবেক-পরায়ন), অপ্রমত্ত, বীর্যবান, ধ্যাননিবিষ্ট চিত্তে অবস্থান করতে পারি।"

২. "হে বাহিয়, তুমি ইহা কী মনে কর, চক্ষু নিত্য নাকি অনিত্য?"

"অনিত্য, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, তা দুঃখ নাকি সুখ?"

"দুঃখ, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; 'তা আমার, তা আমি, তা আমার আত্মা' বলে দর্শন করা উচিত কি?"

"নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

রূপ, চক্ষু-বিজ্ঞান, চক্ষু সংস্পর্শ, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ

---

[১]। **ত্রিবিদ্যা**—জাতিস্মর জ্ঞান অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব জন্মে কোন স্থানে কিরূপ হয়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন সে বিষয়ে জ্ঞান, চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞান অর্থাৎ সত্ত্বগণের জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে জ্ঞান ও তৃষ্ণাক্ষয় জ্ঞান।

বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা এবং শ্রোত্রাদি, ঘ্রাণাদি, জিহ্বাদি, কায়াদি ও মনাদি সম্পর্কেও এইরূপ।

৩. "হে বাহিয়, শ্রুতবান, আর্যশ্রাবক বিষয়টি এরূপে দর্শন করে চক্ষুর প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রূপের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। শ্রোত্রের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শব্দের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। ঘ্রাণের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, গন্ধের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বার প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রসের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। কায়ের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, স্প্রষ্টব্যের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। মনের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন,ধর্মের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন, নির্বেদ হতে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞানের সঞ্চার হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য ব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে (আসব ক্ষয়ের জন্য) আর অপর কর্তব্য নাই।"

৪. তখন আয়ুষ্মান বাহিয় ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন ও অনুমোদন করে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে চলে গেলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান বাহিয় একাকী, বিচ্ছিন্ন, অপ্রমত্ত, বীর্যবান, ধ্যাননিবিষ্ট হয়ে অবস্থান করে অচিরেই যেজন্য কুলপুত্রগণ সম্যকভাবে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজিত হন, সেই সর্বোত্তম ব্রহ্মচর্যের চরম লক্ষ্য ইহ জীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করে, উপলব্ধি করে অবস্থান করতে লাগলেন

এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারলেন—'(আমার) জন্মবীজ ক্ষীণ হলো, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত (পূর্ণ) হলো, করণীয় কার্য কৃত হলো আর এই জীবনে (আসবক্ষয়ের জন্য) অপর কর্তব্য নাই।'

আয়ুষ্মান বাহিয় অর্হৎদের অন্যতর হলেন।

ষষ্ঠ সূত্র সমাপ্ত।

৭. প্রথম আসক্তি সূত্র

৯০.১. "হে ভিক্ষুগণ, আসক্তি রোগ, আসক্তি ব্রণ (ফোঁড়া) ও আসক্তি শল্য (তীক্ষ্ণ ছুরি) সদৃশ। সেইজন্য হে ভিক্ষুগণ, তথাগত অনাসক্ত (তৃষ্ণাবিমুক্ত), বীতশল্য হয়ে অবস্থান করেন। হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু এরূপ আকাঙ্ক্ষা করে—'আমি অনাসক্ত ও বীতশল্য হয়ে অবস্থান করব।' তাহলে সেই ভিক্ষু 'চক্ষু' বলে মনে করতে পারবে না; 'চক্ষুতে' বলে মনে করতে পারবে না; 'চক্ষু হতে' বলে মনে করতে পারবে না; 'চক্ষু আমার' বলে মনে করতে পারবে না। 'রূপ' বলে মনে করতে পারবে না; 'রূপে' বলে মনে করতে পারবে না; 'রূপ হতে' বলে মনে করতে পারবে না; 'রূপ আমার' বলে মনে করতে পারবে না। 'চক্ষু-বিজ্ঞান' বলে মনে করতে পারবে না; 'চক্ষু-বিজ্ঞানে' বলে মনে করতে পারবে না, 'চক্ষু-বিজ্ঞান হতে' বলে মনে করতে পারবে না; 'চক্ষু-বিজ্ঞান আমার' বলে মনে করতে পারবে না। 'চক্ষু-সংস্পর্শ' বলে মনে করতে পারবে না; 'চক্ষু-সংস্পর্শে' বলে মনে করতে পারবে না; 'চক্ষু-সংস্পর্শ হতে' বলে মনে করতে পারবে না; 'চক্ষু-সংস্পর্শ' আমার বলে মনে করতে পারবে না। চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, 'তা' ও বলে মনে করতে পারবে না; 'তাতে' ও মনে করতে পারবে না; 'তা হতে' বলে মনে করতে পারবে না; 'তা আমার' বলেও মনে করতে পারবে না।"

২. শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন ও সর্ব সম্পর্কেও এইরূপ।

৩. তিনি এভাবে মনে না করার সময় জগতে কোনো কিছুতে আসক্তি উৎপাদন করেন না, অনাসক্তি হেতু উদ্বিগ্ন হন না, অনুদ্বিগ্ন অবস্থায় তিনি স্বয়ং পরিনির্বাপিত হন এবং প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'(আমার) জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, এ জীবনে (আসবক্ষয়ের জন্য) আর অন্য কর্তব্য নাই।"

সপ্তম সূত্র সমাপ্ত।

৮. দ্বিতীয় আসক্তি সূত্র

৯১.১. "হে ভিক্ষুগণ, আসক্তি রোগ, আসক্তি ব্রণ (ফোঁড়া) ও আসক্তি শল্য (তীক্ষ্ণ ছুরি) সদৃশ। সেইজন্য হে ভিক্ষুগণ, তথাগত অনাসক্ত (তৃষ্ণাবিমুক্ত), বীতশল্য হয়ে অবস্থান করেন। হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু এরূপ আকাঙ্ক্ষা করে—'আমি অনাসক্ত ও বীতশল্য হয়ে অবস্থান করব।' তাহলে সেই ভিক্ষু 'চক্ষু' বলে মনে করতে পারবে না; 'চক্ষুতে' বলে মনে করতে পারবে না; 'চক্ষু হতে' বলে মনে করতে পারবে না; 'চক্ষু আমার' বলে মনে করতে পারবে না। 'রূপ' বলে মনে করতে পারবে না; 'রূপে' বলে মনে করতে পারবে না; 'রূপ হতে' বলে মনে করতে পারবে না; 'রূপ আমার' বলে মনে করতে পারবে না। 'চক্ষু-বিজ্ঞান' বলে মনে করতে পারবে না; 'চক্ষু-বিজ্ঞানে' বলে মনে করতে পারবে না, 'চক্ষু-বিজ্ঞান হতে' বলে মনে করতে পারবে না; 'চক্ষু-বিজ্ঞান আমার' বলে মনে করতে পারবে না। 'চক্ষু-সংস্পর্শ' বলে মনে করতে পারবে না; 'চক্ষু-সংস্পর্শে' বলে মনে করতে পারবে না; 'চক্ষু-সংস্পর্শ হতে' বলে মনে করতে পারবে না; 'চক্ষু-সংস্পর্শ' আমার বলে মনে করতে পারবে না। চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, 'তা' ও বলে মনে করতে পারবে না; 'তাতে' ও মনে করতে পারবে না; 'তা হতে' বলে মনে করতে পারবে না; 'তা আমার' বলেও মনে করতে পারবে না।"

২. "যেহেতু হে ভিক্ষুগণ, 'যা' বলে মনে করে; 'যাতে' বলে মনে করে; 'যা হতে' বলে মনে করে; 'যা আমার' বলে মনে করে; তা হতে অন্যথাভাব সৃষ্টি হয়। অন্যথাভাবী (বিপরীত দৃষ্টিসম্পন্ন) ভবসংলগ্ন সত্ত্ব (জগতে) ভবকে অভিনন্দন করে।"

শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্পর্কে এইরূপ।

৩. "যে পর্যন্ত ভিক্ষুগণ, স্কন্ধ-ধাতু-আয়তনকে 'তা' ও বলে মনে করেন না, তাতে ও মনে করেন না, 'তা হতে' ও মনে করেন না, 'তা আমার' ও মনে করেন না। তিনি এভাবে মনে না করার সময় জগতে কোনো কিছুতে আসক্তি উৎপাদন করেন না, অনাসক্তি হেতু উদ্বিগ্ন হন না, অনুদ্বিগ্ন অবস্থায় তিনি স্বয়ং পরিনির্বাপিত হন এবং প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য ব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, এ জীবনে (আসবক্ষয়ের) জন্য আর অপর কর্তব্য নাই।"

অষ্টম সূত্র সমাপ্ত।

৯. প্রথম যুগল (জোড়া) সূত্র

৯২.১. "হে ভিক্ষুগণ, তোমাদেরকে যুগল (যুগ্ম) সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, যুগল কী কী? চক্ষু এবং রূপ, শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ এবং গন্ধ, জিহ্বা এবং রস, কায় এবং স্প্রষ্টব্য, মন এবং ধর্ম। হে ভিক্ষুগণ, এগুলোকেই বলা হয় যুগল।"

২. "হে ভিক্ষুগণ, যে এরূপ বলে—আমি এইগুলোকে 'যুগল' হিসেবে অস্বীকার করে অন্য 'যুগল' প্রজ্ঞাপন করব। তার ভাষিত বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়ে সে শুধু যে এর সমাধান করতে পারবে না, তা নয়; অধিকন্তু মনঃকষ্ট পাবে। এর কারণ কী? যেহেতু এটি তার জ্ঞানের বিষয় নয়।"

নবম সূত্র সমাপ্ত।

১০. দ্বিতীয় যুগল সূত্র

৯৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, যুগ্ম (যুগল) প্রত্যয়ে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, কিভাবে যুগ্ম প্রত্যয়ে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়? চক্ষু এবং রূপ হেতু চক্ষু-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। চক্ষু অনিত্য, পরিবর্তনশীল, অন্যথাভাব বিশিষ্ট (বৈপরীত্য স্বভাব)। রূপ অনিত্য, পরিবর্তনশীল, অন্যথাভাবসম্পন্ন। এভাবে এই যুগ্ম যেহেতু চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী সেহেতু অনিত্য, পরিবর্তনশীল, অন্যথাভাবসম্পন্ন। চক্ষু-বিজ্ঞান অনিত্য, পরিবর্তনশীল ও অন্যথাভাবসম্পন্ন। যে হেতুতে যে প্রত্যয়ে চক্ষু-বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, সে হেতুতে সে প্রত্যয়ে তা অনিত্য, পরিবর্তনশীল, অন্যথাভাবসম্পন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ, অনিত্য প্রত্যয়-হেতু উৎপন্ন চক্ষু-বিজ্ঞান কিরূপে নিত্য হবে!"

২. "হে ভিক্ষুগণ, যা এই তিন ধর্মের সংযোগ, সমাবেশ, মিলন, তাই চক্ষু-সংস্পর্শ, চক্ষু-সংস্পর্শও অনিত্য, পরিবর্তনশীল, অন্যথাভাবসম্পন্ন। যে হেতুতে যে প্রত্যয়ে চক্ষু-সংস্পর্শের উৎপত্তি হয়, সে হেতুতে সে প্রত্যয়ে তা অনিত্য, পরিবর্তনশীল, অন্যথাভাবসম্পন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ, অনিত্য প্রত্যয় হেতু উৎপন্ন চক্ষু-সংস্পর্শ কিরূপে নিত্য হবে! ভিক্ষুগণ, স্পর্শ অনুভূত হয়, স্পর্শ উপলব্ধি হয়, স্পর্শ অবগত হয়। এভাবে এই ধর্মও চঞ্চল এবং ক্ষণস্থায়ী হেতু অনিত্য, পরিবর্তনশীল, অন্যথাভাবসম্পন্ন।" শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্পর্কেও এইরূপ।

"হে ভিক্ষুগণ, এভাবে যুগ্ম প্রত্যয়ে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়।"

দশম সূত্র সমাপ্ত।

নবম ছন্নবর্গ সমাপ্ত।

স্মারক গাথা :

প্রলুপ্ত, শূন্য, সংক্ষিপ্ত, ছন্ন, পূর্ণ আর বাহিয়;
দ্বিবিধ আসক্তি উক্ত, যুগ্ম উক্ত অপর দ্বিবিধ।

১০. ষড় (ছয়) বর্গ

১. অদান্ত-অগুপ্ত সূত্র

৯৪.১. আমি এরূপ শুনেছি, এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে। তথায় ভগবান সমবেত ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, 'হে ভিক্ষুগণ', 'হ্যাঁ ভদন্ত' বলে সেই ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে তাঁদের সম্মতি জানালেন। ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, এই ছয় স্পর্শায়তন অদান্ত (অদমিত), অগুপ্ত, অরক্ষিত, অসংযত হলে দুঃখ আনয়নকারী হয়। ছয় কী কী?"

২. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু স্পর্শায়তন অদমিত, অগুপ্ত, অরক্ষিত, অসংযত হলে দুঃখ আনয়নকারী হয়। শ্রোত্র স্পর্শায়তন অদমিত, অগুপ্ত, অরক্ষিত, অসংযত হলে দুঃখ আনয়নকারী হয়। ঘ্রাণ স্পর্শায়তন অদমিত, অগুপ্ত, অরক্ষিত, অসংযত হলে দুঃখ আনয়নকারী হয়। জিহ্বা স্পর্শায়তন অদমিত, অগুপ্ত, অরক্ষিত, অসংযত হলে দুঃখ আনয়নকারী হয়। কায় স্পর্শায়তন অদমিত, অগুপ্ত, অরক্ষিত, অসংযত হলে দুঃখ আনয়নকারী হয়। মন স্পর্শায়তন অদমিত, অগুপ্ত, অরক্ষিত, অসংযত হলে দুঃখ আনয়নকারী হয়। হে ভিক্ষুগণ, ইহাই ছয় স্পর্শায়তন যা অদমিত, অগুপ্ত, অরক্ষিত, অসংযত হলে দুঃখ আনয়নকারী হয়।"

৩. "হে ভিক্ষুগণ, এই ছয় স্পর্শায়তন সুদমিত, সুগুপ্ত, সুরক্ষিত, সুসংযত হলে সুখ আনয়নকারী হয়। ছয় কী কী? হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু স্পর্শায়তন সুদমিত, সুগুপ্ত, সুরক্ষিত, সুসংযত হলে সুখ আনয়নকারী হয়। শ্রোত্র স্পর্শায়তন সুদমিত, সুগুপ্ত, সুরক্ষিত, সুসংযত হলে সুখ আনয়নকারী হয়। ঘ্রাণ স্পর্শায়তন সুদমিত, সুগুপ্ত, সুরক্ষিত, সুসংযত হলে সুখ আনয়নকারী হয়। জিহ্বা স্পর্শায়তন সুদমিত, সুগুপ্ত, সুরক্ষিত, সুসংযত হলে সুখ আনয়নকারী হয়। কায় স্পর্শায়তন সুদমিত, সুগুপ্ত, সুরক্ষিত, সুসংযত হলে সুখ আনয়নকারী হয়। মন স্পর্শায়তন সুদমিত, সুগুপ্ত, সুরক্ষিত, সুসংযত হলে সুখ আনয়নকারী হয়। হে ভিক্ষুগণ, ইহাই ছয় স্পর্শায়তন যা সুদমিত, সুগুপ্ত, সুরক্ষিত, সুসংযত হলে সুখ আনয়নকারী হয়।" ভগবান এরূপ

বললেন, অতঃপর সুগত শাস্তা নিমোক্ত গাথা ভাষণ করলেন :

৪. "ছয় স্পর্শায়তন, হে ভিক্ষুগণ,
যথায় অসংযমী দুঃখভোগী হন।
এদের সংযমে যিনি অভিজ্ঞাত,
শ্রদ্ধা সহ অবস্থান করেন হয়ে অনাসক্ত।"

৫. "দেখে রূপসমূহ, যা মনোরম;
অতঃপর দেখে রূপসমূহ, যা অমনোরম।
মনোরম রূপে তৃষ্ণা করেন অপনোদন,
অমনোরম রূপে প্রদুষিত করেন না নিজ মন।"

৬. "প্রিয়-অপ্রিয় উভয়বিধ শব্দ করে শ্রবণ,
প্রিয় শব্দে মূর্ছিত কখনো না হন।
অপ্রিয় শব্দে দ্বেষ করেন অপনোদন,
অপ্রিয় শব্দে প্রদুষিত করেন না নিজ মন।"

৭. "মনোরম সুরভি সুগন্ধ করে আঘ্রাণ,
অশুচি, অবাঞ্ছিত দুর্গন্ধও করে আঘ্রাণ;
অবাঞ্ছিতে প্রতিঘ করেন অপনোদন।
বাঞ্ছিতেও করেন না ছন্দ[১] উৎপাদন।"

৮. "সুস্বাদু রস করে আস্বাদন,
অসুস্বাদু রসও করে আস্বাদন,
সুস্বাদু রসে আসক্ত হয়ে, না করেন ভোজন;
অসুস্বাদু রসেও বিরক্তি করেন না প্রদর্শন।"

৯. "সুখস্পর্শে স্পৃষ্ট হয়ে হন না প্রমত্ত;
দুঃখ-স্পর্শে স্পৃষ্ট হয়েও না হন উন্মত্ত।
সুখ-দুঃখ উভয়স্পর্শে উপেক্ষক হন,
পছন্দ অপছন্দ হতে নিজে মুক্ত হন।"

১০. "প্রপঞ্চ-সংজ্ঞাবান সাধারণ জনগণ;
প্রপঞ্চকে অতিক্রম করেন বিজ্ঞগণ।
মনোরম সাংসারিক বিতর্কমুক্ত হন;
নৈষ্ক্রম্যের পথে করেন পদার্পণ।"

---

[১]। এস্থলে আসক্তি।

১১. "এভাবে যখন মনকে করেন ছয় স্পর্শে সুভাবিত;
স্পৃষ্ট হয়ে চিত্ত হবে না কদাচিৎ কম্পিত।
রাগ-দ্বেষকে পরাজিত করে হে ভিক্ষুগণ,
জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন হতে পারগত তারা হন।"

প্রথম সূত্র সমাপ্ত।

২. মালুক্যপুত্র সূত্র

৯৫.১. অতঃপর আয়ুষ্মান মালুক্যপুত্র যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান মালুক্যপুত্র ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, আমার পক্ষে উত্তম হবে, ভগবান আমাকে সংক্ষিপ্তভাবে ধর্মদেশনা করুন যাতে আমি ভগবানের ধর্ম শ্রবণ করে একাকী, বিচ্ছিন্ন, অপ্রমত্ত, বীর্যবান, ধ্যাননিবিষ্ট হয়ে অবস্থান করতে পারি।"

২. "হে মালুক্যপুত্র, এখানে তরুণ ভিক্ষুদেরকে কি বলব! যেখানে হে ভিক্ষু, তুমি জীর্ণ, প্রবীণ, বৃদ্ধ, অর্ধগত, জীবনের শেষপ্রান্তে উপনীত হয়ে সংক্ষিপ্ত উপদেশ যাচ্ঞা করছ!"

৩. "ভন্তে, যদিও আমি জীর্ণ, প্রবীণ, বৃদ্ধ, অর্ধগত, জীবনের শেষপ্রান্তে উপনীত, তথাপি ভন্তে, ভগবান আমাকে সংক্ষিপ্তভাবে ধর্মদেশনা করুন, সুগত আমাকে সংক্ষিপ্তভাবে ধর্মদেশনা করুন, নিশ্চয়ই আমি ভগবানের ভাষিত বিষয়ের অর্থ উপলব্ধি করতে পারব। নিশ্চয়ই আমি ভগবানের ভাষিত বিষয়ের উত্তরাধিকারী হতে পারব।"

৪. "হে মালুক্যপুত্র, তুমি ইহা কী মনে কর, চক্ষুবিজ্ঞেয় যে সমস্ত অদৃষ্ট, অদৃষ্টপূর্ব রূপ, যা তুমি দেখ নাই, যা দেখার জন্য কোনোদিন তোমার চিত্তও উৎপন্ন হয়নি, তাতে তোমার ছন্দ (কামনা), রাগ (তৃষ্ণা) বা প্রেম উৎপন্ন হয় কি?" "নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে"।

"শ্রোত্রবিজ্ঞেয় যে সমস্ত অশ্রুত, অশ্রুতপূর্ব শব্দ, যা তুমি শোননি, যা শোনার জন্য কোনোদিন তোমার চিত্তও উৎপন্ন হয়নি, তাতে তোমার ছন্দ (কামনা), রাগ (তৃষ্ণা) বা প্রেম উৎপন্ন হয় কি?" "নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে"।

"ঘ্রাণবিজ্ঞেয় যে সমস্ত অনাঘ্রাত, অনাঘ্রাতপূর্ব গন্ধ, যা তুমি আঘ্রাণ করনি বা আঘ্রাণ করার জন্য কোনোদিন তোমার চিত্তও উৎপন্ন হয়নি, তাতে তোমার কামনা বা তৃষ্ণা বা প্রেম উৎপন্ন হয় কি?" "নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

"জিহ্বাবিজ্ঞেয় যে সমস্ত অনাস্বাদিত, অনাস্বাদিতপূর্ব রস, যা তুমি

আস্বাদন করনি বা আস্বাদন করার জন্য কোনোদিন তোমার চিত্তও উৎপন্ন হয় নি, তাতে তোমার কামনা বা তৃষ্ণা বা প্রেম উৎপন্ন হয় কি?" "নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

"কায়বিজ্ঞেয় যে সমস্ত অস্পৃষ্ট, অস্পৃষ্টপূর্ব স্প্রষ্টব্য, যা তুমি স্পর্শ করনি বা স্পর্শ করার জন্য কোনোদিন তোমার চিত্তও উৎপন্ন হয়নি, তাতে তোমার কামনা বা তৃষ্ণা বা প্রেম উৎপন্ন হয় কি?" "নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

"মনোবিজ্ঞেয় যে সমস্ত অবিজ্ঞাত, অবিজ্ঞাতপূর্ব ধর্ম (বিষয়), যা তুমি বিদিত হওনি বা বিদিত হবার জন্য কোনোদিন তোমার চিত্তও উৎপন্ন হয়নি, তাতে তোমার কামনা বা তৃষ্ণা বা প্রেম উৎপন্ন হয় কি?" "নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

৫. "হে মালুক্যপুত্র, এখানে তোমার দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত[১]-বিজ্ঞাতব্য ধর্মে (বিষয়ে) তুমি দৃষ্টে দৃষ্টমাত্র, শ্রুতে শ্রুতমাত্র, অনুমিতে অনুমিত মাত্র এবং বিজ্ঞাতে বিজ্ঞাত[২] মাত্র হবে। হে মালুক্যপুত্র, যখন হতে তোমার দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত-বিজ্ঞাতব্য ধর্মে (বিষয়ে) তুমি দৃষ্টে দৃষ্টমাত্র, শ্রুতে শ্রুতমাত্র, অনুমিতে অনুমিতমাত্র এবং বিজ্ঞাতে জ্ঞাতমাত্র হবে, তখন হতে তোমার মধ্যেও সেগুলো নেই, তাতেও তুমি নেই; যখন হতে তোমাতে সেগুলো নেই, তাতেও তুমি নেই, সে হতে তুমি ইহলোকেও নও, পরলোকেও নও, উভয়লোকেও নও। ইহাই দুঃখের অন্ত।"

ভন্তে, আমি ভগবানের সংক্ষিপ্ত ভাষিত বিষয়ের বিস্তারিত অর্থ এভাবে জ্ঞাত হই :

৬. "রূপ দেখে, হয়ে স্মৃতি-বিহ্বল, প্রিয় নিমিত্ত করে মনন;
তার প্রতি চিত্তে আসক্তি করেন অনুভব[৩] এবং তাতে সংলগ্ন হন।
রূপ-সম্ভূত[৪] অনেকবিধ বেদনা তার হয় বর্ধিত;
লোভ আর শোকাদি দুঃখ চিত্তকে তার করে নিষ্পীড়িত।
এভাবে সেই বেদনাস্বাদ গ্রহণে দুঃখ তার হয় সঞ্চিত;
সেকারণে নির্বাণ লাভ তার পক্ষে সুদূর বলে হয় কথিত।"

৭. "শব্দ শুনে, হয়ে স্মৃতি-বিহ্বল[১], প্রিয় নিমিত্ত করে মনন;

---

[১]। এ স্থলে অনুমিত অর্থে ঘ্রাণ-জিহ্বা-কায়-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গন্ধ, রস ও স্পর্শ আয়তন বা বিষয়।

[২]। বিজ্ঞাত অর্থে যা মনের দ্বারা জ্ঞাত।

[৩]। উপলব্ধি করেন।

[৪]। রূপ হতে উৎপন্ন।

তার প্রতি চিত্তে আসক্তি করেন অনুভব এবং তাতে সংলগ্ন হন[২]।
শব্দ-সম্ভূত অনেকবিধ বেদনা তার হয় বর্ধিত;
লোভ আর শোকাদি দুঃখ চিত্তকে তার করে নিষ্পীড়িত।
এভাবে সেই বেদনাস্বাদ গ্রহণে দুঃখ তার হয় সঞ্চিত;
সে কারণে নির্বাণ লাভ তার পক্ষে সুদূর বলে হয় কথিত।"

৮. "গন্ধ শোঁকে[৩], হয়ে স্মৃতি-বিহ্বল, প্রিয় নিমিত্ত করে মনন;
তার প্রতি চিত্তে আসক্তি করেন অনুভব এবং তাতে সংলগ্ন হন।
গন্ধ-সম্ভূত অনেকবিধ বেদনা তার হয় বর্ধিত;
লোভ আর শোকাদি দুঃখ চিত্তকে তার করে নিষ্পীড়িত।
এভাবে সেই বেদনাস্বাদ গ্রহণে দুঃখ তার হয় সঞ্চিত;
সে কারণে নির্বাণ লাভ তার পক্ষে সুদূর বলে হয় কথিত।"

৯. "রসাস্বাদন করে, হয়ে স্মৃতি-বিহ্বল, প্রিয় নিমিত্ত করে মনন;
তার প্রতি চিত্তে আসক্তি করেন অনুভব এবং তাতে সংলগ্ন হন।
রস-সম্ভূত অনেকবিধ বেদনা তার হয় বর্ধিত;
লোভ আর শোকাদি দুঃখ চিত্তকে তার করে নিষ্পীড়িত।
এভাবে সেই বেদনাস্বাদ গ্রহণে দুঃখ তার হয় সঞ্চিত;
সে কারণে নির্বাণ লাভ তার পক্ষে সুদূর বলে হয় কথিত।"

১০. "করে স্পর্শানুভব, হয়ে স্মৃতি-বিহ্বল, প্রিয় নিমিত্ত করে মনন;
তার প্রতি চিত্তে আসক্তি করেন অনুভব এবং তাতে সংলগ্ন হন।
স্প্রষ্টব্য-সম্ভূত অনেকবিধ বেদনা তার হয় বর্ধিত;
লোভ আর শোকাদি দুঃখ চিত্তকে তার করে নিষ্পীড়িত।
এভাবে সেই বেদনাস্বাদ গ্রহণে দুঃখ তার হয় সঞ্চিত;
সে কারণে নির্বাণ লাভ তার পক্ষে সুদূর বলে হয় কথিত।"

১১. "ধর্ম হয়ে জ্ঞাত, হয়ে স্মৃতি-বিহ্বল, প্রিয় নিমিত্ত করে মনন;
তার প্রতি চিত্তে আসক্তি করেন অনুভব এবং তাতে সংলগ্ন হন।
ধর্ম[৪]-সম্ভূত অনেকবিধ বেদনা তার হয় বর্ধিত;
লোভ আর শোকাদি দুঃখ চিত্তকে তার করে নিষ্পীড়িত।
এভাবে সেই বেদনাস্বাদ গ্রহণে দুঃখ তার হয় সঞ্চিত;

---

[১]। স্মৃতিহীন।
[২]। তৃষ্ণা-দৃষ্টি-মানবশে অনুরক্ত হন।
[৩]। গন্ধ আঘ্রাণ বা অনুভব করে।
[৪]। এখানে ধর্ম অর্থ মনের আলম্বন।

সে কারণে নির্বাণ লাভ তার পক্ষে সুদূর বলে হয় কথিত।”

১২. “হয়ে অনাসক্ত রূপের প্রতি, রূপ দর্শনে স্মৃতিমান হন;
চিত্তে অনাসক্তি করেন অনুভব, সংলগ্ন তাতে না হন।
অনিত্যভাবে[১] দেখেন রূপকে, অনিত্যভাবে করেন বেদনা সেবন[২];
ক্লেশাবর্ত হয় পরিক্ষয়, অসঞ্চিত[৩], স্মৃতিমান হয়ে তিনি করেন বিচরণ।
এভাবে সেই বেদনাস্বাদ অগ্রহণে দুঃখ তার হয় না সঞ্চিত;
সে কারণে নির্বাণের নিকটে আগত তিনি, হয় ইহা কথিত।”

১৩. “হয়ে অনাসক্ত শব্দের প্রতি, শব্দ শ্রবণে স্মৃতিমান হন;
চিত্তে অনাসক্তি করেন অনুভব, সংলগ্ন তাতে না হন।
অনিত্যরূপে শোনেন শব্দ, অনিত্যরূপে করেন বেদনা সেবন;
ক্লেশাবর্ত হয় পরিক্ষয়, অসঞ্চিত, স্মৃতিমান হয়ে তিনি করেন বিচরণ।
এভাবে সেই বেদনাস্বাদ অগ্রহণে দুঃখ তার হয় না সঞ্চিত;
সে কারণে নির্বাণের নিকটে আগত তিনি, হয় ইহা কথিত।”

১৪. “হয়ে অনাসক্ত গন্ধের প্রতি, গন্ধ আঘ্রাণে স্মৃতিমান হন;
চিত্তে অনাসক্তি করেন অনুভব, অনুরক্ত তাতে না হন।
অনিত্যরূপে করেন গন্ধ আঘ্রাণ, অনিত্যরূপে করেন বেদনা সেবন;
ক্লেশাবর্ত হয় পরিক্ষয়, অসঞ্চিত, স্মৃতিমান হয়ে তিনি করেন বিচরণ।
এভাবে সেই বেদনাস্বাদ অগ্রহণে দুঃখ তার হয় না সঞ্চিত;
সে কারণে নির্বাণের নিকটে আগত তিনি, হয় ইহা কথিত।”

১৫. “হয়ে অনাসক্ত রসের প্রতি, রসাস্বাদনে স্মৃতিমান হন;
চিত্তে অনাসক্তি করেন উপলব্ধি, অনুরক্ত তাতে না হন।
অনিত্যরূপে করেন রসাস্বাদন, অনিত্যরূপে করেন বেদনা সেবন;
ক্লেশাবর্ত হয় পরিক্ষয়, অসঞ্চিত, স্মৃতিমান হয়ে তিনি করেন বিচরণ।
এভাবে সেই বেদনাস্বাদ অগ্রহণে দুঃখ তার হয় না সঞ্চিত;
সে কারণে নির্বাণের নিকটে আগত তিনি, হয় ইহা কথিত।”

১৬. “হয়ে অনাসক্ত স্প্রষ্টব্যের প্রতি, স্পর্শানুভবে স্মৃতিমান হন;
চিত্তে অনাসক্তি করেন উপলব্ধি, অনুরক্ত তাতে না হন।
অনিত্যরূপে করেন স্পর্শানুভব, অনিত্যভাবে করেন বেদনা সেবন;

---

[১]। অনিত্য দৃষ্টিতে।

[২]। অনুভব করেন।

[৩]। ক্লেশ বা দুঃখ সঞ্চিত হয় না।

ক্লেশাবর্ত হয় পরিক্ষয়, অসঞ্চিত, স্মৃতিমান হয়ে তিনি করেন বিচরণ।
এভাবে সেই বেদনাস্বাদ অগ্রহণে দুঃখ তার হয় না সঞ্চিত;
সে কারণে নির্বাণের নিকটে আগত তিনি, হয় ইহা কথিত।"

১৭. "হয়ে অনাসক্ত ধর্মের প্রতি, ধর্ম বিজ্ঞাতে স্মৃতিমান হন;
চিত্তে অনাসক্তি করেন উপলব্ধি, অনুরক্ত তাতে না হন।
জ্ঞাত হন ধর্ম অনিত্যরূপে, অনিত্যভাবে করেন বেদনা সেবন;
ক্লেশাবর্ত হয় পরিক্ষয়, অসঞ্চিত, স্মৃতিমান হয়ে তিনি করেন বিচরণ।
এভাবে সেই বেদনাস্বাদ অগ্রহণে দুঃখ তার হয় না সঞ্চিত;
সে কারণে নির্বাণের নিকটে আগত তিনি, ইহা হয় কথিত।"

"ভন্তে, আমি ভগবানের সংক্ষিপ্ত ভাষিত বিষয়ের বিস্তারিত অর্থ এরূপেই জ্ঞাত হয়েছি।"

"সাধু, সাধু মালুক্যপত্র! হে মালুক্যপুত্র, আমাকর্তৃক সংক্ষিপ্তভাবে ভাষিত বিষয়ের বিস্তারিত অর্থ তুমি উত্তমরূপে অবগত হয়েছ।"

১৮. "রূপ দেখে, হয়ে স্মৃতি-বিহ্বল, প্রিয় নিমিত্ত করে মনন;
তার প্রতি চিত্তে আসক্তি করেন অনুভব এবং তাতে সংলগ্ন হন।
রূপ-সম্ভূত অনেকবিধ বেদনা তার হয় বর্ধিত;
লোভ আর শোকাদি দুঃখ চিত্তকে তার করে নিষ্পীড়িত।
এভাবে সেই বেদনাস্বাদ গ্রহণে দুঃখ তার হয় সঞ্চিত;
সেকারণে নির্বাণ লাভ তার পক্ষে সুদূর বলে হয় কথিত।"

১৯. "শব্দ শুনে, হয়ে স্মৃতি-বিহ্বল, প্রিয় নিমিত্ত করে মনন;
তার প্রতি চিত্তে আসক্তি করেন অনুভব এবং তাতে সংলগ্ন হন।
শব্দ-সম্ভূত অনেকবিধ বেদনা তার হয় বর্ধিত;
লোভ আর শোকাদি দুঃখ চিত্তকে তার করে নিষ্পীড়িত।
এভাবে সেই বেদনাস্বাদ গ্রহণে দুঃখ তার হয় সঞ্চিত;
সে কারণে নির্বাণ লাভ তার পক্ষে সুদূর বলে হয় কথিত।"

২০. "গন্ধ শোঁকে, হয়ে স্মৃতি-বিহ্বল, প্রিয় নিমিত্ত করে মনন;
তার প্রতি চিত্তে আসক্তি করেন অনুভব এবং তাতে সংলগ্ন হন।
গন্ধ-সম্ভূত অনেকবিধ বেদনা তার হয় বর্ধিত;
লোভ আর শোকাদি দুঃখ চিত্তকে তার করে নিষ্পীড়িত।
এভাবে সেই বেদনাস্বাদ গ্রহণে দুঃখ তার হয় সঞ্চিত;
সে কারণে নির্বাণ লাভ তার পক্ষে সুদূর বলে হয় কথিত।"

২১. "রসাস্বাদন করে, হয়ে স্মৃতি-বিহ্বল, প্রিয় নিমিত্ত করে মনন;

তার প্রতি চিত্তে আসক্তি করেন অনুভব এবং তাতে সংলগ্ন হন।
রস-সম্ভূত অনেকবিধ বেদনা তার হয় বর্ধিত;
লোভ আর শোকাদি দুঃখ চিত্তকে তার করে নিষ্পীড়িত।
এভাবে সেই বেদনাস্বাদ গ্রহণে দুঃখ তার হয় সঞ্চিত;
সে কারণে নির্বাণ লাভ তার পক্ষে সুদূর বলে হয় কথিত।"

২২. "করে স্পর্শানুভব, হয়ে স্মৃতি-বিহ্বল, প্রিয় নিমিত্ত করে মনন;
তার প্রতি চিত্তে আসক্তি করেন অনুভব এবং তাতে সংলগ্ন হন।
স্প্রষ্টব্য-সম্ভূত অনেকবিধ বেদনা তার হয় বর্ধিত;
লোভ আর শোকাদি দুঃখ চিত্তকে তার করে নিষ্পীড়িত।
এভাবে সেই বেদনাস্বাদ গ্রহণে দুঃখ তার হয় সঞ্চিত;
সে কারণে নির্বাণ লাভ তার পক্ষে সুদূর বলে হয় কথিত।"

২৩. "ধর্ম হয়ে জ্ঞাত, হয়ে স্মৃতি-বিহ্বল, প্রিয় নিমিত্ত করে মনন;
তার প্রতি চিত্তে আসক্তি করেন অনুভব এবং তাতে সংলগ্ন হন।
ধর্ম সম্ভূত অনেকবিধ বেদনা তার হয় বর্ধিত;
লোভ আর শোকাদি দুঃখ চিত্তকে তার করে নিষ্পীড়িত।
এভাবে সেই বেদনাস্বাদ গ্রহণে দুঃখ তার হয় সঞ্চিত;
সে কারণে নির্বাণ লাভ তার পক্ষে সুদূর বলে হয় কথিত।"

২৪. "হয়ে অনাসক্ত রূপের প্রতি, রূপ দর্শনে স্মৃতিমান হন;
চিত্তে অনাসক্তি করেন অনুভব, সংলগ্ন তাতে না হন।
অনিত্যভাবে দেখেন রূপকে, অনিত্যভাবে করেন বেদনা সেবন;
ক্লেশাবর্ত হয় পরিক্ষয়, অসঞ্চিত, স্মৃতিমান হয়ে তিনি করেন বিচরণ।
এভাবে সেই বেদনাস্বাদ অগ্রহণে দুঃখ তার হয় না সঞ্চিত;
সে কারণে নির্বাণের নিকটে আগত তিনি, হয় ইহা কথিত।"

২৫. "হয়ে অনাসক্ত শব্দের প্রতি, শব্দ শ্রবণে স্মৃতিমান হন;
চিত্তে অনাসক্তি করেন অনুভব, সংলগ্ন তাতে না হন।
অনিত্যরূপে শোনেন শব্দ, অনিত্যরূপে করেন বেদনা সেবন;
ক্লেশাবর্ত হয় পরিক্ষয়, অসঞ্চিত, স্মৃতিমান হয়ে তিনি করেন বিচরণ।
এভাবে সেই বেদনাস্বাদ অগ্রহণে দুঃখ তার হয় না সঞ্চিত;
সে কারণে নির্বাণের নিকটে আগত তিনি, হয় ইহা কথিত।"

২৬. "হয়ে অনাসক্ত গন্ধের প্রতি, গন্ধ আঘ্রাণে স্মৃতিমান হন;
চিত্তে অনাসক্তি করেন অনুভব, অনুরক্ত তাতে না হন।
অনিত্যরূপে করেন গন্ধ আঘ্রাণ, অনিত্যরূপে করেন বেদনা সেবন;

ক্লেশাবর্ত হয় পরিক্ষয়, অসঞ্চিত, স্মৃতিমান হয়ে তিনি করেন বিচরণ।
এভাবে সেই বেদনাস্বাদ অগ্রহণে দুঃখ তার হয় না সঞ্চিত;
সে কারণে নির্বাণের নিকটে আগত তিনি, হয় ইহা কথিত।"

২৭. "হয়ে অনাসক্ত রসের প্রতি, রসাস্বাদনে স্মৃতিমান হন;
চিত্তে অনাসক্তি করেন উপলব্ধি, অনুরক্ত তাতে না হন।
অনিত্যরূপে করেন রসাস্বাদন, অনিত্যরূপে করেন বেদনা সেবন;
ক্লেশাবর্ত হয় পরিক্ষয়, অসঞ্চিত, স্মৃতিমান হয়ে তিনি করেন বিচরণ।
এভাবে সেই বেদনাস্বাদ অগ্রহণে দুঃখ তার হয় না সঞ্চিত;
সে কারণে নির্বাণের নিকটে আগত তিনি, হয় ইহা কথিত।"

২৮. "হয়ে অনাসক্ত স্প্রষ্টব্যের প্রতি, স্পর্শানুভবে স্মৃতিমান হন;
চিত্তে অনাসক্তি করেন উপলব্ধি, অনুরক্ত তাতে না হন।
অনিত্যরূপে করেন স্পর্শানুভব, অনিত্যভাবে করেন বেদনা সেবন;
ক্লেশাবর্ত হয় পরিক্ষয়, অসঞ্চিত, স্মৃতিমান হয়ে তিনি করেন বিচরণ।
এভাবে সেই বেদনাস্বাদ অগ্রহণে দুঃখ তার হয় না সঞ্চিত;
সে কারণে নির্বাণের নিকটে আগত তিনি, হয় ইহা কথিত।"

২৯. "হয়ে অনাসক্ত ধর্মের প্রতি, ধর্ম বিজ্ঞাতে স্মৃতিমান হন;
চিত্তে অনাসক্তি করেন উপলব্ধি, অনুরক্ত তাতে না হন।
জ্ঞাত হন ধর্ম অনিত্যরূপে, অনিত্যভাবে করেন বেদনা সেবন;
ক্লেশাবর্ত হয় পরিক্ষয়, অসঞ্চিত, স্মৃতিমান হয়ে তিনি করেন বিচরণ।
এভাবে সেই বেদনাস্বাদ অগ্রহণে দুঃখ তার হয় না সঞ্চিত;
সে কারণে নির্বাণের নিকটে আগত তিনি, ইহা হয় কথিত।"

"হে মালুক্যপুত্র, আমাকর্তৃক সংক্ষিপ্তভাবে ভাষিত বিষয়ের বিস্তারিত অর্থ এভাবেই জ্ঞাত হওয়া উচিত (দর্শন করা উচিত)।"

৩০. তখন আয়ুষ্মান মালুক্যপুত্র ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন ও অনুমোদন করে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে চলে গেলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান মালুক্যপুত্র একাকী, বিচ্ছিন্ন, অপ্রমত্ত, বীর্যবান, ধ্যাননিবিষ্ট হয়ে অবস্থান করে অচিরেই যেজন্য কুলপুত্রগণ সম্যকভাবে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজিত হন, সেই সর্বোত্তম ব্রহ্মচর্যের চরম লক্ষ্য ইহ জীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করে, উপলব্ধি করে, অবস্থান করতে লাগলেন এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারলেন—'(আমার) জন্মবীজ ক্ষীণ হলো, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত (পূর্ণ) হলো, করণীয় কৃত হলো আর এই জীবনে (আসবক্ষয়ের জন্য) অপর কর্তব্য নাই'।

আয়ুষ্মান মালুক্যপুত্র অর্হৎদের অন্যতর হলেন।

দ্বিতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৩. পরিহানি ধর্ম সূত্র

৯৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, তোমাদেরকে পরিহানি ধর্ম, অপরিহানি ধর্ম ও ছয় অভিভায়তন সম্পর্কে দেশনা করব, তা শ্রবণ কর। ভিক্ষুগণ, কিভাবে পরিহানি ধর্ম হয়?"

২. "হে ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে পাপ অকুশল সংকল্প সংযোজন উৎপন্ন করে। যদি ভিক্ষু তা গ্রহণ করে, পরিত্যাগ না করে, অপনোদন না করে, বিনাশ না করে, পুনর্জন্মরহিত না করে (সম্পূর্ণ ধ্বংস না করে), তাহলে ভিক্ষুর জানা উচিত—'আমি কুশলধর্ম হতে অধঃপতিত হচ্ছি।' ইহাই ভগবান কর্তৃক উক্ত পরিহানি ধর্ম।"

৩. "পুনরায় হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে, ঘ্রাণ (নাসিকা) দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে, জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করে, কায় দ্বারা স্প্রষ্টব্য স্পর্শ করে ও মন দ্বারা ধর্ম জ্ঞাত হয়ে পাপ অকুশল সংকল্প সংযোজন উৎপন্ন করে। যদি ভিক্ষু তা গ্রহণ করে, পরিত্যাগ না করে, অপনোদন না করে, বিনাশ না করে, পুনর্জন্মরহিত না করে, তাহলে ভিক্ষুর জানা উচিত—'আমি কুশলধর্ম হতে অধঃপতিত হচ্ছি'। ইহাই ভগবান কর্তৃক উক্ত পরিহানি ধর্ম।"

৪. "হে ভিক্ষুগণ, কিভাবে অপরিহানি ধর্ম হয়? হে ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে পাপ অকুশল সংকল্প সংযোজন উৎপন্ন করে। যদি ভিক্ষু তা গ্রহণ না করে, পরিত্যাগ করে, অপনোদন করে, বিনাশ করে, পুনর্জন্মরহিত করে, তাহলে ভিক্ষুর জানা উচিত—'আমি কুশলধর্ম হতে অধঃপতিত হচ্ছি না।' এটাই ভগবান কর্তৃক উক্ত অপরিহানি ধর্ম।"

৫. "পুনরায় হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শ্রোত্রদ্বারা শব্দ শ্রবণ করে, ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে, জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করে, কায় দ্বারা স্প্রষ্টব্য স্পর্শ করে ও মন দ্বারা ধর্ম জ্ঞাত হয়ে পাপ অকুশল সংকল্প, সংযোজন উৎপন্ন করে। যদি ভিক্ষু তা গ্রহণ না করে, পরিত্যাগ করে, অপনোদন করে, বিনাশ করে, পুনর্জন্মরহিত করে, তাহলে ভিক্ষুর জানা উচিত—'আমি কুশলধর্ম হতে অধঃপতিত হচ্ছি না।' ইহাই ভগবান কর্তৃক উক্ত অপরিহানি ধর্ম।"

৬. "হে ভিক্ষুগণ, ছয় অভিভায়তন কী কী? হে ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষুর চক্ষু দ্বারা রূপ দৃষ্ট হয়ে পাপ অকুশল সংকল্প সংযোজন উৎপন্ন হয় না। তখন

ভিক্ষুর জানা উচিত—এই আয়তন অভিভূত (পরাজিত)। ইহাই ভগবান কর্তৃক উক্ত অভিভায়তন।”

৭. “পুনরায় হে ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষুর শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রুত হয়ে, ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ আঘ্রাত হয়ে, জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদিত হয়ে, কায় দ্বারা স্প্রষ্টব্য স্পৃষ্ট হয়ে ও মন দ্বারা ধর্ম বিজ্ঞাত হয়ে পাপ অকুশল সংকল্প, সংযোজন উৎপন্ন হয় না। তখন ভিক্ষুর জানা উচিত এই আয়তনসমূহ অভিভূত (পরাজিত)। ইহাই ভগবান কর্তৃক উক্ত অভিভায়তন।”

তৃতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৪. প্রমাদবিহারী সূত্র

৯৭.১. “হে ভিক্ষুগণ, তোমাদেরকে প্রমাদবিহারী[১] ও অপ্রমাদবিহারী সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে প্রমাদবিহারী হয়?”

২. “হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু-ইন্দ্রিয় অসংযত বিহারীর (অবস্থানকারীর) চিত্ত কলুষিত হয়। চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপে সেই কলুষিত চিত্তে প্রামোদ্য (পরমানন্দ) উৎপন্ন হয় না। পরমানন্দ না হলে প্রীতি হয় না। প্রীতি না থাকলে প্রশান্তি হয় না। প্রশান্তি না থাকলে দুঃখ উৎপন্ন হয়। দুঃখীর চিত্ত সমাহিত (একাগ্র) হয় না। অসমাহিত চিত্তে ধর্ম দর্শন[২] হয় না। ধর্ম অদর্শনকারী প্রমাদবিহারী বলে বিবেচিত হয়।” শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়, কায়-ইন্দ্রিয় ও মন-ইন্দ্রিয় সম্পর্কেও এইরূপ। “হে ভিক্ষুগণ, এরূপে প্রমাদবিহারী হয়।”

৩. “হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে অপ্রমাদবিহারী হয়? হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু-ইন্দ্রিয় সংযত বিহারীর (অবস্থানকারীর) চিত্ত কলুষিত হয় না, চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপে সেই কলুষহীন চিত্তে পরমানন্দ (প্রামোদ্য) উৎপন্ন হয়। প্রমুদিতের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতি-প্রফুল্লিতের দেহ প্রশান্ত হয়, তিনি প্রশান্ত দেহে সুখ অনুভব করেন এবং সুখী দেহীর চিত্ত সমাহিত হয়। সমাহিত চিত্তে ধর্ম উৎপন্ন হয়। ধর্ম দর্শনকারী অপ্রমাদবিহারী বলে বিবেচিত হয়।” শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়, কায়-ইন্দ্রিয় ও মন-ইন্দ্রিয় সম্পর্কেও এইরূপ। “হে ভিক্ষুগণ, এরূপেই অপ্রমাদবিহারী হয়।”

চতুর্থ সূত্র সমাপ্ত।

---

[১]। প্রমাদে রত বা প্রমাদে অবস্থানকারী।

[২]। শমথ বিদর্শন ধর্ম উৎপন্ন হয় না। (অর্থকথা)

৫. সংবর সূত্র

৯৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, তোমাদেরকে সংবর (সংযত) ও অসংবর (অসংযত) সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, হে ভিক্ষুগণ, কিভাবে অসংবর হয়?"

২. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ আছে তা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত ও রঞ্জনীয়। যদি ভিক্ষু তাতে আনন্দ লাভ করেন, উল্লাস প্রকাশ করেন এবং তাতে নিবিষ্ট (অনুরক্ত) হয়ে থাকেন, তাহলে ভিক্ষুর জ্ঞাত হওয়া উচিত—'আমি কুশলধর্ম হতে অধঃপতিত হচ্ছি।' ইহাই ভগবান কর্তৃক উক্ত পরিহানি ধর্ম। হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই অসংবর (অসংযত) হয়।" শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, কায়-বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য ও মনো-বিজ্ঞেয় ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ।

৩. "হে ভিক্ষুগণ, কিভাবে সংবর হয়? হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু বিজ্ঞেয় রূপ আছে তা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত ও রঞ্জনীয়। যদি ভিক্ষু তাতে আনন্দ লাভ না করেন, উল্লাস প্রকাশ না করেন এবং নিবিষ্ট হয়ে না থাকেন তাহলে ভিক্ষুর জ্ঞাত হওয়া উচিত—'আমি কুশলধর্ম হতে অধঃপতিত হচ্ছি না।' ইহাই ভগবান কর্তৃক উক্ত অপরিহানি ধর্ম। হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই সংবর (সংযত) হয়।" শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, কায়-বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য ও মনোবিজ্ঞেয় ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ।

পঞ্চম সূত্র সমাপ্ত।

৬. সমাধি সূত্র

৯৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, সমাধি ভাবনা কর (অনুশীলন কর)। সমাহিত ভিক্ষু যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা জানতে পারে। যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা কি জানতে পারে? 'চক্ষু অনিত্য' ইহা যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা জানতে পারে। 'রূপ অনিত্য' ইহা যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা জানতে পারে। 'চক্ষু-বিজ্ঞান অনিত্য' ইহা যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা জানতে পারে। 'চক্ষু-সংস্পর্শ অনিত্য' ইহা যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা জানতে পারে। 'চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও অনিত্য' ইহা যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা জানতে পারে।" শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্পর্কেও এইরূপ। "হে ভিক্ষুগণ, সমাধি ভাবনা কর। সমাহিত ভিক্ষু যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা জানতে

পারে।”

ষষ্ঠ সূত্র সমাপ্ত।

৭. নিঃসঙ্গতা (নির্জনতা) সূত্র

১০০.১. “হে ভিক্ষুগণ, নিঃসঙ্গ জীবন গঠনে উদ্যম কর। ভিক্ষুগণ, নিঃসঙ্গী ভিক্ষু যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা জানতে পারে। যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা কি জানতে পারে? ‘চক্ষু অনিত্য’ ইহা যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা জানতে পারে। ‘রূপ অনিত্য’ ইহা যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা জানতে পারে।’ চক্ষু-বিজ্ঞান অনিত্য’ ইহা যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা জানতে পারে। ‘চক্ষু-সংস্পর্শ অনিত্য’ ইহা যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা জানতে পারে। ‘চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও অনিত্য’ ইহা যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা জানতে পারে।” শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্পর্কেও এইরূপ। “হে ভিক্ষুগণ, নিঃসঙ্গ জীবন গঠনে উদ্যম কর। ভিক্ষুগণ, নিঃসঙ্গী ভিক্ষু যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা জানতে পারে।”

সপ্তম সূত্র সমাপ্ত।

৮. প্রথম ‘তোমাদের নয়’ সূত্র

১০১.১. “হে ভিক্ষুগণ, যা তোমাদের নয়, তা পরিত্যাগ কর। তা পরিত্যক্ত হলে তোমাদের সুখ ও কল্যাণ সাধিত হবে। ভিক্ষুগণ, কি তোমাদের নয়? হে ভিক্ষুগণ, ‘চক্ষু’ তোমাদের নয়, তা পরিত্যাগ কর। তা পরিত্যক্ত হলে তোমাদের হিত-সুখের কারণ হবে। ‘রূপ’ তোমাদের নয়, তা পরিত্যাগ কর। তা পরিত্যক্ত হলে তোমাদের হিত-সুখের কারণ হবে। ‘চক্ষু-বিজ্ঞান’ তোমাদের নয়, তা পরিত্যাগ কর। তা পরিত্যক্ত হলে তোমাদের হিত-সুখের কারণ হবে। ‘চক্ষু-সংস্পর্শ’ তোমাদের নয়, তা পরিত্যাগ কর। তা পরিত্যক্ত হলে তোমাদের হিত-সুখের কারণ হবে। ‘চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয় তাও তোমাদের নয়, তা পরিত্যাগ কর। তা পরিত্যক্ত হলে তোমাদের হিত-সুখের কারণ হবে।” শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্পর্কেও এইরূপ।

২. “হে ভিক্ষুগণ, যেমন কোনো ব্যক্তি এই জেতবনস্থ তৃণকাষ্ঠ শাখাপল্লবকে হরণ করে বা দগ্ধ করে বা যা ইচ্ছা হয় করে, তাহলে কি তোমাদের এরূপ মনে হবে-সেই ব্যক্তি আমাদেরকে হরণ করছে বা দগ্ধ

করছে বা যা ইচ্ছা তা করছে?”

“নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।” “তার কারণ কী?” “ভন্তে, যেহেতু ইহা আমাদের আত্ম বা আত্মসম্বন্ধীয় নয়[১]। “তদ্রূপভাবে হে ভিক্ষুগণ, ‘চক্ষু’ তোমাদের নয়, তা পরিত্যাগ কর। তা পরিত্যক্ত হলে তোমাদের হিত-সুখের কারণ হবে। ‘রূপ’ তোমাদের নয়, তা পরিত্যাগ কর। তা পরিত্যক্ত হলে তোমাদের হিত-সুখের কারণ হবে। ‘চক্ষু-বিজ্ঞান’ তোমাদের নয়, তা পরিত্যাগ কর। তা পরিত্যক্ত হলে তোমাদের হিত-সুখের কারণ হবে। ‘চক্ষু-সংস্পর্শ’ তোমাদের নয়, তা পরিত্যাগ কর। তা পরিত্যক্ত হলে তোমাদের হিত-সুখের কারণ হবে। চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও তোমাদের নয়, তা পরিত্যাগ কর। তা পরিত্যক্ত হলে তোমাদের হিত-সুখের কারণ হবে।” শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্পর্কেও এইরূপ।

অষ্টম সূত্র সমাপ্ত।

৯. দ্বিতীয় ‘তোমাদের নয়’ সূত্র

১০২. ১০১ নং সূত্রের ১নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। ১০১ ও ১০২ নং সূত্রের মধ্যে পার্থক্য হলো এই সূত্রে উপমা প্রদান করা হয়নি।

নবম সূত্র সমাপ্ত।

১০. রুদ্রক সূত্র

১০৩.১. “হে ভিক্ষুগণ, রামপুত্র রুদ্রক[২] এরূপ বাক্য ভাষণ করে—‘আমিই বেদজ্ঞ[৩], সর্বজয়ী, আমি অখনিত গণ্ডমূল[৪] খনন করেছি।’ হে ভিক্ষুগণ, রামপুত্র রুদ্রক বেদজ্ঞ না হয়েও বলে—‘আমি বেদজ্ঞ’, সর্বজয়ী না হয়েও বলে—‘আমি সর্বজয়ী’, অখনিত গণ্ডমূল হওয়া সত্ত্বেও বলে—‘আমার গণ্ডমূল খনিত।”

---

[১]। যেহেতু এখানে আমি বা আমার বলতে কিছুই নেই।

[২]। **পালি—‘উদকো রামপুত্তো’**। রামপুত্র রুদ্রক। কোনো কোনো গ্রন্থে ‘উদ্দক-রামপুত্র’ পাঠও দৃষ্ট হয়। সিদ্ধার্থ সম্বোধি লাভের পূর্বে নির্বাণ অন্বেষণ করার সময় উনার (রামপুত্র রুদ্রকের) কাছে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি রামপুত্র রুদ্রকের ধর্মে সন্তুষ্ট হতে না পেরে তাকে ত্যাগ করেছিলেন, যেমন করেছিলেন আলাড় কালামকেও।

[৩]। **পালি—বেদগূ,** সর্বোত্তম জ্ঞান অর্জন করেছেন এমন।

[৪]। **গণ্ড**—অর্থ গণ্ডরোগ, ব্রণ, ফোঁড়া, গ্রন্থি, গাঁইট, সংযোগ, বন্ধন, কঠিন সমস্যা। অর্থকথা মতে তৃষ্ণামূল। ইংরেজি অনুবাদে দুঃখমূল দৃষ্ট হয়।

"হে ভিক্ষুগণ, এখানে (এই বুদ্ধশাসনে) একজন ভিক্ষু (যার তৃষ্ণামূল খনিত) এরূপ ভাষণকালে যথার্থই বলে—'আমি বেদজ্ঞ, সর্বজয়ী, আমি অখনিত গণ্ডমূল খনন করেছি।'"

২. "হে ভিক্ষুগণ, কিভাবে বেদজ্ঞ হয়? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যে ছয় স্পর্শায়তনের সমুদয় (উৎপত্তি), অস্তগমন (বিলয়), আস্বাদ, আদীনব (দোষ/উপদ্রব) ও নিঃসরণকে (মুক্তিকে) যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা জানে; ভিক্ষুগণ, এভাবে ভিক্ষু বেদজ্ঞ হয়।"

৩. "হে ভিক্ষুগণ, কিভাবে ভিক্ষু সর্বজয়ী হন? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যে ছয় স্পর্শায়তনের উৎপত্তি, বিলয়, আস্বাদ, দোষ ও মুক্তি যথাযথভাবে জেনে (বিদিত হয়ে) অনুৎপাদ[১] বিমুক্ত হন; হে ভিক্ষুগণ, এভাবে ভিক্ষু সর্বজয়ী হন।"

৪. "হে ভিক্ষুগণ, কিভাবে ভিক্ষুর অখনিত গণ্ডমূল (তৃষ্ণামূল) খনিত হয়? ভিক্ষুগণ, এস্থলে গণ্ড চতুর্মহাভৌতিক[২] মাতৃপিতৃসম্ভূত (মাতাপিতা হতে উৎপন্ন), অন্নব্যঞ্জন বর্ধিত, অনিত্য-উৎসাদন (বিনাশন), পরিমর্দন, ভেদন-বিধ্বংসন স্বভাববিশিষ্ট দেহের অধিবচন (নামান্তর); গণ্ডমূল তৃষ্ণার অধিবচন। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর তৃষ্ণা প্রহীন (পরিত্যক্ত), মূলোচ্ছিন্ন, ছিন্নশীর্ষ সমূল উৎপাটিত তালবৃক্ষ সদৃশ, অনস্তিত্বভাব প্রাপ্ত ও অনাগতে পুনরুৎপত্তি রহিত হয়। এভাবেই হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর অখনিত গণ্ডমূল (তৃষ্ণামূল) খনিত হয়।"

৫. "হে ভিক্ষুগণ, রামপুত্র রুদ্রক এরূপ বাক্য ভাষণ করে—'আমিই বেদজ্ঞ, সর্বজয়ী, আমি অখনিত গণ্ডমূল খনন করেছি।' হে ভিক্ষুগণ, রামপুত্র রুদ্রক বেদজ্ঞ না হয়েও বলে—'আমিই বেদজ্ঞ', সর্বজয়ী না হয়েও বলে—'আমিই সর্বজয়ী', অখনিত গণ্ডমূল হওয়া সত্ত্বেও বলে—আমার গণ্ডমূল খনিত।'

"হে ভিক্ষুগণ, এখানে (এই বুদ্ধশাসনে) একজন ভিক্ষু (যার তৃষ্ণামূল খনিত) এরূপ ভাষণকালে যথার্থই বলে—আমি বেদজ্ঞ, সর্বজয়ী, আমি অখনিত গণ্ডমূল খনন করেছি।"

দশম সূত্র সমাপ্ত।

ষড়বর্গ দশম সমাপ্ত।

---

[১]। **অনুৎপাদ**—অর্থে যা অনাসক্ত, অসংস্কৃত। (অর্থকথা)

[২]। **চারি মহাভূত**—পঠবী, আপ, বায়ু, তেজ।

স্মারক গাথা :

দুই সংগয্হা, পরিহানি, প্রমাদবিহারী আর সংবর;
সমাধি, নিঃসঙ্গতা, দ্বিবিধ যা 'তোমাদের নয়', সর্বশেষে রুদ্রক উক্ত হয়।

ষড়ায়তন বর্গে দ্বিতীয় পঞ্চাশক সমাপ্ত।

স্মারক গাথা :

অবিদ্যা, মিগজাল, গিলান, ছন্ন হলো চতুর্থ;
ষড়বর্গ দ্বারা যে পঞ্চাশ কথিত, তা দ্বিতীয় পঞ্চাশকে উক্ত।

প্রথম শতক সমাপ্ত।

১১. যোগক্ষেমী বর্গ

১. যোগক্ষেমী সূত্র

১০৪.১. আমি এরূপ শুনেছি, এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের বিহারে। তথায় ভগবান সমবেত ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, 'হ্যাঁ ভদন্ত' বলে সেই ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে তাঁদের সম্মতি জানালেন। ভগবান বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, তোমাদেরকে যোগক্ষেমী[১] ধর্ম পর্যায়[২] দেশনা করব, তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, যোগক্ষেমী ধর্মপর্যায় কী? হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ আছে তা ইষ্ট (আনন্দদায়ক), কান্ত (মুগ্ধকর), মনোজ্ঞ (মনোরম), প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত ও রঞ্জনীয় (রমণীয়)। সেগুলো তথাগতের প্রহীন, মূলোচ্ছিন্ন, ছিন্নশীর্ষ সমূল উৎপাটিত তালবৃক্ষ সদৃশ, অনস্তিত্বভাব প্রাপ্ত ও অনাগতে পুনরুৎপত্তি-রহিত হয়। সেগুলো পরিত্যাগের জন্য 'যোগ'[৩] ঘোষণা করেছেন, সেজন্য তথাগত যোগক্ষেমী কথিত হন[৪]।"

---

[১]। **যোগক্ষেম** = যোগ+ক্ষেম, যোগ অর্থ এক জন্মের সাথে অন্য জন্মের সম্বন্ধ, সম্পর্ক, মিলন, সংযোগ। পালি খেম বা ক্ষেম অর্থ মোক্ষ, মুক্তি, শান্তি, রক্ষা। সুতরাং যোগক্ষেম অর্থ বন্ধনমুক্তি বা নির্বাণ। যোগক্ষেমী বলতে বিমুক্ত পুরুষ।

[২]। **পালি—পরিযায়,** পর্যায় শব্দের দ্বিবিধ অর্থ—কারণ ও দেশনা। অশোকের ভাব্রুলিপিতেও বুদ্ধবচন 'পলিযায' নামে অভিহিত হয়েছে। পর্যায় অর্থে যা শ্রেণিবদ্ধ, সুসজ্জিত, যার আদিতে, মধ্যে ও অন্তেকল্যাণ।

[৩]। এ স্থলে 'যোগ' অর্থে প্রচেষ্টা (ইংরেজি অনুবাদ)।

[৪]। অর্থকথা মতে যোগ ঘোষণা করেছেন বলে যোগক্ষেমী নন, 'যোগ' ত্যাগ করেছেন (বিমুক্ত) বলে যোগক্ষেমী।

৩. "হে ভিক্ষুগণ, শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, কায়-বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য, মনোবিজ্ঞেয় ধর্ম আছে তা আনন্দদায়ক, মুগ্ধকর, মনোরম, প্রিয়রূপ, কাম-সংযুক্ত ও রঞ্জনীয়। সেগুলো তথাগতের প্রহীন, মূলোচ্ছিন্ন, ছিন্নশীর্ষ সমূল উৎপাটিত তালবৃক্ষ সদৃশ, অনস্তিত্বভাব প্রাপ্ত ও অনাগতে পুনরুৎপত্তি-রহিত হয়। সেগুলো পরিত্যাগের জন্য (তথাগত) যোগ ঘোষণা (বর্ণনা) করেন, সেজন্য তথাগত যোগক্ষেমী কথিত হন। হে ভিক্ষুগণ, ইহাই যোগক্ষেমী ধর্মপর্যায়।"

প্রথম সূত্র সমাপ্ত।

২. নির্ভরশীল সূত্র

১০৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, কীসে নির্ভরশীল হয়ে, কী আশ্রয় করে অধ্যাত্ম (ব্যক্তিগত) সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়?" "ভন্তে, ধর্ম ভগবৎমূলক ভগবৎপ্রবণ ভগবৎশরণ। এ ভাষিতের অর্থ ভগবানেরই প্রতিভাত হোক। ভগবানের মুখে শুনে ভিক্ষুগণ ধারণ করবেন।"

২. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষুতে নির্ভরশীল হয়ে, চক্ষু আশ্রয় করে অধ্যাত্ম সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। শ্রোত্রে নির্ভরশীল হয়ে, শ্রোত্র আশ্রয় করে অধ্যাত্ম সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। ঘ্রাণের উপর নির্ভরশীল হয়ে, ঘ্রাণ আশ্রয় করে অধ্যাত্ম সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। জিহ্বার উপর নির্ভরশীল হয়ে, জিহ্বা আশ্রয় করে অধ্যাত্ম সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। কায়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে, কায় আশ্রয় করে অধ্যাত্ম সুখ বা দুঃখ উৎপন্ন হয়। মনের উপর নির্ভরশীল হয়ে, মন আশ্রয় করে অধ্যাত্ম সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়।"

৩. "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা ইহা কী মনে কর, চক্ষু নিত্য নাকি অনিত্য?"

"অনিত্য, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, তা দুঃখ নাকি সুখ?"

"দুঃখ, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; তা আশ্রয় না করে অধ্যাত্ম সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হতে পারে কি?"

"নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্পর্কেও এইরূপ।

৪. "হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে চক্ষুতে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্রে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণে নির্বেদপ্রাপ্ত হন, জিহ্বায় নির্বেদপ্রাপ্ত হন, কায়ে নির্বেদ প্রাপ্ত হন ও মনে নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ প্রাপ্ত হয়ে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে

জ্ঞানের উদয় হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, এ জীবনে (আসবক্ষয়ের জন্য) আর অন্য কর্তব্য নাই।"

দ্বিতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৩. দুঃখ-সমুদয় সূত্র

১০৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, দুঃখের সমুদয় এবং বিলয় সম্পর্কে তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, দুঃখের সমুদয় কী? চক্ষু এবং রূপ হেতু চক্ষু-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এ তিনের সংযোগে স্পর্শ। স্পর্শ প্রত্যয়ে[১] বেদনা[২]; বেদনা প্রত্যয়ে তৃষ্ণা। ইহাই দুঃখের সমুদয় (উৎপত্তি)। শ্রোত্র এবং শব্দ হেতু শ্রোত্র-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এ তিনের সংযোগে স্পর্শ, স্পর্শ প্রত্যয়ে বেদনা; বেদনা প্রত্যয়ে তৃষ্ণা। ইহাই দুঃখের সমুদয়। ঘ্রাণ এবং গন্ধ হেতু ঘ্রাণ-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এ তিনের সংযোগে স্পর্শ, স্পর্শ প্রত্যয়ে বেদনা; বেদনা প্রত্যয়ে তৃষ্ণা। ইহাই দুঃখের সমুদয়। জিহ্বা এবং রস হেতু জিহ্বা-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এ তিনের সংযোগে স্পর্শ, স্পর্শ প্রত্যয়ে বেদনা; বেদনা প্রত্যয়ে তৃষ্ণা। ইহাই দুঃখের সমুদয়। কায় এবং স্প্রষ্টব্য হেতু কায়-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এ তিনের সংযোগে স্পর্শ, স্পর্শ প্রত্যয়ে বেদনা; বেদনা প্রত্যয়ে তৃষ্ণা। ইহাই দুঃখের সমুদয়। মন এবং ধর্ম হেতু মনো-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এ তিনের সংযোগে স্পর্শ, স্পর্শ প্রত্যয়ে বেদনা; বেদনা প্রত্যয়ে তৃষ্ণা। ইহাই দুঃখের সমুদয়।"

২. "হে ভিক্ষুগণ, দুঃখের অস্তগমন (বিলয়) কী? চক্ষু এবং রূপ হেতু চক্ষু-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এ তিনের সংযোগে স্পর্শ। স্পর্শ প্রত্যয়ে বেদনা; বেদনা প্রত্যয়ে তৃষ্ণা। তৃষ্ণার অশেষ বিরাগ নিরোধে উপাদান নিরোধ; উপাদান নিরোধে ভব নিরোধ; ভব নিরোধে জন্ম নিরোধ; জন্ম নিরোধে জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-নিরাশা নিরুদ্ধ হয়। এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়। ইহাই দুখের অস্তগমন (বিলয়, নিরোধ)।" শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সংস্পর্কেও এইরূপ।

তৃতীয় সূত্র সমাপ্ত।

---

[১]। **পচ্চযা**—প্রত্যয় হইতে। প্রত্যয় অর্থ কারণ, নিদান, হেতু। যার সাহায্যে কোনো কার্য সম্পাদিত হয়, ঘটনা ঘটে, ফলোৎপন্ন হয়, তা ওই কার্যের, ওই ঘটনার, ওই ফলের প্রত্যয় হয়। সুতরাং প্রত্যয় সাহায্যকারক। স্পর্শ ব্যতীত বেদনা উৎপন্ন হতে পারে না।

[২]। স্পৃষ্ট আলম্বনের রসবোধই বেদনা।

৪. লোক-সমুদয় সূত্র

১০৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, লোকের সমুদয় এবং অস্তগমন (বিলয়) সম্পর্কে তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, লোকের সমুদয় (উৎপত্তি) কী? চক্ষু এবং রূপ হেতু চক্ষু-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এ তিনের সংযোগে স্পর্শ। স্পর্শ প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনা প্রত্যয়ে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান, উপাদান প্রত্যয়ে ভব, ভব প্রত্যয়ে জন্ম, জন্ম প্রত্যয়ে জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-নিরাশা উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ, ইহাই লোকের (জগতের) সমুদয়।" শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ এবং গন্ধ, জিহ্বা এবং রস, কায় এবং স্পষ্টব্য, মন এবং ধর্ম সর্ম্পকেও এইরূপ।

২. "হে ভিক্ষুগণ, জগতের (লোকের) বিলয় কী? চক্ষু এবং রূপ হেতু চক্ষু-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এ তিনটির সংযোগে স্পর্শ। স্পর্শ প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনা প্রত্যয়ে তৃষ্ণা, তৃষ্ণারই অশেষ বিরাগ, নিরোধে উপাদান নিরোধ, উপাদান নিরোধে ভব নিরোধ, ভব নিরোধে জন্ম নিরোধ, জন্ম নিরোধে জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াশ (নিরাশা) নিরুদ্ধ হয়। এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়। ইহাই দুঃখের অস্তগমন (নিরোধ, বিলয়)।" শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ এবং গন্ধ, জিহ্বা এবং রস, কায় এবং স্প্রষ্টব্য, মন এবং ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ।

চতুর্থ সূত্র সমাপ্ত।

৫. আমি শ্রেয় সূত্র

১০৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, কিসের উপস্থিতিতে, কি আশ্রয় করে, কি অবলম্বন করে 'আমি শ্রেষ্ঠ' বা 'আমি সদৃশ' বা 'আমি হীন'—এই ধারণা উৎপন্ন হয়?"

২. "ভন্তে, ধর্ম ভগবৎমূলক ভগবৎপ্রবণ ভগবৎশরণ। এ ভাষিতের অর্থ ভগবানেরই প্রতিভাত হোক, ভগবানের মুখে শ্রবণ করে ভিক্ষুগণ ধারণ করবেন।"

৩. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষুর উপস্থিতিতে (বিদ্যমানে), চক্ষু আশ্রয় করে, চক্ষু অবলম্বন করে 'আমি শ্রেষ্ঠ' বা 'আমি সদৃশ' বা 'আমি হীন'-এই ধারণা উৎপন্ন হয়। শ্রোত্রের উপস্থিতিতে, শ্রোত্র আশ্রয় করে, শ্রোত্র অবলম্বন করে 'আমি শ্রেষ্ঠ' বা 'আমি সদৃশ' বা 'আমি হীন' এই ধারণা উৎপন্ন হয়। ঘ্রাণের উপস্থিতিতে, ঘ্রাণ আশ্রয় করে, ঘ্রাণ অবলম্বন করে 'আমি শ্রেষ্ঠ' বা 'আমি সদৃশ' বা 'আমি হীন' এই ধারণা উৎপন্ন হয়। জিহ্বার উপস্থিতিতে, জিহ্বা

আশ্রয় করে, জিহ্বা অবলম্বন করে 'আমি শ্রেষ্ঠ' বা 'আমি সদৃশ' বা 'আমি হীন' এই ধারণা উৎপন্ন হয়। কায়ের (দেহের) উপস্থিতিতে, কায় আশ্রয় করে, কায় অবলম্বন করে 'আমি শ্রেষ্ঠ' বা 'আমি সদৃশ' বা 'আমি হীন'-এই ধারণা উৎপন্ন হয়। মনের উপস্থিতিতে, মন আশ্রয় করে, মন অবলম্বন করে 'আমি শ্রেষ্ঠ' বা 'আমি সদৃশ' বা 'আমি হীন' এই ধারণা উৎপন্ন হয়।"

৪. "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা ইহা কী মনে কর, চক্ষু নিত্য নাকি অনিত্য?"

"অনিত্য, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, তা দুঃখ নাকি সুখ?"

"দুঃখ, ভন্তে।"

যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; তা আশ্রয় না করে আমি শ্রেষ্ঠ' বা 'আমি সদৃশ' বা 'আমি হীন'—এই ধারণা উৎপন্ন হতে পারে কি?

"নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্পর্কেও এইরূপ।

৫. "হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে চক্ষুতে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্রে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণে নির্বেদপ্রাপ্ত হন, জিহ্বায় নির্বেদপ্রাপ্ত হন, কায়ে নির্বেদ প্রাপ্ত হন ও মনে নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ প্রাপ্ত হয়ে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞানের উদয় হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, এ জীবনে (আসবক্ষয়ের জন্য) আর অন্য কর্তব্য নাই।"

পঞ্চম সূত্র সমাপ্ত।

৬. সংযোজনীয় সূত্র

১০৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, তোমাদেরকে সংযোজনীয়[১] ধর্ম ও সংযোজন সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, সংযোজনীয় ধর্ম কি ও সংযোজন কী?"

২. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু সংযোজনীয় ধর্ম, তথায় (চক্ষুর প্রতি) যা ছন্দরাগ (আসক্তি), তা সেখানে সংযোজন। শ্রোত্র সংযোজনীয় ধর্ম, তথায় যা ছন্দরাগ, তা সেখানে সংযোজন। ঘ্রাণ সংযোজনীয় ধর্ম, তথায় যা ছন্দরাগ, তা সেখানে সংযোজন। জিহ্বা সংযোজনীয় ধর্ম, তথায় যা ছন্দরাগ, তা

---

[১]। **পালি : সংযোজনিয**—সংযোগসমূহের অনুকূল বা সহায়ক। (পালি-বাংলা অভিধান)

সেখানে সংযোজন। কায় সংযোজনীয় ধর্ম, তথায় যা ছন্দরাগ, তা সেখানে সংযোজন। মন সংযোজনীয় ধর্ম, তথায় যা ছন্দরাগ, তা সেখানে সংযোজন। হে ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলে সংযোজনীয় ধর্ম, ইহাকে বলে সংযোজন।

ষষ্ঠ সূত্র সমাপ্ত।

৭. উপাদানীয় সূত্র

১১০.১. হে ভিক্ষুগণ, উপাদানীয় (লোভসংযুক্ত) ধর্ম এবং উপাদান সম্পর্কে তোমাদেরকে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, উপাদানীয় ধর্ম কি ও উপাদান কী?"

২. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু উপাদানীয় ধর্ম, তথায় (চক্ষুর প্রতি) যা ছন্দরাগ, তা সেখানে উপাদান। শ্রোত্র উপাদানীয় ধর্ম। তথায় যা ছন্দরাগ, তা সেখানে উপাদান। ঘ্রাণ উপাদানীয় ধর্ম। তথায় যা ছন্দরাগ, তা সেখানে উপাদান। জিহ্বা উপাদানীয় ধর্ম। তথায় যা ছন্দরাগ, তা সেখানে উপাদান। কায় উপাদানীয় ধর্ম, তথায় যা ছন্দরাগ তা সেখানে উপাদান। মন উপাদানীয় ধর্ম। তথায় যা ছন্দরাগ, তা সেখানে উপাদান। হে ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলে উপাদানীয় ধর্ম এবং উপাদান।"

সপ্তম সূত্র সমাপ্ত।

৮. আধ্যাত্মিক-আয়তন পরিজ্ঞান সূত্র

১১১.১. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষুকে পরিপূর্ণরূপে না জেনে, উপলব্ধি না করে, পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখ্যান না করলে দুঃখক্ষয় অসম্ভব। শ্রোত্রকে পরিপূর্ণরূপে না জেনে, উপলব্ধি না করে, পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখ্যান না করলে দুঃখক্ষয় অসম্ভব। ঘ্রাণকে পরিপূর্ণরূপে না জেনে, উপলব্ধি না করে, পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখ্যান না করলে দুঃখক্ষয় অসম্ভব। জিহ্বাকে পরিপূর্ণরূপে না জেনে, উপলব্ধি না করে, পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখ্যান না করলে দুঃখক্ষয় অসম্ভব। কায়কে পরিপূর্ণরূপে না জেনে, উপলব্ধি না করে, পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখ্যান না করলে দুঃখক্ষয় অসম্ভব। মনকে পরিপূর্ণরূপে না জেনে, উপলব্ধি না করে পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখ্যান না করলে দুঃখক্ষয় অসম্ভব।"

২. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষুকে পরিপূর্ণরূপে জেনে, উপলব্ধি করে, পরিত্যাগ করলে, প্রত্যাখ্যান করলে দুঃখক্ষয় সম্ভব। শ্রোত্রকে, ঘ্রাণকে, জিহ্বাকে, কায়কে ও মনকে পরিপূর্ণরূপে জেনে, উপলব্ধি করে পরিত্যাগ করলে,

প্রত্যাখ্যান করলে দুঃখক্ষয় সম্ভব।”

অষ্টম সূত্র সমাপ্ত।

৯. বাহ্যিক-আয়তন পরিজ্ঞান সূত্র

১১২.১. “হে ভিক্ষুগণ, রূপকে পরিপূর্ণরূপে না জেনে, উপলব্ধি না করে, পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখ্যান না করলে দুঃখক্ষয় অসম্ভব। শব্দকে, গন্ধকে, রসকে, স্প্রষ্টব্যকে ও ধর্মকে পরিপূর্ণরূপে না জেনে, উপলব্ধি না করে, পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখ্যান না করলে দুঃখক্ষয় অসম্ভব।”

২. “হে ভিক্ষুগণ, রূপকে পরিপূর্ণরূপে জেনে, উপলব্ধি করে, পরিত্যাগ করলে, প্রত্যাখ্যান করলে দুঃখক্ষয় সম্ভব। শব্দকে, গন্ধকে, রসকে, স্প্রষ্টব্যকে ও ধর্মকে পরিপূর্ণরূপে জেনে, উপলব্ধি করে, পরিত্যাগ করলে, প্রত্যাখ্যান করলে দুঃখক্ষয় সম্ভব।”

নবম সূত্র সমাপ্ত।

১০. উপশ্রুতি সূত্র

১১৩.১. আমি এরূপ শুনেছি, এক সময় ভগবান নাদিকে[১] এক ইষ্টক-নির্মিত গৃহে[২] অবস্থান করতেছিলেন। তখন ভগবান নির্জনে আত্মস্থ (ধ্যানরত অবস্থায়) হয়ে এই ধর্মপর্যায় ভাষণ (উচ্চারণ) করলেন, চক্ষু এবং রূপ হেতু চক্ষু-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এ তিনের সঙ্গতি (সংযোগ) স্পর্শ[৩]। স্পর্শ প্রত্যয়ে বেদনা[৪], বেদনা প্রত্যয়ে তৃষ্ণা[৫], তৃষ্ণা প্রত্যয়ে উপাদান[৬], উপাদান প্রত্যয়ে

---

[১]। **নাদিক** বৈশালীরাজ্যে অবস্থিত গ্রামবিশেষের নাম। বুদ্ধঘোষ বলেন, নাদিকা নামে একটি পুষ্করণী ছিল। নাদিকার পাশে অবস্থিত ছিল বলে গ্রামের নাম নাদিকা। বস্তুত নাদিকাকে মধ্যবর্তী করে দুটি গ্রাম ছিল। যথা—‘চুল্লপিতি’-পুত্রগণের গ্রাম ও ‘মহাপিতি’ পুত্রগণের গ্রাম। এ স্থলে নাদিকে অর্থে এই দুই গ্রামের যেকোনো এক গ্রামে। (অর্থকথা)।

[২]। **পালি—‘গিঞ্জকাবসথে’** বুদ্ধঘোষ বলেন, নাদিকাবাসিগণ ভগবান বুদ্ধের জন্য বাসস্থান নির্মাণের ইচ্ছা করে ইষ্টক দ্বারা ভিত্তি, সোপান, স্তম্ভ ও হিংস্রপশুরূপ-সমন্বিত সৌধ নির্মাণ করে, তা চূণকাম করে তদুপরি মালাকর্ম ও চিত্রকর্ম উৎপাদন করেছিলেন। ঐ ইষ্টকালয়ে ভূম্যাস্তরণ, মঞ্চপীঠ, রাত্রিস্থান, দিবাস্থান, মন্ডপ এবং চংক্রমণাদিরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। (অর্থকথা)

[৩]। **স্পর্শ**—চক্ষু শ্রোত্রাদির সঙ্গে বিষয়ের সংযোগ।

[৪]। **বেদনা**—সুখ-দুঃখাদি অনুভূতি।

[৫]। **তৃষ্ণা**—আসক্তি।

[৬]। **উপাদান**—তৃষ্ণার প্রাবল্যে দৃঢ় গ্রহণ (উপ+আদান)।

ভব[১], ভব প্রত্যয়ে জন্ম, জন্ম প্রত্যয়ে জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-নিরাশা উৎপন্ন হয়। এভাবে সমগ্র দুঃখরাশির সমুদয় হয়।” “শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ এবং গন্ধ, জিহ্বা এবং রস, কায় এবং স্প্রষ্টব্য, মন এবং ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ।

২. “চক্ষু এবং রূপ হেতু চক্ষু-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এ তিনের সঙ্গতি স্পর্শ। স্পর্শ প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনা প্রত্যয়ে তৃষ্ণা। তৃষ্ণারই অশেষ বিরাগ নিরোধে উপাদান নিরোধ, উপাদান নিরোধে ভব নিরোধ। ভব নিরোধে জন্ম নিরোধ। জন্ম নিরোধে জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-নৈরাশ্য নিরুদ্ধ হয়। এভাবে সমগ্র দুঃখ স্কন্ধের[২] নিরোধ হয়।” শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ এবং গন্ধ, জিহ্বা এবং রস, কায় এবং স্প্রষ্টব্য, মন এবং ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ।

৩. সেই সময় জনৈক ভিক্ষু ভগবানের আবৃত্তির শ্রবণসীমার মধ্যে (উপশ্রুতিতে) স্থিত (দাঁড়িয়ে) ছিলেন। ভগবান সেই ভিক্ষুকে শ্রবণসীমার মধ্যে স্থিত দেখে জিজ্ঞেস করলেন, “হে ভিক্ষু, তুমি এই ধর্ম পর্যায় শুনেছ কী?” “হ্যাঁ, ভন্তে”, “হে ভিক্ষু, তুমি এই ধর্ম পর্যায় শিক্ষা কর, সম্পূর্ণরূপে হৃদয়স্থ কর, ধারণ কর। এই ধর্ম পর্যায় অর্থসংযুক্ত ও আদি ব্রহ্মচর্যের উপকারী।”

দশম সূত্র সমাপ্ত।

একাদশতম যোগক্ষেমী বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক গাথা :

যোগক্ষেমী, নির্ভরশীল, দুঃখ, লোক এবং শ্রেষ্ঠ;
সংযোজন, উপাদান, দুই পরিজ্ঞান, উপশ্রুতি মিলে হলো বর্গ।

১২. লোক-কামগুণ বর্গ

১. প্রথম মারপাশ সূত্র

১১৪.১. “হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ আছে তা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত ও রমণীয় (রঞ্জনীয়)। যদি ভিক্ষু তাতে আনন্দ লাভ

---

[১]। **ভব**—কর্মভব ও উৎপত্তি ভব। কর্মই কর্মভব, উৎপত্তিভব হচ্ছে বিশ্বজগৎ।

[২]। **স্কন্ধ** বলতে পঞ্চ স্কন্ধ। যথা—রূপ বা ভৌতিক বস্তু, বেদনা বা অনুভূতি, সংজ্ঞা বা প্রতীতি, সংস্কার বা পুণ্যাপুণ্যাদি এবং বিজ্ঞান বা চিত্ত। স্কন্ধ শব্দের অর্থ রাশি।

করেন, উল্লাস প্রকাশ করেন এবং অনুরক্ত হয়ে থাকেন। হে ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয়—ভিক্ষু মারের আবাসগত, মারের বশীভূত, মারপাশে আবদ্ধ। সে মারবন্ধনে বদ্ধ হয়ে পাপমতি মারের ইচ্ছানুযায়ী কর্ম সম্পাদনকারী হয়।" শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, কায়-বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য ও মনোবিজ্ঞেয় ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ।

২. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ আছে তা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত ও রঞ্জনীয়। যদি ভিক্ষু তাতে আনন্দ লাভ না করেন, উল্লাস প্রকাশ না করেন, অনুরক্ত হয়ে না থাকেন। হে ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয়—ভিক্ষু মারের আবাসগত নয়, মারের অবশীভূত, মারপাশে অনাবদ্ধ। তিনি মার বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে পাপমতি মারের ইচ্ছানুযায়ী কর্ম সম্পাদনকারী হন না।" শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, কায়-বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য ও মনো-বিজ্ঞেয় ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ।

প্রথম সূত্র সমাপ্ত।

২. দ্বিতীয় মারপাশ সূত্র

১১৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ আছে তা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত ও রঞ্জনীয়। যদি ভিক্ষু তাতে আনন্দ লাভ করেন, উল্লাস প্রকাশ করেন, অনুরক্ত হয়ে থাকেন। হে ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয়—ভিক্ষু চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপে প্রতিবদ্ধ, মারের আবাসগত, মারের বশীভূত, মারপাশে আবদ্ধ। সে মারবন্ধনে বদ্ধ হয়ে পাপমতি মারের ইচ্ছানুযায়ী কর্ম সম্পাদনকারী হয়।" শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, কায়-বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য ও মনো-বিজ্ঞেয় ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ।

২. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ আছে তা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত ও রঞ্জনীয়। যদি ভিক্ষু তাতে আনন্দ লাভ না করেন, উল্লাস প্রকাশ না করেন, অনুরক্ত হয়ে না থাকেন। হে ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয়—ভিক্ষু চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ হতে মুক্ত, মারের আবাসগত নয়, মারের অবশীভূত মারপাশে অনাবদ্ধ। তিনি মারবন্ধন হতে মুক্ত হয়ে পাপমতি মারের ইচ্ছানুযায়ী কর্ম সম্পাদনকারী হন না।" শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, কায়-বিজ্ঞেয় স্পর্শ ও মনো-বিজ্ঞেয় ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ।

দ্বিতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৩. লোকান্তগমন সূত্র

১১৬.১. “হে ভিক্ষুগণ, (পদব্রজে) গমনের দ্বারা লোকের (জগতের) অন্ত (শেষ) জ্ঞাত হওয়া যায়, দর্শন করা যায়, প্রাপ্ত হওয়া যায় তা আমি বলি না। ভিক্ষুগণ, আমি কিন্তু জগতের শেষ না পেয়ে দুঃখের অবসান করা যায়; বলি না।” ইহা বলে ভগবান আসন হতে উঠে বিহারে প্রবেশ করলেন। ভগবান চলে যাবার পরক্ষণেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হলো : বন্ধুগণ, ভগবান সংক্ষিপ্তভাবে এই উদ্দেশ বর্ণনা করে ও বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ না করে আসন হতে উঠে এখন বিহারে প্রবেশ করলেন। তাঁর উক্তি হলো : “হে ভিক্ষুগণ, (পদব্রজে) গমনের দ্বারা লোকের (জগতের) অন্ত (শেষ) জ্ঞাত হওয়া যায়, দর্শন করা যায়, প্রাপ্ত হওয়া যায় তা আমি বলি না। ভিক্ষুগণ, আমি কিন্তু জগতের শেষ না পেয়ে দুঃখের অবসান করা যায় বলি না।” কে ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত উদ্দেশের অর্থকে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করবেন যা বিশ্লেষণ করা হয়নি?”

২. তখন সেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হলো : কেন আয়ুষ্মান আনন্দ তো স্বয়ং শাস্তা কর্তৃক এবং বিজ্ঞ সব্রহ্মচারীগণ (সতীর্থগণ) কর্তৃক সংবর্ণিত ও সুপ্রশংসিত, তিনিই ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত উদ্দেশের যা পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়নি তা বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম। চলুন আমরা আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে এর অর্থ জিজ্ঞেস করি। তখন ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দের সহিত প্রীতি আলাপ ও কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করে সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান আনন্দকে বললেন, “বন্ধু আনন্দ, ভগবান সংক্ষিপ্তভাবে এই উদ্দেশ বর্ণনা করে উহার অর্থ বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ না করে আসন হতে উঠে বিহারে প্রবেশ করেছেন। তাঁর উক্তি হলো : “ভিক্ষুগণ, গমনের দ্বারা জগতের শেষ জ্ঞাত হওয়া যায়, দর্শন করা যায়, প্রাপ্ত হওয়া যায় তা আমি বলি না। ভিক্ষুগণ, আমি কিন্তু জগতের শেষ না পেয়ে দুঃখের অবসান করা যায় বলি না।”

৩. “বন্ধু আনন্দ, ভগবান চলে যাবার পরক্ষণেই আমাদের মনে এই চিন্তা উদিত হলো—বন্ধুগণ, ভগবান সংক্ষিপ্তভাবে এই উদ্দেশ বর্ণনা করে ও বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ না করে আসন হতে উঠে এখন বিহারে প্রবেশ করেছেন। তাঁর উক্তি হলো : “ভিক্ষুগণ, গমনের দ্বারা জগতের শেষ জ্ঞাত হওয়া যায়, দর্শন করা যায়, প্রাপ্ত হওয়া যায় তা আমি বলি না। ভিক্ষুগণ, আমি কিন্তু জগতের শেষ না পেয়ে দুঃখের অবসান করা যায় বলি না।” কে

ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত উদ্দেশের অর্থকে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করবেন যা বিশ্লেষণ করা হয়নি?

৪. তখন আমাদের মধ্যে এই চিন্তা উদিত হলো—কেন আয়ুষ্মান আনন্দ তো স্বয়ং শাস্তা কর্তৃক এবং বিজ্ঞ সব্রহ্মচারীগণ কর্তৃক সংবর্ণিত ও সুপ্রশংসিত, তিনিই ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত উদ্দেশের যা পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়নি তা বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম। চলুন আমরা আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে এর অর্থ জিজ্ঞেস করি। আয়ুষ্মান আনন্দ, বিশ্লেষণ করুন।”

৫. “বন্ধুগণ, যেমন সারার্থী, সারান্বেষী কোনো ব্যক্তি সার অন্বেষণে বিচরণ করতে গিয়ে বৃহৎ সারবান বৃক্ষ থাকতে তা ত্যাগ করে, বৃক্ষের মূল পরিহার করে, বৃক্ষের কান্ডে ও শাখাপল্লবে সারান্বেষণ করা উচিত মনে করে, আয়ুষ্মানগণের ব্যাপারেও ঠিক তেমনই মনে হচ্ছে। শাস্তার সম্মুখে থাকতে তাঁকে অতিক্রম করে নগণ্য আমাকে তাঁর উক্তির অর্থ জিজ্ঞেস করা আপনারা উচিত মনে করেছেন। বন্ধুগণ, সেই ভগবান জ্ঞাতব্য বিষয় জানেন, দর্শনীয় বিষয় দর্শন করেন, তিনি চক্ষু-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, ধর্ম-স্বরূপ, ব্রহ্ম-স্বরূপ, তিনি বক্তা, প্রবক্তা, অর্থ-নির্ণয়কারী, অমৃতের দাতা, ধর্মস্বামী, তথাগত। তখনই তো ঠিক সময় ছিল যখন আপনারা ভগবানকে তাঁর উক্তির অর্থ জিজ্ঞেস করে একথা বলতে পারতেন—‘ভগবান, আমাদের নিকট যেভাবে উক্তির ব্যাখ্যা করবেন, আমরা তা সেভাবে অবধারণ করব’।” “বন্ধু আনন্দ, সত্যিই ভগবান জ্ঞাতব্য বিষয় জানেন, দর্শনীয় বিষয় দর্শন করেন, তিনি চক্ষু-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, ধর্ম-স্বরূপ, ব্রহ্ম-স্বরূপ, তিনি বক্তা, প্রবক্তা, অর্থ-নিয়ন্তা, অমৃতের দাতা, ধর্মস্বামী, তথাগত। বাস্তবিক তখনই সময় ছিল যখন আমরা তাঁকে তাঁর উক্তির অর্থ জিজ্ঞেস করে একথা বলতে পারতাম : ‘ভগবান, আমাদের নিকট যেভাবে অর্থ ব্যাখ্যা করবেন আমরা সেভাবে তা অবধারণ করব।’ তবুও আমরা জানি যে, আয়ুষ্মান আনন্দ স্বয়ং শাস্তা কর্তৃক ও সব্রহ্মচারী কর্তৃক সংবর্ণিত ও সুপ্রশংসিত, তিনিই তো ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত উদ্দেশের যা পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়নি তা বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম। অতএব, আয়ুষ্মান আনন্দ ইহাকে গুরুস্থানীয় মনে না করে বিশ্লেষণ করুন।”

৬. “তাহলে বন্ধুগণ, শ্রবণ করুন, উত্তমরূপে মনোনিবেশ করুন; আমি ভাষণ করছি।” ‘হ্যাঁ, বন্ধু’ বলে সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান আনন্দকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানালেন। আয়ুষ্মান আনন্দ বললেন, “বন্ধুগণ, ভগবান সংক্ষিপ্তভাবে

যে উদ্দেশ বর্ণনা করে ও বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ না করে আসন হতে উঠে বিহারে প্রবেশ করেছেন। সেই উদ্দেশ হলো—‘গমনের দ্বারা জগতের শেষ জ্ঞাত হওয়া যায়, দর্শন করা যায়, প্রাপ্ত হওয়া যায় তা আমি বলি না। ভিক্ষুগণ, আমি কিন্তু জগতের শেষ না পেয়ে দুঃখের অবসান করা যায় বলি না।’ বন্ধুগণ, ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত উদ্দেশের যা পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়নি তার বিস্তৃত অর্থ আমি এরূপ জানি : বন্ধুগণ, যদ্বারা লোকে (জগতে) লোকসংজ্ঞী, লোকমানী হয়, আর্যবিনয়ে তাকে ‘লোক’ বলা হয়। বন্ধুগণ, কিসের দ্বারা জগতে (লোকে) লোকসংজ্ঞী, লোকমানী হয়? বন্ধুগণ, চক্ষু দ্বারা জগতে (লোকে) লোকসংজ্ঞী, লোকমানী হয়। শ্রোত্র দ্বারা জগতে (লোকে) লোকসংজ্ঞী, লোকমানী হয়। ঘ্রাণ দ্বারা জগতে লোকসংজ্ঞী, লোকমানী হয়। জিহ্বা দ্বারা জগতে লোকসংজ্ঞী, লোকমানী হয়। কায় দ্বারা জগতে (লোকে) লোকসংজ্ঞী, লোকমানী হয়। মন দ্বারা জগতে (লোকে) লোকসংজ্ঞী, লোকমানী হয়। বন্ধুগণ, যদ্বারা জগতে (লোকে) লোকসংজ্ঞী, লোকমানী হয়, আর্যবিনয়ে তাকে ‘লোক’ বলা হয়।”

৭. “বন্ধুগণ, ভগবান যে উদ্দেশ সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করে বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ না করে আসন হতে উঠে বিহারে প্রবেশ করেছেন, তা হচ্ছে—‘গমনের দ্বারা জগতের শেষ জ্ঞাত হওয়া যায়, দর্শন করা যায়, প্রাপ্ত হওয়া যায় তা আমি বলি না। ভিক্ষুগণ, আমি কিন্তু জগতের শেষ না পেয়ে দুঃখের অবসান করা যায় বলি না।’ ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত বিস্তৃতভাবে অব্যাখ্যাত এই উদ্দেশের বিস্তৃত অর্থ আমি এভাবেই জানি। আয়ুষ্মানগণ, আপনারা যদি ইচ্ছা করেন তাহলে ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ইহার অর্থ জিজ্ঞেস করুন। ভগবান যেভাবে ব্যাখ্যা করেন, আপনারা সেভাবে ধারণ করবেন।”

৮. অতঃপর ওই ভিক্ষুগণ ‘হ্যাঁ বন্ধু, তাই হোক’ বলে আয়ুষ্মান আনন্দের বাক্যে আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা অনুমোদন করে আসন হতে উঠে ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে আনুপূর্বিক সকল বিষয় নিবেদন করলেন “ভন্তে, আয়ুষ্মান আনন্দ কর্তৃক এই আকারে ও এই পদব্যঞ্জনে ভগবদ্বাক্যের অর্থ বিশ্লেষিত হয়েছে।” “হে ভিক্ষুগণ, আনন্দ মহাপ্রাজ্ঞ, সুপণ্ডিত, যদি তোমরা আমাকে আমার উক্তির অর্থ জিজ্ঞেস করতে, তাহলে আনন্দ কর্তৃক যেভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে, আমিও ঠিক সেভাবেই ব্যাখ্যা করতাম। ইহাই বস্তুত আমার উক্তির অর্থ এবং এইভাবেই

তোমরা তা অবধারণ কর।”

তৃতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৪. কামগুণ সূত্র

১১৭.১. “হে ভিক্ষুগণ, সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব অবস্থায় আমার মনে এ চিন্তা উদিত হলো—পূর্বে আমার চিত্ত সংস্পৃষ্ট যে পঞ্চকামগুণসমূহ অতীত, নিরুদ্ধ, বিপরিণত (পরিবর্তিত), সেখানে এবং বর্তমানে আমার গমনরত (বিচরণকারী) চিত্ত বহুবার গমন করতে পারে (উৎপন্ন হতে পারে)। আর ভবিষ্যতে (অনাগত পঞ্চকামগুণে) অল্পসংখ্যক বার গমন করতে পারে। হে ভিক্ষুগণ, সেজন্য আমার মনে এই চিন্তা উদিত হলো—পূর্বে আমার চিত্ত সংস্পৃষ্ট যে পঞ্চকামগুণসমূহ অতীত, নিরুদ্ধ, পরিবর্তিত, সেই পঞ্চকামগুণ বিষয়ে নিজের মঙ্গলের জন্য অপ্রমত্তে স্মৃতিমান হয়ে আমার চিত্ত রক্ষা করা উচিত। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, তোমাদেরকেও বলছি, চিত্তসংস্পৃষ্ট পূর্ব[১] তোমাদের যে পঞ্চকামগুণসমূহ অতীত, নিরুদ্ধ, বিপরিণত, সেখানে এবং বর্তমানে (পঞ্চকামগুণে) তোমাদের গমনরত (অসংযত) চিত্ত বহুবার গমন করতে পারে (উৎপন্ন হতে পারে)। আর ভবিষ্যতে (অনাগত পঞ্চকামগুণে) অল্পসংখ্যকবার গমন করতে পারে। হে ভিক্ষুগণ, সেজন্য তোমাদেরকে বলছি, চিত্ত সংস্পৃষ্টপূর্ব তোমাদের যে পঞ্চকামগুণসমূহ অতীত, নিরুদ্ধ, পরিবর্তিত, সেই বিষয়ে (পঞ্চকামগুণে) নিজেদের মঙ্গলের জন্য অপ্রমত্তে স্মৃতিমান হয়ে তোমাদের নিজ নিজ চিত্ত রক্ষা করা উচিত। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, সেই আয়তন জ্ঞাত হওয়া উচিত, সেখানে চক্ষু নিরুদ্ধ হয়, রূপ-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। সেই আয়তন জ্ঞাতব্য সেখানে শ্রোত্র নিরুদ্ধ হয়, শব্দ-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। সেই আয়তন জ্ঞাতব্য যেখানে ঘ্রাণ নিরুদ্ধ হয়, গন্ধ-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। সেই আয়তন জ্ঞাতব্য যেখানে জিহ্বা নিরুদ্ধ হয়, রস-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। সেই আয়তন জ্ঞাতব্য যেখানে কায় নিরুদ্ধ হয়, স্প্রষ্টব্য-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। সেই আয়তন জ্ঞাতব্য যেখানে মন নিরুদ্ধ হয়, ধর্ম-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। ইহা বলে ভগবান আসন হতে উঠে বিহারে প্রবেশ করলেন। ভগবান চলে যাবার পরক্ষণেই সেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হলো : বন্ধুগণ, ভগবান বিষয়টি সংক্ষেপে উদ্দেশ করে বিশদভাবে অর্থবিভাগ না করে আসন হতে উঠে বিহারে প্রবিষ্ট

---

[১]। অতীতে চিত্ত দ্বারা অনুভূত (অর্থকথা)।

হলেন। তাঁর উক্তি হলো :

২. "তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, সেই আয়তন জ্ঞাতব্য যেখানে চক্ষু নিরুদ্ধ হয়, রূপ-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। সেই আয়তন জ্ঞাতব্য যেখানে শ্রোত্র নিরুদ্ধ হয়, শব্দ-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। সেই আয়তন জ্ঞাতব্য যেখানে ঘ্রাণ নিরুদ্ধ হয়, গন্ধ-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। সেই আয়তন জ্ঞাতব্য যেখানে জিহ্বা নিরুদ্ধ হয়, রস-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। সেই আয়তন জ্ঞাতব্য যেখানে কায় নিরুদ্ধ হয়, স্প্রষ্টব্য-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। সেই আয়তন জ্ঞাতব্য যেখানে মন নিরুদ্ধ হয়, ধর্ম-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়।" "কে ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত উদ্দেশের অর্থকে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করবেন যা বিশ্লেষণ করা হয়নি?"

৩. তখন সেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হলো : কেন আয়ুষ্মান আনন্দ তো স্বয়ং শাস্তা কর্তৃক এবং বিজ্ঞ সব্রহ্মচারীগণ (সতীর্থগণ) কর্তৃক সংবর্ণিত ও সুপ্রশংসিত, তিনিই ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত উদ্দেশের যা পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়নি তা বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম। চলুন আমরা আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে এর অর্থ জিজ্ঞেস করি। তখন ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দের সহিত প্রীতি আলাপ ও কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করে সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান আনন্দকে বললেন, "বন্ধু আনন্দ, ভগবান সংক্ষিপ্তভাবে এই উদ্দেশ বর্ণনা করে উহার অর্থ বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ না করে আসন হতে উঠে বিহারে প্রবেশ করেছেন। তাঁর উক্তি হলো : "তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, সেই আয়তন জ্ঞাতব্য যেখানে চক্ষু নিরুদ্ধ হয়, রূপ-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। সেই আয়তন জ্ঞাতব্য যেখানে শ্রোত্র নিরুদ্ধ হয়, শব্দ-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। সেই আয়তন জ্ঞাতব্য যেখানে ঘ্রাণ নিরুদ্ধ হয়, গন্ধ-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। সেই আয়তন জ্ঞাতব্য যেখানে জিহ্বা নিরুদ্ধ হয়, রস-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। সেই আয়তন জ্ঞাতব্য যেখানে কায় নিরুদ্ধ হয়, স্প্রষ্টব্য-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। সেই আয়তন জ্ঞাতব্য যেখানে মন নিরুদ্ধ হয়, ধর্ম-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়।"

৪. বন্ধু আনন্দ, ভগবান চলে যাবার পরক্ষণেই আমাদের মনে এই চিন্তা উদিত হলো : বন্ধুগণ, ভগবান বিষয়টি সংক্ষেপে উদ্দেশ করে বিশদভাবে অর্থবিভাগ না করে আসন হতে উঠে বিহারে প্রবিষ্ট হলেন। তাঁর উক্তি হলো "তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, সেই আয়তন জ্ঞাতব্য যেখানে চক্ষু নিরুদ্ধ হয়, রূপ-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। সেই আয়তন জ্ঞাতব্য যেখানে শ্রোত্র নিরুদ্ধ হয়, শব্দ-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। সেই আয়তন জ্ঞাতব্য যেখানে ঘ্রাণ নিরুদ্ধ হয়, গন্ধ-

সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। সেই আয়তন জ্ঞাতব্য যেখানে জিহ্বা নিরুদ্ধ হয়, রস-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। সেই আয়তন জ্ঞাতব্য যেখানে কায় নিরুদ্ধ হয়, স্প্রষ্টব্য-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। সেই আয়তন জ্ঞাতব্য যেখানে মন নিরুদ্ধ হয়, ধর্ম-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়।" "কে ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত উদ্দেশের অর্থকে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করবেন যা বিশ্লেষণ করা হয়নি?"

৫. তখন আমাদের মধ্যে এই চিন্তা উদিত হলো : কেন আয়ুষ্মান আনন্দ তো স্বয়ং শাস্তা কর্তৃক এবং বিজ্ঞ সব্রহ্মচারীগণ কর্তৃক সংবর্ণিত ও সুপ্রশংসিত, তিনিই ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত উদ্দেশের যা পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়নি তা বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম। চলুন আমরা আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে এর অর্থ জিজ্ঞেস করি। আয়ুষ্মান আনন্দ, বিশ্লেষণ করুন।"

৬. "বন্ধুগণ, যেমন সারার্থী, সারান্বেষী কোনো ব্যক্তি সার অন্বেষণে বিচরণ করতে গিয়ে বৃহৎ সারবান বৃক্ষ থাকতে তা ত্যাগ করে, বৃক্ষের মূল পরিহার করে, বৃক্ষের কান্ডে ও শাখাপল্লবে সারান্বেষণ করা উচিত মনে করে, আয়ুষ্মানগণের ব্যাপারেও ঠিক তেমনই মনে হচ্ছে। শাস্তার সম্মুখে থাকতে তাঁকে অতিক্রম করে নগণ্য আমাকে তাঁর উক্তির অর্থ জিজ্ঞেস করা আপনারা উচিত মনে করেছেন। বন্ধুগণ, সেই ভগবান জ্ঞাতব্য বিষয় জানেন, দর্শনীয় বিষয় দর্শন করেন, তিনি চক্ষু-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, ধর্ম-স্বরূপ, ব্রহ্ম-স্বরূপ, তিনি বক্তা, প্রবক্তা, অর্থ-নির্ণয়কারী, অমৃতের দাতা, ধর্মস্বামী, তথাগত। তখনই তো ঠিক সময় ছিল যখন আপনারা ভগবানকে তাঁর উক্তির অর্থ জিজ্ঞেস করে একথা বলতে পারতেন—'ভগবান, আমাদের নিকট যেভাবে উক্তির ব্যাখ্যা করবেন, আমরা তা সেভাবে অবধারণ করব।" "বন্ধু আনন্দ, সত্যিই ভগবান জ্ঞাতব্য বিষয় জানেন, দর্শনীয় বিষয় দর্শন করেন, তিনি চক্ষু-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, ধর্ম-স্বরূপ, ব্রহ্ম-স্বরূপ, তিনি বক্তা, প্রবক্তা, অর্থ-নিয়ন্তা, অমৃতের দাতা, ধর্মস্বামী, তথাগত। বাস্তবিক তখনই সময় ছিল যখন আমরা তাঁকে তাঁর উক্তির অর্থ জিজ্ঞেস করে একথা বলতে পারতাম : 'ভগবান, আমাদের নিকট যেভাবে অর্থ ব্যাখ্যা করবেন আমরা সেভাবে তা অবধারণ করব।' তবুও আমরা জানি যে, আয়ুষ্মান আনন্দ স্বয়ং শাস্তা কর্তৃক ও সব্রহ্মচারী কর্তৃক সংবর্ণিত ও সুপ্রশংসিত, তিনিই তো ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত উদ্দেশের যা পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়নি তা বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম। অতএব, আয়ুষ্মান আনন্দ ইহাকে গুরুস্থানীয় মনে না করে বিশ্লেষণ করুন।"

৭. "তাহলে বন্ধুগণ, শ্রবণ করুন, উত্তমরূপে মনোনিবেশ করুন; আমি ভাষণ করছি। 'হ্যাঁ বন্ধু', বলে সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান আনন্দকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানালেন। আয়ুষ্মান আনন্দ বললেন, "ভগবান সংক্ষেপে উদ্দেশ করে এবং বিশদভাবে অর্থবিভাগ না করে যে উক্তি মাত্র করে আসন হতে উঠে বিহারে প্রবিষ্ট হলেন, সেই উক্তি হচ্ছে এই : "তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, সেই আয়তন জ্ঞাতব্য যেখানে চক্ষু নিরুদ্ধ হয়, রূপ-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। সেই আয়তন জ্ঞাতব্য যেখানে শ্রোত্র নিরুদ্ধ হয়, শব্দ-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। সেই আয়তন জ্ঞাতব্য যেখানে ঘ্রাণ নিরুদ্ধ হয়, গন্ধ-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। সেই আয়তন জ্ঞাতব্য যেখানে জিহ্বা নিরুদ্ধ হয়, রস-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। সেই আয়তন জ্ঞাতব্য যেখানে কায় নিরুদ্ধ হয়, স্প্রষ্টব্য-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। সেই আয়তন জ্ঞাতব্য যেখানে মন নিরুদ্ধ হয়, ধর্ম-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়।" বন্ধুগণ, ভগবান সংক্ষেপে উদ্দেশ করে এবং বিশদভাবে অর্থবিভাগ না করে যে উক্তিমাত্র করে আসন হতে উঠে বিহারে প্রবিষ্ট হলেন, সেই উক্তির বিশদ অর্থ আমি এরূপে জানি : ষড়ায়তন-নিরোধ সম্পর্কে ভগবান কর্তৃক ইহা ভাষিত হয়েছে : "তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, সেই আয়তন জ্ঞাতব্য যেখানে চক্ষু নিরুদ্ধ হয়, রূপ-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। সেই আয়তন জ্ঞাতব্য যেখানে শ্রোত্র নিরুদ্ধ হয়, শব্দ-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। সেই আয়তন জ্ঞাতব্য যেখানে ঘ্রাণ নিরুদ্ধ হয়, গন্ধ-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। সেই আয়তন জ্ঞাতব্য যেখানে জিহ্বা নিরুদ্ধ হয়, রস-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। সেই আয়তন জ্ঞাতব্য যেখানে কায় নিরুদ্ধ হয়, স্প্রষ্টব্য-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। সেই আয়তন জ্ঞাতব্য যেখানে মন নিরুদ্ধ হয়, ধর্ম-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়।" বন্ধুগণ, ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত বিস্তৃতভাবে অব্যাখ্যাত উদ্দেশের বিশদ অর্থ আমি এরূপেই জানি। আয়ুষ্মানগণ, আপনারা যদি ইচছা করেন তাহলে ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ইহার অর্থ ভগবানকে জিজ্ঞেস করুন। ভগবান যেভাবে ব্যাখ্যা করেন, আপনারা সেভাবে ধারণ করবেন।"

৮. অতঃপর ওই ভিক্ষুগণ 'হ্যাঁ বন্ধু, তাই হোক' বলে আয়ুষ্মান আনন্দের বাক্যে আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা অনুমোদন করে আসন হতে উঠে ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে আনুপূর্বিক সকল বিষয় নিবেদন করলেন : "ভন্তে, আয়ুষ্মান আনন্দ কর্তৃক এই আকারেও এই পদব্যঞ্জনে ভগবদ্বাক্যের অর্থ বিশ্লেষিত হয়েছে।" "হে ভিক্ষুগণ, আনন্দ মহাপ্রাজ্ঞ, সুপণ্ডিত, যদি তোমরা আমাকে আমার উক্তির

অর্থ জিজ্ঞেস করতে, তাহলে আনন্দ কর্তৃক যেভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে, আমিও ঠিক সেভাবেই ব্যাখ্যা করতাম। ইহাই বস্তুত আমার উক্তির অর্থ এবং এইভাবেই তোমরা তা অবধারণ কর।"

চতুর্থ সূত্র সমাপ্ত।

৫. শক্র-প্রশ্ন সূত্র

১১৮.১. আমি এরূপ শুনেছি, এক সময় ভগবান রাজগৃহের গৃধ্রকূট[১] পর্বতে অবস্থান করছিলেন। তখন দেবরাজ শক্র যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে স্থিত হলেন[২]। একপাশে স্থিত দেবরাজ শক্র ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, কী হেতু কী প্রত্যয় যে এখানে কিছু কিছু সত্ত্ব প্রত্যক্ষ জীবনে (দৃষ্টধর্মে) পরিনির্বাপিত হয় না? ভন্তে, কী হেতু কী প্রত্যয় যে এখানে কিছু কিছু সত্ত্ব প্রত্যক্ষ জীবনে পরিনির্বাপিত হন?"

২. "হে দেবরাজ, চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ আছে তা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত ও রঞ্জনীয়। যদি ভিক্ষু তাতে আনন্দিত হয়, উল্লাস প্রকাশ করে এবং তাতে অনুরক্ত হয়ে থাকে; সেই আনন্দিতভাব, উল্লাস ও অনুরক্তি হতে তৎনিশ্রিত বিজ্ঞান[৩] ও উপাদান উৎপন্ন হয়। হে দেবরাজ স-উপাদান ভিক্ষু পরিনির্বাপিত হয় না।" শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, কায়-বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য ও মনো-বিজ্ঞেয় ধর্ম সম্পর্কেও

---

[১]। যে পঞ্চ পর্বত দ্বারা মগধের পূর্ব রাজধানী পরিবেষ্টিত ছিল তন্মধ্যে গৃধ্রকূট অন্যতম। বুদ্ধঘোষের মতে এই পর্বতের কূট বা উপরিভাগ দেখতে গৃধ্র সদৃশ অথবা উহার কূটে গৃধ্র বাস করত বলে উহা গৃধ্রকূট নামে অভিহিত হয়। (অর্থকথা)।

[২]। **একমন্তং অট্ঠাসি**—একপাশে স্থিত হলেন। কিরূপভাবে স্থিত হলেন?

"ন পচ্ছতো ন পুরতো ন পিয়াসন্ন দূরতো,
ন কচ্ছেপি পটিবাতে ন চা'পি ওনতুন্নতে,
ইমে দোসে বিবজ্জেত্বা একমন্তং ঠিতা আহু।"

পশ্চাতে, সম্মুখে, নিকটে, দূরে, বাহু প্রসারণ স্থানে, প্রতিবাতে, উচ্চে ও নিচে এই অষ্টদোষ বর্জিত স্থানে থেকে একপ্রান্তে স্থিত হলেন। দেবরাজ দাঁড়িয়ে থাকার কারণ এই—দেবগণের পক্ষে মনুষ্যভূমি পায়খানা স্থানের ন্যায়। শত যোজন পরিমাণ অভ্যন্তরে তারা আসতে কষ্ট মনে করেন, তদ্ধেতু শীঘ্র যাওয়ার ইচ্ছায় অথবা অক্লান্তি হেতু ও দেবগণের উপবিষ্ট স্থানে দিব্যাসন উৎপন্ন হয়ে থাকে। তজ্জন্য ভগবানের প্রতি গৌরব হেতু, ইত্যাদি কারণে বসেননি। (ধর্মসংহিতা)

[৩]। 'তন্নিস্সিতং বিঞ্ঞাণং' অর্থকথা মতে—'তণ্হা-নিস্সিতং কম্ম-বিঞ্ঞাণং'।

এইরূপ। "হে দেবরাজ, এই হেতু এই প্রত্যয় যেজন্য কিছু কিছু সত্ত্ব প্রত্যক্ষ জীবনে পরিনির্বাপিত হয় না।"

৩. "হে দেবরাজ, চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ আছে তা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত ও রঞ্জনীয়। যদি ভিক্ষু তাতে আনন্দিত না হন, উল্লাস প্রকাশ না করেন এবং তাতে অনুরক্ত হয়ে না থাকেন; সেই নিরানন্দ, উল্লাসহীনতা ও অননুরক্তি হতে তৎনিশ্রিত বিজ্ঞান ও উপাদান উৎপন্ন হয় না। হে দেবরাজ, উপাদানহীন ভিক্ষু পরিনির্বাপিত হন।" শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, কায়-বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য এবং মনো-বিজ্ঞেয় ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ। "হে দেবরাজ, এই হেতু এই প্রত্যয় যেজন্য কিছু কিছু সত্ত্ব প্রত্যক্ষ জীবনে পরিনির্বাপিত হন।"

পঞ্চম সূত্র সমাপ্ত।

৬. পঞ্চশিখ সূত্র

১১৯.১. এক সময় ভগবান রাজগৃহের গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করছিলেন। তখন গন্ধব্বদেবপুত্র পঞ্চশিখ যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে স্থিত হলেন। একপাশে স্থিত গন্ধব্বপুত্র পঞ্চশিখ ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, কী হেতু কী প্রত্যয় যে এখানে কিছু কিছু সত্ত্ব প্রত্যক্ষ জীবনে (দৃষ্টধর্মে) পরিনির্বাপিত হয় না? ভন্তে, কী হেতু কী প্রত্যয় যে এখানে কিছু কিছু সত্ত্ব প্রত্যক্ষ জীবনে পরিনির্বাপিত হন?"

২. "হে পঞ্চশিখ, চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ আছে তা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত ও রঞ্জনীয়। যদি ভিক্ষু তাতে আনন্দিত হয়, উল্লাস প্রকাশ করে এবং তাতে অনুরক্ত হয়ে থাকে; সেই আনন্দিতভাব, উল্লাস ও অনুরক্তি হতে তৎনিশ্রিত বিজ্ঞান ও উপাদান উৎপন্ন হয়। হে পঞ্চশিখ, স-উপাদান ভিক্ষু পরিনির্বাপিত হয় না।" শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, কায়-বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য ও মনো-বিজ্ঞেয় ধর্ম সম্পর্কে ও এইরূপ। "হে পঞ্চশিখ, এই হেতু এই প্রত্যয় যেজন্য কিছু কিছু সত্ত্ব প্রত্যক্ষ জীবনে পরিনির্বাপিত হয় না।"

৩. "হে পঞ্চশিখ, চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ আছে তা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত ও রঞ্জনীয়। যদি ভিক্ষু তাতে আনন্দিত না হন, উল্লাস প্রকাশ না করেন এবং তাতে অনুরক্ত হয়ে না থাকেন; সেই নিরানন্দ, উল্লাসহীনতা ও অননুরক্তি হতে তৎনিশ্রিত বিজ্ঞান ও উপাদান উৎপন্ন হয়

না। হে পঞ্চশিখ, উপাদানহীন ভিক্ষু পরিনির্বাপিত হন।" শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, কায়-বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য এবং মনো-বিজ্ঞেয় ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ। "হে পঞ্চশিখ, এই হেতু এই প্রত্যয় যেজন্য কিছু কিছু সত্ত্ব প্রত্যক্ষ জীবনে পরিনির্বাপিত হন।"

ষষ্ঠ সূত্র সমাপ্ত।

৭. সারিপুত্র সহবিহারী সূত্র

১২০.১. আমি এরূপ শুনেছি, এক সময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে (বিহারে)। তখন একজন ভিক্ষু যেখানে আয়ুষ্মান সারিপুত্র ছিলেন সেখানে উপস্থিত হলেন; সেখানে উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের সাথে প্রীতি আলাপ ও কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে বললেন, "বন্ধু সারিপুত্র, আমার সহবিহারী[১] ভিক্ষু ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে সংসার জীবনে প্রত্যাবর্তন করেছেন।"

২. "আবুসো (বন্ধু), ইন্দ্রিয়সমূহে অগুপ্তদ্বার (অসংযত), ভোজনে অমাত্রাজ্ঞ, জাগরণে অননুযুক্তের এরূপই হয়। বন্ধু, বাস্তবিকই ইন্দ্রিয়সমূহে অগুপ্তদ্বার, ভোজনে অমাত্রাজ্ঞ, জাগরণে অননুযুক্ত ভিক্ষু যে যাবজ্জীবন পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য আচরণ করবেন, এমন কারণ অবিদ্যমান। বন্ধু, বাস্তবিকই ইন্দ্রিয়সমূহে গুপ্তদ্বার, ভোজনে মাত্রাজ্ঞ, জাগরণে অনুযুক্ত ভিক্ষু যে যাবজ্জীবন পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য পালন (আচরণ) করবেন, এমন কারণ বিদ্যমান।"

৩. "বন্ধু, কিভাবে ইন্দ্রিয়ে গুপ্তদ্বার হন? বন্ধু, এখানে (এই বুদ্ধশাসনে) ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে নিমিত্তগ্রাহী[২] হন না, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী[৩] হন না; যে বিষয়ে এই চক্ষু-ইন্দ্রিয় অসংযত বিহারীর (অবস্থানকারীর) অভিধ্যা (লোভ) দৌর্মনস্যকর পাপ অকুশলধর্মসমূহ অনুস্রাবিত হয়, তিনি উহার সংবরের জন্য অগ্রসর হন, চক্ষু-ইন্দ্রিয় রক্ষা করেন, চক্ষু-ইন্দ্রিয়ে সংযত হন।"

শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে, ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে, জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করে, কায় দ্বারা স্প্রষ্টব্য স্পর্শ করে ও মন দ্বারা ধর্ম (চিন্তনীয় বিষয়) জ্ঞাত হয়েও এইরূপ। "এভাবেই বন্ধু, ইন্দ্রিয়ে গুপ্তদ্বার হন।"

১। পালি—**'সদ্ধিবিহারিকো'** অর্থে সহ-আবাসিক, সহবসবাসকারী, সেবক ভিক্ষু।

২। স্ত্রী, পুরুষ, আকার, লিঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণ, (অর্থকথা)।

৩। হস্ত, পদ, হাস্য, লাস্য, বাক্য-দৃষ্টি ইত্যাদি ভেদে কামোদ্দীপক নিদর্শন। (অর্থকথা)

৪. "বন্ধু, কিভাবে ভোজনে মাত্রাজ্ঞ হন? বন্ধু, এখানে ভিক্ষু যথার্থ জ্ঞানপূর্বক আহার গ্রহণ করেন, ক্রীড়ার জন্য নয়, মত্ততার জন্য নয়, মন্ডন (সৌষ্ঠব) ও বিভূষণের (শোভা বর্ধনের) জন্যে নয়। ইহা শুধু শরীর স্থিতির জন্য, জীবন-যাপনের জন্যে, ক্ষুধা-যন্ত্রণার উপশমের জন্য এবং মার্গ-ব্রহ্মচর্যের সহায়তার জন্য। এরূপে পুরাতন ক্ষুধা-বেদনার উপশম করব, (অমিত ভোজনজনিত) নতুন বেদনা উৎপন্ন করব না, যাতে আমার জীবনযাত্রা নির্দোষ হয় ও স্বচ্ছন্দে অবস্থান করতে পারি। বন্ধু, এভাবে ভোজনে মাত্রাজ্ঞ হন।"

৫. "বন্ধু, কিভাবে জাগরণে নিয়োজিত[১] হন? বন্ধু, এখানে ভিক্ষু দিবসে চংক্রমণ ও উপবেশন[২] দ্বারা আবরণীয় ধর্ম[৩] হতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন, রাত্রির প্রথম যামে[৪] চংক্রমণ ও উপবেশন দ্বারা আবরণীয় ধর্ম হতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন। রাত্রির মধ্যম যামে পায়ের উপর পা (ডানপায়ের উপর বাম পা) রেখে, স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানের সাথে যথাসময়ে গাত্রোত্থান ধারণা মনে রেখে দক্ষিণ (ডান) পার্শ্বে সিংহ শয্যায়[৫] শয়ন করেন। রাত্রির শেষ যামে প্রত্যুত্থান করে চংক্রমণ ও ধ্যানাসনে উপবেশন দ্বারা আবরণীয় ধর্ম হতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন। এভাবেই বন্ধু, জাগরণে নিয়োজিত হন। সে কারণে বন্ধু, এরূপ শিক্ষা করা উচিত-ইন্দ্রিয়ে গুপ্তদ্বার, ভোজনে মাত্রাভিজ্ঞ ও জাগরণে নিয়োজিত হবো। এভাবেই বন্ধু, শিক্ষা করা উচিত।"

সপ্তম সূত্র সমাপ্ত।

৮. রাহুল-উপদেশ সূত্র

১২১.১. আমি এরূপ শুনেছি, এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে। তখন একাকী ধ্যানমগ্ন থাকার সময় ভগবানের এরূপ চিত্ত-পরিবির্তক উৎপন্ন হলো—"রাহুলের বিমুক্তি

---

[১]। দিনরাতকে ছয়ভাগে ভাগ করে পাঁচভাগে জাগ্রত থেকে এবং মাত্র রাতের মধ্যম যামে নিদ্রা যাবার অভ্যাস রেখে চলা। (অর্থকথা)

[২]। **পালি 'চঙ্কমেন নিসজ্জায'**—'চঙ্ক্রমণ ও উপবেশন দ্বারা। কখনো বা পাদচারণ দ্বারা চৈত্য-বন্দনা, ভিক্ষান্ন-সংগ্রহাদি ভিক্ষু-কৃত্য সম্পাদন করে, কখনও বা নির্দিষ্ট আসনে বসে অনুক্ষণ ধ্যেয়-বিষয় স্মরণ করে অবস্থান করা। (অর্থকথা)

[৩]। **'আবরণীয় ধর্ম'** অর্থে কামচ্ছন্দাদি পঞ্চনীবরণ বা আবরণ। (অর্থকথা)

[৪]। রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ।

[৫]। শয্যা চার প্রকার। যথা—কামভোগী শয্যা, প্রেতশয্যা, সিংহশয্যা ও তথাগত শয্যা। এ স্থলে সিংহ শয্যার বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছে।

পরিপাকের ধর্মগুলো পরিপক্ক হয়েছে[১]। আমার উচিত তাকে আসবক্ষয়ের জন্য শিক্ষা দেয়া।" তখন ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে অন্তর্বাস পরিধান করে পাত্র-চীবর গ্রহণ করে শ্রাবস্তীতে পিণ্ডচরণার্থ[২] প্রবেশ করলেন। সেখানে পিণ্ডচরণ করে ভোজনান্তে তিনি আয়ুষ্মান রাহুলকে সম্বোধন করে বললেন, "রাহুল, বসার আসন গ্রহণ কর, দিবাবিহারের জন্য[৩] আমরা অন্ধবনে যাব।" "হ্যাঁ ভন্তে" বলে আয়ুষ্মান রাহুল ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিয়ে আসন নিয়ে ভগবানকে পিছনে পিছনে অনুসরণ করলেন।

২. সেই সময়ে অনেক সহস্র দেবতা এরূপ বলতে বলতে ভগবানকে অনুসরণ করলেন : "আজ ভগবান আয়ুষ্মান রাহুলকে আসবক্ষয়ের জন্য শিক্ষা দিবেন।"

তখন ভগবান অন্ধবনে প্রবেশ করে একটি বৃক্ষতলে নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করলেন। আয়ুষ্মান রাহুলও ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাহুলকে ভগবান বললেন :

৩. "রাহুল, তুমি ইহা কী মনে কর, চক্ষু নিত্য নাকি অনিত্য?"

"অনিত্য, ভন্তে।"

"যা অনিত্য; তা দুঃখ নাকি সুখ?"

"দুঃখ, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; 'তা আমার, তা আমি, তা আমার আত্মা' বলে দর্শন করা উচিত কি?"

"নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

রূপ, চক্ষু বিজ্ঞান, চক্ষু-সংস্পর্শ, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা; শ্রোত্র, শব্দ, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-সংস্পর্শ, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা; ঘ্রাণ, গন্ধ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা; জিহ্বা, রস, জিহ্বা-বিজ্ঞান, জিহ্বা-সংস্পর্শ, জিহ্বা-সংস্পর্শ

---

[১]। শ্রদ্ধাহীন, অলস, স্মৃতিহীন, অসমাহিত, দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সংসর্গ ত্যাগ করে শ্রদ্ধাবান, বীর্যবান, স্মৃতিমান, সমাহিত ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির সেবা ও উপাসনা করে প্রসাদনীয়, সম্যক প্রধান, স্মৃত্যুপ্রস্থান, ধ্যান-বিমোক্ষ ও গম্ভীর জ্ঞানচর্যা সূত্রান্ত প্রত্যবেক্ষণ করলে পঞ্চেন্দ্রিয় বিশুদ্ধ হয়, অর্হত্ত্বফল লাভের উপযুক্ত হয়, বিমুক্তি পরিপাচক ধর্ম পরিপক্ব হয়। (টীকা, সূত্র-সংগ্রহ)

[২]। ভিক্ষান্নের জন্য।

[৩]। ধ্যানসমাধি—সুখে দিবা অতিবাহিত করার জন্য।

হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা; কায়, স্প্রষ্টব্য, কায়-বিজ্ঞান, কায়-সংস্পর্শ, কায়-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা; এবং মন, ধর্ম, মনো-বিজ্ঞান, মনো-সংস্পর্শ, মনো-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা সম্বন্ধেও এইরূপ।

"হে রাহুল, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে চক্ষুর প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রূপের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। শ্রোত্রের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শব্দের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন; ঘ্রাণের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, গন্ধের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন; জিহ্বার প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রসের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতে ও নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়ের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, স্প্রষ্টব্যের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন; মনের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ধর্মের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ হতে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন। বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে (আসবক্ষয়ের নিমিত্ত) আর অপর কর্তব্য নাই।"

৪. ভগবান ইহা বললেন। আয়ুষ্মান রাহুল ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করলেন। ইহা ব্যাখ্যা করার সময় আয়ুষ্মান রাহুলের চিত্ত উপাদানহীন হয়ে আসব হতে বিমুক্ত হলো। বহু সহস্র দেবতাদেরও বিরজ, বীতমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হলো : যা কিছু সমুদয়ধর্মী (হেতু বশে উৎপন্ন) তা সবই

নিরোধধর্মী (বিনাশশীল)।

অষ্টম সূত্র সমাপ্ত।

৯. সংযোজনীয় ধর্ম সূত্র

১২২.১. "হে ভিক্ষুগণ, সংযোজনীয় ধর্ম ও সংযোজন সম্পর্কে তোমাদেরকে দেশনা করব, তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, সংযোজনীয় ধর্ম কী কী এবং সংযোজন কী কী?"

২. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ আছে তা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত ও মনোরঞ্জক। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় সংযোজনীয় ধর্ম। তথায় (চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপের প্রতি) যে ছন্দরাগ তা সেখানে সংযোজন। শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ আছে, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ আছে, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস আছে, কায়-বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য আছে ও মনো-বিজ্ঞেয় ধর্ম আছে তা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত ও মনোরঞ্জক। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় সংযোজনীয় ধর্ম এবং তথায় যে ছন্দরাগ তা সেখানে সংযোজন।"

নবম সূত্র সমাপ্ত।

১০. উপাদানীয় ধর্ম সূত্র

১২৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, উপাদানীয় ধর্ম ও উপাদান সম্পর্কে তোমাদেরকে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, উপাদানীয় ধর্ম কী কী এবং উপাদান কী কী?"

২. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ আছে তা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত ও মনোরঞ্জনীয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় উপাদানীয় ধর্ম। তথায় (চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপের প্রতি) যে ছন্দরাগ, তা সেখানে উপাদান। শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, কায়-বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য ও মনো-বিজ্ঞেয় ধর্ম আছে তা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত ও মনোরঞ্জনীয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় উপাদানীয় ধর্ম এবং তথায় যে ছন্দরাগ, তা সেখানে উপাদান।"

দশম সূত্র সমাপ্ত।

লোককামগুণ বর্গ দশম সমাপ্ত।

স্মারকগাথা :

মারপাশ দুই উক্ত, লোককামগুণ দ্বারা,
শক্র, পঞ্চশিখ আর সারিপুত্র, রাহুল; এছাড়া
সংযোজন, উপাদান মিলে বর্গ হলো উক্ত, দশটি সূত্র দ্বারা।

১৩. গৃহপতি বর্গ

১. বৈশালী সূত্র

১২৪.১. আমি এরূপ শুনেছি, এক সময় ভগবান বৈশালীতে[১] অবস্থান করছিলেন, মহাবনে[২], কূটাগারশালায়[৩]। তখন বৈশালীবাসী উগ্গ গৃহপতি[৪] যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট বৈশালীবাসী উগ্গ গৃহপতি ভগবানকে বললেন :

২. "ভন্তে, কী হেতু কী প্রত্যয় যে এখানে কিছু কিছু সত্ত্ব প্রত্যক্ষ জীবনে পরিনির্বাপিত হয় না? ভন্তে, কী হেতু কী প্রত্যয় যে এখানে কিছু কিছু সত্ত্ব প্রত্যক্ষ জীবনে পরিনির্বাপিত হন?"

৩. "হে গৃহপতি, চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ আছে তা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত ও রঞ্জনীয়। যদি ভিক্ষু তাতে আনন্দিত হয়, উল্লাস প্রকাশ করে এবং তাতে অনুরক্ত হয়ে থাকে; সেই আনন্দিতভাব, উল্লাস ও অনুরক্তি হতে তৎনিশ্রিত বিজ্ঞান ও উপাদান উৎপন্ন হয়। হে গৃহপতি, স-উপাদান ভিক্ষু পরিনির্বাপিত হয় না।" শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, কায়-বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য ও মনো-বিজ্ঞেয় ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ। "হে গৃহপতি, এই হেতু এই প্রত্যয় যেজন্য কিছু কিছু সত্ত্ব প্রত্যক্ষ জীবনে পরিনির্বাপিত হয় না।"

৪. "হে গৃহপতি, চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ আছে তা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত ও রঞ্জনীয়। যদি ভিক্ষু তাতে আনন্দিত না হন, উল্লাস প্রকাশ না করেন এবং তাতে অনুরক্ত হয়ে না থাকেন; সেই নিরানন্দ, উল্লাসহীনতা ও অননুরক্তি হতে তৎনিশ্রিত বিজ্ঞান ও উপাদান উৎপন্ন হয়

---

[১]। বিশালীভূত (বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ) বলে বৈশালী বৈশালী নামে খ্যাত হয়। বুদ্ধের সমসময়ে বৈশালী বৃজি-লিচ্ছবিগণের আবাসভূমি ও প্রধান নগরী ছিল। (অর্থকথা) বেসার এবং মজঃফরপুরের কিয়দংশ নিয়ে প্রাচীন বৈশালীর ভৌগোলিক অবস্থান।

[২]। কপিলবস্তুর নিকটবর্তী মহাবন অরোপিত, স্বয়ংজাত বন; বৈশালীর নিকটবর্তী মহাবন রোপিত-অরোপিত বা মিশ্র বন। (অর্থকথা)

[৩]। এ স্থলে কূটাগারশালা অর্থে হংস-বর্তকাকারে আচ্ছন্ন কূটাগার, যা ভগবান বুদ্ধের গন্ধকুটির ছিল। (অর্থকথা)

[৪]। শ্রাবক উপাসকদের মধ্যে মনোজ্ঞ বস্তু দায়কদের মধ্যে উগ্গ গৃহপতি ছিলেন অগ্রগণ্য। (অ.নি. এক নিপাত)।

না। হে গৃহপতি, উপাদানহীন ভিক্ষু পরিনির্বাপিত হন।" শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, কায়-বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য এবং মনো-বিজ্ঞেয় ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ। "হে গৃহপতি, এই হেতু এই প্রত্যয় যেজন্য কিছু কিছু সত্ত্ব প্রত্যক্ষ জীবনে পরিনির্বাপিত হন।"

২. বৃজি সূত্র

১২৫.১. আমি এরূপ শুনেছি, এক সময় ভগবান বৈশালীর হস্তীগ্রামে অবস্থান করছিলেন। তখন হস্তীগ্রামবাসী উগ্গ গৃহপতি যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট হস্তীগ্রামবাসী উগ্গ গৃহপতি ভগবানকে বললেন :

২. "ভন্তে, কী হেতু কী প্রত্যয় যে এখানে কিছু কিছু সত্ত্ব প্রত্যক্ষ জীবনে পরিনির্বাপিত হয় না? ভন্তে, কী হেতু কী প্রত্যয় যে এখানে কিছু কিছু সত্ত্ব প্রত্যক্ষ জীবনে পরিনির্বাপিত হন?"

৩. "হে গৃহপতি, চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ আছে তা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত ও রঞ্জনীয়। যদি ভিক্ষু তাতে আনন্দিত হয়, উল্লাস প্রকাশ করে এবং তাতে অনুরক্ত হয়ে থাকে; সেই আনন্দিতভাব, উল্লাস ও অনুরক্তি হতে তৎনিশ্রিত বিজ্ঞান ও উপাদান উৎপন্ন হয়। হে গৃহপতি, স-উপাদান ভিক্ষু পরিনির্বাপিত হয় না।" শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, কায়-বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য ও মনো-বিজ্ঞেয় ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ। "হে গৃহপতি, এই হেতু এই প্রত্যয় যেজন্য কিছু কিছু সত্ত্ব প্রত্যক্ষ জীবনে পরিনির্বাপিত হয় না।"

৪. "হে গৃহপতি, চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ আছে তা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত ও রঞ্জনীয়। যদি ভিক্ষু তাতে আনন্দিত না হন, উল্লাস প্রকাশ না করেন এবং তাতে অনুরক্ত হয়ে না থাকেন; সেই নিরানন্দ, উল্লাসহীনতা ও অননুরক্তি হতে তৎনিশ্রিত বিজ্ঞান ও উপাদান উৎপন্ন হয় না। হে গৃহপতি, উপাদানহীন ভিক্ষু পরিনির্বাপিত হন।" শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, কায়-বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য এবং মনো-বিজ্ঞেয় ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ। "হে গৃহপতি, এই হেতু এই প্রত্যয় যেজন্য কিছু কিছু সত্ত্ব প্রত্যক্ষ জীবনে পরিনির্বাপিত হন।"

দ্বিতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৩. নালন্দা সূত্র

১২৬.১. আমি এরূপ শুনেছি, এক সময় ভগবান নালন্দায়[১] অবস্থান করছিলেন, পাবারিক শ্রেষ্ঠীর[২] আম্রবনে। তখন উপালি গৃহপতি[৩] যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট উপালি গৃহপতি ভগবানকে বললেন :

২. "ভন্তে, কী হেতু কী প্রত্যয় যে এখানে কিছু কিছু সত্ত্ব প্রত্যক্ষ জীবনে পরিনির্বাপিত হয় না? ভন্তে, কী হেতু কী প্রত্যয় যে এখানে কিছু কিছু সত্ত্ব প্রত্যক্ষ জীবনে পরিনির্বাপিত হন?"

৩. "হে গৃহপতি, চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ আছে তা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত ও রঞ্জনীয়। যদি ভিক্ষু তাতে আনন্দিত হয়, উল্লাস প্রকাশ করে এবং তাতে অনুরক্ত হয়ে থাকে; সেই আনন্দিতভাব, উল্লাস ও অনুরক্তি হতে তৎনিশ্রিত বিজ্ঞান ও উপাদান উৎপন্ন হয়। হে গৃহপতি, স-উপাদান ভিক্ষু পরিনির্বাপিত হয় না।" শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, কায়-বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য ও মনো-বিজ্ঞেয় ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ। "হে গৃহপতি, এই হেতু এই প্রত্যয় যেজন্য কিছু কিছু সত্ত্ব প্রত্যক্ষ জীবনে পরিনির্বাপিত হয় না।"

৪. "হে গৃহপতি, চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ আছে তা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত ও রঞ্জনীয়। যদি ভিক্ষু তাতে আনন্দিত না হন, উল্লাস প্রকাশ না করেন এবং তাতে অনুরক্ত হয়ে না থাকেন; সেই নিরানন্দ, উল্লাসহীনতা ও অননুরক্তি হতে তৎনিশ্রিত বিজ্ঞান ও উপাদান উৎপন্ন হয় না। হে গৃহপতি, উপাদানহীন ভিক্ষু পরিনির্বাপিত হন।" শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, কায়-বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য এবং মনো-বিজ্ঞেয় ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ। "হে গৃহপতি, এই হেতু এই প্রত্যয় যেজন্য কিছু কিছু সত্ত্ব প্রত্যক্ষ জীবনে পরিনির্বাপিত হন।"

তৃতীয় সূত্র সমাপ্ত।

---

[১]। **নালন্দা**—জিলা বড়গাঁও। বক্‌তিয়ারপুর রেলওয়ে স্টেশন হতে মাত্র ২৪ মাইল ব্যবধান। ইহা অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র স্থবিরের জন্ম ও পরিনির্বাণ প্রাপ্তির স্থান।

[২]। ভগবানের ধর্মোপদেশ শুনে শ্রেষ্ঠী আম্রবনে বিহার প্রস্তুত করে ভগবানকে দান করেন। (অর্থকথা)

[৩]। উপালি গৃহপতির স্রোতাপত্তি মার্গলাভের সঙ্গেই প্রতিসম্ভিদা লাভ হয়েছিল।

৪. ভারদ্বাজ সূত্র

১২৭.১. আমি এরূপ শুনেছি, এক সময় আয়ুষ্মান পিন্ডোল ভারদ্বাজ[১] কৌশাম্বীতে[২] অবস্থান করছিলেন, ঘোষিতারামে[৩]। তখন রাজা উদেন যেখানে আয়ুষ্মান পিন্ডোল ভারদ্বাজ ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান পিন্ডোল ভারদ্বাজের সহিত প্রীতি আলাপ ও কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময় করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট রাজা উদেন আয়ুষ্মান পিন্ডোল ভারদ্বাজকে বললেন, "ভো ভারদ্বাজ, কী হেতু, কী প্রত্যয়, যদ্বারা ভিক্ষুগণ তরুণ অবস্থায়ই গাঢ় কৃষ্ণকেশ ভদ্রযৌবনসম্পন্ন প্রথম বয়সে ইন্দ্রিয়সুখে নির্লিপ্ত হয়ে যাবজ্জীবন (আজীবন) পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য আচরণ করেন এবং চিরকাল (সারা জীবন) এর ধারাবাহিকতা সুরক্ষা করেন?"

২. "মহারাজ, সেই সুবিদিত, প্রত্যক্ষদর্শী ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক ইহা উক্ত হয়েছে—'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এসো, মাতৃজাতির মধ্যে যে মাতা, ভগ্নী বা কন্যা সমতুল্যা; তাকে স্বীয় মাতা, ভগ্নী বা কন্যা বলে (দৃষ্টিতে) চিত্ত উৎপাদন কর'। মহারাজ, ইহাই হেতু, ইহাই প্রত্যয় যদ্বারা ভিক্ষুগণ তরুণ অবস্থায়ই গাঢ় কৃষ্ণকেশ ভদ্রযৌবনসম্পন্ন প্রথম বয়সে ইন্দ্রিয়সুখে নির্লিপ্ত হয়ে আজীবন পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য আচরণ করেন এবং চিরকাল এর ধারাবাহিকতা সুরক্ষা করেন।"

৩. "ভো ভারদ্বাজ, লোলুপ (চঞ্চল) চিত্তে সময়ে সময়ে মাতৃজাতির মধ্যে যারা মাতা, ভগ্নী বা কন্যা সমতুল্যা; তাদের প্রতি লোভধর্ম (আসক্তি) উৎপন্ন হয়। ভো ভারদ্বাজ, অন্য কোনো হেতু, অন্য কোনো প্রত্যয় আছে কি, যদ্বারা ভিক্ষুগণ তরুণ অবস্থায়ই গাঢ় কালকেশ ভদ্রযৌবনসম্পন্ন প্রথম বয়সে ইন্দ্রিয়সুখে নির্লিপ্ত হয়ে আজীবন পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য আচরণ করেন এবং চিরকাল এর ধারাবাহিকতা সুরক্ষা করেন?"

৪. "মহারাজ, সেই সুবিদিত, প্রত্যক্ষদর্শী ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক ইহা উক্ত হয়েছে—'হে ভিক্ষুগণ, এসো, তোমরা এই শরীরে,

---

[১]। ইনি কৌশম্বী-রাজ উদেনের পুরোহিত পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভিক্ষুসংঘকে সিংহনাদে বলতেন, "মার্গফলে যার সন্দেহ আছে, সে আমাকে জিজ্ঞাসা করুক।" তাই ভগবান "সিংহনাদী পিন্ডোল ভারদ্বাজ" বলে উপাধি প্রদান করেন।

[২]। কৌশাম্বী বৎসরাজ্যের রাজধানী, বর্তমান নাম কোসম্। নগর স্থাপনের সময় বহু কুশাম্ব বৃক্ষ উচ্ছন্ন হয়েছিল অথবা কুশাম্ব ঋষির আশ্রমের নিকটে নগর নির্মিত হয়েছিল বলে তা কৌশাম্বী নামে অভিহিত হয়।

[৩]। অর্থাৎ ঘোষিতশ্রেষ্ঠী নির্মিত বিহারে।

পদতলের উর্ধ্বভাগ হতে কেশের (চুলের) অধোভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত ত্বকাবৃত দেহপুরে নানা প্রকার অশুচি পর্যবেক্ষণ কর। এই দেহে আছে কেশ (চুল), লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, বৃক্ক (কিড্‌নি), হৃদয়, যকৃত, ক্লোমা, প্লীহা, ফুসফুস, বৃহদান্ত্র, ক্ষুদ্রান্ত্র, উদর্য[১] (উদর), বিষ্ঠা, পিত্ত, শ্লেষ্মা, পুঁজ, লোহিত (রক্ত), স্বেদ (ঘর্ম), মেদ, অশ্রু, চর্বি, থুথু, শিখ্‌নি (নাকের শ্লেষ্মা), লসিকা, মূত্র। মহারাজ, ইহাই হেতু, ইহাই প্রত্যয় যদ্বারা ভিক্ষুগণ তরুণ অবস্থায়ই গাঢ় কালকেশ ভদ্রযৌবনসম্পন্ন প্রথম বয়সে ইন্দ্রিয়সুখে নির্লিপ্ত হয়ে আজীবন পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য আচরণ করেন এবং চিরকাল এর ধারাবাহিকতা সুরক্ষা করেন।”

৫. “ভো ভারদ্বাজ, যে ভিক্ষুগণ ভাবিতকায়, ভাবিতশীল, ভাবিতচিত্ত, ভাবিত-প্রজ্ঞা তা তাদের জন্য সুখকর। ভো ভারদ্বাজ, যে ভিক্ষুগণ অভাবিতকায়, অভাবিতশীল, অভাবিতচিত্ত, অভাবিত প্রজ্ঞা, তা তাদের জন্য দুঃখকর।”

৬. “ভো ভারদ্বাজ, সময়ে সময়ে (কোনো কোনো সময়) ‘অশুভ বিষয়’ মনন করব এরূপ চিন্তা করলে শুভ চিন্তা জাগ্রত হয়। ভো ভারদ্বাজ, অন্য কোনো হেতু, অন্য কোনো প্রত্যয় আছে কি যদ্বারা ভিক্ষুগণ তরুণ অবস্থায়ই গাঢ় কালকেশ ভদ্রযৌবনসম্পন্ন প্রথম বয়সে ইন্দ্রিয়সুখে নির্লিপ্ত হয়ে যাবজ্জীবন পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য আচরণ করেন এবং সারাজীবন এর ধারাবাহিকতা সুরক্ষা করেন?”

৭. “মহারাজ, সেই সুবিদিত, প্রত্যক্ষদর্শী, ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক ইহা উক্ত হয়েছে—“হে ভিক্ষুগণ, এসো, তোমরা ইন্দ্রিয়ে গুপ্তদ্বার হয়ে অবস্থান কর। চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে (স্ত্রী-পুরুষাদি ভেদে শোভন) নিমিত্তগ্রাহী এবং (হস্ত-পদ-শীর্ষ-হাস্য-লাস্য-বাক্য-দৃষ্টি ইত্যাদি ভেদে) কামব্যঞ্জক আচারগ্রাহী হবে না। যে কারণে চক্ষু-ইন্দ্রিয় অসংযত হয়ে বিচরণ করলে অভিধ্যা (লোভ) ও দৌর্মনস্যাদি পাপ-অকুশলধর্ম অনুস্রাবিত হয়; উহার সংযমের জন্য অগ্রসর হও, চক্ষু-ইন্দ্রিয় রক্ষা করো, চক্ষু ইন্দ্রিয়ে সংযম প্রাপ্ত হও।’ শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শুনে, ঘ্রাণ (নাসিকা) দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে, জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদিত করে, কায় দ্বারা স্প্রষ্টব্য স্পর্শ করে ও মন দ্বারা ধর্ম জ্ঞাত

---

[১]। পালি—উদরিয; অভিধানে দ্বিবিধ অর্থ দৃষ্ট হয়। যথা :

(ক). উদর, পেট, পাকস্থলী।

(খ). পেটে পরিপাক হয় নাই এরূপ খাদ্য, পেটের বদ্‌হজমি খাদ্য।

হয়েও এরূপ। "মহারাজ, ইহাই হেতু, ইহাই প্রত্যয় যেজন্য ভিক্ষুগণ তরুণ অবস্থায়ই গাঢ় কালকেশ ভদ্রযৌবনসম্পন্ন প্রথম বয়সে ইন্দ্রিয়সুখে নির্লিপ্ত হয়ে যাবজ্জীবন পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য আচরণ করেন এবং সারাজীবন এর ধারাবাহিকতা সুরক্ষা করেন।"

৮. "আশ্চর্য, ভো ভারদ্বাজ! অদ্ভুত, ভো ভারদ্বাজ! ওই পর্যন্ত ইহা সেই সুবিদিত, প্রত্যক্ষদর্শী ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক সুভাষিত হয়েছে। ভো ভারদ্বাজ, বাস্তবিক, ইহাই সেই হেতু, সেই প্রত্যয় যেজন্য ভিক্ষুগণ তরুণ অবস্থায়ই গাঢ় কৃষ্ণকেশ ভদ্রযৌবনসম্পন্ন প্রথম বয়সে ইন্দ্রিয়সুখে নির্লিপ্ত হয়ে আজীবন পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য আচরণ করেন এবং সারাজীবন এর ধারাবাহিকতা সুরক্ষা করেন।"

৯. "ভো ভারদ্বাজ, যে সময়ে আমি অরক্ষিত কায়-বাক্য-মনে, স্মৃতিহীন, অসংযত-ইন্দ্রিয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করি, সে সময়ে লোভধর্ম আমাকে অভিভূত (পরাভূত) করে। ভো ভারদ্বাজ, যে সময় আমি সুরক্ষিত কায়-বাক্য-মনে, স্মৃতিযুক্ত, সংযত-ইন্দ্রিয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করি, সে সময় লোভধর্ম আমাকে অভিভূত করে না।"

১০. "আশ্চর্য ভো ভারদ্বাজ! অতি আশ্চর্য ভো ভারদ্বাজ! যেমন ভো ভারদ্বাজ, কেহ উল্টাকে সোজা করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, ভ্রান্ত পথিককে পথ প্রদর্শন করে অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্যবস্তুসমূহ) দেখতে পায়; এরূপে মাননীয় ভারদ্বাজ কর্তৃক বিবিধ পর্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত হলো। ভো ভারদ্বাজ, আমি ভগবানের শরণ গ্রহণ করছি, ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি ও ভিক্ষু সংঘের শরণ গ্রহণ করছি। মাননীয় ভারদ্বাজ, আজ হতে জীবনের শেষ পর্যন্ত (আমরণ) আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে ধারণা করুন।"

চতুর্থ সূত্র সমাপ্ত

৫. সোণ সূত্র

১২৮. ১. আমি এরূপ শুনেছি, এক সময় ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করছিলেন, বেণুবনে, কলন্দক-নিবাপে। তখন গৃহপতিপুত্র সোণ যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট গৃহপতিপুত্র সোণ ভগবানকে বললেন :

২. "ভন্তে, কী হেতু কী প্রত্যয় যে এখানে কিছু কিছু সত্ত্ব প্রত্যক্ষ জীবনে

পরিনির্বাপিত হয় না? ভন্তে, কী হেতু কী প্রত্যয় যে এখানে কিছু কিছু সত্ত্ব প্রত্যক্ষ জীবনে পরিনির্বাপিত হন?"

৩. "হে সোণ, চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ আছে তা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত ও রঞ্জনীয়। যদি ভিক্ষু তাতে আনন্দিত হয়, উল্লাস প্রকাশ করে এবং তাতে অনুরক্ত হয়ে থাকে; সেই আনন্দিতভাব, উল্লাস ও অনুরক্তি হতে তৎনিশ্রিত বিজ্ঞান ও উপাদান উৎপন্ন হয়। হে সোণ, স-উপাদান ভিক্ষু পরিনির্বাপিত হয় না।" শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, কায়-বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য ও মনো-বিজ্ঞেয় ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ। "হে সোণ, এই হেতু এই প্রত্যয় যেজন্য কিছু কিছু সত্ত্ব প্রত্যক্ষ জীবনে পরিনির্বাপিত হয় না।"

৪. "হে সোণ, চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ আছে তা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত ও রঞ্জনীয়। যদি ভিক্ষু তাতে আনন্দিত না হন, উল্লাস প্রকাশ না করেন এবং তাতে অনুরক্ত হয়ে না থাকেন; সেই নিরানন্দ, উল্লাসহীনতা ও অননুরক্তি হতে তৎনিশ্রিত বিজ্ঞান ও উপাদান উৎপন্ন হয় না। হে সোণ, উপাদানহীন ভিক্ষু পরিনির্বাপিত হন।" শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, কায়-বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য এবং মনো-বিজ্ঞেয় ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ। "হে সোণ, এই হেতু এই প্রত্যয় যেজন্য কিছু কিছু সত্ত্ব প্রত্যক্ষ জীবনে পরিনির্বাপিত হন।"

পঞ্চম সূত্র সমাপ্ত

৬. ঘোষিত সূত্র

১২৯. ১. আমি এরূপ শুনেছি, এক সময় আয়ুষ্মান আনন্দ কৌশাম্বীতে অবস্থান করতেছিলেন ঘোষিতারামে। তখন ঘোষিত গৃহপতি যেখানে আয়ুষ্মান আনন্দ ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দের সহিত প্রীতি-আলাপ ও কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময় করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট ঘোষিত গৃহপতি আয়ুষ্মান আনন্দকে বললেন, "ভন্তে, আনন্দ, ধাতুনানাত্ব, ধাতুনানাত্ব কথিত হয়। ভন্তে, ভগবান কর্তৃক কতটুকু পর্যন্ত ধাতুনানাত্ব কথিত হয়েছে?"

২. "হে গৃহপতি, চক্ষু-ধাতু, মনোজ্ঞরূপ এবং সুখবেদনীয় চক্ষু-বিজ্ঞান বিদ্যমান। স্পর্শ হেতু সুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়। হে গৃহপতি, চক্ষু-ধাতু, অমনোজ্ঞরূপ ও দুঃখবেদনীয় চক্ষু-বিজ্ঞান বিদ্যমান। স্পর্শ হেতু দুঃখ-বেদনা উৎপন্ন হয়। হে গৃহপতি, চক্ষু-ধাতু, উপেক্ষাবেদনীয় রূপ ও অদুঃখ-অসুখ

বেদনীয় চক্ষু-বিজ্ঞান বিদ্যমান। স্পর্শ হেতু অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়।”

৩. “হে গৃহপতি, শ্রোত্র-ধাতু, মনোজ্ঞ শব্দ এবং সুখবেদনীয় শ্রোত্র-বিজ্ঞান বিদ্যমান। স্পর্শ হেতু সুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়। হে গৃহপতি, শ্রোত্র-ধাতু, অমনোজ্ঞ শব্দ ও দুঃখবেদনীয় শ্রোত্র-বিজ্ঞান বিদ্যমান। স্পর্শ হেতু দুঃখ-বেদনা উৎপন্ন হয়। হে গৃহপতি, শ্রোত্র-ধাতু, উপেক্ষাবেদনীয় শব্দ ও অদুঃখ-অসুখবেদনীয় শ্রোত্র-বিজ্ঞান বিদ্যমান। স্পর্শ হেতু অদুঃখ-অসুখবেদনা উৎপন্ন হয়।”

৪. “হে গৃহপতি, ঘ্রাণ-ধাতু, মনোজ্ঞ গন্ধ ও সুখবেদনীয় ঘ্রাণ-বিজ্ঞান বিদ্যমান। স্পর্শ হেতু সুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়। হে গৃহপতি, ঘ্রাণ-ধাতু, অমনোজ্ঞ গন্ধ ও দুঃখবেদনীয় ঘ্রাণ-বিজ্ঞান বিদ্যমান। স্পর্শ হেতু দুঃখবেদনা উৎপন্ন হয়। হে গৃহপতি, ঘ্রাণ-ধাতু, উপেক্ষাবেদনীয় গন্ধ ও অদুঃখ-অসুখবেদনীয় ঘ্রাণ-বিজ্ঞান বিদ্যমান। স্পর্শ হেতু অদুঃখ-অসুখবেদনা উৎপন্ন হয়।”

৫. “হে গৃহপতি, জিহ্বা-ধাতু, মনোজ্ঞ রস ও সুখবেদনীয় জিহ্বা-বিজ্ঞান বিদ্যমান। স্পর্শ হেতু সুখবেদনা উৎপন্ন হয়। হে গৃহপতি, জিহ্বা-ধাতু, অমনোজ্ঞ রস ও দুঃখবেদনীয় জিহ্বা-বিজ্ঞান বিদ্যমান। স্পর্শ হেতু দুঃখবেদনা উৎপন্ন হয়। হে গৃহপতি, জিহ্বা-ধাতু, উপেক্ষাবেদনীয় রস ও অদুঃখ-অসুখবেদনীয় জিহ্বা-বিজ্ঞান বিদ্যমান। স্পর্শ হতে অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়।”

৬. “হে গৃহপতি, কায়-ধাতু, মনোজ্ঞ স্প্রষ্টব্য ও সুখবেদনীয় কায়-বিজ্ঞান বিদ্যমান। স্পর্শ হতে সুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়। হে গৃহপতি, কায়-ধাতু, অমনোজ্ঞ স্প্রষ্টব্য ও দুঃখবেদনীয় কায়-বিজ্ঞান বিদ্যমান। স্পর্শ হতে দুঃখ-বেদনা উৎপন্ন হয়। হে গৃহপতি, কায়-ধাতু, উপেক্ষা বেদনীয় স্প্রষ্টব্য ও অদুঃখ-অসুখ বেদনীয় কায়-বিজ্ঞান বিদ্যমান। স্পর্শ হেতু অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়।”

৭. “হে গৃহপতি, মনোধাতু, মনোজ্ঞ ধর্ম ও সুখবেদনীয় মনোবিজ্ঞান বিদ্যমান। স্পর্শ হতে সুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়। হে গৃহপতি, মনো-ধাতু, অমনোজ্ঞ ধর্ম ও দুঃখবেদনীয় মনো-বিজ্ঞান বিদ্যমান। স্পর্শ হতে দুঃখবেদনা উৎপন্ন হয়। হে গৃহপতি, মনো-ধাতু, উপেক্ষাবেদনীয় ধর্ম ও অদুঃখ-অসুখ বেদনীয় মনো-বিজ্ঞান বিদ্যমান। স্পর্শ হেতু অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়।”

"হে গৃহপতি, ভগবান কর্তৃক এতটুকু পর্যন্ত ধাতুনানাত্ব কথিত হয়েছে।"

ষষ্ঠ সূত্র সমাপ্ত।

৭. হালিদ্দিকানি সূত্র

১৩০.১. আমি এরূপ শুনেছি, এক সময় আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়ন অবন্তীতে অবস্থান করছিলেন, কুররঘরে, প্রপাত পর্বতে। অতঃপর হালিদ্দিকানি গৃহপতি যেখানে আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়ন ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়নের সহিত প্রীতি আলাপ ও কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময় করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট হালিদ্দিকানি গৃহপতি আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়নকে বললেন, "ভন্তে, ধাতুর অনেকত্ব অবলম্বনে স্পর্শের অনেকত্ব হয়, স্পর্শের অনেকত্ব অবলম্বনে বেদনার বা অনুভূতির অনেকত্ব হয়। ইহা ভগবান কর্তৃক উক্ত হয়েছে। ভন্তে, কিরূপে ধাতুর অনেকত্ব অবলম্বনে স্পর্শের অনেকত্ব হয়, স্পর্শের অনেকত্ব অবলম্বনে বেদনার অনেকত্ব হয়?"

২. "হে গৃহপতি, এখানে ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে সুখবেদনীয় চক্ষু-বিজ্ঞানকে মনোজ্ঞরূপে প্রকৃষ্টরূপে জানেন। স্পর্শ প্রত্যয়ে সুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়। চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে দুঃখবেদনীয় চক্ষু-বিজ্ঞানকে অমনোজ্ঞরূপে প্রকৃষ্টরূপে জানেন। স্পর্শ প্রত্যয়ে দুঃখ-বেদনা উৎপন্ন হয়। চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে অদুঃখ-অসুখ বেদনীয় চক্ষু-বিজ্ঞানকে উপেক্ষাস্থানীয়রূপে প্রকৃষ্টরূপে জানেন। স্পর্শ প্রত্যয়ে অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়।"

৩. "হে গৃহপতি, এখানে ভিক্ষু শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে সুখবেদনীয় শ্রোত্র-বিজ্ঞানকে মনোজ্ঞরূপে প্রকৃষ্টরূপে জানেন। স্পর্শ প্রত্যয়ে সুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে দুঃখবেদনীয় শ্রোত্র-বিজ্ঞানকে অমনোজ্ঞরূপে প্রকৃষ্টভাবে জানেন। স্পর্শ প্রত্যয়ে দুঃখবেদনা উৎপন্ন হয়। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে অদুঃখ-অসুখ বেদনীয় শ্রোত্র-বিজ্ঞানকে উপেক্ষাস্থানীয়রূপে প্রকৃষ্টভাবে জানেন। স্পর্শ প্রত্যয়ে অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়।

৪. "হে গৃহপতি, এখানে ভিক্ষু ঘ্রাণ (নাসিকা) দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে সুখবেদনীয় ঘ্রাণ-বিজ্ঞানকে মনোজ্ঞরূপে প্রকৃষ্টভাবে জানেন। স্পর্শ প্রত্যয়ে সুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়। ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে দুঃখবেদনীয় ঘ্রাণ-বিজ্ঞানকে অমনোজ্ঞরূপে প্রকৃষ্টভাবে জানেন। স্পর্শ প্রত্যয়ে দুঃখ-বেদনা উৎপন্ন হয়। ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে অদুঃখ-অসুখবেদনীয় ঘ্রাণ-বিজ্ঞানকে

উপেক্ষাস্থানীয়রূপে প্রকৃষ্টভাবে জানেন। স্পর্শ প্রত্যয়ে অসুখ-অদুঃখ-বেদনা উৎপন্ন হয়।"

৫. "হে গৃহপতি, এখানে ভিক্ষু জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করে সুখবেদনীয় জিহ্বা-বিজ্ঞানকে মনোজ্ঞরূপে প্রকৃষ্টভাবে জানেন। স্পর্শ প্রত্যয়ে সুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়। জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করে দুঃখবেদনীয় জিহ্বা-বিজ্ঞানকে অমনোজ্ঞরূপে প্রকৃষ্টভাবে জানেন। স্পর্শ প্রত্যয়ে দুঃখবেদনা উৎপন্ন হয়। জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করে অদুঃখ-অসুখ বেদনীয় জিহ্বা-বিজ্ঞানকে উপেক্ষাস্থানীয়রূপে প্রকৃষ্টভাবে জানেন। স্পর্শ প্রত্যয়ে অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়।"

৬. "হে গৃহপতি, এখানে ভিক্ষু কায় দ্বারা স্প্রষ্টব্য স্পর্শ করে সুখবেদনীয় কায়-বিজ্ঞানকে মনোজ্ঞরূপে প্রকৃষ্টভাবে জানেন। স্পর্শ প্রত্যয়ে সুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়। কায় দ্বারা স্প্রষ্টব্য স্পর্শ করে দুঃখবেদনীয় কায়-বিজ্ঞানকে অমনোজ্ঞরূপে প্রকৃষ্টভাবে জানেন। স্পর্শ প্রত্যয়ে দুঃখবেদনা উৎপন্ন হয়। কায় দ্বারা স্প্রষ্টব্য স্পর্শ করে অদুঃখ-অসুখবেদনীয় কায়-বিজ্ঞানকে উপেক্ষাস্থানীয়রূপে প্রকৃষ্টভাবে জানেন। স্পর্শ প্রত্যয়ে অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়।"

৭. "হে গৃহপতি, এখানে ভিক্ষু মন দ্বারা ধর্ম জ্ঞাত হয়ে সুখবেদনীয় মনো-বিজ্ঞানকে মনোজ্ঞরূপে প্রকৃষ্টভাবে জানেন। স্পর্শ হতে সুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়। মন দ্বারা ধর্ম জ্ঞাত হয়ে দুঃখবেদনীয় মনো-বিজ্ঞানকে অমনোজ্ঞরূপে প্রকৃষ্টভাবে জানেন। স্পর্শ প্রত্যয়ে দুঃখ-বেদনা উৎপন্ন হয়। মন দ্বারা ধর্ম জ্ঞাত হয়ে অদুঃখ-অসুখ বেদনীয় মনো-বিজ্ঞানকে উপেক্ষাস্থানীয়রূপে প্রকৃষ্টভাবে জানেন। স্পর্শ প্রত্যয়ে অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়।"

"এভাবেই হে গৃহপতি, ধাতুর অনেকত্ব অবলম্বনে স্পর্শের অনেকত্ব হয়, স্পর্শের অনেকত্ব অবলম্বনে বেদনার অনেকত্ব হয়।"

সপ্তম সূত্র সমাপ্ত।

৮. নকুলপিতা সূত্র

১৩১.১. আমি এরূপ শুনেছি, এক সময় ভগবান ভার্গরাজ্যে[১] অবস্থান

---

[১]। ইহা জনপদ বিশেষের নাম। (অর্থকথা) কোশল রাজ্যেই এই জনপদ অবস্থিত ছিল।

করছিলেন-শিশুমারগিরে[১], ভেসকলাবন[২] মৃগদাবে[৩]। তখন নকুলপিতা গৃহপতি যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপনীত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট নকুলপিতা গৃহপতি ভগবানকে বললেন :

২. "ভন্তে, কী হেতু কী প্রত্যয় যে এখানে কিছু কিছু সত্ত্ব প্রত্যক্ষ জীবনে পরিনির্বাপিত হয় না? ভন্তে, কী হেতু কী প্রত্যয় যে এখানে কিছু কিছু সত্ত্ব প্রত্যক্ষ জীবনে পরিনির্বাপিত হন?"

৩. "হে গৃহপতি, চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ আছে তা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত ও রঞ্জনীয়। যদি ভিক্ষু তাতে আনন্দিত হয়, উল্লাস প্রকাশ করে এবং তাতে অনুরক্ত হয়ে থাকে; সেই আনন্দিতভাব, উল্লাস ও অনুরক্তি হতে তৎনিশ্রিত বিজ্ঞান ও উপাদান উৎপন্ন হয়। হে গৃহপতি, স-উপাদান ভিক্ষু পরিনির্বাপিত হয় না।" শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, কায়-বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য ও মনো-বিজ্ঞেয় ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ। "হে গৃহপতি, এই হেতু এই প্রত্যয় যেজন্য কিছু কিছু সত্ত্ব প্রত্যক্ষ জীবনে পরিনির্বাপিত হয় না।"

৪. "হে গৃহপতি, চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ আছে তা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত ও রঞ্জনীয়। যদি ভিক্ষু তাতে আনন্দিত না হন, উল্লাস প্রকাশ না করেন এবং তাতে অনুরক্ত হয়ে না থাকেন; সেই নিরানন্দ, উল্লাসহীনতা ও অননুরক্তি হতে তৎনিশ্রিত বিজ্ঞান ও উপাদান উৎপন্ন হয় না। হে গৃহপতি, উপাদানহীন ভিক্ষু পরিনির্বাপিত হন।" শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, কায়-বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য এবং মনো-বিজ্ঞেয় ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ। "হে গৃহপতি, এই হেতু এই প্রত্যয় যেজন্য কিছু কিছু সত্ত্ব প্রত্যক্ষ জীবনে পরিনির্বাপিত হন।"

অষ্টম সূত্র সমাপ্ত।

৯. লোহিচ্চ সূত্র

১৩২.১. আমি এরূপ শুনেছি, একসময় আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়ন অবন্তীতে অবস্থান করতেছিলেন—মক্করকটে, অরণ্য কুটিরে। তখন লোহিচ্চ ব্রাহ্মণের

---

[১]। শিশুমারগির নামক নগরে। এই নগর স্থাপনের সময় শিশুমার শব্দ করেছিল বলে শিশুমারগির বলে অভিহিত হয়। (অর্থকথা)

[২]। এর অপর নাম ভেসকবন (ভিষক্ বন)। (অর্থকথা)

[৩]। মৃগপক্ষিগণকে এই বনে অভয় দান করা হয়েছিল। (অর্থকথা)

অনেক অন্তেবাসী (শিষ্য) কাষ্ঠ আহরণকারী মাণবক[1] যেখানে আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়নের অরণ্য কুটির সেখানে উপস্থিত হয়ে কুটিরের চতুর্দিকে ইতস্তত বিচরণ করতে করতে ক্রীড়া করার সময় এই বলে উচ্চশব্দ করছিল—"এরা মুণ্ডিত মস্তক শ্রমণক (কৃত্রিম শ্রমণ), ইভ্য (নীচ, গৃহপতি), কৃষ্ণজাতি, ব্রহ্মার পাদপৃ'হতে উৎপন্ন, এরাসম্পন্ন গৃহস্থদের দ্বারা সৎকারকৃত, গৌরবকৃত, মানিত, পূজিত ও সম্মানিত।"

২. অতঃপর আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়ন কুটির হতে বের হয়ে সেই মাণবকগণকে বললেন, "মাণবকগণ, শব্দ করো না; আমি তোমাদেরকে ধর্ম ভাষণ করব।" এরূপ উক্ত হলে সেই মাণবকগণ নীরবতা অবলম্বন করলেন। তখন আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়ন গাথাদ্বারা সেই মাণবকগণকে বললেন :

৩. "শীলে উত্তম ছিলেন যেই প্রাচীনগণ,
সেই ব্রাহ্মণগণ স্মরণ করেন নীতি-সনাতন।
ছিল তাদের ইন্দ্রিয়দ্বার গুপ্ত, সুরক্ষিত,
হয়েছিল তাদের ক্রোধ অভিভূত (পরাজিত)।
ধর্মে আর ধ্যানে যারা ছিলেন রত,
সনাতন-নীতি স্মরণ করেন ব্রাহ্মণ যত।"

৪. "এইসব পথভ্রষ্ট করে জপ স্বাধ্যায়ন,
গোত্রমদে মত্ত হয়ে বিপথে করে বিচরণ।
ক্রোধাভিভূত সাধারণ দণ্ডধারীগণ,
সদা পতনরত যেমন তৃষ্ণায় সতৃষ্ণ জন।
অগুপ্তদ্বারের হয় মূল্যহীন কৃচ্ছ্রসাধন,
স্বপ্নে লব্ধ যেমন পুরুষের ধন।
যজ্ঞভূমিশয্যা আর অনশন,
ত্রিবেদ আবৃত্তি আর প্রাতেস্নান;
অজিনচর্ম পরিধান, জটাধারণ, পঙ্কলেপন;
মন্ত্রোচ্চারণ, শীলব্রত, তপশ্চরণ;
জলশৌচকরণ, বক্রদণ্ড ধারণ আর প্রবঞ্চনা,
ব্রাহ্মণদের কৃত কিঞ্চিৎ সাধনার ইহাই নমুনা।"

৫. "সুসমাহিত চিত্ত, বিপ্রসন্ন আর অনাবিল,

---

[1]। এই মাণবকগণ সকালবেলা আচার্যের নিকট শিল্পশিক্ষা করত এবং বিকালবেলা বনে গিয়ে আচার্যের জন্য কাষ্ঠ আহরণ করত। (অর্থকথা)

ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথিক তিনি, সর্বজীবে যিনি দয়াশীল।"

৬. অতঃপর সেই মাণবকগণ কুপিত ও অসন্তুষ্টমনে যেখানে লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ সেখানে উপস্থিত হয়ে লোহিচ্চ ব্রাহ্মণকে বলল, "দেব, অবগত হোন, শ্রমণ মহাকচ্চায়ন ব্রাহ্মণদের মন্ত্রকে (ব্রাহ্মণ্যবাদকে) নিঃসন্দেহে অপবাদ (নিন্দা) এবং প্রত্যাখ্যান করছেন। এরূপ উক্ত হলে লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ কুপিত ও অসন্তুষ্ট হলেন। তখন লোহিচ্চ ব্রাহ্মণের মনে এই চিন্তা উদিত হলো—"কেবল মাণবকদের নিকট শ্রবণ করে শ্রমণ মহাকচ্চায়নকে আক্রোশ ও নিন্দা করা আমার পক্ষে উচিত (প্রতিরূপ) নয়। অতএব, আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করতে পারি। তখন লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ সেই মাণবকদের সহিত যেখানে আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়ন ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়নের সঙ্গে প্রীতি-আলাপ (সম্ভাষণ) ও কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময় করে একপাশে উপবেশন করলেন (বসলেন)। একপাশে উপবিষ্ট লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়নকে বললেন, "ভো[১] কচ্চায়ন, আমাদের অনেক কাষ্ঠাহরণকারী অন্তেবাসী মাণবক এখানে এসেছিল কি?" "হ্যাঁ, ব্রাহ্মণ, অনেক কাষ্ঠাহরণকারী অন্তেবাসী মাণবক এখানে এসেছিল।" "মাননীয় কচ্চায়নের সাথে সেই মাণবকদের কোনো বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল কি?" "ব্রাহ্মণ, সেই মাণবকদের সহিত আমার কিছু আলোচনা হয়েছিল।" "মাননীয় কচ্চায়ণের সাথে সেই মাণবকদের কী প্রকার আলোচনা হয়েছিল?" "হে ব্রাহ্মণ, সেই মাণবকদের সাথে আমার এরূপ কথাবার্তা হয়েছিল :

৭. "শীলে উত্তম ছিলেন যেই প্রাচীনগণ,
সেই ব্রাহ্মণগণ স্মরণ করেন নীতি-সনাতন।
ছিল তাদের ইন্দ্রিয়দ্বার গুপ্ত, সুরক্ষিত,
হয়েছিল তাদের ক্রোধ অভিভূত (পরাজিত)।
ধর্মে আর ধ্যানে যারা ছিলেন রত,
সনাতন-নীতি স্মরণ করেন ব্রাহ্মণ যত।"

৮. "এইসব পথভ্রষ্ট করে জপ স্বাধ্যায়ন,
গোত্রমদে মত্ত হয়ে বিপথে করে বিচরণ।
ক্রোধাভিভূত সাধারণ দণ্ডধারীগণ,
সদা পতনরত যেমন তৃষ্ণায় সতৃষ্ণ জন।

---

[১]। সম্ভ্রান্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণকে 'ভো' বলে সম্বোধন করা হতো।

অগুপ্তদ্বারের হয় মূল্যহীন কৃচ্ছ্রসাধন,
স্বপ্নে লব্ধ যেমন পুরুষের ধন।
যজ্ঞভূমিশয্যা আর অনশন,
ত্রিবেদ আবৃত্তি আর প্রাতেস্নান;
অজিনচর্ম পরিধান, জটাধারণ, পঙ্কলেপন;
মন্ত্রোচ্চারণ, শীলব্রত, তপশ্চরণ;
জলশৌচকরণ, বক্রদন্ড ধারণ আর প্রবঞ্চনা,
ব্রাহ্মণদের কৃত কিঞ্চিৎ সাধনার ইহাই নমুনা।"

৯. "সুসমাহিত চিত্ত, বিপ্রসন্ন আর অনাবিল,
ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথিক তিনি, সর্বজীবে যিনি দয়াশীল।"

"হে ব্রাহ্মণ, সেই মাণবকদের সাথে আমার এরূপ আলাপই হয়েছিল।"

১০. "মাননীয় কচ্চায়ন বললেন যে—'অগুপ্তদ্বার'। ভো কচ্চায়ন, কী প্রকারে অগুপ্তদ্বার হয়?" "হে ব্রাহ্মণ, এখানে কেউ কেউ চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে প্রিয়রূপে রাগানুরক্ত (প্রলোভিত) হয়, অপ্রিয়রূপে বিরক্ত হয়, সে অনুপস্থিত কায়গতস্মৃতি হয়ে অবস্থান করে, সঙ্কীর্ণ চিত্তে (লঘুচেতা) সে চিত্তবিমুক্তি প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে সম্যক জ্ঞানে জানে না যেখানে তার সেই উৎপন্ন পাপ-অকুশল-ধর্ম সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়।" শ্রোত্র (কর্ণ) দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে, ঘ্রাণ (নাসিকা) দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে, জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করে, কায় (দেহ) দ্বারা স্প্রষ্টব্য স্পর্শ করে ও মন দ্বারা ধর্ম বিজ্ঞাত হয়েও এইরূপ। "হে ব্রাহ্মণ, এভাবেই অগুপ্তদ্বার হয়।"

"আশ্চর্য ভো কচ্চায়ন! অদ্ভুত, ভো কচ্চায়ন! সত্যিই মাননীয় কচ্চায়ন কর্তৃক অগুপ্তদ্বারকে অগুপ্তদ্বাররূপেই ব্যাখ্যাত হলো।"

১১. "মাননীয় কচ্চায়ন বললেন যে—'গুপ্তদ্বার'। ভো কচ্চায়ন, কী প্রকারে গুপ্তদ্বার হয়?" "হে ব্রাহ্মণ, এখানে কেউ কেউ চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে প্রিয়রূপে রাগানুরক্ত (প্রলোভিত) হন না, অপ্রিয়রূপে বিরক্ত হন না, তিনি উপস্থিত কায়গতস্মৃতি হয়ে অবস্থান করেন, তিনি অপ্রমেয় (অসঙ্কীর্ণ) চিত্তে চিত্তবিমুক্তি প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে সম্যক জ্ঞানে জানেন যাতে তার সেই উৎপন্ন পাপ-অকুশলধর্ম সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়।" শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে, ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে, জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করে, কায় দ্বারা স্প্রষ্টব্য স্পর্শ করে এবং মন দ্বারা ধর্ম জ্ঞাত হয়েও এইরূপ। "হে ব্রাহ্মণ, এভাবেই গুপ্তদ্বার হয়।"

"আশ্চর্য ভো কচ্চায়ন! অদ্ভুত ভো কচ্চায়ন! বাস্তবিক, যতটুকু গুপ্তদ্বার

মাননীয় কচ্চায়ন কর্তৃক ঠিক ততটুকু পর্যন্ত 'গুপ্তদ্বার' ব্যাখ্যাত হলো।"

১২. অতি সুন্দর ভো কচ্চায়ন! অতি মনোহর, ভো কচ্চায়ন! যেমন ভো কচ্চায়ন, কেহ উল্টাকে সোজা করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, ভ্রান্ত পথিককে পথ প্রদর্শন করে অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্যবস্তু) দেখতে পায়; এরূপে মাননীয় কচ্চায়ন কর্তৃক বিবিধ পর্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত হলো। ভো কচ্চায়ন, আমি ভগবানের শরণ গ্রহণ করছি, ধর্মের ও ভিক্ষুসংঘের শরণ গ্রহণ করছি। মাননীয় কচ্চায়ন, আজ হতে জীবনের শেষ পর্যন্ত (আমরণ) আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে ধারণা করুন।"

"মাননীয় কচ্চায়ন, যেরূপ মক্করকটে অন্যান্য উপাসককুলে গমন করে থাকেন, সেরূপ লোহিচ্চ ব্রাহ্মণের গৃহেও আগমণ করবেন। তথাকার স্ত্রী ও পুরুষ সকলে মাননীয় কচ্চায়নকে অভিবাদন করবে, প্রত্যুত্থান করবে (আসনত্যাগ পূর্বক তারা সম্মান প্রদর্শন করবে), জল ও আসন দান করবে, চিত্ত প্রসন্ন করবে। ওই সকল কর্ম দীর্ঘকাল তাদের সুখবিধান ও হিতসাধন করবে।"

নবম সূত্র সমাপ্ত।

১০. বেরহচ্চানি সূত্র

১৩৩.১. আমি এরূপ শুনেছি, এক সময় আয়ুষ্মান উদায়ি কামন্ডায় অবস্থান করছিলেন তোদেয় ব্রাহ্মণের আম্রবনে। তখন বেরহচ্চানি গোত্রীয় ব্রাহ্মণীর অন্তেবাসী (শিষ্য) মাণবক যেখানে আয়ুষ্মান উদায়ি ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান উদায়ির সাথে প্রীতি সম্ভাষণ ও কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময় করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই মাণবককে আয়ুষ্মান উদায়ি ধর্ম কথায় সন্দর্শিত[১], সমাদাপিত[২], সমুত্তেজিত[৩], সম্প্রহর্ষিত[৪] করলেন। অতঃপর সেই মাণবক আয়ুষ্মান উদায়ি দ্বারা ধর্ম কথায় সন্দর্শিত, সমাদাপিত, সমুত্তেজিত ও সম্প্রহর্ষিত হয়ে আসন হতে উঠে যেখানে বেরহচ্চানি গোত্রীয় ব্রাহ্মণী ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে

১। **সন্দর্শিত**—'দৃষ্ট-ধার্মিক' এর অর্থ প্রদর্শিত করলেন।

২। **সমাদাপিত**—কুশলধর্ম সমাদান বা গ্রহণ করালেন।

৩। **সমুত্তেজিত**—তাতে উৎসাহিত করলেন।

৪। **সম্প্রহর্ষিত**—সেই উৎসাহ ও অন্য বিদ্যমান গুণদ্বারা ধর্মরত্ন বর্ষণ করে প্রহৃষ্ট করলেন। (সামন্তপা. ১০০ পৃ.)

বেরহচ্চানি গোত্রীয় ব্রাহ্মণীকে বললেন, "দেবী, জানুন (অবগত হোন), শ্রমণ উদায়ি আদিকল্যাণ, মধ্যকল্যাণ, অন্তকল্যাণ[১], অর্থ ও ব্যঞ্জনযুক্ত[২] ধর্মদেশনা করেন এবং সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ (মার্গ) ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করেন।"

২. "হে মাণবক, যদি তাই হয়, তুমি আমার বচনে (কথায়) শ্রমণ উদায়িকে আগামীকাল আমার অন্ন গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ কর।" "হ্যাঁ দেবী" বলে সেই মাণবক বেরহচ্চানিগোত্রীয় ব্রাহ্মণীকে প্রত্যুত্তর দিয়ে যেখানে আয়ুষ্মান উদায়ি ছিলেন, সেখানে উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান উদায়িকে বললেন, মাননীয় উদায়ি, আগামীকালের জন্য আমাদের আচার্যপত্নী বেরহচ্চানি গোত্রীয় ব্রাহ্মণীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।" আয়ুষ্মান উদায়ি মৌনভাবে সম্মত হলেন।

৩. অতঃপর আয়ুষ্মান উদায়ি সেই রাত্রির অবসানে পূর্বাহ্ন সময়ে অন্তর্বাস পরিধান করে পাত্রচীবর গ্রহণ করে যেখানে বেরহচ্চানিগোত্রীয় ব্রাহ্মণীর গৃহ সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। তখন বেরহচ্চানিগোত্রীয় ব্রাহ্মণী আয়ুষ্মান উদায়িকে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য দ্বারা সহস্তে সন্তর্পিত করলেন, সন্তুষ্ট করলেন। ভোজনের পর আয়ুষ্মান উদায়ি পাত্র হতে হস্ত উত্তোলন করলে বেরহচ্চানিগোত্রীয় ব্রাহ্মণী পাদুকা পরিধান করে (পায়ে দিয়ে), উচ্চ আসনে বসে, মস্তক অবগুণ্ঠিত করে (ঘোমটা দিয়ে) আয়ুষ্মান উদায়িকে বললেন, "শ্রমণ, ধর্ম ভাষণ করুন।" "ভগিনী, সময় হলে করব" বলে আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন।

৪. দ্বিতীয়বারও সেই মাণবক আয়ুষ্মান উদায়ির নিকট উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান উদায়ির সাথে প্রীতিসম্ভাষণ ও কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই মাণবককে আয়ুষ্মান উদায়ি ধর্ম কথায় সন্দর্শিত, সমাদাপিত, সমুত্তেজিত ও সম্প্রহর্ষিত করলেন। দ্বিতীয়বারও সেই মাণবক আয়ুষ্মান উদায়ি কর্তৃক ধর্মকথায় সন্দর্শিত, সমাদাপিত, সমুত্তেজিত ও সম্প্রহর্ষিত হয়ে আসন হতে উঠে যেখানে বেরহচ্চানিগোত্রীয় ব্রাহ্মণী ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে বেরহচ্চানিগোত্রীয়

---

[১]। কুশল ধর্মের আদি-সুবিশুদ্ধশীল ও ঋজু দৃষ্টি; মধ্য-আর্যমার্গ; অন্ত-নির্বাণ। (অর্থকথা)

[২]। **সব্যঞ্জনং**—ব্যঞ্জনযুক্ত। শিথিল, ধ্বনিত, দীর্ঘ,হ্রস্ব, গুরু, লঘু, অনুস্বার, সম্বন্ধ, ব্যবস্থিত ও বিমুক্ত এই দশবিধ ব্যঞ্জনযুক্ত, দ্রাবির, কিরাত ও যবনাদি ম্লেচ্ছভাষা এক ব্যঞ্জনযুক্ত; তন্মধ্যে সমস্তই নিরোষ্ঠ ব্যঞ্জন, বিসৃষ্ট ও অনুস্বার ব্যঞ্জন। সব্যঞ্জন অর্থে যা ব্যঞ্জনযুক্ত, গভীরার্থ ও গূঢ়ার্থ প্রকাশক।

ব্রাহ্মণীকে বললেন, "দেবী, জানুন, শ্রমণ উদায়ি আদিকল্যাণ, মধ্যকল্যাণ, অন্তকল্যাণ, অর্থ ও ব্যঞ্জনযুক্ত ধর্মদেশনা করেন এবং সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ (মার্গ) ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করেন।"

৫. "হে মাণবক, তুমি তো এরূপে শ্রমণ উদায়ির গুণ ভাষণ করছ, অথচ 'শ্রমণ, ধর্ম ভাষণ করুন।' এরূপ উক্ত হলে শ্রমণ উদায়ি 'ভগিনী, সময় হলে ভাষণ করব।' বলে আসন হতে উঠে চলে গেলেন।" "কিন্তু, হে দেবী, আপনি তো পাদুকা পরিধান করে, উচ্চ আসনে বসে, মস্তক আবৃত করে বলেছেন, 'শ্রমণ, ধর্ম ভাষণ করুন।' ধর্মগারবী ভদন্ত নিশ্চয়ই ধর্মের প্রতি গৌরব প্রদর্শন করবেন।" "হে মাণবক, যদি তাই হয়, তুমি আমার বচনে (কথায়) শ্রমণ উদায়িকে আগামীকাল আমার অন্ন গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ কর।" "হ্যাঁ দেবী" বলে সেই মাণবক বেরহচ্চানিগোত্রীয় ব্রাহ্মণীকে প্রত্যুত্তর দিয়ে যেখানে আয়ুষ্মান উদায়ি ছিলেন, সেখানে উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান উদায়িকে বললেন, মাননীয় উদায়ি, আগামীকালের জন্য আমাদের আচার্যপত্নী বেরহচ্চানি গোত্রীয় ব্রাহ্মণীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।" আয়ুষ্মান উদায়ি মৌনভাবে সম্মত হলেন।

৬. অতঃপর আয়ুষ্মান উদায়ি সেই রাত্রির অবসানে পূর্বাহ্ন সময়ে অন্তর্বাস পরিধান করে পাত্র-চীবর গ্রহণ করে যেখানে বেরহচ্চানিগোত্রীয় ব্রাহ্মণীর গৃহ সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। তখন বেরহচ্চানিগোত্রীয় ব্রাহ্মণী আয়ুষ্মান উদায়িকে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য দ্বারা সহস্তে সন্তর্পিত করলেন, সন্তুষ্ট করলেন। ভোজনের পর আয়ুষ্মান উদায়ি পাত্র হতে হস্ত উত্তোলন করলে বেরহচ্চানিগোত্রীয় ব্রাহ্মণী পাদুকা হতে অবতরণ করে (পাদুকা খুলে) নিচু আসনে বসে মস্তক অনাবৃত করে আয়ুষ্মান উদায়িকে বললেন, "ভন্তে, কিসের বিদ্যমানে অর্হৎগণ সুখ-দুঃখ প্রজ্ঞাপন (নির্দেশ) করেন? কিসের অবিদ্যমানে অর্হৎগণ সুখ-দুঃখ প্রজ্ঞাপন করেন না?"

৭. "হে ভগিনী, চক্ষু বিদ্যমানে অর্হৎগণ সুখ-দুঃখ প্রজ্ঞাপন করেন। চক্ষু অবিদ্যমানে অর্হৎগণ সুখ-দুঃখ প্রজ্ঞাপন করেন না। শ্রোত্র বিদ্যমানে অর্হৎগণ সুখ-দুঃখ প্রজ্ঞাপন করেন। শ্রোত্র অবিদ্যমানে অর্হৎগণ সুখ-দুঃখ প্রজ্ঞাপন করেন না। ঘ্রাণ বিদ্যমানে অর্হৎগণ সুখ-দুঃখ প্রজ্ঞাপন করেন। ঘ্রাণ অবিদ্যমানে অর্হৎগণ সুখ-দুঃখ প্রজ্ঞাপন করেন না। জিহ্বা বিদ্যমানে অর্হৎগণ সুখ-দুঃখ প্রজ্ঞাপন করেন। জিহ্বা অবিদ্যমানে অর্হৎগণ সুখ-দুঃখ প্রজ্ঞাপন করেন না। কায় বিদ্যমানে অর্হৎগণ সুখ-দুঃখ প্রজ্ঞাপন করেন। কায়

অবিদ্যমানে অর্হৎগণ সুখ-দুঃখ প্রজ্ঞাপন করেন না। মন বিদ্যমানে অর্হৎগণ সুখ-দুঃখ প্রজ্ঞাপন করেন। মন অবিদ্যমানে অর্হৎগণ সুখ-দুঃখ প্রজ্ঞাপন করেন না।"

৮. এরূপ উক্ত হলে বেরহচ্চানিগোত্রীয় ব্রাহ্মণী আয়ুষ্মান উদায়িকে বললেন, "ভন্তে, অতিসন্দুর! ভন্তে, অতি মনোহর! যেমন ভন্তে, কেহ উল্টাকে সোজা করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, ভ্রান্ত পথিককে পথ প্রদর্শন করে অথবা অন্ধকারে তৈল-প্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্যবস্তু) দেখতে পায়; এরূপে আর্য উদায়ি কর্তৃক বিবিধ পর্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত হলো। আর্য উদায়ি, আমি ভগবানের শরণ গ্রহণ করছি, ধর্মের ও ভিক্ষুসংঘের শরণ গ্রহণ করছি। আর্য উদায়ি, আজ হতে জীবনের শেষ পর্যন্ত (আমরণ) আমাকে শরণাগতা উপাসিকারূপে ধারণা করুন।"

দশম সূত্র সমাপ্ত।

ত্রয়োদশতম গৃহপতি বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক গাথা :

বৈশালী, বৃজি, নালন্দা, ভারদ্বাজ, সোণ আর ঘোষিত;
হালিদ্দিক, নকুলপিতা, লোহিচ্চ, বেরহচ্চানি মিলে বর্গ উক্ত।

১৪. দেবদহ বর্গ

১. দেবদহ সূত্র

১৩৪.১. আমি এরূপ শুনেছি, এক সময় ভগবান শাক্যদের মধ্যে অবস্থান করছিলেন, দেবদহ নামক শাক্যদের নিগমে। তথায় ভগবান সমবেত ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, 'ছয় স্পর্শায়তনে সকল ভিক্ষুর অপ্রমাদ[১] কর্তব্য' এরূপ আমি বলি না। হে ভিক্ষুগণ, আমি ইহাও বলি না—'ছয় স্পর্শায়তনে সকল ভিক্ষুর অপ্রমাদ কর্তব্য নয়'।"

২. হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষুগণ অর্হৎ[২], ক্ষীণাসব[১], উদ্‌যাপিত ব্রহ্মচর্য, কৃত

---

[১]। **অপ্পমাদ**—অপ্রমাদ, জাগ্রত অবস্থা, সর্বদা স্মৃতিমান থাকা।

[২]। **অর্হৎ**—যিনি পাপরূপ অরিকে বিধ্বংস করেছেন, যিনি সংসার-চক্রের অর (সংযোগ-কাষ্ঠ) ছেদন করেছেন, যিনি পূজার্হ ও যিনি প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন প্রকার পাপচিত্ত পোষণ করেন না, তিনিই অর্হৎ নামে অভিহিত। এই অর্হৎই অশেখ পুদ্‌গল মধ্যে পরিগণিত, কারণ তাঁর শিক্ষণীয় আর কোনো বিষয় নাই।

করণীয়, অপনোদিত-ভার[২], পরিক্ষীণ ভব-সংযোজন এবং সম্যক জ্ঞান দ্বারা বিমুক্ত, সেই ভিক্ষুগণের ছয় স্পর্শায়তনে অপ্রমাদ কর্তব্য নয় (অকর্তব্য) বলে বলি। তার কারণ কী? কৃত তাদের অপ্রমাদ, তারা প্রমত্ত হতে অক্ষম।"

৩. "হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষুগণ এখনো শৈক্ষ্য (শিশিক্ষু)[৩], যারা এখনো অপূর্ণ, যাদের মানসিক শক্তি এখনো পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়নি এবং যারা অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ আকাঙ্ক্ষা করে সাধনা-নিরত, সেই ভিক্ষুগণের ছয় স্পর্শায়তনে অপ্রমাদ কর্তব্য বলে বলি। তার কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, মনোরম, অমনোরম চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ আছে, যদিও চিত্ত তাতে পুনঃপুন স্পৃষ্ট হয় তথাপি চিত্ত অভিভূত করে স্থিত হয় না। চিত্ত অনভিভূত হেতু সক্রিয় (কর্মক্ষম) বীর্য আরব্ধ (গৃহীত) হয়, অবিস্মৃত স্মৃতি উপস্থিত হয়, অচঞ্চল কায় শান্ত হয়, সমাহিত চিত্ত একাগ্র হয়। হে ভিক্ষুগণ, এরূপ অপ্রমাদফল দৃশ্যমান ভিক্ষুগণের ছয় স্পর্শায়তনে অপ্রমাদ করণীয় বলে বলি।" শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, কায়-বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য ও মনো-বিজ্ঞেয় ধর্ম সম্পর্কে ও এইরূপ।

প্রথম সূত্র সমাপ্ত।

২. ক্ষণ সূত্র

১৩৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের লাভ। ভিক্ষুগণ, তোমাদের সুলব্ধ। ভিক্ষুগণ, ব্রহ্মচর্য আচরণের সুক্ষণ তোমাদের প্রতিলব্ধ। ভিক্ষুগণ, 'নিরয়' নামক ছয়-স্পর্শায়তন আমাকর্তৃক দৃষ্ট। তথায় চক্ষু দ্বারা যা কিছু রূপ দেখে অনিষ্ট রূপই দেখে, ইষ্টরূপ নয় (দেখে না)। অকান্ত রূপই (অবাঞ্ছিত) দেখে, কান্ত রূপ নয়। অমনোরম রূপ দেখে, মনোরম রূপ নয়।" শ্রোত্র দ্বারা, ঘ্রাণ (নাসিকা) দ্বারা, জিহ্বা দ্বারা, কায় দ্বারা ও মন দ্বারা সম্পর্কেও এইরূপ।

২. "হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের লাভ। ভিক্ষুগণ, তোমাদের সুলব্ধ।

---

[১]। কামবাসনা, ভববাসনা, মিথ্যাদৃষ্টি ও অবিদ্যা—এ চারটি স্রবিত হয় অর্থে আস্রব। আস্রব বা আসবসমূহ যাঁর ক্ষীণ বা ক্ষয়প্রাপ্ত, তিনিই ক্ষীণাসব।

[২]। **ত্রিবিধ ভার**—স্কন্ধভার, ক্লেশভার ও অভিসংস্কার ভার। অপনোদিত শব্দের পরিবর্তে 'নিক্ষিপ্ত' শব্দ প্রযুক্ত হতে পারে।

[৩]। **শৈক্ষ্য** বা শিশিক্ষু অর্থে সপ্ত আর্যপুদ্‌গল যাঁরা স্রোতাপত্তিমার্গ ও ফল, সকৃদাগামীমার্গ ও ফল, অনাগামীমার্গ ও ফল এবং অর্হত্ত্বমার্গে উন্নীত হয়েছেন কিন্তু অর্হত্ত্বফল আয়ত্ত করতে পারেননি।

ভিক্ষুগণ, ব্রহ্মচর্য আচরণের সুক্ষণ তোমাদের প্রতিলব্ধ। ভিক্ষুগণ, 'স্বর্গ' নামক ছয় স্পর্শায়তন আমাকর্তৃক দৃষ্ট। তথায় চক্ষু দ্বারা যা কিছু রূপ দেখে ইষ্ট রূপই দেখে, অনিষ্ট রূপ নয়, কান্ত রূপই দেখে, অকান্ত রূপ নয়। মনোরম রূপই দেখে, অমনোরম রূপ নয়।" শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্পর্কেও এইরূপ। "হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের লাভ। ভিক্ষুগণ, তোমাদের সুলব্ধ (সৌভাগ্য)। ভিক্ষুগণ, ব্রহ্মচর্য আচরণের সুক্ষণ তোমাদের প্রতিলব্ধ।"

দ্বিতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৩. প্রথম রূপারাম সূত্র

১৩৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, দেবমনুষ্যগণ রূপারাম, রূপরত, রূপানন্দময়। ভিক্ষুগণ, দেবমনুষ্যগণ পরিবর্তনশীল, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী রূপে দুঃখে অবস্থান করে[১]। ভিক্ষুগণ, দেবমনুষ্যগণ, শব্দারাম, শব্দরত, শব্দানন্দময়। ভিক্ষুগণ দেবমনুষ্যগণ পরিবর্তনশীল, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী শব্দে দুঃখে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, দেবমনুষ্যগণ গন্ধারাম, গন্ধরত, গন্ধানন্দময়। ভিক্ষুগণ, দেবমনুষ্যগণ পরিবর্তনশীল, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী গন্ধে দুঃখে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, দেবমনুষ্যগণ রসারাম, রসরত, রসানন্দময়। ভিক্ষুগণ, দেবমনুষ্যগণ পরিবর্তনশীল, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী রসে দুঃখে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, দেবমনুষ্যগণ স্পর্শারাম, স্পর্শরত, স্পর্শানন্দময়। ভিক্ষুগণ, দেবমনুষ্যগণ পরিবর্তনশীল, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী স্পর্শে দুঃখে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, দেবমনুষ্যগণ ধর্মারাম, ধর্মরত, ধর্মানন্দময়। ভিক্ষুগণ, দেবমনুষ্যগণ পরিবর্তনশীল, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী ধর্মে[২] দুঃখে অবস্থান করে।"

২. "হে ভিক্ষুগণ, তথাগত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ রূপসমূহের উদয়, বিলয়, আস্বাদ, উপদ্রব (দোষ) ও নিঃসরণকে (মুক্তি) যথাযথভাবে বিদিত হয়ে রূপারাম, রূপরত, রূপানন্দময় হন না। ভিক্ষুগণ, তথাগত পরিবর্তনশীল, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী রূপে সুখে অবস্থান করেন[৩]।" শব্দ, গন্ধ, রস, স্প্রষ্টব্য ও ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ।

ভগবান এরূপ বললেন, ইহা বলে অতঃপর সুগত শাস্তা এরূপ বললেন :

---

[১]। রূপের পরিবর্তনশীলতা, বিরাগধর্মীতা ও নিরোধধর্মীতা হেতু দেবমনুষ্যগণ বিচলিত হন, দুঃখ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ দুঃখিত মনে অবস্থান করেন।

[২]। এখানে ধর্ম অর্থে মনের গোচরীভূত বিষয় বা আলম্বন।

[৩]। নির্বাণ সুখে অবস্থান করেন।

৩. “রূপ, শব্দ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও ধর্ম মাত্র;
ইষ্ট, কান্ত ও মনোজ্ঞ, ইহা উক্ত হয় সর্বত্র।
সদেবলোকের নিকট এগুলো সুখ বলে স্বীকৃত,
যখনি এরা হয় নিরুদ্ধ, তখনি দুঃখরূপে হয় প্রমাণিত।
আর্যগণ কর্তৃক দৃষ্ট সুখ, সৎকায়ের[১] বিনাশন,
বিপরীত হয় ইহা সর্বলোকের হতে দর্শন।
যাহা অপরে সুখ কহে, আর্যগণ কহে তাহা দুঃখ;
যাহা অপরে দুঃখ কহে, আর্যগণ জ্ঞাত তাহা সুখ।
দেখ ধর্ম দুর্বোধ্য, হতবুদ্ধি হন এথা অজ্ঞানীগণ;
আবৃতদের হয় তম, অন্ধকারে হয় না দর্শন।
জ্ঞানীর নিকট হয় প্রকাশিত, আলোকে হয় দর্শন;
বুঝে না নিকটে থেকেও, যদি মার্গধর্মে অবিশারদ হন।
ভবরাগে পরাজিত, ভবরাগের অনুসারী যিনি;
মাররাজ্যে প্রবিষ্ট যিনি, ধর্ম সঠিকরূপে না বুঝেন তিনি।
সম্বুদ্ধ পদের কে উপযুক্ত, অন্যত্র হতে আর্যগণ;
ধর্মপদ সম্যক উপলব্ধি করে, পরিনির্বাপিত হন আসবমুক্তগণ।

তৃতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৪. দ্বিতীয় রূপারাম সূত্র

১৩৭. এই সূত্রটি প্রথম রূপারাম সূত্র সদৃশ। শুধু পার্থক্য হলো এই সূত্রে গাথা নেই।

৫. প্রথম ‘তোমাদের নয়’ সূত্র

১৩৮.১. “হে ভিক্ষুগণ, যা তোমাদের নয়, তা পরিত্যাগ কর। তা পরিত্যক্ত হলে তোমাদের হিত-সুখের কারণ হবে। হে ভিক্ষুগণ, কি তোমাদের নয়?”

“হে ভিক্ষুগণ, ‘চক্ষু’ তোমাদের নয়, তা পরিত্যাগ কর। তা পরিত্যক্ত হলে তোমাদের হিত-সুখের কারণ হবে। ‘শ্রোত্র’ তোমাদের নয়, তা পরিত্যাগ কর। তা পরিত্যক্ত হলে তোমাদের হিত-সুখের কারণ হবে। ‘ঘ্রাণ’ তোমাদের নয়, তা পরিত্যাগ কর। তা পরিত্যক্ত হলে তোমাদের হিত-সুখের কারণ হবে। ‘জিহ্বা’ তোমাদের নয়, তা পরিত্যাগ কর। তা পরিত্যক্ত হলে

---

[১]। পঞ্চ-উপাদান স্কন্ধের নামান্তর।

তোমাদের হিত-সুখের কারণ হবে। ‘কায়’ তোমাদের নয়, তা পরিত্যাগ কর। তা পরিত্যক্ত হলে তোমাদের হিত-সুখের কারণ হবে। ‘মন’ তোমাদের নয়, তা পরিত্যাগ কর। তা পরিত্যক্ত হলে তোমাদের হিত-সুখের কারণ হবে।”

২. “হে ভিক্ষুগণ, মনে কর, কোনো ব্যক্তি এই জেতবনস্থ তৃণকাষ্ঠ শাখা-পল্লবকে হরণ করে বা দগ্ধ করে বা যা ইচ্ছা তা করে, তাহলে কি তোমাদের এরূপ মনে হবে—‘সেই ব্যক্তি আমাদেরকে হরণ করেছে বা দগ্ধ করছে বা যা ইচ্ছা তা করছে’?”

“নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।”

“তার কারণ কী?”

“যেহেতু ভন্তে, তা আমাদের আত্ম বা আত্মসম্বন্ধীয় নয়।”

৩. “হে ভিক্ষুগণ, তদ্রূপভাবে ‘চক্ষু’ তোমাদের নয়, তা পরিত্যাগ কর। তা পরিত্যক্ত হলে তোমাদের হিত-সুখের কারণ হবে।” শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্পর্কে ও এইরূপ।

পঞ্চম সূত্র সমাপ্ত।

৬. দ্বিতীয় ‘তোমাদের নয়’ সূত্র

১৩৯.১. “হে ভিক্ষুগণ, যা তোমাদের নয়, তা পরিত্যাগ কর। তা পরিত্যক্ত হলে তোমাদের হিত-সুখের কারণ হবে। হে ভিক্ষুগণ, কি তোমাদের নয়? হে ভিক্ষুগণ, ‘রূপ’ তোমাদের নয়, তা পরিত্যাগ কর। তা পরিত্যক্ত হলে তোমাদের হিত-সুখের কারণ হবে। “শব্দ, গন্ধ, রস, স্প্রষ্টব্য ও ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ।

২. “হে ভিক্ষুগণ, মনে কর, কোনো ব্যক্তি এই জেতবনস্থ তৃণকাষ্ঠ-শাখা-পল্লবকে হরণ করে বা দগ্ধ করে বা যা ইচ্ছা তা করে, তাহলে কি তোমাদের এরূপ মনে হবে—‘সেই ব্যক্তি আমাদেরকে হরণ করেছে বা দগ্ধ করছে বা যা ইচ্ছা তা করছে’?”

“নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।”

“তার কারণ কী?”

“যেহেতু ভন্তে, তা আমাদের আত্ম বা আত্মসম্বন্ধীয় নয়।”

৩. “তদ্রূপভাবে হে ভিক্ষুগণ, ‘রূপ’ তোমাদের নয়, তা পরিত্যাগ কর। তা পরিত্যক্ত হলে তোমাদের হিত-সুখের কারণ হবে।” শব্দ, গন্ধ, রস, স্প্রষ্টব্য ও ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ।

ষষ্ঠ সূত্র সমাপ্ত।

৭. আধ্যাত্মিক অনিত্য হেতু সূত্র

১৪০.১. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু অনিত্য। যে হেতু যে প্রত্যয়ে চক্ষুর উৎপত্তি হয়, তাও (সেই হেতু-প্রত্যয়ও) অনিত্য। হে ভিক্ষুগণ, অনিত্যসম্ভূত (অনিত্য হেতু-প্রত্যয়ে উৎপন্ন) চক্ষু কিরূপে নিত্য হবে! হে ভিক্ষুগণ, শ্রোত্র অনিত্য। যে হেতু যে প্রত্যয়ে শ্রোত্রের উৎপত্তি হয়, তাও অনিত্য। হে ভিক্ষুগণ, অনিত্যসম্ভূত শ্রোত্র কিরূপে নিত্য হবে! হে ভিক্ষুগণ, ঘ্রাণ অনিত্য। যে হেতুতে যে প্রত্যয়ে ঘ্রাণের উৎপত্তি হয়, তা ও অনিত্য। হে ভিক্ষুগণ, অনিত্যসম্ভূত ঘ্রাণ কিরূপে নিত্য হবে! হে ভিক্ষুগণ, জিহ্বা অনিত্য। যে হেতুতে যে প্রত্যয়ে জিহ্বার উৎপত্তি হয়, তা ও অনিত্য। হে ভিক্ষুগণ, অনিত্যসম্ভূত জিহ্বা কিরূপে নিত্য হবে! হে ভিক্ষুগণ, কায় (দেহ) অনিত্য। যে হেতুতে যে প্রত্যয়ে কায়ের উৎপত্তি হয়, তাও অনিত্য। হে ভিক্ষুগণ, অনিত্যসম্ভূত কায় কিরূপে নিত্য হবে! হে ভিক্ষুগণ, মন অনিত্য। যে হেতুতে যে প্রত্যয়ে মনের উৎপত্তি হয়, তাও অনিত্য। হে ভিক্ষুগণ, অনিত্যসম্ভূত মন কিরূপে নিত্য হবে!"

২. "হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে চক্ষুতে নির্বেদ (অনাসক্ত) প্রাপ্ত হন, শ্রোত্রে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণে নির্বেদপ্রাপ্ত হন, জিহ্বায় নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়ে নির্বেদপ্রাপ্ত হন ও মনে নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ প্রাপ্ত হয়ে বিরাগ (রাগমুক্ত) হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞানের সঞ্চার হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, এ জীবনে (আসব ক্ষয়ের জন্য) আর অন্য কর্তব্য নাই।"

সপ্তম সূত্র সমাপ্ত।

৮. আধ্যাত্মিক দুঃখ হেতু সূত্র

১৪১.১. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু দুঃখ। যে হেতুতে যে প্রত্যয়ে চক্ষুর উৎপত্তি হয়, তাও দুঃখ। হে ভিক্ষুগণ, দুঃখসম্ভূত (দুঃখ হতে উৎপন্ন) চক্ষু কিরূপে সুখ হবে! শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন সম্পর্কেও এইরূপ।

২. "হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে চক্ষুতে নির্বেদ (অনাসক্ত) প্রাপ্ত হন, শ্রোত্রে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণে নির্বেদপ্রাপ্ত হন, জিহ্বায় নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়ে নির্বেদপ্রাপ্ত হন ও মনে নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ প্রাপ্ত হয়ে বিরাগ (রাগমুক্ত) হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে

'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞানের সঞ্চার হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, এ জীবনে (আসব ক্ষয়ের জন্য) আর অন্য কর্তব্য নাই।"

অষ্টম সূত্র সমাপ্ত।

৯. আধ্যাত্মিক অনাত্ম হেতু সূত্র

১৪২.১. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু অনাত্ম। যে হেতুতে যে প্রত্যয়ে চক্ষুর উৎপত্তি হয়, তাও অনাত্ম। হে ভিক্ষুগণ, অনাত্মসম্ভূত চক্ষু কিরূপে আত্মা হবে!" শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্পর্কেও এইরূপ।

২. "হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে চক্ষুতে নির্বেদ (অনাসক্ত) প্রাপ্ত হন, শ্রোত্রে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণে নির্বেদপ্রাপ্ত হন, জিহ্বায় নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়ে নির্বেদপ্রাপ্ত হন ও মনে নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ প্রাপ্ত হয়ে বিরাগ (রাগমুক্ত) হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞানের সঞ্চার হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, এ জীবনে (আসব ক্ষয়ের জন্য) আর অন্য কর্তব্য নাই।"

নবম সূত্র সমাপ্ত।

১০. বাহ্যিক অনিত্য হেতু সূত্র

১৪৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, রূপ অনিত্য। যে হেতুতে যে প্রত্যয়ে রূপের উৎপত্তি হয়, তাও অনিত্য। হে ভিক্ষুগণ, অনিত্যসম্ভূত রূপ কিভাবে নিত্য হবে!" শব্দ, গন্ধ, রস, স্প্রষ্টব্য ও ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ।

২. "হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে চক্ষুতে নির্বেদ (অনাসক্ত) প্রাপ্ত হন, শ্রোত্রে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণে নির্বেদপ্রাপ্ত হন, জিহ্বায় নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়ে নির্বেদপ্রাপ্ত হন ও মনে নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ প্রাপ্ত হয়ে বিরাগ (রাগমুক্ত) হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞানের সঞ্চার হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, এ জীবনে (আসব ক্ষয়ের জন্য) আর অন্য কর্তব্য নাই।"

দশম সূত্র সমাপ্ত।

১১. বাহ্যিক দুঃখ হেতু সূত্র

১৪৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, রূপ দুঃখ। যে হেতুতে যে প্রত্যয়ে রূপের উৎপত্তি হয়, তাও দুঃখ। হে ভিক্ষুগণ, দুঃখসম্ভূত রূপ কিভাবে সুখ হবে! শব্দ, গন্ধ, রস, স্প্রষ্টব্য ও ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ।

২. "হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে চক্ষুতে নির্বেদ (অনাসক্ত) প্রাপ্ত হন, শ্রোত্রে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণে নির্বেদপ্রাপ্ত হন, জিহ্বায় নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়ে নির্বেদপ্রাপ্ত হন ও মনে নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ প্রাপ্ত হয়ে বিরাগ (রাগমুক্ত) হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞানের সঞ্চার হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, এ জীবনে (আসব ক্ষয়ের জন্য) আর অন্য কর্তব্য নাই।"

একাদশতম সূত্র সমাপ্ত।

১২. বাহ্যিক অনাত্ম হেতু সূত্র

১৪৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, রূপ অনাত্ম। যে হেতুতে যে প্রত্যয়ে রূপের উৎপত্তি হয় তা ও অনাত্ম। হে ভিক্ষুগণ, অনাত্মসম্ভূত রূপ কিভাবে আত্মা হবে!" শব্দ, গন্ধ, রস, স্প্রষ্টব্য ও ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ।

২. "হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে চক্ষুতে নির্বেদ (অনাসক্ত) প্রাপ্ত হন, শ্রোত্রে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বায় নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়ে নির্বেদপ্রাপ্ত হন ও মনে নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ প্রাপ্ত হয়ে বিরাগ (রাগমুক্ত) হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞানের সঞ্চার হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, এ জীবনে (আসব ক্ষয়ের জন্য) আর অন্য কর্তব্য নাই।"

দ্বাদশতম সূত্র সমাপ্ত।

চতুর্দশতম দেবদহ বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক গাথা :

দেবদহ, ক্ষণ, রূপ আর 'তোমাদের নয়' দ্বিবিধ উক্ত;
ত্রিবিধ হেতু উক্ত, আধ্যাত্মিক আর বাহ্যিক সহ বর্গ উক্ত।

১৫. নতুন-পুরাতন বর্গ

১. কর্মনিরোধ সূত্র

১৪৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, তোমাদেরকে নতুন-পুরাতন কর্মসমূহ, কর্মনিরোধ ও কর্ম নিরোধের উপায় সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর; আমি ভাষণ করছি।"

২. "হে ভিক্ষুগণ, পুরাতন কর্ম কী কী? হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু[১] পুরাতন কর্ম যা অভিসংস্কৃত, সঙ্কল্পিত, বেদনীয়, দর্শনীয়।" শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় এবং মন সম্পর্কেও এইরূপ। "হে ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় পুরাতন কর্ম।"

৩. "হে ভিক্ষুগণ, নতুন কর্ম কী? হে ভিক্ষুগণ, বর্তমানে কায়-বাক্য-মনের দ্বারা যে কর্ম করা হয়, তাকে নতুন কর্ম বলা হয়।"

৪. "হে ভিক্ষুগণ, কর্ম নিরোধ কী? হে ভিক্ষুগণ, কায়কর্ম, বাক্যকর্ম ও মনকর্মের নিরোধে যে বিমুক্তি সাক্ষাৎ হয়, তাকে কর্মনিরোধ বলা হয়।"

৫. "হে ভিক্ষুগণ, কর্ম নিরোধের উপায় কী? এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই কর্ম নিরোধের উপায়। যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব (জীবিকা), সম্যক ব্যায়াম (প্রচেষ্টা), সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি।

হে ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলা হয় কর্ম নিরোধের উপায়।"

৬. "হে ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য, তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয্যাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না, তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

প্রথম সূত্র সমাপ্ত।

২. অনিত্য নির্বাণানুকূল সূত্র

১৪৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, তোমাদেরকে নির্বাণ অনুকূল প্রতিপদা (উপায়) সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর; আমি ভাষণ করছি। হে ভিক্ষুগণ, নির্বাণানুকূল প্রতিপদা কী?"

২. "হে ভিক্ষুগণ, এখানে (এই বুদ্ধশাসনে) ভিক্ষু 'চক্ষু অনিত্য' ইহা

---

[১]। চক্ষু—নিজে পুরাতন নয় কিন্তু ইহা পুরাতন কর্মে উৎপন্ন। (অর্থকথা)

দর্শন করে, 'রূপ অনিত্য' ইহা দর্শন করে, 'চক্ষু-বিজ্ঞান অনিত্য' ইহা দর্শন করে, 'চক্ষু-সংস্পর্শ অনিত্য' ইহা দর্শন করে, 'চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও অনিত্য' ইহা দর্শন করে।" শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্পর্কে ও এইরূপ।" হে ভিক্ষুগণ, ইহাই নির্বাণানুকূল প্রতিপদা।"

দ্বিতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৩. দুঃখ নির্বাণানুকূল সূত্র

১৪৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, তোমাদেরকে নির্বাণানুকূল প্রতিপদা সম্পর্কে দেশনা করব, তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর; আমি ভাষণ করছি। হে ভিক্ষুগণ, নির্বাণানুকূল প্রতিপদা কী?"

২. "হে ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু 'চক্ষু দুঃখ' ইহা দর্শন করে, 'রূপ দুঃখ' ইহা দর্শন করে, 'চক্ষু-বিজ্ঞান দুঃখ' ইহা দর্শন করে, 'চক্ষু-সংস্পর্শ দুঃখ' ইহা দর্শন করে, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও দুঃখ ইহা দর্শন করে।" শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্পর্কেও এইরূপ। "হে ভিক্ষুগণ, ইহাই নির্বাণানুকূল প্রতিপদা (উপায়)।"

তৃতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৪. অনাত্ম নির্বাণানুকূল সূত্র

১৪৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, তোমাদেরকে নির্বাণানুকূল প্রতিপদা সম্পর্কে দেশনা করব, তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর; আমি ভাষণ করছি। হে ভিক্ষুগণ, নির্বাণানুকূল প্রতিপদা কী?"

২. "হে ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু 'চক্ষু অনাত্ম' ইহা দর্শন করে, 'রূপ অনাত্ম' ইহা দর্শন করে, 'চক্ষু-বিজ্ঞান অনাত্ম' ইহা দর্শন করে, 'চক্ষু-সংস্পর্শ অনাত্ম' ইহা দর্শন করে, 'চক্ষু সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও অনাত্ম' ইহা দর্শন করে।" শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্পর্কেও এইরূপ। "হে ভিক্ষুগণ, ইহাই নির্বাণানুকূল প্রতিপদা।"

চতুর্থ সূত্র সমাপ্ত।

৫. নির্বাণানুকূল প্রতিপদা সূত্র

১৫০.১. "হে ভিক্ষুগণ, তোমাদেরকে নির্বাণানুকূল প্রতিপদা সম্পর্কে দেশনা করব, তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর; আমি ভাষণ

করছি। হে ভিক্ষুগণ, নির্বাণানুকূল প্রতিপদা কী?"

২. "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা ইহা কী মনে কর, চক্ষু নিত্য নাকি অনিত্য?"

"অনিত্য ভন্তে।"

"যা অনিত্য, তা দুঃখ নাকি সুখ?"

"দুঃখ, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; 'তা আমার, তা আমি, তা আমার আত্মা' বলে দর্শন করা উচিত কি?"

"নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

৩. রূপ, চক্ষু-বিজ্ঞান, চক্ষু-সংস্পর্শ, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা; শ্রোত্র, শব্দ, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-সংস্পর্শ, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা; ঘ্রাণ, গন্ধ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা; জিহ্বা, রস, জিহ্বা-বিজ্ঞান, জিহ্বা-সংস্পর্শ, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা; কায়, স্প্রষ্টব্য, কায়-বিজ্ঞান, কায়-সংস্পর্শ, কায়-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা; এবং মন, ধর্ম, মনো-বিজ্ঞান, মনো-সংস্পর্শ, মনো-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা সম্বন্ধেও এইরূপ।

৪. "হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে চক্ষুর প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রূপের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। শ্রোত্রের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শব্দের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন; ঘ্রাণের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, গন্ধের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন; জিহ্বার প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রসের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতে ও নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়ের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, স্প্রষ্টব্যের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত

হন, কায়-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন; মনের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ধর্মের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ হতে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন। বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে (আসবক্ষয়ের নিমিত্ত) আর অপর কর্তব্য নাই।"

৫. হে ভিক্ষুগণ, ইহাই নির্বাণানুকূল প্রতিপদা।

পঞ্চম সূত্র সমাপ্ত।

৬. অন্তেবাসী সূত্র

১৫১.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই অন্তেবাসীহীন আচার্যহীন ব্রহ্মচর্য আচরিত হয়। ভিক্ষুগণ, সঅন্তেবাসী, সআচার্য ভিক্ষু দুঃখে অশান্তিতে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, অন্তেবাসীহীন আচার্যহীন ভিক্ষু সুখে-শান্তিতে অবস্থান করে। সঅন্তেবাসী সআচার্য ভিক্ষু কিরূপে দুঃখে অশান্তিতে অবস্থান করে?"

২. "হে ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে পাপ অকুশলধর্ম সংযোজনীয় সংকল্পসমূহ উৎপন্ন করে। সেগুলো তার অন্তরে বাস করে, পাপ অকুশলধর্মসমূহ তার ভিতরে বাস করে। সে কারণে সঅন্তেবাসী কথিত হয়। সেগুলো তাকে বেষ্টন করে, সেই পাপ অকুশলধর্মসমূহ তাকে পরিবেষ্টন করে। সে কারণে সআচার্য কথিত হয়।" শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে, ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে, জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করে, কায় দ্বারা স্প্রষ্টব্য স্পর্শ করে ও মন দ্বারা ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ভিক্ষু পাপ অকুশলধর্ম সংযোজনীয় সংকল্প উৎপন্ন করে। সেগুলো তার অন্তরে বাস করে, পাপ অকুশলধর্মসমূহ তার ভিতরে বাস করে। সে কারণে সঅন্তেবাসী কথিত হয়। সেগুলো তাকে বেষ্টন করে, সেই পাপ অকুশলধর্মসমূহ তাকে পরিবেষ্টন করে। সে কারণে সআচার্য কথিত হয়। হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই সঅন্তেবাসী সআচার্য ভিক্ষু দুঃখে অশান্তিতে অবস্থান করে।"

৩. "হে ভিক্ষুগণ, কিভাবে অন্তেবাসীহীন আচার্যহীন ভিক্ষু সুখে-শান্তিতে অবস্থান করে? হে ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে পাপ অকুশলধর্ম সংযোজনীয় সংকল্পসমূহ উৎপন্ন করেন না। সেগুলো তার অন্তরে

বাস করে না, পাপ অকুশলধর্মসমূহ তার ভিতরে বাস করে না। সে কারণে অন্তেবাসীহীন কথিত হয়। সেগুলো তাকে বেষ্টন করে না, সেই পাপ অকুশলধর্মসমূহ তাকে পরিবেষ্টন করে না। সে কারণে আচার্যহীন কথিত হয়।" শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে, ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে, জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করে, কায় দ্বারা স্প্রষ্টব্য স্পর্শ করে ও মন দ্বারা ধর্ম জ্ঞাত হয়েও এইরূপ। "হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই অন্তেবাসীহীন আচার্যহীন ভিক্ষু সুখে-শান্তিতে অবস্থান করে।"

ষষ্ঠ সূত্র সমাপ্ত।

৭. 'ব্রহ্মচর্যের উদ্দেশ্য কী' সূত্র

১৫২.১. "হে ভিক্ষুগণ, যদি অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ তোমাদেরকে এরূপ প্রশ্ন (জিজ্ঞেস) করে—'বন্ধুগণ, কী উদ্দেশ্যে শ্রমণ[১] গৌতমের[২] অধীনে (তোমাদের) ব্রহ্মচর্য আচরিত হয়?' হে ভিক্ষুগণ, এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে তোমরা অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণকে এরূপ উত্তর প্রদান করবে, 'বন্ধুগণ, দুঃখ সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের জন্যই ভগবানের অধীনে আমাদের ব্রহ্মচর্য আচরিত হয়।'

২. "হে ভিক্ষুগণ, যদি অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ কর্তৃক তোমরা এরূপ জিজ্ঞাসিত হও—'আবুসো (বন্ধুগণ)' যেই দুঃখ পরিজ্ঞাত হবার জন্য শ্রমণ গৌতমের অধীনে (আপনাদের) ব্রহ্মচর্য আচরিত হয়, সেই দুঃখ কী কী?' হে ভিক্ষুগণ, এরূপে জিজ্ঞাসিত হয়ে তোমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণকে এভাবে উত্তর প্রদান করবে, 'আবুসো (বন্ধুগণ), চক্ষু দুঃখ; ইহা পরিজ্ঞাত হবার জন্য ভগবানের অধীনে আমাদের ব্রহ্মচর্য আচরিত হয়। রূপ দুঃখ, ইহা পরিজ্ঞাত হবার জন্য ভগবানের অধীনে আমাদের ব্রহ্মচর্য আচরিত হয়। চক্ষু-বিজ্ঞান দুঃখ, ইহা পরিজ্ঞাত হবার জন্য ভগবানের অধীনে আমাদের ব্রহ্মচর্য আচরিত হয়। চক্ষু-সংস্পর্শ দুঃখ; ইহা পরিজ্ঞাত হবার জন্য ভগবানের অধীনে আমাদের ব্রহ্মচর্য আচরিত হয়। চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা দুঃখ; ইহা পরিজ্ঞাত হবার জন্য ভগবানের অধীনে আমাদের ব্রহ্মচর্য আচরিত হয়'।" শ্রোত্রাদি, ঘ্রাণাদি, জিহ্বাদি, কায়াদি ও মনাদি সম্বন্ধেও এইরূপ।

"হে ভিক্ষুগণ, এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে তোমরা সেই অন্যতীর্থিয়

---

[১]। যাঁর পাপ শমিত (প্রশমিত, বিনাশিত) হয়েছে তিনি শ্রমণ। এ স্থলে ভগবান।

[২]। গৌতমগোত্রে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে তিনি শ্রেষ্ঠার্থে গৌতম।

পরিব্রাজকগণকে এভাবে উত্তর প্রদান করবে।"

সপ্তম সূত্র সমাপ্ত।

৮. আছে কি পর্যায় সূত্র

১৫৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, এমন পর্যায় আছে কি, যে পর্যায় অনুসরণ করে ভিক্ষু শ্রদ্ধা[১] (এ স্থলে অন্ধ বিশ্বাস) রুচি[২] (ঝোঁক), জনশ্রুতি[৩], অবস্থা পরিবিতর্ক[৪] ও মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ধর্মে তিতিক্ষা[৫] হতে পৃথক হয়ে এভাবে অর্হত্ত্ব ঘোষণা করেন—'জন্মবীজ ক্ষীণ (ক্ষয়) হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত ও করণীয় কর্তব্য সমাপ্ত হয়েছে, এ জীবনে (আসবক্ষয়ের জন্য আমার) আর অপর কর্তব্য নাই?' "ভন্তে, ধর্ম ভগবৎমূলক, ভগবৎপ্রবণ, ভগবৎশরণ। এ ভাষিতের অর্থ ভগবানেরই প্রতিভাত হোক (অর্থাৎ ভগবানই ভাষণ করুন)। ভগবানের মুখে শুনে ভিক্ষুরা ধারণ করবেন।" "তাহলে হে ভিক্ষুগণ, শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর; আমি ভাষণ করছি"। "হ্যাঁ ভন্তে," বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানালেন। ভগবান বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, এমন পর্যায় আছে যে পর্যায় অনুসরণ করে ভিক্ষু শ্রদ্ধা (এ স্থলে অন্ধ বিশ্বাস), রুচি (ঝোঁক), জনশ্রুতি, অবস্থা পরিবিতর্ক ও মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ধর্মে তিতিক্ষা হতে পৃথক হয়ে এভাবে অর্হত্ত্ব ঘোষণা করেন—'জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত ও করণীয় কর্তব্য সমাপ্ত হয়েছে, এ জীবনে (আসবক্ষয়ের জন্য) আর অপর কর্তব্য নাই।' হে ভিক্ষুগণ, সেই পর্যায় কি, যে পর্যায় অনুসরণ করে ভিক্ষু শ্রদ্ধা (অন্ধবিশ্বাস), রুচি (ঝোঁক), জনশ্রুতি, অবস্থা পরিবিতর্ক ও মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ধর্মে তিতিক্ষা হতে পৃথক হয়ে এভাবে অর্হত্ত্ব ঘোষণা করে—'জন্মবীজ ক্ষয় হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কর্তব্য কৃত হয়েছে, এ জীবনে (আসবক্ষয়ের জন্য) অপর কর্তব্য নাই'?"

---

[১]। কেহ পরকে বিশ্বাস করে 'ইনি যা বলেন তা সত্য' এভাবে গ্রহণ করে।

[২]। বসে চিন্তা করতে করতে কারো যে বিষয় রুচিকর হয়, সে তা আছে বলে রুচি দ্বারা গ্রহণ করে।

[৩]। চিরকাল হতে ইহা জনশ্রুতি আছে, সুতরাং 'ইহা সত্য' বলে শ্রুতিদ্বারা গ্রহণ করে।

[৪]। কারো ক্ষেত্রে তর্ক-বিতর্ক করতে করতে কোনো বিষয় প্রতিভাত হয়ে, সে ইহা আছে বলে অবস্থা পরিবিতর্ক (আকার পরিকল্পনায়) দ্বারা গ্রহণ করে।

[৫]। কারো ক্ষেত্রে চিন্তা করা সময় এক ভ্রান্ত ধারণা জন্মে, সেই বিষয় বার বার চিন্তা করে যা তার পছন্দ হয় 'তা আছে বলে' সে মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ধর্মে তিতিক্ষা দ্বারা (দৃষ্টি-নিধ্যান ক্ষান্তি দ্বারা) গ্রহণ করে। (অর্থকথা)

৩. "হে ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে অন্তরে রাগ-দ্বেষ-মোহ থাকলে, 'আমার ভিতর রাগ-দ্বেষ-মোহ আছে' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন, অন্তরে রাগ-দ্বেষ-মোহ না থাকলে 'আমার ভিতর রাগ-দ্বেষ-মোহ নেই' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যে চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে অন্তরে (ভিতরে) রাগ-দ্বেষ-মোহ থাকলে 'আমার ভিতর রাগ-দ্বেষ-মোহ আছে' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন, ভিতরে রাগ-দ্বেষ-মোহ না থাকলে 'আমার ভিতর রাগ-দ্বেষ-মোহ নেই' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন, হে ভিক্ষুগণ, এই ধর্ম কি বিশ্বাস দ্বারা বা রুচি দ্বারা বা জনশ্রুতি দ্বারা বা অবস্থা পরিবিতর্ক দ্বারা বা মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ধর্মে তিতিক্ষা দ্বারা জ্ঞাতব্য?"

"নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

"হে ভিক্ষুগণ, এই ধর্মসমূহ প্রজ্ঞাদ্বারা দর্শন করে জ্ঞাতব্য নয় কি?"

"হ্যাঁ, ভন্তে।"

৪. "হে ভিক্ষুগণ, ইহাই পর্যায় যে পর্যায় অনুসরণ করে ভিক্ষু শ্রদ্ধা (অন্ধবিশ্বাস), রুচি (ঝোঁক), জনশ্রুতি, অবস্থা পরিবিতর্ক ও মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ধর্মে তিতিক্ষা হতে পৃথক হয়ে এভাবে অর্হত্ত্ব ঘোষণা করে—'জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে, এ জীবনে (আসবক্ষয়ের জন্য) আর অপর কর্তব্য নাই।'" শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় এবং মন সম্পর্কেও এইরূপ।

অষ্টম সূত্র সমাপ্ত।

৯. ইন্দ্রিয়সম্পন্ন সূত্র

১৫৪.১. অতঃপর একজন ভিক্ষু যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, 'ইন্দ্রিয়সম্পন্ন, ইন্দ্রিয়সম্পন্ন' বলে কথিত হয়। ভন্তে, কী প্রকারে ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হয়?"

২. "যদি ভিক্ষু চক্ষু-ইন্দ্রিয়ে উদয়-ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন, তিনি চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের প্রতি নির্লিপ্ত (নির্বেদ প্রাপ্ত) হন। যদি ভিক্ষু শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়ে উদয়-ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন, তিনি শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়ের প্রতি নির্লিপ্ত হন। যদি ভিক্ষু ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়ে উদয়-ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন, তিনি ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়ের প্রতি নির্লিপ্ত হন। যদি ভিক্ষু জিহ্বা-ইন্দ্রিয়ে উদয়-ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন, তিনি জিহ্বা-ইন্দ্রিয়ের প্রতি নির্লিপ্ত হন। যদি ভিক্ষু কায়-ইন্দ্রিয়ে উদয়-ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন, তিনি কায়-ইন্দ্রিয়ে

নির্লিপ্ত হন, যদি ভিক্ষু মনো-ইন্দ্রিয়ে উদয়-ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন, তিনি মন ইন্দ্রিয়ের প্রতি নির্লিপ্ত হন। নির্লিপ্ত হলে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্ত হলে বিমুক্ত হয়েছি বলে জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানেন-'জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত ও করণীয় কর্তব্য কৃত হয়েছে। এ জীবনে (আসবক্ষয়ের জন্য) আর অন্য কর্তব্য নাই।' হে ভিক্ষু, এভাবেই ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হয়।"

নবম সূত্র সমাপ্ত।

১০. ধর্মকথিক-প্রশ্ন সূত্র

১৫৫.১. অতঃপর একজন ভিক্ষু যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, 'ধর্মকথিক, ধর্মকথিক' বলে কথিত হয়। ভন্তে, কী প্রকারে ধর্মকথিক হয়?"

২. "যদি ভিক্ষু চক্ষুর নির্বেদের জন্য, বিরাগের জন্য, নিরোধের জন্য ধর্মদেশনা করেন, তাহলে তিনি যথার্থই ধর্মকথিক ভিক্ষু বলে কথিত হন। যদি ভিক্ষু চক্ষুর নির্বেদের জন্য, বিরাগের জন্য, নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন[১], তাহলে তিনি যথার্থই ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন ভিক্ষু বলে কথিত হন। যদি ভিক্ষু চক্ষুর নির্বেদ হেতু, বিরাগ হেতু, নিরোধ হেতু, উপাদানহীন বিমুক্ত হন, তাহলে তিনি যথার্থই 'প্রত্যক্ষজীবনে (দৃষ্টধর্মে) নির্বাণ প্রাপ্ত ভিক্ষু' বলে কথিত হন।" শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্পর্কেও এইরূপ।

দশম সূত্র সমাপ্ত।

নতুন পুরাতন বর্গ পঞ্চদশতম সমাপ্ত।

স্মারক গাথা :

কর্ম, চারি সপ্রায়, অন্তেবাসী, কী উদ্দেশ্যে হলো যুক্ত;
আছে কি পর্যায়, ইন্দ্রিয় আর কথিক মিলে বর্গ হলো উক্ত।

স্মারক গাথা :

যোগক্ষেমী, লোক, গৃহপতি আর দেবদহ;
নতুন পুরাতন সহ পঞ্চাশ, এভাবে তৃতীয় বর্গ উক্ত হলো।

---

[১]। অনুশীলনে আত্মনিয়োগকারী হন।

১৬. নন্দিক্ষয় বর্গ

১. অধ্যাত্ম নন্দিক্ষয় সূত্র

১৫৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু অনিত্য চক্ষুকে অনিত্যরূপে দর্শন করেন, তার সেই দর্শনই হয় সম্যক দৃষ্টি। সম্যকরূপে দর্শন হেতু নির্বেদ (নির্লিপ্ত) প্রাপ্ত হন। নন্দিক্ষয়ে রাগক্ষয় হয়; রাগক্ষয়ে নন্দি ক্ষয় হয়। নন্দিরাগ ক্ষয়ে চিত্ত সুবিমুক্ত[১] বলে কথিত হয়।"

২. "ভিক্ষু অনিত্য শ্রোত্রকে, অনিত্য ঘ্রাণকে, অনিত্য জিহ্বাকে, অনিত্য কায়কে ও অনিত্য মনকে অনিত্যরূপে দর্শন করেন, তার সেই দর্শনই হয় সম্যক দৃষ্টি। সম্যকরূপে দর্শন হেতু নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নন্দিক্ষয়ে রাগ ক্ষয় হয়; রাগক্ষয়ে নন্দিক্ষয় হয়। নন্দিরাগ ক্ষয়ে চিত্ত সুবিমুক্ত বলে কথিত হয়।"

প্রথম সূত্র সমাপ্ত।

২. বাহ্যিক নন্দিক্ষয় সূত্র

১৫৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু অনিত্য রূপকে অনিত্যভাবে দর্শন করেন, তার সেই দর্শনই হয় সম্যক দৃষ্টি। সম্যকরূপে দর্শন হেতু নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নন্দিক্ষয়ে রাগ ক্ষয় হয়; রাগক্ষয়ে নন্দিক্ষয় হয়। নন্দিরাগ ক্ষয়ে চিত্ত সুবিমুক্ত বলে কথিত হয়।"

২. "ভিক্ষু অনিত্য শব্দকে, অনিত্য গন্ধকে, অনিত্য রসকে, অনিত্য স্প্রষ্টব্যকে ও অনিত্য ধর্মকে অনিত্যরূপে দর্শন করেন, তার সেই দর্শনই হয় সম্যক দৃষ্টি। সম্যকরূপে দর্শন হেতু নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নন্দিক্ষয়ে রাগ ক্ষয় হয়; রাগক্ষয়ে নন্দিক্ষয় হয়। নন্দিরাগ ক্ষয়ে চিত্ত সুবিমুক্ত বলে কথিত হয়।"

দ্বিতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৩. অধ্যাত্ম-অনিত্য নন্দিক্ষয় সূত্র

১৫৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষুতে জ্ঞানপূর্বক মনোনিবেশ কর এবং চক্ষুর অনিত্যতাকে যথাযথভাবে সম্যক জ্ঞানে দর্শন কর। হে ভিক্ষুগণ, চক্ষুতে জ্ঞানপূর্বক মনোনিবেশরত ও চক্ষুর অনিত্যতাকে যথাযথভাবে সম্যক জ্ঞানে দর্শনরত ভিক্ষু চক্ষুতে নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নন্দিক্ষয়ে রাগক্ষয় হয়; রাগক্ষয়ে নন্দিক্ষয় হয়। নন্দিরাগ ক্ষয়ে চিত্ত সুবিমুক্ত বলে কথিত হয়।" শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্পর্কেও এইরূপ।

তৃতীয় সূত্র সমাপ্ত।

---

[১]। অরহত্ব ফলবিমুক্তি বশে সুষ্ঠুরূপে (উত্তমরূপে) বিমুক্ত। (অর্থকথা)

৪. বাহির-অনিত্য নন্দিক্ষয় সূত্র

১৫৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, রূপে জ্ঞানপূর্বক মনোনিবেশ কর এবং রূপের অনিত্যতাকে যথাযথভাবে সম্যক জ্ঞানে দর্শন কর। হে ভিক্ষুগণ, রূপে জ্ঞানপূর্বক মনোনিবেশরত ও রূপের অনিত্যতাকে যথাযথভাবে দর্শনরত ভিক্ষু রূপে নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নন্দিক্ষয়ে রাগক্ষয় হয়; রাগক্ষয়ে নন্দিক্ষয় হয়। নন্দিরাগ ক্ষয়ে চিত্ত সুবিমুক্ত বলে কথিত হয়।" শব্দ, গন্ধ, রস, স্প্রষ্টব্য ও ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ।

চতুর্থ সূত্র সমাপ্ত।

৫. জীবকাম্রবন সমাধি সূত্র

১৬০.১. আমি এইরূপ শুনেছি, এক সময় ভগবান রাজগৃহের জীবকাম্রবনে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, 'হে ভিক্ষুগণ', 'হ্যাঁ ভদন্ত' বলে সেই ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে তাঁদের সম্মতি জানালেন। ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, সমাধি ভাবনা (অনুশীলন) কর। ভিক্ষুগণ, সমাহিত ভিক্ষুর যথাযথভাবে জ্ঞানদৃষ্টিতে (প্রজ্ঞায়) উপলব্ধি হয়। যথাযথভাবে জ্ঞানদৃষ্টিতে (প্রজ্ঞায়) কি উপলব্ধি হয়?"

২. 'চক্ষু অনিত্য' ইহা যথাযথভাবে জ্ঞানদৃষ্টিতে উপলব্ধি হয়, 'রূপ অনিত্য' ইহা যথাযথভাবে জ্ঞানদৃষ্টিতে উপলব্ধি হয়, 'চক্ষু-বিজ্ঞান অনিত্য' ইহা যথাযথভাবে জ্ঞানদৃষ্টিতে উপলব্ধি হয়। 'চক্ষু-সংস্পর্শ অনিত্য' ইহা যথাযথভাবে জ্ঞানদৃষ্টিতে উপলব্ধি হয়, 'চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও অনিত্য' ইহা যথাযথভাবে জ্ঞানদৃষ্টিতে উপলব্ধি হয়।' শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় এবং মন সম্পর্কেও এইরূপ।

৩. হে ভিক্ষুগণ, সমাধি ভাবনা কর। ভিক্ষুগণ, সমাহিত ভিক্ষুর যথাযথভাবে জ্ঞানদৃষ্টিতে (প্রজ্ঞায়) উপলব্ধি হয়।

পঞ্চম সূত্র সমাপ্ত।

৬. জীবকাম্রবন নির্জনতা সূত্র

১৬১.১. আমি এরূপ শুনেছি, এক সময় ভগবান রাজগৃহের জীবকাম্রবনে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, 'হে ভিক্ষুগণ,' 'হ্যাঁ ভদন্ত' বলে সেই ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে তাদের সম্মতি

জানালেন। ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, নির্জনে সাধনায় আত্মনিয়োগ কর। ভিক্ষুগণ, নির্জনে সাধনায় আত্মনিয়োগকারী ভিক্ষুর যথাযথভাবে জ্ঞানদৃষ্টিতে (প্রজ্ঞায়) উপলব্ধি হয়। যথাযথভাবে জ্ঞানদৃষ্টিতে কি উপলব্ধি হয়?"

২. 'চক্ষু অনিত্য' ইহা যথাযথভাবে জ্ঞানদৃষ্টিতে উপলব্ধি হয়, 'রূপ অনিত্য' ইহা যথাযথভাবে জ্ঞানদৃষ্টিতে উপলব্ধি হয়, 'চক্ষু-বিজ্ঞান অনিত্য' ইহা যথাযথভাবে জ্ঞানদৃষ্টিতে উপলব্ধি হয়। 'চক্ষু-সংস্পর্শ অনিত্য' ইহা যথাযথভাবে জ্ঞানদৃষ্টিতে উপলব্ধি হয়, 'চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও অনিত্য' ইহা যথাযথভাবে জ্ঞানদৃষ্টিতে উপলব্ধি হয়।' শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় এবং মন সম্পর্কেও এইরূপ।

৩. "হে ভিক্ষুগণ, নির্জনে সাধনায় আত্মনিয়োগ কর। নির্জনে সাধনায় আত্মনিয়োগকারী ভিক্ষুর যথাযথভাবে জ্ঞানদৃষ্টিতে (প্রজ্ঞায়) উপলব্ধি হয়।"

ষষ্ঠ সূত্র সমাপ্ত।

৭. কোট্‌ঠিক-অনিত্য সূত্র

১৬২.১. অতঃপর আয়ুষ্মান মহাকোট্‌ঠিক যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান মহাকোট্‌ঠিক ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, আমার পক্ষে উত্তম (মঙ্গল) হবে ভগবান আমাকে সংক্ষিপ্তভাবে ধর্মদেশনা করুন, যাতে আমি ভগবানের ধর্ম শ্রবণ করে একাকী, বিচ্ছিন্ন, অপ্রমত্ত, বীর্যবান, ধ্যাননিবিষ্ট হয়ে (নির্বাণগত চিত্তে) অবস্থান করতে পারি।"

২. "হে কোট্‌ঠিক, যা অনিত্য; তাতে তোমার ছন্দ (কামনা) পরিত্যাগ করা উচিত। কোট্‌ঠিক, অনিত্য কী কী, যাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত?"

৩. "হে কোট্‌ঠিক, চক্ষু অনিত্য, তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত। রূপ অনিত্য, তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত। চক্ষু-বিজ্ঞান অনিত্য, তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত। চক্ষু-সংস্পর্শ অনিত্য, তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত। চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও অনিত্য; তাতেও তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত।" শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্পর্কেও

এইরূপ।

"হে কোট্‌ঠিক, যা অনিত্য, তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত।"

সপ্তম সূত্র সমাপ্ত।

৮. কোট্‌ঠিক-দুঃখ সূত্র

১৬৩.১. অতঃপর আয়ুষ্মান মহাকোট্‌ঠিক যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান মহাকোট্‌ঠিক ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, আমার পক্ষে উত্তম (মঙ্গল) হবে, ভগবান আমাকে সংক্ষিপ্তভাবে ধর্মদেশনা করুন, যাতে আমি ভগবানের ধর্ম শ্রবণ করে একাকী, বিচ্ছিন্ন, অপ্রমত্ত, বীর্যবান, ধ্যাননিবিষ্ট হয়ে (নির্বাণগত চিত্তে) অবস্থান করতে পারি।"

২. "হে কোট্‌ঠিক, যা দুঃখ, তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত। হে কোট্‌ঠিক, দুঃখ কী কী, যাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত?"

৩. "হে কোট্‌ঠিক, চক্ষু দুঃখ, তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত। রূপ দুঃখ, তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত। চক্ষু-বিজ্ঞান দুঃখ, তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত। চক্ষু-সংস্পর্শ দুঃখ, তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত। চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও দুঃখ, তাতেও তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত।" শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্পর্কেও এইরূপ।

"হে কোট্‌ঠিক, যা দুঃখ, তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত।"

অষ্টম সূত্র সমাপ্ত।

৯. কোট্‌ঠিক-অনাত্ম সূত্র

১৬৪.১. অতঃপর আয়ুষ্মান মহাকোট্‌ঠিক যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান মহাকোট্‌ঠিক ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, আমার পক্ষে উত্তম (মঙ্গল) হবে, ভগবান আমাকে সংক্ষিপ্তভাবে ধর্মদেশনা করুন; যাতে আমি ভগবানের ধর্ম শ্রবণ করে একাকী, বিচ্ছিন্ন, অপ্রমত্ত, বীর্যবান, ধ্যাননিবিষ্ট হয়ে (নির্বাণগত চিত্তে) অবস্থান করতে পারি।"

২. হে কোট্‌ঠিক, যা অনাত্ম, তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত।

হে কোট্ঠিক, অনাত্ম কী কী, যাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত?"

৩. হে কোট্ঠিক, চক্ষু অনাত্ম, তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত। রূপ অনাত্ম, তাতে তোমার ছন্দ (কামনা) পরিত্যাগ করা উচিত। চক্ষু-বিজ্ঞান অনাত্ম, তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত। চক্ষু-সংস্পর্শ অনাত্ম, তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত। চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও অনাত্ম, তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত"। শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্পর্কেও এইরূপ।

"হে কোট্ঠিক, যা অনাত্ম, তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত।"

নবম সূত্র সমাপ্ত।

১০. মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ সূত্র

১৬৫.১. অতঃপর একজন ভিক্ষু যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, কিভাবে জ্ঞাত হলে, কিভাবে দর্শন করলে মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ হয়?"

২. "হে ভিক্ষু, চক্ষুকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ হয়। রূপকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ হয়। চক্ষু-বিজ্ঞানকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ হয়। চক্ষু সংস্পর্শকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ হয়। চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাকেও অনিত্যরূপে দর্শন করলে ও জ্ঞাত হলে মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ হয়।" শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্পর্কে ও এইরূপ।

"হে ভিক্ষু, এরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ হয়।"

দশম সূত্র সমাপ্ত।

১১. সৎকায়দৃষ্টি পরিত্যাগ সূত্র

১৬৬.১. অতঃপর একজন ভিক্ষু যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, কিভাবে জ্ঞাত হলে, কিভাবে দর্শন করলে সৎকায়দৃষ্টি পরিত্যাগ হয়?"

২. "হে ভিক্ষু, চক্ষুকে দুঃখরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সৎকায়দৃষ্টি পরিত্যাগ হয়। রূপকে দুঃখরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সৎকায়দৃষ্টি পরিত্যাগ হয়। চক্ষু-বিজ্ঞানকে দুঃখরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সৎকায়দৃষ্টি পরিত্যাগ হয়। চক্ষু-সংস্পর্শকে দুঃখরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সৎকায়দৃষ্টি পরিত্যাগ হয়। চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনাকে দুঃখরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সৎকায়দৃষ্টি পরিত্যাগ হয়।" শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্পর্কেও এইরূপ।

"হে ভিক্ষু, এভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে সৎকায়দৃষ্টি প্রহীন হয়।"

একাদশতম সূত্র সমাপ্ত।

১২. আত্মানুদৃষ্টি পরিত্যাগ সূত্র

১৬৭.১. অতঃপর একজন ভিক্ষু যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, কিভাবে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আত্মানুদৃষ্টি পরিত্যাগ হয়?"

২. "হে ভিক্ষু, চক্ষুকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আত্মানুদৃষ্টি পরিত্যাগ হয়। রূপকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আত্মানুদৃষ্টি পরিত্যাগ হয়। চক্ষু-বিজ্ঞানকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আত্মানুদৃষ্টি পরিত্যাগ হয়। চক্ষু-সংস্পর্শকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আত্মানুদৃষ্টি পরিত্যাগ হয়। চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ বা অসুখ-অদুঃখ-বেদনাকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে আত্মানুদৃষ্টি পরিত্যাগ হয়।" শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় এবং মন সম্পর্কেও এইরূপ।

দ্বাদশতম সূত্র সমাপ্ত।

ষোড়শতম নন্দিক্ষয় বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক গাথা :

চারি প্রকার নন্দিক্ষয় আর জীবকাম্রবনে দুই সূত্র,
কোট্‌ঠিকে তিন উক্ত, মিথ্যা, সৎকায় ও আত্মানুদৃষ্টি হলো উক্ত।

১৭. ষাট সারাংশ বর্গ

১. অধ্যাত্ম-অনিত্য ছন্দাদি সূত্র

১৬৮-১৭০. "হে ভিক্ষুগণ, যা অনিত্য, তাতে তোমাদের, ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ পরিত্যাগ করা উচিত। ভিক্ষুগণ, অনিত্য কী কী? হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু

অনিত্য, তাতে তোমাদের ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ পরিত্যাগ করা উচিত। শ্রোত্র অনিত্য, তাতে তোমাদের ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ পরিত্যাগ করা উচিত। ঘ্রাণ অনিত্য, তাতে তোমাদের ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ পরিত্যাগ করা উচিত। জিহ্বা অনিত্য, তাতে তোমাদের ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ পরিত্যাগ করা উচিত। কায় অনিত্য, তাতে তোমাদের ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ পরিত্যাগ করা উচিত। মন অনিত্য, তাতে তোমাদের ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ পরিত্যাগ করা উচিত। হে ভিক্ষুগণ, যা অনিত্য, তাতে তোমাদের ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ পরিত্যাগ করা উচিত।”

২. অধ্যাত্ম-দুঃখ ছন্দাদি সূত্র

১৭১-১৭৩. “হে ভিক্ষুগণ, যা দুঃখ, তাতে তোমাদের ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ পরিত্যাগ করা উচিত। ভিক্ষুগণ, দুঃখ কী কী? হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু দুঃখ, শ্রোত্র দুঃখ, ঘ্রাণ দুঃখ, জিহ্বা দুঃখ, কায় দুঃখ, মন দুঃখ; তাতে তোমাদের ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ পরিত্যাগ করা উচিত।”

৩. অধ্যাত্ম-অনাত্ম ছন্দাদি সূত্র

১৭৪-১৭৬. “হে ভিক্ষুগণ, যা অনাত্ম, তাতে তোমাদের ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ পরিত্যাগ করা উচিত। ভিক্ষুগণ, অনাত্ম কী কী? হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন অনাত্ম; তাতে তোমাদের ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ পরিত্যাগ করা উচিত।”

৪. বাহির-অনিত্যাদি ছন্দাদি সূত্র

১৭৭-১৮৫. “হে ভিক্ষুগণ, যা অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম; তাতে তোমাদের ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ পরিত্যাগ করা উচিত। ভিক্ষুগণ, অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম কী কী? হে ভিক্ষুগণ, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্প্রষ্টব্য ও ধর্ম অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম; তাতে তোমাদের ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ পরিত্যাগ করা উচিত।”

৫. অধ্যাত্ম-অতীতাদি অনিত্যাদি সূত্র

১৮৬-১৯৪. ১. “হে ভিক্ষুগণ, অতীত-অনাগত-বর্তমান চক্ষু অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। অতীত-অনাগত-বর্তমান শ্রোত্র অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। অতীত-অনাগত-বর্তমান ঘ্রাণ অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। অতীত-অনাগত-বর্তমান জিহ্বা অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। অতীত-অনাগত-বর্তমান কায় অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। অতীত-অনাগত-বর্তমান মন অনিত্য, দুঃখ ও

অনাত্ম।"

২. "হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে চক্ষুতে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্রে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণে নির্বেদপ্রাপ্ত হন, জিহ্বায় নির্বেদপ্রাপ্ত হন, কায়ে নির্বেদ প্রাপ্ত হন ও মনে নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ প্রাপ্ত হয়ে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞানের উদয় হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, এ জীবনে (আসবক্ষয়ের জন্য) আর অন্য কর্তব্য নাই।"

৬. বাহির-অতীতাদি অনিত্যাদি সূত্র

১৯৫-২০৩. ১. "হে ভিক্ষুগণ, অতীত-অনাগত-বর্তমান রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্প্রষ্টব্য ও ধর্ম অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম।"

২. "হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত (নির্লিপ্ত) হন, শব্দে নির্বেদপ্রাপ্ত হন, গন্ধে নির্বেদপ্রাপ্ত হন, রসে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, স্প্রষ্টব্যে নির্বেদ প্রাপ্ত হন ও ধর্মে নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ প্রাপ্ত হয়ে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, এ জীবনে (আসবক্ষয়ের জন্যে) আর অন্য কর্তব্য নাই।'"

৭. অধ্যাত্ম অতীতাদি যা অনিত্য সূত্র

২০৪-২০৬. ১. "হে ভিক্ষুগণ, অতীত-অনাগত-বর্তমান চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখ, যা দুঃখ তা অনাত্ম; যা অনাত্ম 'তা আমার নয়, তা আমি নই, তা আমার আত্মা নয়' এরূপে বিষয়টি যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় দর্শন করা উচিত।

২. "হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত (নির্লিপ্ত) হন, শব্দে নির্বেদপ্রাপ্ত হন, গন্ধে নির্বেদপ্রাপ্ত হন, রসে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, স্প্রষ্টব্যে নির্বেদ প্রাপ্ত হন ও ধর্মে নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ প্রাপ্ত হয়ে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, এ জীবনে (আসবক্ষয়ের জন্যে) আর অন্য কর্তব্য নাই।'"

৮. অধ্যাত্ম অতীতাদি যা দুঃখ সূত্র

২০৭-২০৯. ১. "হে ভিক্ষুগণ, অতীত-অনাগত-বর্তমান চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন দুঃখ; যা দুঃখ তা অনাত্ম; যা অনাত্ম 'তা আমার নয়, তা আমি নই, তা আমার আত্মা নয়' এরূপে বিষয়টি যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় দর্শন করা উচিত।"

২. "হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত (নির্লিপ্ত) হন, শব্দে নির্বেদপ্রাপ্ত হন, গন্ধে নির্বেদপ্রাপ্ত হন, রসে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, স্প্রষ্টব্যে নির্বেদ প্রাপ্ত হন ও ধর্মে নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ প্রাপ্ত হয়ে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, এ জীবনে (আসবক্ষয়ের জন্যে) আর অন্য কর্তব্য নাই।'"

৯. অধ্যাত্ম-অতীতাদি যা অনাত্ম সূত্র

২১০-২১২. ১. "হে ভিক্ষুগণ, অতীত-অনাগত-বর্তমান চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন অনাত্ম; যা অনাত্ম 'তা আমার নয়, তা আমি নই, তা আমার আত্মা নয়', এরূপে বিষয়টি যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় দর্শন করা উচিত।"

২. "হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত (নির্লিপ্ত) হন, শব্দে নির্বেদপ্রাপ্ত হন, গন্ধে নির্বেদপ্রাপ্ত হন, রসে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, স্প্রষ্টব্যে নির্বেদ প্রাপ্ত হন ও ধর্মে নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ প্রাপ্ত হয়ে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, এ জীবনে (আসবক্ষয়ের জন্যে) আর অন্য কর্তব্য নাই।'"

১০. বাহির-অতীতাদি যা অনিত্য সূত্র

২১৩-২১৫. ১. "হে ভিক্ষুগণ, অতীত-অনাগত-বর্তমান রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্প্রষ্টব্য ও ধর্ম অনিত্য; যা অনিত্য তা দুঃখ; যা দুঃখ তা অনাত্ম, যা অনাত্ম 'তা আমার নয়, তা আমি নই, তা আমার আত্মা নয়' এরূপে বিষয়টি যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় দর্শন করা উচিত।"

২. "হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে রূপের

প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত (নির্লিপ্ত) হন, শব্দে নির্বেদপ্রাপ্ত হন, গন্ধে নির্বেদপ্রাপ্ত হন, রসে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, স্প্রষ্টব্যে নির্বেদ প্রাপ্ত হন ও ধর্মে নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ প্রাপ্ত হয়ে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, এ জীবনে (আসবক্ষয়ের জন্যে) আর অন্য কর্তব্য নাই।'"

১১. বাহির-অতীতাদি যা দুঃখ সূত্র

২১৬-২১৮. ১. "হে ভিক্ষুগণ, অতীত-অনাগত-বর্তমান রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্প্রষ্টব্য ও ধর্ম দুঃখ; যা দুঃখ তা অনাত্ম; যা অনাত্ম 'তা আমার নয়, তা আমি নই, তা আমার আত্মা নয়' এরূপে বিষয়টি যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় দর্শন করা উচিত।"

২. "হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত (নির্লিপ্ত) হন, শব্দে নির্বেদপ্রাপ্ত হন, গন্ধে নির্বেদপ্রাপ্ত হন, রসে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, স্প্রষ্টব্যে নির্বেদ প্রাপ্ত হন ও ধর্মে নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ প্রাপ্ত হয়ে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, এ জীবনে (আসবক্ষয়ের জন্যে) আর অন্য কর্তব্য নাই।'"

১২. বাহির-অতীতাদি যা অনাত্ম সূত্র

২১৯-২২১. ১. "হে ভিক্ষুগণ, অতীত-অনাগত-বর্তমান রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্প্রষ্টব্য ও ধর্ম অনাত্ম; যা অনাত্ম 'তা আমার নয়, তা আমি নই, তা আমার আত্মা নয়' এরূপে বিষয়টি যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় দর্শন করা উচিত।"

২. "হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত (নির্লিপ্ত) হন, শব্দে নির্বেদপ্রাপ্ত হন, গন্ধে নির্বেদপ্রাপ্ত হন, রসে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, স্প্রষ্টব্যে নির্বেদ প্রাপ্ত হন ও ধর্মে নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ প্রাপ্ত হয়ে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, এ জীবনে (আসবক্ষয়ের জন্যে) আর অন্য কর্তব্য নাই।'"

১৩. অধ্যাত্ম-আয়তন-অনিত্যাদি সূত্র

২২২-২২৪. ১. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম।

২. "হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত (নির্লিপ্ত) হন, শব্দে নির্বেদপ্রাপ্ত হন, গন্ধে নির্বেদপ্রাপ্ত হন, রসে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, স্প্রষ্টব্যে নির্বেদ প্রাপ্ত হন ও ধর্মে নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ প্রাপ্ত হয়ে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, এ জীবনে (আসবক্ষয়ের জন্যে) আর অন্য কর্তব্য নাই।'"

১৪. বাহির-আয়তন-অনিত্যাদি সূত্র

২২৫-২২৭. ১. "হে ভিক্ষুগণ, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্প্রষ্টব্য ও ধর্ম অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম"।

২. "হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত (নির্লিপ্ত) হন, শব্দে নির্বেদপ্রাপ্ত হন, গন্ধে নির্বেদপ্রাপ্ত হন, রসে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, স্প্রষ্টব্যে নির্বেদ প্রাপ্ত হন ও ধর্মে নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ প্রাপ্ত হয়ে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, এ জীবনে (আসবক্ষয়ের জন্যে) আর অন্য কর্তব্য নাই।'"

সপ্তদশতম ষাট সারাংশ বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক গাথা :

ছন্দে অষ্টাদশ হয়, অতীতে হয় নব দ্বিবিধ,
যা অনিত্যে অষ্টাদশ উক্ত, অধ্যাত্ম-বাহিরে ত্রিবিধ;
আদিত্য-বন্ধু বুদ্ধ কর্তৃক এভাবে ষাট সারাংশ হলো কথিত।

১৮. সমুদ্র বর্গ

১. প্রথম সমুদ্র সূত্র

২২৮. ১. "হে ভিক্ষুগণ, অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন[১] সমুদ্র, সমুদ্র বলে ভাষণ করে। আর্য-বিনয়ে ইহা সমুদ্র নয়। ভিক্ষুগণ, ইহা মহাজলরাশি, মহাজল প্লাবন। ভিক্ষুগণ, চক্ষু[২] পুরুষের সমুদ্র; তার রূপময় বেগ। যিনি সেই রূপময় বেগে অবিচলিত থাকেন, তিনি সঊর্মি[৩] (তরঙ্গ), সআবর্ত[৪], (ঘূর্ণিজল), হিংস্রপ্রাণী (হাঙ্গর, কুমীরাদি) ও রাক্ষস[৫] (অপদেবতা) পরিপূর্ণ চক্ষু-সমুদ্র পার হয়েছেন এবং উত্তীর্ণ, পারগত (অপরপারে উপনীত) স্থলে স্থিত ব্রাহ্মণ[৬] বলে কথিত হন।"

২. "ভিক্ষুগণ, শ্রোত্র (কর্ণ)[৭] মানুষের সমুদ্র; তার শব্দময় বেগ। যিনি সেই শব্দময় বেগে অবিচলিত থাকেন (বেগ সহ্য করেন), তিনি সঊর্মি, সআবর্ত, হিংস্র প্রাণী ও রাক্ষস পরিপূর্ণ শ্রোত্র-সমুদ্র পার হয়েছেন এবং উত্তীর্ণ, পারগত, স্থলে স্থিত ব্রাহ্মণ বলে কথিত হন।"

৩. "ভিক্ষুগণ, ঘ্রাণ (নাসিকা) পুরুষের সমুদ্র; তার গন্ধময় বেগ। যিনি সেই গন্ধময় বেগে অবিচলিত থাকেন, তিনি সঊর্মি, সআবর্ত, হিংস্রপ্রাণী ও রাক্ষস পরিপূর্ণ ঘ্রাণ-সমুদ্র পার হয়েছেন এবং উত্তীর্ণ, পারগত স্থলে স্থিত ব্রাহ্মণ বলে কথিত হন।"

৪. "ভিক্ষুগণ, জিহ্বা পুরুষের সমুদ্র; তার রসময় বেগ। যিনি সেই রসময় বেগে অবিচলিত থাকেন, তিনি সঊর্মি, সআবর্ত, হিংস্রপ্রাণী ও রাক্ষস

---

[১]। আর্যশ্রাবক ব্যতীত অন্যজন। পৃথগ্‌জন দ্বিবিধ—অন্ধ ও কল্যাণ। স্কন্ধ, ধাতু, আয়তনাদি সম্পর্কে উদ্‌গ্রহ, পরিপৃচ্ছা, শ্রবণ, ধারণ, প্রত্যবেক্ষণাদি যাদের নেই তারা অন্ধ পৃথগজন ও যাঁদের আছে তাঁরা কল্যাণ পৃথগজন। পৃথক অর্থে নানা, বহু। নানা প্রকার ক্লেশ জনন করে, বিবিধ সৎকায়দৃষ্টি তাদের মধ্যে অবস্থিত আছে, তারা বহু শাস্তার মুখাপেক্ষী, ইত্যাদি বহু কারণে পৃথগজন নামে অভিহিত হয়।

[২]। এখানে চক্ষু সমুদ্র সদৃশ কারণ এটি কখনও পূর্ণ হয না, সন্তুষ্ট হয় না, যদিও প্রচুর পরিমাণে রপালম্বন চক্ষুর সাথে স্পর্শ হয় (দুপ্‌পূরং অত্থেন বা সমুদ্দং অত্থেন বা) (অর্থকথা)

[৩]। সঊর্মি এই স্থলে ক্রোধ, উপায়াস।

[৪]। সআর্বত এখানে পঞ্চকামগুণ।

[৫]। হাঙ্গর, কুমীর ও রাক্ষসাদি এখানে মাতৃজাতির অধিবচন।

[৬]। বাহিতপাপ (বিগতপাপ) অর্থে ব্রাহ্মণ।

[৭]। শ্রোত্রাদিও অপূর্ণ ও দুষ্পূরিত বিধায় সমুদ্র সদৃশ।

পরিপূর্ণ জিহ্বা-সমুদ্র পার হয়েছেন এবং উত্তীর্ণ, পারগত স্থলে স্থিত ব্রাহ্মণ বলে কথিত হন।"

৫. "ভিক্ষুগণ, কায় (দেহ) পুরুষের সমুদ্র, তার স্প্রষ্টব্যময় বেগ। যিনি সেই স্প্রষ্টব্যময় বেগে অবিচলিত থাকেন, তিনি সঊর্মি, সআবর্ত, হিংস্রপ্রাণী ও রাক্ষস পরিপূর্ণ কায়-সমুদ্র পার হয়েছেন এবং উত্তীর্ণ, পারগত স্থলে স্থিত ব্রাহ্মণ বলে কথিত হন।"

৬. "ভিক্ষুগণ, মন পুরুষের সমুদ্র, তার মনোময় বেগ। যিনি সেই মনোময় বেগে অবিচলিত থাকেন, তিনি সঊর্মি, সআবর্ত, হিংস্রপ্রাণী ও রাক্ষস পরিপূর্ণ মন সমুদ্র পার হয়েছেন এবং উত্তীর্ণ, পারগত স্থলে স্থিত ব্রাহ্মণ বলে কথিত হন।" ভগবান এরূপ বললেন। এরূপ বলে সুগত শাস্তা অতঃপর এরূপ বললেন :

"যিনি হিংস্রজন্তু ও রাক্ষসে পরিপূর্ণ
সঊর্মি, সআবর্ত, সভয়, দুরতিক্রম্য পার হন এই সমুদ্র;
তিনি কথিত হন উদ্যাপিত ব্রহ্মচর্য, পারগত, বেদজ্ঞ ও লোকান্তজ্ঞ।"

২. দ্বিতীয় সমুদ্র সূত্র

২২৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, অশ্রুতবান পৃথগ্জন 'সমুদ্র, সমুদ্র' বলে ভাষণ করে। আর্যবিনয়ে ইহা সমুদ্র নয়। ভিক্ষুগণ, ইহা মহাজলরাশি, মহাজল প্লাবন।"

২. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ আছে তা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত ও রঞ্জনীয়। ভিক্ষুগণ, আর্যবিনয়ে ইহাকে বলা হয় সমুদ্র। এখানে এই দেব-নরলোক, মার ও ব্রহ্মালোক, বর্তমান শ্রমণ-ব্রাহ্মণকূল, দেবতা আর মানবগণ অধিকাংশই আত্যন্তিকভাবে জড়ানো তন্তুর মতো গ্রন্থিল সূত্রসমূহের মতো 'মঞ্জু' ও 'বব্বজ' তৃণের জটের মতো (তৃষ্ণাদির দ্বারা) জড়িত, বিজড়িত হয়ে অপায় দুর্গতি, বিনিপাত সংসার অতিক্রম করতে পারে না। "শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, কায়-বিজ্ঞেয় স্পর্শ ও মনো-বিজ্ঞেয় ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ।

৩. "যার আসক্তি, দ্বেষ, অবিদ্যা হয় অতিক্রান্ত;
তিনি এই হিংস্রজন্তু-রাক্ষসাদি পরিপূর্ণ,
সঊর্মি ভয়, দুরতিক্রম্য সমুদ্র হন উত্তীর্ণ।
বন্ধনহীন, মৃত্যু পরিত্যাগপূর্বক হয়েছেন বাসনাহীন।
দুঃখ করেন অতিক্রান্ত হতে পুনর্ভবহীন।

অস্তগত তিনি, হবেন না পুনঃ উদিত,
আমি বলি, তিনি মৃত্যুরাজকে করেন বিভ্রান্ত।”

৩. জেলে-উপমা সূত্র

২৩০. ১. “হে ভিক্ষুগণ, যেমন একজন মৎস্যশিকারী (জেলে) আমিষযুক্ত বড়শি হ্রদের গভীর জলে নিক্ষেপ করে। কোনো লোলুপ (মাংসাশী) মৎস্য তা গলাধঃকরণ করে। হে ভিক্ষুগণ, এভাবে সেই গিলিত-বড়শি মৎস্য মৎস্যশিকারীর অধিকারে দুর্বিপাকে পতিত, সর্বনাশে পতিত এবং জেলের ইচ্ছানুযায়ী কর্ম সম্পাদনকারী হয়।”

২. “হে ভিক্ষুগণ, তদ্রূপভাবে জগতে সত্ত্বগণের দুঃখের (দুর্দশার) জন্য, প্রাণীদের হননের জন্য ছয় প্রকার বড়শি বিদ্যমান। ছয় প্রকার কী কী? হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ আছে তা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত ও রঞ্জনীয়। যদি ভিক্ষু তাতে আনন্দিত হন, উল্লাস প্রকাশ করেন এবং তাতে অনুরক্ত (নিবিষ্ট) হয়ে থাকেন। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয়, ভিক্ষু গিলিত বড়শি, মারের অধিকারে দুঃখে পতিত, সর্বনাশে পতিত এবং পাপমতি মারের ইচ্ছানুযায়ী কর্ম সম্পাদনকারী হয়।” শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, কায়-বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য ও মনোবিজ্ঞেয় ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ।

৩. “হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ আছে তা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত ও রঞ্জনীয়। যদি ভিক্ষু তাতে আনন্দিত না হন, উল্লাস প্রকাশ না করেন, তাতে অনুরক্ত হয়ে না থাকেন, ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয়, অগিলিত-বড়শি ভিক্ষু, মারের বড়শি ভঙ্গকারী, ধ্বংসকারী, দুর্দশায় অপতিত, সর্বনাশে অপতিত এবং পাপমতি মারের ইচ্ছানুযায়ী কর্মসম্পাদনকারী হন না।”

৪. “হে ভিক্ষুগণ, শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, কায়-বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য ও মনোবিজ্ঞেয় ধর্ম আছে তা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত ও রঞ্জনীয়। যদি ভিক্ষু তাতে আনন্দিত না হন, উল্লাস প্রকাশ না করেন এবং তাতে অনুরক্ত হয়ে না থাকেন, ভিক্ষুগণ ইহাকে, বলা হয়, অগিলিত-বড়শি ভিক্ষু, মারের বড়শি ভঙ্গকারী, ধ্বংসকারী, দুর্দশায় অপতিত, সর্বনাশে অপতিত এবং পাপমতি মারের ইচ্ছানুযায়ী কর্মসম্পাদনকারী হন না।”

৪. রসালো বৃক্ষোপম সূত্র

২৩১. ১. "হে ভিক্ষুগণ, যেকোনো ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীর চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপের প্রতি যে রাগ (আসক্তি), দ্বেষ ও মোহ তা বিদ্যমান; যে রাগ-দ্বেষ-মোহ তা অপরিত্যক্ত হয়, তাহলে সামান্য চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপও যদি তার দৃষ্টিপথে আসে তবে তা তার চিত্তকে অভিভূত (পরাজিত) করে, অসামান্য রূপের কথাই বা কী! তার কারণ কী? যেহেতু যে রাগ-দ্বেষ-মোহ তা বিদ্যমান, সেই রাগ-দ্বেষ-মোহ অপ্রহীন (অপরিত্যক্ত) বলে।" শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, কায়-বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য এবং মনো-বিজ্ঞেয় ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ।

২. "হে ভিক্ষুগণ, মনে কর, কোনো রসালো বৃক্ষ যেমন অশ্বত্থ বা নিগ্রোধ বা ডুমুর বা উদুম্বর বৃক্ষ যা অল্প বয়স্ক, তরুণ, কোমল। কোনো পুরুষ যদি তীক্ষ্ণ কুঠার দিয়ে সেই বৃক্ষের যেখানে যেখানে ছেদন করে, তবে সেই সেই ছেদিত স্থান হতে রস নির্গত হবে কি?" "হ্যাঁ, ভন্তে।" "তার কারণ কী?" "যেহেতু ভন্তে, সেখানে রস আছে।"

৩. "তদ্রূপভাবে হে ভিক্ষুগণ, যেকোনো ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীর চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপের প্রতি যে রাগ-দ্বেষ-মোহ আছে, সেই রাগ-দ্বেষ-মোহ যদি অপরিত্যক্ত হয়, তাহলে সামান্য চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপও যদি তার দৃষ্টিপথে আসে তবে তা তার চিত্তকে অভিভূত করে, অসামান্য রূপের কথাই বা কী! তার কারণ কী? যেহেতু যে রাগ-দ্বেষ-মোহ তা বিদ্যমান, সেই রাগ-দ্বেষ-মোহ অপরিত্যক্ত বলে।" শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, কায়-বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য ও মনো-বিজ্ঞেয় ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ।

৪. "হে ভিক্ষুগণ, যেকোনো ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীর চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপের প্রতি যে রাগ-দ্বেষ-মোহ তা অবিদ্যমান, যে রাগ-দ্বেষ-মোহ তা পরিত্যক্ত হয়। যদিও অসামান্য চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ তার দৃষ্টিপথে আগমন করে তবুও তা তার চিত্তকে অভিভূত করে না, সামান্য রূপের কথাই বা কী! তার কারণ কী? যেহেতু যে রাগ-দ্বেষ-মোহ তা নেই (অবিদ্যমান)। যে রাগ-দ্বেষ-মোহ তা প্রহীন বলে।" শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, কায়-বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য ও মনো-বিজ্ঞেয় ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ।

৫. "ভিক্ষুগণ, মনে কর, কোনো রসালো বৃক্ষ যেমন অশ্বত্থ বা নিগ্রোধ বা ডুমুর বা উদুম্বর বৃক্ষ যা শুষ্ক, শূন্যগর্ভ, ক্ষয়প্রাপ্ত। কোনো পুরুষ যদি সেই বৃক্ষের যে যে স্থানে তীক্ষ্ণ কুঠার দিয়ে ছেদন করে, তবে সেই সেই ছেদিত স্থান হতে রস নির্গত হবে কি?" "নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।" "তার কারণ কী?"

"যেহেতু ভন্তে, সেখানে রস নেই।"

৬. "তদ্রূপভাবে "হে ভিক্ষুগণ, যেকোনো ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীর চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপের প্রতি যে রাগ-দ্বেষ-মোহ তা অবিদ্যমান, যে রাগ-দ্বেষ-মোহ তা পরিত্যক্ত হয়। যদিও অসামান্য চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ তার দৃষ্টিপথে আগমন করে তবুও তা তার চিত্তকে অভিভূত করে না, সামান্য রূপের কথাই বা কী! তার কারণ কী? যেহেতু যে রাগ-দ্বেষ-মোহ তা নেই (অবিদ্যমান)। যে রাগ-দ্বেষ-মোহ তা প্রহীন বলে।" শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, কায়-বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য ও মনো-বিজ্ঞেয় ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ।

৫. কোট্ঠিক সূত্র

২৩২. ১. এক সময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র ও আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিক বারাণসীতে অবস্থান করছিলেন, ঋষিপতন মিগদায়ে। অতঃপর আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিক সন্ধ্যাকালে সমাধি হতে উঠে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে প্রীতি-আলাপ ও কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময় করে সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিক আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে বললেন :

২. "বন্ধু সারিপুত্র, চক্ষু রূপসমূহের সংযোজন নাকি রূপসমূহ চক্ষুর সংযোজন? শ্রোত্র শব্দসমূহের সংযোজন নাকি শব্দসমূহ শ্রোত্রের সংযোজন? ঘ্রাণ গন্ধসমূহের সংযোজন নাকি গন্ধসমূহ ঘ্রাণের সংযোজন? জিহ্বা রসসমূহের সংযোজন নাকি রসসমূহ জিহ্বার সংযোজন? কায় স্প্রষ্টব্যসমূহের সংযোজন নাকি স্প্রষ্টব্যসমূহ কায়ের সংযোজন? মন ধর্মসমূহের সংযোজন নাকি ধর্মসমূহ মনের সংযোজন?"

৩. "বন্ধু, চক্ষুও রূপসমূহের সংযোজন নয়, রূপসমূহও চক্ষুর সংযোজন নয়। তথায় তদুভয়ের প্রত্যয়ে উৎপন্ন যে ছন্দরাগ তা সেখানে সংযোজন। শ্রোত্রও শব্দসমূহের সংযোজন নয়, শব্দসমূহও শ্রোত্রের সংযোজন নয়। তথায় তদুভয়ের প্রত্যয়ে উৎপন্ন যে ছন্দরাগ তা সেখানে সংযোজন। ঘ্রাণও গন্ধসমূহের সংযোজন নয়, গন্ধসমূহও ঘ্রাণের সংযোজন নয়। তথায় তদুভয়ের প্রত্যয়ে উৎপন্ন যে ছন্দরাগ তা সেখানে সংযোজন। জিহ্বাও রসসমূহের সংযোজন নয়, রসসমূহও জিহ্বার সংযোজন নয়। তথায় তদুভয়ের প্রত্যয়ে উৎপন্ন যে ছন্দরাগ তা সেখানে সংযোজন। কায়ও স্প্রষ্টব্যসমূহের সংযোজন নয়, স্প্রষ্টব্যসমূহও কায়ের সংযোজন নয়। তথায় তদুভয়ের প্রত্যয়ে উৎপন্ন যে ছন্দরাগ তা সেখানে সংযোজন। মনও

ধর্মসমূহের সংযোজন নয়, ধর্মসমূহও মনের সংযোজন নয়। তথায় তদুভয়ের প্রত্যয়ে উৎপন্ন যে ছন্দরাগ তা সেখানে সংযোজন।”

৪. “বন্ধু, মনে করুন, একটি কালো ষাঁড় ও একটি শ্বেত (সাদা) ষাঁড় একটি রজ্জু দ্বারা বা জোয়াল দ্বারা সংযুক্ত আছে। যে এরূপ বলে—কালো ষাড়টি শ্বেত ষাঁড়ের সংযোজন (বন্ধন), শ্বেত ষাঁড়টি কালো ষাড়ের সংযোজন (বন্ধন)। এরূপ ভাষণকারী কি যথার্থই বলে?” “নিশ্চয়ই নয়, বন্ধু।” “বন্ধু, কালো ষাঁড়ও শ্বেত ষাঁড়ের সংযোজন নয়, শ্বেত ষাঁড়ও কালো ষাঁড়ের সংযোজন নয়। যে রজ্জু বা জোয়াল দ্বারা ষাঁড়গুলো সংযুক্ত তা-ই সেখানে সংযোজন।”

৫. “তদ্রূপভাবে, বন্ধু চক্ষুও রূপসমূহের সংযোজন নয়, রূপসমূহও চক্ষুর সংযোজন নয়। তথায় তদুভয়ের প্রত্যয়ে উৎপন্ন যে ছন্দরাগ তা সেখানে সংযোজন। শ্রোত্রও শব্দসমূহের সংযোজন নয়, শব্দসমূহও শ্রোত্রের সংযোজন নয়। তথায় তদুভয়ের প্রত্যয়ে উৎপন্ন যে ছন্দরাগ তা সেখানে সংযোজন। ঘ্রাণও গন্ধসমূহের সংযোজন নয়, গন্ধসমূহও ঘ্রাণের সংযোজন নয়। তথায় তদুভয়ের প্রত্যয়ে উৎপন্ন যে ছন্দরাগ তা সেখানে সংযোজন। জিহ্বাও রসসমূহের সংযোজন নয়, রসসমূহও জিহ্বার সংযোজন নয়। তথায় তদুভয়ের প্রত্যয়ে উৎপন্ন যে ছন্দরাগ তা সেখানে সংযোজন। কায়ও স্প্রষ্টব্যসমূহের সংযোজন নয়, স্প্রষ্টব্যসমূহও কায়ের সংযোজন নয়। তথায় তদুভয়ের প্রত্যয়ে উৎপন্ন যে ছন্দরাগ তা সেখানে সংযোজন। মনও ধর্মসমূহের সংযোজন নয়, ধর্মসমূহও মনের সংযোজন নয়। তথায় তদুভয়ের প্রত্যয়ে উৎপন্ন যে ছন্দরাগ তা সেখানে সংযোজন।”

৬. “বন্ধু, যদি চক্ষু রূপসমূহের সংযোজন হতো, রূপসমূহ চক্ষুর সংযোজন হতো, তাহলে সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়ের জন্য এই ব্রহ্মচর্যজীবন প্রজ্ঞাপিত হতো না। যেহেতু বন্ধু, চক্ষুও রূপসমূহের সংযোজন নয়, রূপসমূহও চক্ষুর সংযোজন নয়। তথায় তদুভয়ের প্রত্যয়ে উৎপন্ন যে ছন্দরাগ তা সেখানে সংযোজন। সেহেতু সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়ের জন্য এই ব্রহ্মচর্যজীবন প্রজ্ঞাপিত হয়।” “শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়ও মন সম্পর্কেও এইরূপ।

৭. “বন্ধু, এই পর্যায়েও বিদিত (জ্ঞাত) হওয়া উচিত, যেমন চক্ষুও রূপসমূহের সংযোজন নয়, রূপসমূহও চক্ষুর সংযোজন নয়। তথায় তদুভয়ের প্রত্যয়ে উৎপন্ন যে ছন্দরাগ তা সেখানে সংযোজন। শ্রোত্রও শব্দসমূহের সংযোজন নয়, শব্দসমূহও শ্রোত্রের সংযোজন নয়। তথায়

তদুভয়ের প্রত্যয়ে উৎপন্ন যে ছন্দরাগ তা সেখানে সংযোজন। ঘ্রাণও গন্ধসমূহের সংযোজন নয়, গন্ধসমূহও ঘ্রাণের সংযোজন নয়। তথায় তদুভয়ের প্রত্যয়ে উৎপন্ন যে ছন্দরাগ তা সেখানে সংযোজন। জিহ্বাও রসসমূহের সংযোজন নয়, রসসমূহও জিহ্বার সংযোজন নয়। তথায় তদুভয়ের প্রত্যয়ে উৎপন্ন যে ছন্দরাগ তা সেখানে সংযোজন। কায়ও স্প্রষ্টব্যসমূহের সংযোজন নয়, স্প্রষ্টব্যসমূহও কায়ের সংযোজন নয়। তথায় তদুভয়ের প্রত্যয়ে উৎপন্ন যে ছন্দরাগ তা সেখানে সংযোজন। মনও ধর্মসমূহের সংযোজন নয়, ধর্মসমূহও মনের সংযোজন নয়। তথায় তদুভয়ের প্রত্যয়ে উৎপন্ন যে ছন্দরাগ তা সেখানে সংযোজন।”

৮. “বন্ধু, ভগবানের নিকট চক্ষু বিদ্যমান। ভগবান চক্ষু দ্বারা রূপ দেখেন। কিন্তু ভগবানের নিকট ছন্দরাগ (আসক্তি) অবিদ্যমান। ভগবান সুবিমুক্তচিত্ত। বন্ধু, ভগবানের নিকট শ্রোত্র বিদ্যমান। ভগবান শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করেন, কিন্তু ভগবানের নিকট ছন্দরাগ অবিদ্যমান। ভগবান সুবিমুক্তচিত্ত। বন্ধু, ভগবানের নিকট ঘ্রাণ (নাসিকা) বিদ্যমান। ভগবান ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করেন। কিন্তু ভগবানের নিকট ছন্দরাগ অবিদ্যমান। ভগবান সুবিমুক্তচিত্ত। বন্ধু, ভগবানের নিকট জিহ্বা বিদ্যমান। ভগবান জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করেন। কিন্তু ভগবানের নিকট ছন্দরাগ অবিদ্যমান। ভগবান সুবিমুক্তচিত্ত। বন্ধু, ভগবানের নিকট কায় বিদ্যমান। ভগবান কায় দ্বারা স্প্রষ্টব্য স্পর্শ করেন। কিন্তু ভগবানের নিকট ছন্দরাগ অবিদ্যমান। ভগবান সুবিমুক্তচিত্ত। বন্ধু, ভগবানের নিকট মন বিদ্যমান। ভগবান মন দ্বারা ধর্ম জ্ঞাত হন। কিন্তু ভগবানের নিকট ছন্দরাগ অবিদ্যমান। ভগবান সুবিমুক্তচিত্ত।”

৯. “বন্ধু, এই পর্যায়েও বিদিত (জ্ঞাত) হওয়া উচিত, যেমন চক্ষুও রূপসমূহের সংযোজন নয়, রূপসমূহও চক্ষুর সংযোজন নয়। তথায় তদুভয়ের প্রত্যয়ে উৎপন্ন যে ছন্দরাগ তা সেখানে সংযোজন। শ্রোত্রও শব্দসমূহের সংযোজন নয়, শব্দসমূহও শ্রোত্রের সংযোজন নয়। তথায় তদুভয়ের প্রত্যয়ে উৎপন্ন যে ছন্দরাগ তা সেখানে সংযোজন। ঘ্রাণও গন্ধসমূহের সংযোজন নয়, গন্ধসমূহও ঘ্রাণের সংযোজন নয়। তথায় তদুভয়ের প্রত্যয়ে উৎপন্ন যে ছন্দরাগ তা সেখানে সংযোজন। জিহ্বাও রসসমূহের সংযোজন নয়, রসসমূহও জিহ্বার সংযোজন নয়। তথায় তদুভয়ের প্রত্যয়ে উৎপন্ন যে ছন্দরাগ তা সেখানে সংযোজন। কায়ও স্প্রষ্টব্যসমূহের সংযোজন নয়, স্প্রষ্টব্যসমূহও কায়ের সংযোজন নয়। তথায়

তদুভয়ের প্রত্যয়ে উৎপন্ন যে ছন্দরাগ তা সেখানে সংযোজন। মনও ধর্মসমূহের সংযোজন নয়, ধর্মসমূহও মনের সংযোজন নয়। তথায় তদুভয়ের প্রত্যয়ে উৎপন্ন যে ছন্দরাগ তা সেখানে সংযোজন।"

৬. কামভূ সূত্র

২৩৩.১. এক সময় আয়ুষ্মান আনন্দ ও আয়ুষ্মান কামভূ কৌশাম্বীতে অবস্থান করতেছিলেন, ঘোষিতারামে। অতঃপর আয়ুষ্মান কামভূ সন্ধ্যাকালে সমাধি হতে উঠে আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দের সাথে প্রীতি-আলাপ ও কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করে একান্তে বসলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান কামভূ আয়ুষ্মান আনন্দকে বললেন :

২. বন্ধু আনন্দ, চক্ষু রূপসমূহের সংযোজন, নাকি রূপসমূহ চক্ষুর সংযোজন? শ্রোত্র শব্দসমূহের সংযোজন নাকি শব্দসমূহ শ্রোত্রের সংযোজন? ঘ্রাণ গন্ধসমূহের সংযোজন নাকি গন্ধসমূহ ঘ্রাণের সংযোজন? জিহ্বা রসসমূহের সংযোজন নাকি রসসমূহ জিহ্বার সংযোজন? কায় স্প্রষ্টব্যসমূহের সংযোজন নাকি স্প্রষ্টব্যসমূহ কায়ের সংযোজন? মন ধর্মসমূহের সংযোজন নাকি ধর্মসমূহ মনের সংযোজন?"

৩. "বন্ধু, চক্ষুও রূপসমূহের সংযোজন নয়, রূপসমূহও চক্ষুর সংযোজন নয়। তথায় তদুভয়ের প্রত্যয়ে উৎপন্ন যে ছন্দরাগ তা সেখানে সংযোজন। শ্রোত্রও শব্দসমূহের সংযোজন নয়, শব্দসমূহও শ্রোত্রের সংযোজন নয়। তথায় তদুভয়ের প্রত্যয়ে উৎপন্ন যে ছন্দরাগ তা সেখানে সংযোজন। ঘ্রাণও গন্ধসমূহের সংযোজন নয়, গন্ধসমূহও ঘ্রাণের সংযোজন নয়। তথায় তদুভয়ের প্রত্যয়ে উৎপন্ন যে ছন্দরাগ তা সেখানে সংযোজন। জিহ্বাও রসসমূহের সংযোজন নয়, রসসমূহও জিহ্বার সংযোজন নয়। তথায় তদুভয়ের প্রত্যয়ে উৎপন্ন যে ছন্দরাগ তা সেখানে সংযোজন। কায়ও স্প্রষ্টব্যসমূহের সংযোজন নয়, স্প্রষ্টব্যসমূহও কায়ের সংযোজন নয়। তথায় তদুভয়ের প্রত্যয়ে উৎপন্ন যে ছন্দরাগ তা সেখানে সংযোজন। মনও ধর্মসমূহের সংযোজন নয়, ধর্মসমূহও মনের সংযোজন নয়। তথায় তদুভয়ের প্রত্যয়ে উৎপন্ন যে ছন্দরাগ তা সেখানে সংযোজন।"

৪. "বন্ধু, মনে করুন, একটি কালো ষাঁড় ও একটি শ্বেত (সাদা) ষাঁড় একটি রজ্জু দ্বারা বা জোয়াল দ্বারা সংযুক্ত আছে। যে এরূপ বলে, কালো ষাড়টি শ্বেত ষাঁড়ের সংযোজন (বন্ধন), শ্বেত ষাঁড়টি কালো ষাড়ের সংযোজন (বন্ধন)। এরূপ ভাষণকারী কি যথার্থই বলে?" "নিশ্চয়ই নয়, বন্ধু" "বন্ধু,

কালো ষাঁড়ও শ্বেত ষাঁড়ের সংযোজন নয়, শ্বেত ষাঁড়ও কালো ষাঁড়ের সংযোজন নয়। যে রজ্জু বা জোয়াল দ্বারা ষাঁড়গুলো সংযুক্ত তা-ই সেখানে সংযোজন।”

৫. “তদ্রূপভাবে, বন্ধু চক্ষুও রূপসমূহের সংযোজন নয়, রূপসমূহও চক্ষুর সংযোজন নয়। তথায় তদুভয়ের প্রত্যয়ে উৎপন্ন যে ছন্দরাগ তা সেখানে সংযোজন। শ্রোত্রও শব্দসমূহের সংযোজন নয়, শব্দসমূহও শ্রোত্রের সংযোজন নয়। তথায় তদুভয়ের প্রত্যয়ে উৎপন্ন যে ছন্দরাগ তা সেখানে সংযোজন। ঘ্রাণও গন্ধসমূহের সংযোজন নয়, গন্ধসমূহও ঘ্রাণের সংযোজন নয়। তথায় তদুভয়ের প্রত্যয়ে উৎপন্ন যে ছন্দরাগ তা সেখানে সংযোজন। জিহ্বাও রসসমূহের সংযোজন নয়, রসসমূহও জিহ্বার সংযোজন নয়। তথায় তদুভয়ের প্রত্যয়ে উৎপন্ন যে ছন্দরাগ তা সেখানে সংযোজন। কায়ও স্প্রষ্টব্যসমূহের সংযোজন নয়, স্প্রষ্টব্যসমূহও কায়ের সংযোজন নয়। তথায় তদুভয়ের প্রত্যয়ে উৎপন্ন যে ছন্দরাগ তা সেখানে সংযোজন। মনও ধর্মসমূহের সংযোজন নয়, ধর্মসমূহও মনের সংযোজন নয়। তথায় তদুভয়ের প্রত্যয়ে উৎপন্ন যে ছন্দরাগ তা সেখানে সংযোজন।”

৭. উদায়ি সূত্র

২৩৪. ১. এক সময় আয়ুষ্মান আনন্দ ও আয়ুষ্মান উদায়ি কৌশাম্বীতে অবস্থান করতেছিলেন, ঘোষিতারামে। অতঃপর আয়ুষ্মান উদায়ি সন্ধ্যাকালে সমাধি হতে উঠে আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দের সাথে প্রীতি-আলাপ ও কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান উদায়ি আয়ুষ্মান আনন্দকে বললেন :

২. “বন্ধু আনন্দ, যেভাবে ভগবান কর্তৃক এই দেহ অনেক পর্যায়ে ব্যাখ্যাত হলো, বিবৃত হলো, প্রকাশিত হলো—‘এই কারণে এই দেহ অনাত্ম।’ ঠিক একইভাবে এই বিজ্ঞানকেও জ্ঞাপন করা, দেশনা করা, প্রজ্ঞাপন করা, প্রতিষ্ঠা করা, প্রকটিত করা, বিশ্লেষণ করা ও সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শন করা সম্ভব কি—‘এই কারণে এই বিজ্ঞান অনাত্ম’?”

৩. “বন্ধু উদায়ি, যেভাবে ভগবান কর্তৃক এই দেহ অনেক পর্যায়ে ব্যাখ্যাত হলো, বিবৃত হলো, প্রকাশিত হলো—‘এই কারণে এই দেহ অনাত্ম’। ঠিক একইভাবে এই বিজ্ঞানকেও জ্ঞাপন করা, দেশনা করা, প্রজ্ঞাপন করা, প্রতিষ্ঠা করা, প্রকটিত করা, বিশ্লেষণ করা ও সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শন করা সম্ভব যে—‘এই কারণে এই বিজ্ঞান অনাত্ম’।”

৪. "বন্ধু, চক্ষু এবং রূপ হেতু চক্ষু বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় কি?" "হ্যাঁ, বন্ধু"। "বন্ধু, চক্ষু-বিজ্ঞান উৎপত্তির যে হেতু যে প্রত্যয় তা সর্বপ্রকারে, সর্বতোভাবে, সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হলে চক্ষু-বিজ্ঞান প্রতীয়মান হয় কি?" "নিশ্চয়ই নয়, বন্ধু"। "বন্ধু, ভগবান কর্তৃক এই পর্যায়েও ইহা ব্যাখ্যাত, বিবৃত ও প্রকাশিত হলো যে—'এই প্রকারে এই বিজ্ঞান অনাত্ম'। "শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্পর্কেও এইরূপ।

৫. "যেমন বন্ধু, কোনো সারার্থী, সারান্বেষী পুরুষ সার অন্বেষণে বিচরণ করার সময় তীক্ষ্ণ কুঠার নিয়ে বনে প্রবেশ করে। সে তথায় বিশাল, সোজা, নতুন, অতি উচ্চ কদলী (কলাগাছ) কাণ্ড দেখতে পায়। সে ইহার মূল ছেদন করে, অগ্র (শীর্ষ) ছেদন করে, বাহ্যিক ত্বক (বাকল) পৃথক করে। সে তথায় তরুমজ্জার বহির্ভাগের কাঠও পায় না, আর সারের কথাই বা কী? একইভাবে বন্ধু, ভিক্ষু ছয় স্পর্শায়তনে আত্মা বা আত্মসম্বন্ধীয় কিছুই দর্শন করেন না। তিনি এভাবে অদর্শনকালে জগতে কিছুতেই আসক্ত হন না। আসক্ত না হওয়ায় তাঁর পরিত্রাস (পরিতাপ) হয় না, পরিত্রাস না হওয়ায় তিনি স্বয়ং পরিনির্বাপিত হন এবং তিনি সম্যকরূপে জানেন—'জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, এ জীবনে (আসবক্ষয়ের জন্য) আর অন্য কর্তব্য নাই।'"

৮. আদীপ্তপর্যায় সূত্র

২৩৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, তোমাদেরকে আদীপ্ত পর্যায় (নামক) ধর্মপর্যায় দেশনা করব, তা শ্রবণ কর। ভিক্ষুগণ, আদীপ্ত পর্যায় (নামক) ধর্ম পর্যায় কী?"

২. "হে ভিক্ষুগণ, তপ্ত, আদীপ্ত, সম্প্রজ্জ্বলিত, সজ্যোতিভূত লৌহশলাকা দ্বারা চক্ষু-ইন্দ্রিয় ঘর্ষিত হওয়া ভালো তথাপি চক্ষু-বিজ্ঞেয়রূপে[১] সানুব্যঞ্জন (হস্তপদাদি অনুব্যঞ্জনসহ স্ত্রী পুরুষাদি) নিমিত্ত গ্রহণ করবে না। হে ভিক্ষুগণ, নিমিত্তাস্বাদসংযুক্ত বা অনুব্যঞ্জনাস্বাদসংযুক্ত বিজ্ঞান স্থিত অবস্থায় মৃত্যু হলে নিরয় বা তির্যককুল এই দ্বিবিধগতির যেকোনো এক গতি সে লাভ করবে, এমন কারণ বিদ্যমান। হে ভিক্ষুগণ, এই দোষ দেখে আমি তোমাদেরকে এরূপ বলছি।"

৩. "হে ভিক্ষুগণ, আদীপ্ত, সম্প্রজ্জ্বলিত, সজ্যোতিভূত তীক্ষ্ণ পেরেক

---

[১]। চক্ষু দ্বারা জানা যায় এমন রূপে। তদ্রুপ শ্রোত্রাদিও।

(খুঁটি) দ্বারা শ্রোত্র-ইন্দ্রিয় (কর্ণ) বিদ্ধ হওয়া ভালো তথাপি শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দে সানুব্যঞ্জন নিমিত্ত গ্রহণ করবে না। হে ভিক্ষুগণ, নিমিত্ত-আস্বাদ-সংযুক্ত বা অনুব্যঞ্জন-আস্বাদ-সংযুক্ত বিজ্ঞান স্থিত অবস্থায় মৃত্যু হলে নিরয় (নরক) ও তির্যককুল (পশুপক্ষীকুল) এই দুই গতির যেকোনো এক গতি লাভ হয়, এমন কারণ বিদ্যমান। হে ভিক্ষুগণ, এই দোষ দেখে আমি তোমাদেরকে এরূপ বলছি।"

৪. "হে ভিক্ষুগণ, আদীপ্ত, সম্প্রজ্জ্বলিত, সজ্যোতিভূত তীক্ষ্ণ নখর দ্বারা ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয় (নাসিকা) উৎপাটিত হওয়া ভালো তথাপি ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধে সানুব্যঞ্জন নিমিত্ত গ্রহণ করবে না। হে ভিক্ষুগণ, নিমিত্ত-আস্বাদ-সংযুক্ত বা অনুব্যঞ্জন-আস্বাদ-সংযুক্ত বিজ্ঞান স্থিত অবস্থায় মৃত্যু হলে নিরয় ও তির্যককুল এই দুই গতির যেকোনো এক গতি লাভ হয়, এমন কারণ বিদ্যমান। হে ভিক্ষুগণ, এই দোষ দেখে আমি এরূপ বলছি।"

৫. "হে ভিক্ষুগণ, আদীপ্ত, সম্প্রজ্জ্বলিত, সজ্যোতিভূত তীক্ষ্ণ ক্ষুর দ্বারা জিহ্বা ইন্দ্রিয় ঘর্ষিত হওয়া ভালো তথাপি জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রসে সানুব্যঞ্জন নিমিত্ত গ্রহণ করবে না। হে ভিক্ষুগণ, নিমিত্ত-আস্বাদ-সংযুক্ত বা অনুব্যঞ্জন-আস্বাদ-সংযুক্ত বিজ্ঞান (চিত্ত) স্থিত অবস্থায় মৃত্যু হলে নিরয় বা তির্যককুল এই দুই গতির যেকোনো এক গতি লাভ হয়, এমন কারণ বিদ্যমান। হে ভিক্ষুগণ, এই দোষ দেখে আমি তোমাদেরকে এরূপ বলছি।"

৬. "হে ভিক্ষুগণ, আদীপ্ত, সম্প্রজ্জ্বলিত, সজ্যোতিভূত তীক্ষ্ণ ছুরি দ্বারা কায়-ইন্দ্রিয় (ত্বক) উৎপাটিত হওয়া ভালো তথাপি কায়-বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্যে সানুব্যঞ্জন নিমিত্ত গ্রহণ করবে না। হে ভিক্ষুগণ, নিমিত্ত-আস্বাদ-সংযুক্ত বা অনুব্যঞ্জন-আস্বাদ-সংযুক্ত বিজ্ঞান (চিত্ত) স্থিত অবস্থায় মৃত্যু হলে নিরয় বা তির্যককুল এই দুই গতির যেকোনো এক গতি লাভ হবে, এমন কারণ বিদ্যমান। হে ভিক্ষুগণ, এই দোষ দেখে আমি তোমাদেরকে এরূপ বলছি।"

৭. "হে ভিক্ষুগণ, নিদ্রিত অবস্থা ভালো। ভিক্ষুগণ, নিদ্রাকে আমি জীবনের অনুদ্ভাবনশীল (অনুর্বর) অবস্থা বলি, জীবনের নিষ্ফলা অবস্থা বলি, তথাপি তেমন কোনো বিতর্ক করবে না যে বিতর্কের বশগত হলে সংঘভেদ করে। হে ভিক্ষুগণ, (সংঘভেদের) এই দোষ দেখে আমি এরূপ বলছি[১]।

---

[১]। মূলে 'বঞ্ঞ্ঝং জীবিতানং আদীনবং দিস্বা' এই পাঠ আছে। 'নিষ্ফলা জীবনের দোষ দেখে' এভাবে অনুবাদ করলে বিষয়টি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না তাই এখানে ভাবার্থকে প্রাধান্য দেয়া হল।

৮. "হে ভিক্ষুগণ, তথায় শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে বিবেচনা করেন-তপ্ত, আদীপ্ত, সম্প্রজ্জ্বলিত, সজ্যোতিভূত লৌহ শলাকা দ্বারা চক্ষু-ইন্দ্রিয় ঘর্ষিত হওয়া এখন থাক তথাপি আমি এরূপ মনে করব—'এই চক্ষু অনিত্য, রূপ অনিত্য, চক্ষু-বিজ্ঞান অনিত্য, চক্ষু-সংস্পর্শ অনিত্য, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয় 'তাও অনিত্য'।"

৯. "আদীপ্ত, সম্প্রজ্জ্বলিত, সজ্যোতিভূত তীক্ষ্ণ লৌহ পেরেক (খুঁটি) দ্বারা শ্রোত্র ইন্দ্রিয় (কর্ণ) বিদ্ধ হওয়া এখন থাক। তথাপি আমি এরূপ মনে করব—'এই শ্রোত্র অনিত্য, শব্দ অনিত্য, শ্রোত্র-বিজ্ঞান অনিত্য, শ্রোত্র-সংস্পর্শ অনিত্য, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয় 'তাও অনিত্য'।"

১০. "আদীপ্ত, সম্প্রজ্জ্বলিত, সজ্যোতিভূত তীক্ষ্ণ নখর দ্বারা ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয় উৎপাটিত হওয়া এখন থাক তথাপি আমি এরূপ মনে করব—'এই ঘ্রাণ অনিত্য, গন্ধ অনিত্য, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান অনিত্য, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ অনিত্য, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও অনিত্য।"

১১. "আদীপ্ত, সম্প্রজ্জ্বলিত, সজ্যোতিভূত তীক্ষ্ণ ক্ষুর দ্বারা জিহ্বা-ইন্দ্রিয় ঘর্ষিত হওয়া এখন থাক তথাপি আমি এরূপ মনে করব—'এই জিহ্বা অনিত্য, রস অনিত্য, জিহ্বা-বিজ্ঞান অনিত্য, জিহ্বা-সংস্পর্শ অনিত্য, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও অনিত্য।"

১২. "আদীপ্ত সম্প্রজ্জ্বলিত, সজ্যোতিভূত তীক্ষ্ণ ছুরি দ্বারা কায়-ইন্দ্রিয় উৎপাটিত হওয়া এখন থাক, তথাপি আমি এরূপ মনে করব—'এই কায় অনিত্য, স্প্রষ্টব্য অনিত্য, কায়-বিজ্ঞান অনিত্য, কায়-সংস্পর্শ অনিত্য, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও অনিত্য।"

১৩. "নিদ্রা এখন থাক অধিকন্তু আমি এভাবে মনে করব (ধারণা করব)—'এই মন অনিত্য, ধর্ম অনিত্য, মনোবিজ্ঞান অনিত্য, মনোসংস্পর্শ অনিত্য, মনোসংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও অনিত্য।"

১৪. "হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে চক্ষুর প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রূপের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-বিজ্ঞানের প্রতি

নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন। শ্রোত্রের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শব্দের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন; ঘ্রাণের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, গন্ধের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন; জিহ্বার প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, রসের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতে ও নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়ের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, স্প্রষ্টব্যের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, কায়-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন; মনের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, ধর্মের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, মনো-সংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তাতেও নির্বেদ প্রাপ্ত হন, নির্বেদ হতে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন। বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে (আসবক্ষয়ের নিমিত্ত) আর অপর কর্তব্য নাই।"

"হে ভিক্ষুগণ, ইহাই আদীপ্ত পর্যায় (নামক) ধর্ম পর্যায়।"

৯. প্রথম হস্তপদোপম সূত্র

২৩৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, হস্ত বিদ্যমান থাকলে গ্রহণ-ত্যাগ দৃষ্টিগোচর হয়; পদ থাকলে গমন-প্রত্যাগমন দৃষ্টিগোচর হয়; বাহু থাকলে সংকোচন-প্রসারণ দৃষ্টিগোচর হয়; কুক্ষি (পেট) থাকলে ক্ষুধা-পিপাসা দৃষ্টিগোচর হয়। একইভাবে হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু বিদ্যমান থাকলে চক্ষুসংস্পর্শ হেতু অধ্যাত্ম সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়, শ্রোত্র বিদ্যমান থাকলে শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু অধ্যাত্ম সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়, ঘ্রাণ বিদ্যমান থাকলে ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু অধ্যাত্ম সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়, জিহ্বা বিদ্যমান থাকলে জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু অধ্যাত্ম সুখ-

দুঃখ উৎপন্ন হয়, কায় বিদ্যমান থাকলে কায়-সংস্পর্শ হেতু অধ্যাত্ম সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়, মন বিদ্যমান থাকলে মনো-সংস্পর্শ হেতু অধ্যাত্ম সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়।”

২. “হে ভিক্ষুগণ, হস্ত অবিদ্যমানে গ্রহণ-ত্যাগ দৃষ্টিগোচর হয় না; পদ অবিদ্যমানে গমন-প্রত্যাগমন দৃষ্টিগোচর হয় না; বাহু অবিদ্যমানে সংকোচন-প্রসারণ দৃষ্টিগোচর হয় না; কুক্ষি অবিদ্যমানে ক্ষুধা-পিপাসা দৃষ্টিগোচর হয় না; একইভাবে হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু অবিদ্যমানে চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু অধ্যাত্ম সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয় না; শ্রোত্র-অবিদ্যমানে শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতু অধ্যাত্ম সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয় না; ঘ্রাণ অবিদ্যমানে ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতু অধ্যাত্ম সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয় না; জিহ্বা অবিদ্যমানে জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতু অধ্যাত্ম সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয় না। কায় অবিদ্যমানে কায়-সংস্পর্শ হেতু অধ্যাত্ম সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয় না; মন অবিদ্যমানে মনো-সংস্পর্শ হেতু অধ্যাত্ম সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয় না।”

১০. দ্বিতীয় হস্তপদোপম সূত্র

২৩৭. এই সূত্রটি প্রথম হস্তপদোপম সদৃশ। পার্থক্য হলো দৃষ্টিগোচর হয়’ এর পরিবর্তে শুধু ‘হয়’ হবে।

অষ্টাদশতম সমুদ্র বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক গাথা :

দুই সমুদ্র, মৎস্যশিকারী, রসালো বৃক্ষ আর কোট্‌ঠিক;
কামভূ, উদায়ী, আদীপ্ত, দুই হস্তপদোপম সহ বর্গ কথিত।

১৯. আশীবিষ (সর্প) বর্গ

১. সর্পোপম সূত্র

২৩৮.১. “হে ভিক্ষুগণ, মনে কর, উগ্রতেজী ও ঘোর বিষসম্পন্ন চারটি সর্প। অতঃপর জীবনধারণে ইচ্ছুক, মরতে অনিচ্ছুক, সুখকামী, দুঃখ-অনাকাঙ্ক্ষী কোনো পুরুষ সেখানে আসে। তাকে জনগণ এরূপ বলে—‘হে পুরুষ, এই উগ্রতেজী ও ঘোর বিষসম্পন্ন সর্প চারটিকে যথাসময়ে জাগ্রত করা উচিত, যথাসময়েস্নান করানো উচিত, যথাসময়ে ভোজন করানো উচিত এবং যথাসময়ে শয়ন করানো উচিত। হে পুরুষ, যখনি এই উগ্রতেজী ও ঘোর বিষসম্পন্ন সর্প চারটির যেকোনো একটি কুপিত (ক্রোধান্বিত) হবে তখনি তুমি মৃত্যু কবলে গমন করবে অথবা মরণতুল্য দুঃখ পাবে। হে পুরুষ,

অতএব তোমার যা করণীয় তা কর।'"

২. "হে ভিক্ষুগণ, অতঃপর উগ্রতেজী, ঘোর বিষসম্পন্ন সর্প চারটির ভয়ে ভীত সেই পুরুষটি এদিক-সেদিক পলায়ন করে। লোকে তাকে বলে—'হে পুরুষ, তোমাকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণকারী পাঁচজন শত্রুপক্ষীয় হত্যাকারী বলছে—যেখানে আমরা তাকে দেখতে পাব সেখানেই তাকে হত্যা করব। হে পুরুষ, এ বিষয়ে তোমার যা করণীয়, তা কর।'"

৩. "হে ভিক্ষুগণ, অতঃপর উগ্রতেজী, ঘোর বিষসম্পন্ন চারটি সর্পের ও শত্রুপক্ষীয় পাঁচজন হত্যাকারীর ভয়ে ভীত সেই পুরুষ এদিক-সেদিক পলায়ন করতে লাগল। লোকে তাকে এরূপ বলে—'হে পুরুষ, তোমাকে পিছনে পিছনে অনুসরণকারী নিষ্কোষিত অসিধারী, হত্যাকারী ষষ্ঠ দস্যুর উক্তি হলো—যেখানেই আমি তাকে দেখব সেখানেই তার মস্তক ভূপাতিত করব। হে পুরুষ এ বিষয়ে তোমার যা করণীয় তা কর।'"

৪. "অতঃপর হে ভিক্ষুগণ, উগ্রতেজী, ঘোরবিষসম্পন্ন চারটি সর্পের, শত্রুপক্ষীয় পাঁচজন হত্যাকারীর ও নিষ্কোষিত অসিধারী ষষ্ঠ হত্যাকারী দস্যুর ভয়ে ভীত পুরুষটি এদিক-সেদিক পলায়ন করতে লাগল। তখন সে একটি শূন্য[১] গ্রাম দেখতে পেল। যখন যেই গৃহে প্রবেশ করে, সে রিক্ত গৃহে প্রবেশ করে, খালি (ফাঁকা) গৃহে প্রবেশ করে, শূন্য গৃহে প্রবেশ করে। যখনি যেই ভাজন (পাত্র) স্পর্শ করে, সে রিক্ত ভাজন স্পর্শ করে, খালি ভাজন স্পর্শ করে, শূন্য ভাজন স্পর্শ করে। লোকে তাকে এরূপ বলে—'হে পুরুষ, এই শূন্য গ্রামে এখন চোর ও গ্রাম ঘাতকগণ[২] প্রবেশ করতেছে। হে পুরুষ, এ বিষয়ে তোমার যা করণীয় তা কর'।"

৫. "অতঃপর হে ভিক্ষুগণ, উগ্রতেজী ঘোরবিষসম্পন্ন চারটি সর্পের, শত্রুপক্ষীয় পাঁচজন হত্যাকারীর, নিষ্কোষিত অসিধারী ষষ্ঠ হত্যাকারী দস্যুর এবং চোর ও গ্রামঘাতকগণের ভয়ে ভীত পুরুষটি এদিক-সেদিক পলায়ন করতে লাগল। সে দেখতে পেল, তার সম্মুখে এক মহার্ণব, মহোদধি[৩] রয়েছে, যার এই তীর ভয়সঙ্কুল এবং অপরতীর ক্ষেম (নিরাপদ) ও অভয়পূর্ণ। তার নিকট না আছে তরণের নৌকা, না আছে 'পরপারে গমনের সেতু'। তখন তার মনে হলো, এই ত আমার সম্মুখে এক মহার্ণব, মহোদধি

---

[১]। জনশূন্য।

[২]। গ্রাম লুণ্ঠনকারী লোক (ডাকাত)।

[৩]। মহাসমুদ্র।

রয়েছে, যার এই তীর ভয়সঙ্কুল এবং অপরতীর ক্ষেম (নিরাপদ) ও অভয়পূর্ণ। এদিকে আমার নিকট না আছে তরণের নৌকা, না আছে ‘পরপারে গমনের সেতু’। তাহলে কি আমি তৃণকাষ্ঠ, শাখাপলাশ সংগ্রহ করে ভেলা বেঁধে তা অবলম্বনে হস্তপদে বেয়ে নিরাপদে সাগরপাড়ে উত্তীর্ণ হবো? এই ভেবে ওই পুরুষ (ব্যক্তি) তৃণকাষ্ঠ ও শাখাপলাশ সংগ্রহ করে ভেলা বেঁধে তা অবলম্বনে হস্তপদে বেয়ে নিরাপদে সাগরপাড় উত্তীর্ণ হলো; তীর্ণ, পারগত স্থলে স্থিত ব্রাহ্মণ সদৃশ।”

৬. “হে ভিক্ষুগণ, লক্ষিত অর্থ-বিজ্ঞাপনের জন্যই এই উপমা উপস্থিত করা হয়েছে। উপমার অর্থ এই—হে ভিক্ষুগণ, এ স্থলে উগ্রতেজী ঘোরবিষসম্পন্ন চারি সর্প চারি মহাভূতের নামান্তর। যথা : পৃথিবীধাতু, আপধাতু, তেজধাতু, বায়ুধাতু।

৭. “হে ভিক্ষুগণ, শত্রুপক্ষীয় পঞ্চ হত্যাকারী পঞ্চ উপাদানস্কন্ধেরই[১] অধিবচন বা নামান্তর, যথা : রূপ-উপাদানস্কন্ধ, বেদনা-উপাদান-স্কন্ধ, সংজ্ঞা-উপাদান-স্কন্ধ, সংস্কার-উপাদান-স্কন্ধ ও বিজ্ঞান-উপাদান-স্কন্ধ।”

৮. “হে ভিক্ষুগণ, নিষ্কোষিত অসিধারী ষষ্ঠ হত্যাকারী দস্যু নন্দিরাগের (আসক্তির) অধিবচন।”

৯. “হে ভিক্ষুগণ, শূন্য গ্রাম ছয় আধ্যাত্মিক আয়তনের অধিবচন। পণ্ডিত, বিজ্ঞ, মেধাবী ব্যক্তি যদি পরীক্ষা (গবেষণা) করেন, তাহলে রিক্ত, খালি ও শূন্য হিসেবেই চক্ষু প্রতীয়মান হয়। (চক্ষুর ক্ষয়ধর্মতা প্রকটিত হয়)”। শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় এবং মন সম্পর্কেও এইরূপ।

১০. “হে ভিক্ষুগণ, চোর-গ্রামঘাতকগণ ছয় বাহির আয়তনেরই অধিবচন। ভিক্ষুগণ, মনোজ্ঞ-অমনোজ্ঞ রূপে চক্ষু হত (বিনাশপ্রাপ্ত) হয়। মনোজ্ঞ-অমনোজ্ঞ শব্দে শ্রোত্র হত হয়। মনোজ্ঞ-অমনোজ্ঞ গন্ধে ঘ্রাণ হত হয়। মনোজ্ঞ-অমনোজ্ঞ রসে জিহ্বা হত হয়। মনোজ্ঞ-অমনোজ্ঞ স্প্রষ্টব্যে কায় হত হয়। মনোজ্ঞ-অমনোজ্ঞ ধর্মে (জ্ঞেয় বিষয়ে) মন হত হয়।”

১১. “হে ভিক্ষুগণ, মহার্ণব, মহোদধি (সমুদ্র) চারি ওঘের[২] অধিবচন বা নামান্তর। যথা : কাম ওঘ, ভব ওঘ, দৃষ্টি ওঘ ও অবিদ্যা ওঘ।”

---

[১]। পঞ্চস্কন্ধের প্রতি প্রেমাসক্তিই উপাদান এবং এই উপাদানই ব্যক্তিত্বের আধার। পঞ্চস্কন্ধই উপাদানের অবলম্বিত বিষয়। মনস্তত্ত্বের দিক হতে উপাদান সংস্কার স্কন্ধের অন্তর্গত। (ম.নি. ১ম, ৩২৪ পৃ.)

[২]। ওঘ বা বন্যা-স্রোতে পতিত কাষ্ঠ খন্ডের ন্যায় এগুলি সত্ত্বগণকে দুস্তর সংসার-স্রোতে জন্ম-মৃত্যুর আকারে ভাসিয়ে-ডুবিয়ে প্রবাহিত করে।

১২. “হে ভিক্ষুগণ, সংশয়াপন্ন ও ভয়সঙ্কুল এই তীর সৎকায়ের[১] নামান্তর।”

১৩. “ভিক্ষুগণ, নিরাপদ ও অভয়পূর্ণ অপরতীর নির্বাণের নামান্তর।”

১৪. “ভিক্ষুগণ, ভেলা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অধিবচন। যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি।”

১৫. “ভিক্ষুগণ, হস্তপদের প্রচেষ্টা বীর্যারম্ভের অধিবচন।”

১৬. “ভিক্ষুগণ, উত্তীর্ণ পরপারে উপনীত ব্রাহ্মণ ‘অরহতের’ অধিবচন।”

প্রথম সূত্র সমাপ্ত।

২. রথোপম সূত্র

২৩৯.১. “হে ভিক্ষুগণ, ত্রিবিধ ধর্মে সমন্বাগত ভিক্ষু প্রত্যক্ষ জীবনে সুখ-সৌমনস্যবহুল হয়ে অবস্থান করে। আসবক্ষয়ের জন্য তার জ্ঞান[২] আরব্ধ হয় (পরিপক্ক হয়)। ত্রিবিধ ধর্ম কী কী? ইন্দ্রিয়ে গুপ্তদ্বার হয়, ভোজনে মাত্রাজ্ঞ হয়, জাগরণে নিযুক্ত হয়।”

২. “হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু ইন্দ্রিয়ে গুপ্ত দ্বার হয়? ভিক্ষুগণ, এখানে (এই বুদ্ধশাসনে) ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে নিমিত্তগ্রাহী হন না, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হন না; যে বিষয়ে এই চক্ষু ইন্দ্রিয় অসংযত বিহারীর (অবস্থানকারীর) অভিধ্যা (লোভ) দৌর্মনস্যকর পাপ অকুশলধর্মসমূহ অনুস্রাবিত হয়, তিনি উহার সংবরের জন্য অগ্রসর হন, চক্ষু-ইন্দ্রিয় রক্ষা করেন, চক্ষু-ইন্দ্রিয়ে সংযত হন।”

“শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে, ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে, জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করে, কায় দ্বারা স্প্রষ্টব্য স্পর্শ করে ও মন দ্বারা ধর্ম (চিন্তনীয় বিষয়) জ্ঞাত হয়েও এইরূপ।

৩. “হে ভিক্ষুগণ, মনে কর, সমতল ভূমিতে চারি মহাপথের সংযোগস্থলে সুবিনীত, সুদান্ত-অশ্বযুক্ত রথ সুবিন্যস্ত কশাসহ স্থিত হয়, তাতে দক্ষ রথাচার্য অশ্ব-দমনকারী সারথি আরোহণ করে বাম হস্তে রশি ও দক্ষিণ হস্তে (ডান হস্তে) কশা (অঙ্কুশ) গ্রহণপূর্বক যেদিকে যেভাবে ইচ্ছা সম্মুখে-পশ্চাতে রথ চালনা করে। এভাবেই হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু ষড়-ইন্দ্রিয় সুরক্ষার জন্যে শিক্ষা

---

[১]। সৎকায় অর্থে স্বাত্ম, ব্যক্তিত্ব, পৃথক পৃথক সত্ত্বা, ব্যক্তিত্বের আধার।

[২]। **পালি—‘যোনি চস্‌স আরদ্ধা হোতি আসবানং খযায’,** যোনি অর্থ উৎস, উৎপত্তি বা জ্ঞান, অবগতি, অর্থকথামতে, **‘কারণং চ অস্‌স পরিপুন্নং যেব হোতি।’**

করে, সংযমের জন্যে শিক্ষা করে, দমনের জন্যে শিক্ষা করে, উপশমের জন্যে শিক্ষা করে। হে ভিক্ষুগণ, এভাবে ভিক্ষু ইন্দ্রিয়ে গুপ্তদ্বার হয়"।

৪. "হে ভিক্ষুগণ, কিভাবে ভিক্ষু ভোজনে মাত্রাভিজ্ঞ হয়?" "ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু যথার্থ জ্ঞানপূর্বক আহার গ্রহণ করেন, ক্রীড়ার জন্য নয়, মত্ততার জন্য নয়, মন্ডন (সৌষ্ঠব) ও বিভূষণের (শোভা বর্ধনের) জন্যে নয়। ইহা শুধু শরীর স্থিতির জন্য, জীবন-যাপনের জন্যে, ক্ষুধা-যন্ত্রণার উপশমের জন্য এবং মার্গ-ব্রহ্মচর্যের সহায়তার জন্য। এরূপে পুরাতন ক্ষুধা-বেদনার উপশম করব, (অমিত ভোজনজনিত) নতুন বেদনা উৎপন্ন করব না, যাতে আমার জীবনযাত্রা নির্দোষ হয় ও স্বচ্ছন্দে অবস্থান করতে পারি।"

৫. "যেমন হে ভিক্ষুগণ, কোনো ব্যক্তি ব্রণ (ক্ষত) আরোগ্যের জন্যে চর্বি ইত্যাদি লেপন করে বা সহজে ভার বহনের জন্যে চাকার অক্ষদন্ডের ঘর্ষণ নিবারণার্থ তৈলাক্ত করে; এভাবেই হে ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু যথার্থ জ্ঞানপূর্বক আহার গ্রহণ করেন, ক্রীড়ার জন্য নয়, মত্ততার জন্য নয়, মন্ডন (সৌষ্ঠব) ও বিভূষণের (শোভা বর্ধনের) জন্যে নয়। ইহা শুধু শরীর স্থিতির জন্য, জীবন-যাপনের জন্যে, ক্ষুধা-যন্ত্রণার উপশমের জন্য এবং মার্গ-ব্রহ্মচর্যের সহায়তার জন্য। এরূপে পুরাতন ক্ষুধা-বেদনার উপশম করব, (অমিত ভোজনজনিত) নতুন বেদনা উৎপন্ন করব না, যাতে আমার জীবনযাত্রা নির্দোষ হয় ও স্বচ্ছন্দে অবস্থান করতে পারি।"

"হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই ভিক্ষু ভোজনে মাত্রাভিজ্ঞ হয়।"

৬. "হে ভিক্ষুগণ, কিভাবে ভিক্ষু জাগরণে নিযুক্ত হয়?" "ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু দিবসে চংক্রমণ ও উপবেশন দ্বারা আবরণীয় ধর্ম হতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন, রাত্রির প্রথম যামে চংক্রমণ ও উপবেশন দ্বারা আবরণীয় ধর্ম হতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন। রাত্রির মধ্যম যামে পায়ের উপর পা (ডানপায়ের উপর বাম পা) রেখে, স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানের সাথে যথাসময়ে গাত্রোত্থান ধারণা মনে রেখে দক্ষিণ (ডান) পার্শ্বে সিংহশয্যায় শয়ন করেন। রাত্রির শেষ যামে প্রত্যুত্থান করে চক্রমণ ও ধ্যানাসনে উপবেশন দ্বারা আবরণীয় ধর্ম হতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন। এভাবেই হে ভিক্ষুগণ, জাগরণে নিয়োজিত হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ ধর্মে সমন্বাগত ভিক্ষু প্রত্যক্ষ (ইহ) জীবনে সুখ-সৌমনস্যবহুল হয়ে অবস্থান করে। আসবক্ষয়ের জন্যে তার জ্ঞান আরব্ধ হয়।"

দ্বিতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৩. কূর্মোপম সূত্র

২৪০.১. "হে ভিক্ষুগণ, একটি স্থূল কচ্ছপ (কূর্ম) সন্ধ্যাকালে নদীর তীরে আহারান্বেষণে বিচরণ করছিল। একটি শৃগালও সেই নদীর তীরে সন্ধ্যাকালে আহার অন্বেষণে বিচরণ করছিল। হে ভিক্ষুগণ, স্থূল কচ্ছপ দূর হতে সেই শৃগালকে আহার অন্বেষণে বিচরণ করতে দেখল। দেখে গ্রীবাসহ পঞ্চঅঙ্গ নিজের আবরণে (খোলে) সঙ্কুচিত করে নিঃশব্দে নিষ্ক্রিয়ভাবে শংকিতচিত্তে বসে রইল। ভিক্ষুগণ, শৃগালও সেই স্থূল কচ্ছপকে দূর হতে স্থিত দেখল, দেখে যেখানে সেই স্থূল কচ্ছপ সেখানে উপস্থিত হলো এবং 'যখনই এই স্থূল কচ্ছপ গ্রীবাসহ পঞ্চ অঙ্গের যেকোনো একটি অঙ্গ বের করবে তখনই ইহাকে ধরে (খোল) উৎপাটিত করে খাব'। এই চিন্তা করে সম্মুখে স্থিত হলো। হে ভিক্ষুগণ, যখন স্থূল কচ্ছপ গ্রীবাসহ পঞ্চ অঙ্গের একটি অঙ্গও বের করল না, তখন সেই শৃগাল সুযোগ লাভ না করে হতাশ হয়ে চলে গেল।"

২. "এভাবেই হে ভিক্ষুগণ, 'যদি আমি চক্ষু বা শ্রোত্র (কর্ণ) বা ঘ্রাণ (নাসিকা) বা জিহ্বা বা কায় (দেহ) বা মনদ্বারে সুযোগ পাই'—এই আশায় পাপমতি মার অবিরত তোমাদের অনুসরণ করে। তাই ভিক্ষুগণ, ইন্দ্রিয়ে গুপ্তদ্বার (সংযতেন্দ্রিয়) হয়ে অবস্থান কর। চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে নিমিত্তগ্রাহী হবে না, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হবে না, যে কারণে এই চক্ষু-ইন্দ্রিয়ে অসংযতভাবে অবস্থানকারীর অভিধ্যা দৌর্মনস্যকর পাপ অকুশলধর্মসমূহ অনুস্রাবিত হয়, উহার সংবরের জন্য অগ্রসর হও, চক্ষু-ইন্দ্রিয় রক্ষা করো, চক্ষু-ইন্দ্রিয়ে সংযত হও।" শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় এবং মন সম্পর্কেও এইরূপ।

৩. "হে ভিক্ষুগণ, যখনই তোমরা ইন্দ্রিয়ে গুপ্তদ্বার হয়ে অবস্থান করবে তখন মার তোমাদের নিকট হতেও হতাশ হয়ে প্রস্থান করবে যেমন শৃগাল সুযোগ না পেয়ে কচ্ছপের নিকট হতে প্রস্থান করে।"

৪. "কচ্ছপ যেমন অঙ্গসমূহ স্বকীয় খোলকে করে সঙ্কুচিত,
ভিক্ষু তেমন করেন সংযত আপন মনোবিতর্ক।
হয়ে অনাসক্ত অন্যকে পীড়ন না করেন তিনি,
হয়ে পরিনিবৃত, কিঞ্চিৎ মাত্রও পর অপবাদ করেন না তিনি।"

তৃতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৪. প্রথম কাষ্ঠখণ্ডোপম সূত্র

২৪১.১. এক সময় ভগবান কৌশাম্বীতে অবস্থান করতেছিলেন-গঙ্গা নদীর তীরে। সে সময় ভগবান গঙ্গা নদীর স্রোতে ভাসমান একটি বৃহৎ

কাষ্ঠখণ্ড দেখতে পেলেন। দেখে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, গঙ্গা নদীর স্রোতে ভাসমান ওই বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ডটি কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ?" "হ্যাঁ, ভন্তে।" "হে ভিক্ষুগণ, যদি সেই কাষ্ঠখণ্ডটি এই তীরে না আসে, অপর তীরে গমন না করে, মধ্যে ডুবে না যায়, স্থলে সংলগ্ন না হয়, মনুষ্য গৃহীত না হয়, অমনুষ্য গৃহীত না হয়, ঘূর্ণিজলে পতিত না হয়, ভিতরে পচে না যায়; তাহলে হে ভিক্ষুগণ, নিশ্চয়ই সেই কাষ্ঠখণ্ডটি সমুদ্রের দিকে প্রবাহমান, সমুদ্রগামী, সমুদ্রাবনত। তার কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু গঙ্গানদীর স্রোত সমুদ্রের দিকে প্রবাহমান, সমুদ্রগামী, সমুদ্রাবনত।"

২. "এভাবেই হে ভিক্ষুগণ, তোমরাও যদি এই তীরে না আস, অপরতীরে না যাও, মধ্যে ডুবে না যাও, স্থলে সংলগ্ন না হও, মনুষ্য গৃহীত না হও, অমনুষ্যগৃহীত না হও, ঘূর্ণিজলে পতিত না হও, ভিতরে পচে না যাও; হে ভিক্ষুগণ, এভাবে তোমরা নির্বাণের দিকে প্রবাহমান, নির্বাণগামী, নির্বাণাবনত। তার কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু সম্যক দৃষ্টি নির্বাণ-নিম্ন, নির্বাণ-প্রবণ, নির্বাণাবনত।" এরূপ উক্ত হলে একজন ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, 'এই তীর' কী? 'অপর তীর' কী? 'মধ্যে ডুবা' কী? 'স্থলে সংলগ্নতা' কী? 'মনুষ্যগৃহীত' কী? 'অমনুষ্যগৃহীত' কী? 'ঘূর্ণিজলে পতন' কী? 'অন্তঃপচিতভাব' কী?"

৩. "হে ভিক্ষু, 'এই তীর' ছয় আধ্যাত্মিক আয়তনের অধিবচন। 'অপরতীর' ছয় বাহ্যিক আয়তনের অধিবচন। হে ভিক্ষু, 'মধ্যে ডুবা' নন্দিরাগের (প্রেমাসক্তি) অধিবচন। হে ভিক্ষু, 'স্থলে সংলগ্নতা' অস্মিমানের (আমিত্বের) অধিবচন।"

৪. "হে ভিক্ষু, 'মনুষ্যগৃহীত' কী? এখানে ভিক্ষু গৃহী সংশ্লিষ্ট হয়ে অবস্থান করে, তাদের (গৃহীর) আনন্দে আনন্দিত হয়, তাদের শোকে শোকগ্রস্ত হয়, তাদের সুখে সুখী হয়, তাদের দুঃখে দুঃখী হয়, তাদের করণীয় সম্পাদনে নিজে আত্মনিয়োগ করে। হে ভিক্ষু, ইহাকে বলা হয় মনুষ্যগৃহীত।"

৫. "হে ভিক্ষু, 'অমনুষ্যগৃহীত' কী? এখানে ভিক্ষু কোনো এক দেবনিকায়কে লক্ষ্য করে ব্রহ্মচর্য আচরণ করে, উদ্দেশ্য সে এই প্রকার শীল, ব্রত, তপ অথবা ব্রহ্মচর্যের দ্বারা দেবতা হবে বা দেব-অনুচর হবে। হে ভিক্ষু, ইহাকে বলা হয় অমনুষ্যগৃহীত।" "হে ভিক্ষু, আবর্ত (ঘূর্ণিজল) পঞ্চকামগুণের অধিবচন (নামান্তর)"।

৬. "হে ভিক্ষু, 'অন্তঃপচিতভাব' কী? এখানে ভিক্ষু দুঃশীল, পাপধর্মী,

অশুচি শঙ্কা-স্মরিতব্য কর্ম সম্পাদনকারী[১], গোপনে পাপকর্ম সম্পাদনকারী হয়; সে অশ্রমণ হয়ে শ্রমণত্বের দাবীদার, অব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণত্বের দাবীদার, ভিতরে পচা, কামুক, কষম্বুজাত[২] (আবর্জনা সদৃশ) হয়। হে ভিক্ষু, ইহাকে বলা হয় অন্তঃপচিতভাব।"

৭. "সেই সময় নন্দ গোপালক ভগবান হতে অদূরে স্থিত ছিলেন। অতঃপর নন্দ গোপালক ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, আমি এই তীরে গমন করি না, অপর তীরে গমন করি না, মধ্যে ডুবি না, স্থলে সংলগ্ন নই, আমি মনুষ্যগৃহীত নই, অমনুষ্যগৃহীত নই, আবর্তগত (ঘূর্ণিজলে পতিত) নই, আমি ভিতরে পচা নই। ভন্তে, আমি কি ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করতে পারি?" "তাহলে হে নন্দ, তুমি মালিকের গরুগুলো মালিককে ফিরিয়ে দাও (হস্তান্তর কর)"। "ভন্তে, বাছুরের জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষী গাভীগুলো চলে যাচ্ছে।" "নন্দ, তুমি মালিকের গরুগুলো (মালিককে) হস্তান্তর কর।" অতঃপর নন্দ গোপালক মালিকের গরুগুলো (মালিককে) হস্তান্তর করে যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, মালিকের গরুগুলো ফিরিয়ে দিয়েছি (হস্তান্তরিত)। ভন্তে, আমি কি ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করতে পারি?" তখন নন্দ গোপালক ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রাপ্ত হলেন।

৮. অতঃপর অচির উপসম্পন্ন আয়ুষ্মান নন্দ একাকী, বিচ্ছিন্ন, অপ্রমত্ত, বীর্যবান, ধ্যাননিবিষ্ট হয়ে অবস্থান করে অচিরেই যেজন্য কুলপুত্রগণ সম্যকভাবে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজিত হন, সেই সর্বোত্তম ব্রহ্মচর্যের চরম-লক্ষ্য ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করে, উপলব্ধি করে অবস্থান করতে লাগলেন এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারলেন—'(আমার) জন্মবীজ ক্ষীণ (ক্ষয়) হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে আর এই জীবনে (আসবক্ষয়ের জন্য) অন্য কর্তব্য নাই'। আয়ুষ্মান নন্দ অর্হৎদের অন্যতর হলেন।

চতুর্থ সূত্র সমাপ্ত।

---

[১]। দুই চারজন লোককে এক স্থানে একত্রিত হয়ে বাক্যালাপ করতে দেখে মনে করে, 'আমার কৃত পাপ কর্মের বিষয় জানতে পেরে আলোচনা করতেছে নাকি' এইরূপ সশঙ্ক চিত্তে স্বকৃত অশুচি কর্মের বিষয় সে বারবার স্মরণ করে।

[২]। পালি—'কসম্বুজাতো'—কষম্বুজাত, পাপকষাক্ত, পাপ-পরায়ন। যার চিত্ত রাগ, দ্বেষ ও মোহাদি রূপ কষাটে অভিভূত।

৫. দ্বিতীয় কাষ্ঠখণ্ডোপম সূত্র

২৪২.১. এক সময় ভগবান কিমিলায় অবস্থান করছিলেন, গঙ্গানদীর তীরে। সে সময় ভগবান গঙ্গা নদীর স্রোতে ভাসমান একটি বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড দেখতে পেলেন। দেখে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, গঙ্গা নদীর স্রোতে ভাসমান ওই বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ডটি কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ?" "হ্যাঁ, ভন্তে।" "হে ভিক্ষুগণ, যদি সেই কাষ্ঠখণ্ডটি এই তীরে না আসে, অপর তীরে গমন না করে, মধ্যে ডুবে না যায়, স্থলে সংলগ্ন না হয়, মনুষ্য গৃহীত না হয়, অমনুষ্য গৃহীত না হয়, ঘূর্ণিজলে পতিত না হয়, ভিতরে পঁচে না যায়; তাহলে হে ভিক্ষুগণ, নিশ্চয়ই সেই কাষ্ঠখণ্ডটি সমুদ্রের দিকে প্রবাহমান, সমুদ্রগামী, সমুদ্রাবনত। তার কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু গঙ্গানদীর স্রোত সমুদ্রের দিকে প্রবাহমান, সমুদ্রগামী, সমুদ্রাবনত।"

২. "এভাবেই হে ভিক্ষুগণ, তোমরাও যদি এই তীরে না আস, অপরতীরে না যাও, মধ্যে ডুবে না যাও, স্থলে সংলগ্ন না হও, মনুষ্য গৃহীত না হও, অমনুষ্যগৃহীত না হও, ঘূর্ণিজলে পতিত না হও, ভিতরে পচে না যাও; হে ভিক্ষুগণ, এভাবে তোমরা নির্বাণের দিকে প্রবাহমান, নির্বাণগামী, নির্বাণাবনত। তার কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু সম্যক দৃষ্টি নির্বাণ-নিম্ন, নির্বাণ-প্রবণ, নির্বাণাবনত।" এরূপ উক্ত হলে একজন ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, 'এই তীর' কী? 'অপর তীর' কী? 'মধ্যে ডুবা' কী? 'স্থলে সংলগ্নতা' কী? 'মনুষ্যগৃহীত' কী? 'অমনুষ্যগৃহীত' কী? 'ঘূর্ণিজলে পতন' কী? 'অন্তঃপচিতভাব' কী?"

৩. "হে ভিক্ষু, 'এই তীর' ছয় আধ্যাত্মিক আয়তনের অধিবচন। 'অপরতীর' ছয় বাহ্যিক আয়তনের অধিবচন। হে ভিক্ষু, 'মধ্যে ডুবা' নন্দিরাগের (প্রেমাসক্তি) অধিবচন। হে ভিক্ষু, 'স্থলে সংলগ্নতা' অস্মিমানের (আমিত্বের) অধিবচন।"

৪. "হে ভিক্ষু, 'মনুষ্যগৃহীত' কী? এখানে ভিক্ষু গৃহী সংশ্লিষ্ট হয়ে অবস্থান করে, তাদের (গৃহীর) আনন্দে আনন্দিত হয়, তাদের শোকে শোকগ্রস্ত হয়, তাদের সুখে সুখী হয়, তাদের দুঃখে দুঃখী হয়, তাদের করণীয় সম্পাদনে নিজে আত্মনিয়োগ করে। হে ভিক্ষু, ইহাকে বলা হয় মনুষ্যগৃহীত।"

৫. "হে ভিক্ষু, 'অমনুষ্যগৃহীত' কী? এখানে ভিক্ষু কোনো এক দেবনিকায়কে লক্ষ্য করে ব্রহ্মচর্য আচরণ করে, উদ্দেশ্য সে এই প্রকার শীল, ব্রত, তপ অথবা ব্রহ্মচর্যের দ্বারা দেবতা হবে বা দেব-অনুচর হবে। হে ভিক্ষু, ইহাকে বলা হয় অমনুষ্যগৃহীত।" "হে ভিক্ষু, আবর্ত (ঘূর্ণিজল)

পঞ্চকামগুণের অধিবচন (নামান্তর)"।

৬. "হে ভিক্ষু, 'অন্তঃপচিতভাব' কী? এখানে ভিক্ষু দুঃশীল, পাপধর্মী, অশুচি শঙ্কা স্মরিতব্য কর্ম সম্পাদনকারী, গোপনে পাপকর্ম সম্পাদনকারী হয়; সে অশ্রমণ হয়ে শ্রমণত্বের দাবীদার, অব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণত্বের দাবীদার, ভিতরে পচা, কামুক, কষম্বুজাত (আবর্জনা সদৃশ) হয়। হে ভিক্ষু, ইহাকে বলা হয় অন্তঃপচিতভাব।"

পঞ্চম সূত্র সমাপ্ত।

৬. আসক্ত পর্যায় সূত্র

২৪৩.১. এক সময় ভগবান শাক্যদের মধ্যে অবস্থান করতেছিলেন কপিলবাস্তুর নিগ্রোধারামে। সেই সময় কপিলবাস্তুবাসী শাক্যগণের নিমিত্ত অভিনব সন্থাগার[১] সদ্য নির্মিত হয়েছে যা এখনো কোনো শ্রমণ, ব্রাহ্মণ বা মনুষ্যজাতির অব্যবহৃত। অতঃপর কপিলবাস্তুর শাক্যগণ যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপ্রান্তে বসলেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট কপিলবাস্তুর শাক্যগণ ভগবানকে বললেন :

২. "ভন্তে, এখানে কপিলবাস্তুর শাক্যগণের এক অভিনব সন্থাগার অধুনা নির্মিত হয়েছে, তা এখনো কোনো শ্রমণ, ব্রাহ্মণ বা মনুষ্যজাতির ব্যবহৃত নয়। ভন্তে, ভগবান! আপনি উহা প্রথমে ব্যবহার করুন। ভগবান কর্তৃক সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হলে পরে কপিলাবাস্তুর শাক্যেরা উহা ব্যবহার করবেন। ইহা শাক্যগণের পক্ষে দীর্ঘকাল হিতসুখের কারণ হবে।"

ভগবান নীরবে সম্মত হলেন।

৩. অতঃপর ভগবানের সম্মতি অবগত হয়ে কপিলবাস্তুর শাক্যগণ আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক প্রদক্ষিণ করে যেখানে সন্থাগার সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে সন্থাগারের সর্বত্র বিছানা পেতে আসনসমূহ স্থাপন করলেন, উদকভান্ড (জলাধার) স্থাপিত করলেন, তৈল-প্রদীপ প্রজ্বলিত করলেন এবং ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে বললেন :

৪. "ভন্তে, সন্থাগারের সর্বত্র নানা আস্তরণে সজ্জিত, আসনসমূহ পাতা হয়েছে, জলভান্ড স্থাপিত ও তৈল-প্রদীপ জ্বালানো হয়েছে। ভন্তে, ভগবান! এখন যা সঙ্গত মনে করেন করতে পারেন।"

---

[১]। **সন্থাগার**—গণতন্ত্রসম্মত রাষ্ট্রের মন্ত্রণালয়। (অর্থকথা)

৫. তখন ভগবান নিবাসন (অন্তর্বাস-উত্তরাসঙ্গ) পরিধান করে পাত্র-চীবর (সজ্ঘাটি) নিয়ে সন্থাগারে উপনীত হলেন। উপস্থিত হয়ে পাদ ধৌত করে সন্থাগারে প্রবেশ করলেন এবং মধ্যম স্তম্ভ আশ্রয় করে পূর্বাভিমুখে উপবেশন করলেন। ভিক্ষুসংঘও পাদধৌত করে সন্থাগারে প্রবেশপূর্বক পশ্চিম প্রাচীর আশ্রয় করে পূর্বাভিমুখে ভগবানকে সম্মুখে রেখেই বসলেন। কপিলাবস্তুর শাক্যগণ পাদ ধৌত করে সন্থাগারে প্রবেশপূর্বক পশ্চিমমুখী হয়ে ভগবানকে সম্মুখে রেখেই পূর্বভিত্তির আশ্রয়ে উপবেশন করলেন।

৬. তখন ভগবান অধিকরাত্রি (বারোটা) পর্যন্ত কপিলবাস্তুর শাক্যগণকে ধর্মোপদেশ দ্বারা (ঐহিক-পারত্রিক হিত) প্রদর্শন করে (কুশলধর্ম) গ্রহণ করায়ে (তাতে) উৎসাহিত ও হর্সোৎফুল্ল করে এই বলে বিদায় দিলেন—"হে গৌতমগোত্রীয়গণ, রাত্রি অধিক হয়েছে। এখন আপনারা যা সময়োচিত মনে করেন করতে পারেন।" "হ্যাঁ, ভন্তে।" বলে কপিলবাস্তুর শাক্যগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর প্রদান করে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন।

৭. অতঃপর কপিলবাস্তুর শাক্যগণের প্রস্থানের অল্পক্ষণ পর ভগবান আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নকে আহ্বান করে বললেন, "হে মৌদ্গাল্লায়ন, ভিক্ষুসংঘ বিগত স্ত্যানমিদ্ধ[১] (স্ত্যানমিদ্ধ দ্বারা অভিভূত নয়)। ভিক্ষুগণকে ধর্মকথায় উপদেশ প্রদান কর। আমার পৃষ্ঠদশ ক্লান্ত হয়েছে, সুতরাং আমি বিশ্রাম করব"। "হ্যাঁ, ভন্তে" বলে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন ভগবানকে প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। তৎপর ভগবান চতুর্গুণ সজ্ঘাটি বিছায়ে পায়ের উপর পা স্থাপন করে, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে, যথাসময়ে উত্তান-সংজ্ঞা মনে রেখে দক্ষিণ (ডান) পাশে সিংহ শয্যায় শয়ন করলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, "বন্ধুগণ," "হ্যাঁ, বন্ধু" বলে সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নকে প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন বললেন, "বন্ধুগণ, আপনাদেরকে আসক্ত পর্যায় ও অনাসক্ত পর্যায় সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ করুন, উত্তমরূপে মনোনিবেশ করুন; আমি ভাষণ করব।" "হ্যাঁ, বন্ধু" বলে সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নকে প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। আয়ুষ্মান

---

[১]। **স্ত্যানমিদ্ধ**—আচার্য বুদ্ধ ঘোষের মতে স্ত্যান চিত্তের গ্লানি এবং মিদ্ধ চৈতসিক বা মানসিক গ্লানি। (প-সু)। বিমুক্তিমগ্‌গে কথিত আচার্য উপতিষ্যের মতে স্ত্যান মনের জড়তা এবং মিদ্ধ দেহের জড়তা। দেহের জড়তা হলেও মিদ্ধ চিত্তের উপক্লেশ। মিদ্ধ ত্রিবিধ-আহারজ, ঋতুজ এবং চিত্তজ।

মহামৌদ্গাল্লায়ন বললেন,

৮. "বন্ধুগণ, কিরূপে আসক্ত হয়? বন্ধুগণ, এখানে ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে চক্ষুগ্রাহ্য প্রিয়রূপে রাগানুরক্ত হয়, অপ্রিয়রূপে বিরক্ত হয়, কায়গত স্মৃতি উপস্থিত না হওয়ায় লঘুচেতা হয়ে অবস্থান করে, সে চেতঃবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে জানে না যাতে নিরবশেষে সর্ব পাপ অকুশল-ধর্ম নিরুদ্ধ হতে পারে।" শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় এবং মন সম্পর্কেও এইরূপ। "বন্ধুগণ, ইহাকে বলা হয়, ভিক্ষু চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপে আসক্ত (কামানুরক্ত) হয়, শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দে আসক্ত হয়, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধে আসক্ত হয়, জিহ্বাবিজ্ঞেয় রসে আসক্ত হয়, কায়বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্যে আসক্ত হয় ও মনোবিজ্ঞেয় ধর্মে আসক্ত হয়। বন্ধুগণ, এভাবে অবস্থানকারী ভিক্ষুর নিকট যদি চক্ষুপথে, শ্রোত্রপথে, ঘ্রাণপথে, জিহ্বাপথে, কায়পথে ও মনোপথে মার উপস্থিত হয়, তাহলে মার সুযোগ লাভ করে, আলম্বন লাভ করে।"

৯. "বন্ধুগণ, মনে করুন, শুষ্ক, নীরস ও বৎসরাধিককাল পুরানো তিনাগার বা নলাগার (নলখাগড়া নির্মিত পর্ণশালা)। যদি পূর্বদিক হতে একজন পুরুষ তৃণোল্কা (তৃণের মশাল) নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়, তাহলে সেই অগ্নি সুযোগ লাভ করে, আলম্বন লাভ করে; যদি পশ্চিমদিক হতে একজন পুরুষ তৃণোল্কা নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়, তাহলে সেই অগ্নি সুযোগ লাভ করে, আলম্বন লাভ করে; যদি উত্তরদিক হতে একজন পুরুষ তৃণোল্কা নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়, তাহলে সেই অগ্নি সুযোগ লাভ করে, আলম্বন লাভ করে; দক্ষিণ দিক, নিম্নদিক, ঊর্ধ্বদিক, যেকোনো দিক হতে একজন পুরুষ তৃণোল্কা নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়, তাহলে সেই অগ্নি সুযোগ লাভ করে, আলম্বন লাভ করে। তদ্রূপভাবেই বন্ধুগণ, এভাবে অবস্থানকারী ভিক্ষুর নিকট যদি চক্ষুপথে, শ্রোত্রপথে, ঘ্রাণপথে, জিহ্বাপথে, কায়পথে ও মনোপথে মার উপস্থিত হয়, তাহলে মার সুযোগ লাভ করে, আলম্বন লাভ করে। বন্ধুগণ, রূপ এভাবে অবস্থানকারী ভিক্ষুকে পরাজিত করে, ভিক্ষু রূপকে পরাজিত করে না; শব্দ, গন্ধ, রস, স্প্রষ্টব্য ও ধর্ম এভাবে অবস্থানকারী ভিক্ষুকে পরাজিত করে, ভিক্ষু শব্দ, গন্ধ, রস, স্প্রষ্টব্য ও ধর্মকে পরাজিত করে না। বন্ধুগণ, ইহাকে বলা হয়—ভিক্ষু রূপাভিভূত (পরাজিত), শব্দাভিভূত, গন্ধাভিভূত রসাভিভূত, স্প্রষ্টব্যাভিভূত ও ধর্মাভিভূত, পরাভূত, প্রভুত্বহীন (অবিজয়ী); সংক্লেশকর, দুঃখবিপাকী, বিরক্তিকর, ভবিষ্যতে জন্ম-জরা-মরণধর্মী পাপ-অকুশলধর্মসমূহ তাকে (সেই ভিক্ষুকে) পরাজিত করে। এভাবেই বন্ধুগণ, আসক্ত হয়।"

১০. "বন্ধুগণ, কিভাবে ভিক্ষু অনাসক্ত হয়? বন্ধুগণ, এখানে ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে প্রিয়রূপে প্রলোভিত হন না, অপ্রিয়রূপে বিরক্ত হন না, তিনি উপস্থিত কায়গতস্মৃতি হয়ে অবস্থান করেন, তিনি অপ্রমেয়চিত্তে (অসঙ্কীর্ণচিত্তে) সেই চিত্ত বিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে সম্যক জ্ঞানে জানেন যেখানে তার উৎপন্ন পাপ-অকুশলধর্ম সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়।" শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্পর্কেও এইরূপ। "বন্ধুগণ, ইহাকে বলা হয় ভিক্ষু চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপে, শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দে, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধে, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রসে, কায়-বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্যে ও মনোবিজ্ঞেয় ধর্মে অনাসক্ত হন। বন্ধুগণ, এভাবে অবস্থানকারী ভিক্ষুর নিকট যদি চক্ষুপথে, শ্রোত্রপথে, ঘ্রাণপথে, জিহ্বাপথে, কায়পথে ও মনোপথে মার উপস্থিত হয়, তাহলে মার সুযোগ লাভ করে না, আলম্বন লাভ করে না।"

১১. "বন্ধুগণ, মনে করুন, ঘন মৃত্তিকা দ্বারা সদ্য লেপনকৃত কোনো কূটাগার (পান্থশালা) বা বড়ঘর। যদি পূর্বদিক হতে একজন পুরুষ প্রজ্জ্বলিত তৃণোল্কা (তৃণের মশাল) নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়, তাহলে সেই অগ্নি সুযোগ লাভ করে না, আলম্বন লাভ করে না; যদি পশ্চিমদিক, উত্তরদিক, দক্ষিণদিক, নিম্নদিক, ঊর্ধ্বদিক বা যেকোনো দিক হতে একজন পুরুষ প্রজ্জ্বলিত তৃণোল্কা নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়, তাহলে সেই অগ্নি সুযোগ লাভ করে না, আলম্বন লাভ করে না। তদ্রূপভাবেই বন্ধুগণ, এভাবে অবস্থানকারী ভিক্ষুর নিকট যদি চক্ষুপথে, শ্রোত্রপথে, ঘ্রাণপথে, জিহ্বাপথে, কায়পথে ও মনোপথে মার উপস্থিত হয়, তাহলে মার সুযোগ লাভ করে না, আলম্বন লাভ করে না। বন্ধুগণ, এভাবে অবস্থানকারী ভিক্ষুকে রূপ পরাজিত করে না, ভিক্ষুই রূপকে পরাজিত করেন; শব্দ, গন্ধ, রস, স্প্রষ্টব্য, ধর্ম এভাবে অবস্থানকারী ভিক্ষুকে পরাজিত করে না, ভিক্ষুই শব্দ, গন্ধ, রস, স্প্রষ্টব্য ও ধর্মকে পরাজিত করেন। বন্ধুগণ, ইহাকে বলা হয়-ভিক্ষু রূপবিজয়ী, শব্দবিজয়ী, গন্ধবিজয়ী, রসবিজয়ী, স্প্রষ্টব্যবিজয়ী, ধর্মবিজয়ী, বিজেতা, প্রভুত্বসম্পন্ন; সংক্লেশকর, দুঃখবিপাকী, বিরক্তিকর, ভবিষ্যতে জন্ম-জরা-মরণধর্মী পাপ-অকুশল-ধর্মসমূহকে তিনি (সেই ভিক্ষু) পরাজিত করেন। এভাবেই বন্ধুগণ, অনাসক্ত হয়।"

১২. অতঃপর ভগবান গাত্রোত্থান করে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নকে আহ্বান করলেন, "সাধু, সাধু, মৌদ্গাল্লায়ন! হে মৌদ্গাল্লায়ন, তুমি ভিক্ষুগণকে উত্তমরূপে আসক্ত পর্যায় ও অনাসক্ত পর্যায় সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছ।"

আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন ইহা ভাষণ করলেন, শাস্তা সন্তুষ্ট হলেন। সেই ভিক্ষুগণ প্রসন্ন মনে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নের ভাষণ অভিনন্দন করলেন।

ষষ্ঠ সূত্র সমাপ্ত।

৭. দুঃখধর্ম সূত্র

২৪৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, যখন হতে ভিক্ষু সর্বদুঃখ-ধর্মের (স্বভাবের) উদয়-বিলয় যথাযথভাবে সম্যক জ্ঞানে জানেন (তখন) তার নিকট কামসমূহ[১] সেভাবে দৃষ্ট হয়, যেভাবে কামসমূহ দৃষ্ট হলে, কামের প্রতি যে কামচ্ছন্দ, কামস্নেহ, কামমূর্ছনা, কামযন্ত্রণা তা চিত্ত অধিকার করে স্থিত হয় না। সেরূপেই তার আচরণ-বিচরণ কার্যে পরিণত (পরিচিত) হয়, যেরূপ আচরণ-বিচরণরতের অভিধ্যা-দৌর্মনস্য পাপ-অকুশল-ধর্মসমূহ চিত্ত অধিকার করে স্থিত হয় না।"

২. "হে ভিক্ষুগণ, কিভাবে ভিক্ষু সর্বদুঃখ-ধর্মের উদয়-বিলয় যথাযথভাবে সম্যক জ্ঞানে জানেন? ইহা রূপ, ইহা রূপের উদয়, ইহা রূপের বিলয়; ইহা বেদনা, ইহা বেদনার উদয়, ইহা বেদনার বিলয়; ইহা সংজ্ঞা, ইহা সংজ্ঞার উদয়, ইহা সংজ্ঞার বিলয়; ইহা সংস্কার, ইহা সংস্কারের উদয়, ইহা সংস্কারের বিলয়; ইহা বিজ্ঞান, ইহা বিজ্ঞানের উদয়, ইহা বিজ্ঞানের বিলয়। এভাবেই হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সর্বদুঃখ ধর্মের উদয়-বিলয় যথাযথভাবে সম্যক জ্ঞানে জানেন।"

৩. "হে ভিক্ষুগণ, কিভাবে ভিক্ষুর কামসমূহ দৃষ্ট হয়, যেভাবে কামসমূহ দৃষ্ট হলে কামের প্রতি যে কামচ্ছন্দ, কামস্নেহ, কামমূর্ছনা, কামযন্ত্রণা তা চিত্ত অধিকার করে স্থিত হয় না? ভিক্ষুগণ, যেমন কোনো স্থানে ধূম ও শিখাহীন প্রদীপ্ত অঙ্গারপূর্ণ এক পুরুষের (চার হাত) অধিক পরিমিত অঙ্গারগর্ত আছে, যখন তথায় জীবনেচ্ছু, অমরণেচ্ছু, সুখকামী, দুঃখবিরোধী কোনো ব্যক্তি আসে, তাকে দুইজন বলবান পুরুষ বাহুযুগলে সজোরে ধরে নির্দয়ভাবে অঙ্গারগর্তের দিকে আকর্ষণ করে[২], তখন সেই ব্যক্তি ইতস্তত দেহ নমিত করবে। তার কারণ কী? নিশ্চয়ই ইহা সেই পুরুষের সুবিদিত 'যদি আমি এই অঙ্গারগর্তে পতিত হই, তবে সে কারণে আমার মৃত্যু ঘটতে পারে, অথবা

---

[১]। **কাম**—ইচ্ছা, কামনা, ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষ, তৃষ্ণা, বিষয়ানুরাগ, কাম্য বস্তু। বস্তুকাম ও ক্লেশকাম ভেদে ইহা দ্বিবিধ; রূপ-শব্দ-গন্ধ-রস-স্পর্শ প্রভৃতি বস্তুকাম; এবং উহাদের প্রতি রাগ দ্বেষাদি রিপুনিচয় তা ক্লেশ কাম।

[২]। টেনে নিয়ে যায়।

মরণসম দুঃখভোগ হতে পারে'। এভাবেই হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর অঙ্গারকূপের ন্যায় কামসমূহ দৃষ্ট হয়, যেভাবে কামসমূহ দৃষ্ট হলে কামের প্রতি যে কামচ্ছন্দ, কামস্নেহ, কামমূর্ছন, কামযন্ত্রণা তা চিত্ত অধিকার করে স্থিত হয় না।"

৪. "হে ভিক্ষুগণ, কিভাবে ভিক্ষুর আচরণ-বিচরণ কার্যে পরিণত (পরিচিত) হয়, যেরূপ আচরণ-বিচরণরতের অভিধ্যা-দৌর্মনস্য পাপ-অকুশল-ধর্মসমূহ চিত্ত অধিকার করে স্থিত হয় না? যেমন, ভিক্ষুগণ, কোনো পুরুষ কাঁটাবহুল বনে প্রবেশ করে। তার সম্মুখে, পশ্চাতে, উত্তরে, দক্ষিণে, নিচে, উপরে কাঁটা। সে এই চিন্তা করে সম্মুখে পশ্চাতে গমন করে—'এই কাঁটা আমাকে বিদ্ধ না করুক।' এভাবেই হে ভিক্ষুগণ, জগতে যে প্রিয়রূপ সাত (মনোরম)-রূপ (বিদ্যমান), আর্যবিনয়ে ইহাকে বলা হয় কাঁটা। ইহা বিদিত হয়ে সংবর ও অসংবর জ্ঞাতব্য।"

৫. "হে ভিক্ষুগণ, কিভাবে অসংবর (অসংযত) হয়? ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে চক্ষুগ্রাহ্য প্রিয়রূপে রাগানুরক্ত হয়, অপ্রিয়রূপে বিরক্ত হয়, কায়গতস্মৃতি উপস্থাপিত না হওয়ায় লঘুচেতা হয়ে অবস্থান করে, সে চিত্তবিমুক্তি এবং প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় জানে না যাতে নিরবশেষে সকল পাপ-অকুশল-ধর্ম নিরুদ্ধ হতে পারে।" শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্পর্কেও এইরূপ। "হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই ভিক্ষু অসংবর (অসংযত) হয়।"

৬. "হে ভিক্ষুগণ, কিভাবে সংবর (সংযত) হয়? ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে চক্ষুগ্রাহ্য প্রিয়রূপে রাগানুরক্ত হন না, অপ্রিয়রূপে বিরক্ত হন না, কায়গতস্মৃতি উপস্থাপিত হওয়ায় অপ্রমেয় চিত্তে অবস্থান করেন, তিনি চেতঃ বিমুক্তি এবং প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় জানেন যাতে নিরবশেষে সর্ব পাপ-অকুশল-ধর্ম নিরুদ্ধ হয়।" শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় এবং মন সম্পর্কেও এইরূপ। "হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই ভিক্ষু সংবর (সংযত) হন।"

৭. "হে ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুর এভাবে আচরণ-বিচরণকালে স্মৃতি সম্মোহ (বিভ্রম)-বশত ক্বচিৎ-কদাচিৎ সংযোজনীয় পাপ-অকুশল-সংকল্প উৎপন্ন হয়, ওই বিষয়ে স্মৃতি ধীরে উৎপন্ন হয়; কিন্তু উহাকে শীঘ্র শীঘ্র ত্যাগ করে, অপসারণ করে, বিনাশ করে, সমুচ্ছেদ করে। যেমন ভিক্ষুগণ, কোনো ব্যক্তি দিনের তাপে সন্তপ্ত লৌহকটাহে দুই বা তিনটি জলবিন্দু নিক্ষেপ করে। ভিক্ষুগণ, জলবিন্দুর পতন ধীরে ধীরে হয়, অথচ তা সত্বর পরিক্ষয় হয়,

নিঃশেষে শুকিয়ে যায়। এভাবেই হে ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুর এভাবে আচরণ-বিচরণকালে স্মৃতি সম্মোহবশত ক্বচিৎ-কদাচিৎ সংযোজনীয় পাপ-অকুশল-সংকল্প উৎপন্ন হয়, ওই বিষয়ে স্মৃতি ধীরে উৎপন্ন হয়; কিন্তু উহাকে শীঘ্র শীঘ্র ত্যাগ করে, অপসারণ করে, বিনাশ করে, সমুচ্ছেদ করে। হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই ভিক্ষুর আচরণ-বিচরণ কার্যে পরিণত হয়, যেভাবে আচরণ-বিচরণরতের অভিধ্যা দৌর্মনস্য পাপ-অকুশল-ধর্মসমূহ চিত্ত অধিকার করে স্থিত হয় না।"

৮. "হে ভিক্ষুগণ, এভাবে আচরণকারী এভাবে বিচরণকারী ভিক্ষুকে যদি রাজাগণ বা রাজমহামাত্যগণ বা মিত্রগণ বা অমাত্যগণ বা রক্তের সম্বন্ধযুক্ত জ্ঞাতিগ্রোত্রবর্গ ভোগসম্পত্তি আনয়নপূর্বক বলে—'হে পুরুষ, আসুন, এই কাষায়বস্ত্রসমূহ কেন আপনাকে যন্ত্রণা দেয়, কেন আপনি মুণ্ডিত মস্তকে ভিক্ষাপাত্র হস্তে বিচরণ করছেন? আসুন, গার্হস্থ্য জীবনে পদার্পণ করে ভোগ সম্পত্তি পরিভোগ করুন ও পুণ্য সম্পাদন করুন। হে ভিক্ষুগণ, এভাবে আচরণকারী, এভাবে বিচরণকারী সেই ভিক্ষু যে গৃহীজীবনে (হীন জীবনে) ফিরে আসবেন, এমন কারণ বিদ্যমান নেই।"

৯. "যেমন ভিক্ষুগণ, গঙ্গানদী পূর্বনিম্না, পূর্বপ্রবণা ও পূর্বাবনতা। 'আমরা এই গঙ্গানদীকে পশ্চিমনিম্না, পশ্চিমপ্রবণা ও পশ্চিমাবনতা করব' এ উদ্দেশ্যে মহাজনগণ কোদাল এবং ঝুড়ি নিয়ে আগমন করে। হে ভিক্ষুগণ, তোমরা ইহা কী মনে কর, সেই মহাজনগণ গঙ্গানদীকে পশ্চিমনিম্না, পশ্চিমপ্রবণা, পশ্চিমাবনতা করতে পারবে কি?" "নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।" "তার কারণ কী?" "ভন্তে, গঙ্গা নদী পূর্বনিম্না, পূর্বপ্রবণা, পূর্বাবনতা; ইহাকে পশ্চিমনিম্না, পশ্চিমপ্রবণা, পশ্চিমাবনতা করা সহজ নয় অধিকন্তু তা করতে চাইলে মহাজনগণ দুঃখ-দুর্দশার ভাগী হবে।"

১০. "এভাবেই হে ভিক্ষুগণ, এভাবে আচরণকারী এভাবে বিচরণকারী ভিক্ষুকে যদি রাজাগণ বা রাজমহামাত্যগণ বা মিত্রগণ বা অমাত্যগণ বা রক্তের সম্বন্ধযুক্ত জ্ঞাতিগ্রোত্রবর্গ ভোগসম্পত্তি আনয়নপূর্বক বলে—'হে পুরুষ, আসুন, এই কাষায়বস্ত্রসমূহ কেন আপনাকে যন্ত্রণা দেয়, কেন আপনি মুণ্ডিত মস্তকে ভিক্ষাপাত্র হস্তে বিচরণ করছেন? আসুন, গাহস্থ্য জীবনে পদার্পণ করে ভোগ সম্পত্তি পরিভোগ করুন ও পুণ্য সম্পাদন করুন। হে ভিক্ষুগণ, এভাবে আচরণকারী, এভাবে বিচরণকারী সেই ভিক্ষু যে গৃহীজীবনে (হীন জীবনে) ফিরে আসবেন, এমন কারণ বিদ্যমান নেই।" "তার কারণ কী?" "যেহেতু হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর চিত্ত দীর্ঘকাল হতে

বিবেকনিম্ন, বিবেক[১]-প্রবণ, বিবেকাবনত। তাই হীনজীবনে ফিরে আসার কারণ তথায় বিদ্যমান নেই।"

সপ্তম সূত্র সমাপ্ত।

৮. কিংশুকোপম সূত্র

২৪৫.১. অতঃপর একজন ভিক্ষু যেখানে জনৈক ভিক্ষু ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে সেই ভিক্ষুকে বললেন, "বন্ধু, কী প্রকারে একজন ভিক্ষুর অন্তর্দৃষ্টি সুবিশুদ্ধ হয়?" "বন্ধু, যেহেতু একজন ভিক্ষু ছয় স্পর্শায়তনের উদয় ও বিলয়কে যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় জানেন, এই প্রকারে ভিক্ষুর অন্তর্দৃষ্টি (দর্শন) সুবিশুদ্ধ হয়।"

২. তখন সেই ভিক্ষু ওই ভিক্ষুর উত্তরে অসন্তুষ্ট হয়ে যেখানে (অপর) একজন ভিক্ষু ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে সেই ভিক্ষুকে বললেন, "বন্ধু, কিসে ভিক্ষুর অন্তর্দৃষ্টি সুবিশুদ্ধ হয়?" "বন্ধু, যেহেতু ভিক্ষু পঞ্চ-উপাদানস্কন্ধের উদয় ও বিলয় যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় জানেন, এতেই ভিক্ষুর অন্তর্দৃষ্টি সুবিশুদ্ধ হয়।"

৩. তখন সেই ভিক্ষু ওই ভিক্ষুর প্রশ্নোত্তরে অসন্তুষ্ট হয়ে যেখানে (অপর) একজন ভিক্ষু ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে সেই ভিক্ষুকে বললেন, "বন্ধু, কিসে ভিক্ষুর অন্তর্দৃষ্টি সুবিশুদ্ধ হয়?" "বন্ধু, যেহেতু ভিক্ষু চারি মহাভূতের উদয় ও বিলয় যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় জানেন, এতেই ভিক্ষুর অন্তর্দৃষ্টি সুবিশুদ্ধ হয়।"

৪. তখন সেই ভিক্ষু ওই ভিক্ষুর প্রশ্নোত্তরে অসন্তুষ্ট হয়ে যেখানে (অপর) একজন ভিক্ষু ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে সেই ভিক্ষুকে বললেন, "বন্ধু, কিসে ভিক্ষুর অন্তর্দৃষ্টি সুবিশুদ্ধ হয়?" "বন্ধু, যেহেতু ভিক্ষু 'যা কিছু সমুদয়ধর্মী (উদয়শীল) তৎসমস্ত নিরোধধর্মী' ইহা যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় জানেন, এতেই ভিক্ষুর অন্তর্দৃষ্টি সুবিশুদ্ধ হয়।"

৫. তখন সেই ভিক্ষু (প্রশ্নকর্তা) ওই ভিক্ষুর প্রশ্নোত্তরে অসন্তুষ্ট হয়ে যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে বললেন, "ভন্তে,

---

[১]। **বিবেক**—বিচ্ছিন্নতা, নির্জনতা, নির্বাণ। পালি সাহিত্যে বিবেক ত্রিবিধ। যথা :

(ক) **কায়-বিবেক**—গণবর্জন; লোকালয় হতে দূরে বাস।

(খ) **চিত্ত-বিবেক**—চিত্তের ক্লেশ বর্জন।

(গ) **উপধি-বিবেক**—সংস্কার বর্জন, নির্বাণ। ত্রিবিধ বিবেক পরস্পরের পূরক ও পরিপোষক।

আমি যেখানে একজন ভিক্ষু ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে সেই ভিক্ষুকে এরূপ বলেছি—'বন্ধু, কিসে ভিক্ষুর অন্তর্দৃষ্টি সুবিশুদ্ধ হয়?' এরূপ উক্ত হলে সেই ভিক্ষু আমাকে এরূপ বলল—'বন্ধু, যেহেতু ভিক্ষু ছয় স্পর্শায়তনের উদয় ও বিলয়কে যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় জানেন, এতেই ভিক্ষুর অন্তর্দৃষ্টি সুবিশুদ্ধ হয়।' ভন্তে, তখন আমি সেই ভিক্ষুর প্রশ্নোত্তরে অসন্তুষ্ট হয়ে যেখানে (অপর) একজন ভিক্ষু ছিলেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে সেই ভিক্ষুকে এরূপ বলি—'বন্ধু, কিসে ভিক্ষুর অন্তর্দৃষ্টি সুবিশুদ্ধ হয়?' এরূপ উক্ত হলে সেই ভিক্ষু আমাকে এরূপ বলল—'বন্ধু, যেহেতু ভিক্ষু পঞ্চ-উপাদানস্কন্ধের উদয় ও বিলয়কে যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় জানেন, এতেই ভিক্ষুর অন্তর্দৃষ্টি সুবিশুদ্ধ হয়।' ভন্তে, তখন আমি সেই ভিক্ষুর প্রশ্নোত্তরে অসন্তুষ্ট হয়ে যেখানে (অপর) একজন ভিক্ষু ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে সেই ভিক্ষুকে এরূপ বলি—'বন্ধু, কিসে ভিক্ষুর অন্তর্দৃষ্টি সুবিশুদ্ধ হয়?' এরূপ উক্ত হলে সেই ভিক্ষু আমাকে এরূপ বলল—'বন্ধু, যেহেতু ভিক্ষু চারি মহাভূতের উদয় ও বিলয়কে যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় জানেন, এতেই ভিক্ষুর অন্তর্দৃষ্টি সুবিশুদ্ধ হয়।' ভন্তে, তখন আমি সেই ভিক্ষুর প্রশ্নোত্তরে অসন্তুষ্ট হয়ে যেখানে (অপর) একজন ভিক্ষু ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে সেই ভিক্ষুকে এরূপ বলি—'বন্ধু, কিসে ভিক্ষুর অন্তর্দৃষ্টি সুবিশুদ্ধ হয়?' এরূপ উক্ত হলে সেই ভিক্ষু আমাকে বলল—'বন্ধু, যেহেতু ভিক্ষু 'যা কিছু সমুদয়ধর্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্মী' ইহা যথাযথভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন, এতেই ভিক্ষুর অন্তর্দৃষ্টি সুবিশুদ্ধ হয়।' তখন ভন্তে, আমি সেই ভিক্ষুর প্রশ্নোত্তরে অসন্তুষ্ট হয়ে যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়েছি। ভন্তে, কিসে ভিক্ষুর অন্তর্দৃষ্টি সুবিশুদ্ধ হয়?"

৬. "হে ভিক্ষু, যেমন কোনো পুরুষ পূর্বে কখনো কিংশুকবৃক্ষ দেখেনি। সেই ব্যক্তি যেখানে কিংশুকবৃক্ষদর্শী পুরুষ আছে সেখানে উপস্থিত হয়ে সেই পুরুষকে বলে—'ওহে পুরুষ, কিংশুক বৃক্ষ দেখতে কিরূপ?' সে এরূপ বলে—'হে পুরুষ, কিংশুকবৃক্ষ দগ্ধ গোঁজের মতো কালো বর্ণের'। হে ভিক্ষু, সে সময়ে সেই পুরুষ কিংশুকবৃক্ষ যেরূপ দর্শন করে সেরূপই প্রকাশ করে। হে ভিক্ষু, তখন সেই পুরুষ তার প্রশ্নোত্তরে অসন্তুষ্ট হয়ে যেখানে জনৈক কিশুকবৃক্ষ দর্শনকারী পুরুষ আছে সেখানে উপস্থিত হয়ে সেই পুরুষকে বলে—'ওহে পুরুষ, কিংশুকবৃক্ষ দেখতে কিরূপ?' সে এরূপ বলে—'হে পুরুষ, কিংশুক বৃক্ষ মাংসপেশীর মতো লাল বর্ণের'। হে ভিক্ষু, সে সময়ে সেই পুরুষ যেরূপ কিংশুকবৃক্ষ দর্শন করে সেরূপই প্রকাশ করে। হে ভিক্ষু,

তখন সেই পুরুষ তার প্রশ্নোত্তরে অসন্তুষ্ট হয়ে যেখানে জনৈক কিংশুকবৃক্ষ দর্শনকারী পুরুষ আছে সেখানে উপস্থিত হয়ে সেই পুরুষকে বলে—'ওহে পুরুষ, কিংশুকবৃক্ষ দেখতে কিরূপ?' সে এরূপ বলে—'হে পুরুষ, কিংশুকবৃক্ষ উৎপাটিত-ছাল শিরীষ বৃক্ষের বিদীর্ণ আবরণের মতো।' হে ভিক্ষু, তখন সেই পুরুষ যেরূপ কিংশুকবৃক্ষ দর্শন করে সেরূপই প্রকাশ করে। হে ভিক্ষু, তখন সেই পুরুষ তার প্রশ্নোত্তরে অসন্তুষ্ট হয়ে যেখানে জনৈক কিংশুকবৃক্ষ দর্শনকারী পুরুষ আছে সেখানে উপস্থিত হয়ে সেই পুরুষকে বলে—'হে পুরুষ কিংশুকবৃক্ষ দেখতে কিরূপ?' সে এরূপ বলে—'হে পুরুষ, কিংশুকবৃক্ষ ঘন পত্র-পল্লব সমন্বিত নিবিড় ছায়াসম্পন্ন নিগ্রোধবৃক্ষের মত।' হে ভিক্ষু, তখন সেই পুরুষ যেরূপ কিংশুকবৃক্ষ দর্শন করে সেরূপই প্রকাশ করে। এভাবেই হে ভিক্ষু, যেভাবে অধিমুক্ত সৎপুরুষগণের অন্তর্দৃষ্টি সুবিশুদ্ধ হয়, সেভাবেই সেই সৎপুরুষগণ কর্তৃক তা ব্যাখ্যাত (ঘোষিত) হলো।"

৭. "যেমন ভিক্ষু, রাজার সীমান্তবর্তী নগরকে সুরক্ষিত করার জন্যে দৃঢ় ভিত্তি, শক্ত প্রাচীর ও তোরণযুক্ত ছয়দ্বার থাকে। সেখানে পণ্ডিত, বিজ্ঞ, মেধাবী দারোয়ান থাকে। সে অপরিচিতকে নিবারণ করে, পরিচিতকে প্রবেশ করতে দেয়। বেগবান দূতযুগল (সংবাদবাহক) পূর্বদিক হতে এসে সেই দারোয়ানকে এরূপ বলে—'ওহে পুরুষ, এই নগরের নগরপ্রভু কোথায়?' সে এরূপ বলে—'ওই চৌরাস্তার মধ্যে প্রভু উপবিষ্ট আছেন।' তখন সেই বেগবান দূতযুগল নগরপ্রভুকে যথার্থ সংবাদ প্রদান (জ্ঞাপন) করে আগতপথে অগ্রসর হয়। পশ্চিমদিক হতে, উত্তরদিক হতে, দক্ষিণদিক হতে বেগবান দূতযুগল এসে সেই দারোয়ানকে এরূপ বলে—'ওহে পুরুষ, এই নগরের নগরপ্রভু কোথায়?' সে এরূপ বলে—'ওই চৌরাস্তার মধ্যে প্রভু উপবিষ্ট আছেন।' তখন সেই বেগবান দূতযুগল নগরপ্রভুকে যথার্থ সংবাদ জ্ঞাপন করে আগতপথে অগ্রসর হয়।

৮. "হে ভিক্ষু, লক্ষিত অর্থ বিজ্ঞাপনের জন্যেই এই উপমা উপস্থিত করা হয়েছে। উপমার অর্থ এই—হে ভিক্ষু, এখানে নগর চতুর্মহাভৌতিক, মাতৃপিতৃসম্ভূত (মাতাপিতা হতে উৎপন্ন), অন্নব্যঞ্জনবর্ধিত, অনিত্য-উৎসাদন (বিনাশন), পরিমর্দন, ভেদন-বিধ্বংসন স্বভাববিশিষ্ট দেহের অধিবচন বা নামান্তর। হে ভিক্ষু, ছয় দ্বার এখানে ছয় আধ্যাত্মিক আয়তনের নামান্তর। হে ভিক্ষু, দোবারিক বা দারোয়ান স্মৃতির অধিবচন। হে ভিক্ষু, বেগবান দূতযুগল শমথ-বিদর্শনের নামান্তর। হে ভিক্ষু, নগরপ্রভু বিজ্ঞানের নামান্তর। ভিক্ষু,

চৌরাস্তার মধ্যস্থান চারি মহাভূতের নামান্তর, যথা : পৃথিবীধাতু, আপধাতু, বায়ুধাতু, তেজধাতু। হে ভিক্ষু, যথার্থ সংবাদ নির্বাণের নামান্তর। যথাআগতপথ হে ভিক্ষু, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের নামান্তর। যথা—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব বা জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম (প্রচেষ্টা), সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি।"

৯. বীণোপম সূত্র

২৪৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীর চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপের প্রতি চিত্তে যে ছন্দ বা রাগ বা দ্বেষ বা মোহ বা প্রতিঘ উৎপন্ন হয়, তা হতে চিত্তকে নিবারিত কর। এই মার্গ (পথ) সভয়, অনিষ্টকর, সকন্টক, দুর্গম, ভ্রান্তপথ, কুপথ ও বিপদগ্রস্ত। এই মার্গ অসৎপুরুষসেবিত, এই মার্গ সৎপুরুষসেবিত নয়। তোমরা[1] এই পথের উপযুক্ত নও। সেই চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ হতে চিত্তকে নিবারিত কর।"

২. "হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীর শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দের প্রতি, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধের প্রতি, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রসের প্রতি, কায়-বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্যের প্রতি ও মনোবিজ্ঞেয় ধর্মের প্রতি চিত্তে যে ছন্দ বা রাগ বা দ্বেষ বা মোহ বা প্রতিঘ উৎপন্ন হয়, তা হতে চিত্তকে নিবারিত কর। এই মার্গ সভয়, অনিষ্টকর, সকণ্টক, দুর্গম, ভ্রান্তপথ, কুপথ ও বিপদগ্রস্ত। এই মার্গ অসৎপুরুষ সেবিত, এই মার্গ সৎপুরুষসেবিত নয়। তোমরা এই পথের উপযুক্ত নও। সেই শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, কায়-বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য ও মনোবিজ্ঞেয় ধর্ম হতে চিত্তকে নিবারিত কর।"

৩. "হে ভিক্ষুগণ, মনে কর, একটি ফলন্ত শস্যক্ষেত্র। সেই শস্যক্ষেত্রের রক্ষক প্রমত্ত (অলস), শস্যখাদক ষাঁড় সেই শস্যক্ষেত্রে অবতরণ করে যথেচ্ছ শস্য খেয়ে মত্ত হয়, প্রমত্ত হয়। একইভাবে হে ভিক্ষুগণ, অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন ছয় স্পর্শায়তনে অসংযমী হয়ে পঞ্চকামগুণে যথেচ্ছ বিচরণ করে মত্ত হয়, প্রমত্ত হয়।"

৪. "হে ভিক্ষুগণ, মনে কর, একটি ফলন্ত শস্যক্ষেত্র। সেই শস্যক্ষেত্রের রক্ষক অপ্রমত্ত (অনলস), শস্যখাদক ষাঁড় সেই শস্যক্ষেত্রে অবতরণ করে। তখন শস্যরক্ষক সেই ষাঁড়ের দুই শিং এর মাঝখানে (কপালে) স্থিত নাসিকারজ্জুকে শক্তভাবে ধরে একটি লাঠিদ্বারা ষাঁড়টিকে গুরুতরভাবে

---

[1]। মূলে 'ত্বং' অর্থ 'তুমি' এই পাঠ আছে। কিন্তু সূত্রের প্রারম্ভে 'হে ভিক্ষুগণ' থাকায় আমি বহুবচনে 'তোমরা' গ্রহণযোগ্য মনে করেছি।

আঘাত করার পর তাড়িয়ে দেয়। দ্বিতীয়বারও শস্যখাদক ষাঁড় সেই শস্যক্ষেত্রে অবতরণ করে। তখন শস্যরক্ষক দ্বিতীয়বারও সেই ষাঁড়ের কপালে স্থিত নাসিকারজ্জুকে শক্তভাবে ধরে একটি লাঠিদ্বারা ষাঁড়টিকে গুরুতরভাবে আঘাত করে তাড়িয়ে দেয়। তৃতীয়বারও সেই শস্যখাদক ষাঁড় সেই শস্যক্ষেত্রে অবতরণ করে। তখন তৃতীয়বারও শস্যরক্ষক সেই ষাঁড়ের কপালে স্থিত নাসিকারজ্জুকে শক্তভাবে ধরে একটি লাঠি দ্বারা ষাঁড়টিকে গুরুতরভাবে আঘাত করে তাড়িয়ে দেয়। এভাবেই হে ভিক্ষুগণ, সেই শস্যখাদক ষাঁড়টি গ্রামে বা অরণ্যে গিয়ে অধিকাংশ সময় দাঁড়িয়ে বা বসে থাকে এবং পূর্বের দণ্ডাঘাত স্মরণ করে পুনঃ সেই ক্ষেত্রে প্রবেশ করে না। হে ভিক্ষুগণ, এভাবে যখন হতে ভিক্ষুর চিত্ত ছয় স্পর্শায়তনে দমিত হয়, সুদমিত হয়; তখন হতে চিত্ত অধ্যাত্মে সংস্থিত, সুনিবিষ্ট, একাগ্র ও সমাহিত হয়।"

৫. "যেমন হে ভিক্ষুগণ, পূর্বে বীণার শব্দ শুনেননি এমন রাজা বা রাজমহামাত্য একসময় বীণার শব্দ শ্রবণ করে এরূপ বলেন—'ওহে, এই রমণীয়, কমনীয়, মদনীয় (মোহনীয়), মূর্ছনীয়, বন্ধনীয় শব্দ কিসের?' তারা তাকে বলে—'প্রভু, এই রমনীয়, কমনীয়, মদনীয় (মোহনীয়), মূর্ছনীয়, বন্ধনীয় শব্দ 'বীণা' নামক বাদ্যযন্ত্রের'। (তখন) তিনি বলেন—'ওহে, যাও, আমার জন্যে সেই বীণা আনয়ন কর'। (তারা) তার জন্যে সেই বীণা আনয়ন করে। তারা তাকে বলে—'প্রভু, এই সেই বীণা, যার শব্দ রমণীয়, কমনীয়, মোহনীয়, মূর্ছনীয়, বন্ধনীয়'। তিনি এরূপ বলেন—'ওহে, যথেষ্ট হয়েছে, এই বীণার দ্বারা আমার জন্যে সেই শব্দ আহরণ কর।' তারা তাকে (রাজাকে) বলে—'প্রভু, এই বীণা নানাপ্রকার অনেক উপকরণ সমন্বয়ে গঠিত। ইহা বলা হয় যে, এই বীণা অনেক উপকরণ সমবায়ে সুসংবদ্ধ। যেমন : দ্রোণী, চর্ম, দণ্ড, আধার (পাত্র), তন্ত্রীসমূহ ও প্রান্তের (কোণের) সাহায্যে এবং বাদক ব্যক্তির তজ্জন্য উদ্যম হেতু শব্দ সৃষ্টি (উৎপন্ন) হয়। প্রভু, এভাবেই এই বীণা নানাপ্রকার অনেক উপকরণ সমন্বয়ে গঠিত। তাই ইহা বলা হয় যে, এই বীণা অনেক উপকরণ সমবায়ে সুসংবদ্ধ।' তিনি (রাজা) সেই বীণাকে দশভাগে বা শতভাগে খণ্ডিত করেন, দশভাগে বা শতভাগে খণ্ডিত করে তা কুচি কুচি করেন, কুচি কুচি করে আগুনে দগ্ধ করেন, আগুনে দগ্ধ করে ভস্মস্তূপে পরিণত করেন, ভস্মস্তূপে পরিণত করে প্রবল বাতাসে উড়িয়ে দিলেন বা নদীর খরস্রোতে ভাসিয়ে দিলেন। (তখন) তিনি (রাজা) এরূপ বলেন—'এই বীণা নিতান্তই তুচ্ছ, হীন; যাতে জনগণ দীর্ঘকাল ধরে প্রমত্ত হয়, বিপথগামী হয়।' এভাবেই হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু

যতদূর পর্যন্ত রূপের গতিপথ ততদূর পর্যন্ত রূপকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করেন। যতদূর পর্যন্ত বেদনার গতিপথ ততদূর পর্যন্ত বেদনাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করেন। যতদূর পর্যন্ত সংজ্ঞার গতিপথ ততদূর পর্যন্ত সংজ্ঞাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করেন। যতদূর পর্যন্ত সংস্কারের গতিপথ ততদূর পর্যন্ত সংস্কারকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করেন। যতদূর পর্যন্ত বিজ্ঞানের গতিপথ ততদূর পর্যন্ত বিজ্ঞানকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করেন। এভাবে রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করার ফলে ভিক্ষুর 'আমি, আমার, আমি হই', এই ধারণা হয় না।'

নবম সূত্র সমাপ্ত।

১০. ছয় জন্তূপম সূত্র

২৪৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন কোনো ক্ষত ও পূঁজযুক্ত দেহসম্পন্ন পুরুষ শরবনে[১] প্রবেশ করে। সেই বনের কুশকন্টক তার পায়ে বিদ্ধ হয় বা শরপত্রে তার পূঁজযুক্ত দেহে আঁচড় পড়ে। হে ভিক্ষুগণ, এই প্রকারে ওই পুরুষ সেই কারণে অত্যধিক দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করে। এভাবেই হে ভিক্ষুগণ, এখানে কিছু কিছু গ্রামগত বা অরণ্যগত ভিক্ষু ভৎসনাকারী লাভ করে—এই সেই আয়ুষ্মান যিনি এরূপ কর্মসম্পাদনকারী[২], এরূপ আচরণকারী[৩] অশুচিগ্রামকন্টক[৪]। সেই কণ্টক সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে সংবর ও অসংবর জ্ঞাতব্য।"

২. "হে ভিক্ষুগণ, কিভাবে অসংবর হয়? ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে চক্ষুগ্রাহ্য প্রিয়রূপে রাগানুরক্ত হয়, অপ্রিয়রূপে বিরক্ত হয়, কায়গতস্মৃতি উপস্থাপিত না হওয়ায় লঘুচেতা হয়ে অবস্থান করে, সে চেতোবিমুক্তি এবং প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় জানে না যাতে নিরবশেষে সকল পাপ-অকুশল-ধর্ম নিরুদ্ধ হতে পারে।" শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্পর্কেও এইরূপ।

৩. "যেমন ভিক্ষুগণ, একজন পুরুষ নানাস্থানের নানাগোচরের ছয়টি জন্তু (প্রাণী) ধরে দৃঢ় রজ্জু (রশি) দ্বারা বন্ধন করে। সর্প ধরে দৃঢ় রজ্জু দিয়ে

---

[১]। শরতৃণে (নল-খাগড়ায়) পূর্ণ ভূমি।

[২]। বৈদ্যকর্ম ও দূতকর্ম (সংবাদবাহকের কর্ম) আদি কুলদূষক কর্মসম্পাদনকারী। (অর্থকথা)

[৩]। বিধবা-বেশ্যা গোচর হয় (অর্থকথা)।

[৪]। অশুদ্ধ অর্থে অশুচি। গ্রামবাসীদের বিদ্ধ করে অর্থে গ্রামকণ্টক। (অর্থকথা)।

বাঁধে। শিশুমার (চণ্ডমৎস্য) ধরে দৃঢ় রজ্জু দিয়ে বাঁধে। পাখি ধরে দৃঢ় রজ্জু দিয়ে বাঁধে। কুকুর ধরে দৃঢ় রজ্জু দিয়ে বাঁধে। শৃগাল ধরে দৃঢ় রজ্জু দিয়ে বাঁধে। বানর ধরে দৃঢ় রজ্জু দিয়ে বাঁধে। শক্ত করে রজ্জু দিয়ে বেঁধে (সকল রজ্জুর একপ্রান্ত একত্রিত করে) মধ্যে গ্রন্থি (গিঁট) দিয়ে ছেড়ে দেয় (মুক্তি দেয়)। তখন সেই নানাস্থানের নানাগোচরের ছয় প্রাণী নিজ নিজ গোচরক্ষেত্রে যাবার জন্য ইতস্তত ঘুরতে থাকে। 'বল্মীকে প্রবেশ করব' এই চিন্তা করে সর্প ইতস্তত ঘুরতে লাগল[১]। 'জলে অবতরণ করব' এই চিন্তা করে শিশুমার (চণ্ডমৎস্য) ইতস্তত ঘুরতে লাগল। 'আকাশে উড়ব' এই চিন্তা করে পাখি ইতস্তত ঘুরতে লাগল। 'গ্রামে প্রবেশ করব' এই চিন্তা করে কুকুর ইতস্তত ঘুরতে লাগল। 'শ্মশানে প্রবেশ করব' এই চিন্তা করে শৃগাল ইতস্তত ঘুরতে লাগল। 'বনে প্রবেশ করব' এই চিন্তা করে বানর ইতস্তত ঘুরতে লাগল। হে ভিক্ষুগণ, যখন সেই ছয় প্রাণী (ক্ষুধা-তৃষ্ণায়) শুষ্ক ও ক্লান্ত হয়, তখন সেই প্রাণীদের মধ্যে যেটি বলবান অন্যগুলো তার অনুবর্তী হয়, অনুগত হয়, বশীভূত হয়।"

৪. "এভাবেই হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষুর কায়গতাস্মৃতি অভাবিত, অবহুলীকৃত। (তার) সেই চক্ষু মনোজ্ঞ রূপে আকর্ষিত হয়, অমনোজ্ঞ রূপে বিরক্ত হয়; সেই শ্রোত্র মনোজ্ঞ শব্দে আকর্ষিত হয়, অমনোজ্ঞ শব্দে বিরক্ত হয়; সেই ঘ্রাণ মনোজ্ঞ গন্ধে আকর্ষিত হয়, অমনোজ্ঞ গন্ধে বিরক্ত হয়; সেই জিহ্বা মনোজ্ঞ রসে আকর্ষিত হয়, অমনোজ্ঞ রসে বিরক্ত হয়; সেই কায় মনোজ্ঞ স্প্রষ্টব্যে আকর্ষিত হয়, অমনোজ্ঞ স্প্রষ্টব্যে বিরক্ত হয়; সেই মন মনোজ্ঞ ধর্মে (বিষয়ে) আকর্ষিত হয়, অমনোজ্ঞ বিষয়ে বিরক্ত হয়। এভাবেই হে ভিক্ষুগণ, অসংবর (অসংযত) হয়।"

৫. "হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে সংবর (সংযত) হয়? ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে চক্ষুগ্রাহ্য প্রিয়রূপে রাগানুরক্ত হন না, অপ্রিয়রূপে বিরক্ত হন না, কায়গতস্মৃতি উপস্থাপিত হওয়ায় অপ্রমেয় চিত্তে অবস্থান করেন, তিনি চেতঃবিমুক্তি এবং প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় জানেন যাতে নিরবশেষে সর্ব পাপ-অকুশল-ধর্ম নিরুদ্ধ হয়।" শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় এবং মন সম্পর্কেও এইরূপ।

৬. "যেমন ভিক্ষুগণ, একজন পুরুষ নানাস্থানের নানাগোচরের ছয়টি প্রাণী ধরে শক্ত রশি দিয়ে বন্ধন করে। সর্প, চণ্ডমৎস্য, পাখি, কুকুর, শৃগাল

---

[১]। এদিক-ওদিক টানতে লাগল।

ও বানর ধরে শক্ত রশি দিয়ে বেঁধে (সকল রশির একপ্রান্ত একত্রিত করে) একটি দৃঢ় স্তম্ভের সাথে বন্ধন করে। তখন সেই নানাস্থানের নানাগোচরের ছয়টি প্রাণী নিজ নিজ গোচরক্ষেত্রে ফিরে যাবার জন্য ইতস্তত ঘুরতে থাকে। 'বল্মীকে প্রবেশ করব' এই চিন্তা করে সর্প ইতস্তত ঘুরতে লাগল। 'জলে অবতরণ করব' এই চিন্তা করে চণ্ডমৎস্য ইতস্তত ঘুরতে লাগল। 'আকাশে উড়ব' এই চিন্তা করে পাখি ইতস্তত ঘুরতে লাগল। 'গ্রামে প্রবেশ করব' এই চিন্তা করে কুকুর ইতস্তত ঘুরতে লাগল। 'শ্মশানে প্রবেশ করব' এই চিন্তা করে শৃগাল ইতস্তত ঘুরতে লাগল। 'বনে প্রবেশ করব' এই চিন্তা করে বানর ইতস্তত ঘুরতে লাগল। হে ভিক্ষুগণ, যখন সেই ছয় প্রাণী (ক্ষুধা-তৃষ্ণায়) শুষ্ক ও ক্লান্ত হয়, তখন তারা সেই স্তম্ভের নিকটে দাঁড়িয়ে থাকে, বসে থাকে, শয়ন করে।"

৭. "এভাবেই হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষুর কায়গতস্মৃতি ভাবিত, বহুলীকৃত। (তার) সেই চক্ষু মনোজ্ঞরূপে আকর্ষিত হয় না, অমনোজ্ঞ রূপে বিরক্ত হয় না। শ্রোত্র মনোজ্ঞ শব্দে আকর্ষিত হয় না, অমনোজ্ঞ শব্দে বিরক্ত হয় না। ঘ্রাণ মনোজ্ঞ গন্ধে আকর্ষিত হয় না, অমনোজ্ঞ গন্ধে বিরক্ত হয় না। জিহ্বা মনোজ্ঞ রসে আকর্ষিত হয় না, অমনোজ্ঞ রসে বিরক্ত হয় না। কায় মনোজ্ঞ স্প্রষ্টব্যে আকর্ষিত হয় না, অমনোজ্ঞ স্প্রষ্টব্যে বিরক্ত হয় না। মন মনোজ্ঞ ধর্মে (বিষয়ে) আকর্ষিত হয় না, অমনোজ্ঞ ধর্মে (বিষয়ে) বিরক্ত হয় না। এভাবেই হে ভিক্ষুগণ, সংবর (সংযত) হয়।"

৮. "হে ভিক্ষুগণ, দৃঢ় খুঁটি বা স্তম্ভ 'কায়গতস্মৃতির' অধিবচন বা নামান্তর। সে কারণে হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা উচিত- কায়গতস্মৃতি আমাদের ভাবিত, বহুলীকৃত, অভ্যাসগত (আয়ত্তকৃত), বাস্তুকৃত (পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অভ্যাসকৃত), অনুষ্ঠিত, পরিচিত, সু-আরব্ধ হবে।"

দশম সূত্র সমাপ্ত।

১১. যবগুচ্ছ সূত্র

২৪৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, মনে কর, চৌরাস্তায় যবগুচ্ছ নিক্ষিপ্ত আছে। অতঃপর ছয়জন পুরুষ শস্য মাড়ানোর কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা শস্যগুচ্ছকে আঘাত করে। হে ভিক্ষুগণ, এভাবে ছয় শস্য মাড়ানোর কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা আঘাত করার সময় শস্যগুচ্ছ ঝাড়া (মাড়ানো) হয়। তখন শস্য মাড়ানোর কাষ্ঠখণ্ড হস্তে সপ্তম পুরুষ সেখানে আগমন করে। সে সপ্তম শস্য মাড়ানোর কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা

সেই শস্যগুচ্ছকে আঘাত করে। হে ভিক্ষুগণ, এভাবে সপ্তম শস্য মাড়ানোর কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা সেই শস্যগুচ্ছকে আঘাত করার সময় শস্যগুচ্ছ আরো উত্তমভাবে ঝাড়া (মাড়িত) হয়। এভাবেই হে ভিক্ষুগণ, অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন মনোজ্ঞ-অমনোজ্ঞ রূপ দ্বারা চক্ষুতে আঘাত করে (হনন করে)। মনোজ্ঞ-অমনোজ্ঞ শব্দ দ্বারা শ্রোত্রে আঘাত করে। মনোজ্ঞ-অমনোজ্ঞ গন্ধ দ্বারা ঘ্রাণকে আঘাত করে। মনোজ্ঞ-অমনোজ্ঞ রস দ্বারা জিহ্বায় আঘাত করে। মনোজ্ঞ-অমনোজ্ঞ স্প্রষ্টব্য দ্বারা কায়ে আঘাত করে। মনোজ্ঞ-অমনোজ্ঞ ধর্ম দ্বারা মনে আঘাত করে। হে ভিক্ষুগণ, যদি সেই অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন ভবিষ্যতে পুনর্ভবের জন্য চিন্তা করে, এভাবেই হে ভিক্ষুগণ, সেই মূর্খপুরুষ অধিকতর মাড়িত (বিনষ্ট) হয়, যেমন সপ্তম শস্য মাড়ানোর কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা আঘাত করার সময় সেই শস্যগুচ্ছ হয়।”

২. “হে ভিক্ষুগণ, অতীতে দেবগণ ও অসুরগণের মধ্যে সংগ্রাম বেঁধেছিল। অনন্তর অসুররাজ বেপচিত্তি অসুরদের সম্বোধন করে বললেন, ‘বন্ধুগণ, যদি এই দেবাসুর সংগ্রামে অসুরগণ জয় লাভ করে এবং দেবগণ পরাস্ত হয়, তবে দেবেন্দ্র শক্রকে কণ্ঠপঞ্চম বন্ধনে অর্থাৎ হস্তদ্বয়, পদদ্বয় ও কণ্ঠে বন্ধনাবদ্ধ করে অসুরপুরে আমার নিকট নিয়ে আসবে।’ দেবেন্দ্র শক্রও ত্রয়ত্রিংশবাসী দেবগণকে সম্বোধন করে বললেন, ‘বন্ধুগণ, যদি এই দেবাসুর সংগ্রামে দেবগণ জয়লাভ করে এবং অসুরগণ পরাস্ত হয়, তবে অসুররাজ বেপচিত্তিকে কণ্ঠপঞ্চম বন্ধনে বেঁধে সুধর্মা দেবসভায় আমার নিকট নিয়ে আসবে।’ সেই সংগ্রামে দেবগণ জয়লাভ করলেন এবং অসুরগণ পরাস্ত হলেন। তখন ত্রয়ত্রিংশবাসী দেবগণ অসুররাজ বেপচিত্তিকে কণ্ঠপঞ্চম বন্ধনে আবদ্ধ করে সুধর্মা সভায় দেবেন্দ্র শক্রের নিকট আনয়ন করলেন। হে ভিক্ষুগণ, সেখানে অসুররাজ (অসুরেন্দ্র) বেপচিত্তি কণ্ঠপঞ্চম বন্ধনে আবদ্ধ হন। হে ভিক্ষুগণ, যখন অসুররাজ বেপচিত্তির মনে এরূপ চিন্তা উদিত হলো—‘দেবগণ ধার্মিক,[১] অসুরগণ অধার্মিক, এখন আমি দেবনগরে গমন করি।’। তখন তিনি কণ্ঠপঞ্চম বন্ধন হতে (নিজের) আত্মমুক্তি প্রত্যক্ষ করেন এবং পঞ্চকামগুণে[২] সমর্পিত হয়ে, সংযুক্ত হয়ে বিচরণ করেন। হে ভিক্ষুগণ, যখন অসুররাজ বেপচিত্তির মনে এরূপ চিন্তা উদিত হলো—‘দেবগণ

[১]। যেহেতু তারা আমার মত অসুররাজকে বন্দী করেও আঘাত করেননি (অর্থকথা)।

[২]। রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্প্রষ্টব্য।

অধার্মিক[১], অসুরগণ ধার্মিক। সেজন্য আমি এখন অসুরপুরে গমন করব'। তখন তিনি নিজেকে কণ্ঠপঞ্চম বন্ধনে আবদ্ধ দেখলেন এবং পঞ্চকামগুণ হতে অধঃপতিত হলেন। হে ভিক্ষুগণ, বেপচিত্তির বন্ধন এরূপ সূক্ষ্ম। এর থেকে মারের বন্ধন সূক্ষ্মতর। হে ভিক্ষুগণ, যিনি মিথ্যা ধারণা পোষণ করেন তিনি মারের নিকট আবদ্ধ, যিনি মিথ্যা ধারণা পোষণ করেন না তিনি পাপমতি হতে মুক্ত।"

৩. "হে ভিক্ষুগণ, 'আমি হই' ইহা মিথ্যা ধারণা (অলীক কল্পনা), 'এই (ইহা) হই আমি' ইহা মিথ্যা ধারণা, 'আমি হবো' ইহা মিথ্যা ধারণা, 'আমি হবো না' ইহা মিথ্যা ধারণা, 'আমি রূপী হবো' ইহা মিথ্যা ধারণা, 'আমি অরূপী হবো' ইহা মিথ্যা ধারণা, 'আমি সংজ্ঞী হবো' ইহা মিথ্যা ধারণা, 'আমি অসংজ্ঞী হবো' ইহা মিথ্যা ধারণা, 'আমি নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী হবো' ইহা মিথ্যা ধারণা। ভিক্ষুগণ, মিথ্যা ধারণা রোগ, গণ্ড (ফোঁড়া) ও শল্য সদৃশ। সেজন্য হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা উচিত—'আমরা মিথ্যা ধারণাহীন চিত্তে অবস্থান করব'।"

৪. "হে ভিক্ষুগণ, 'আমি হই' ইহা চাঞ্চল্য, 'এই হই আমি' ইহা চাঞ্চল্য, 'আমি হবো' ইহা চাঞ্চল্য, 'আমি হবো না' ইহা চাঞ্চল্য, 'আমি রূপী হবো' ইহা চাঞ্চল্য, 'আমি অরূপী হবো' ইহা চাঞ্চল্য, 'আমি সংজ্ঞী হবো' ইহা চাঞ্চল্য, 'আমি অসংজ্ঞী হবো' ইহা চাঞ্চল্য, 'আমি নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী হবো' ইহা চাঞ্চল্য। ভিক্ষুগণ, চাঞ্চল্য রোগ, গণ্ড (ফোঁড়া) ও শল্য সদৃশ। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা উচিত—'আমরা চাঞ্চল্যহীন চিত্তে অবস্থান করব'।"

৫. "হে ভিক্ষুগণ, 'আমি হই' ইহা উত্তেজনা, 'এই আমি হই' ইহা উত্তেজনা, 'আমি হবো' ইহা উত্তেজনা, 'আমি হবো না' ইহা উত্তেজনা, 'আমি রূপী হবো' ইহা উত্তেজনা, 'আমি অরূপী হবো' ইহা উত্তেজনা, 'আমি সংজ্ঞী হবো' ইহা উত্তেজনা, 'আমি অসংজ্ঞী হবো' ইহা উত্তেজনা, 'আমি নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী হবো' ইহা উত্তেজনা। ভিক্ষুগণ, উত্তেজনা রোগ, গণ্ড ও শল্য সদৃশ। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা উচিত—'আমরা উত্তেজনাহীন চিত্তে অবস্থান করব'।"

৬. "হে ভিক্ষুগণ, 'আমি হই' ইহা প্রপঞ্চ (মায়া), 'এই হই আমি' ইহা

---

[১]। যেহেতু তারা আমার মত অসুররাজকে বন্যশুকরের মত পঞ্চবন্ধনে বন্দী করেছে এবং এখানে বসায়ে রেখেছে (অর্থকথা)।

প্রপঞ্চ, 'আমি হবো' ইহা প্রপঞ্চ, 'আমি হবো না' ইহা প্রপঞ্চ, 'আমি রূপী হবো' ইহা প্রপঞ্চ, 'আমি অরূপী হবো' ইহা প্রপঞ্চ, 'আমি সংজ্ঞী হবো' ইহা প্রপঞ্চ, 'আমি অসংজ্ঞী হবো' ইহা প্রপঞ্চ, 'আমি নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী হবো' ইহা প্রপঞ্চ। ভিক্ষুগণ, প্রপঞ্চ রোগ, গণ্ড ও শল্য সদৃশ। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা উচিত—'আমরা নিষ্প্রপঞ্চচিত্তে অবস্থান করব'।"

৭. "হে ভিক্ষুগণ, 'আমি হই' ইহা মানগত, 'এই হই আমি' ইহা মানগত, 'আমি হবো' ইহা মানগত, 'আমি হবো না' ইহা মানগত, 'আমি রূপী হবো' ইহা মানগত, 'আমি অরূপী হবো' ইহা মানগত, 'আমি সংজ্ঞী হবো' ইহা মানগত, 'আমি অসংজ্ঞী হবো' ইহা মানগত, 'আমি নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী হবো' ইহা মানগত। ভিক্ষুগণ, মানগত রোগ, গণ্ড ও শল্য সদৃশ। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা উচিত—'আমরা মানবিগত চিত্তে অবস্থান করব'।"

একাদশতম সূত্র সমাপ্ত।

ঊনিশতম আশীবিষ বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক গাথা :

আশীবিষ, রথ, কচ্ছপ, দুই কাষ্ঠখণ্ড আর আসক্ত হলো যুক্ত;
দুঃখধর্ম, কিংশুক, বীণা, ছয়জন্তু পরিশেষে যবগুচ্ছ উক্ত।

ষড়ায়তন বর্গে চতুর্থ পঞ্চাশক সমাপ্ত।

স্মারক গাথা :

নন্দিক্ষয়, ষাটসারাংশ, সমুদ্র আর সর্প;
চতুর্থ পঞ্চাশক এই নিপাতে হলো প্রকাশিত।

২. বেদনা সংযুক্ত

১. সগাথা বর্গ

১. সমাধি সূত্র

২৪৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, বেদনা এই তিন প্রকার। তিন প্রকার কী কী? সুখ-বেদনা, দুঃখ-বেদনা, অদুঃখ-অসুখ (উপেক্ষা) বেদনা—হে ভিক্ষুগণ, বেদনা এই তিন প্রকার।"

২. "স্মৃতিমান বুদ্ধের শ্রাবক, সম্প্রজ্ঞানী আর সমাহিত;
প্রকৃষ্টরূপে জানেন তিনি বেদনা আর বেদনার উৎপত্তি।
যথায় তা নিরুদ্ধ হয় আর বেদনার ক্ষয়গামী মার্গ;
বেদনার ক্ষয়ে ভিক্ষু হন তৃষ্ণাহীন পরিনির্বাপিত।"

প্রথম সূত্র সমাপ্ত।

২. সুখ সূত্র

২৫০.১. "হে ভিক্ষুগণ, বেদনা এই তিন প্রকার। তিন প্রকার কী কী? সুখ-বেদনা, দুঃখ-বেদনা, অদুঃখ-অসুখ (উপেক্ষা) বেদনা—হে ভিক্ষুগণ, বেদনা এই তিন প্রকার।"

২. "সুখই হোক বা দুঃখই হোক, অদুঃখ-অসুখ সহ;
ভিতরে ও বাইরে, যা কিছু হয় অনুভূত।
ইহা দুঃখ, মিথ্যা, মুহূর্তে ক্ষয়শীল জেনে;
স্পর্শ মাত্র ব্যয় দেখে, মুক্ত হন তিনি নিজে।"

দ্বিতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৩. পরিত্যাগ সূত্র

২৫১.১. "হে ভিক্ষুগণ, বেদনা এই তিন প্রকার। তিন প্রকার কী কী? সুখ-বেদনা, দুঃখ-বেদনা, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা। হে ভিক্ষুগণ, বেদনা এই তিন প্রকার। হে ভিক্ষুগণ, সুখ-বেদনার রাগানুশয় পরিত্যাগ করা উচিত, দুঃখ-বেদনার প্রতিঘানুশয় পরিত্যাগ করা উচিত, অদুঃখ-অসুখ-বেদনার অবিদ্যানুশয় পরিত্যাগ করা উচিত। হে ভিক্ষুগণ, যখন হতে ভিক্ষুর সুখ-বেদনার রাগানুশয় প্রহীন হয়, দুঃখ-বেদনার প্রতিঘানুশয় প্রহীন হয়, অদুঃখ-অসুখ-বেদনার অবিদ্যানুশয় প্রহীন হয়, ইহাকে বলা হয়—ভিক্ষু নিরনুশয়, সম্যকদর্শী, তিনি তৃষ্ণা ছেদন করেছেন, সংযোজন ধ্বংস করেছেন,

সম্পূর্ণরূপে অভিমানের মূল অভিজ্ঞাত হয়ে সর্বদুঃখের অন্তঃসাধন করেছেন।"

২. "সুখ অনুভবকারী যিনি, প্রকৃষ্টরূপে বেদনাকে না জানলে তিনি;
রাগ-অনুশয় উৎপন্ন হয়, পরিণাম অদর্শীর।
দুঃখ অনুভবকারী যিনি, প্রকৃষ্টরূপে বেদনাকে না জানলে তিনি;
প্রতিঘ-অনুশয় উৎপন্ন হয়, পরিণাম অদর্শীর।
অদুঃখ-অসুখ স্বভাবে শান্ত, মহাজ্ঞানী কর্তৃক দেশিত;
যদি তাকে করে অভিনন্দন, পারে না হতে দুঃখ থেকে বিমুক্ত।
যখন হতে ভিক্ষু করেন না অবহেলা, হন সম্প্রজ্ঞান ও বীর্যবান;
তখন হতে সকল বেদনা, পরিপূর্ণরূপে জানেন সেই জ্ঞানবান।
প্রকৃষ্টরূপে জেনে সেই বেদনা, ইহজীবনে অনাসব হন তিনি;
দেহ-ত্যাগে সেই ধার্মিক, বেদজ্ঞ পুনঃ উদিত হন না কখনি।"

তৃতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৪. পাতাল সূত্র

২৫২.১. "হে ভিক্ষুগণ, অশ্রুতবান পৃথগ্জন বলে—'মহাসমুদ্রে গভীর গর্ত আছে'। ভিক্ষুগণ, যা নেই, যা অবিদ্যমান সে সম্পর্কে অশ্রুতবান পৃথগ্জন বলে—'মহাসমুদ্রে গভীর গর্ত আছে'। হে ভিক্ষুগণ, এখানে 'গভীর গর্ত' শারীরিক দুঃখবেদনার অধিবচন। ভিক্ষুগণ, অশ্রুতবান পৃথগ্জন শারীরিক দুঃখবেদনা স্পর্শকালে অনুশোচনা করেন, ক্লান্তি (অবসাদ) বোধ করেন, বিলাপ করেন, বুক চাপ্ড়িয়ে ক্রন্দন করেন, সম্মোহ প্রাপ্ত হন। তদ্ধেতু কথিত হয়—অশ্রুতবান পৃথগ্জন গভীর গর্ত হতে অনুত্থিত এবং নিরাপদ স্থান অপ্রাপ্ত। ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক শারীরিক দুঃখ-বেদনা স্পর্শকালে অনুশোচনা করেন না, ক্লান্তি (অবসাদ) বোধ করেন না, বিলাপ করেন না, বুক চাপ্ড়িয়ে ক্রন্দন করেন না, সম্মোহ প্রাপ্ত হন না। তদ্ধেতু কথিত হয়—শ্রুতবান আর্যশ্রাবক গভীর গর্ত হতে উত্থিত এবং নিরাপদ স্থান প্রাপ্ত।"

২. "যিনি এই উৎপন্ন দুঃখ-বেদনা না করেন সহ্য,
শারীরিক প্রাণহরণকারী বেদনা স্পর্শে হন কম্পিত।
ক্রন্দন করেন, বিলাপ করেন দুর্বল শক্তিহীন;
তিনি পাতাল হতে অনুত্থিত, হন নিরাপদ স্থানবিহীন।
যিনি এই উৎপন্ন দুঃখ-বেদনা করেন সহ্য,

শারীরিক প্রাণহারী বেদনা স্পর্শে না হন কম্পিত;
তিনি পাতাল হতে উত্থিত, আরো হন নিরাপদ স্থান প্রাপ্ত।"
চতুর্থ সূত্র সমাপ্ত।

৫. দ্রষ্টব্য সূত্র

২৫৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, বেদনা এই তিন প্রকার। তিন প্রকার কী কী? সুখ-বেদনা, দুঃখ-বেদনা, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা। ভিক্ষুগণ, সুখবেদনাকে দুঃখরূপে দর্শন করা উচিত, দুঃখ-বেদনাকে শল্যরূপে দর্শন করা উচিত এবং অদুঃখ-অসুখ-বেদনাকে অনিত্যরূপে দর্শন করা উচিত। যেহেতু ভিক্ষুর সুখ-বেদনা দুঃখরূপে দৃষ্ট হয়, দুঃখ-বেদনা শল্যরূপে দৃষ্ট হয় এবং অদুঃখ-অসুখ-বেদনা অনিত্যরূপে দৃষ্ট হয়, তদ্ধেতু কথিত হয়—ভিক্ষু সম্যকদর্শী হন, তিনি তৃষ্ণা ছেদন করেছেন, সংযোজন ধ্বংস করেছেন এবং সম্পূর্ণরূপে অভিমানের মূল অভিজ্ঞাত হয়ে সর্বদুঃখের অন্তঃসাধন করেন।"

২. "যিনি সুখকে দেখেন দুঃখরূপে, দুঃখকে দেখেন শল্যরূপে;
অদুঃখ-অসুখ বিদ্যমানে দেখেন তা অনিত্যরূপে।
সত্যিই সেই সম্যকদর্শী ভিক্ষু জানেন বেদনাসমূহ প্রকৃষ্টরূপে;
প্রকৃষ্টরূপে জেনে সেই বেদনা, ইহ জীবনে অনাসব হন তিনি;
দেহ-ত্যাগে সেই ধার্মিক, বেদজ্ঞ পুনঃ উদিত হন না কখনি।"
পঞ্চম সূত্র সমাপ্ত।

৬. শল্য সূত্র

২৫৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন সুখ-বেদনা অনুভব করে, দুঃখ-বেদনা অনুভব করে, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা অনুভব করে। শ্রুতবান আর্যশ্রাবকও হে ভিক্ষুগণ, সুখ-বেদনা অনুভব করেন, দুঃখবেদনা অনুভব করেন, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা অনুভব করেন। হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক ও অশ্রুতবান পৃথগ্‌জনের মধ্যে পার্থক্যই বা কী? প্রভেদই বা কী? বিভিন্নতাই বা কী?" "ভন্তে, ভগবানই আমাদের ধর্মের মূল উৎস, ধর্ম ভগবৎ প্রবণ, ভগবৎ শরণ। অতএব ভন্তে, ভগবানই স্বয়ং কথিত বিষয়ের অর্থ পরিস্ফুট করুন, ভগবৎ প্রমুখাৎ শ্রবণ করে ভিক্ষুগণ তা অবধারণ করবেন।" "হে ভিক্ষুগণ, অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন দুঃখ-বেদনার দ্বারা স্পৃষ্ট হলে অনুশোচনা করে, ক্লান্তিবোধ করে, বিলাপ করে, বুক চাপ্‌ড়িয়ে ক্রন্দন করে, সম্মোহ প্রাপ্ত হয়। সে দ্বিবিধ বেদনা অনুভব করে—কায়িক এবং চৈতসিক। যেমন

ভিক্ষুগণ, কোনো পুরুষ শল্য বিদ্ধ হয়। তখন দ্বিতীয় শল্য দিয়ে তাকে বিদ্ধ করা হয়। এভাবেই হে ভিক্ষুগণ, সেই পুরুষ দুই শল্যের বেদনা অনুভব করে। তদ্রূপভাবে হে ভিক্ষুগণ, অশ্রুতবান পৃথগ্জন দুঃখ-বেদনার দ্বারা স্পৃষ্ট হলে অনুশোচনা করে, ক্লান্তি (অবসাদ) বোধ করে, বিলাপ করে, বুক চাপ্ড়িয়ে ক্রন্দন করে, সম্মোহ প্রাপ্ত হয়। সে দ্বিবিধ বেদনা অনুভব করে—কায়িক এবং চৈতসিক। দুঃখ-বেদনার দ্বারা স্পৃষ্ট হলে সে প্রতিঘবান (ক্রোধী) হয়। সেই প্রতিঘবানের দুঃখ-বেদনার যে প্রতিঘানুশয় তা চিত্তে অনুশয়ন করে (সুপ্ত থাকে)। সে দুঃখ-বেদনার দ্বারা স্পৃষ্ট হয়ে কামসুখ অভিনন্দন করে। তার কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, সেই অশ্রুতবান পৃথগ্জন কামসুখ এবং দুঃখ-বেদনা হতে নিঃসরণ (মুক্তি) কি তা জানে না। কামসুখকে অভিনন্দন করার ফলে সুখ-বেদনার যে রাগানুশয় তা তার চিত্তে অনুশয়ন করে। সে সেই বেদনার উদয়-বিলয়, আস্বাদ, উপদ্রব, মুক্তি যথাযথভাবে সম্যক জ্ঞানে জানে না। সেই বেদনার উদয়, বিলয়, আস্বাদ, উপদ্রব, মুক্তি সম্পর্কে যথাযথভাবে সম্যক জ্ঞানে না জানা-হেতু অদুঃখ-অসুখ-বেদনার যে অবিদ্যানুশয় তা তার চিত্তে অনুশয়ন করে (স্থিত হয়)। সে যদি সুখ-বেদনা অনুভব করে সংযুক্ত হয়ে অনুভব করে। সে যদি দুঃখ-বেদনা অনুভব করে সংযুক্ত হয়ে অনুভব করে[১]। সে যদি অদুঃখ-অসুখ-বেদনা অনুভব করে সংযুক্ত হয়ে অনুভব করে। হে ভিক্ষুগণ, ইহা বলা হয় যে, অশ্রুতবান পৃথগ্জন জন্ম-জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন (বিলাপ)-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াশে (হতাশায়) সংযুক্ত, সে দুঃখে আবদ্ধ (সংযুক্ত) বলে আমি বলি।”

২. “হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক দুঃখ-বেদনার দ্বারা স্পৃষ্ট হলে অনুশোচনা (শোক) করেন না, ক্লান্তি (অবসাদ) বোধ করেন না, বিলাপ করেন না, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করেন না, সম্মোহ প্রাপ্ত হন না। তিনি একটি মাত্র বেদনা অনুভব করেন-তা হলো শারীরিক বেদনা, চৈতসিক বেদনা নয়।”

৩. “যেমন ভিক্ষুগণ, কোনো পুরুষ শল্য বিদ্ধ হয়। তখন তাকে দ্বিতীয় শল্য দিয়ে বিদ্ধ করা না হলে সেই পুরুষ একটি মাত্র শল্যের বেদনা অনুভব করে। তদ্রূপভাবে হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক দুঃখ-বেদনা দ্বারা স্পৃষ্ট হলে শোক করেন না, ক্লান্তি (অবসাদ) বোধ করেন না, বিলাপ করেন না,

---

[১]। কামরাগাদি সংযোজন দ্বারা সংযুক্ত হয়ে।

বুক চাপ্‌ড়িয়ে ক্রন্দন করেন না, সম্মোহ প্রাপ্ত হন না। তিনি একটি মাত্র বেদনা অনুভব করেন—তা হলো শারীরিক বেদনা, চৈতসিক বেদনা নয়। দুঃখ-বেদনার দ্বারা স্পৃষ্ট হয়ে তিনি প্রতিঘবান হন না। সেই অপ্রতিঘবানের দুঃখ-বেদনার যে প্রতিঘানুশয় তা চিত্তে অনুশয়ন করে না (সুপ্ত থাকে না)। তিনি দুঃখ-বেদনার দ্বারা স্পৃষ্ট হলে কাম সুখ অভিনন্দন করেন না। তার কারণ কী? যেহেতু হে ভিক্ষুগণ, সেই শ্রুতবান আর্যশ্রাবক কামসুখ এবং দুঃখবেদনার নিঃসরণ (মুক্তি) কি তা জানেন। কামসুখকে অভিনন্দন না করার ফলে সুখবেদনার যে রাগানুশয় তা তার চিত্তে অনুশয়ন করে না। তিনি সেই বেদনার উদয়, বিলয়, আস্বাদ, উপদ্রব, মুক্তি সম্পর্কে যথাযথভাবে সম্যক জ্ঞানে জানেন। সেই বেদনার উদয়, বিলয়, আস্বাদ, উপদ্রব, মুক্তি সম্পর্কে যথাযথভাবে সম্যক জ্ঞানে জানা হেতু অদুঃখ-অসুখ-বেদনার যে অবিদ্যানুশয় তা তার চিত্তে অনুশয়ন করে না (স্থিত হয় না)। তিনি যদি সুখ-বেদনা অনুভব করেন, তিনি সেই বেদনাকে বিসংযুক্ত (কামরাগাদি সংযোজন হতে মুক্ত) হয়ে অনুভব করেন। তিনি যদি দুঃখবেদনা অনুভব করেন, বিসংযুক্ত হয়ে অনুভব করেন। তিনি যদি অদুঃখ-অসুখ-বেদনা অনুভব করেন, বিসংযুক্ত হয়ে অনুভব করেন। হে ভিক্ষুগণ, ইহা বলা হয় যে, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক জন্ম-জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন (বিলাপ)-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াশে বিসংযুক্ত (মুক্ত), তিনি দুঃখে অনাবদ্ধ (বিসংযুক্ত) বলে আমি বলি।”

“হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক ও অশ্রুতবান পৃথগ্‌জনের মধ্যে ইহাই পার্থক্য, ইহাই প্রভেদ, ইহাই বিভিন্নতা।”

৪. “যিনি প্রজ্ঞাবান বেদনা অনুভূত হলে না হন বিচলিত;
সুখে এবং দুঃখেও অবিচলিত থাকেন যিনি বহুশ্রুত।
প্রজ্ঞাবান আর সাধারণ জনে হয়ে থাকে ইহা;
কুশলকর্ম সম্পাদনে পার্থক্য মহা।
ধর্মগবেষক, বহুশ্রুত যিনি,
ইহ-পরলোক যথার্থরূপে দর্শন করেন তিনি।
মনোজ্ঞ ধর্ম সকল মথিত করে না তাঁর চিত্ত;
অমনোজ্ঞ ধর্মে বিরক্তি তাঁর হয় না উদিত।
তাঁর আসক্তি বিরক্তি ছিল যাহা;
তিরোহিত নির্বাপিত পুনঃ উদিত হয় না তাহা।
নির্মল, শোকহীন শান্তিপদ হয়ে জ্ঞাত;

সম্যকরূপে জানেন তিনি হয়েছেন ভব বিমুক্ত।”

ষষ্ঠ সূত্র সমাপ্ত।

৭. প্রথম রোগ সূত্র

২৫৫.১. এক সময় ভগবান বৈশালীতে অবস্থান করছিলেন—মহাবনে কূটাগারশালায়। অতঃপর ভগবান সন্ধ্যাকালে ধ্যান (ফল সমাপত্তি) হতে উঠে রোগীখানায় (গিলানসালা) উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। উপবিষ্ট ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সর্বদা স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হবার জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী (ইচ্ছুক) হবে। ইহাই তোমাদের প্রতি আমাদের অনুশাসন।”

২. “হে ভিক্ষুগণ, কিভাবে ভিক্ষু স্মৃতিমান হন? হে ভিক্ষুগণ, এখানে (এই শাসনে) বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞাত, স্মৃতিমান ভিক্ষু লোকে (উপাদানস্কন্ধে) অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্য (দ্বেষ) দমিত করে কায়ে[১] কায়ানুদর্শী[২] হয়ে অবস্থান করেন। বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞাত, স্মৃতিমান ভিক্ষু লোকে (উপাদানস্কন্ধে) অভিধ্যা, দৌর্মনস্য দমিত করে বেদনায়[৩] বেদনানুদর্শী[৪] হয়ে অবস্থান করেন। বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞাত, স্মৃতিমান ভিক্ষু লোকে (উপাদানস্কন্ধে) অভিধ্যা, দৌর্মনস্য দমিত করে চিত্তে[৫] চিত্তানুদর্শী[৬] হয়ে অবস্থান করেন। বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞাত, স্মৃতিমান ভিক্ষু লোকে (উপাদানস্কন্ধে) অভিধ্যা, দৌর্মনস্য দমিত করে ধর্মে[৭] ধর্মানুদর্শী[৮] হয়ে অবস্থান করেন। হে ভিক্ষুগণ, এভাবে ভিক্ষু স্মৃতিমান হন।”

---

[১]। কায় অর্থে রূপ-কায়া, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবিশিষ্ট সাবয়ব দেহ।

[২]। মাত্র কায়া অনুদর্শন করে, বেদনাকে নয়, চিত্তকে নয়, ধর্মকে নয়। নিত্য, সুখ, আত্মা ও শুভের দিক হতে না দেখে অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম ও অশুভের দিক হতে দর্শন করে (প-সূ)।

[৩]। বেদনা অরূপকায়া বিশেষ। বেদনা চিত্তের ধর্ম। এই ধর্ম একাকী উৎপন্ন হয় না। স্পর্শ, সংজ্ঞা, বিজ্ঞান, চেতনা এই সমস্তের সাথে যুক্ত হয়েই উৎপন্ন হয়। সংক্ষেপে স্মৃতির অনুশীলন বুঝাতে হলে বেদনাকে প্রধান করলে সুবিধা হয় মনে করেই মাত্র বেদনার উল্লেখ করা হয়েছে (প-সূ)।

[৪]। মাত্র বেদনাকে অনুদর্শন করে, রূপকে নহে, চিত্তকে নহে, ধর্মকে নহে।

[৫]। চিত্ত অর্থে চিত্তপ্রকৃতি, চিত্তগতি, চিত্তের অবস্থা।

[৬]। মাত্র চিত্তকে অনুদর্শন করে। কায়কে নয়, বেদনাকে নয়, ধর্মকে নয়।

[৭]। ধর্ম হল জ্ঞান ও চিন্তার যাবতীয় বিষয়।

[৮]। মাত্র ধর্মকে অনুদর্শন করে, রূপকে নয়, বেদনাকে নয়, চিত্তকে নয়।

৩. "হে ভিক্ষুগণ, কিভাবে ভিক্ষু সম্প্রজ্ঞাত হন? হে ভিক্ষুগণ, এখানে (এই শাসনে) ভিক্ষু অভিগমনে, প্রত্যাগমনে[১] স্মৃতিসম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন, অবলোকনে বিলোকনে স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন, সঙ্কোচনে প্রসারণে স্মৃতিসম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন, সজ্ঘাটি-পাত্রচীবর ধারণে স্মৃতিসম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন, ভোজনে, পানে, খাদনে, আস্বাদনে স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন, মল-মূত্রত্যাগে স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন, গতিতে, স্থিতিতে, উপবেশনে, জাগরণে, ভাষণে, তুষ্ণীভাবে স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন। এভাবেই হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সম্প্রজ্ঞাত হন। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সর্বদা স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হবার জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী হবে (উৎসাহিত থাকবে)। ইহাই তোমাদের প্রতি আমাদের অনুশাসন।"

৪. "হে ভিক্ষুগণ, এরূপ স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত, অপ্রমত্ত বীর্যবান ও সাধনা-তৎপর হয়ে অবস্থানকারী ভিক্ষুর যদি সুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তিনি এভাবে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন—'আমার উৎপন্ন সুখবেদনা কারণ সম্ভূত (কারণ হতে উৎপন্ন), অকারণে নয়। কী কারণে? দেহের কারণে। এই দেহ অনিত্য, সংস্কৃত[২], প্রতীত্য-সমুৎপন্ন। অনিত্য, সংস্কৃত, প্রতীত্য-সমুৎপন্ন দেহ প্রত্যয়ে উৎপন্ন সুখ-বেদনা কিরূপে নিত্য হবে!' তিনি দেহে এবং সুখ-বেদনায় অনিত্যানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন, ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন, বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন, নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন এবং পরিবিসর্জন-অনুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। দেহ এবং সুখ-বেদনার প্রতি অনিত্যানুদর্শী, ব্যয়ানুদর্শী, বিরাগানুদর্শী, নিরোধানুদর্শী ও পরিবিসর্জনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করলে দেহ এবং সুখবেদনার প্রতি যে রাগানুশয় তা পরিত্যক্ত হয়।"

৫. "হে ভিক্ষুগণ, এরূপ স্মৃতিসম্প্রজ্ঞান-সমন্বিত, অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও সাধনা-তৎপর হয়ে অবস্থানকারী ভিক্ষুর যদি দুঃখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তিনি এভাবে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন—'আমার উৎপন্ন দুঃখবেদনা কারণ সম্ভূত, অকারণে নয়। কী কারণে? দেহের কারণে। এ দেহ অনিত্য, সংস্কৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন। অনিত্য, সংস্কৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন দেহ প্রত্যয়ে উৎপন্ন দুঃখবেদনা কিরূপে নিত্য হবে!' তিনি দেহ এবং দুঃখবেদনার প্রতি

---

[১]। 'অভিগমন প্রত্যাগমন' ইত্যাদি বিবিধ দৈহিক কার্য। এ সকল কার্যও মূলে চিত্তাধীন। চিত্ত উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে বায়ু (সঞ্চলন) উপজাত হয়, যার কারণে উক্ত কার্যগুলি সম্পাদিত হয়।

[২]। সমবায়ে উৎপন্ন।

অনিত্যানুদর্শী, ব্যয়ানুদর্শী, বিরাগানুদর্শী, নিরোধানুদর্শী এবং পরিবিসর্জন-অনুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। দেহ এবং দুঃখবেদনার প্রতি অনিত্যানুদর্শী, ব্যয়ানুদর্শী, বিরাগানুদর্শী, নিরোধানুদর্শী ও পরিবিসর্জন-অনুদর্শী হয়ে অবস্থান করলে দেহ এবং দুঃখবেদনার প্রতি যে প্রতিঘানুশয় তা পরিত্যক্ত হয়।"

৬. "হে ভিক্ষুগণ, এরূপ স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান-সমন্বিত, অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও সাধনা-তৎপর হয়ে অবস্থানকারী ভিক্ষুর যদি অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তিনি এভাবে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন—'আমার উৎপন্ন অদুঃখ-অসুখ-বেদনা কারণসম্ভূত, অকারণে নয়। কী কারণে? দেহের কারণে। এ দেহ অনিত্য, সংস্কৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন। অনিত্য, সংস্কৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন দেহ প্রত্যয়ে উৎপন্ন অদুঃখ-অসুখ-বেদনা কিরূপে নিত্য হবে!' তিনি দেহ এবং অদুঃখ-অসুখ-বেদনার প্রতি অনিত্যানুদর্শী, ব্যয়ানুদর্শী, বিরাগানুদর্শী, নিরোধানুদর্শী ও পরিবিসর্জনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। দেহ এবং অদুঃখ-অসুখ-বেদনার প্রতি অনিত্যানুদর্শী, ব্যয়ানুদর্শী, বিরাগানুদর্শী, নিরোধানুদর্শী ও পরিবিসর্জনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করলে দেহ এবং অদুঃখ-অসুখ-বেদনার প্রতি যে অবিদ্যানুশয় তা পরিত্যক্ত হয়।

৭. তিনি যদি সুখ-বেদনা অনুভব করেন, তিনি একে (সেই বেদনাকে) অনিত্য বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন, (তৃষ্ণাদি দ্বারা) অসংলগ্ন, অনভিনন্দিত বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন। তিনি যদি দুঃখবেদনা অনুভব করেন, তিনি একে অনিত্য বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন, (তৃষ্ণাদি দ্বারা) অসংলগ্ন, অনভিনন্দিত বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন। তিনি যদি অদুঃখ-অসুখ-বেদনা অনুভব করেন, তিনি ইহাকে অনিত্য বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন, (তৃষ্ণাদি দ্বারা) অসংলগ্ন, অনভিনন্দিত বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন। তিনি যদি সুখ-বেদনা অনুভব করেন, তিনি সেই বেদনাকে বিসংযুক্ত (কামরাগাদি সংযোজন থেকে মুক্ত) হয়ে অনুভব করেন। যদি তিনি দুঃখবেদনা অনুভব করেন, তিনি সেই বেদনাকে বিসংযুক্ত হয়ে অনুভব করেন। তিনি যদি অদুঃখ-অসুখ-বেদনা অনুভব করেন, তিনি সেই বেদনাকে বিসংযুক্ত হয়ে অনুভব করেন। তিনি কায়ান্তিক (শরীর সীমাবদ্ধ) বেদনা অনুভব করে কায়ান্তিক বেদনা অনুভব করছি বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন। তিনি জীবনান্তিক বেদনা অনুভব করে জীবনান্তিক বেদনা অনুভব করছি বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন। তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানেন যে, দেহভঙ্গে জীবনক্ষয়ের পর এখানেই অনভিনন্দিত সকল বেদনা শান্ত হয়ে যাবে এবং দেহই অবশিষ্ট থাকবে।"

৮. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন তৈল ও সলিতা অবলম্বনে তৈলপ্রদীপ জ্বলে, যদি তৈল ও সলিতা নিঃশেষ হয়, তাহলে সেই প্রদীপ অনাহারে (উপাদানহীন হয়ে) নির্বাপিত হয়; তেমনি ভিক্ষু কায়ান্তিক বেদনা অনুভব করে কায়ান্তিক বেদনা অনুভব করছি বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন। জীবনান্তিক বেদনা অনুভব করে জীবনান্তিক বেদনা অনুভব করছি বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন। তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানেন যে, দেহভঙ্গে জীবনক্ষয়ের পর এখানেই অনভিনন্দিত সকল বেদনা শান্ত হয়ে যাবে এবং দেহই অবশিষ্ট থাকবে।"

সপ্তম সূত্র সমাপ্ত।

৮. দ্বিতীয় রোগ সূত্র

২৫৬.১. এক সময় ভগবান বৈশালীতে অবস্থান করছিলেন—মহাবনে কূটাগারশালায়। অতঃপর ভগবান সন্ধ্যাকালে ধ্যান (ফল সমাপত্তি) হতে উঠে রোগীখানায় উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। উপবিষ্ট ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সর্বদা স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হবার জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী (ইচ্ছুক) হবে। ইহাই তোমাদের প্রতি আমাদের অনুশাসন।"

২. "হে ভিক্ষুগণ, কিভাবে ভিক্ষু স্মৃতিমান হন? হে ভিক্ষুগণ, এখানে (এই শাসনে) বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞাত, স্মৃতিমান ভিক্ষু লোকে (উপাদানস্কন্ধে) অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্য (দ্বেষ) দমিত করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞাত, স্মৃতিমান ভিক্ষু লোকে (উপাদানস্কন্ধে) অভিধ্যা, দৌর্মনস্য দমিত করে বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞাত, স্মৃতিমান ভিক্ষু লোকে (উপাদানস্কন্ধে) অভিধ্যা, দৌর্মনস্য দমিত করে চিত্তে, চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞাত, স্মৃতিমান ভিক্ষু লোকে (উপাদানস্কন্ধে) অভিধ্যা, দৌর্মনস্য দমিত করে ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। হে ভিক্ষুগণ, এভাবে ভিক্ষু স্মৃতিমান হন।"

৩. "হে ভিক্ষুগণ, কিভাবে ভিক্ষু সম্প্রজ্ঞাত হন? হে ভিক্ষুগণ, এখানে (এই শাসনে) ভিক্ষু অভিগমনে, প্রত্যাগমনে স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন, অবলোকনে বিলোকনে স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন, সঙ্কোচনে প্রসারণে স্মৃতিসম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন, সঙ্ঘাটি-পাত্রচীবর ধারণে স্মৃতিসম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন, ভোজনে, পানে, খাদনে, আস্বাদনে স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন, মল-মূত্রত্যাগে স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন

করেন, গতিতে, স্থিতিতে, উপবেশনে, জাগরণে, ভাষণে, তুষ্ণীভাবে স্মৃতিসম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন। এভাবেই হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সম্প্রজ্ঞাত হন।

৪. "হে ভিক্ষুগণ, এরূপ স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান-সমন্বিত, অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও সাধনা-তৎপর হয়ে অবস্থানকারী ভিক্ষুর যদি সুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তিনি এভাবে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন—'আমার উৎপন্ন সুখ-বেদনা কারণ সম্ভূত, অকারণে নয়, কী কারণে? স্পর্শের কারণে। এই স্পর্শ অনিত্য, সংস্কৃত ও প্রতীত্য সমুৎপন্ন। অনিত্য, সংস্কৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন স্পর্শ প্রত্যয়ে উৎপন্ন সুখ-বেদনা কিরূপে নিত্য হবে?' তিনি স্পর্শ এবং সুখ-বেদনার প্রতি অনিত্যানুদর্শী, ব্যয়ানুদর্শী, বিরাগানুদর্শী, নিরোধানুদর্শী ও পরিবিসর্জনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। স্পর্শ এবং সুখ-বেদনার প্রতি অনিত্যানুদর্শী, ব্যয়ানুদর্শী, বিরাগানুদর্শী, নিরোধানুদর্শী ও পরিবিসর্জনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করলে স্পর্শ এবং সুখ-বেদনার প্রতি যে রাগানুশয় তা পরিত্যক্ত হয়।"

৫. "হে ভিক্ষুগণ, এরূপ স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান-সমন্বিত, অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও সাধনা-তৎপর হয়ে অবস্থানকারী ভিক্ষুর যদি দুঃখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তিনি এভাবে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন—'আমার উৎপন্ন দুঃখবেদনা কারণ সম্ভূত, অকারণে নয়। কী কারণে? স্পর্শের কারণে। এই স্পর্শ অনিত্য, সংস্কৃত ও প্রতীত্যসমুৎপন্ন। অনিত্য, সংস্কৃত ও প্রতীত্যসমুৎপন্ন স্পর্শ প্রত্যয়ে উৎপন্ন দুঃখ-বেদনা কিরূপে নিত্য হবে!' তিনি স্পর্শ এবং দুঃখবেদনায় অনিত্যানুদর্শী, ব্যয়ানুদর্শী, বিরাগানুদর্শী, নিরোধানুদর্শী ও পরিবিসর্জনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। স্পর্শ এবং দুঃখ-বেদনার প্রতি অনিত্যানুদর্শী, ব্যয়ানুদর্শী, বিরাগানুদর্শী, নিরোধানুদর্শী ও পরিবিসর্জনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করলে স্পর্শ এবং দুঃখবেদনার প্রতি যে প্রতিঘানুশয় তা পরিত্যক্ত হয়।"

৬. "হে ভিক্ষুগণ, এরূপ স্মৃতিসম্প্রজ্ঞান-সমন্বিত, অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও সাধনা-তৎপর হয়ে অবস্থানকারী ভিক্ষুর যদি অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, তিনি এভাবে তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন—'আমার উৎপন্ন অদুঃখ-অসুখ-বেদনা কারণ-সম্ভূত, অকারণজাত নয়। কী কারণে উৎপন্ন? স্পর্শের কারণে। এই স্পর্শ অনিত্য, সংস্কৃত ও প্রতীত্যসমুৎপন্ন। অনিত্য, সংস্কৃত ও প্রতীত্যসমুৎপন্ন স্পর্শ প্রত্যয়ে উৎপন্ন অদুঃখ-অসুখ-বেদনা কিরূপে নিত্য হবে!' তিনি স্পর্শে এবং অদুঃখ-অসুখ-বেদনার প্রতি অনিত্যানুদর্শী, ব্যয়ানুদর্শী, বিরাগানুদর্শী, নিরোধানুদর্শী ও পরিবিসর্জনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। স্পর্শে এবং অদুঃখ-অসুখ-বেদনার প্রতি অনিত্যানুদর্শী, ব্যয়ানুদর্শী,

বিরাগানুদর্শী, নিরোধানুদর্শী ও পরিবিসর্জনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করলে স্পর্শ এবং অদুঃখ-অসুখ-বেদনার প্রতি যে অবিদ্যানুশয় তা পরিত্যক্ত হয়।

৭. তিনি যদি সুখ-বেদনা অনুভব করেন, তিনি একে (সেই বেদনাকে) অনিত্য বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন, (তৃষ্ণাদি দ্বারা) অসংলগ্ন, অনভিনন্দিত বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন। তিনি যদি দুঃখবেদনা অনুভব করেন, তিনি একে অনিত্য বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন, (তৃষ্ণাদি দ্বারা) অসংলগ্ন, অনভিনন্দিত বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন। তিনি যদি অদুঃখ-অসুখ-বেদনা অনুভব করেন, তিনি ইহাকে অনিত্য বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন, (তৃষ্ণাদি দ্বারা) অসংলগ্ন, অনভিনন্দিত বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন। তিনি যদি সুখ-বেদনা অনুভব করেন, তিনি সেই বেদনাকে বিসংযুক্ত (কামরাগাদি সংযোজন থেকে মুক্ত) হয়ে অনুভব করেন। যদি তিনি দুঃখবেদনা অনুভব করেন, তিনি সেই বেদনাকে বিসংযুক্ত হয়ে অনুভব করেন। তিনি যদি অদুঃখ-অসুখ-বেদনা অনুভব করেন, তিনি সেই বেদনাকে বিসংযুক্ত হয়ে অনুভব করেন। তিনি কায়ান্তিক (শরীর সীমাবদ্ধ) বেদনা অনুভব করে কায়ান্তিক বেদনা অনুভব করছি বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন। তিনি জীবনান্তিক বেদনা অনুভব করে জীবনান্তিক বেদনা অনুভব করছি বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন। তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানেন যে, দেহভঙ্গে জীবনক্ষয়ের পর এখানেই অনভিনন্দিত সকল বেদনা শান্ত হয়ে যাবে এবং দেহই অবশিষ্ট থাকবে।"

৮. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন তৈল ও সলিতা অবলম্বনে তৈলপ্রদীপ জ্বলে, যদি তৈল ও সলিতা নিঃশেষ হয়, তাহলে সেই প্রদীপ অনাহারে (উপাদানহীন হয়ে) নির্বাপিত হয়; তেমনি ভিক্ষু কায়ান্তিক বেদনা অনুভব করে কায়ান্তিক বেদনা অনুভব করছি বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন। জীবনান্তিক বেদনা অনুভব করে জীবনান্তিক বেদনা অনুভব করছি বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন। তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানেন যে, দেহভঙ্গে জীবনক্ষয়ের পর এখানেই অনভিনন্দিত সকল বেদনা শান্ত হয়ে যাবে এবং দেহই অবশিষ্ট থাকবে।"

অষ্টম সূত্র সমাপ্ত।

৯. অনিত্য সূত্র

২৫৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, বেদনা এই তিন প্রকার যা অনিত্য, সংস্কৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী ও নিরোধধর্মী। তিনি প্রকার কী কী? সুখ-বেদনা, দুঃখ-বেদনা, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা (উপেক্ষা বেদনা)। হে ভিক্ষুগণ, বেদনা এই তিন প্রকার যা অনিত্য, সংস্কৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন,

ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী ও নিরোধধর্মী।"

নবম সূত্র সমাপ্ত।

১০. স্পর্শমূলক সূত্র

২৫৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, বেদনা এই তিন প্রকার যা স্পর্শজ, স্পর্শমূলক, স্পর্শনিদান, স্পর্শপ্রত্যয়। তিন প্রকার কী কী? সুখ-বেদনা, দুঃখ-বেদনা, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা।"

২. "হে ভিক্ষুগণ, সুখবেদ্য[১] বা সুখানুভূতিযুক্ত স্পর্শ অবলম্বনে সুখবেদনা উৎপন্ন হয়। সেই সুখবেদ্য স্পর্শের নিরোধে তৎজনিত যে বেদনা 'সুখবেদ্য স্পর্শে উৎপন্ন সুখ-বেদনা', তা নিরুদ্ধ হয়, উপশমিত হয়। দুঃখবেদ্য বা দুঃখানুভূতিযুক্ত স্পর্শ অবলম্বনে দুঃখবেদনা উৎপন্ন হয়। সেই দুঃখবেদ্য স্পর্শের নিরোধে তৎজনিত যে বেদনা 'দুঃখবেদ্য স্পর্শে উৎপন্ন দুঃখবেদনা', তা নিরুদ্ধ হয়, উপশমিত হয়। অদুঃখাসুখ অনুভূতিযুক্ত স্পর্শ অবলম্বনে অদুঃখাসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়। সেই অদুঃখাসুখ অনুভূতিযুক্ত স্পর্শের নিরোধে তৎজনিত যে বেদনা 'অদুঃখাসুখবেদ্য স্পর্শে উৎপন্ন অদুঃখাসুখ-বেদনা', তা নিরুদ্ধ হয়, উপশমিত হয়।"

৩. "যেমন ভিক্ষুগণ, দুইটি কাষ্ঠের সংঘর্ষণে উষ্মা উৎপন্ন হয়, তেজ সৃষ্ট হয়। সেই কাষ্ঠ দুইটি পৃথককরণে বিনিক্ষেপে তৎজনিত যে উষ্মা তা নিরুদ্ধ হয়, উপশমিত হয়। তদ্রূপভাবে হে ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার বেদনা যা স্পর্শজ, স্পর্শমূলক, স্পর্শনিদান, স্পর্শপ্রত্যয়। তদ্ধেতু স্পর্শ প্রত্যয়ে বেদনা উৎপন্ন হয়, স্পর্শ নিরোধে বেদনা নিরোধ হয়।"

দশম সূত্র সমাপ্ত।

প্রথম সগাথাবর্গ সমাপ্ত।

স্মারক গাথা :

সমাধি, সুখ, পরিত্যাগ, পাতাল এবং দ্রষ্টব্য;
শল্য, রোগ, অনিত্য আর স্পর্শমূলক এ বর্গে সংযুক্ত।

---

[১]। পালি—**'সুখ-বেদনিযং'**। অর্থকথা—**'সুখ-বেদনায পচ্চয-ভূতং'**

২. নির্জনগত বর্গ

১. নির্জনগত সূত্র

২৫৯.১. অতঃপর একজন ভিক্ষু যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, এখানে নির্জনে ধ্যানরত অবস্থায় আমার চিত্তে এরূপ পরিবিতর্ক উৎপন্ন হয়েছিল—'তিন প্রকার বেদনা ভগবান কর্তৃক উক্ত হয়েছে, সুখবেদনা, দুঃখবেদনা ও অদুখাসুখ-বেদনা। এই ত্রিবিধ বেদনা ভগবান কর্তৃক উক্ত হয়েছে। ভগবান কর্তৃক ইহাও উক্ত হয়েছে—যা কিছু অনুভূত হয়, তা দুঃখেই অনুভূত হয়। কি সম্পর্কে ভগবান কর্তৃক ইহা উক্ত হয়েছে—যা কিছু অনুভূত হয়, তা দুঃখেই অনুভূত হয়?"

২. "সাধু! হে ভিক্ষু, সাধু! আমাকর্তৃক এই তিন প্রকার বেদনা উক্ত হয়েছে। সুখবেদনা, দুঃখবেদনা ও অদুঃখ-অসুখ-বেদনা—এই ত্রিবিধ বেদনা আমাকর্তৃক উক্ত। হে ভিক্ষু, ইহাও আমাকর্তৃক উক্ত হয়েছে—যা কিছু অনুভূত হয়, তা দুঃখেই অনুভূত হয়। হে ভিক্ষু, সংস্কারের অনিত্যতা সম্পর্কে আমাকর্তৃক ইহা ভাষিত হয়েছে—যা কিছু অনুভূত হয়, তা দুঃখেই অনুভূত হয়। হে ভিক্ষু, সংস্কারের ক্ষয়ধর্মীতা সম্পর্কে আমাকর্তৃক ইহা ভাষিত হয়েছে—যা কিছু অনুভূত হয়, তা দুঃখেই অনুভূত হয়। হে ভিক্ষু, সংস্কারের ব্যয়ধর্মীতা সম্পর্কে আমাকর্তৃক ইহা ভাষিত হয়েছে—যা কিছু অনুভূত হয়, তা দুঃখেই অনুভূত হয়। হে ভিক্ষু, সংস্কারের নিরোধধর্মীতা সম্পর্কে আমাকর্তৃক ইহা ভার্ষিত হয়েছে—যা কিছু অনুভূত হয়, তা দুঃখেই অনুভূত হয়। হে ভিক্ষু, সংস্কারের বিপরিণামধর্মীতা (পরিবর্তনশীলতা) সম্পর্কে আমাকর্তৃক ইহা ভাষিত হয়েছে—যা কিছু অনুভূত হয়, তা দুঃখেই অনুভূত হয়।"

৩. "এরপরও হে ভিক্ষু, আমাকর্তৃক সংস্কারের আনুপূর্বিক নিরোধ ব্যাখ্যাত হয়েছে। প্রথম ধ্যানলাভীর বাক্য নিরুদ্ধ হয়। দ্বিতীয় ধ্যানলাভীর বিতর্ক-বিচার[১] নিরুদ্ধ হয়। তৃতীয় ধ্যানলাভীর প্রীতি নিরুদ্ধ হয়। চতুর্থ

---

[১]। বিতর্ক—যার আকর্ষণে চিত্ত ধ্যেয় বিষয় গ্রহণ করে। এই আকর্ষণে চিত্ত-চৈতসিকের জড়তা ভঙ্গ হয়, এই জন্য বিতর্ক স্ত্যান-মিদ্ধের প্রতিপক্ষ এবং ধ্যানাঙ্গ। এর অন্য নাম চিন্তা। বিতর্ক দ্বারা চিত্ত যেই আলম্বন গ্রহণ করে সেই আলম্বনের স্বভাব জানার জন্য বিচার তাতে পুনঃপুন নিমজ্জন করে। অনুমজ্জন বিচারের লক্ষণ।

ধ্যানলাভীর শ্বাস-প্রশ্বাস নিরুদ্ধ হয়। আকাশ-অনন্ত-আয়তন (ধ্যান)-লাভীর রূপসংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন (ধ্যান)-লাভীর আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। আকিঞ্চন-আয়তন (ধ্যান)-লাভীর বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন (ধ্যান)-লাভীর আকিঞ্চন-আয়তন-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ (সমাপত্তি)-লাভীর সংজ্ঞা ও বেদনা নিরুদ্ধ হয়। ক্ষীণাসব ভিক্ষুর রাগ-দ্বেষ-মোহ নিরুদ্ধ হয়।"

৪. "এরপরও হে ভিক্ষু, আমাকর্তৃক সংস্কারের আনুপূর্বিক উপশম ব্যাখ্যাত হয়েছে। প্রথম ধ্যানলাভীর বাক্য উপশান্ত হয়। দ্বিতীয় ধ্যানলাভীর বিতর্ক-বিচার উপশান্ত হয়। তৃতীয় ধ্যানলাভীর প্রীতি উপশান্ত হয়। চতুর্থ ধ্যানলাভীর শ্বাস-প্রশ্বাস উপশান্ত হয়। আকাশ-অনন্ত-আয়তন (ধ্যান)-লাভীর রূপসংজ্ঞা উপশান্ত হয়। বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন (ধ্যান)-লাভীর আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞা উপশান্ত হয়। আকিঞ্চন-আয়তন (ধ্যান)-লাভীর বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞা উপশান্ত হয়। নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন (ধ্যান)-লাভীর আকিঞ্চন-আয়তন-সংজ্ঞা উপশান্ত হয়। সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ (সমাপত্তি)-লাভীর সংজ্ঞা ও বেদনা উপশান্ত হয়। ক্ষীণাসব ভিক্ষুর রাগ-দ্বেষ-মোহ উপশান্ত হয়।"

৫. "হে ভিক্ষু, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) ছয় প্রকার। প্রথম ধ্যানলাভীর বাক্য শান্ত হয়। দ্বিতীয় ধ্যানলাভীর বিতর্ক-বিচার শান্ত হয়। তৃতীয় ধ্যানলাভীর প্রীতি শান্ত হয়। চতুর্থ ধ্যানলাভীর শ্বাস-প্রশ্বাস শান্ত হয়। সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ (সমাপত্তি)-লাভীর সংজ্ঞা ও বেদনা শান্ত হয়। ক্ষীণাসব ভিক্ষুর রাগ-দ্বেষ-মোহ শান্ত হয়।"

প্রথম সূত্র সমাপ্ত।

২. প্রথম আকাশ সূত্র

২৬০.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন আকাশে বিবিধ বায়ু প্রবাহিত হয়। পূর্ব বায়ু প্রবাহিত হয়, পশ্চিম বায়ু প্রবাহিত হয়, উত্তর বায়ু প্রবাহিত হয়, দক্ষিণ বায়ু প্রবাহিত হয়, ধূলিপূর্ণ (অবিশুদ্ধ) বায়ু প্রবাহিত হয়, ধূলিহীন (বিশুদ্ধ) বায়ু প্রবাহিত হয়, শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়, উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হয়, সামান্য বায়ু প্রবাহিত হয়, অসামান্য (অধিক) বায়ু প্রবাহিত হয়। তেমনি হে ভিক্ষুগণ, এই দেহে বিবিধ বেদনা (অনুভূতি) উৎপন্ন হয়, সুখবেদনা উৎপন্ন হয়, দুঃখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়।"

২. “যেমন আকাশে প্রবাহিত হয়, বিবিধ প্রকার বায়ু;
পূর্ব আর পশ্চিম, উত্তর আর দক্ষিণমুখী বায়ু।
বিশুদ্ধ আর অবিশুদ্ধ বায়ু, শীতল বায়ু অথবা উষ্ণ;
সামান্য বায়ু প্রবাহিত হয়, অথবা প্রবাহিত হয় অসামান্য।
তেমনি এ দেহে সমুৎপন্ন হয় বেদনা নানাবিধ;
সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা এই ত্রিবিধ।
যখন হতে ভিক্ষু হন সম্প্রজ্ঞাত, পূর্ণ বীর্যবান;
তখন হতে বেদনা সকল পরিপূর্ণরূপে জানেন প্রজ্ঞাবান।
প্রকৃষ্টরূপে জেনে সেই বেদনা, ইহজীবনে হন অনাসব তিনি;
দেহ-ত্যাগে সেই ধার্মিক, বেদজ্ঞ, পুনঃ উদিত হন না কখনি।”

দ্বিতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৩. দ্বিতীয় আকাশ সূত্র

২৬১. প্রথম আকাশ সূত্র সদৃশ। এই সূত্র গাথা বিহীন।

৪. আবাস সূত্র

২৬২.১. “হে ভিক্ষুগণ, মনে কর একটি অতিথিশালা। জনগণ পূর্বদিক হতে এসে সেখানে বাস করে, পশ্চিমদিক হতে এসে সেখানে বাস করে, উত্তরদিক হতে এসে সেখানে বাস করে, দক্ষিণ দিক হতে এসে সেখানে বাস করে। ক্ষত্রিয়গণ এসে বাস করে, ব্রাহ্মণগণ এসে বাস করে, বৈশ্যগণ এসে বাস করে, শুদ্রগণ এসে বাস করে।”

২. “তেমনি হে ভিক্ষুগণ, এই দেহে বিবিধ বেদনা উৎপন্ন হয়। সুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, দুঃখবেদনা উৎপন্ন হয়, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়। সামিষ সুখবেদনা উৎপন্ন হয়, সামিষ দুঃখবেদনা উৎপন্ন হয়, সামিষ অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়, নিরামিষ[১] সুখবেদনা উৎপন্ন হয়, নিরামিষ দুঃখবেদনা উৎপন্ন হয়, নিরামিষ অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়।”

চতুর্থ সূত্র সমাপ্ত।

৫. প্রথম আনন্দ সূত্র

২৬৩.১. অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন।

---

[১]। কামনা বাসনা রহিত।

একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, বেদনা কী? বেদনা-সমুদয় কী? বেদনা-নিরোধ কী? বেদনা-নিরোধগামী প্রতিপদা কী? বেদনার আস্বাদ কী? আদীনব (উপদ্রব) কী? নিঃসরণ কী?"

২. "হে আনন্দ, বেদনা এই তিন প্রকার। সুখ-বেদনা, দুঃখবেদনা, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা। হে আনন্দ, এগুলোকে বলা হয় বেদনা। স্পর্শের উৎপত্তিতে বেদনার উৎপত্তি; স্পর্শের নিরোধে বেদনা নিরোধ হয়। এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই বেদনা নিরোধগামী প্রতিপদা (উপায়), যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। বেদনা হেতু যে সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, তা বেদনার আস্বাদ। বেদনা যে অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল, তা বেদনার আদীনব (উপদ্রব)। বেদনা সম্পর্কে যা ছন্দরাগ দমন, ছন্দরাগ পরিহার তা বেদনা হতে নিঃসরণ (মুক্তি)।"

৩. "এর পরেও হে আনন্দ, আমাকর্তৃক সংস্কারের আনুপূর্বিক নিরোধ ব্যাখ্যাত হয়েছে। প্রথম ধ্যানলাভীর বাক্য নিরুদ্ধ হয়। দ্বিতীয় ধ্যানলাভীর বিতর্ক-বিচার নিরুদ্ধ হয়। তৃতীয় ধ্যানলাভীর প্রীতি নিরুদ্ধ হয়। চতুর্থ ধ্যানলাভীর শ্বাস-প্রশ্বাস নিরুদ্ধ হয়। আকাশ-অনন্ত-আয়তন (ধ্যান)-লাভীর রূপসংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন (ধ্যান)-লাভীর আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। আকিঞ্চন-আয়তন (ধ্যান)-লাভীর বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন (ধ্যান)-লাভীর আকিঞ্চন-আয়তন-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ (সমাপত্তি)-লাভীর সংজ্ঞা ও বেদনা নিরুদ্ধ হয়। ক্ষীণাসব ভিক্ষুর রাগ-দ্বেষ-মোহ নিরুদ্ধ হয়।"

৪. "এর পরেও হে আনন্দ, আমাকর্তৃক সংস্কারের আনুপূর্বিক উপশম ব্যাখ্যাত হয়েছে। প্রথম ধ্যানলাভীর বাক্য উপশান্ত হয়। দ্বিতীয় ধ্যানলাভীর বিতর্ক-বিচার উপশান্ত হয়। তৃতীয় ধ্যানলাভীর প্রীতি উপশান্ত হয়। চতুর্থ ধ্যানলাভীর শ্বাস-প্রশ্বাস উপশান্ত হয়। আকাশ-অনন্ত-আয়তন (ধ্যান)-লাভীর রূপসংজ্ঞা উপশান্ত হয়। বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন (ধ্যান)-লাভীর আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞা উপশান্ত হয়। আকিঞ্চন আয়তন (ধ্যান)-লাভীর বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞা উপশান্ত হয়। নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন (ধ্যান)-লাভীর আকিঞ্চন-আয়তন-সংজ্ঞা উপশান্ত হয়। সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ (সমাপত্তি)-লাভীর সংজ্ঞা ও বেদনা উপশান্ত হয়। ক্ষীণাসব ভিক্ষুর রাগ-দ্বেষ-মোহ উপশান্ত হয়।"

৫. "এর পরেও হে আনন্দ, আমাকর্তৃক সংস্কারের আনুপূর্বিক প্রশান্তি ব্যাখ্যাত হয়েছে। প্রথম ধ্যানলাভীর বাক্য প্রশান্ত হয়, দ্বিতীয় ধ্যানলাভীর বিতর্ক-বিচার প্রশান্ত হয়, তৃতীয় ধ্যানলাভীর প্রীতি প্রশান্ত হয়, চতুর্থ ধ্যানলাভীর শ্বাস-প্রশ্বাস প্রশান্ত হয়, আকাশ-অনন্ত-আয়তন (ধ্যান)-লাভীর রূপ সংজ্ঞা প্রশান্ত হয়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন (ধ্যান)-লাভীর আকাশ-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞা প্রশান্ত হয়। আকিঞ্চন-আয়তন (ধ্যান)-লাভীর বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞা প্রশান্ত হয়। নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন (ধ্যান)-লাভীর আকিঞ্চন-আয়তন-সংজ্ঞা প্রশান্ত হয়। সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ (সমাপত্তি)-লাভীর সংজ্ঞা ও বেদনা প্রশান্ত হয়। ক্ষীণাসব ভিক্ষুর রাগ-দ্বেষ-মোহ প্রশান্ত হয়।"

পঞ্চম সূত্র সমাপ্ত।

৬. দ্বিতীয় আনন্দ সূত্র

২৬৪.১. অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপ্রান্তে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দকে ভগবান বললেন, "হে আনন্দ, বেদনা কী? বেদনা-সমুদয় কী? বেদনা-নিরোধ কী? বেদনা-নিরোধ গামিনী প্রতিপদা (উপায়) কী? বেদনার আস্বাদ কী? আদীনব (উপদ্রব) কী? বেদনা হতে নিঃসরণ (মুক্তি) কী?"

২. "ভন্তে, ধর্ম ভগবৎমূলক, ভগবৎপ্রবণ, ভগবৎশরণ। অতএব, ভন্তে ভগবানই স্বয়ং কথিত বিষয়ের অর্থ পরিস্ফুট করুন, ভগবৎ প্রমুখাৎ শ্রবণ করে ভিক্ষুগণ তা অবধারণ করবেন।" "তাহলে হে আনন্দ, শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর, আমি ভাষণ করতেছি।" "হ্যাঁ, ভন্তে, "বলে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানালেন। ভগবান বললেন :

৩. "হে আনন্দ, বেদনা এই তিন প্রকার। সুখ-বেদনা, দুঃখবেদনা, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা। হে আনন্দ, এগুলোকে বলা হয় বেদনা। স্পর্শের উৎপত্তিতে বেদনার উৎপত্তি; স্পর্শের নিরোধে বেদনা নিরোধ হয়। এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই বেদনা নিরোধগামী প্রতিপদা (উপায়), যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। বেদনা হেতু যে সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, তা বেদনার আস্বাদ। বেদনা যে অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল, তা বেদনার আদীনব (উপদ্রব)। বেদনা সম্পর্কে যা ছন্দরাগ দমন, ছন্দরাগ পরিহার তা

বেদনা হতে নিঃসরণ (মুক্তি)।"

৪. এর পরেও হে আনন্দ, আমাকর্তৃক সংস্কারের আনুপূর্বিক নিরোধ ব্যাখ্যাত হয়েছে। প্রথম ধ্যানলাভীর বাক্য নিরুদ্ধ হয়। দ্বিতীয় ধ্যানলাভীর বিতর্ক-বিচার নিরুদ্ধ হয়। তৃতীয় ধ্যানলাভীর প্রীতি নিরুদ্ধ হয়। চতুর্থ ধ্যানলাভীর শ্বাস-প্রশ্বাস নিরুদ্ধ হয়। আকাশ-অনন্ত-আয়তন (ধ্যান)-লাভীর রূপসংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন (ধ্যান)-লাভীর আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। আকিঞ্চন-আয়তন (ধ্যান)-লাভীর বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন (ধ্যান)-লাভীর আকিঞ্চন-আয়তন-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ (সমাপত্তি)-লাভীর সংজ্ঞা ও বেদনা নিরুদ্ধ হয়। ক্ষীণাসব ভিক্ষুর রাগ-দ্বেষ-মোহ নিরুদ্ধ হয়।"

৫. "এর পরেও হে আনন্দ, আমাকর্তৃক সংস্কারের আনুপূর্বিক উপশম ব্যাখ্যাত হয়েছে। প্রথম ধ্যানলাভীর বাক্য উপশান্ত হয়। দ্বিতীয় ধ্যানলাভীর বিতর্ক-বিচার উপশান্ত হয়। তৃতীয় ধ্যানলাভীর প্রীতি উপশান্ত হয়। চতুর্থ ধ্যানলাভীর শ্বাস-প্রশ্বাস উপশান্ত হয়। আকাশ-অনন্ত-আয়তন (ধ্যান)-লাভীর রূপসংজ্ঞা উপশান্ত হয়। বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন (ধ্যান)-লাভীর আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞা উপশান্ত হয়। আকিঞ্চন আয়তন (ধ্যান)-লাভীর বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞা উপশান্ত হয়। নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন (ধ্যান)-লাভীর আকিঞ্চন-আয়তন-সংজ্ঞা উপশান্ত হয়। সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ (সমাপত্তি)-লাভীর সংজ্ঞা ও বেদনা উপশান্ত হয়। ক্ষীণাসব ভিক্ষুর রাগ-দ্বেষ-মোহ উপশান্ত হয়।"

৬. "এর পরেও হে আনন্দ, আমাকর্তৃক সংস্কারের আনুপূর্বিক প্রশান্তি ব্যাখ্যাত হয়েছে। প্রথম ধ্যানলাভীর বাক্য প্রশান্ত হয়, দ্বিতীয় ধ্যানলাভীর বিতর্ক-বিচার প্রশান্ত হয়, তৃতীয় ধ্যানলাভীর প্রীতি প্রশান্ত হয়, চতুর্থ ধ্যানলাভীর শ্বাস-প্রশ্বাস প্রশান্ত হয়, আকাশ-অনন্ত-আয়তন (ধ্যান)-লাভীর রূপসংজ্ঞা প্রশান্ত হয়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন (ধ্যান)-লাভীর আকাশ-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞা প্রশান্ত হয়। আকিঞ্চন-আয়তন (ধ্যান)-লাভীর বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞা প্রশান্ত হয়। নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন (ধ্যান)-লাভীর আকিঞ্চন-আয়তন-সংজ্ঞা প্রশান্ত হয়। সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ (সমাপত্তি)-লাভীর সংজ্ঞা ও বেদনা প্রশান্ত হয়। ক্ষীণাসব ভিক্ষুর রাগ-দ্বেষ-মোহ প্রশান্ত হয়।"

ষষ্ঠ সূত্র সমাপ্ত।

৭. প্রথম বহুসংখ্যক সূত্র

২৬৫.১. অতঃপর বহুসংখ্যক ভিক্ষু যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, বেদনা কী? বেদনা-সমুদয় কী? বেদনা-নিরোধ কী? বেদনা-নিরোধগামী প্রতিপদা কী? বেদনার আস্বাদ (উপভোগ) কী? বেদনার দোষ (উপদ্রব) কী? বেদনা হতে নিঃসরণ কী?

২. হে ভিক্ষুগণ, বেদনা এই তিন প্রকার। সুখ-বেদনা, দুঃখবেদনা, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা। হে ভিক্ষুগণ, এগুলোকে বলা হয় বেদনা। স্পর্শের উৎপত্তিতে বেদনার উৎপত্তি; স্পর্শের নিরোধে বেদনা নিরোধ হয়। এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই বেদনা নিরোধগামী প্রতিপদা (উপায়), যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। বেদনা হেতু যে সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, তা বেদনার আস্বাদ। বেদনা যে অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল, তা বেদনার আদীনব (উপদ্রব)। বেদনা সম্পর্কে যা ছন্দরাগ দমন, ছন্দরাগ পরিহার তা বেদনা হতে নিঃসরণ (মুক্তি)।"

৩. "এরপরও হে ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক সংস্কারের আনুপূর্বিক নিরোধ ব্যাখ্যাত হয়েছে। প্রথম ধ্যানলাভীর বাক্য নিরুদ্ধ হয়। দ্বিতীয় ধ্যানলাভীর বিতর্ক-বিচার নিরুদ্ধ হয়। তৃতীয় ধ্যানলাভীর প্রীতি নিরুদ্ধ হয়। চতুর্থ ধ্যানলাভীর শ্বাস-প্রশ্বাস নিরুদ্ধ হয়। আকাশ-অনন্ত-আয়তন (ধ্যান)-লাভীর রূপসংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন (ধ্যান)-লাভীর আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। আকিঞ্চন-আয়তন (ধ্যান)-লাভীর বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন (ধ্যান)-লাভীর আকিঞ্চন-আয়তন-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ (সমাপত্তি)-লাভীর সংজ্ঞা ও বেদনা নিরুদ্ধ হয়। ক্ষীণাসব ভিক্ষুগণ রাগ-দ্বেষ-মোহ নিরুদ্ধ হয়।"

৪. "এরপরও হে ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক সংস্কারের আনুপূর্বিক উপশম ব্যাখ্যাত হয়েছে। প্রথম ধ্যানলাভীর বাক্য উপশান্ত হয়। দ্বিতীয় ধ্যানলাভীর বিতর্ক-বিচার উপশান্ত হয়। তৃতীয় ধ্যানলাভীর প্রীতি উপশান্ত হয়। চতুর্থ ধ্যানলাভীর শ্বাস-প্রশ্বাস উপশান্ত হয়। আকাশ-অনন্ত-আয়তন (ধ্যান)-লাভীর রূপসংজ্ঞা উপশান্ত হয়। বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন (ধ্যান)-লাভীর আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞা উপশান্ত হয়। আকিঞ্চন আয়তন (ধ্যান)-

লাভীর বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞা উপশান্ত হয়। নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন (ধ্যান)-লাভীর আকিঞ্চন-আয়তন-সংজ্ঞা উপশান্ত হয়। সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ (সমাপত্তি)-লাভীর সংজ্ঞা ও বেদনা উপশান্ত হয়। ক্ষীণাসব ভিক্ষুগণ রাগ-দ্বেষ-মোহ উপশান্ত হয়।"

৫. "হে ভিক্ষুগণ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) ছয় প্রকার। প্রথম ধ্যানলাভীর বাক্য শান্ত হয়। দ্বিতীয় ধ্যানলাভীর বিতর্ক-বিচার শান্ত হয়। তৃতীয় ধ্যানলাভীর প্রীতি শান্ত হয়। চতুর্থ ধ্যানলাভীর শ্বাস-প্রশ্বাস শান্ত হয়। সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ (সমাপত্তি)-লাভীর সংজ্ঞা ও বেদনা শান্ত হয়। ক্ষীণাসব ভিক্ষুগণ রাগ-দ্বেষ-মোহ শান্ত হয়।"

সপ্তম সূত্র সমাপ্ত।

৮. দ্বিতীয় বহুসংখ্যক সূত্র

২৬৬.১. অতঃপর বহুসংখ্যক ভিক্ষু যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণকে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, বেদনা কী? বেদনা-সমুদয় কী? বেদনা-নিরোধ কী? বেদনা-নিরোধগামী প্রতিপদা (উপায়) কী? বেদনার আস্বাদ কী? আদীনব (দোষ) কী? বেদনা হতে নিঃসরণ কী?"

২. "ভন্তে, ভগবানই আমাদের ধর্মের মূল উৎস, তিনিই ইহার উপদেষ্টা, তিনিই প্রতিশরণ। অতএব, প্রভো! ভগবানই স্বয়ং কথিত বিষয়ের অর্থ পরিস্ফুট করুন। ভগবানের মুখে শ্রবণ করে ভিক্ষুগণ তা অবধারণ করবেন। তাহলে হে ভিক্ষুগণ, শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর, আমি ভাষণ করছি।

৩. হে ভিক্ষুগণ, বেদনা এই তিন প্রকার। সুখ-বেদনা, দুঃখবেদনা, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা। হে আনন্দ, এগুলোকে বলা হয় বেদনা। স্পর্শের উৎপত্তিতে বেদনার উৎপত্তি; স্পর্শের নিরোধে বেদনা নিরোধ হয়। এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই বেদনা নিরোধগামী প্রতিপদা (উপায়), যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। বেদনা হেতু যে সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, তা বেদনার আস্বাদ। বেদনা যে অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল, তা বেদনার আদীনব (উপদ্রব)। বেদনা সম্পর্কে যা ছন্দরাগ দমন, ছন্দরাগ পরিহার তা বেদনা হতে নিঃসরণ (মুক্তি)।"

৪. "এরপরও হে ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক সংস্কারের আনুপূর্বিক নিরোধ ব্যাখ্যাত হয়েছে। প্রথম ধ্যানলাভীর বাক্য নিরুদ্ধ হয়। দ্বিতীয় ধ্যানলাভীর বিতর্ক-বিচার নিরুদ্ধ হয়। তৃতীয় ধ্যানলাভীর প্রীতি নিরুদ্ধ হয়। চতুর্থ ধ্যানলাভীর শ্বাস-প্রশ্বাস নিরুদ্ধ হয়। আকাশ-অনন্ত-আয়তন (ধ্যান)-লাভীর রূপসংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন (ধ্যান)-লাভীর আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। আকিঞ্চন-আয়তন (ধ্যান)-লাভীর বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন (ধ্যান)-লাভীর আকিঞ্চন-আয়তন-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ (সমাপত্তি)-লাভীর সংজ্ঞা ও বেদনা নিরুদ্ধ হয়। ক্ষীণাসব ভিক্ষুগণ রাগ-দ্বেষ-মোহ নিরুদ্ধ হয়।"

৫. ২৬৫ নং ক্রমের ৫নং সদৃশ।

অষ্টম সূত্র সমাপ্ত।

৯. পঞ্চকঙ্গ সূত্র

২৬৭.১. তখন পঞ্চকঙ্গ স্থপতি (সূত্রধর) যেখানে আয়ুষ্মান উদায়ি থাকেন, তথায় উপস্থিত হলেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান উদায়িকে অভিবাদন করে এক পাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট পঞ্চকঙ্গ স্থপতি আয়ুষ্মান উদায়িকে বললেন, "ভন্তে, উদায়ি, ভগবান বেদনা কত প্রকার বলেছেন?"

"স্থপতি, ভগবান তিন প্রকার বেদনা বলেছেন। সুখ-বেদনা, দুঃখ-বেদনা, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা—ভগবান এই তিন প্রকার বেদনা বলেছেন।" এরূপ উক্ত হলে পঞ্চকঙ্গ স্থপতি আয়ুষ্মান উদায়িকে বললেন, "ভন্তে উদায়ি, ভগবান তিন প্রকার বেদনা বলেন নাই, দুই প্রকার বেদনা বলেছেন। সুখ-বেদনা ও দুঃখ-বেদনা। ভন্তে, এই যে অদুঃখ-অসুখ-বেদনা আছে, তাকে ভগবান শান্ত, উত্তম সুখের অন্তর্গত বলেছেন।"

দ্বিতীয়বারও আয়ুষ্মান উদায়ি পঞ্চকঙ্গ স্থপতিকে বললেন, "স্থপতি, ভগবান দুই প্রকার বেদনা বলেননি। ভগবান তিন প্রকার বেদনা বলেছেন। সুখ-বেদনা, দুঃখ-বেদনা, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা। ভগবান এই তিন প্রকার বেদনা বলেছেন।"

দ্বিতীয়বারও পঞ্চকঙ্গ স্থপতি আয়ুষ্মান উদায়িকে বললেন, "ভন্তে উদায়ি, ভগবান তিন প্রকার বেদনা বলেন নাই, দুই প্রকার বেদনা বলেছেন, সুখ-বেদনা ও দুঃখ-বেদনা। ভন্তে, এই যে অদুঃখ-অসুখ-বেদনা আছে, সেটিকে

ভগবান শান্ত, উত্তম সুখের অন্তর্গত বলেছেন।”

তৃতীয়বারও আয়ুষ্মান উদায়ি পঞ্চকঙ্গ স্থপতিকে বললেন, “স্থপতি, ভগবান বেদনা দুই প্রকার বলেননি। ভগবান বেদনা তিন প্রকার বলেছেন। সুখ-বেদনা, দুঃখ-বেদনা, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা। ভগবান এই তিন প্রকার বেদনা বলেছেন।”

তৃতীয়বারও পঞ্চকঙ্গ স্থপতি আয়ুষ্মান উদায়িকে বললেন, “ভন্তে উদায়ি, ভগবান বেদনা তিন প্রকার বলেননি। দুই প্রকার বলেছেন। সুখ-বেদনা ও দুঃখ-বেদনা। ভন্তে, এই যে অদুঃখ-অসুখ-বেদনা আছে, সেটিকে ভগবান শান্ত, উত্তম সুখের অন্তর্গত বলেছেন[১]।” আয়ুষ্মান উদায়ি পঞ্চকঙ্গ স্থপতিকে বুঝাতে পারলেন না, পঞ্চকঙ্গ স্থপতিও আয়ুষ্মান উদায়িকে বুঝাতে পারলেন না।

২. পঞ্চকঙ্গ স্থপতির সাথে আয়ুষ্মান উদায়ির এই আলোচনা আয়ুষ্মান আনন্দ শুনতে পেলেন। তখন আয়ুষ্মান আনন্দ যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ পঞ্চকঙ্গ স্থপতির সহিত আয়ুষ্মান উদায়ির যা কিছু আলোচনা হয়েছে সেই সমস্ত ভগবানকে নিবেদন করলেন। ইহা উক্ত হলে ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে বললেন, “আনন্দ, পর্যায় (কারণ) থাকা সত্ত্বেও পঞ্চকঙ্গ স্থপতি উদায়ির ভাষণ অনুমোদন করল না, আর পর্যায় (কারণ) থাকা সত্ত্বেও উদায়ি পঞ্চকঙ্গ স্থপতির ভাষণ অনুমোদন করল না।”

৩. “আনন্দ, আমি পর্যায়বশত (কারণ ভেদে) বেদনা দুই প্রকার বলেছি, তিন প্রকার, পাঁচ প্রকার, ছয় প্রকার, অষ্টাদশ প্রকার, ছয়ত্রিশ প্রকার, একশ আট প্রকারও বলেছি। আনন্দ, এরূপে পর্যায়ক্রমে আমি ধর্মোপদেশ করেছি। আনন্দ, আমার পর্যায়ক্রমে উপদিষ্ট ধর্মে যারা পরস্পরের সুভাষিত, সুকথিত বাণীকে (ধর্মকে) স্বীকার করবে না, মানবে না, অনুমোদন করবে না, তাদের পক্ষে ইহাই প্রত্যাশিত যে (সম্ভব যে) তারা ভণ্ডনজাত, কলহজাত, বিবাদাপন্ন হয়ে একে অন্যকে মুখশক্তি দ্বারা বিদ্ধ করতে করতে বাস করবে। আনন্দ, এরূপে আমাকর্তৃক ধর্ম পর্যায়ক্রমে দেশিত। আনন্দ, আমার

---

[১]। সুখ দুই প্রকার—বেদয়িত সুখ বা অনুভব সুখ, অবেদয়িত সুখ বা উপশান্ত সুখ, ইন্দ্রিয় ও বিষয় সুখ হতে ক্রমে অষ্ট ধ্যান সমাপত্তি পর্যন্ত বেদয়িত সুখ। নিরোধ সমাপত্তি-সংজ্ঞা-বেদনার নিরোধ হেতু উপশম সুখ। সুখ-দুঃখের অবসান ও দুঃখবিহীন হেতু সুখ নামে অভিহিত হয়। (অর্থকথা)

পর্যায়ক্রমে দেশিত ধর্মে যারা পরস্পরের সুভাষিত, সুকথিত বাক্যকে উত্তমরূপে স্বীকার করবে, মনন করবে ও অনুমোদন করবে তাদের পক্ষে ইহাই প্রত্যাশিত যে তারা সমগ্রভাবে সম্মোদন করতে করতে বিবাদ রহিত হয়ে ক্ষীরোদকভূত অবস্থায় একে অন্যকে প্রিয়নেত্রে দেখে বাস করবে।"

৪. "আনন্দ, এই পঞ্চ কামগুণ (ভোগ)। কী কী পঞ্চ? ইষ্ট, কান্ত, মনোহর, প্রিয়স্বরূপ, কামসংযুক্ত, মনোরঞ্জনীয় চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ; ইষ্ট, কান্ত, মনোহর, প্রিয়স্বরূপ, কামসংযুক্ত, মনোরঞ্জনীয় শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ; ইষ্ট, কান্ত, মনোহর, প্রিয়স্বরূপ, কামসংযুক্ত, মনোরঞ্জনীয় ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ; ইষ্ট, কান্ত, মনোহর, প্রিয়স্বরূপ, কামসংযুক্ত, মনোরঞ্জনীয় জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস; ইষ্ট, কান্ত, মনোহর, প্রিয়স্বরূপ, কামসংযুক্ত, মনোরঞ্জনীয় কায়-বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য। আনন্দ, এই পঞ্চ কামগুণ, আনন্দ, এই পঞ্চকামগুণের সংস্রবে যে সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, তাকেই কামসুখ বলা হয়।"

৫. "আনন্দ, যদি কেহ এরূপ বলে—প্রাণীগণ এই পর্যন্তই চরম সুখ-সৌমনস্য ভোগ করে, তার এই মত (সিদ্ধান্ত) আমি সমর্থন করি না। এর কারণ কী? আনন্দ, এই সুখ হতে আরও সুন্দরতর ও উন্নততর (বিপুলতর) অন্য সুখ আছে। আনন্দ, অন্য কোন সুখ এই সুখ হতে উজ্জ্বলতর ও উন্নততর"? "এখানে আনন্দ, ভিক্ষু কাম-বাসনা হতে পৃথক হয়ে অকুশলধর্ম পরিহার করে সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ ও প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। ইহাই আনন্দ, সেই সুখ হতে উজ্জ্বলতর ও উন্নততর অপর সুখ।"

৬. "আনন্দ, যদি কেহ বলে—প্রাণীগণ এই পর্যন্তই চরম সুখ-সৌমনস্য ভোগ করে, তার এই মত আমি সমর্থন করি না। এর কারণ কী? আনন্দ, এই সুখ হতে আরও সুন্দরতর ও উন্নততর (বিপুলতর) অন্য সুখ আছে। আনন্দ, অন্য কোন সুখ এই সুখ হতে উজ্জ্বলতর ও উন্নততর?" "এখানে আনন্দ, ভিক্ষু বিতর্ক-বিচারের উপশমে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী বিতর্ক-বিচারাতীত সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান অধিগত হয়ে অবস্থান করে। ইহাই হে আনন্দ, সেই সুখ হতে উজ্জ্বলতর ও উন্নততর অপর সুখ।"

৭. আনন্দ, যদি কেহ বলে—প্রাণীগণ এই পর্যন্তই চরম সুখ-সৌমনস্য ভোগ করে, তার এই মতকে আমি সমর্থন করি না। এর কারণ কী? আনন্দ, এই সুখ হতে আরও সুন্দরতর ও উন্নততর (বিপুলতর) অপর সুখ আছে। আনন্দ, অন্য কোন সুখ এই সুখ হতে উজ্জ্বলতর ও উন্নততর?" "এখানে

আনন্দ, ভিক্ষু প্রীতির প্রতিও বিরাগী হয়ে উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করে, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে (প্রীতি-নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করে; যে অবস্থাকে আর্যগণ 'উপেক্ষাসম্পন্ন, স্মৃতিমান ও সুখবিহারী' আখ্যা দেন, সেই তৃতীয় ধ্যান অধিগত হয়ে (লাভ করে) অবস্থান করে। ইহাই হে আনন্দ, সেই সুখ হতে উজ্জ্বলতর ও উন্নততর অপর সুখ।"

৮. "আনন্দ, যদি কেহ এরূপ বলে—প্রাণীগণ এই পর্যন্তই চরম সুখ-সৌমনস্য ভোগ করে। তার এই মত আমি সমর্থন করি না। এর কারণ কী? আনন্দ, এই সুখ হতে আরও সুন্দরতর ও উন্নততর অপর সুখ আছে"। আনন্দ, অন্য কোন সুখ এই সুখ হতে উজ্জ্বলতর (সুন্দরতর) ও উন্নততর?" "এখানে আনন্দ, ভিক্ষু সর্ববিধ দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করে, না দুঃখ-না সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। ইহাই হে আনন্দ, সেই সুখ হতে সুন্দরতর ও উন্নততর।" আনন্দ, যদি কেহ এরূপ বলে—প্রাণীগণ এই পর্যন্তই চরম সুখ-সৌমনস্য ভোগ করে। তার এই মত আমি সমর্থন করি না। এর কারণ কী? আনন্দ, এই সুখ হতে আরও সুন্দরতর ও উন্নততর অপর সুখ আছে।

৯. "আনন্দ, অন্য কোন সুখ এই সুখ হতে সুন্দরতর ও উন্নততর? এখানে আনন্দ, ভিক্ষু সর্ব রূপসংজ্ঞা সমতিক্রম ও প্রতিঘসংজ্ঞা অস্তমিত করে নানাত্বসংজ্ঞার প্রতি মনস্কার না করে 'অনন্ত-আকাশ' এরূপ ভাবনা করে 'আকাশ-অনন্ত-আয়তন' নামক (প্রথম অরূপ) ধ্যানস্তর লাভ করে অবস্থান করে। ইহাই হে আনন্দ, সেই সুখ হতে সুন্দরতর ও উন্নততর অপর সুখ। আনন্দ, যদি কেহ বলে প্রাণীগণ এই পর্যন্তই চরম সুখ-সৌমনস্য ভোগ করে। তার এই মত আমি সমর্থন করি না। এর কারণ কী? আনন্দ, এই সুখ হতে আরও সুন্দরতর ও উন্নততর সুখ আছে।"

১০. "আনন্দ, অন্য কোন সুখ এই সুখ হতে সুন্দরতর ও উন্নততর? এখানে আনন্দ, ভিক্ষু সর্বতোভাবে 'আকাশ-অনন্ত-আয়তন' স্তর সমতিক্রম করে 'অনন্ত-বিজ্ঞান' এরূপ ভাবনা করে 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন' (দ্বিতীয় অরূপ) ধ্যানস্তর লাভ করে অবস্থান করে। ইহাই হে আনন্দ, সেই সুখ হতে সুন্দরতর ও উন্নততর অপর সুখ। আনন্দ, যদি কেহ বলে—প্রাণীগণ এই পর্যন্তই চরম সুখ-সৌমনস্য ভোগ করে। তার এই মত আমি সমর্থন করি না। এর কারণ কী? আনন্দ, এই সুখ হতে আরও সুন্দরতর ও উন্নততর সুখ আছে।"

১১. "আনন্দ, অন্য কোন সুখ এই সুখ হতে সুন্দরতর ও উন্নততর? এখানে ভিক্ষু সর্বতোভাবে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সমতিক্রম করে 'কিছুই নাই' এরূপ ভাবনা করে আকিঞ্চন-আয়তন (তৃতীয় অরূপ) ধ্যানন্তর লাভ করে অবস্থান করে। ইহাই হে আনন্দ, সেই সুখ হতে সুন্দরতর ও উন্নততর অপর সুখ। আনন্দ, যদি কেহ বলে—প্রাণীগণ এই পর্যন্তই চরম সুখ-সৌমনস্য ভোগ করে। তার এই মত আমি সমর্থন করি না। এর কারণ কী? আনন্দ এই সুখ হতে আরও সুন্দরতর ও উন্নততর সুখ আছে।"

১২. "আনন্দ, অন্য কোন সুখ এই সুখ হতে সুন্দরতর ও উন্নততর? এখানে আনন্দ, ভিক্ষু সর্ব আকিঞ্চন-আয়তন সমতিক্রম করে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন লাভ করে অবস্থান করে। ইহাই হে আনন্দ, সেই সুখ হতে সুন্দরতর ও উন্নততর অপর সুখ। আনন্দ, যদি কেহ বলে—প্রাণীগণ এই পর্যন্তই চরম সুখ-সৌমনস্য ভোগ করে। তার এই মত আমি সমর্থন করি না। এর কারণ কী? আনন্দ, এই সুখ হতে আরও সুন্দরতর ও উন্নততর সুখ আছে।"

১৪. "আনন্দ, অন্য কোন সুখ এই সুখ হতে সুন্দরতর ও উন্নততর? এখানে আনন্দ, ভিক্ষু নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধকে অধিগত করে অবস্থান (বাস) করে। ইহাই আনন্দ, সেই সুখ হতে উজ্জ্বলতর ও উন্নততর অপর সুখ।"

১৫. "আনন্দ, সম্ভবত অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ বলতে পারেন, 'শ্রমণ গৌতম সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ সম্পর্কে বলেন, তাও সুখময় বলে থাকেন। উহা কী? উহা কী প্রকার? এরূপ বাদী অন্যতীর্থিয়গণকে ইহা বলা উচিত—"বন্ধুগণ, ভগবান সুখ-বেদনা সম্পর্কেই উহাকে সুখময় বলেন নাই। কিন্তু বন্ধুগণ, যেখানে যেখানে (বেদয়িত বা অবেদয়িত) সুখ উপলব্ধ হয়, তথায় তাকেই তথাগত সুখান্তর্গত বলে থাকেন[১]।

---

[১]। **সুখ** দুই প্রকার—বেদয়িত (অনুভূতি) সুখ ও অবেদয়িত বা উপশম সুখ। পঞ্চকামগুণ সংস্পর্শে ও অষ্ট লৌকিক সমাপত্তি বশে উৎপন্ন সুখের নাম বেদয়িত সুখ। চতুর্থধ্যান হতে চারি অরূপধ্যান উপেক্ষা-বেদনাযুক্ত, তথাপি শান্ত স্বভাব হেতু উহা সুখ পর্যায়ভুক্ত। নিরোধ সমাপত্তি অবেদয়িত সুখ। উহা সংজ্ঞা, বেদনা (বেদয়িত) প্রভৃতি মানস বা চেতন জগতের নিরোধ বা উপশম অবস্থা। [এ অবস্থায় সুখ নামের সার্থকতা কী? 'সব্বস্স দুক্খস্স সুখং পহানং,' যাবতীয় দুঃখের প্রহাণই সুখ।] সুতরাং যেকোনো সুখ হোক না কেন, দুঃখ-হীন ও সুখ-স্বরূপার্থে সুখ নামে অভিহিত হয় (অর্থকথা)।

১০. ভিক্ষু সূত্র

২৬৮.১. "আনন্দ, আমি পর্যায়বশত (কারণ ভেদে) বেদনা দুই প্রকার বলেছি, তিন প্রকার, পাঁচ প্রকার, ছয় প্রকার, অষ্টাদশ প্রকার, ছয়ত্রিশ প্রকার, একশ আট প্রকারও বলেছি। আনন্দ, এরূপে পর্যায়ক্রমে আমি ধর্মোপদেশ করেছি। আনন্দ, আমার পর্যায়ক্রমে উপদিষ্ট ধর্মে যারা পরস্পরের সুভাষিত, সুকথিত বাণীকে (ধর্মকে) স্বীকার করবে না, মানবে না, অনুমোদন করবে না, তাদের পক্ষে ইহাই প্রত্যাশিত যে (সম্ভব যে) তারা ভন্ডণজাত, কলহজাত, বিবাদাপন্ন হয়ে একে অন্যকে মুখশক্তি দ্বারা বিদ্ধ করতে করতে বাস করবে। আনন্দ, এরূপে আমাকর্তৃক ধর্ম পর্যায়ক্রমে দেশিত। আনন্দ, আমার পর্যায়ক্রমে দেশিত ধর্মে যারা পরস্পরের সুভাষিত, সুকথিত বাক্যকে উত্তমরূপে স্বীকার করবে, মনন করবে ও অনুমোদন করবে তাদের পক্ষে ইহাই প্রত্যাশিত যে তারা সমগ্রভাবে সম্মোদন করতে করতে বিবাদ রহিত হয়ে ক্ষীরোদকভূত অবস্থায় একে অন্যকে প্রিয়নেত্রে দেখে বাস করবে।"

২. "আনন্দ, এই পঞ্চ কামগুণ (ভোগ)। কী কী পঞ্চ? ইষ্ট, কান্ত, মনোহর, প্রিয়স্বরূপ, কামসংযুক্ত, মনোরঞ্জনীয় চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ; ইষ্ট, কান্ত, মনোহর, প্রিয়স্বরূপ, কামসংযুক্ত, মনোরঞ্জনীয় শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ; ইষ্ট, কান্ত, মনোহর, প্রিয়স্বরূপ, কামসংযুক্ত, মনোরঞ্জনীয় ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ; ইষ্ট, কান্ত, মনোহর, প্রিয়স্বরূপ, কামসংযুক্ত, মনোরঞ্জনীয় জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস; ইষ্ট, কান্ত, মনোহর, প্রিয়স্বরূপ, কামসংযুক্ত, মনোরঞ্জনীয় কায়-বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য। আনন্দ, এই পঞ্চ কামগুণ। আনন্দ, এই পঞ্চকামগুণের সংস্রবে যে সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, তাকেই কামসুখ বলা হয়।"

৩. "আনন্দ, যদি কেহ এরূপ বলে—প্রাণীগণ এই পর্যন্তই চরম সুখ-সৌমনস্য ভোগ করে, তার এই মত (সিদ্ধান্ত) আমি সমর্থন করি না। এর কারণ কী? আনন্দ, এই সুখ হতে আরও সুন্দরতর ও উন্নততর (বিপুলতর) অন্য সুখ আছে। আনন্দ, অন্য কোন সুখ এই সুখ হতে উজ্জ্বলতর ও উন্নততর"? "এখানে আনন্দ, ভিক্ষু কাম বাসনা হতে পৃথক হয়ে অকুশলধর্ম পরিহার করে সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ ও প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। ইহাই আনন্দ, সেই সুখ হতে উজ্জ্বলতর ও উন্নততর অপর সুখ।"

৪. "আনন্দ, যদি কেহ বলে—প্রাণীগণ এই পর্যন্তই চরম সুখ-সৌমনস্য ভোগ করে, তার এই মত আমি সমর্থন করি না। এর কারণ কী? আনন্দ, এই সুখ হতে আরও সুন্দরতর ও উন্নততর (বিপুলতর) অন্য সুখ আছে।

আনন্দ, অন্য কোন সুখ এই সুখ হতে উজ্জ্বলতর ও উন্নততর?" "এখানে আনন্দ, ভিক্ষু বিতর্ক-বিচারের উপশমে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী বিতর্ক-বিচারাতীত সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান অধিগত হয়ে অবস্থান করে। ইহাই হে আনন্দ, সেই সুখ হতে উজ্জ্বলতর ও উন্নততর অপর সুখ।"

৫. আনন্দ, যদি কেহ বলে—প্রাণীগণ এই পর্যন্তই চরম সুখ-সৌমনস্য ভোগ করে, তার এই মতকে আমি সমর্থন করি না। এর কারণ কী? আনন্দ, এই সুখ হতে আরও সুন্দরতর ও উন্নততর (বিপুলতর) অপর সুখ আছে। আনন্দ, অন্য কোন সুখ এই সুখ হতে উজ্জ্বলতর ও উন্নততর?" "এখানে আনন্দ, ভিক্ষু প্রীতির প্রতিও বিরাগী হয়ে উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করে, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে (প্রীতি-নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করে; যে অবস্থাকে আর্যগণ 'উপেক্ষাসম্পন্ন, স্মৃতিমান ও সুখবিহারী' আখ্যা দেন, সেই তৃতীয় ধ্যান অধিগত হয়ে (লাভ করে) অবস্থান করেন। ইহাই হে আনন্দ, সেই সুখ হতে উজ্জ্বলতর ও উন্নততর অপর সুখ।"

৬. "আনন্দ, যদি কেহ এরূপ বলে—প্রাণীগণ এই পর্যন্তই চরম সুখ-সৌমনস্য ভোগ করে। তার এই মত আমি সমর্থন করি না। এর কারণ কী? আনন্দ, এই সুখ হতে আরও সুন্দরতর ও উন্নততর অপর সুখ আছে। আনন্দ, অন্য কোন সুখ এই সুখ হতে উজ্জ্বলতর ও উন্নততর?" "এখানে আনন্দ, ভিক্ষু সর্ববিধ দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করে, না দুঃখ-না সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। ইহাই হে আনন্দ, সেই সুখ হতে সুন্দরতর ও উন্নততর।" আনন্দ, যদি কেহ এরূপ বলে—প্রাণীগণ এই পর্যন্তই চরম সুখ-সৌমনস্য ভোগ করে। তার এই মত আমি সমর্থন করি না। এর কারণ কী? আনন্দ, এই সুখ হতে আরও সুন্দরতর ও উন্নততর অপর সুখ আছে।

৭. "আনন্দ, অন্য কোন সুখ এই সুখ হতে সুন্দরতর ও উন্নততর? এখানে আনন্দ, ভিক্ষু সর্ব রূপসংজ্ঞা সমতিক্রম ও প্রতিঘসংজ্ঞা অস্তমিত করে নানাত্বসংজ্ঞার প্রতি মনস্কার না করে 'অনন্ত-আকাশ' এরূপ ভাবনা করে 'আকাশ-অনন্ত-আয়তন' নামক (প্রথম অরূপ) ধ্যানস্তর লাভ করে অবস্থান করে। ইহাই হে আনন্দ, সেই সুখ হতে সুন্দরতর ও উন্নততর অপর সুখ। আনন্দ, যদি কেহ বলে প্রাণীগণ এই পর্যন্তই চরম সুখ-সৌমনস্য ভোগ করে। তার এই মত আমি সমর্থন করি না। এর কারণ কী? আনন্দ, এই সুখ

হতে আরও সুন্দরতর ও উন্নততর সুখ আছে।”

৮. “আনন্দ, অন্য কোন সুখ এই সুখ হতে সুন্দরতর ও উন্নততর? এখানে আনন্দ, ভিক্ষু সর্বতোভাবে ‘আকাশ-অনন্ত-আয়তন’ স্তর সমতিক্রম করে ‘অনন্ত-বিজ্ঞান’ এরূপ ভাবনা করে ‘বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন’ (দ্বিতীয় অরূপ) ধ্যানস্তর লাভ করে অবস্থান করে। ইহাই হে আনন্দ, সেই সুখ হতে সুন্দরতর ও উন্নততর অপর সুখ। আনন্দ, যদি কেহ বলে—প্রাণীগণ এই পর্যন্তই চরম সুখ-সৌমনস্য ভোগ করে। তার এই মত আমি সমর্থন করি না। এর কারণ কী? আনন্দ এই সুখ হতে আরও সুন্দরতর ও উন্নততর সুখ আছে।”

৯. “আনন্দ, অন্য কোন সুখ এই সুখ হতে সুন্দরতর ও উন্নততর? এখানে ভিক্ষু সর্বতোভাবে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সমতিক্রম করে ‘কিছুই নাই’ এরূপ ভাবনা করে আকিঞ্চন-আয়তন (তৃতীয় অরূপ) ধ্যানস্তর লাভ করে অবস্থান করে। ইহাই হে আনন্দ, সেই সুখ হতে সুন্দরতর ও উন্নততর অপর সুখ। আনন্দ, যদি কেহ বলে—প্রাণীগণ এই পর্যন্তই চরম সুখ-সৌমনস্য ভোগ করে। তার এই মত আমি সমর্থন করি না। এর কারণ কী? ভিক্ষুগণ এই সুখ হতে আরও সুন্দরতর ও উন্নততর সুখ আছে।”

১০. “আনন্দ, অন্য কোন সুখ এই সুখ হতে সুন্দরতর ও উন্নততর? এখানে আনন্দ, ভিক্ষু সর্ব আকিঞ্চন-আয়তন সমতিক্রম করে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন লাভ করে অবস্থান করে। ইহাই হে আনন্দ, সেই সুখ হতে সুন্দরতর ও উন্নততর অপর সুখ। আনন্দ, যদি কেহ বলে—প্রাণীগণ এই পর্যন্তই চরম সুখ-সৌমনস্য ভোগ করে। তার এই মত আমি সমর্থন করি না। এর কারণ কী? আনন্দ এই সুখ হতে আরও সুন্দরতর ও উন্নততর সুখ আছে।”

১১. “আনন্দ, অন্য কোন সুখ এই সুখ হতে সুন্দরতর ও উন্নততর? এখানে আনন্দ, ভিক্ষু নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধকে অধিগত করে অবস্থান (বাস) করে। ইহাই আনন্দ, সেই সুখ হতে উজ্জ্বলতর ও উন্নততর অপর সুখ।”

১২. “আনন্দ, সম্ভবত অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ বলতে পারেন, ‘শ্রমণ গৌতম সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ সম্পর্কে বলেন, তাও সুখময় বলে থাকেন। উহা কী? উহা কী প্রকার? এরূপ বাদী অন্যতীর্থিয়গণকে ইহা বলা উচিত—“বন্ধুগণ, ভগবান সুখ-বেদনা সম্পর্কেই উহাকে সুখময় বলেন নাই। কিন্তু বন্ধুগণ, যেখানে যেখানে (বেদয়িত বা অবেদয়িত) সুখ উপলব্ধ হয়, তথায়

তাকেই তথাগত সুখান্তর্গত বলে থাকেন।

নির্জনগত বর্গ দ্বিতীয় সমাপ্ত।

স্মারক গাথা :

নির্জনগত, দুই আকাশ, আবাস আর দুই আনন্দ হলো যুক্ত;
বহুসংখ্যক দুই-উক্ত, পঞ্চকঙ্গ আর ভিক্ষুসহ বর্গ হলো উক্ত।

৩. একশ আট পর্যায় বর্গ

১. সীবক সূত্র

২৬৯.১. এক সময় ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করছিলেন—বেণুবনে, কলন্দকনিবাপে। তখন মৌলীসীবক[১] পরিব্রাজক যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে প্রীতি সম্ভাষণ ও কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট মৌলীসীবক ভগবানকে বললেন,

"হে গৌতম, কিছু কিছু শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যারা এরূপ মতবাদী এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন—কোনো পুরুষ পুদ্‌গল (ব্যক্তিবিশেষ) সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-অসুখ যা কিছু অনুভব করেন, তা সবই পূর্বকৃত কর্ম হেতু অনুভব করেন। এ বিষয়ে মাননীয় গৌতম কী বলেন?"

২. "হে সীবক, দৈহিক কোনো বেদনা (কষ্ট) পিত্ত প্রকুপিত হলেই উৎপন্ন হয়। তোমার পক্ষেও স্বয়ং ইহা জানা উচিত যে—দৈহিক কোনো বেদনা পিত্ত প্রকুপিত হলেই উৎপন্ন হয়; জগতেও ইহা সত্যসম্মত বিষয় যে—দৈহিক কোনো বেদনা পিত্ত কুপিত হলেই উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে হে সীবক, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ এই ধারণা পোষণ করেন এবং এরূপ বলেন যে—কোনো পুরুষ-পুদ্‌গল সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-অসুখ যা কিছু অনুভব করেন, তা সবই পূর্বকৃত কর্ম হেতু অনুভব করেন। তারা স্বীয় অভিজ্ঞতা ও লোকসম্মত সত্যকে লঙ্ঘন করতেছে। সুতরাং আমি বলি যে—তাদের মতবাদ মিথ্যা।"

৩. "হে সীবক, শ্লেষ্মা প্রকুপিত হলেই দৈহিক কোনো বেদনা (কষ্ট) উৎপন্ন হয়। তোমার পক্ষেও স্বয়ং ইহা জানা উচিত যে—শ্লেষ্মা প্রকুপিত হলেই দৈহিক কোনো বেদনা (কষ্ট) উৎপন্ন হয়; জগতেও ইহা সত্যসম্মত

---

[১]। মৌলী অর্থে চূড়া। গৃহীকালে তাঁর মাথায় চূড়া (চূড়া বাঁধা কেশ) ছিল বলে তিনি মৌলীসীবক নামে পরিচিত হন।

বিষয় যে—শ্লেষ্মা প্রকুপিত হলেই দৈহিক কোনো বেদনা উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে সীবক, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ এই ধারণা পোষণ করেন এবং এরূপ বলেন—কোনো পুরুষ-পুদ্গল সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-অসুখ যা কিছু অনুভব করেন, তা সবই পূর্বকৃত কর্ম হেতু অনুভব করেন। তারা স্বীয় অভিজ্ঞতা ও লোকসম্মত সত্যকে লজ্ঘন করতেছে। সুতরাং আমি বলি—তাদের মতবাদ মিথ্যা।"

৪. "হে সীবক, বায়ু প্রকুপিত হলেই কতিপয় দৈহিক বেদনা উৎপন্ন হয়। তোমার পক্ষেও স্বয়ং ইহা জানা উচিত—বায়ু কুপিত হলেই কতিপয় দৈহিক বেদনা উৎপন্ন হয়; জগতেও ইহা সত্য সম্মত বিষয় যে—বায়ু কুপিত হলেই কতিপয় দৈহিক বেদনা উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে হে সীবক, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ এই ধারণা পোষণ করেন এবং এরূপ বলেন—কোনো পুরুষ-পুদ্গল সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-অসুখ যা কিছু অনুভব করেন, তা সবই পূর্বকৃত কর্ম হেতু অনুভব করেন। তারা স্বীয় অভিজ্ঞতা ও লোকসম্মত সত্যকে লজ্ঘন করতেছে। তদ্ধেতু আমি বলি—তাদের মতবাদ মিথ্যা।"

৫. "হে সীবক, সন্নিপাত[১] হেতু কতিপয় দৈহিক বেদনা উৎপন্ন হয়। তোমার পক্ষেও স্বয়ং ইহা জানা উচিত-সন্নিপাত হেতু কতিপয় দৈহিক বেদনা উৎপন্ন হয়; জগতেও ইহা সত্যসম্মত বিষয় যে—সন্নিপাত হেতু কতিপয় দৈহিক বেদনা উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে হে সীবক, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ এই ধারণা পোষণ করেন এবং এরূপ বলেন—কোনো ব্যক্তি-বিশেষ সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-অসুখ যা কিছু অনুভব করেন, তা সবই পূর্বকৃত কর্ম হেতু অনুভব করেন। তারা স্বীয় অভিজ্ঞতা ও লোকসম্মত সত্যকে লজ্ঘন করতেছে। তদ্ধেতু আমি বলি—তাদের মতবাদ মিথ্যা।"

৬. "হে সীবক, ঋতু পরিবর্তন হেতু (ঋতুর পরিণামে) কতিপয় দৈহিক বেদনা উৎপন্ন হয়। তোমার পক্ষেও ইহা স্বয়ং জানা উচিত-ঋতু পরিবর্তন হেতু কতিপয় দৈহিক বেদনা উৎপন্ন হয়; জগতেও ইহা সত্যসম্মত বিষয় যে—ঋতু পরিবর্তন হেতু কতিপয় দৈহিক বেদনা উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে সীবক, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ এই ধারণা পোষণ করেন এবং এরূপ বলেন—কোনো ব্যক্তি-বিশেষ সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-অসুখ যা কিছু অনুভব করেন, তা সবই পূর্বকৃত কর্ম হেতু অনুভব করেন। তারা স্বীয় অভিজ্ঞতা ও লোকসম্মত সত্যকে লজ্ঘন করতেছে। তদ্ধেতু আমি বলি—তাদের মতবাদ

---

[১]। **সন্নিপাত**—বাত, পিত্ত, কফের ত্রিবিধ দোষযুক্ত বিকার।

মিথ্যা।”

৭. “হে সীবক, বিষম ব্যবহারে কতিপয় দৈহিক বেদনা উৎপন্ন হয়। তোমার পক্ষেও স্বয়ং ইহা জানা উচিত-বিষম ব্যবহারে কতিপয় দৈহিক বেদনা উৎপন্ন হয়, জগতেও ইহা সত্যসম্মত বিষয় যে—বিষম ব্যবহারে কতিপয় দৈহিক বেদনা উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে হে সীবক, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ এই ধারণা পোষণ করেন এবং এরূপ বলেন—কোনো ব্যক্তি-বিশেষ সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-অসুখ যা কিছু অনুভব করেন, তা সবই পূর্বকৃত কর্ম হেতু অনুভব করেন। তারা স্বীয় অভিজ্ঞতা ও লোকসম্মত সত্যকে লঙ্ঘন করতেছে। তদ্ধেতু আমি বলি—তাদের মতবাদ মিথ্যা।”

৮. “হে সীবক, বাইরের কোনো আক্রমণ দ্বারা কতিপয় দৈহিক বেদনা উৎপন্ন হয়। তোমার পক্ষেও স্বয়ং ইহা জানা উচিত—বাইরের কোনো আক্রমণ দ্বারা কতিপয় দৈহিক বেদনা উৎপন্ন হয়; জগতেও ইহা সত্যসম্মত বিষয় যে—বাইরের কোনো আক্রমণ দ্বারা কতিপয় দৈহিক বেদনা উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে হে সীবক, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ এই ধারণা পোষণ করেন এবং এরূপ বলেন—কোনো ব্যক্তি-বিশেষ সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-অসুখ যা কিছু অনুভব করেন, তা সবই পূর্বকৃত কর্ম হেতু অনুভব করেন। তারা স্বীয় অভিজ্ঞতা ও লোকসম্মত সত্যকে লঙ্ঘন করতেছে। তদ্ধেতু আমি বলি—সেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের মতবাদ মিথ্যা।”

৯. “হে সীবক, কর্মবিপাকবশত কতিপয় দৈহিক বেদনা উৎপন্ন হয়। তোমার পক্ষেও ইহা স্বয়ং জানা উচিত—কর্মবিপাকবশত কতিপয় দৈহিক বেদনা উৎপন্ন হয়; জগতেও ইহা সত্যসম্মত বিষয় যে—কর্মবিপাকবশত কতিপয় দৈহিক বেদনা উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে হে সীবক, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ এই ধারণা পোষণ করেন এবং এরূপ বলেন—কোনো ব্যক্তি-বিশেষ সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-অসুখ যা কিছু অনুভব করেন, তা সবই পূর্বকৃত কর্ম হেতু অনুভব করেন। তারা স্বীয় অভিজ্ঞতাকে ও লোকসম্মত সত্যকে লঙ্ঘন করতেছে। তদ্ধেতু আমি বলি—সেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের মতবাদ মিথ্যা।”

১০. এরূপ উক্ত হলে মৌলীসীবক পরিব্রাজক ভগবানকে বললেন, “অতি সুন্দর হে গৌতম! অতি চমৎকার হে গৌতম! যেমন কেহ অধোমুখীকে ঊর্ধ্বমুখী, আবৃতকে অনাবৃত, ভ্রান্ত পথিককে পথ প্রদর্শন করে অথবা অন্ধকারে তৈল প্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্য বস্তু)-সমূহ দেখতে পায়; মাননীয় গৌতম কর্তৃক এরূপে বিবিধ পর্যায়ে বিবিধ যুক্তিতে ধর্ম প্রকাশিত হলো। আমি মাননীয় গৌতম, তৎপ্রবর্তিত ধর্ম ও তৎপ্রতিষ্ঠিত

ভিক্ষুসংঘের শরণ গ্রহণ করছি। माननीয় গৌতম, আজ হতে আজীবন আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে ধারণা করুন।"

১১. বেদনা উৎপন্ন হয় পিত্ত, শ্লেষ্মা, বায়ু, সন্নিপাত আর ঋতুর পরিণামে; বিষম ব্যবহার, বাহ্যিক আক্রমণ ও কর্মবিপাক এই অষ্টবিধ কারণে।

প্রথম সূত্র সমাপ্ত।

২. একশ আট সূত্র

২৭০.১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে একশ আট ধর্ম পর্যায় সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, একশ আট ধর্ম পর্যায় কী? হে ভিক্ষুগণ, পর্যায়ভেদে আমাকর্তৃক বেদনা দুই প্রকার উক্ত হয়েছে; পর্যায়ভেদে আমাকর্তৃক বেদনা তিন প্রকার, পাঁচ প্রকার, ছয় প্রকার, অষ্টাদশ প্রকার, ছয়ত্রিশ প্রকার, একশ আট প্রকারও উক্ত হয়েছে।"

২. "হে ভিক্ষুগণ, দুই প্রকার বেদনা কী কী? কায়িক (দৈহিক) ও চৈতসিক; এগুলোকে বলা হয় দুই প্রকার বেদনা। হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার বেদনা কী কী? সুখ-বেদনা, দুঃখ-বেদনা ও অদুঃখ-অসুখ-বেদনা—হে ভিক্ষুগণ, এগুলোকে বলা হয় তিন প্রকার বেদনা। হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার বেদনা কী কী? সুখ-ইন্দ্রিয়, দুঃখ-ইন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয়, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়—হে ভিক্ষুগণ, এগুলোকে বলা হয় পাঁচ প্রকার বেদনা। হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার বেদনা কী কী? চক্ষু-সংস্পর্শজ বেদনা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ বেদনা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ বেদনা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ বেদনা, কায়-সংস্পর্শজ বেদনা ও মনো-সংস্পর্শজ বেদনা। হে ভিক্ষুগণ, এগুলোকে বলা হয় ছয় প্রকার বেদনা। ভিক্ষুগণ, অষ্টাদশ প্রকার বেদনা কী কী? ছয় সৌমনস্য-উপবিচার, ছয় দৌর্মনস্য-উপবিচার ও ছয় উপেক্ষা-উপবিচার। ভিক্ষুগণ, এগুলোকে বলা হয় অষ্টাদশ প্রকার বেদনা। ভিক্ষুগণ, ছয়ত্রিশ প্রকার বেদনা কী কী? ছয় প্রকার সাংসারিক জীবনের সৌমনস্য (মানসিক সুখ)[১], ছয় প্রকার নিষ্কাম জীবনের সৌমনস্য[২]; ছয় প্রকার সাংসারিক জীবনের দৌর্মনস্য (মানসিক দুঃখ), ছয় প্রকার নিষ্কাম জীবনের দৌর্মনস্য; ছয় প্রকার সাংসারিক জীবনের উপেক্ষা, ছয় প্রকার নিষ্কাম জীবনের উপেক্ষা। হে ভিক্ষুগণ, এগুলোকে বলা হয় ছয়ত্রিশ প্রকার বেদনা। ভিক্ষুগণ,

---

[১]। ছয় গৃহীজনোচিত সৌমনস্য।

[২]। ছয় নৈষ্ক্রম্য নিশ্রিত সৌমনস্য।

একশ আট প্রকার বেদনা কী কী? অতীতকালের ছত্রিশ প্রকার বেদনা, ভবিষ্যৎকালের ছত্রিশ প্রকার বেদনা আর বর্তমানকালের ছত্রিশ প্রকার বেদনা। ভিক্ষুগণ, এগুলোকে বলা হয় একশ আট প্রকার বেদনা। হে ভিক্ষুগণ, ইহাই একশ আট প্রকার ধর্ম পর্যায়।”

দ্বিতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৩. অন্যতর ভিক্ষু সূত্র

২৭১. ১. অতঃপর জনৈক ভিক্ষু যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, “ভন্তে, বেদনা কী? বেদনা-সমুদয় (উৎপত্তি) কী? বেদনা সমুদয়গামী প্রতিপদা (উপায়) কী? বেদনা-নিরোধ কী? বেদনা-নিরোধগামী প্রতিপদা কী? বেদনার আস্বাদ কী, আদীনব (দোষ) কী, নিঃসরণ (মুক্তি) কী?”

২. “হে ভিক্ষু, বেদনা এই তিন প্রকার। সুখ-বেদনা, দুঃখ-বেদনা, অদুঃখাসুখ-বেদনা। হে ভিক্ষু, এগুলোকে বলা হয় বেদনা। স্পর্শ সমুদয় হতে বেদনা সমুদয় (উদয়) হয়। তৃষ্ণা বেদনা সমুদয়গামিনী প্রতিপদা। স্পর্শের নিরোধে বেদনা নিরোধ হয়। এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই বেদনা নিরোধগামিনী প্রতিপদা (বেদনা নিরোধের উপায়) যথা—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব (জীবিকা), সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। বেদনা হেতু যে সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, তা-ই বেদনার আস্বাদ; বেদনা যে অনিত্য, দুঃখপূর্ণ ও পরিবর্তনশীল; ইহাকে বলা হয় বেদনার আদীনব (দোষ)। বেদনা সম্পর্কে যা ছন্দ রাগ দমন, ছন্দরাগ পরিহার; তাই বেদনা হতে নিঃসরণ (মুক্তি)।”

তৃতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৪. পূর্ব সূত্র

২৭২. ১. “হে ভিক্ষুগণ, সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব অবস্থায় আমার মনে এই চিন্তা উদিত হয়েছিল—বেদনা কী? বেদনা-সমুদয় কী? বেদনা-সমুদয়গামিনী প্রতিপদা কী? বেদনা-নিরোধ কী? বেদনা নিরোধগামী প্রতিপদা কী? বেদনার আস্বাদ কী, আদীনব (দোষ) কী, নিঃসরণ কী?”

২. “হে ভিক্ষুগণ, তখন আমার যথাযথ মনস্কারে প্রজ্ঞার উদয় হলো—

বেদনা এই তিন প্রকার। সুখবেদনা, দুঃখবেদনা, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা- এগুলোকে বলা হয় বেদনা। স্পর্শ সমুদয় হতে বেদনা সমুদয় (উৎপত্তি) হয়। তৃষ্ণা বেদনা সমুদয়গামী প্রতিপদা (উপায়)। স্পর্শের নিরোধে বেদনা নিরোধ হয়। এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই বেদনা নিরোধগামী প্রতিপদা (উপায়)। যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব (জীবিকা), সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। বেদনা হেতু যে সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, তা বেদনার আস্বাদ। বেদনা যে অনিত্য, দুঃখপূর্ণ ও পরিবর্তনশীল, তা বেদনার আদীনব (দোষ)। বেদনা সম্পর্কে যা ছন্দরাগ দমন, ছন্দরাগ পরিহার; তাই বেদনা হতে নিঃসরণ (মুক্তি)।”

চতুর্থ সূত্র সমাপ্ত।

৫. জ্ঞান সূত্র

২৭৩. ১. “হে ভিক্ষুগণ, ‘ইহা বেদনা’ বলে এই অশ্রুতপূর্ব ধর্মে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে ও আলোক উৎপন্ন হয়েছে। হে ভিক্ষুগণ, ‘ইহা বেদনা-সমুদয়’ বলে এই অশ্রুতপূর্ব ধর্মে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলোক উৎপন্ন হয়েছে। হে ভিক্ষুগণ, ‘ইহা বেদনা-সমুদয়গামী প্রতিপদা (উপায়)’ বলে এই অশ্রুতপূর্ব ধর্মে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে ও আলোক উৎপন্ন হয়েছে।”

২. “হে ভিক্ষুগণ, ‘ইহা বেদনা-নিরোধ’ বলে এই অশ্রুতপূর্ব ধর্মে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে ও আলোক উৎপন্ন হয়েছে। হে ভিক্ষুগণ, ‘ইহা বেদনা-নিরোধগামী প্রতিপদা’ বলে এই অশ্রুতপূর্ব ধর্মে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে ও আলোক উৎপন্ন হয়েছে।”

৩. “হে ভিক্ষুগণ, ‘ইহা বেদনার আস্বাদ’ বলে আমার এই অশ্রুতপূর্ব ধর্মে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে ও আলোক উৎপন্ন হয়েছে। হে ভিক্ষুগণ, ‘ইহা বেদনার আদীনব (দোষ)’ বলে এই অশ্রুতপূর্ব ধর্মে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে ও আলোক উৎপন্ন

হয়েছে। হে ভিক্ষুগণ, 'ইহা বেদনা হতে নিঃসরণ (মুক্তি)' বলে এই অশ্রুতপূর্ব ধর্মে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে ও আলোক উৎপন্ন হয়েছে।"

পঞ্চম সূত্র সমাপ্ত।

৬. বহুসংখ্যক ভিক্ষু সূত্র

২৭৪. ১. অতঃপর বহুসংখ্যক ভিক্ষু যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, বেদনা কী? বেদনা-সমুদয় (উৎপত্তি) কী? বেদনা সমুদয়গামী প্রতিপদা (উপায়) কী? বেদনা-নিরোধ কী? বেদনা-নিরোধগামী প্রতিপদা কী? বেদনার আস্বাদ কী, আদীনব (দোষ) কী, নিঃসরণ (মুক্তি) কী?"

২. "হে ভিক্ষুগণ, বেদনা এই তিন প্রকার। সুখ-বেদনা, দুঃখ-বেদনা, অদুঃখাসুখ-বেদনা। হে ভিক্ষুগণ, এগুলোকে বলা হয় বেদনা। স্পর্শ সমুদয় হতে বেদনা সমুদয় (উদয়) হয়। তৃষ্ণা বেদনা সমুদয়গামিনী প্রতিপদা। স্পর্শের নিরোধে বেদনা নিরোধ হয়। এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই বেদনা নিরোধগামিনী প্রতিপদা (বেদনা নিরোধের উপায়); যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব (জীবিকা), সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। বেদনা হেতু যে সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, তা-ই বেদনার আস্বাদ; বেদনা যে অনিত্য, দুঃখপূর্ণ ও পরিবর্তনশীল; ইহাকে বলা হয় বেদনার আদীনব (দোষ)। বেদনা সম্পর্কে যা ছন্দরাগ দমন, ছন্দরাগ পরিহার; তাই বেদনা হতে নিঃসরণ (মুক্তি)।"

৭. প্রথম শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সূত্র

২৭৫. ১. "হে ভিক্ষুগণ, বেদনা এই তিন প্রকার। তিন প্রকার কী কী? সুখ-বেদনা, দুঃখবেদনা, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা। হে ভিক্ষুগণ, যেকোনো শ্রমণগণ বা ব্রাহ্মণগণ এই ত্রিবিধ বেদনার উদয়, বিলয়, আস্বাদ (উপভোগ), আদীনব (উপদ্রব) ও নিঃসরণ (মুক্তি) সম্পর্কে যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় জানে না, তারা শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ নয়, শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণগণ্য কিংবা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ্য নয়, সেই আয়ুষ্মানগণ শ্রামণ্যার্থ বা শ্রমণগণের লক্ষ্য, ব্রাহ্মণ্যার্থ বা ব্রাহ্মণগণের লক্ষ্য ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ না করেই, প্রাপ্ত না হয়েই বাস করে।"

২. "হে ভিক্ষুগণ, যেকোনো শ্রমণগণ বা ব্রাহ্মণগণ এই ত্রিবিধ বেদনার উদয়, বিলয়, আস্বাদ, আদীনব (উপদ্রব) ও নিঃসরণ (মুক্তি) সম্পর্কে যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় জানেন, তাঁরাই শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ, শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণগণ্য কিংবা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ্য, সেই আয়ুষ্মানগণ শ্রামণ্যার্থ বা শ্রমণগণের লক্ষ্য, ব্রাহ্মণ্যার্থ বা ব্রাহ্মণগণের লক্ষ্য ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করেই, প্রাপ্ত হয়েই বাস করেন।

সপ্তম সূত্র সমাপ্ত।

৮. দ্বিতীয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সূত্র

২৭৬. এই সূত্রটি প্রথম শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সূত্র সদৃশ।

৯. তৃতীয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সূত্র

২৭৭. ১. "হে ভিক্ষুগণ, যেকোনো শ্রমণগণ বা ব্রাহ্মণগণ বেদনাকে প্রকৃষ্টরূপে জানে না, বেদনা-সমুদয়কে প্রকৃষ্টরূপে জানে না, বেদনা-নিরোধকে প্রকৃষ্টরূপে জানে না, বেদনা-নিরোধগামী প্রতিপদাকে (উপায়কে) প্রকৃষ্টরূপে জানে না, তারা শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ নয়, শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণগণ্য বা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ্য নয়, সেই আয়ুষ্মানগণ শ্রামণ্যার্থ বা শ্রমণগণের লক্ষ্য, ব্রাহ্মণ্যার্থ বা ব্রাহ্মণগণের লক্ষ্য ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ না করেই, প্রাপ্ত না হয়েই বাস করে।"

২. "হে ভিক্ষুগণ, যেকোনো শ্রমণগণ বা ব্রাহ্মণগণ বেদনাকে প্রকৃষ্টরূপে জানেন, বেদনা সমুদয়কে প্রকৃষ্টরূপে জানেন, বেদনা-নিরোধকে প্রকৃষ্টরূপে জানেন, বেদনা নিরোধগামী প্রতিপদাকে প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তারাই শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ, শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণগণ্য বা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ্য, সেই আয়ুষ্মানগণ শ্রামণ্যার্থ বা শ্রমণগণের লক্ষ্য, ব্রাহ্মণ্যার্থ বা ব্রাহ্মণগণের লক্ষ্য ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করেই, প্রাপ্ত হয়েই বাস করেন।"

নবম সূত্র সমাপ্ত।

১০. শুদ্ধিক সূত্র

২৭৮. "হে ভিক্ষুগণ, বেদনা এই তিন প্রকার। তিন প্রকার কী কী? সুখবেদনা, দুঃখবেদনা, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা। ভিক্ষুগণ, এগুলোই তিন প্রকার বেদনা।"

দশম সূত্র সমাপ্ত।

১১. নিরামিষ সূত্র

২৭৯. ১. "হে ভিক্ষুগণ, সামিষ প্রীতি আছে, নিরামিষ প্রীতি আছে, নিরামিষ হতে নিরামিষতর প্রীতি আছে; সামিষ সুখ আছে, নিরামিষ সুখ আছে, নিরামিষ হতে নিরামিষতর সুখ আছে; সামিষ উপেক্ষা আছে, নিরামিষ উপেক্ষা আছে, নিরামিষ হতে নিরামিষতর উপেক্ষা আছে; সামিষ বিমোক্ষ আছে, নিরামিষ বিমোক্ষ আছে, নিরামিষ হতে নিরামিষতর বিমোক্ষ আছে।"

২. "হে ভিক্ষুগণ, সামিষ প্রীতি কী? হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ কামগুণ (ভোগ)। পঞ্চ কী কী? চক্ষু বিজ্ঞেয় রূপ আছে যা ইষ্ট, কান্ত, মনোহর, প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত ও মনোরঞ্জনীয়। শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ আছে যা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত ও মনোরঞ্জনীয়। ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ আছে যা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত ও মনোরঞ্জনীয়। জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস আছে যা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত ও মনোরঞ্জনীয়। কায়-বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য আছে যা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত ও মনোরঞ্জনীয়। হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ কামগুণ। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ কামগুণের সংস্রবে যে প্রীতি উৎপন্ন হয়, তাকেই সামিষ প্রীতি বলা হয়।"

৩. "হে ভিক্ষুগণ, নিরামিষ প্রীতি কী? হে ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু কামবাসনা হতে পৃথক হয়ে অকুশলধর্ম পরিহার করে সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ ও প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন। বিতর্ক-বিচারের উপশম করে আধ্যাত্মিক প্রসাদজনক, চিত্তের একাগ্রতা সাধক বিতর্ক-বিচার রহিত সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান অধিগত হয়ে অবস্থান করেন। ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলা হয় নিরামিষ প্রীতি।"

৪. "হে ভিক্ষুগণ, নিরামিষ হতে নিরামিষতর প্রীতি কী? হে ভিক্ষুগণ, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর রাগচিত্ত বিমুক্ত প্রত্যবেক্ষণ হতে, দ্বেষচিত্ত বিমুক্ত প্রত্যবেক্ষণ হতে, মোহচিত্ত বিমুক্ত প্রত্যবেক্ষণ হতে যে প্রীতি উৎপন্ন হয়, ইহাকেই নিরামিষ হতে নিরামিষতর প্রীতি বলা হয়।"

৫. "হে ভিক্ষুগণ, সামিষ সুখ কী? হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চকামগুণ, পঞ্চ কী কী? চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ আছে, শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ আছে, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ আছে, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস আছে ও কায়-বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য আছে তা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত ও মনোরঞ্জনীয়। হে ভিক্ষুগণ, ইহাই পঞ্চ কামগুণ। হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ কামগুণের সংস্রবে যে সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, তাকেই সামিষ সুখ বলা হয়।"

৬. "হে ভিক্ষুগণ, নিরামিষ সুখ কী? হে ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু কামবাসনা হতে পৃথক হয়ে অকুশলধর্ম পরিহার করে সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ ও প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। বিতর্ক-বিচারের উপশম করে আধ্যাত্মিক প্রসাদজনক, চিত্তের একাগ্রতা সাধক বিতর্ক-বিচার রহিত সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান অধিগত হয়ে অবস্থান করেন। প্রীতির প্রতিও বিরাগী হয়ে উপেক্ষারভাবে অবস্থান করেন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে (প্রীতি-নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করেন; যেই অবস্থাকে আর্যগণ 'উপেক্ষাসম্পন্ন, স্মৃতিমান ও সুখ বিহারী' আখ্যা দেন, সেই তৃতীয় ধ্যান অধিগত করে অবস্থান করেন। ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলা হয় নিরামিষ সুখ।"

৭. "হে ভিক্ষুগণ, নিরামিষ হতে নিরামিষতর সুখ কী? হে ভিক্ষুগণ, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর রাগচিত্ত বিমুক্ত প্রত্যবেক্ষণ হতে, দ্বেষচিত্ত বিমুক্ত প্রত্যবেক্ষণ হতে, মোহচিত্ত বিমুক্ত প্রত্যবেক্ষণ হতে যে সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকেই নিরামিষ হতে নিরামিষতর সুখ বলা হয়।"

৮. "হে ভিক্ষুগণ, সামিষ উপেক্ষা কী? হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ কামগুণ, পঞ্চ কী কী? চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ আছে, শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ আছে, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ আছে, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস আছে ও কায়-বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য আছে যা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত ও মনোরঞ্জনীয়। হে ভিক্ষুগণ, ইহাই পঞ্চ কামগুণ। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ কামগুণের সংস্রবে যে উপেক্ষা উৎপন্ন হয়, তাকেই সামিষ উপেক্ষা বলা হয়।"

৯. "হে ভিক্ষুগণ, নিরামিষ উপেক্ষা কী? হে ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু সর্ববিধ দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করে, না দুঃখ-নাসুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলা হয় নিরামিষ উপেক্ষা।"

১০. "হে ভিক্ষুগণ, নিরামিষ হতে নিরামিষতর উপেক্ষা কী? হে ভিক্ষুগণ, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর রাগচিত্ত বিমুক্ত প্রত্যবেক্ষণ হতে, দ্বেষচিত্ত বিমুক্ত প্রত্যবেক্ষণ হতে, মোহচিত্ত বিমুক্ত প্রত্যবেক্ষণ হতে যে উপেক্ষা উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলা হয় নিরামিষ হতে নিরামিষতর উপেক্ষা।"

১১. "হে ভিক্ষুগণ, সামিষ বিমোক্ষ কী? রূপ প্রতিসংযুক্ত বিমোক্ষই সামিষ বিমোক্ষ।"

১২. "হে ভিক্ষুগণ, নিরামিষ বিমোক্ষ কী? অরূপ প্রতিসংযুক্ত বিমোক্ষই

নিরামিষ বিমোক্ষ।”

১৩. “হে ভিক্ষুগণ, নিরামিষ হতে নিরামিষতর বিমোক্ষ কী? হে ভিক্ষুগণ, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর রাগচিত্ত বিমুক্ত প্রত্যবেক্ষণ হতে, দ্বেষচিত্ত বিমুক্ত প্রত্যবেক্ষণ হতে, মোহচিত্ত বিমুক্ত প্রত্যবেক্ষণ হতে যে বিমোক্ষ উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকেই নিরামিষ হতে নিরামিষতর বিমোক্ষ বলা হয়।”

একাদশ সূত্র সমাপ্ত।

একশ আট পর্যায় বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক গাথা :

সীবক, একশ আট, ভিক্ষু, পূর্ব, জ্ঞান আর ভিক্ষু সম্বহুল;
তিন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, শুদ্ধিক আর নিরামিষ মিলে বর্গ উক্ত হলো।

বেদনা সংযুক্ত সমাপ্ত।

৩. মাতৃজাতি সংযুক্ত

১. প্রথম পেয়্যাল বর্গ

১. মাতৃজাতি সূত্র

২৮০. ১. “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চ লক্ষণ[১]সম্পন্না (সমন্বিতা) স্ত্রীলোক পুরুষের একান্ত অমনোজ্ঞ হয়। পঞ্চ কী কী? রূপবতী হয় না, ভোগবতী (সম্পত্তিশালিনী) হয় না, শীলবতী (চরিত্রবতী) হয় না, অলস হয়, পুত্রবতী হয় না (সন্তান লাভ করে না অর্থাৎ বন্ধ্যা হয়)। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ লক্ষণসম্পন্না স্ত্রীলোক পুরুষের একান্ত অমনোজ্ঞ হয়।”

২. “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চ গুণে গুণান্বিতা স্ত্রীলোক পুরুষের একান্ত মনোজ্ঞ হয়। পঞ্চ কী কী? রূপবতী হয়, ভোগবতী হয়, শীলবতী হয়। অনলস হয়, পুত্রবতী হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ গুণে গুণান্বিতা স্ত্রীলোক পুরুষের একান্ত মনোজ্ঞ হয়।”

প্রথম সূত্র সমাপ্ত।

২. পুরুষ সূত্র

২৮১. ১. “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চ লক্ষণসম্পন্ন পুরুষ স্ত্রীলোকের একান্ত অমনোজ্ঞ হয়। পঞ্চ কী কী? রূপবান হয় না, ভোগবান হয় না, শীলবান হয় না, অলস হয়, পুত্রবান হয় না (সন্তান লাভ করে না)। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ লক্ষণসম্পন্ন পুরুষ স্ত্রীলোকের একান্ত অমনোজ্ঞ হয়।”

২. “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চ গুণে গুণান্বিত পুরুষ স্ত্রীলোকের একান্ত মনোজ্ঞ হয়। পঞ্চ কী কী? রূপবান হয়, ভোগবান হয়, শীলবান হয়, অনলস (কর্মঠ) হয়, পুত্রবান হয় (সন্তান লাভী হয়)। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ গুণে গুণান্বিত পুরুষ স্ত্রীলোকের একান্ত মনোজ্ঞ হয়।”

দ্বিতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৩. স্বতন্ত্র দুঃখ সূত্র

২৮২. ১. “হে ভিক্ষুগণ, পুরুষ হতে স্বতন্ত্র (পৃথক) পাঁচ প্রকার দুঃখ মাতৃজাতি ভোগ করে। পাঁচ কী কী? হে ভিক্ষুগণ, এই জগতে স্ত্রীলোক জ্ঞাতিবর্গ ত্যাগ করে অল্পবয়সে (যুবতী অবস্থায়) পতিকুলে (স্বামীগৃহে) গমন

---

[১]। এ স্থলে অগুণ।

করে। হে ভিক্ষুগণ, পুরুষ হতে স্বতন্ত্র (পৃথক) এই প্রথম দুঃখ মাতৃজাতি ভোগ করে।"

২. "পুনরায় হে ভিক্ষুগণ, স্ত্রীজাতি ঋতুমতী হয়। হে ভিক্ষুগণ, পুরুষ হতে স্বতন্ত্র (পৃথক) এই দ্বিতীয় দুঃখ মাতৃজাতি ভোগ করে।"

৩. "পুনরায় হে ভিক্ষুগণ, স্ত্রীজাতি গর্ভবতী হয়। হে ভিক্ষুগণ, পুরুষ হতে স্বতন্ত্র (পৃথক) এই তৃতীয় দুঃখ স্ত্রীজাতি ভোগ করে।"

৪. "পুনরায় হে ভিক্ষুগণ, স্ত্রীজাতি সন্তান প্রসব করে। হে ভিক্ষুগণ, পুরুষ হতে স্বতন্ত্র (পৃথক) এই চতুর্থ দুঃখ স্ত্রীজাতি ভোগ করে।"

৫. "পুনরায় হে ভিক্ষুগণ, স্ত্রীজাতি পুরুষের পরিচর্যা (সেবা) করে। হে ভিক্ষুগণ, পুরুষ হতে স্বতন্ত্র (পৃথক) এই পঞ্চম দুঃখ স্ত্রীজাতি ভোগ করে।"

"হে ভিক্ষুগণ, ইহাই পুরুষ হতে স্বতন্ত্র পাঁচ প্রকার দুঃখ যা মাতৃজাতি ভোগ করে।"

তৃতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৪. তিন ধর্ম সূত্র

২৮৩. ১. "হে ভিক্ষুগণ, তিন ধর্মে (স্বভাব) সমন্বিতা স্ত্রীজাতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেহত্যাগে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত-নিরয়ে জন্মধারণ করে (উৎপন্ন হয়)। তিন কী কী?"

২. "হে ভিক্ষুগণ, এখানে (এই জগতে) পূর্বাহ্ন সময়ে স্ত্রীজাতি মাৎসর্যমলযুক্ত চিত্তে গৃহে বাস করে। মধ্যাহ্ন সময়ে স্ত্রীজাতি ঈর্ষাযুক্তচিত্তে গৃহে বাস করে। সায়াহ্ন সময়ে স্ত্রীজাতি কামরাগযুক্ত চিত্তে গৃহে বাস করে।"

৩. "হে ভিক্ষুগণ, এই তিন ধর্মে সমন্বিতা স্ত্রীজাতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেহত্যাগে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত-নিরয়ে উৎপন্ন হয়।"

চতুর্থ সূত্র সমাপ্ত।

৫. ক্রোধী সূত্র

২৮৪. ১. অতঃপর আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, আমি এখানে (এ জগতে) দিব্যচক্ষে বিশুদ্ধ লোকাতীত অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে দেখতে পাই স্ত্রীজাতি দেহত্যাগে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত-নিরয়ে (নরকে) উৎপন্ন হচ্ছে। ভন্তে, কী কী ধর্মে-সমন্বিতা স্ত্রীজাতি দেহত্যাগে মৃত্যুর পর

অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত-নিরয়ে উৎপন্ন হয়?"

২. "হে অনুরুদ্ধ, পঞ্চ ধর্মে-সমন্বিতা স্ত্রীজাতি দেহ-ত্যাগে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত-নিরয়ে উৎপন্ন হয়। পঞ্চ কী কী? অশ্রদ্ধাবতী হয়, নির্লজ্জা হয়, নির্ভয়সম্পন্না হয়, ক্রোধান্বিতা (ক্রোধী) হয়, দুষ্প্রাজ্ঞ (জ্ঞানহীনা) হয়। হে অনুরুদ্ধ, এই পঞ্চ ধর্মে-সমন্বিতা স্ত্রীজাতি দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত-নিরয়ে উৎপন্ন হয়।"

পঞ্চম সূত্র সমাপ্ত।

৬. উপনাহী সূত্র

২৮৫. "হে অনুরুদ্ধ, পঞ্চ ধর্মে-সমন্বিতা স্ত্রীজাতি দেহত্যাগে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত-নিরয়ে উৎপন্ন হয়। পঞ্চ কী কী? অশ্রদ্ধাবতী হয়, নির্লজ্জা হয়, ভয়হীনা হয়, উপনাহী (ক্রোধান্ধতা) হয়, দুষ্প্রাজ্ঞ (জ্ঞানহীনা) হয়। হে অনুরুদ্ধ, এই পঞ্চ ধর্মে-সমন্বিতা স্ত্রীজাতি দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত-নরকে উৎপন্ন হয়।"

ষষ্ঠ সূত্র সমাপ্ত।

৭. ঈর্ষান্বিত সূত্র

২৮৬. "হে অনুরুদ্ধ, পঞ্চ ধর্মে-সমন্বিতা স্ত্রীজাতি দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত-নরকে উৎপন্ন হয়। পঞ্চ কী কী? অশ্রদ্ধাবতী হয়, নির্লজ্জা হয়, ভয়হীনা হয়, ঈর্ষান্বিতা হয়, দুষ্প্রাজ্ঞ (জ্ঞানহীনা) হয়। হে অনুরুদ্ধ, এই পঞ্চ ধর্মে-সমন্বিতা স্ত্রীজাতি দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত-নিরয়ে উৎপন্ন হয়।"

সপ্তম সূত্র সমাপ্ত।

৮. মাৎসর্য-পরায়ণ সূত্র

২৮৭. "হে অনুরুদ্ধ, পঞ্চ ধর্মে-সমন্বিতা স্ত্রীজাতি দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত-নিরয়ে উৎপন্ন হয়। পঞ্চ কী কী? অশ্রদ্ধাবতী হয়, লজ্জাহীনা হয়, ভয়হীনা হয়, মাৎসর্য-পরায়ণা হয়, দুষ্প্রাজ্ঞ (জ্ঞানহীনা) হয়। হে অনুরুদ্ধ, এই পঞ্চ ধর্মে-সমন্বিতা স্ত্রীজাতি দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত-নিরয়ে উৎপন্ন হয়।"

অষ্টম সূত্র সমাপ্ত।

৯. পাপাচারী সূত্র

২৮৮. "হে অনুরুদ্ধ, পঞ্চ ধর্মে-সমন্বিতা স্ত্রীজাতি দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত-নিরয়ে উৎপন্ন হয়। পঞ্চ কী কী? অশ্রদ্ধাবতী হয়, লজ্জাহীনা হয়, ভয়হীনা হয়, পাপাচারিণী হয়, দুষ্প্রাজ্ঞ (জ্ঞানহীনা) হয়। হে অনুরুদ্ধ, এই পঞ্চ ধর্মে-সমন্বাগতা স্ত্রীজাতি দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত-নিরয়ে উৎপন্ন হয়।"

নবম সূত্র সমাপ্ত।

১০. দুঃশীল সূত্র

২৮৯. "হে অনুরুদ্ধ, পঞ্চ ধর্মে-সমন্বিতা স্ত্রীজাতি দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত-নিরয়ে উৎপন্ন হয়। পঞ্চ কী কী? অশ্রদ্ধাবতী হয়, লজ্জাহীনা হয়, ভয়হীনা হয়, দুঃশীলা হয়, দুষ্প্রাজ্ঞ (জ্ঞানহীনা) হয়। হে অনুরুদ্ধ, এই পঞ্চ ধর্মে-সমন্বিতা স্ত্রীজাতি দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত-নিরয়ে উৎপন্ন হয়।"

দশম সূত্র সমাপ্ত।

১১. অল্পশ্রুত সূত্র

২৯০. "হে অনুরুদ্ধ, পঞ্চ ধর্মে-সমন্বিতা স্ত্রীজাতি দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত-নিরয়ে উৎপন্ন হয়। পঞ্চ কী কী? অশ্রদ্ধাবতী হয়, লজ্জাহীনা হয়, ভয়হীনা হয়, অল্পশ্রুতা হয়, দুষ্প্রাজ্ঞ (জ্ঞানহীনা) হয়। হে অনুরুদ্ধ, এই পঞ্চ ধর্মে-সমন্বিতা স্ত্রীজাতি দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত-নিরয়ে উৎপন্ন হয়।"

একাদশতম সূত্র সমাপ্ত।

১২. অলস সূত্র

২৯১. "হে অনুরুদ্ধ, পঞ্চ ধর্মে-সমন্বিতা স্ত্রীজাতি দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত-নিরয়ে উৎপন্ন হয়। পঞ্চ কী কী। অশ্রদ্ধাবতী হয়, নির্লজ্জা হয়, ভয়হীনা হয়, অলস (নিষ্কর্মা) হয়, দুষ্প্রাজ্ঞ (জ্ঞানহীনা) হয়। হে অনুরুদ্ধ, এই পঞ্চ ধর্মে-সমন্বিতা স্ত্রীজাতি দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত-নিরয়ে উৎপন্ন হয়।"

দ্বাদশতম সূত্র সমাপ্ত।

১৩. মূঢ়স্মৃতি সূত্র

২৯২. "হে অনুরুদ্ধ, পঞ্চ ধর্মে-সমন্বিতা স্ত্রীজাতি দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত-নিরয়ে উৎপন্ন হয়। পঞ্চ কী কী? অশ্রদ্ধাবতী হয়, নির্লজ্জা হয়, ভয়হীনা হয়, মূঢ়-স্মৃতিসম্পন্না হয়, দুষ্প্রাজ্ঞ (জ্ঞানহীনা) হয়, হে অনুরুদ্ধ, এই পঞ্চ ধর্মে সমন্বিতা স্ত্রীজাতি দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত-নিরয়ে উৎপন্ন হয়।"

ত্রয়োদশতম সূত্র সমাপ্ত।

১৪. পঞ্চবৈর সূত্র

২৯৩. "হে অনুরুদ্ধ, পঞ্চ ধর্মে-সমন্বিতা স্ত্রীজাতি দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত-নিরয়ে উৎপন্ন হয়। পঞ্চ কী কী? প্রাণিহত্যাকারিণী হয়। অদত্ত গ্রহণকারিণী হয়, মিথ্যা কামসেবনকারিণী (ব্যভিচারিণী) হয়, মিথ্যা ভাষণকারিণী হয় ও সুরাদি মাদক দ্রব্য সেবনকারিণী হয়। হে অনুরুদ্ধ, এই পঞ্চ ধর্মে-সমন্বিতা স্ত্রীজাতি দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত-নিরয়ে উৎপন্ন হয়।"

চতুর্দশতম সূত্র সমাপ্ত।

প্রথম পেয়্যাল বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক গাথা :

মাতৃজাতি, পুরুষ, স্বতন্ত্র, আর তিন ধর্ম;
ক্রোধান্বিত, উপনাহী, ঈর্ষান্বিত আর মাৎসর্য।
পাপাচারী, দুঃশীল, অল্পশ্রুত আর কুসীত[১];
মূঢ়স্মৃতি, পঞ্চবৈর অকুশল পক্ষে হলো প্রকাশিত।

২ দ্বিতীয় পেয়্যাল বর্গ

১. অক্রোধী সূত্র

২৯৪. ১. অতঃপর আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, আমি এখানে (এ জগতে) দিব্যচক্ষুতে বিশুদ্ধ লোকাতীত অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে দেখতে

---

[১]। অলস।

পাই স্ত্রীজাতি দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হচ্ছে। ভন্তে, কী কী ধর্মে-সমন্বিতা স্ত্রীজাতি দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়?"

২. "হে অনুরুদ্ধ, পঞ্চ ধর্মে-সমন্বিতা[১] স্ত্রীজাতি দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। পঞ্চ কী কী? শ্রদ্ধাবতী হয়, লজ্জাবতী হয়[২], অন্যায় কর্মে ভয়শীলা হয়, অক্রোধী হয়, প্রজ্ঞাবতী হয়। অনুরুদ্ধ, এই পঞ্চ ধর্মে-সমন্বিতা স্ত্রীজাতি দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।"

প্রথম সূত্র সমাপ্ত।

২. অহিংসুক সূত্র

২৯৫. "হে অনুরুদ্ধ, পঞ্চ ধর্মে-সমন্বিতা স্ত্রীজাতি দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। পঞ্চ কী কী? শ্রদ্ধাবতী হয়, লজ্জাবতী হয়, ভয়শীলা হয়, হিংসাহীনা হয়, প্রজ্ঞাবতী হয়। অনুরুদ্ধ, এই পঞ্চ ধর্মে-সমন্বিতা স্ত্রীজাতি দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।"

দ্বিতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৩. দয়ালু সূত্র

২৯৬. "হে অনুরুদ্ধ, পঞ্চ ধর্মে-সমন্বিতা স্ত্রীজাতি দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। পঞ্চ কী কী? শ্রদ্ধাবতী হয়, লজ্জাবতী হয়, ভয়শীলা হয়, দয়াশীলা (দয়ালু) হয়, প্রজ্ঞাবতী হয়। অনুরুদ্ধ, এই পঞ্চ ধর্মে-সমন্বিতা স্ত্রীজাতি দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।"

তৃতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৪. মাৎসর্যহীন সূত্র

২৯৭. "হে অনুরুদ্ধ, পঞ্চ ধর্মে-সমন্বিতা স্ত্রীজাতি দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। পঞ্চ কী কী? শ্রদ্ধাবতী হয়, লজ্জাবতী হয়, ভয়শীলা হয়, মাৎসর্যহীন হয়, প্রজ্ঞাবতী হয়। হে অনুরুদ্ধ, এই পঞ্চ ধর্মে-সমন্বিতা স্ত্রীজাতি দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।"

চতুর্থ সূত্র সমাপ্ত।

---

[১]। এ স্থলে পঞ্চ গুণে গুণান্বিতা।

[২]। পাপকর্ম সম্পাদনে লজ্জাশীলা।

৫. পাপাচারহীন সূত্র

২৯৮. "হে অনুরুদ্ধ, পঞ্চ ধর্মে-সমন্বিতা স্ত্রীজাতি দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। পঞ্চ কী কী? শ্রদ্ধাবতী হয়, লজ্জাবতী হয়, ভয়শীলা হয়, পাপাচারিণী হয় না, প্রজ্ঞাবতী হয়। হে অনুরুদ্ধ, এই পঞ্চ ধর্মে-সমন্বিতা স্ত্রীজাতি দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।"

পঞ্চম সূত্র সমাপ্ত।

৬. সুশীল সূত্র

২৯৯. "হে অনুরুদ্ধ, পঞ্চ ধর্মে সমন্বিতা স্ত্রীজাতি দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। পঞ্চ কী কী? শ্রদ্ধাবতী হয়, লজ্জাবতী হয়, ভয়শীলা হয়, সুশীলা হয়, প্রজ্ঞাবতী হয়। হে অনুরুদ্ধ, এই পঞ্চ ধর্মে সমন্বিতা স্ত্রীজাতি দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।"

ষষ্ঠ সূত্র সমাপ্ত।

৭. বহুশ্রুত সূত্র

৩০০. "হে অনুরুদ্ধ, পঞ্চ ধর্মে-সমন্বিতা স্ত্রীজাতি দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। পঞ্চ কী কী? শ্রদ্ধাবতী হয়, লজ্জাবতী হয়, ভয়শীলা হয়, বহুশ্রুতা হয়, প্রজ্ঞাবতী হয়। হে অনুরুদ্ধ, এই পঞ্চ ধর্মে-সমন্বিতা স্ত্রীজাতি দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।"

সপ্তম সূত্র সমাপ্ত।

৮. আরব্ধবীর্য সূত্র

৩০১. "হে অনুরুদ্ধ, পঞ্চ ধর্মে-সমন্বিতা স্ত্রীজাতি দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। পঞ্চ কী কী? শ্রদ্ধাবতী হয়, লজ্জাবতী হয়, ভয়শীলা হয়, আরব্ধবীর্যা (আলস্যহীন) হয়, প্রজ্ঞাবতী হয়। হে অনুরুদ্ধ, এই পঞ্চ ধর্মে-সমন্বিতা স্ত্রীজাতি দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।"

অষ্টম সূত্র সমাপ্ত।

৯. উপস্থিত-স্মৃতি সূত্র

৩০২. "হে অনুরুদ্ধ, পঞ্চ ধর্মে-সমন্বিতা স্ত্রীজাতি দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। পঞ্চ কী কী? শ্রদ্ধাবতী হয়, লজ্জাবতী হয়,

ভয়শীলা হয়, উপস্থিত-স্মৃতিসম্পন্না হয়, প্রজ্ঞাবতী হয়। হে অনুরুদ্ধ, এই পঞ্চ ধর্মে-সমন্বিতা স্ত্রীজাতি দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।"

অষ্টম সূত্র সমাপ্ত।

১০. পঞ্চশীল সূত্র

৩০৩. "হে অনুরুদ্ধ, পঞ্চ ধর্মে-সমন্বিতা স্ত্রীজাতি দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। পঞ্চ কী কী? প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়, মিথ্যা কামাচার (ব্যভিচার) হতে বিরত হয়, মিথ্যা ভাষণ হতে বিরত হয়, সুরামৈরেয় মদ্য ইত্যাদি নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন (পান) হতে বিরত হয়। হে অনুরুদ্ধ, এই পঞ্চ ধর্মে-সমন্বিতা স্ত্রীজাতি দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।"

দশম সূত্র সমাপ্ত।

দ্বিতীয় পেয়্যাল বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক গাথা :

দ্বিতীয় বর্গে অক্রোধী, অহিংসুক আর দয়ারত;
মাৎসর্যহীন, পাপাচারহীন, সুশীল আর বহুশ্রুত;
বীর্য, স্মৃতি আর শীল; কুশল পক্ষে হলো প্রকাশিত।

৩. বল বর্গ

১. বিশারদ সূত্র

৩০৪. ১. "হে ভিক্ষুগণ, মাতৃজাতির এই পঞ্চ বল। পঞ্চ কী কী? রূপবল[১], ভোগবল (সম্পদ বল), জ্ঞাতি বল, পুত্রবল এবং শীলবল। ভিক্ষুগণ, মাতৃজাতির এই পঞ্চবল। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ বলে-সমন্বিতা মাতৃজাতি বিশারদ হয়ে গৃহে বাস করে।"

প্রথম সূত্র সমাপ্ত।

২. কর্তৃত্ব সূত্র

৩০৫. "হে ভিক্ষুগণ, মাতৃজাতির এই পঞ্চ বল। পঞ্চ কী কী? রূপবল,

---

[১]। রূপ = রূপসম্পত্তি।

ভোগবল, জ্ঞাতিবল, পুত্রবল এবং শীলবল। ভিক্ষুগণ, মাতৃজাতির এই পঞ্চবল। হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ বলে-সমন্বিতা মাতৃজাতি স্বামীর (পতির) উপর কর্তৃত্ব করে গৃহে বাস করে।"

দ্বিতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৩. অভিভূত সূত্র

৩০৬. "হে ভিক্ষুগণ, মাতৃজাতির এই পঞ্চ বল। পঞ্চ কী কী? রূপবল, ভোগবল, জ্ঞাতিবল, পুত্রবল, শীলবল। ভিক্ষুগণ, মাতৃজাতির এই পঞ্চ বল। হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ বলে-সমন্বিতা মাতৃজাতি স্বামীকে প্রতিনিয়ত অভিভূত (বশীভূত) করে গৃহে বাস করে।"

তৃতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৪. এক সূত্র

৩০৭. "হে ভিক্ষুগণ, এক বলসম্পন্ন পুরুষ স্ত্রীলোককে পরাজিত করে। এক বল কী? ঐশ্বর্যবল। ঐশ্বর্য বলে পরাজিত স্ত্রীলোককে রূপবল রক্ষা করতে পারে না, ভোগবল রক্ষা করতে পারে না, জ্ঞাতিবল রক্ষা করতে পারে না, পুত্রবল রক্ষা করতে পারে না, শীলবল রক্ষা করতে পারে না।"

চতুর্থ সূত্র সমাপ্ত।

৫. অঙ্গ[১] সূত্র

৩০৮. ১. "হে ভিক্ষুগণ, স্ত্রীজাতির এই পঞ্চ বল। পঞ্চ কী কী? রূপবল, ভোগবল, জ্ঞাতিবল, পুত্রবল, শীলবল। হে ভিক্ষুগণ, কোনো স্ত্রীলোক রূপবলে-সমন্বিতা, কিন্তু ভোগবলে অসমন্বিতা। এভাবে সে সেই গুণে (ভোগবলে) অপরিপূর্ণা হয়। কিন্তু যখন কোনো স্ত্রীলোক রূপবলে-সমন্বিতা হয় এবং ভোগবলেও সমন্বিতা হয়, তখন সে সেইগুণে পরিপূর্ণা হয়। হে ভিক্ষুগণ, কোনো স্ত্রীলোক রূপবলে ও ভোগবলে-সমন্বিতা, জ্ঞাতিবলে-সমন্বিতা নয়—এভাবে সে সেই গুণে অপরিপূর্ণা হয়। কিন্তু যখন সেই স্ত্রীলোক রূপবলে, ভোগবলে ও জ্ঞাতিবলে-সমন্বিতা হয়, তখন সে সেই গুণে পরিপূর্ণা হয়।"

২. "হে ভিক্ষুগণ, কোনো স্ত্রীলোক রূপবলে, ভোগবলে ও জ্ঞাতিবলে সমন্বিতা হয়, পুত্রবলে সমন্বিতা হয় না—এভাবে সে সেইগুণে অপরিপূর্ণা

---

[১]। এ স্থলে লক্ষণ বা গুণ।

হয়। কিন্তু যখন সেই স্ত্রীলোক রূপবলে, ভোগবলে, জ্ঞাতিবলে ও পুত্রবলে-সমন্বিতা হয়, তখন সে সেই গুণে (অঙ্গে) পরিপূর্ণা হয়।"

৩. "হে ভিক্ষুগণ, কোনো স্ত্রীলোক রূপবলে, ভোগবলে, জ্ঞাতিবলে, পুত্রবলে সমন্বিতা হয়, শীলবলে-সমন্বিতা হয় না। এভাবে সে সেই গুণে অপরিপূর্ণা হয়। কিন্তু যখন সেই স্ত্রীলোক রূপবলে, ভোগবলে, জ্ঞাতিবলে, পুত্রবলে এবং শীলবলে-সমন্বিতা হয়, তখন সে সেই গুণে পরিপূর্ণা হয়। হে ভিক্ষুগণ, মাতৃজাতির ইহাই পঞ্চবল।"

পঞ্চম সূত্র সমাপ্ত।

৬. বিতাড়ন সূত্র

৩০৯. ১. "হে ভিক্ষুগণ, স্ত্রীলোকের এই পঞ্চ বল। পঞ্চ কী কী? রূপবল, ভোগবল, জ্ঞাতিবল, পুত্রবল, শীলবল। হে ভিক্ষুগণ, কোনো স্ত্রীলোক রূপবলে-সমন্বিতা হয় কিন্তু শীলবলে সমন্বিতা হয় না, তারা (স্বামীর গৃহের লোকেরা) তাকে বিতাড়িত করে, গৃহে বাস করতে দেয় না।"

২. "হে ভিক্ষুগণ, কোনো স্ত্রীলোক রূপবলে ও ভোগবলে-সমন্বিতা কিন্তু শীলবলে-সমন্বিতা নয়, তবে তারা তাকে বিতাড়িত করে, গৃহে বাস করতে দেয় না।"

৩. "হে ভিক্ষুগণ, কোনো স্ত্রীলোক রূপবলে, ভোগবলে ও জ্ঞাতিবলে-সমন্বিতা কিন্তু শীলবলে-সমন্বিতা নয়, তবে তারা তাকে বিতাড়িত করে, গৃহে বাস করতে দেয় না।"

৪. "হে ভিক্ষুগণ, কোনো স্ত্রীলোক রূপবলে, ভোগবলে, জ্ঞাতিবলে ও পুত্রবলে-সমন্বিতা কিন্তু শীলবলে সমন্বিতা হয় না, তবে তারা তাকে (দুঃশীলা স্ত্রীলোককে) বিতাড়িত করে, গৃহে বাস করতে দেয় না।"

৫. "হে ভিক্ষুগণ, কোনো স্ত্রীলোক শীলবলে-সমন্বিতা কিন্তু রূপবলে অসমন্বিতা; (তবে তারা) তাকে বাস করতে দেয়, গৃহ হতে বিতাড়িত করে না।"

৬. "হে ভিক্ষুগণ, কোনো স্ত্রীলোক শীলবলে-সমন্বিতা, ভোগবলে অসমন্বিতা; (তবে তারা) তাকে বাস করতে দেয়, গৃহ হতে বিতাড়িত করে না।"

৭. "হে ভিক্ষুগণ, কোনো স্ত্রীলোক শীলবলে-সমন্বিতা, জ্ঞাতিবলে অসমন্বিতা, (তবে তারা) তাকে বাস করতে দেয়, গৃহ হতে বিতাড়িত করে না।"

৮. "হে ভিক্ষুগণ, কোনো স্ত্রীলোক শীলবলে-সমন্বিতা, পুত্রবলে অসমন্বিতা, (তবে তারা) তাকে বাস করতে দেয়, গৃহ হতে বিতাড়িত করে না।"

"হে ভিক্ষুগণ, ইহাই স্ত্রী জাতির পঞ্চবল।"

ষষ্ঠ সূত্র সমাপ্ত।

৭. হেতু সূত্র

৩১০. "হে ভিক্ষুগণ, মাতৃজাতির এই পঞ্চবল। পঞ্চ কী কী? রূপবল, ভোগবল, জ্ঞাতিবল, পুত্রবল ও শীলবল। হে ভিক্ষুগণ, রূপবল হেতু বা ভোগবল হেতু বা জ্ঞাতিবল হেতু বা পুত্রবল হেতু মাতৃজাতি দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয় না। ভিক্ষুগণ, শীলবল হেতুই মাতৃজাতি দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ, মাতৃজাতির এই পঞ্চ বল।"

সপ্তম সূত্র সমাপ্ত।

৮. অবস্থা সূত্র

৩১১. ১. "হে ভিক্ষুগণ, অকৃতপুণ্য মাতৃজাতির পক্ষে এই পঞ্চ অবস্থা লাভ করা দুর্লভ। পঞ্চ কী কী? প্রতিরূপ (উপযুক্ত) কুলে (বংশে) জন্মগ্রহণ করা। হে ভিক্ষুগণ, ইহাই প্রথম অবস্থা যা অকৃতপুণ্য মাতৃজাতির পক্ষে লাভ করা দুর্লভ।

২. প্রতিরূপ কুলে জন্মগ্রহণ করে, প্রতিরূপ (যথাযোগ্য) কুলে পত্নীরূপে (স্ত্রী হিসেবে) গমন করা। হে ভিক্ষুগণ, ইহাই দ্বিতীয় অবস্থা যা অকৃতপুণ্য মাতৃজাতির পক্ষে লাভ করা দুর্লভ।

৩. প্রতিরূপ কুলে জন্মগ্রহণ করে, প্রতিরূপ কুলে পত্নীরূপে গমন করে, সপত্নী (সতিন) বিহীন হয়ে গৃহবাস করা। হে ভিক্ষুগণ, ইহাই তৃতীয় অবস্থা যা অকৃতপুণ্য মাতৃজাতির পক্ষে লাভ করা দুর্লভ।

৪. প্রতিরূপ কুলে জন্মগ্রহণ করে, প্রতিরূপ কুলে পত্নীরূপে গমন করে, সপত্নী (সতিন) বিহীন হয়ে গৃহবাস করে, পুত্রবতী হওয়া। হে ভিক্ষুগণ, ইহাই চতুর্থ অবস্থা যা অকৃতপুণ্য মাতৃজাতির পক্ষে লাভ করা দুর্লভ।

৫. প্রতিরূপ কুলে জন্মগ্রহণ করে, প্রতিরূপ কুলে পত্নীরূপে গমন করে, সপত্নী (সতিন) বিহীন হয়ে গৃহবাস করে, পুত্রবতী হয়ে, স্বামীর (পতির) উপর প্রতিনিয়ত কর্তৃত্ব করা। হে ভিক্ষুগণ, ইহাই পঞ্চম অবস্থা যা

অকৃতপুণ্য মাতৃজাতির পক্ষে লাভ করা দুর্লভ। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ অবস্থা অকৃতপুণ্য মাতৃজাতির পক্ষে লাভ করা দুর্লভ।"

৬. "হে ভিক্ষুগণ, কৃতপুণ্য মাতৃজাতির পক্ষে এই পঞ্চ অবস্থা লাভ করা সুলভ। পঞ্চ কী কী? প্রতিরূপ কুলে জন্মগ্রহণ করা। ইহাই হে ভিক্ষুগণ, প্রথম অবস্থা যা কৃতপুণ্য মাতৃজাতির পক্ষে লাভ করা সুলভ।

৭. প্রতিরূপ কুলে জন্মগ্রহণ করে, প্রতিরূপ কুলে পত্নীরূপে গমন করা। ইহাই হে ভিক্ষুগণ, দ্বিতীয় অবস্থা যা কৃতপুণ্য মাতৃজাতির পক্ষে লাভ করা সুলভ।

৮. প্রতিরূপ কুলে জন্মগ্রহণ করে, প্রতিরূপ কুলে পত্নীরূপে গমন করে, সপত্নী (সতিন) বিহীন হয়ে গৃহবাস করা। ইহাই হে ভিক্ষুগণ, তৃতীয় অবস্থা যা কৃতপুণ্য মাতৃজাতির পক্ষে লাভ করা সুলভ।

৯. প্রতিরূপ কুলে জন্মগ্রহণ করে, প্রতিরূপ কুলে পত্নীরূপে গমন করে, সপত্নী বিহীন হয়ে গৃহবাস করে পুত্রবতী হওয়া। ইহাই হে ভিক্ষুগণ, চতুর্থ অবস্থা যা কৃতপুণ্য মাতৃজাতির পক্ষে লাভ করা সুলভ।

১০. প্রতিরূপ কুলে জন্মগ্রহণ করে, প্রতিরূপ কুলে পত্নীরূপে গমন করে, সপত্নী (সতিন) বিহীন হয়ে গৃহবাস করে, পুত্রবতী হয়ে, স্বামীর (পতির) উপর প্রতিনিয়ত কর্তৃত্ব করা। হে ভিক্ষুগণ, ইহাই পঞ্চম অবস্থা যা কৃতপুণ্য মাতৃজাতির পক্ষে লাভ করা সুলভ। হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ অবস্থা কৃতপুণ্য মাতৃজাতির পক্ষে লাভ করা সুলভ।"

অষ্টম সূত্র সমাপ্ত।

৯. পঞ্চশীল বিশারদ সূত্র

৩১২. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চ ধর্মে সমন্বিতা মাতৃজাতি বিশারদ হয়ে গৃহবাস করে। পঞ্চ কী কী? প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়, অদত্ত গ্রহণ হতে বিরত হয়, মিথ্যা কামাচার (ব্যভিচার) হতে বিরত হয়, মিথ্যাভাষণ হতে বিরত হয়, সুরামৈরেয় মদ্য ইত্যাদি নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন (পান) হতে বিরত হয়। হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ ধর্মে-সমন্বিতা মাতৃজাতি বিশারদ হয়ে গৃহবাস করে।"

নবম সূত্র সমাপ্ত।

১০. বৃদ্ধি সূত্র

৩১৩. ১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ বৃদ্ধিতে বর্ধনশীলা আর্যশ্রাবিকা আর্যবৃদ্ধিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কায়ের সার লাভী হয়, কায়ের পরমোৎকৃষ্ট লাভী

হয়[১]। পঞ্চ কী কী? শ্রদ্ধার[২] দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, শীলের দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, শ্রুতের দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ত্যাগের দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, প্রজ্ঞার দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ বৃদ্ধিতে বর্ধনশীলা আর্যশ্রাবিকা আর্যবৃদ্ধিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কায়ের সার লাভী হয়, কায়ের পরমোৎকৃষ্ট লাভী হয়।"

২. "শ্রদ্ধায়, শীলে বর্দ্ধিত হন যিনি এই অবনীতে;
প্রজ্ঞায়, ত্যাগে আর বর্দ্ধিত হন শ্রুতিতে।
তাদৃশ শীলবতী উপাসিকা যিনি;
নিজের মঙ্গলার্থে সার গ্রহণ করেন তিনি।"

দশম সূত্র সমাপ্ত।

বলবর্গ তৃতীয় সমাপ্ত।

স্মারক গাথা :

বিশারদ, কর্তৃত্ব, অভিভূত, এক আর পঞ্চম হলো অঙ্গ;
বিতাড়ন, হেতু, অবস্থা, বিশারদ আর বৃদ্ধিসহ দশে হলো বর্গ;

মাতৃজাতি সংযুক্ত সমাপ্ত।

---

[১]। মূল পালি—**সারদাযিনী চ হোতি বরাদাযিনী চ কাযস্স**।

[২]। জ্ঞানপূর্বক বিশ্বাস অর্থাৎ যিনি কর্ম ও কর্মফল বিশ্বাস করেন।

৪. জম্বুখাদক সংযুক্ত

১. নির্বাণ-প্রশ্ন সূত্র

৩১৪. এক সময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র মগধরাজ্যে অবস্থান করছিলেন, নালকগ্রামে। তখন জম্বুখাদক পরিব্রাজক যেখানে আয়ুষ্মান সারিপুত্র ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের সহিত প্রীত্যালাপ ও কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট জম্বুখাদক পরিব্রাজক আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে বললেন, "আবুসো সারিপুত্র, 'নির্বাণ', নির্বাণ বলা হয়। আবুসো, 'নির্বাণ' কী?" "আবুসো, রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়কে নির্বাণ বলা হয়।" "বন্ধু (আবুসো), এই নির্বাণ সাক্ষাৎ করার জন্য কোনো মার্গ (পথ) বা প্রতিপদা (উপায়) আছে কি?" "বন্ধু, এই নির্বাণ সাক্ষাৎ (অধিগত) করার জন্য মার্গ বা প্রতিপদা আছে"। "বন্ধু, এই নির্বাণ সাক্ষাৎ (অধিগত) করার মার্গ বা প্রতিপদা কী?" "বন্ধু, এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই নির্বাণ সাক্ষাৎ করার মার্গ বা প্রতিপদা। যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। বন্ধু, নির্বাণ সাক্ষাতের ইহাই মার্গ, ইহাই প্রতিপদা"। "বন্ধু, নির্বাণ সাক্ষাতের এই মার্গ উত্তম (মহান), এই প্রতিপদা উত্তম (মঙ্গলজনক) এবং বন্ধু সারিপুত্র, অপ্রমাদের জন্যেও ইহা উপযুক্ত (যথার্থ)"।

প্রথম সূত্র সমাপ্ত।

২. অর্হত্ত্ব-প্রশ্ন সূত্র

৩১৫. "বন্ধু সারিপুত্র,' 'অর্হত্ত্ব, অর্হত্ত্ব' বলে কথিত হয়। বন্ধু, 'অর্হত্ত্ব' কি?" "বন্ধু, রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়কে 'অর্হত্ত্ব' বলা হয়।" "বন্ধু, এই 'অর্হত্ত্ব' সাক্ষাৎ (অধিগত) করার জন্য কোনো মার্গ বা প্রতিপদা আছে কী?" "বন্ধু, এই 'অর্হত্ত্ব' সাক্ষাৎ করার জন্য মার্গ বা প্রতিপদা আছে"। "বন্ধু, এই 'অর্হত্ত্ব' সাক্ষাৎ (অধিগত) করার মার্গ কী? প্রতিপদা কী?" "বন্ধু, এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই 'অর্হত্ত্ব' লাভের (উপলব্ধির) মার্গ, প্রতিপদা। যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব (জীবিকা), সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। বন্ধু, অর্হত্ত্ব লাভের ইহাই মার্গ, ইহাই প্রতিপদা"। "বন্ধু, অর্হত্ত্ব লাভের এই মার্গ উত্তম (মহান), এই প্রতিপদা উত্তম (মঙ্গলজনক)। বন্ধু সারিপুত্র, অপ্রমাদের জন্যেও ইহা

যথার্থ"।

দ্বিতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৩. ধর্মবাদী-প্রশ্ন সূত্র

৩১৬. ১. "বন্ধু সারিপুত্র, জগতে ধর্মবাদী কারা? জগতে সুপ্রতিপন্ন কারা? জগতে সুগত কারা?" "বন্ধু, যাঁরা রাগ পরিত্যাগের জন্যে, দ্বেষ পরিত্যাগের জন্যে ও মোহ পরিত্যাগের জন্যে ধর্মদেশনা করেন, জগতে তাঁরাই ধর্মবাদী। বন্ধু, যাঁরা রাগ পরিত্যাগের জন্যে প্রতিপন্ন (অনুশীলনেরত বা নিযুক্ত), দ্বেষ পরিত্যাগের জন্যে প্রতিপন্ন, মোহ পরিত্যাগের জন্য প্রতিপন্ন; জগতে তাঁরাই সুপ্রতিপন্ন। বন্ধু, যাঁদের রাগ প্রহীন (পরিত্যক্ত), মূলোচ্ছিন্ন, ছিন্নশীর্ষ সমূল উৎপাটিত তালবৃক্ষবৎ পরিণত, অনস্তিত্বভাব-প্রাপ্ত ও অনাগতে পুনরুৎপত্তি রহিত হয়। যাঁদের দ্বেষ প্রহীন, মূলোচ্ছিন্ন, ছিন্নশীর্ষ সমূল উৎপাটিত তালবৃক্ষবৎ পরিণত, অনস্তিত্বভাব-প্রাপ্ত ও অনাগতে পুনরুৎপত্তি-রহিত হয়। যাঁদের মোহ পরিত্যক্ত, মূলোচ্ছিন্ন, ছিন্নশীর্ষ সমূল উৎপাটিত তালবৃক্ষবৎ পরিণত, অনস্তিত্বভাব-প্রাপ্ত ও অনাগতে পুনরুৎপত্তি-রহিত হয়। জগতে তাঁরাই সুগত।"

২. "বন্ধু, এই রাগ-দ্বেষ-মোহ পরিত্যাগের জন্যে কোনো মার্গ, কোনো প্রতিপদা আছে কি?" "বন্ধু, এই রাগ-দ্বেষ-মোহ পরিত্যাগের জন্যে মার্গ আছে, প্রতিপদা (উপায়) আছে।" "বন্ধু, এই রাগ-দ্বেষ-মোহ পরিত্যাগের জন্যে মার্গ কী? প্রতিপদা কী?" "বন্ধু, এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই এই রাগ-দ্বেষ-মোহ পরিত্যাগের মার্গ, প্রতিপদা। যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। বন্ধু এই রাগ-দ্বেষ-মোহ পরিত্যাগের ইহাই মার্গ, ইহাই প্রতিপদা।" "বন্ধু, রাগ-দ্বেষ-মোহ পরিত্যাগের এই মার্গ উত্তম, এই প্রতিপদা উত্তম (মঙ্গলজনক)। বন্ধু সারিপুত্র, অপ্রমাদের জন্যেও ইহা উপযুক্ত (যথার্থ)।"

তৃতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৪. কী উদ্দেশ্য সূত্র

৩১৭. "বন্ধু সারিপুত্র, কী উদ্দেশ্যে শ্রমণ গৌতমের অধীনে (আপনাদের) ব্রহ্মচর্য আচরিত হয়?" "বন্ধু, দুঃখ সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের জন্যেই ভগবানের অধীনে (আমাদের) ব্রহ্মচর্য আচরিত হয়।" "বন্ধু, এই দুঃখ

সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের জন্যে কোনো মার্গ (পথ) আছে কি? কোনো প্রতিপদা (উপায়) আছে কি?" "বন্ধু, এই দুঃখ সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের জন্যে মার্গ আছে, প্রতিপদা আছে।" "বন্ধু, এই দুঃখ সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের মার্গ কী? প্রতিপদা কী?" "বন্ধু, এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই দুঃখ সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের মার্গ, প্রতিপদা। যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। বন্ধু, দুঃখ সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের ইহাই মার্গ, ইহাই প্রতিপদা।" "বন্ধু, দুঃখ সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের এই মার্গ উত্তম, এই প্রতিপদা উত্তম (মঙ্গলজনক)। বন্ধু সারিপুত্র, অপ্রমাদের জন্যেও ইহা উপযুক্ত (যথার্থ)।"

চতুর্থ সূত্র সমাপ্ত।

৫. আশ্বাসপ্রাপ্ত সূত্র

৩১৮. ১. "বন্ধু, সারিপুত্র, 'আশ্বাস[১] প্রাপ্ত, আশ্বাস-প্রাপ্ত' বলে কথিত হয়। বন্ধু, কী প্রকারে আশ্বাস প্রাপ্ত হন?" "বন্ধু, যেহেতু ভিক্ষু ছয়-স্পর্শায়তনের উদয়, বিলয়, আস্বাদ, আদীনব (দোষ) ও নিঃসরণ (মুক্তি) সম্পর্কে যথাভূত প্রকৃষ্টরূপে জানেন, সেহেতুই তিনি আশ্বাস প্রাপ্ত হন।"

২. "বন্ধু, 'আশ্বাস (স্বস্তি) লাভ করার জন্যে কোনো মার্গ, কোনো প্রতিপদা আছে কি?" "বন্ধু, 'আশ্বাস' (স্বস্তি) লাভ করার জন্যে মার্গ আছে, প্রতিপদা আছে।" "বন্ধু, আশ্বাস (স্বস্তি) লাভ করার মার্গ (পথ) কী? প্রতিপদা (উপায়) কী?" "বন্ধু, এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই আশ্বাস (স্বস্তি) লাভ করার মার্গ, প্রতিপদা। যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। বন্ধু, আশ্বাস (স্বস্তি) লাভ করার ইহাই মার্গ, ইহাই প্রতিপদা।" "বন্ধু, আশ্বাস (স্বস্তি) লাভ করার এই মার্গ উত্তম, এই প্রতিপদা উত্তম। বন্ধু সারিপুত্র, অপ্রমাদের জন্যেও ইহা যথার্থ (উপযুক্ত)।"

পঞ্চম সূত্র সমাপ্ত।

৬. পরম-আশ্বাস-প্রাপ্ত সূত্র

৩১৯. ১. "বন্ধু সারিপুত্র, 'পরম-আশ্বাস-প্রাপ্ত, পরম-আশ্বাস-প্রাপ্ত' বলে কথিত হয়। বন্ধু, কী প্রকারে 'পরম-আশ্বাস-প্রাপ্ত' হন?" "বন্ধু, যেহেতু ভিক্ষু

---

[১]। স্বস্তি।

ছয় স্পর্শায়তনের উদয়, বিলয়, আস্বাদ, আদীনব (দোষ) ও নিঃসরণ (মুক্তি) সম্পর্কে যথাভূত (যথার্থভাবে) বিদিত হয়ে উপাদান-বিহীন বিমুক্ত হন, এতেই তিনি পরম-আশ্বাস প্রাপ্ত হন।"

২. "বন্ধু, 'পরম-আশ্বাস' লাভ করার জন্যে কোনো মার্গ, কোনো প্রতিপদা আছে কি?" "বন্ধু, 'পরম-আশ্বাস' লাভ করার জন্যে মার্গ আছে, প্রতিপদা আছে।" "বন্ধু, পরম-আশ্বাস লাভ করার মার্গ কী? প্রতিপদা কী?" "বন্ধু, এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই পরম-আশ্বাস লাভ করার মার্গ, প্রতিপদা। যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব (জীবিকা), সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। বন্ধু, পরম-আশ্বাস প্রাপ্ত হবার জন্য ইহাই মার্গ, ইহাই প্রতিপদা।" "বন্ধু, 'পরম-আশ্বাস' লাভ করার এই মার্গ উত্তম, এই প্রতিপদা উত্তম। বন্ধু সারিপুত্র, অপ্রমাদের জন্যেও ইহা (এই মার্গ) উপযুক্ত (যথার্থ)।"

ষষ্ঠ সূত্র সমাপ্ত।

৭. বেদনা-প্রশ্ন সূত্র

৩২০. ১. "বন্ধু, সারিপুত্র, 'বেদনা, বেদনা' বলে কথিত হয়। বন্ধু, বেদনা কী?" "বন্ধু, বেদনা এই তিন প্রকার। তিন কী কী? সুখ-বেদনা, দুঃখবেদনা, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা। বন্ধু, এই তিন প্রকার বেদনা।"

২. "বন্ধু, এই তিন প্রকার বেদনা সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের জন্য কোনো মার্গ, কোনো প্রতিপদা আছে কি?" "বন্ধু, এই তিন প্রকার বেদনা সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের জন্য মার্গ আছে, প্রতিপদা আছে।" "বন্ধু, এই তিন প্রকার বেদনা সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের মার্গ কী? প্রতিপদা কী?" "বন্ধু, এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই ত্রিবিধ বেদনা সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের মার্গ, প্রতিপদা। যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। বন্ধু, ত্রিবিধ বেদনা সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের ইহাই মার্গ, ইহাই প্রতিপদা"। "বন্ধু, ত্রিবিধ বেদনা সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের এই মার্গ উত্তম, এই প্রতিপদা উত্তম। বন্ধু সারিপুত্র, অপ্রমাদের জন্যেও ইহা উপযুক্ত (যথার্থ)।"

সপ্তম সূত্র সমাপ্ত।

৮. আসব-প্রশ্ন সূত্র

৩২১. ১. "বন্ধু সারিপুত্র, 'আসব, আসব' বলে কথিত হয়। বন্ধু, আসব

কী? "বন্ধু, আসব এই তিন প্রকার। যথা : কামাসব, ভবাসব, অবিদ্যাসব। বন্ধু, আসব এই তিন প্রকার।"

২. "বন্ধু, এই আসবসমূহ পরিত্যাগের জন্য কোনো মার্গ, কোনো প্রতিপদা আছে কি?" "বন্ধু, এই আসবসমূহ পরিত্যাগের জন্য মার্গ আছে, প্রতিপদা আছে"। "বন্ধু, এই আসবসমূহ পরিত্যাগের জন্য মার্গ কী? প্রতিপদা কী?" "বন্ধু, এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই এই আসবসমূহ পরিত্যাগের মার্গ, প্রতিপদা। যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। বন্ধু, এই আসবসমূহ পরিত্যাগের জন্য ইহাই মার্গ, ইহাই প্রতিপদা।" "বন্ধু, আসবসমূহ পরিত্যাগের জন্য এই মার্গ উত্তম, এই প্রতিপদা উত্তম। বন্ধু সারিপুত্র, অপ্রমাদের জন্যও ইহা উপযুক্ত (যথার্থ)।"

অষ্টম সূত্র সমাপ্ত।

৯. অবিদ্যা-প্রশ্ন সূত্র

৩২২. ১. "বন্ধু সারিপুত্র, 'অবিদ্যা, অবিদ্যা' বলে কথিত হয়। বন্ধু, অবিদ্যা কী?" "বন্ধু, যা 'দুঃখ' সম্পর্কে অজ্ঞান, 'দুঃখ-সমুদয়' সম্পর্কে অজ্ঞান, 'দুঃখ-নিরোধ' সম্পর্কে অজ্ঞান এবং 'দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপদা (দুঃখ-নিরোধের উপায়)' সম্পর্কে অজ্ঞান, তাকেই বন্ধু, অবিদ্যা বলা হয়।"

২. "বন্ধু, এই অবিদ্যা পরিত্যাগের জন্য কোনো মার্গ, কোনো প্রতিপদা আছে কি?" "বন্ধু, এই অবিদ্যা পরিত্যাগের জন্য মার্গ আছে, প্রতিপদা আছে"। "বন্ধু, এই অবিদ্যা পরিত্যাগের জন্য মার্গ কী? প্রতিপদা কী?" "বন্ধু, এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই অবিদ্যা পরিত্যাগের মার্গ (পথ), প্রতিপদা। যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। বন্ধু, অবিদ্যা পরিত্যাগের ইহাই মার্গ, ইহাই প্রতিপদা।" "বন্ধু, অবিদ্যা পরিত্যাগের এই মার্গ উত্তম, এই প্রতিপদা উত্তম। বন্ধু সারিপুত্র, অপ্রমাদের জন্যেও ইহা উপযুক্ত (যথার্থ)।"

নবম সূত্র সমাপ্ত।

১০. তৃষ্ণা-প্রশ্ন সূত্র

৩২৩. ১. "বন্ধু সারিপুত্র, 'তৃষ্ণা, তৃষ্ণা' বলে কথিত হয়। বন্ধু, তৃষ্ণা কী?" "বন্ধু, তৃষ্ণা তিন প্রকার, যথা : কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, বিভবতৃষ্ণা।

বন্ধু, তৃষ্ণা এই তিন প্রকার।”

২. “বন্ধু, এই তৃষ্ণা পরিত্যাগের জন্য কোনো মার্গ, কোনো প্রতিপদা আছে কি?” “বন্ধু, এই তৃষ্ণা পরিত্যাগের জন্য মার্গ আছে, প্রতিপদা আছে”। “বন্ধু, এই তৃষ্ণা পরিত্যাগের মার্গ কী? প্রতিপদা কী?” “বন্ধু, এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই এই তৃষ্ণা পরিত্যাগের মার্গ, প্রতিপদা। যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। বন্ধু, তৃষ্ণা পরিত্যাগের ইহাই মার্গ, ইহাই প্রতিপদা।” “বন্ধু, তৃষ্ণা পরিত্যাগের এই মার্গ উত্তম, এই প্রতিপদা উত্তম। বন্ধু সারিপুত্র, অপ্রমাদের জন্যেও ইহা উপযুক্ত (যথার্থ)।”

দশম সূত্র সমাপ্ত।

১১. ওঘ-প্রশ্ন সূত্র

৩২৪. ১. “বন্ধু সারিপুত্র, ‘ওঘ, ওঘ’ বলে কথিত হয়। ওঘ কী? “বন্ধু, ওঘ চার প্রকার। যথা : কাম-ওঘ, ভব-ওঘ, দৃষ্টি-ওঘ এবং অবিদ্যা-ওঘ। বন্ধু, ওঘ এই চার প্রকার।”

২. “বন্ধু, এই ওঘসমূহ পরিত্যাগের জন্য কোনো মার্গ, কোনো প্রতিপদা আছে কি?” “বন্ধু, এই ওঘসমূহ পরিত্যাগের জন্য মার্গ আছে, প্রতিপদা আছে।” “বন্ধু, এই ওঘসমূহ পরিত্যাগের জন্য মার্গ কী? প্রতিপদা কী?” “বন্ধু, এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই ওঘসমূহ পরিত্যাগের মার্গ, প্রতিপদা। যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। বন্ধু, এই ওঘসমূহ পরিত্যাগের জন্য ইহাই মার্গ, ইহাই প্রতিপদা।” “বন্ধু, এই ওঘসমূহ পরিত্যাগের এই মার্গ উত্তম, এই প্রতিপদা উত্তম। বন্ধু সারিপুত্র, অপ্রমাদের জন্যও ইহা উপযুক্ত (যথার্থ)।”

১২. উপাদান-প্রশ্ন সূত্র

৩২৫. ১. “বন্ধু সারিপুত্র, ‘উপাদান, উপাদান’ বলে কথিত হয়। বন্ধু, উপাদান কী?” “বন্ধু, উপাদান চার প্রকার, যথা : কাম-উপাদান, দৃষ্টি-উপাদান, শীলব্রত-উপাদান ও আত্মবাদ-উপাদান। বন্ধু, উপাদান এই চার প্রকার।”

২. “বন্ধু, এই উপাদানসমূহ পরিত্যাগের জন্য কোনো মার্গ, কোনো প্রতিপদা আছে কি?” “বন্ধু এই উপাদানসমূহ পরিত্যাগের জন্য মার্গ আছে,

প্রতিপদা আছে?” “বন্ধু এই উপাদানসমূহ পরিত্যাগের মার্গ (পথ) কী, প্রতিপদা কী?” “বন্ধু, এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই উপাদানসমূহ পরিত্যাগের মার্গ, প্রতিপদা। যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। বন্ধু, এই উপাদানসমূহ পরিত্যাগের ইহাই মার্গ, ইহাই প্রতিপদা।” “বন্ধু, এই উপাদানসমূহ পরিত্যাগের এই মার্গ উত্তম, এই প্রতিপদা উত্তম। বন্ধু সারিপুত্র, অপ্রমাদের জন্যেও ইহা উপযুক্ত (যথার্থ)।”

দ্বাদশ সূত্র সমাপ্ত।

১৩. ভব-প্রশ্ন সূত্র

৩২৬. ১. “বন্ধু সারিপুত্র, ‘ভব, ভব’ বলে কথিত হয়। বন্ধু, ভব কী?” “বন্ধু, ভব তিন প্রকার। যথা : কামভব, রূপভব ও অরূপভব। বন্ধু, এই তিন প্রকার ভব।”

২. “বন্ধু, এই ভবসমূহ সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের জন্য কোনো মার্গ, কোনো প্রতিপদা আছে কী?” “বন্ধু, এই ভবসমূহ সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের জন্য মার্গ আছে, প্রতিপদা আছে।” “বন্ধু এই ভবসমূহ সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের জন্য মার্গ কি? প্রতিপদা কী?” “বন্ধু, এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই এই ভবসমূহ সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের মার্গ, প্রতিপদা। যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। বন্ধু, এই ভবসমূহ সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের জন্য ইহাই মার্গ, ইহাই প্রতিপদা।” “বন্ধু, এই ভবসমূহ সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের এই মার্গ উত্তম, এই প্রতিপদা উত্তম। বন্ধু, সারিপুত্র, অপ্রমাদের জন্যও ইহা উপযুক্ত (যথার্থ)।”

ত্রয়োদশতম সূত্র সমাপ্ত।

১৪. দুঃখ-প্রশ্ন সূত্র

৩২৭. “বন্ধু সারিপুত্র, ‘দুঃখ, দুঃখ’ বলে কথিত হয়। বন্ধু, দুঃখ কী?” “বন্ধু, দুঃখতা তিন প্রকার। যথা : দুঃখ-দুঃখতা (দৈহিক দুঃখপূর্ণ অবস্থা), সংস্কার-দুঃখতা (সংস্কারের কারণে উৎপন্ন দুঃখপূর্ণ অবস্থা), বিপরিণাম-দুঃখতা (অনিত্যতা হেতু উৎপন্ন দুঃখপূর্ণ অবস্থা)। বন্ধু, দুঃখতা (দুঃখপূর্ণ অবস্থা) এই তিন প্রকার।”

“বন্ধু, এই দুঃখতা সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের জন্য কোনো মার্গ, কোনো

প্রতিপদা আছে কী? "বন্ধু, এই দুঃখতা সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের জন্য মার্গ আছে, প্রতিপদা আছে।" "বন্ধু, এই দুঃখতা সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের জন্য মার্গ কী? প্রতিপদা কী?" "বন্ধু, এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই এই দুঃখতা সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের মার্গ, প্রতিপদা। যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। বন্ধু, এই দুঃখতা সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের ইহাই মার্গ, ইহাই প্রতিপদা।" "বন্ধু, এই দুঃখতা সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের এই মার্গ উত্তম, এই প্রতিপদা উত্তম। বন্ধু সারিপুত্র, অপ্রমাদের জন্যেও ইহা উপযুক্ত (যথার্থ)।"

চতুর্দশতম সূত্র সমাপ্ত।

১৫. সৎকায়-প্রশ্ন সূত্র

৩২৮. ১. "বন্ধু সারিপুত্র, 'সৎকায়, সৎকায়' বলে কথিত হয়। বন্ধু, সৎকায় কী?" "বন্ধু, এই পঞ্চ-উপাদানস্কন্ধই ভগবান কর্তৃক উক্ত সৎকায়। যথা : রূপ-উপাদানস্কন্ধ, বেদনা-উপাদানস্কন্ধ, সংজ্ঞা-উপাদানস্কন্ধ, সংস্কার-উপাদানস্কন্ধ ও বিজ্ঞান-উপাদানস্কন্ধ। বন্ধু, এই পঞ্চ-উপাদানস্কন্ধই ভগবান কর্তৃক উক্ত সৎকায়।"

২. "বন্ধু, এই সৎকায় সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের জন্য কোনো মার্গ (পথ), কোনো প্রতিপদা (উপায়) আছে কি?" "বন্ধু, এই সৎকায় সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের জন্য মার্গ আছে, প্রতিপদা আছে।" "বন্ধু, এই সৎকায় সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের জন্য মার্গ কী? প্রতিপদা কী?" "বন্ধু, এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই এই সৎকায় সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের মার্গ, প্রতিপদা। যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। বন্ধু, এই সৎকায় সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের ইহাই মার্গ, ইহাই প্রতিপদা।" "বন্ধু, এই সৎকায় সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের এই মার্গ উত্তম, এই প্রতিপদা উত্তম। বন্ধু সারিপুত্র, অপ্রমাদের জন্যও ইহা উপযুক্ত (যথার্থ)।"

পঞ্চদশতম সূত্র সমাপ্ত।

১৬. দুষ্কর-প্রশ্ন সূত্র

৩২৯. "বন্ধু সারিপুত্র, এই ধর্মবিনয়ে দুষ্কর কী?" "বন্ধু, এই ধর্ম-বিনয়ে প্রব্রজ্যা দুষ্কর।" "বন্ধু, প্রব্রজিতের পক্ষে দুষ্কর কী?" "বন্ধু, প্রব্রজিতের পক্ষে

অভিরতি দুষ্কর।" "বন্ধু, অভিরতের পক্ষে দুষ্কর কী?" "বন্ধু, অভিরতের পক্ষে ধর্মানুধর্ম প্রতিপত্তি দুষ্কর।" "বন্ধু, ধর্মানুধর্ম-প্রতিপন্ন অরহৎ ভিক্ষুর পক্ষে কতদূর করণীয় আছে?" "বন্ধু, আর অধিক করণীয় নেই।"

যোলোতম সূত্র সমাপ্ত।

জম্বুখাদক সংযুক্ত সমাপ্ত।

স্মারক গাথা :

নির্বাণ, অর্হত্ত্ব, ধর্মবাদী, কী উদ্দেশ্য;
আশ্বাস, পরম-আশ্বাস, বেদনা, আসব আর অবিদ্যা সহ।
তৃষ্ণা, ওঘ, উপাদান, ভব, দুঃখ এবং সৎকায়;
এই ধর্মবিনয়ে দুষ্কর পরিশেষে উক্ত হয়।

জম্বুখাদক সংযুক্ত সমাপ্ত।

৫. সামন্ডক সংযুক্ত

১. সামন্ডক সূত্র

৩৩০. ১. "এক সময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র বৃজিরাজ্যে উক্কাচেলায় গঙ্গাতীরে অবস্থান করতেছিলেন। তখন সামন্ডক পরিব্রাজক যেখানে আয়ুষ্মান সারিপুত্র ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের সাথে প্রীতি-সম্ভাষণ ও কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট সামন্ডক পরিব্রাজক আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে বললেন, "বন্ধু, সারিপুত্র, 'নির্বাণ, নির্বাণ' বলে কথিত হয়। বন্ধু, নির্বাণ কী?" "বন্ধু, রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়কে নির্বাণ বলা হয়।"

২. "বন্ধু, এই নির্বাণ সাক্ষাৎ করার জন্য কোনো মার্গ (পথ), কোনো প্রতিপদা আছে কি?" "বন্ধু, এই নির্বাণ সাক্ষাৎ করার জন্য মার্গ আছে, প্রতিপদা আছে।" "বন্ধু, নির্বাণ অধিগত (সাক্ষাৎ) করার মার্গ কী? প্রতিপদা (উপায়) কী?" "বন্ধু, এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই এই নির্বাণ অধিগত করার মার্গ, প্রতিপদা। যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। বন্ধু, নির্বাণ অধিগত করার ইহাই মার্গ, ইহাই প্রতিপদা।" "বন্ধু, নির্বাণ অধিগত করার এই মার্গ উত্তম, এই প্রতিপদা উত্তম। বন্ধু সারিপুত্র, অপ্রমাদের জন্যেও ইহা উপযুক্ত (যথার্থ)।"

প্রথম সূত্র সমাপ্ত।

অবশিষ্ট সূত্রসমূহ জম্বুখাদক বর্গের মতো।

২. দুষ্কর সূত্র

৩৩১. জম্বুখাদক সংযুক্তের দুষ্কর সূত্র সদৃশ।

স্মারক গাথা :

জম্বুখাদক সংযুক্তের স্মারকগাথা সদৃশ।

সামন্ডক সংযুক্ত সমাপ্ত।

৬. মৌদ্গাল্লায়ন সংযুক্ত

১. প্রথম-ধ্যান-প্রশ্ন সূত্র

৩৩২. ১. এক সময় আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিক নির্মিত বিহারে। তখন একদিন আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন সমবেত ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, 'বন্ধুগণ', সেই ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে 'হ্যাঁ, বন্ধু' বলে সাড়া দিলেন। আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন বললেন, "বন্ধুগণ, নির্জনে ধ্যানরত অবস্থায় আমার চিত্তে এই পরিবিতর্ক উৎপন্ন হলো—"প্রথম ধ্যান, প্রথম ধ্যান' বলে কথিত হয়। প্রথম ধ্যান কী?" "তখন আমার মনে হলো—'এখানে ভিক্ষু কামবাসনা হতে পৃথক হয়ে অকুশলধর্ম পরিহার করে সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। ইহাকে বলা হয় প্রথম ধ্যান।' তাই বন্ধুগণ, আমি কামবাসনা হতে পৃথক হয়ে অকুশলধর্ম পরিহার করে সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করি। এ ধ্যান-বিহাররত অবস্থায় আমার কামসহগত সংজ্ঞা ও মনস্কার প্রবর্তিত হতে থাকে।"

২. "তখন ভগবান ঋদ্ধিবলে আমার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে মৌদ্গাল্লায়ন, হে ব্রাহ্মণ, প্রমাদ ত্যাগ কর, প্রথম ধ্যানে চিত্ত স্থির কর, একাগ্র কর, নিবিষ্ট হও।' বন্ধুগণ, অতঃপর আমি কামবাসনা হতে পৃথক হয়ে, অকুশলধর্ম পরিহার করে সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেছিলাম। যাকে শাস্তার অনুগৃহীত মহাভিজ্ঞতা-প্রাপ্ত শ্রাবক বলে বলতে গেলে বলা যায়, তা আমাকেই শাস্তার অনুগৃহীত মহাভিজ্ঞতা-প্রাপ্ত শ্রাবক বলে বলা যেতে পারে।"

প্রথম সূত্র সমাপ্ত।

২. দ্বিতীয়-ধ্যান-প্রশ্ন সূত্র

৩৩৩. ১. "'দ্বিতীয় ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান' বলে কথিত হয়। দ্বিতীয় ধ্যান কী? তখন বন্ধুগণ, আমার মনে হলো—'এখানে ভিক্ষু বিতর্ক-বিচারের উপশম করে আধ্যাত্মিক প্রসাদজনক ও চিত্তের একাগ্রতা সাধক বিতর্ক-বিচার রহিত সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। ইহাকে বলা হয় দ্বিতীয় ধ্যান।' তাই বন্ধুগণ, আমি বিতর্ক-বিচারের উপশম করে আধ্যাত্মিক প্রসাদজনক ও চিত্তের একাগ্রতা সাধক বিতর্ক-

বিচার রহিত সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করি। এই ধ্যান বিহাররত অবস্থায় আমার বিতর্কসহগত সংজ্ঞা ও মনস্কার প্রবর্তিত হতে থাকে।"

২. "তখন ভগবান ঋদ্ধিবলে আমার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে মৌদ্গাল্লায়ন, হে ব্রাহ্মণ, প্রমাদ ত্যাগ কর, দ্বিতীয় ধ্যানে চিত্ত স্থির কর, একাগ্র কর, নিবিষ্ট হও।' বন্ধুগণ, তখন আমি বিতর্ক-বিচারের উপশম করে আধ্যাত্মিক প্রসাদজনক ও চিত্তের একাগ্রতা সাধক বিতর্ক-বিচার রহিত সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেছিলাম। যাকে শাস্তার অনুগৃহীত মহাভিজ্ঞতা-প্রাপ্ত শ্রাবক বলে বলতে গেলে বলা যায়, তা সম্যকভাবে আমাকেই শাস্তার অনুগৃহীত মহাভিজ্ঞতা-প্রাপ্ত শ্রাবক বলে বলা যেতে পারে।"

দ্বিতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৩. তৃতীয় ধ্যান-প্রশ্ন সূত্র

৩৩৪. ১. "তৃতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান' বলে কথিত হয়। তৃতীয় ধ্যান কী? তখন বন্ধুগণ, আমার মনে হলো—এখানে ভিক্ষু প্রীতির প্রতিও বিরাগী হয়ে উপেক্ষারভাবে অবস্থান করেন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে (প্রীতি-নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করেন; যেই অবস্থাকে আর্যগণ 'উপেক্ষাসম্পন্ন, স্মৃতিমান ও সুখবিহারী' আখ্যা দেন সেই তৃতীয় ধ্যান অধিগত করে অবস্থান করেন। ইহাকে তৃতীয় ধ্যান বলা হয়। তাই বন্ধুগণ, আমি প্রীতির প্রতিও বিরাগী হয়ে উপেক্ষারভাবে অবস্থান করি, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে (প্রীতি-নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করি; যেই অবস্থাকে আর্যগণ 'উপেক্ষাসম্পন্ন, স্মৃতিমান ও সুখবিহারী' আখ্যা দেন সেই তৃতীয় ধ্যান অধিগত করে অবস্থান করি। এই ধ্যানবিহাররত অবস্থায় আমার প্রীতিসহগত সংজ্ঞা ও মনস্কার প্রবর্তিত হতে থাকে।"

২. "তখন ভগবান ঋদ্ধিবলে আমার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে মৌদ্গাল্লায়ন, হে ব্রাহ্মণ, প্রমাদ ত্যাগ কর, তৃতীয় ধ্যানে চিত্ত স্থির কর, একাগ্র কর, নিবিষ্ট হও।' বন্ধুগণ, তখন আমি প্রীতির প্রতিও বিরাগী হয়ে উপেক্ষারভাবে অবস্থান করি, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে (প্রীতি-নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করি; যেই অবস্থাকে আর্যগণ 'উপেক্ষাসম্পন্ন, স্মৃতিমান ও সুখবিহারী' আখ্যা দেন সেই তৃতীয় ধ্যান অধিগত করে অবস্থান করেছিলাম। যাকে শাস্তার অনুগৃহীত মহাভিজ্ঞতা-প্রাপ্ত শ্রাবক বলে বলতে

গেলে বলা যায়, তা সম্যকভাবে আমাকেই শাস্তার অনুগৃহীত মহাভিজ্ঞতা-প্রাপ্ত শ্রাবক বলে বলা যেতে পারে।”

তৃতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৪. চতুর্থ ধ্যান-প্রশ্ন সূত্র

৩৩৫. ১. “‘চতুর্থ ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান’ বলে কথিত হয়। চতুর্থ ধ্যান কী? তখন বন্ধুগণ, আমার মনে হলো—‘এখানে ভিক্ষু সর্ববিধ দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করে, না দুঃখ-না সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। ইহাকে বলা হয় চতুর্থ ধ্যান। তাই বন্ধুগণ, আমি সর্ববিধ দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করে, না দুঃখ-না সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করি। এই ধ্যান বিহাররত অবস্থায় আমার সুখসহগত সংজ্ঞা ও মনস্কার প্রবর্তিত হতে থাকে।”

২. “তখন ভগবান ঋদ্ধিবলে আমার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, ‘হে মৌদ্গাল্লায়ন, মৌদ্গাল্লায়ন! হে ব্রাহ্মণ! চতুর্থ ধ্যানে প্রমাদিত হইও না, চতুর্থ ধ্যানে চিত্ত স্থির কর, একাগ্র কর, নিবিষ্ট হও।’ বন্ধুগণ, তখন আমি সর্ববিধ দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করে, না দুঃখ-না সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেছিলাম। যাকে শাস্তার অনুগৃহীত মহাভিজ্ঞতা-প্রাপ্ত শ্রাবক বলে বলতে গেলে বলা যায়, তা সম্যকভাবে আমাকেই শাস্তার অনুগৃহীত মহাভিজ্ঞতা-প্রাপ্ত শ্রাবক বলে বলা যেতে পারে।”

চতুর্থ সূত্র সমাপ্ত।

৫. আকাশ-অনন্ত-আয়তন-প্রশ্ন সূত্র

৩৩৬. ১. “‘আকাশ-অনন্ত-আয়তন, আকাশ-অনন্ত-আয়তন’ বলে কথিত হয়। আকাশ-অনন্ত-আয়তন কী? তখন বন্ধুগণ, আমার মনে হলো—‘এখানে ভিক্ষু সর্ব রূপসংজ্ঞা ও প্রতিঘসংজ্ঞা অস্তমিত করে নানাত্ব সংজ্ঞার প্রতি মনস্কার না করে ‘অনন্ত-আকাশ’ এরূপ ভাবনা করে ‘আকাশ-অনন্ত-আয়তন’ নামক (প্রথম অরূপ) ধ্যানস্তর লাভ করে অবস্থান করেন। ইহাকে বলা হয় ‘আকাশ-অনন্ত-আয়তন’। বন্ধুগণ, আমি সর্ব রূপসংজ্ঞা ও

প্রতিঘসংজ্ঞা অস্তমিত করে নানাত্ব সংজ্ঞার প্রতি মনস্কার না করে 'অনন্ত-আকাশ' এরূপ ভাবনা করে 'আকাশ-অনন্ত-আয়তন' নামক (প্রথম অরূপ) ধ্যানস্তর লাভ করে অবস্থান করি। এই ধ্যান বিহাররত অবস্থায় আমার রূপসহগত সংজ্ঞা ও মনস্কার প্রবর্তিত হতে থাকে।"

২. "তখন ভগবান ঋদ্ধিবলে আমার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে মৌদ্গাল্লায়ন, মৌদ্গাল্লায়ন! হে ব্রাহ্মণ! আকাশ-অনন্ত-আয়তনে প্রমাদিত হইও না, আকাশ-অনন্ত-আয়তনে চিত্ত স্থির কর, একাগ্র কর, নিবিষ্ট হও।" বন্ধুগণ, তখন আমি সর্ব রূপসংজ্ঞা ও প্রতিঘসংজ্ঞা অস্তমিত করে নানাত্ব সংজ্ঞার প্রতি মনস্কার না করে 'অনন্ত-আকাশ' এরূপ ভাবনা করে 'আকাশ-অনন্ত-আয়তন' নামক (প্রথম অরূপ) ধ্যানস্তর লাভ করে অবস্থান করেছিলাম। বন্ধুগণ, যাকে শাস্তার অনুগৃহীত মহাভিজ্ঞতা-প্রাপ্ত শ্রাবক বলে বলতে গেলে বলা যায়, তা সম্যকভাবে আমাকেই শাস্তার অনুগৃহীত মহাভিজ্ঞতা-প্রাপ্ত শ্রাবক বলে বলা যেতে পারে।"

পঞ্চম সূত্র সমাপ্ত।

৬. বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-প্রশ্ন সূত্র

৩৩৭. ১. "'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন', 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন' বলে কথিত হয়। বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন কী? বন্ধুগণ, তখন আমার মনে হলো— 'এখানে ভিক্ষু সর্বতোভাবে 'আকাশ-অনন্ত-আয়তন' স্তর সমতিক্রম করে 'অনন্ত-বিজ্ঞান' এরূপ ভাবনা করে 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন' নামক (দ্বিতীয় অরূপ) ধ্যানস্তর লাভ করে তাতে অবস্থান করেন। ইহাকে বলা হয় বিজ্ঞান-অনন্ত আয়তন'। বন্ধুগণ, আমি সর্বতোভাবে 'আকাশ-অনন্ত-আয়তন' স্তর সমতিক্রম করে 'অনন্ত-বিজ্ঞান' এরূপ ভাবনা করে 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন' নামক (দ্বিতীয় অরূপ) ধ্যানস্তর লাভ করে তাতে অবস্থান করি। বন্ধুগণ, এ ধ্যান বিহাররত অবস্থায় আমার 'আকাশ-অনন্ত-আয়তন'সহগত সংজ্ঞা ও মনস্কার প্রবর্তিত হতে থাকে।"

২. "বন্ধুগণ, তখন ভগবান ঋদ্ধিবলে আমার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে মৌদ্গাল্লায়ন, মৌদ্গাল্লায়ন! হে ব্রাহ্মণ! 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন' ধ্যানে প্রমাদিত হইও না, 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন' ধ্যানে চিত্ত স্থির কর, একাগ্র কর, নিবিষ্ট হও।" বন্ধুগণ, তখন আমি সর্বতোভাবে 'আকাশ-অনন্ত-আয়তন' স্তর সমতিক্রম করে 'অনন্ত-বিজ্ঞান' এরূপ ভাবনা করে 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন' নামক (দ্বিতীয় অরূপ) ধ্যানস্তর লাভ করে তাতে অবস্থান

করেছিলাম। বন্ধুগণ, যাকে শাস্তার অনুগৃহীত মহাভিজ্ঞতা-প্রাপ্ত শ্রাবক বলে বলতে গেলে বলা যায়, তা সম্যকভাবে আমাকেই শাস্তার অনুগৃহীত মহাভিজ্ঞতা-প্রাপ্ত শ্রাবক বলে বলা যেতে পারে।"

ষষ্ঠ সূত্র সমাপ্ত।

৭. আকিঞ্চন-আয়তন-প্রশ্ন সূত্র

৩৩৮. ১. "'আকিঞ্চন-আয়তন, আকিঞ্চন আয়তন' বলে কথিত হয়। আকিঞ্চন-আয়তন কী? তখন বন্ধুগণ, আমার মনে হলো—'এখানে ভিক্ষু সর্বতোভাবে 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন' অতিক্রম করে 'কিছুই নাই' এরূপ ভাবনা করে 'আকিঞ্চন-আয়তন' নামক (তৃতীয় অরূপ) ধ্যানস্তর লাভ করে তাতে অবস্থান করেন। ইহাকে বলা হয় আকিঞ্চন-আয়তন।' বন্ধুগণ, আমি সর্বতোভাবে 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন' অতিক্রম করে 'কিছুই নাই' এরূপ ভাবনা করে 'আকিঞ্চন-আয়তন' নামক (তৃতীয় অরূপ) ধ্যানস্তর লাভ করে তাতে অবস্থান করি। বন্ধুগণ, এই ধ্যান বিহাররত অবস্থায় আমার 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন'-সহগত সংজ্ঞা ও মনস্কার প্রবর্তিত হতে থাকে।"

২. "বন্ধুগণ, তখন ভগবান ঋদ্ধিবলে আমার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে মৌদ্গাল্লায়ন, মৌদ্গাল্লায়ন! হে ব্রাহ্মণ! 'আকিঞ্চন-আয়তন' ধ্যানে প্রমাদিত (প্রমত্ত) হইও না, আকিঞ্চন-আয়তন ধ্যানে চিত্ত স্থির কর, একাগ্র কর, নিবিষ্ট হও।' বন্ধুগণ, তখন আমি সর্বতোভাবে 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন' অতিক্রম করে 'কিছুই নাই' এরূপ ভাবনা করে 'আকিঞ্চন-আয়তন' নামক (তৃতীয় অরূপ) ধ্যানস্তর লাভ করে তাতে অবস্থান করেছিলাম। বন্ধুগণ, যাকে শাস্তার অনুগৃহীত মহাভিজ্ঞতা-প্রাপ্ত শ্রাবক বলে বলতে গেলে বলা যায়, তা সম্যকভাবে আমাকেই শাস্তার অনুগৃহীত মহাভিজ্ঞতা-প্রাপ্ত শ্রাবক বলে বলা যেতে পারে।"

সপ্তম সূত্র সমাপ্ত।

৮. নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন-প্রশ্ন সূত্র

৩৩৯. ১. "'নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন[১], নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন' বলে কথিত হয়। 'নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন' কী? বন্ধুগণ, তখন আমার মনে হলো-'এখানে ভিক্ষু সর্ব 'আকিঞ্চন-আয়তন' সমতিক্রম করে 'নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন' নামক (চতুর্থ অরূপ) ধ্যানস্তর লাভ করে তাতে অবস্থান

---

[১]। যে সমাধির অবস্থাকে চেতন কিংবা অচেতন বলা যায় না।

করেন। ইহাকে বলা হয় নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন'। বন্ধুগণ, আমি সর্ব 'আকিঞ্চন-আয়তন' সমতিক্রম করে 'নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন' নামক (চতুর্থ অরূপ) ধ্যানন্তর লাভ করে তাতে অবস্থান করি। বন্ধুগণ, এই ধ্যান বিহাররত অবস্থায় আমার 'আকিঞ্চন-আয়তন'সহগত সংজ্ঞা ও মনস্কার প্রবর্তিত হতে থাকে।"

২. "বন্ধুগণ, তখন ভগবান ঋদ্ধিবলে আমার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে মৌদ্গাল্লায়ন, মৌদ্গাল্লায়ন! হে ব্রাহ্মণ! 'নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন' ধ্যানে প্রমাদিত হইও না, 'নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন' ধ্যানে চিত্ত স্থির কর, একাগ্র কর, নিবিষ্ট হও।' তখন বন্ধুগণ, আমি সর্ব 'আকিঞ্চন-আয়তন' সমতিক্রম করে 'নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন' নামক (চতুর্থ অরূপ) ধ্যানন্তর লাভ করে তাতে অবস্থান করেছিলাম। বন্ধুগণ, যাকে শাস্তার অনুগৃহীত মহাভিজ্ঞতা-প্রাপ্ত শ্রাবক বলে বলতে গেলে বলা যায়, তা সম্যকভাবে আমাকেই শাস্তার অনুগৃহীত মহাভিজ্ঞতা-প্রাপ্ত শ্রাবক বলে বলা যেতে পারে।"

অষ্টম সূত্র সমাপ্ত।

৯. অনিমিত্ত-প্রশ্ন সূত্র

৩৪০. ১. "'অনিমিত্ত[১] চিত্ত সমাধি, অনিমিত্ত চিত্ত সমাধি' বলে কথিত হয়। অনিমিত্ত চিত্ত সমাধি কী? বন্ধুগণ, তখন আমার মনে হলো—'এখানে ভিক্ষু সর্বনিমিত্ত মনন না করে অনিমিত্ত চিত্তসমাধি লাভ করে অবস্থান করেন। ইহাকে বলা হয় 'অনিমিত্ত চিত্ত সমাধি'। তাই বন্ধুগণ, আমি সর্বনিমিত্ত মনন না করে অনিমিত্ত চিত্তসমাধি লাভ করে তাতে অবস্থান করি। বন্ধুগণ, এই ধ্যানবিহাররত অবস্থায় আমার নিমিত্তানুসারী বিজ্ঞান উৎপন্ন হলো।"

২. "বন্ধুগণ, তখন ভগবান ঋদ্ধিবলে আমার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে মৌদ্গাল্লায়ন, মৌদ্গাল্লায়ন! হে ব্রাহ্মণ! অনিমিত্ত চিত্ত সমাধিতে প্রমাদিত হইও না, অনিমিত্ত চিত্ত সমাধিতে চিত্ত স্থির কর, একাগ্র কর, নিবিষ্ট হও'। তখন বন্ধুগণ, আমি সর্বনিমিত্ত মনন না করে অনিমিত্ত চিত্তসমাধি লাভ করে তাতে অবস্থান করেছিলাম। বন্ধুগণ, যাকে শাস্তার অনুগৃহীত মহাভিজ্ঞতা-প্রাপ্ত শ্রাবক বলে বলতে গেলে বলা যায়, তা সম্যকভাবে

---

[১]। সাধক যখন 'সর্ব সংস্কার অনিত্য' ভাবনা করেন, তখন তৎপ্রতি তার নিত্যাদি ভ্রান্ত ধারণা তিরোহিত হয়। সুতরাং অনিমিত্ত।

আমাকেই শাস্তার অনুগৃহীত মহাভিজ্ঞতা-প্রাপ্ত শ্রাবক বলে বলা যেতে পারে।”

নবম সূত্র সমাপ্ত।

১০. শক্রসূত্র

৩৪১. ১. অতঃপর আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন যেমন কোনো বলবান পুরুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করে অথবা প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করে তেমনভাবেই (সেই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে) জেতবনে অন্তর্হিত হয়ে ত্রয়ত্রিংশ দেবলোকে[১] আবির্ভূত হলেন। তখন দেবরাজ শক্র[২] পঞ্চশত দেবতা পরিবৃত হয়ে যেখানে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন সেখানে উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নকে অভিবাদন করে একপাশে স্থিত হলেন। একপাশে স্থিত দেবরাজ শক্রকে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন বললেন, “হে দেবরাজ, বুদ্ধের শরণে গমন (বুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করা) উত্তম (মঙ্গলজনক)। এই জগতে কিছু কিছু সত্ত্ব (প্রাণী) বুদ্ধের শরণ গ্রহণ হেতু দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। হে দেবরাজ, ধর্মের শরণ (আশ্রয়) গ্রহণ করা উত্তম। এই জগতে কিছু কিছু সত্ত্ব ধর্মের শরণ গ্রহণ হেতু দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। হে দেবরাজ, সংঘের শরণ গ্রহণ করা উত্তম। এই জগতে কিছু কিছু সত্ত্ব সংঘের শরণ গ্রহণ হেতু দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।”

২. “প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, বুদ্ধের শরণ গ্রহণ উত্তম। এই জগতে কিছু কিছু সত্ত্ব বুদ্ধের শরণ গ্রহণ হেতু দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। ধর্মের শরণ গ্রহণ উত্তম। এই জগতে কিছু কিছু সত্ত্ব ধর্মের শরণ গ্রহণ হেতু দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। সংঘের শরণ গ্রহণ উত্তম। এই জগতে কিছু কিছু সত্ত্ব সংঘের শরণ গ্রহণ হেতু দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।”

৩. অতঃপর দেবরাজ শক্র ছয়শত দেবতা, সপ্তশত দেবতা, অষ্টশত

---

[১]। পালি—**‘তাবতিংস দেবলোকে’** ত্রয়ত্রিংশ দেবলোক, দ্বিতীয় স্বর্গ, ইন্দ্রভবন, দেবরাজ ইন্দ্রশাসিত স্বর্গরাজ্য। এই স্বর্গরাজ্যে ৩৩ জন শক্তিশালী দেবতা উপশাসকরূপে আছেন, তদ্ধেতু এই স্বর্গরাজ্যকে তাবতিংশ বা ত্রয়োত্রিংশ দেবরাজ্য বলা হয়। এই ৩৩ জন উপশাসকের উপর সম্রাট বা রাজাধিরাজরূপে আছেন স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র। এই ৩৩ জন উপশাসক দেবতা দেবরাজ ইন্দ্রের প্রধান সভাসদও বটে।

[২]। দেবরাজ ইন্দ্র শক্র নামেও পরিচিত।

দেবতা ও অশীতি সহস্র দেবতা পরিবৃত হয়ে যেখানে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন সেখানে উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নকে অভিবাদন করে একপাশে স্থিত হলেন। একপাশে স্থিত দেবরাজ শক্রকে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন বললেন :

৪. "হে দেবরাজ, বুদ্ধের শরণাপন্ন হওয়া উত্তম। এ জগতে কিছু কিছু সত্ত্ব বুদ্ধের শরণ গ্রহণ হেতু দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। ধর্মের শরণাপন্ন হওয়া উত্তম। এ জগতে কিছু কিছু সত্ত্ব ধর্মের শরণ গ্রহণ হেতু দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। সংঘের শরণাপন্ন হওয়া উত্তম। এ জগতে কিছু কিছু সত্ত্ব সংঘের শরণ গ্রহণ হেতু দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।"

৫. "প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, বুদ্ধের শরণ গ্রহণ উত্তম। এই জগতে কিছু কিছু সত্ত্ব বুদ্ধের শরণ গ্রহণ হেতু দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। ধর্মের শরণ গ্রহণ উত্তম। এই জগতে কিছু কিছু সত্ত্ব ধর্মের শরণ গ্রহণ হেতু দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। সংঘের শরণ গ্রহণ উত্তম। এই জগতে কিছু কিছু সত্ত্ব সংঘের শরণ গ্রহণ হেতু দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।"

৬. অতঃপর দেবরাজ শক্র পঞ্চশত দেবতা, ছয়শত দেবতা, সপ্তশত দেবতা, অষ্টশত দেবতা ও অশীতি সহস্র দেবতা পরিবৃত হয়ে যেখানে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন সেখানে উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নকে অভিবাদন করে একপাশে স্থিত হলেন। একপাশে স্থিত দেবরাজ শক্রকে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন বললেন :

৭. "হে দেবরাজ, বুদ্ধের প্রতি অচল শ্রদ্ধাসম্পন্ন হওয়া উত্তম। সেই ভগবান অর্হৎ (যিনি কামক্রোধাদি সমস্ত অরি বা রিপু হনন করেছেন), সম্যকসম্বুদ্ধ (যিনি স্বয়ং সম্যকভাবে সমস্ত বিষয় উপলব্ধি করেছেন) বিদ্যাচরণসম্পন্ন (ত্রিবিদ্যা বা অষ্টবিদ্যা এবং পঞ্চদশ চরণসম্পন্ন বলে বিদ্যাচরণসম্পন্ন), সুগত (যিনি পরম সত্যের পথে সুষ্ঠুভাবে গত), লোকবিদ, অনুত্তর দম্যপুরুষ সারথি, দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।" "হে দেবরাজ, এই জগতে কিছু কিছু সত্ত্ব বুদ্ধের প্রতি অচল শ্রদ্ধাসম্পন্ন হেতু[১] দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।"

---

[১]। বুদ্ধের গুণসমূহ যথাযথরূপে জ্ঞাত হয়ে তৎপ্রতি অবিচলিত প্রসাদ সম্পন্ন হওয়ার কারণে।

"হে দেবরাজ, ধর্মের প্রতি অচল শ্রদ্ধাসম্পন্ন হওয়া উত্তম। ধর্ম ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক সুব্যাখ্যাত, যা স্বয়ং দ্রষ্টব্য (প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ), অকালিক (অনুশীলনে যার কাল বিচার নেই) 'এসে দেখে যাও' বলার যোগ্য (অর্থাৎ অন্ধভাবে গ্রহণের বিষয় নয়), উপনায়িক (নির্বাণে উপনয়ন করে বা উপনীত করে), বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষীতব্য (জ্ঞানীদের উপলব্ধিগম্য)। হে দেবরাজ, এই জগতে কিছু কিছু সত্ত্ব ধর্মের প্রতি অচল শ্রদ্ধাসম্পন্ন হেতু[১] দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।"

"হে দেবরাজ, সংঘের প্রতি অচল শ্রদ্ধাসম্পন্ন হওয়া উত্তম। ভগবান বুদ্ধের শিষ্যসংঘ সুপ্রতিপন্ন বা সুপথগামী, ঋজু বা অকুটিল পথযাত্রী[২], ন্যায়-প্রতিপন্ন সমীচীন প্রতিপন্ন, (উপলব্ধির স্তর ভেদে) চারি যুগল বা পুদ্‌গল ভেদে অষ্টবিধ এই ভগবানের শিষ্য সংঘ আহুনেয় (অভ্যর্থনার্হ)[৩] পাহুনেয় (সম্মানার্হ), দক্ষিণার্হ, অঞ্জলিকরণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। হে দেবরাজ, এই জগতে কিছু কিছু সত্ত্ব সংঘের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হেতু[৪] দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।"

"হে দেবরাজ, আর্যকান্ত, অখণ্ড, ছিদ্রহীন, নির্মল, নিষ্কাম, বিজ্ঞ প্রশংসিত, অনবদ্য, সমাধিপ্রদ শীলসমূহের দ্বারা সমন্বাগত (সুসংযত) হওয়া উত্তম (মঙ্গল)। এই জগতে কিছু কিছু সত্ত্ব আর্যকান্ত শীলের দ্বারা সমন্বাগত হেতু দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।"

৮. "প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, বুদ্ধের প্রতি অচল শ্রদ্ধাসম্পন্ন হওয়া উত্তম। সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর দম্যপুরুষ সারথি, দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান। প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, বুদ্ধের প্রতি অচল শ্রদ্ধাসম্পন্ন হেতু এ জগতে কিছু কিছু সত্ত্ব দেহত্যাগে

১। ধর্মের গুণসমূহ যথাযথরূপে জ্ঞাত হয়ে তৎপ্রতি অবিচলিত প্রসাদ সম্পন্ন হওয়ার কারণে।

২। মধ্যম প্রতিপদা দ্বারা কাম-সুখভোগ ও আত্মনিগ্রহ (কৃচ্ছ্র-সাধন) অন্তদ্বয় ত্যাগ করে কায়-বাক্য-মনের বক্রতা ত্যাগ করেন বলে উজু বা ঋজু মার্গ প্রতিপন্ন।

৩। ভগবানের শিষ্যসঙ্ঘ আহুতি অর্থাৎ চীবর, পিন্ড, শয্যাসন ও ওষুধ প্রত্যয় দানরূপে গ্রহণের যোগ্য পাত্র বলে আহুনেয়। অথবা দূর হতেও আহ্বান করে এনে দান দেওয়ার যোগ্য। তাঁদেরকে দিলে মহাফল হয় বলিয়া আহুনেয়। দেবরাজ ইন্দ্র প্রভৃতিরও আহ্বানের যোগ্য বলে আহ্বনীয়।

৪। সংঘের গুণসমূহ যথাযথরূপে জ্ঞাত হয়ে তৎপ্রতি অবিচলিত প্রসাদ (শ্রদ্ধা) সম্পন্ন হওয়ার কারণে।

মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।”

“প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, ধর্মের প্রতি অচল শ্রদ্ধাসম্পন্ন হওয়া উত্তম। ভগবান কর্তৃক ধর্ম সুব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনীয়, অকালিক, এস দেখ বলার যোগ্য, উপনায়িক, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষীতব্য (উপলব্ধিগম্য)। প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, এ জগতে কিছু কিছু সত্ত্ব ধর্মের প্রতি অচল শ্রদ্ধাসম্পন্ন হেতু দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।”

“প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, সংঘের প্রতি অচল শ্রদ্ধাসম্পন্ন হওয়া উত্তম (মঙ্গলজনক)। ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপ্রতিপন্ন, ঋজু প্রতিপন্ন, ন্যায় প্রতিপন্ন, সমীচীন বা উত্তম (নির্বাণ) প্রতিপন্ন। চারি যুগল বা পুদ্‌গলভেদে অষ্টবিধ ভগবানের এই শ্রাবকসংঘ আহুনেয় (অভ্যর্থনার্হ), পাহুনেয়[১] (পূজার্হ ও সম্মানার্হ), দক্ষিণার্হ[২] (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলিকরণীয়[৩] এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র[৪]। প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, এ জগতে কিছ কিছু সত্ত্ব সংঘের প্রতি অচল শ্রদ্ধাসম্পন্ন হেতু দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।”

প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, আর্যকান্ত, অখণ্ড, ছিদ্রহীন, নির্মল, নিষ্কাম, বিজ্ঞ প্রশংসিত, অনবদ্য, সমাধিপ্রদ শীলসমূহের দ্বারা সমন্বাগত (সুসংযত) হওয়া উত্তম। প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, এ জগতে কিছু কিছু সত্ত্ব আর্যকান্ত শীলের দ্বারা সমন্বাগত হয়ে দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।

৯. অতঃপর দেবরাজ শক্র পঞ্চশত দেবতা, ছয়শত দেবতা, সপ্তশত দেবতা, অষ্টশত দেবতা ও অশীতি সহস্র দেবতা পরিবৃত হয়ে যেখানে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন সেখানে উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নকে অভিবাদন করে একপাশে স্থিত হলেন। একপাশে স্থিত দেবরাজ শক্রকে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন বললেন :

১০. “হে দেবরাজ, বুদ্ধের শরণাপন্ন হওয়া উত্তম। হে দেবরাজ, এ

---

[১]। এ স্থলে পাহুন অর্থ দূর দেশ হতে আগত প্রিয় জ্ঞাতি মিত্রের সৎকারের জন্য সজ্জিত সামগ্রী। সেই পাহুন দানের ও গ্রহণের যোগ্য বলে ভগবানের শ্রাবকসংঘ পাহুনেয়। সংঘ সদৃশ আর পাহুনক নাই।

[২]। দাক্ষিণেয়, পরলোক বিশ্বাস করে প্রদত্ত দানকে দক্ষিণা বলে। সেই দক্ষিণা গ্রহণের যোগ্য বলে সঙ্ঘ দাক্ষিণেয়।

[৩]। উভয় হস্ত কপালে জোড় করে স্থাপনপূর্বক নমস্কার (প্রণাম) করার যোগ্য বলে সংঘ অঞ্জলিকরণীয়।

[৪]। সর্বলোকের অনুত্তর, অসদৃশ পুণ্যক্ষেত্র।

জগতে কিছু কিছু সত্ত্ব বুদ্ধের শরণাপন্ন হেতু দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। তারা অন্য দেবগণকে দশটি বিষয়ে অভিভূত (পরাজিত) করে। সেই দশটি বিষয় হলো—দিব্য আয়ু, দিব্য বর্ণ, দিব্য সুখ, দিব্য যশ, দিব্য আধিপত্য, দিব্য রূপ, দিব্য শব্দ, দিব্য গন্ধ, দিব্য রস এবং দিব্য স্পর্শ।"

"হে দেবরাজ, ধর্মের শরণাপন্ন হওয়া উত্তম। হে দেবরাজ, এ জগতে কিছু কিছু সত্ত্ব ধর্মের শরণাপন্ন হেতু দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। তারা অন্য দেবগণকে দশটি বিষয়ে অভিভূত করে। সেই দশটি বিষয় হলো—দিব্য আয়ু, দিব্য বর্ণ, দিব্য সুখ, দিব্য যশ, দিব্য আধিপত্য, দিব্য রূপ, দিব্য শব্দ, দিব্য গন্ধ, দিব্য রস এবং দিব্য স্পর্শ।"

"হে দেবরাজ সংঘের শরণাপন্ন হওয়া উত্তম। হে দেবরাজ, এ জগতে কিছু কিছু সত্ত্ব সংঘের শরণাপন্ন হেতু দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। তারা অন্য দেবগণকে দশটি বিষয়ে অভিভূত করে। সেই দশটি বিষয় হলো—দিব্য আয়ু, দিব্য বর্ণ, দিব্য সুখ, দিব্য যশ, দিব্য আধিপত্য, দিব্য রূপ, দিব্য শব্দ, দিব্য গন্ধ, দিব্য রস এবং দিব্য স্পর্শ।"

১১. "প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, বুদ্ধের শরণাপন্ন হওয়া উত্তম। প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, এ জগতে কিছু কিছু সত্ত্ব বুদ্ধের শরণাপন্ন হেতু দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। তারা অন্য দেবগণকে দশটি বিষয়ে অভিভূত (পরাজিত) করে। সেই দশটি বিষয় হলো—দিব্য আয়ু, দিব্য বর্ণ, দিব্য সুখ, দিব্য যশ, দিব্য আধিপত্য, দিব্য রূপ, দিব্য শব্দ, দিব্য গন্ধ, দিব্য রস এবং দিব্য স্পর্শ।"

"প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, ধর্মের শরণাপন্ন হওয়া উত্তম। প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, এ জগতে কিছু কিছু সত্ত্ব ধর্মের শরণাপন্ন হেতু দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। তারা অন্য দেবগণকে দশটি বিষয়ে অভিভূত করে। সেই দশটি বিষয় হলো—দিব্য আয়ু, দিব্য বর্ণ, দিব্য সুখ, দিব্য যশ, দিব্য আধিপত্য, দিব্য রূপ, দিব্য শব্দ, দিব্য গন্ধ, দিব্য রস এবং দিব্য স্পর্শ।"

"প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, সংঘের শরণাপন্ন হওয়া উত্তম। প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, এ জগতে কিছু কিছু সত্ত্ব সংঘের শরণাপন্ন হেতু দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। তারা অন্য দেবগণকে দশটি বিষয়ে অভিভূত করে। সেই দশটি বিষয় হলো—দিব্য আয়ু, দিব্য বর্ণ, দিব্য সুখ, দিব্য যশ, দিব্য আধিপত্য, দিব্য রূপ, দিব্য শব্দ, দিব্য গন্ধ, দিব্য রস এবং দিব্য স্পর্শ।"

১২. অতঃপর দেবরাজ শত্রু পঞ্চশত দেবতা, ছয়শত দেবতা, সপ্তশত

দেবতা, অষ্টশত দেবতা ও অশীতি সহস্র দেবতা পরিবৃত হয়ে যেখানে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নকে অভিবাদন করে একপাশে স্থিত হলেন। একপাশে স্থিত দেবরাজ শক্রকে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন বললেন :

১৩. "হে দেবরাজ, বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হওয়া উত্তম। সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর দম্যপুরুষ সারথি, দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ ও ভগবান।" "হে দেবরাজ, এ জগতে কিছু কিছু সত্ত্ব বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হেতু দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। তারা অন্য দেবগণকে দশটি বিষয়ে পরাভূত করে। সেই দশটি বিষয় হলো—দিব্য আয়ু, দিব্য বর্ণ, দিব্য সুখ, দিব্য যশ, দিব্য আধিপত্য, দিব্য রূপ, দিব্য শব্দ, দিব্য গন্ধ, দিব্য রস এবং দিব্য স্পর্শ।"

"হে দেবরাজ, ধর্মের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হওয়া উত্তম। ভগবান কর্তৃক ধর্ম সুব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনীয়, অকালিক, এস-দেখ বলার যোগ্য, উপনায়িক ও বিজ্ঞগণ কর্তৃক উপলব্ধিগম্য। হে দেবরাজ, ধর্মের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হেতু এ জগতে কিছু কিছু সত্ত্ব দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। তারা অন্য দেবগণকে দশটি বিষয়ে অভিভূত করে। সেই দশটি বিষয় হলো—দিব্য আয়ু, দিব্য বর্ণ, দিব্য সুখ, দিব্য যশ, দিব্য আধিপত্য, দিব্য রূপ, দিব্য শব্দ, দিব্য গন্ধ, দিব্য রস এবং দিব্য স্পর্শ।"

"হে দেবরাজ, সংঘের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হওয়া উত্তম। ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপ্রতিপন্ন, ঋজু প্রতিপন্ন, ন্যায় প্রতিপন্ন, সমীচীন প্রতিপন্ন। চারি যুগল বা পুদ্গলভেদে অষ্টবিধ ভগবানের শ্রাবকসংঘ আহুনেয়, পাহুনেয়, দক্ষিণার্হ, অঞ্জলিকরণীয় ও জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। হে দেবরাজ, এ জগতে কিছু কিছু সত্ত্ব সংঘের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হেতু দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। তারা দশটি বিষয়ে অন্য দেবগণকে অভিভূত করে। সেই দশটি বিষয় হলো—দিব্য আয়ু, দিব্য বর্ণ, দিব্য সুখ, দিব্য যশ, দিব্য আধিপত্য, দিব্য রূপ, দিব্য শব্দ, দিব্য গন্ধ, দিব্য রস এবং দিব্য স্পর্শ।"

"হে দেবরাজ, আর্যকান্ত, অখণ্ড, ছিদ্রহীন, নির্মল, নিষ্কাম, বিজ্ঞ, প্রশংসিত, অনবদ্য সমাধিপ্রদ শীলসমূহের দ্বারা সমন্বাগত (সুসংযত) হওয়া উত্তম। হে দেবরাজ, এ জগতে কিছু কিছু সত্ত্ব আর্যকান্ত শীলসমূহের দ্বারা

সমন্বাগত হয়ে দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। তারা দশটি বিষয়ে অন্য দেবগণকে অভিভূত করে। সেই দশটি বিষয় হলো—দিব্য আয়ু, দিব্য বর্ণ, দিব্য সুখ, দিব্য যশ, দিব্য আধিপত্য, দিব্য রূপ, দিব্য শব্দ, দিব্য গন্ধ, দিব্য রস, এবং দিব্য স্পর্শ।"

১৪. "প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হওয়া উত্তম। সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর দম্যপুরুষ সারথি, দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ ও ভগবান।" "প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, এ জগতে কিছু কিছু সত্ত্ব বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হেতু দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। তারা অন্য দেবগণকে দশটি বিষয়ে পরাভূত করে। সেই দশটি বিষয় হলো—দিব্য আয়ু, দিব্য বর্ণ, দিব্য সুখ, দিব্য যশ, দিব্য আধিপত্য, দিব্য রূপ, দিব্য শব্দ, দিব্য গন্ধ, দিব্য রস এবং দিব্য স্পর্শ।"

"প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, ধর্মের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হওয়া উত্তম। ভগবান কর্তৃক ধর্ম সুব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনীয়, অকালিক, এস-দেখ বলার যোগ্য, উপনায়িক ও বিজ্ঞগণ কর্তৃক উপলব্ধিগম্য। প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, ধর্মের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হেতু এ জগতে কিছু কিছু সত্ত্ব দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। তারা অন্য দেবগণকে দশটি বিষয়ে অভিভূত করে। সেই দশটি বিষয় হলো—দিব্য আয়ু, দিব্য বর্ণ, দিব্য সুখ, দিব্য যশ, দিব্য আধিপত্য, দিব্য রূপ, দিব্য শব্দ, দিব্য গন্ধ, দিব্য রস এবং দিব্য স্পর্শ।"

"প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, সংঘের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হওয়া উত্তম। ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপ্রতিপন্ন, ঋজু প্রতিপন্ন, ন্যায় প্রতিপন্ন, সমীচীন প্রতিপন্ন। চারি যুগল বা পুদ্গলভেদে অষ্টবিধ ভগবানের শ্রাবকসংঘ আহুনেয়, পাহুনেয়, দক্ষিণার্হ, অঞ্জলিকরণীয় ও জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, এ জগতে কিছু কিছু সত্ত্ব সংঘের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হেতু দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। তারা দশটি বিষয়ে অন্য দেবগণকে অভিভূত করে। সেই দশটি বিষয় হলো—দিব্য আয়ু, দিব্য বর্ণ, দিব্য সুখ, দিব্য যশ, দিব্য আধিপত্য, দিব্য রূপ, দিব্য শব্দ, দিব্য গন্ধ, দিব্য রস এবং দিব্য স্পর্শ।"

"প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, আর্যকান্ত, অখণ্ড, ছিদ্রহীন, নির্মল, নিষ্কাম, বিজ্ঞ, প্রশংসিত, অনবদ্য সমাধিপ্রদ শীলসমূহের দ্বারা সমন্বাগত (সুসংযত) হওয়া উত্তম। প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, এ জগতে কিছু কিছু সত্ত্ব আর্যকান্ত শীলসমূহের

দ্বারা সমন্বাগত হয়ে দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। তারা দশটি বিষয়ে অন্য দেবগণকে অভিভূত করে। সেই দশটি বিষয় হলো—দিব্য আয়ু, দিব্য বর্ণ, দিব্য সুখ, দিব্য যশ, দিব্য আধিপত্য, দিব্য রূপ, দিব্য শব্দ, দিব্য গন্ধ, দিব্য রস, এবং দিব্য স্পর্শ।”

দশম সূত্র সমাপ্ত।

১১. চন্দন সূত্র

৩৪২. অতঃপর চন্দন দেবপুত্র, অতঃপর সুযাম দেবপুত্র, অতঃপর সন্তুষিত দেবপুত্র, অতঃপর সুনিম্মিত দেবপুত্র, অতঃপর বশবর্তী দেবপুত্র; প্রত্যেকের ক্ষেত্রে শক্র সূত্রের মতো বিস্তারিতভাবে জ্ঞাতব্য।

একাদশতম সূত্র সমাপ্ত।

মৌদ্গল্লায়ন সংযুক্ত সমাপ্ত।

স্মারক গাথা :

সবিতর্ক, অবিতর্ক, সুখ আর উপেক্ষা,
আকাশ, বিজ্ঞান, আকিঞ্চন আর নৈবসংজ্ঞা;
অনিমিত্ত, শক্র আর একাদশে চন্দন।

৭. চিত্ত-সংযুক্ত

১. সংযোজন সূত্র

৩৪৩. ১. এক সময় অনেক স্থবির ভিক্ষু মচ্ছিকাসণ্ডে অবস্থান করছিলেন, আম্রবনে। সে সময় একদিন অনেক স্থবির ভিক্ষু পিণ্ডাচরণ হতে প্রত্যাবর্তনের পর আহার কৃত্য সম্পাদন করে মন্ডলমালে (বৃত্তাকার কক্ষে) একত্রিত ও উপবিষ্ট হলে তাদের মধ্যে এই ধর্মালোচনা আরম্ভ হলো—"বন্ধুগণ, সংযোজন বা সংযোজনীয় ধর্মসমূহ কি অর্থত ও ব্যঞ্জনত পৃথক পৃথক নাকি অর্থত এক কিন্তু ব্যঞ্জনত পৃথক পৃথক?" তখন কিছু কিছু স্থবির ভিক্ষু বললেন, "বন্ধুগণ, সংযোজন বা সংযোজনীয় ধর্মসমূহ অর্থত ও ব্যঞ্জনত পৃথক পৃথক"। অপর কিছু কিছু স্থবির ভিক্ষু বললেন, "বন্ধুগণ, সংযোজন বা সংযোজনীয় ধর্মসমূহ অর্থত এক কিন্তু ব্যঞ্জনত পৃথক পৃথক।"

২. সেই সময় চিত্ত গৃহপতি[১] কোনো কার্যোপলক্ষে মিগপথকে[২] উপস্থিত হলেন। তিনি শুনলেন যে অনেক স্থবির ভিক্ষু নাকি পিণ্ডাচরণ হতে প্রত্যাবর্তনের পর আহারকৃত্য সম্পাদন করে মন্ডলমালে (বৃত্তাকার কক্ষে) একত্রিত ও উপবিষ্ট হলে তাদের মধ্যে এই ধর্মালোচনা আরম্ভ হলো—"বন্ধুগণ, সংযোজন বা সংযোজনীয় ধর্মসমূহ কি অর্থত ও ব্যঞ্জনত পৃথক পৃথক নাকি অর্থত এক ব্যঞ্জনত পৃথক পৃথক?" তখন কিছু কিছু স্থবির ভিক্ষু বললেন, "বন্ধুগণ, সংযোজন বা সংযোজনীয় ধর্মসমূহ অর্থত ও ব্যঞ্জনত পৃথক পৃথক"। অপর কিছু কিছু স্থবির ভিক্ষু বললেন, "বন্ধুগণ, সংযোজন বা সংযোজনীয় ধর্মসমূহ অর্থত এক কিন্তু ব্যঞ্জনত পৃথক পৃথক।"

৩. তখন চিত্ত গৃহপতি যেখানে স্থবির ভিক্ষুগণ ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে স্থবির ভিক্ষুগণকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট চিত্ত গৃহপতি স্থবির ভিক্ষুগণকে বললেন, "ভন্তে, আমি এরূপ শুনেছি, অনেক স্থবির ভিক্ষু নাকি পিণ্ডাচরণ হতে প্রত্যাবর্তনের পর আহার কৃত্য সম্পাদন করে মন্ডলমালে (বৃত্তাকার কক্ষে) একত্রিত ও উপবিষ্ট হলে তাঁদের মধ্যে এই ধর্মালোচনা আরম্ভ হলো—'বন্ধুগণ, সংযোজন বা সংযোজনীয় ধর্মসমূহ কি অর্থত ও ব্যঞ্জনত পৃথক পৃথক নাকি অর্থত এক কিন্তু ব্যঞ্জনত পৃথক পৃথক?' তখন কিছু কিছু স্থবির ভিক্ষু বললেন, 'বন্ধুগণ,

---

[১]। ভগবানের শ্রাবক উপাসকদের মধ্যে চিত্ত গৃহপতি ছিলেন ধর্মকথিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য।

[২]। এটি ছিল চিত্ত গৃহপতির অধীনস্থ গ্রাম যা আম্রবনের পশ্চাতে অবস্থিত ছিল।

সংযোজন বা সংযোজনীয় ধর্মসমূহ অর্থত ও ব্যঞ্জনত পৃথক পৃথক।' অপর কিছু কিছু স্থবির ভিক্ষু বললেন, 'বন্ধুগণ, সংযোজন বা সংযোজনীয় ধর্মসমূহ অর্থত এক কিন্তু ব্যঞ্জনত পৃথক পৃথক'। "গৃহপতি তা এরূপই।"

৪. "ভন্তে, সংযোজন বা সংযোজনীয় ধর্মসমূহ অর্থত ও ব্যঞ্জনত পৃথক পৃথক। তদ্ধেতু ভন্তে, আমি আপনাদেরকে (এ বিষয়ে) উপমা প্রদান করব। এখানে কোনো কোনো বিজ্ঞ পুরুষ উপমা প্রয়োগেও ভাষিত বিষয়ের অর্থ বুঝতে সক্ষম হন। যেমন ভন্তে, একটি কালো ষাঁড় ও একটি শ্বেত ষাঁড় একটি রজ্জু (রশি) বা জোয়াল দ্বারা সংযুক্ত আছে। যে ব্যক্তি এরূপ বলে—'কালো ষাঁড়টি শ্বেত ষাঁড়ের সংযোজন (বন্ধন), শ্বেত ষাঁড়টি কালো ষাঁড়ের সংযোজন (বন্ধনের কারণ)'। "এরূপ ভাষণকারী কি যথার্থই (সম্যক) বলেন?" "গৃহপতি, নিশ্চয়ই নয়।" "ভন্তে, কালো ষাঁড়টিও শ্বেত ষাঁড়ের সংযোজন নয়, শ্বেত ষাঁড়ও কালো ষাঁড়ের সংযোজন নয়। যে রজ্জু (রশি) বা জোয়াল দ্বারা ষাঁড়গুলো সংযুক্ত (আবদ্ধ) তা-ই সেখানে সংযোজন।"

৫. "একইভাবে ভন্তে, চক্ষুও রূপসমূহের সংযোজন নয়, রূপসমূহও চক্ষুর সংযোজন নয়। তথায় তদুভয়ের প্রত্যয়ে উৎপন্ন যে ছন্দরাগ, তা সেখানে সংযোজন। শ্রোত্রও (কর্ণ) শব্দসমূহের সংযোজন নয়, শব্দসমূহও শ্রোত্রের সংযোজন নয়। তথায় তদুভয়ের প্রত্যয়ে উৎপন্ন যে ছন্দরাগ, তা-ই সেখানে সংযোজন। ঘ্রাণও (নাসিকা) গন্ধসমূহের সংযোজন নয়, গন্ধসমূহও ঘ্রাণের সংযোজন নয়। তথায় তদুভয়ের প্রত্যয়ে উৎপন্ন যে ছন্দরাগ, তা সেখানে সংযোজন। জিহ্বাও রসসমূহের সংযোজন নয়, রসসমূহও জিহ্বার সংযোজন নয়। তথায় তদুভয়ের প্রত্যয়ে উৎপন্ন যে ছন্দরাগ, তা সেখানে সংযোজন। কায়ও স্প্রষ্টব্যসমূহের সংযোজন নয়, স্প্রষ্টব্যসমূহও কায়ের সংযোজন নয়। তথায় তদুভয়ের প্রত্যয়ে উৎপন্ন যে ছন্দরাগ তা সেখানে সংযোজন। মনও ধর্মসমূহের সংযোজন নয়, ধর্মসমূহও মনের সংযোজন নয়। তথায় তদুভয়ের প্রত্যয়ে উৎপন্ন যে ছন্দরাগ, তা সেখানে সংযোজন।"

"হে গৃহপতি, আপনার পক্ষে ইহা লাভ, সুলাভ যে, গম্ভীর[১] বুদ্ধবচনে আপনার প্রজ্ঞাচক্ষু[২] উৎপন্ন হয়েছে।"

প্রথম সূত্র সমাপ্ত।

---

[১]। গম্ভীর অর্থে অর্থগম্ভীর, ধর্মগম্ভীর।

[২]। জ্ঞানচক্ষু (অর্থকথা)।

২. প্রথম ইসিদত্ত সূত্র

৩৪৪. ১. এক সময় অনেক স্থবির ভিক্ষু মচ্ছিকাসন্ডে অবস্থান করছিলেন, আম্রবনে। অতঃপর চিত্ত গৃহপতি যেখানে স্থবির ভিক্ষুগণ ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে স্থবির ভিক্ষুগণকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট চিত্ত গৃহপতি স্থবির ভিক্ষুগণকে বললেন, "ভন্তে, স্থবিরগণ আগামীকালের জন্য আমার (গৃহে) ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।" স্থবির ভিক্ষুগণ নীরবে সম্মতি জানালেন। তখন চিত্ত গৃহপতি স্থবির ভিক্ষুগণের সম্মতি অবগত হয়ে আসন হতে উঠে স্থবির ভিক্ষুগণকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন। অতঃপর স্থবির ভিক্ষুগণ সেই রাত্রির অবসানে পূর্বাহ্ন সময়ে নিবাসন (অন্তর্বাস) পরিধান করে পাত্র-চীবর ধারণ করে যেখানে চিত্ত গৃহপতির আবাস (গৃহ) সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন।

২. তখন চিত্ত গৃহপতি যেখানে স্থবির ভিক্ষুগণ সেখানে উপস্থিত হয়ে স্থবির ভিক্ষুগণকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট চিত্ত গৃহপতি আয়ুষ্মান স্থবিরকে বললেন, "ভন্তে স্থবির, 'ধাতুর অনেকত্ব, ধাতুর অনেকত্ব' বলে কথিত হয়। ভন্তে, ভগবান কর্তৃক কতদূর পর্যন্ত ধাতুর অনেকত্ব উক্ত হয়েছে?" এরূপ উক্ত হলে আয়ুষ্মান স্থবির নীরব রইলেন। দ্বিতীয়বারও চিত্ত গৃহপতি আয়ুষ্মান স্থবিরকে বললেন, "ভন্তে স্থবির, 'ধাতুর অনেকত্ব, ধাতুর অনেকত্ব' বলে কথিত হয়। ভন্তে, ভগবান কর্তৃক কতটুকু পর্যন্ত ধাতুর অনেকত্ব উক্ত হয়েছে?" দ্বিতীয়বারও আয়ুষ্মান স্থবির নীরব রইলেন। তৃতীয়বারও চিত্ত গৃহপতি আয়ুষ্মান স্থবিরকে বললেন, "ভন্তে স্থবির, 'ধাতুর অনেকত্ব, ধাতুর অনেকত্ব' বলে কথিত হয়। ভন্তে, ভগবান কর্তৃক কতটুকু পর্যন্ত ধাতুর অনেকত্ব উক্ত হয়েছে?" তৃতীয়বারও আয়ুষ্মান স্থবির নীরব রইলেন।

৩. সেই সময় সেই ভিক্ষুসংঘের মধ্যে আয়ুষ্মান ইসিদত্ত[১] ছিলেন সর্বাপেক্ষা নবীন। তখন আয়ুষ্মান ইসিদত্ত আয়ুষ্মান স্থবিরকে বললেন, "ভন্তে, আমি কি চিত্ত গৃহপতির এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করব?" "আবুসো

---

[১]। ইনি অবন্তীরাজ্যের বর্ধগ্রামে এক সার্থবাহের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। মচ্ছিকাসন্ডের চিত্ত গৃহপতি তাঁর অদর্শন বন্ধু ছিল। চিত্ত গৃহপতি বুদ্ধগুণ সংযুক্ত একটি পত্র তাঁর নিকট পাঠিয়েছিলেন। সেই পত্রপাঠে বুদ্ধের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। তিনি মহাকচ্চায়ন স্থবিরের নিকট প্রব্রজিত হন। পরে ষড়ভিজ্ঞ হন।

ইসিদত্ত, তুমি চিত্ত গৃহপতির এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর”। “হে গৃহপতি, আপনি নিশ্চয় এরূপেই জিজ্ঞেস করেছেন—“ভন্তে, স্থবির, ‘ধাতুর অনেকত্ব, ধাতুর অনেকত্ব’ বলে কথিত হয়। ভন্তে, ভগবান কর্তৃক কতটুকু পর্যন্ত ধাতুর অনেকত্ব উক্ত হয়েছে?” “হ্যাঁ, ভন্তে।” “হে গৃহপতি, ভগবান কর্তৃক এই পর্যন্ত ধাতুর অনেকত্ব উক্ত হয়েছে, যথা : চক্ষুধাতু, রূপধাতু, চক্ষু-বিজ্ঞানধাতু, শ্রোত্রধাতু, শব্দধাতু, শ্রোত্র-বিজ্ঞানধাতু, ঘ্রাণধাতু, গন্ধধাতু, ঘ্রাণ-বিজ্ঞানধাতু, জিহ্বাধাতু, রসধাতু, জিহ্বা-বিজ্ঞানধাতু, কায়ধাতু, স্প্রষ্টব্যধাতু, কায়-বিজ্ঞানধাতু, মনধাতু, ধর্মধাতু, মনো-বিজ্ঞানধাতু। হে গৃহপতি, এই পর্যন্তই ভগবান কর্তৃক ধাতুর অনেকত্ব উক্ত হয়েছে।”

৪. তখন চিত্ত গৃহপতি আয়ুষ্মান ইসিদত্তের ভাষিত বিষয় অভিনন্দন ও অনুমোদন করে স্থবির ভিক্ষুগণকে উত্তম (উৎকৃষ্ট) খাদ্য-ভোজ্য দ্বারা সহস্তে পরিতৃপ্ত করলেন, সন্তুষ্ট করলেন। তখন স্থবির ভিক্ষুগণ ভোজনের পর পাত্র হতে হস্ত উত্তোলন করে আসন হতে উঠে চলে গেলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান স্থবির আয়ুষ্মান ইসিদত্তকে বললেন, “সাধু! আবুসো ইসিদত্ত, তুমি এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিয়েছ। এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর আমার প্রতিভাত (মনে উদিত) হয়নি। বন্ধু ইসিদত্ত, যখনই অন্যত্র এই প্রশ্ন উত্থাপিত হবে তখন তুমি এইভাবে প্রত্যুত্তর দিও।”

দ্বিতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৩. দ্বিতীয় ইসিদত্ত সূত্র

৩৪৫. ১. এক সময় অনেক স্থবির ভিক্ষু মচ্ছিকাসণ্ডে অবস্থান করছিলেন, আম্রবনে। অতঃপর চিত্ত গৃহপতি যেখানে স্থবির ভিক্ষুগণ ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে স্থবির ভিক্ষুগণকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট চিত্ত গৃহপতি স্থবির ভিক্ষুগণকে বললেন, “ভন্তে, স্থবিরগণ আগামীকালের জন্য আমার (গৃহে) ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।” স্থবির ভিক্ষুগণ নীরবে সম্মতি জানালেন। তখন চিত্ত গৃহপতি স্থবির ভিক্ষুগণের সম্মতি অবগত হয়ে আসন হতে উঠে স্থবির ভিক্ষুগণকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন। অতঃপর স্থবির ভিক্ষুগণ সেই রাত্রির অবসানে পূর্বাহ্ন সময়ে নিবাসন (অন্তর্বাস) পরিধান করে পাত্র-চীবর ধারণ করে যেখানে চিত্ত গৃহপতির আবাস (গৃহ) সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন।

২. তখন চিত্ত গৃহপতি যেখানে স্থবির ভিক্ষুগণ ছিলেন সেখানে উপস্থিত

হয়ে স্থবির ভিক্ষুগণকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট চিত্ত গৃহপতি আয়ুষ্মান স্থবিরকে বললেন, "ভন্তে, স্থবির, জগতে নানাবিধ দৃষ্টি[১], (মিথ্যা ধারণা) উৎপন্ন হয়, যথা—লোক শাশ্বত[২], লোক অশাশ্বত[৩], লোক অন্তবান[৪], লোক অনন্তবান[৫], যেই জীব সেই শরীর[৬], জীব অন্য শরীর অন্য[৭], মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব) থাকে[৮], মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না, মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে এবং মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না[৯]। যা বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টিরূপে ব্রহ্মজালে[১০] বর্ণিত হয়েছে। ভন্তে, এই দৃষ্টিগুলো কিসের বিদ্যমানে উৎপন্ন হয়? কিসের অবিদ্যমানে উৎপন্ন হয় না?" এরূপ উক্ত হলে আয়ুষ্মান স্থবির নীরব রইলেন।

৩. দ্বিতীয়বারও চিত্ত গৃহপতি আয়ুষ্মান স্থবিরকে বললেন, ভন্তে স্থবির, জগতে নানাবিধ দৃষ্টি (মিথ্যা ধারণা) উৎপন্ন হয়, যথা—লোক শাশ্বত, লোক অশাশ্বত, লোক অন্তবান, লোক অনন্তবান, যেই জীব সেই শরীর, জীব অন্য শরীর অন্য, মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব) থাকে, মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না, মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে, মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না

---

[১]। **দিট্‌ঠি :** দৃষ্টি, দৃষ্টি শব্দে বাংলা ভাষায় দর্শন বা জ্ঞান বুঝায় বটে, কিন্তু পালি ভাষায় মিথ্যা, বিপরীত, অযথার্থ, অসম্পূর্ণ, ভ্রান্ত, একাঙ্গ দর্শনই দৃষ্টি। দৃষ্টি বিষয়ের যথাভূত জ্ঞান নয়। আনন্দময় (তৃষ্ণাজনিত) দর্শন, আনন্দময় বিশ্বাস। সেহেতু দৃষ্টি অর্থ মিথ্যাদৃষ্টি, অযথার্থ দর্শন। যথাভূত দর্শনের অভাবে যারা অযথাভূত দর্শন করে তারা মিথ্যাদর্শক, মিথ্যা ধারণা পোষণকারী, আত্মবাদই মিথ্যাদৃষ্টি।

[২]। এতদ্বারা সর্বকালীয়, নিত্য, ধ্রুব, অপরিণামধর্ম উক্ত হল। ইহা ব্রহ্মজাল সূত্রোক্ত চতুর্বিধ শাশ্বতবাদ (টীকা)।

[৩]। ইহা সপ্তবিধ উচ্ছেদবাদের দ্যোতক। (টীকা)

[৪]। সসীম, পরিচ্ছিন্ন, অসর্বগত; এতদ্বারা দেহে বিতস্তি, অঙ্গুষ্ট, যবাদি প্রমাণ দেহী বা আত্মা আছে, এই মত দর্শিত হলো। (টীকা)।

[৫]। আত্মার সর্বব্যাপকত্ব বলা হলো (টীকা)।

[৬]। জীবাত্মা ও পরমাত্মা বা জীব-ব্রহ্মের অভিন্নত্ব (অদ্বৈতবাদ?) বলা হলো (টীকা)।

[৭]। দ্বৈতবাদ বলা হলো (টীকা)।

[৮]। জীবাত্মা মৃত্যুর পর থাকে, ঊর্ধ্বগতি হয়, ইহা দ্বারা শাশ্বত, সংজ্ঞীবাদ, অসংজ্ঞীবাদ, নৈবসংজ্ঞী নাসংজ্ঞীবাদ প্রদর্শিত। (টীকা)।

[৯]। 'না থাকে' মানে নাস্তি, উচ্ছেদবাদ; 'থাকে না থাকে' একাংশ শাশ্বত, একাংশ উচ্ছেদ,(ব্রহ্মসত্যম জগন্মিথ্যা?) বাদ প্রদর্শিত। 'না থাকে, না না থাকে' অমরাবিক্ষেপ বাদের দ্যোতক। (টীকা)।

[১০]। ব্রহ্মজাল সূত্র; যা দীর্ঘনিকায়ের প্রথম সূত্র।

থাকেও না; যা বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টিরূপে ব্রহ্মজালে বর্ণিত হয়েছে। ভন্তে, এই দৃষ্টিগুলো কিসের বিদ্যমানে উৎপন্ন হয়? কিসের অবিদ্যমানে উৎপন্ন হয় না?” দ্বিতীয়বারও আয়ুষ্মান স্থবির নীরব রইলেন। তৃতীয়বারও চিত্ত গৃহপতি আয়ুষ্মান স্থবিরকে বললেন, “ভন্তে স্থবির, জগতে নানাবিধ দৃষ্টি (মিথ্যা ধারণা) উৎপন্ন হয়, যথা—লোক শাশ্বত, লোক অশাশ্বত, লোক অন্তবান, লোক অনন্তবান, যেই জীব সেই শরীর, জীব অন্য শরীর অন্য, মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব) থাকে, মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না, মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে, মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না; যা বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টিরূপে ব্রহ্মজালে বর্ণিত হয়েছে। ভন্তে, এই দৃষ্টিগুলো কিসের বিদ্যমানে উৎপন্ন হয়? কিসের অবিদ্যমানে উৎপন্ন হয় না?” তৃতীয়বারও আয়ুষ্মান স্থবির নীরব রইলেন।

৪. সেই সময়ে সেই ভিক্ষুসংঘের মধ্যে আয়ুষ্মান ইসিদত্ত ছিলেন সর্বাপেক্ষা নবীন। তখন আয়ুষ্মান ইসিদত্ত আয়ুষ্মান স্থবিরকে বললেন, “ভন্তে, আমি কি চিত্ত গৃহপতির এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করব?” “আবুসো ইসিদত্ত, তুমি চিত্ত গৃহপতির এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর।” “হে গৃহপতি, আপনি নিশ্চয় এরূপেই জিজ্ঞেস করেছেন—ভন্তে স্থবির, জগতে নানাবিধ দৃষ্টি (মিথ্যা ধারণা) উৎপন্ন হয়, যথা—লোক শাশ্বত, লোক অশাশ্বত, লোক অন্তবান, লোক অনন্তবান, যেই জীব সেই শরীর, জীব অন্য শরীর অন্য, মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব) থাকে, মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না, মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে, মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না; যা বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টিরূপে ব্রহ্মজালে বর্ণিত হয়েছে। ভন্তে, এই দৃষ্টিগুলো কিসের বিদ্যমানে উৎপন্ন হয়? কিসের অবিদ্যমানে উৎপন্ন হয় না?” “হ্যাঁ, ভন্তে”।

৫. “হে গৃহপতি, জগতে নানাবিধ দৃষ্টি (মিথ্যা ধারণা) উৎপন্ন হয়, যথা—লোক শাশ্বত, লোক অশাশ্বত, লোক অন্তবান, লোক অনন্তবান, যেই জীব সেই শরীর, জীব অন্য শরীর অন্য, মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না, মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে; মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না; যা বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টিরূপে ব্রহ্মজালে বর্ণিত হয়েছে। হে গৃহপতি, সৎকায় দৃষ্টির বিদ্যমানে এই দৃষ্টিগুলো উৎপন্ন হয়। সৎকায় দৃষ্টির অবিদ্যমানে এই দৃষ্টিগুলো উৎপন্ন হয় না।”

৬. “ভন্তে, কিরূপে লোক সৎকায় দৃষ্টির বশবর্তী হয়?” “হে গৃহপতি,

অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন, যে আর্যগণের[১] দর্শন লাভ করেনি, আর্যধর্মে অকোবিদ[২], আর্যধর্মে অবিনীত, যে সৎপুরুষগণের দর্শন লাভ করেনি, সৎপুরুষধর্মে অকোবিদ, সৎপুরুষধর্মে অবিনীত, রূপকে আত্মদৃষ্টিতে দেখে, আত্মাকে রূপবান দেখে, আত্মায় রূপ দেখে কিংবা রূপে আত্মদর্শন করে। বেদনাকে আত্মদৃষ্টিতে দেখে, আত্মাকে বেদনাবান দেখে, আত্মায় বেদনা দেখে কিংবা বেদনায় আত্মদর্শন করে। সংজ্ঞাকে আত্মদৃষ্টিতে দেখে, আত্মাকে সংজ্ঞাবান দেখে, আত্মায় সংজ্ঞা দেখে কিংবা সংজ্ঞায় আত্মদর্শন করে। সংস্কারকে আত্মদৃষ্টিতে দেখে, আত্মাকে সংস্কারবান দেখে, আত্মায় সংস্কার দেখে কিংবা সংস্কারে আত্মদর্শন করে। বিজ্ঞানকে আত্মদৃষ্টিতে দেখে, আত্মাকে বিজ্ঞানবান দেখে, আত্মায় বিজ্ঞান দেখে কিংবা বিজ্ঞানে আত্মদর্শন করে। হে গৃহপতি, এইরূপেই লোক সৎকায়দৃষ্টির বশবর্তী হয়।"

৭. "ভন্তে, কিরূপে লোক সৎকায়দৃষ্টির বশবর্তী হয় না?" "হে গৃহপতি, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক, যিনি আর্যগণের দর্শন লাভ করেন, আর্যধর্মে কোবিদ, আর্যধর্মে সুবিনীত, যিনি সৎপুরুষগণের দর্শন লাভ করেন, সৎপুরুষ ধর্মে কোবিদ, সৎপুরুষধর্মে সুবিনীত, রূপে আত্মাকে দেখেন না, আত্মাকে রূপবান দেখেন না, আত্মায় রূপ দেখেন না কিংবা রূপে আত্মদর্শন করেন না। বেদনায় আত্মাকে দেখেন না, আত্মাকে বেদনাবান দেখেন না, আত্মায় বেদনা দেখেন না কিংবা বেদনায় আত্মদর্শন করেন না। সংজ্ঞায় আত্মাকে দেখেন না, আত্মাকে সংজ্ঞাবান দেখেন না, আত্মায় সংজ্ঞা দেখেন না কিংবা সংজ্ঞায় আত্মদর্শন করেন না। সংস্কারে আত্মাকে দেখেন না, আত্মাকে সংস্কারবান দেখেন না, আত্মায় সংস্কার দেখেন না কিংবা সংস্কারে আত্মদর্শন করেন না। বিজ্ঞানে আত্মাকে দেখেন না, আত্মাকে বিজ্ঞানবান দেখেন না, আত্মায় বিজ্ঞান দেখেন না, কিংবা বিজ্ঞানে আত্মদর্শন করেন না। হে গৃহপতি, এরূপেই লোক সৎকায় দৃষ্টির বশবর্তী হয় না।"

৮. "ভন্তে, আর্য ইসিদত্ত কোথা হতে এসেছেন?" "গৃহপতি, আমি অবন্তী হতে এসেছি।" "ভন্তে, অবন্তীতে আমাদের অদৃষ্ট সহচর (বন্ধু) ইসিদত্ত নামক প্রব্রজিত কুলপুত্র আছেন কি?" আপনি তাঁকে দেখেছেন কি?" "হ্যাঁ, গৃহপতি"। "ভন্তে, সেই আয়ুষ্মান বর্তমানে কোথায় অবস্থান করছেন?

---

[১]। এ স্থলে আর্য ও সৎপুরুষ একার্থবাচক। বুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধ এবং বুদ্ধশ্রাবক সকলেই আর্য ও সৎপুরুষ।

[২]। অকোবিদো = অকুসলো (অদক্ষ) (প-সূ)।

এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আয়ুষ্মান ইসিদত্ত নীরব রইলেন। "ভন্তে, আর্যই কি আমাদের ইসিদত্ত?" "হ্যাঁ, গৃহপতি"। "ভন্তে, আর্য ইসিদত্ত মচ্ছিকাসন্ডে রমণীয় আম্রবনে অভিরমিত হোন, আমি আর্য ইসিদত্তের চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, গিলান-প্রত্যয়, ভৈষজ্য পরিস্কার (উপকরণ) ব্যবস্থার উদ্যোগ করব।"

"গৃহপতি, কল্যাণ বলেছেন।"

৯. তখন চিত্ত গৃহপতি আয়ুষ্মান ইসিদত্তের ভাষিত বিষয় অভিনন্দন ও অনুমোদন করে স্থবির ভিক্ষুগণকে উত্তম (উৎকৃষ্ট) খাদ্য-ভোজ্য দ্বারা সহস্তে পরিতৃপ্ত করলেন, সন্তুষ্ট করলেন। তখন স্থবির ভিক্ষুগণ ভোজনের পর পাত্র হতে হস্ত উত্তোলন করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান স্থবির আয়ুষ্মান ইসিদত্তকে বললেন, "সাধু, আবুসো ইসিদত্ত, তুমি এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিয়েছ। এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর আমার মনে উদিত হয়নি। আবুসো ইসিদত্ত, যখনই অন্যত্র এই প্রশ্ন উদিত হবে তখনই তুমি এভাবে প্রত্যুত্তর দিও।" তখন আয়ুষ্মান ইসিদত্ত শয়নাসন সামলিয়ে (গুছিয়ে) রেখে পাত্র-চীবর গ্রহণ করে মচ্ছিকাসন্ড হতে প্রস্থান করলেন। মচ্ছিকাসন্ড হতে এভাবে প্রস্থান করলেন যে, পুনঃ সেখানে ফিরে আসলেন না।

তৃতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৪. মহক প্রাতিহার্য[১] সূত্র

৩৪৬. ১. এক সময় বহুসংখ্যক স্থবির ভিক্ষু মচ্ছিকাসন্ডে অবস্থান করছিলেন, আম্রবনে। তখন চিত্ত গৃহপতি যেখানে স্থবির ভিক্ষুগণ ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে স্থবির ভিক্ষুগণকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট চিত্ত গৃহপতি স্থবির ভিক্ষুগণকে বললেন, "ভন্তে, স্থবিরগণ, আগামীকল্য আমার গরুর খোঁয়ারে[২] অন্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। স্থবির ভিক্ষুগণ নীরবে সম্মতি জানালেন। তখন চিত্ত গৃহপতি স্থবির ভিক্ষুগণের সম্মতি অবগত হয়ে আসন হতে উঠে স্থবির ভিক্ষুগণকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন (চলে গেলেন)। অতঃপর স্থবির ভিক্ষুগণ সেই রাত্রির অবসানে পূর্বাহ্ন সময়ে নিবাসন (অন্তর্বাস) পরিধান করে পাত্র-চীবর ধারণ করে যেখানে চিত্ত গৃহপতির গরুর খোঁয়ার সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত (প্রস্তুতকৃত) আসনে উপবেশন

---

[১]। অলৌকিক ঋদ্ধি।

[২]। পালি—গোকুলে।

করলেন।

২. তখন চিত্ত গৃহপতি স্থবির ভিক্ষুগণকে উত্তম ঘৃতপায়স দ্বারা সহস্তে পরিতৃপ্ত করলেন, সন্তুষ্ট করলেন। অতঃপর স্থবির ভিক্ষুগণ ভোজনের পর পাত্র হতে হস্ত উত্তোলন করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন। চিত্ত গৃহপতিও 'অবশিষ্টাংশ দান কর' বলে স্থবির ভিক্ষুগণের পিছনে পিছনে অনুগমন করলেন। সেই সময় (আবহাওয়া) অত্যন্ত উত্তপ্ত ছিল। স্থবির ভিক্ষুগণ ভোজন করেছেন মনে করে অস্থির কায়ে[১] (ইতস্তত বিচরণ করতে করতে) গমন করছিলেন।

৩. সেই সময়ে সেই সংঘে আয়ুষ্মান মহক ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ (নবীন)। তখন আয়ুষ্মান মহক আয়ুষ্মান স্থবিরকে বললেন, "ভন্তে, শীতল বায়ু প্রবাহিত হলে, বজ্রপাত হলে এবং গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিপাত হলে উত্তম (ভালো) হতো।" "বন্ধু মহক, শীতল বায়ু প্রবাহিত হলে, বজ্রপাত হলে এবং গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিপাত হলে সত্যিই উত্তম হতো!"

৪. তখন আয়ুষ্মান মহক সেরূপ ঋদ্ধি[২] করলেন যাতে শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়, বজ্রপাত হয় এবং গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিপাত হয়। তখন চিত্ত গৃহপতির মনে এইভাব উদিত হলো-'যিনি এই ভিক্ষুসংঘে সর্বকনিষ্ঠ ভিক্ষু তার এরূপ ঋদ্ধানুভাব!' অতঃপর আয়ুষ্মান মহক বিহারে উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান স্থবিরকে বললেন, "ভন্তে, এতটুকু কি যথেষ্ট হয়েছে?" "বন্ধু মহক, এতটুকুই যথেষ্ট হয়েছে! তোমার দ্বারা যথেষ্ট কৃত হয়েছে! যথেষ্ট পূজা (সেবা) করা হয়েছে!" তখন স্থবির ভিক্ষুগণ নিজ নিজ বিহারে (আবাসে) গমন করলেন এবং আয়ুষ্মান মহকও নিজ বিহারে গমন করলেন।

৫. অতঃপর চিত্ত গৃহপতি যেখানে আয়ুষ্মান মহক সেখানে উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান মহককে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট চিত্ত গৃহপতি আয়ুষ্মান মহককে বললেন, "ভন্তে, আমার পক্ষে উত্তম হবে যদি আর্য মহক আমাকে অলৌকিক ঋদ্ধি প্রাতিহার্য প্রদর্শন করেন।" "তাহলে গৃহপতি, আপনি বারান্দায় গিয়ে উত্তরাসঙ্গ (গায়ের চীবর) বিস্তারিত করে (বিছিয়ে) সেখানে তৃণগুচ্ছ ছড়িয়ে দিন।" "হ্যাঁ, ভন্তে" বলে

---

[১]। অর্থকথামতে, অত্যন্ত উষ্ণতা-হেতু স্থলভাগের বালুকারাশি তীব্র উত্তপ্ত (গরম) হয়েছিল। ফলে স্থবির ভিক্ষুগণ ইতস্তত গমন করছিলেন।

[২]। চতুর্থ ধ্যানলাভী যোগী ইচ্ছা করলে বিবিধ ঋদ্ধি বা অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করতে পারেন। তিনি একজন শত-সহস্রজন হতে পারেন। পৃথিবী পর্বত ভেদ করে জলের উপরে-ভিতরে ও গগনমার্গে যাতায়াত করতে পারেন ইত্যাদি।

চিত্ত গৃহপতি আয়ুষ্মান মহককে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বারান্দায় (অলিন্দে) উত্তরাসজ্ঝ বিস্তারিত করে তাতে তৃণগুচ্ছ ছড়িয়ে দিলেন। তখন আয়ুষ্মান মহক বিহারে প্রবেশ করে দরজায় অর্গলবদ্ধ করে (হুক লাগিয়ে) এমন ঋদ্ধি করলেন যে তালার ছিদ্র দিয়ে এবং কবাটের মধ্যবর্তী শূন্যস্থান দিয়ে অগ্নিশিখা নির্গত হয়ে তৃণসমূহ দগ্ধ করল কিন্তু উত্তরাসজ্ঝ দগ্ধ করল না। তখন চিত্ত গৃহপতি উত্তরাসজ্ঝ ঝেড়ে উদ্বিগ্ন ও রোমাঞ্চিত হয়ে একপাশে দাঁড়ালেন। তৎপর আয়ুষ্মান মহক বিহার হতে বের হয়ে চিত্ত গৃহপতিকে বললেন, "হে গৃহপতি, এতটুকু যথেষ্ট হয়েছে কি?" "ভন্তে মহক, এতটুকুই যথেষ্ট হয়েছে! ভন্তে মহক, যথেষ্ট কৃত হয়েছে! ভন্তে মহক, যথেষ্ট সম্মান করা হয়েছে। "ভন্তে, আর্য মহক মচ্ছিকাসন্ডে রমণীয় আম্রবনে অভিরমিত হোন, আমি আর্য মহকের চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, গিলান-প্রত্যয় (রোগীর পথ্য) ভৈষজ্য উপকরণ ব্যবস্থার উদ্যোগ করব।"

"গৃহপতি, কল্যাণ বলেছেন।"

৬. অতঃপর আয়ুষ্মান মহক শয়নাসন গুছিয়ে রেখে পাত্র-চীবর গ্রহণ করে মচ্ছিকাসন্ড হতে প্রস্থান করলেন। মচ্ছিকাসন্ড হতে এভাবে প্রস্থান করলেন যে, পুনঃ সেখানে ফিরে আসলেন না।

চতুর্থ সূত্র সমাপ্ত।

৫. প্রথম কামভূ সূত্র

৩৪৭. ১. এক সময় আয়ুষ্মান কামভূ মচ্ছিকাসন্ডে অবস্থান করছিলেন, আম্রবনে। তখন চিত্ত গৃহপতি যেখানে আয়ুষ্মান কামভূ ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান কামভূকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট চিত্ত গৃহপতিকে আয়ুষ্মান কামভূ বললেন, হে গৃহপতি, ইহা উক্ত হয় :

২. "পবিত্রতা অগ্রে করি, শুভ্র আবরণ পরি,
স্মৃতিরূপ এক গতি, রথ এক করে আগমন,
আসে দুঃখহীন একজন কর তাকে দরশন,
ছিন্ন যার তৃষ্ণাস্রোত, বিমুক্ত যে সকল বন্ধন।"

৩. "হে গৃহপতি, কিরূপে এই সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তারিত অর্থ দর্শন করা উচিত?" "ভন্তে, ইহা কি ভগবান কর্তৃক ভাষিত?" "হ্যাঁ, গৃহপতি।" "তাহলে ভন্তে, আপনি মুহূর্তকাল অপেক্ষা করুন ততক্ষণে আমি ইহার অর্থ নিরীক্ষণ করি।" তখন চিত্ত গৃহপতি মুহূর্তকাল মাত্র মৌন (নীরব) থেকে

আয়ুষ্মান কামভূকে বললেন :

৪. "ভন্তে, পবিত্রতা শীলের অধিবচন। ভন্তে, শুভ্র আবরণ বিমুক্তির অধিবচন। ভন্তে, একগতি স্মৃতির অধিবচন। ভন্তে, আগমন অভিগমন-প্রত্যাগমনের অধিবচন। ভন্তে, রথ চারিমহাভূতময়, মাতৃপিতৃ-সম্ভূত (মাতাপিতা হতে উৎপন্ন) অন্ন-ব্যঞ্জন বর্ধিত, অনিত্য-বিনাশন-ভেদন-বিধ্বংসন স্বভাব বিশিষ্ট দেহের অধিবচন। ভন্তে, রাগ (আসক্তি) দুঃখ, দ্বেষ দুঃখ, মোহ দুঃখ; তা ক্ষীণাসব ভিক্ষুর প্রহীন (পরিত্যক্ত), উচ্ছিন্ন-মূল, শীর্ষহীন তালবৃক্ষসদৃশ, পুনর্ভবরহিত, অনাগতে অনুৎপত্তিশীল। সেজন্য ক্ষীণাসব ভিক্ষু দুঃখহীন বলে কথিত হন। ভন্তে, আগমনরত (আসে) অর্হতের অধিবচন। ভন্তে, স্রোত তৃষ্ণার অধিবচন। তা ক্ষীণাসব ভিক্ষুর প্রহীন, উচ্ছিন্ন-মূল, শীর্ষবিহীন তালবৃক্ষসদৃশ, পুনর্ভবরহিত, অনাগতে অনুৎপত্তিশীল। সেজন্য ক্ষীণাসব ভিক্ষু 'ছিন্নস্রোত' বলে কথিত হন। ভন্তে, রাগ (আসক্তি) বন্ধন, দ্বেষ বন্ধন, মোহ বন্ধন; তা ক্ষীণাসব ভিক্ষুর প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল, শীর্ষবিহীন তালবৃক্ষ সদৃশ, পুনর্ভবরহিত, অনাগতে অনুৎপত্তিশীল। সেজন্য ক্ষীণাসব ভিক্ষু 'বন্ধন বিমুক্ত' বলে কথিত হন। ভন্তে, ভগবান কর্তৃক ইহা উক্ত হয়েছে :

৫. "পবিত্রতা অগ্রে করি, শুভ্র আবরণ পরি,
স্মৃতিরূপ এক গতি, রথ এক করে আগমন,
আসে দুঃখহীন একজন কর তাকে দরশন,
ছিন্ন যার তৃষ্ণাস্রোত, বিমুক্ত যে সকল বন্ধন।"

"ভন্তে, ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তভাবে ভাষিত বিষয়ের বিস্তারিত অর্থ আমি এরূপে জানি।" "হে গৃহপতি, আপনার পক্ষে ইহা লাভ, আপনার পক্ষে ইহা সুলাভ যে গম্ভীর বুদ্ধবচনে আপনার প্রজ্ঞাচক্ষু উৎপন্ন হয়েছে।"

পঞ্চম সূত্র সমাপ্ত।

৬. দ্বিতীয় কামভূ সূত্র

৩৪৮. ১. এক সময় আয়ুষ্মান কামভূ মচ্ছিকাসণ্ডে অবস্থান করছিলেন, আম্রবনে। তখন চিত্ত গৃহপতি যেখানে আয়ুষ্মান কামভূ ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান কামভূকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট চিত্ত গৃহপতি আয়ুষ্মান কামভূকে বললেন :

২. "ভন্তে, সংস্কার কত প্রকার?" "গৃহপতি, এই তিন প্রকার সংস্কার। যথা : কায়-সংস্কার, বাক্-সংস্কার, চিত্ত-সংস্কার।" "সাধু, ভন্তে" বলে চিত্ত

গৃহপতি আয়ুষ্মান কামভূর উক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা অনুমোদন করে আয়ুষ্মান কামভূকে তদতিরিক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, কায়-সংস্কার কী, বাক্-সংস্কার কী, চিত্ত-সংস্কার কী?" "গৃহপতি, শ্বাস-প্রশ্বাস কায়-সংস্কার, বিতর্ক-বিচার বাক্ সংস্কার, সংজ্ঞা ও বেদনা চিত্ত-সংস্কার।" "সাধু ভন্তে" বলে চিত্ত গৃহপতি আয়ুষ্মান কামভূর উক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা অনুমোদন করে আয়ুষ্মান কামভূকে তদতিরিক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, কী কারণে শ্বাস-প্রশ্বাস কায়-সংস্কার, কী কারণে বিতর্ক-বিচার বাক্-সংস্কার, কী কারণে সংজ্ঞা ও বেদনা চিত্ত-সংস্কার?" "গৃহপতি, শ্বাস-প্রশ্বাস কায়িক, এগুলো কায়-প্রতিবদ্ধ, তজ্জন্য শ্বাস-প্রশ্বাস কায়-সংস্কার। গৃহপতি, পূর্বে বিতর্ক-বিচার করে পরে বাক্য উচ্চারণ করে, সেজন্য বিতর্ক-বিচার বাক্-সংস্কার। গৃহপতি, সংজ্ঞা ও বেদনা চৈতসিক (চিত্তগত ধর্ম), এই (দুই) ধর্ম চিত্ত প্রতিবদ্ধ, সেজন্য সংজ্ঞা ও বেদনা চিত্ত-সংস্কার।"

৩. "সাধু ভন্তে" বলে চিত্ত গৃহপতি আয়ুষ্মান কামভূর উক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা অনুমোদন করে আয়ুষ্মান কামভূকে তদতিরিক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, কিরূপে সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তি লাভ হয়?" "গৃহপতি, যে ভিক্ষু সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তি সম্প্রাপ্ত হন তাঁর মনে এরূপ চিন্তা হয় না যে, তিনি এই সমাপত্তি সম্প্রাপ্ত হবেন কিংবা তিনি ইহা সম্প্রাপ্ত হচ্ছেন, অথবা তিনি ইহা সম্প্রাপ্ত হয়েছেন। পূর্ব হতে তাঁর চিত্ত এভাবে সুভাবিত যে তাতে অক্লেশে তদবস্থায় উপনীত হওয়া যায়।" "সাধু ভন্তে" বলে চিত্ত গৃহপতি আয়ুষ্মান কামভূর উক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা অনুমোদন করে আয়ুষ্মান কামভূকে তদতিরিক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তি-সমাপন্ন ভিক্ষুর মধ্যে কোন ধর্ম প্রথম নিরুদ্ধ হয়, তা কি কায়-সংস্কার, বাক্-সংস্কার কিংবা চিত্ত-সংস্কার?" "গৃহপতি, সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তি-সমাপন্ন ভিক্ষুর মধ্যে প্রথম নিরুদ্ধ হয় কায় সংস্কার, তারপর বাক্-সংস্কার, তারপর চিত্ত-সংস্কার।"

৪. "সাধু ভন্তে" বলে চিত্ত গৃহপতি আয়ুষ্মান কামভূর উক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা অনুমোদন করে আয়ুষ্মান কামভূকে তদতিরিক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, যিনি মৃত, কালগত এবং যেই ভিক্ষু সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তি-নিমগ্ন, তাঁদের মধ্যে পার্থক্য কী?" "গৃহপতি,

যিনি মৃত কালগত তাঁর কায়-সংস্কার (জীবন-ক্রিয়া)[১] নিরুদ্ধ ও প্রস্তব্ধ, বাক্-সংস্কার (বচনক্রিয়া)[২] নিরুদ্ধ ও প্রস্তব্ধ, আয়ু পরিক্ষীণ, উষ্মা উপশান্ত, ইন্দ্রিয়গ্রাম পরিভিন্ন (ছিন্নভিন্ন) হয়; এবং যেই ভিক্ষু সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তি-নিমগ্ন তাঁরও কায়-সংস্কার নিরুদ্ধ ও প্রস্তব্ধ, বাক্-সংস্কার নিরুদ্ধ ও প্রস্তব্ধ, চিত্ত সংস্কার[৩] নিরুদ্ধ ও প্রস্তব্ধ হয়, (কিন্তু) আয়ু পরিক্ষীণ হয় না, উষ্মা উপশান্ত হয় না, ইন্দ্রিয়গ্রাম বিপ্রসন্ন (অনাবিল) থাকে। গৃহপতি, যিনি মৃত কালগত এবং যেই ভিক্ষু সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তি-নিমগ্ন, তাঁদের মধ্যে ইহাই পার্থক্য।"

৫. "সাধু ভন্তে," বলে চিত্ত গৃহপতি আয়ুষ্মান কামভূর উক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা অনুমোদন করে আয়ুষ্মান কামভূকে তদতিরিক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন, ভন্তে, কিরূপে সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তি হতে পুনরুত্থান হয়?" "গৃহপতি, সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তি হতে উঠতে হলে ভিক্ষুর মনে এরূপ কোনো চিন্তা হয় না যে, তিনি এই সমাপত্তি হতে উঠবেন, উঠতেছেন অথবা উঠেছেন। পূর্ব হতে এ বিষয়ে তাঁর চিত্ত এমন সুভাবিত থাকে যাতে সহজেই তদবস্থায় উপনীত হওয়া যায়।" "সাধু ভন্তে", বলে চিত্ত গৃহপতি আয়ুষ্মান কামভূর উক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা অনুমোদন করে আয়ুষ্মান কামভূকে তদতিরিক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তি হতে উঠবার সময় ভিক্ষুর মধ্যে কোন ধর্ম প্রথম জাগ্রত হয়, তা কি কায়-সংস্কার, বাক্-সংস্কার কিংবা চিত্ত-সংস্কার?" "গৃহপতি, সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তি হতে উঠবার সময় ভিক্ষুর মধ্যে প্রথম জাগ্রত হয় চিত্ত-সংস্কার, তারপর কায়-সংস্কার, তারপর বাক্-সংস্কার।" "সাধু ভন্তে", বলে চিত্ত গৃহপতি আয়ুষ্মান কামভূর উক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা অনুমোদন করে আয়ুষ্মান কামভূকে তদতিরিক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তি হতে উত্থিত ভিক্ষুকে কয় স্পর্শে স্পর্শ করে?" "গৃহপতি, সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তি হতে উত্থিত ভিক্ষুকে এই তিন স্পর্শে স্পর্শ করে :-শূন্যতা স্পর্শ, অনিমিত্ত স্পর্শ, অপ্রণিহিত স্পর্শ[৪]।" "সাধু ভন্তে" বলে চিত্ত গৃহপতি

---

[১]। শ্বাস-প্রশ্বাস।

[২]। বিতর্ক-বিচার।

[৩]। সংজ্ঞা ও বেদনা।

[৪]। রাগ(আসক্তি)-দ্বেষ-মোহ-শূন্য অর্থে নির্বাণ শূন্যতা, রাগ-দ্বেষাদি নিমিত্ত অভাবে নির্বাণ অনিমিত্ত এবং রাগ-দ্বেষাদি-প্রণিধি অভাবে নির্বাণ অপ্রণিহিত। (প-সূ)

আয়ুষ্মান কামভূর উক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করে ও তা অনুমোদন করে আয়ুষ্মান কামভূকে তদতিরিক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তি হতে উত্থিত ভিক্ষুর চিত্ত কি অভিমুখী, কি প্রবণ, কি প্রাগ্ভার (অবনত)?" "গৃহপতি, সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তি হতে উত্থিত ভিক্ষুর চিত্ত বিবেকাভিমুখী, বিবেক-প্রবণ, বিবেক-প্রাগ্ভার (বিবেকাবনত)।"

৬. "সাধু, ভন্তে," বলে চিত্ত গৃহপতি আয়ুষ্মান কামভূর উক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা অনুমোদন করে আয়ুষ্মান কামভূকে তদতিরিক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তির পক্ষে কয় ধর্ম বহুপকারী?" "গৃহপতি, আপনি এখন আমাকে যা জিজ্ঞেস করছেন তা নিশ্চয়ই আপনার পক্ষে প্রথমে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। তথাপি আমি তা ব্যাখ্যা করছি। হে গৃহপতি, সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তির দুই ধর্ম বহুপকারী। যথা : শমথ এবং বিদর্শন।"

ষষ্ঠ সূত্র সমাপ্ত।

৭. গোদত্ত সূত্র

৩৪৯. ১. এক সময় আয়ুষ্মান গোদত্ত মচ্ছিকাসন্ডে অবস্থান করছিলেন, আম্রবনে। তখন চিত্ত গৃহপতি যেখানে আয়ুষ্মান গোদত্ত ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান গোদত্তকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট চিত্ত গৃহপতিকে আয়ুষ্মান গোদত্ত বললেন :

২. "হে গৃহপতি, যা অপ্রমেয় চিত্তবিমুক্তি, যা আকিঞ্চন্য চিত্তবিমুক্তি, যা শূন্যতা চিত্তবিমুক্তি এবং যা অনিমিত্ত চিত্তবিমুক্তি, এই সকল ধর্ম অর্থত ও ব্যঞ্জনত পৃথক পৃথক অথবা অর্থত এক কিন্তু ব্যঞ্জনত পৃথক পৃথক?" "ভন্তে, এমন এক ব্যাখ্যাপ্রণালি আছে যা অবলম্বন করে বলা যেতে পারে—এই সকল ধর্ম অর্থত ও ব্যঞ্জনত পৃথক পৃথক। ভন্তে, এমন এক ব্যাখ্যাপ্রণালিও আছে যা অবলম্বন করে বলা যেতে পারে—এই সকল ধর্ম অর্থত এক কিন্তু ব্যঞ্জনত পৃথক পৃথক।" "গৃহপতি, সেই ব্যাখ্যাপ্রণালি কী যা অবলম্বন করে বলা যেতে পারে—এই সকল ধর্ম অর্থত ও ব্যঞ্জনত পৃথক পৃথক?" "ভন্তে, এখানে ভিক্ষু মৈত্রীসহগত-চিত্তে এক দিক স্ফুরিত করে অবস্থান করেন, তথা দ্বিতীয় দিক, তৃতীয় দিক, চতুর্থ দিক, ক্রমে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক সর্বতোভাবে সর্ব দিক মৈত্রীসহগত, বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমেয়, অবৈর ও অবাধ চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান করেন। করুণা-সহগত, মুদিতা-সহগত এবং উপেক্ষা-সহগত চিত্ত সম্পর্কেও এইরূপ। ভন্তে, ইহাকেই বলে অপ্রমেয় চিত্তবিমুক্তি।"

৩. "গৃহপতি, আকিঞ্চন্য চিত্তবিমুক্তি কী?" "ভন্তে, এখানে ভিক্ষু সর্বাংশে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সমতিক্রম করে আকিঞ্চনায়তন লাভ করে তাতে অবস্থান করেন। ভন্তে, ইহাকেই বলে আকিঞ্চন্য চিত্তবিমুক্তি।"

৪. "গৃহপতি, শূন্যতা চিত্তবিমুক্তি কী?" "ভন্তে, এখানে ভিক্ষু অরণ্যগত, বৃক্ষমূলগত কিংবা শূন্যাগারগত হয়ে এরূপে স্বমনে পর্যালোচনা করেন—এই জগত আত্মা-বিরহিত কিংবা আত্মবস্তু-বিরহিত, অনাত্মীয়।" "ভন্তে, ইহাকে বলে শূন্যতা চিত্তবিমুক্তি।" "গৃহপতি, অনিমিত্ত চিত্তবিমুক্তি কী?" "ভন্তে, এখানে ভিক্ষু সকল নিমিত্তের প্রতি অন্যমনস্ক হয়ে অনিমিত্ত চিত্ত-সমাধি লাভ করে তাতে অবস্থান করেন। ভন্তে, ইহাকেই বলে অনিমিত্ত চিত্তবিমুক্তি।" "ভন্তে, ইহাই সেই ব্যাখ্যাপ্রণালি যা অবলম্বন করে বলা যেতে পারে—এই সকল ধর্ম অর্থত ও ব্যঞ্জনত পৃথক পৃথক।"

৫. "গৃহপতি, সেই ব্যাখ্যাপ্রণালি কি যা অবলম্বন করে বলা যেতে পারে—এই সকল ধর্ম অর্থত এক কিন্তু ব্যঞ্জনত পৃথক পৃথক?" "ভন্তে, রাগই প্রমাণ-করণ, দ্বেষই প্রমাণ-করণ, মোহই প্রমাণ-করণ।" ক্ষীণাসব ভিক্ষুর মধ্যে ধর্মত্রয় প্রহীন, উচ্ছিন্ন-মূল, শীর্ষবিহীন তালবৃক্ষসদৃশ, পুনর্ভবরহিত, অনাগতে অনুৎপত্তিশীল। ভন্তে, অপ্রমেয় যত চিত্তবিমুক্তি আছে, অটল চিত্তবিমুক্তিই তন্মধ্যে শ্রে'বলে কথিত হয়, (যেহেতু) সেই অটল চিত্তবিমুক্তিই রাগশূন্য, দ্বেষশূন্য, মোহশূন্য।" "ভন্তে, রাগই কিঞ্চন, দ্বেষই কিঞ্চন, মোহই কিঞ্চন। ক্ষীণাসব ভিক্ষুর মধ্যে এই ধর্মত্রয় প্রহীন, উচ্ছিন্ন-মূল, শীর্ষবিহীন তালবৃক্ষসদৃশ, পুনর্ভবরহিত, অনাগতে অনুৎপত্তিশীল। ভন্তে, আকিঞ্চন্য যত চিত্তবিমুক্তি আছে তন্মধ্যে অটল চিত্তবিমুক্তিই শ্রে'বলে কথিত হয়, (যেহেতু) সেই অটল চিত্তবিমুক্তিই রাগশূন্য, দ্বেষশূন্য, মোহশূন্য"। "ভন্তে, রাগই নিমিত্ত-করণ, দ্বেষই নিমিত্ত-করণ, মোহই নিমিত্ত-করণ। ক্ষীণাসব ভিক্ষুর মধ্যে ধর্মত্রয় প্রহীন (পরিত্যক্ত), উচ্ছিন্ন-মূল, শীর্ষবিহীন তালবৃক্ষসদৃশ, পুনর্ভবরহিত, অনাগতে অনুৎপত্তিশীল। ভন্তে, অনিমিত্ত যত চিত্তবিমুক্তি আছে তন্মধ্যে অটল চিত্তবিমুক্তিই শ্রে'বলে কথিত হয়, (যেহেতু) সেই অটল চিত্তবিমুক্তিই রাগশূন্য, দ্বেষশূন্য, মোহশূন্য। ভন্তে, ইহাই সেই ব্যাখ্যাপ্রণালি যা অবলম্বন করে বলা যেতে পারে—এই সকল ধর্ম অর্থত এক কিন্তু ব্যঞ্জনত পৃথক পৃথক।"

৬. "হে গৃহপতি, আপনার পক্ষে ইহা লাভ, আপনার পক্ষে ইহা সুলাভ; যেহেতু গম্ভীর বুদ্ধবচনে আপনার প্রজ্ঞাচক্ষু উৎপন্ন হয়েছে।"

সপ্তম সূত্র সমাপ্ত।

৮. নিগণ্ঠ নাতপুত্র সূত্র

৩৫০. ১. সেই সময় নিগণ্ঠ নাতপুত্র বৃহৎ নিগণ্ঠ পরিষদসহ মচ্ছিকাসন্ডে উপস্থিত হলেন। চিত্ত গৃহপতি শুনলেন যে নিগণ্ঠ নাতপুত্র নাকি বৃহৎ নিগণ্ঠ পরিষদসহ মচ্ছিকাসন্ডে উপস্থিত হয়েছেন। তখন চিত্ত গৃহপতি বহুসংখ্যক উপাসকের সহিত যেখানে নিগণ্ঠ নাতপুত্র সেখানে উপস্থিত হয়ে নিগণ্ঠ নাতপুত্রের সহিত প্রীতি-আলাপ ও কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট চিত্ত গৃহপতিকে নিগণ্ঠ নাতপুত্র বললেন :

২. "হে গৃহপতি, শ্রমণ গৌতমের শাসনে অবিতর্ক-অবিচার সমাধি আছে এবং বিতর্ক-বিচারের নিরোধ আছে বলে তুমি বিশ্বাস কর কি?" প্রভু, আমি ভগবানের শাসনে শ্রদ্ধায় (বিশ্বাসে) বিচরণ করি না[১]। অবিতর্ক-অবিচার সমাধি আছে এবং বিতর্ক-বিচারের নিরোধ আছে।" এরূপ উক্ত হলে নিগণ্ঠ নাতপুত্র স্বীয় পরিষদের দিকে অবলোকন করে বললেন, "মহাশয়গণ, উনাকে দর্শন করুন, এই চিত্ত গৃহপতি সরল, এই চিত্তগৃহপতি অশঠ, এই চিত্ত গৃহপতি অমায়াবী। যিনি বিতর্ক-বিচারের নিরোধ আছে মনে করেন, তিনি জালের দ্বারা বায়ু আবদ্ধ করা যায় বলে মনে করেন, যিনি বিতর্ক-বিচারের নিরোধ আছে বলে মনে করেন, তিনি স্বীয় মু'তে গঙ্গার স্রোত প্রতিরোধ করা যায় বলে মনে করেন।"

৩. "প্রভু, আপনি ইহা কী মনে করেন, কোনটি উন্নততর—জ্ঞান নাকি শ্রদ্ধা?" "হে গৃহপতি, শ্রদ্ধা হতে জ্ঞান উন্নততর।" "প্রভু, আমি যতক্ষণ ইচ্ছা করি, কামবাসনা হতে পৃথক হয়ে অকুশলধর্ম পরিহার করে সবিতর্ক-সবিচার, বিবেকজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করি। প্রভু আমি যতক্ষণ ইচ্ছা করি বিতর্ক-বিচার রহিত সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান অধিগত হয়ে অবস্থান করি। প্রভু, আমি যতক্ষণ ইচ্ছা করি প্রীতির প্রতিও বিরাগী হয়ে উপেক্ষারভাবে অবস্থান করি, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে (প্রীতি-নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করি; যেই অবস্থাকে আর্যগণ 'উপেক্ষাসম্পন্ন, স্মৃতিমান ও সুখবিহারী (অবস্থানকারী) আখ্যা দেন সেই তৃতীয় ধ্যান অধিগত করে তাতে অবস্থান করি। প্রভু, আমি যতক্ষণ ইচ্ছা করি, সর্ববিধ দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করে, না দুঃখ-না সুখ, উপেক্ষা ও

---

[১]। শুধুমাত্র শ্রদ্ধায় (বিশ্বাসে) বিচরণ না করে, ধর্ম সাক্ষাৎ (উপলব্ধি) করে বিচরণ করেন।

স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করি।" "প্রভু, আমি এভাবে জ্ঞাত হয়ে ও দর্শন করে অন্য কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হবো?" "অবিতর্ক-অবিচার সমাধি আছে এবং বিতর্ক-বিচারের নিরোধ আছে।"

৪. এরূপ উক্ত হলে নিগণ্ঠ নাতপুত্র স্বীয় পরিষদের প্রতি অবলোকন করে বললেন, "মহাশয়গণ, উনাকে দর্শন করুন, এই চিত্ত গৃহপতি কুটিল (অসরল), এই চিত্ত গৃহপতি শঠ, এই চিত্ত গৃহপতি মায়াবী।"

৫. "প্রভু, এখন আমরা আপনার ভাষিত বাক্যকে বাস্তবিক এরূপে জানি যে—"মহাশয়গণ, উনাকে দর্শন করুন, এই চিত্ত গৃহপতি সরল, এই চিত্ত গৃহপতি অশঠ, এই চিত্ত গৃহপতি অমায়াবী।" আবার, আমরা আপনার ভাষিত বাক্যকে এরূপেও জানি যে—"মহাশয়গণ, উনাকে দর্শন করুন, এই চিত্ত গৃহপতি কুটিল, এই চিত্ত গৃহপতি শঠ, এই চিত্ত গৃহপতি মায়াবী।" প্রভু, যদি আপনার পূর্বের কথা সত্য হয়, তবে পরের কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। আর যদি পূর্বের কথা মিথ্যা হয় তবে পরের কথা সত্য প্রতিপন্ন হয়। প্রভু, এক্ষণে দশটি সহেতুক (আলোচনাপ্রসূত) প্রশ্ন আসতেছে[১]। যখনই আপনি এইগুলোর অর্থ বুঝতে সক্ষম হবেন তখনই নিগণ্ঠ পরিষদের মধ্যে আমাকে (বাক্যবাণে) প্রত্যাঘাত (বিদ্ধ) করবেন। এক প্রশ্ন, এক উদ্দেশ (ব্যাখ্যা), এক উত্তর; দুই প্রশ্ন, দুই উদ্দেশ, দুই উত্তর; তিন প্রশ্ন, তিন উদ্দেশ, তিন উত্তর; চার প্রশ্ন, চার উদ্দেশ, চার উত্তর; পাঁচ প্রশ্ন, পাঁচ উদ্দেশ, পাঁচ উত্তর; ছয় প্রশ্ন, ছয় উদ্দেশ, ছয় উত্তর; সাত প্রশ্ন, সাত উদ্দেশ, সাত উত্তর; আট প্রশ্ন, আট উদ্দেশ, আট উত্তর; নয় প্রশ্ন, নয় উদ্দেশ, নয় উত্তর; দশ প্রশ্ন, দশ উদ্দেশ, দশ উত্তর।"

৬. তখন চিত্ত গৃহপতি নিগণ্ঠ নাতপুত্রকে এই দশ সহেতুক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে (কোনো প্রত্যুত্তর না পেয়ে) আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন।

অষ্টম সূত্র সমাপ্ত।

৯. দিগম্বর কাশ্যপ সূত্র

৩৫১. ১. সেই সময়ে চিত্ত গৃহপতির প্রাক্তন গৃহীবন্ধু দিগম্বর কাশ্যপ মচ্ছিকাসন্ডে উপস্থিত হলেন। চিত্ত গৃহপতি শুনলেন যে—আমার প্রাক্তন গৃহীবন্ধু দিগম্বর কাশ্যপ নাকি মচ্ছিকাসন্ডে উপনীত হয়েছেন।' অতঃপর চিত্ত

---

[১]। কুমার প্রশ্ন (অর্থকথা)।

গৃহপতি যেখানে দিগম্বর কাশ্যপ ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে দিগম্বর কাশ্যপের সহিত প্রীতি-আলাপ ও কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট চিত্ত গৃহপতি দিগম্বর কাশ্যপকে বললেন :

২. "প্রভু, কাশ্যপ! কতদিন হলো আপনি প্রব্রজিত হয়েছেন?"

"গৃহপতি, ত্রিশ বৎসর হলো আমি প্রব্রজিত হয়েছি।"

"প্রভু, এই ত্রিশ বৎসরে আপনার মধ্যে লোকোত্তর ধর্ম আর্যজ্ঞানদর্শন-বিশেষ ও স্বচ্ছন্দবিহার (সুখাবস্থান) আয়ত্ত হয়েছে কি?"

"গৃহপতি, এই ত্রিশ বৎসরে নগ্নতা, মুন্ডনতা ও নিতম্বাঘাত[১] ব্যতীত আমার মধ্যে কোনো লোকোত্তর ধর্ম আর্যজ্ঞানদর্শন-বিশেষ ও স্বচ্ছন্দবিহার আয়ত্ত হয়নি।"

এরূপ উক্ত হলে চিত্ত গৃহপতি দিগম্বর কাশ্যপকে বললেন, "সত্যিই আশ্চর্য! সত্যিই অদ্ভুত! ধর্মের সুব্যাখ্যাততা; যেখানে ত্রিশ বৎসরেও নগ্নতা, মুন্ডনতা ও নিতম্বাঘাত ব্যতীত কোনো লোকোত্তর ধর্ম আর্যজ্ঞানদর্শন-বিশেষ ও স্বচ্ছন্দবিহার আয়ত্ত হয়নি !"

৩. "গৃহপতি, কতদিন হলো আপনি উপাসকত্ব লাভ করেছেন?"

"প্রভু, আমিও ত্রিশ বৎসর হলো উপাসকত্ব লাভ করেছি।"

"গৃহপতি, এই ত্রিশ বৎসরে আপনার মধ্যে কোনো লোকোত্তর ধর্ম আর্যজ্ঞানদর্শন-বিশেষ ও স্বচ্ছন্দবিহার আয়ত্ত হয়েছে কি?"

"প্রভু, আমি গৃহী হলেও কেন তা হবে না?"

৪. "প্রভু, যতক্ষণ আমি ইচ্ছা করি কামবাসনা হতে পৃথক হয়ে অকুশলধর্ম পরিহার করে সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করি। প্রভু, যতক্ষণ আমি ইচ্ছা করি বিতর্ক-বিচারের উপশম করে আধ্যাত্মিক প্রসাদজনক ও চিত্তের একাগ্রতা সাধক বিতর্ক-বিচার রহিত সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করি। প্রভু, যতক্ষণ আমি ইচ্ছা করি প্রীতির প্রতি বিরাগী হয়ে উপেক্ষারভাবে অবস্থান করি, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে (প্রীতি-নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করি। যেই অবস্থাকে আর্যগণ 'উপেক্ষাসম্পন্ন,

---

[১]। নগ্ন দেহে ভূমিতে উপবেশন হেতু নিতম্ব স্থানে (পাছায়) সংলগ্ন ধুলাবালি-নুড়ি পাথরাদি ময়লা অপসারণ করার জন্য গৃহীত ময়ুরপুচ্ছ দ্বারা নিতম্বে (পাছায়) আঘাত করে অর্থে নিতম্বাঘাত। (অর্থকথা)

স্মৃতিমান ও সুখবিহারী (সুখাবস্থানকারী)' আখ্যা দেন সেই তৃতীয় ধ্যান অধিগত হয়ে তাতে অবস্থান করি। প্রভু, যতক্ষণ আমি ইচ্ছা করি সর্ববিধ দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করে, না দুঃখ-না সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করি।"

৫. "প্রভু, আমি যদি ভগবানের পূর্বে কালগত হই এবং ভগবান আমার সম্পর্কে এরূপ বলেন—চিত্ত গৃহপতির এমন সংযোজন বিদ্যমান নেই, যদ্বারা সংযুক্ত হয়ে তিনি পুনঃ এ জগতে আগমন করবেন। এতে আশ্চর্যান্বিত হবার কিছু নেই।"

৬. এরূপ উক্ত হলে দিগম্বর কাশ্যপ চিত্ত গৃহপতিকে বললেন, সত্যিই আশ্চর্য! সত্যিই অদ্ভুত! ধর্মের সুব্যাখ্যাততা! যেখানে শ্বেতবসনধারী গৃহী হয়েও এরূপ লোকোত্তর ধর্ম আর্যজ্ঞানদর্শনবিশেষ ও স্বচ্ছন্দবিহার আয়ত্ত করেছেন। গৃহপতি, এই ধর্মবিনয়ে (শাসনে) আমি কি প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করতে পারি?"

৭. অতঃপর চিত্ত গৃহপতি দিগম্বর কাশ্যপকে নিয়ে যেখানে স্থবির ভিক্ষুগণ ছিলেন সেখানে উপস্থিত হলেন এবং স্থবির ভিক্ষুগণকে বললেন, "ভন্তে, এই দিগম্বর কাশ্যপ আমার প্রাক্তন গৃহীবন্ধু। স্থবিরগণ উনাকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করুন। আমি উনার চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, গিলান-প্রত্যয় ও ভৈষজ্য সামগ্রী ব্যবস্থার উদ্যোগ করব।"

৮. দিগম্বর কাশ্যপ এই ধর্মবিনয়ে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করলেন। অচির উপসম্পন্ন আয়ুষ্মান কাশ্যপ একাকী, বিষয়-বাসনামুক্ত, অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও নির্বাণ-প্রবণ চিত্তে (ধ্যাননিবিষ্ট হয়ে) অবস্থান করে যেজন্য কুলপুত্রগণ আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন অচিরেই সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যের অবসান অর্হত্ত্ব ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধি করে অবস্থান করতে লাগলেন। 'চিরতরে জন্মবীজ ক্ষীণ, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত, করণীয় কৃত এবং এ জীবনে আসবক্ষয়ের জন্য আর অন্য কর্তব্য নেই'—তিনি ইহা প্রকৃষ্টরূপে জানলেন। আয়ুষ্মান কাশ্যপ অর্হৎদের মধ্যে অন্যতর হলেন।

নবম সূত্র সমাপ্ত।

১০. রোগী দর্শন সূত্র

৩৫২. ১. সেই সময় চিত্ত গৃহপতি ব্যাধিগ্রস্ত, দুঃখিত ও সাংঘাতিক

পীড়িত হয়েছিলেন। তখন অনেক উদ্যানদেবতা, বনদেবতা, বৃক্ষদেবতা, ঔষধি-তৃণ-বনস্পতি-আশ্রিত দেবতা একত্রিতভাবে সমাগত হয়ে চিত্ত গৃহপতিকে বললেন, "হে গৃহপতি, 'অনাগতে আমি চক্রবর্তী রাজা হবো'; এরূপ প্রণিধান (সংকল্প) করুন।"

২. এরূপ উক্ত হলে চিত্ত গৃহপতি সেই উদ্যানদেবতা, বনদেবতা, বৃক্ষদেবতা ঔষধি-তৃণ-বনস্পতি-আশ্রিত দেবতাদেরকে বললেন, "তা-ও তো অনিত্য, তা-ও অধ্রুব, তা-ও তো পরিত্যাগ করে চলে যেতে হয়।" এরূপ উক্ত হলে চিত্ত গৃহপতির মিত্র-অমাত্য-জ্ঞাতি-সলোহিতগণ (রক্তের সম্পর্কযুক্ত জ্ঞাতিগণ) চিত্ত গৃহপতিকে বললেন, "আর্যপুত্র, স্মৃতি জাগ্রত করুন, বিলাপ করবেন না।" "আমি কি বলেছি যে আপনারা আমাকে এরূপ বলছেন, "আর্যপুত্র, স্মৃতি জাগ্রত করুন, বিলাপ করবেন না?" "হে আর্যপুত্র, আপনি বলেছেন, "তা-ও তো অনিত্য, তা-ও তো অধ্রুব, তা-ও তো পরিত্যাগ করে চলে যেতে হয়।" "আমাকে উদ্যানদেবতা, বনদেবতা, বৃক্ষদেবতা, ঔষধি-তৃণ-বনস্পতি-আশ্রিত দেবতাগণ এরূপ বলেছিল—'হে গৃহপতি, অনাগতে আমি চক্রবর্তী রাজা হবো; এরূপ প্রণিধান (সংকল্প) করুন।' তাই আমি তাদেরকে বলেছি—'তাও তো অনিত্য, তাও তো অধ্রুব, তাও তো পরিত্যাগ করে চলে যেতে হয়'।" "হে আর্যপুত্র, কি অন্তর্নিহিত অর্থ বিবেচনা করে সেই উদ্যানদেবতা, বনদেবতা, বৃক্ষদেবতা, ঔষধি-তৃণ-বনস্পতি-আশ্রিত দেবতাগণ এরূপ বলেছিল—'হে গৃহপতি, অনাগতে আমি চক্রবর্তী রাজা হবো; এরূপ প্রণিধান (সংকল্প) করুন'।" সেই উদ্যানদেবতা, বনদেবতা, বৃক্ষদেবতা, ঔষধি-তৃণ-বনস্পতি-আশ্রিত দেবতাদের এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হয়েছিল—এই চিত্ত গৃহপতি শীলবান, কল্যাণধর্মী। যদি তিনি প্রণিধান করেন—'অনাগতে আমি চক্রবর্তী রাজা হবো' তা তার পূর্ণ হবে, শীলবান ধার্মিকের প্রণিধান বিশুদ্ধতা-হেতু ধার্মিক ফল অনুদর্শন করে। সেই উদ্যানদেবতা, বনদেবতা, বৃক্ষদেবতা, ওষধি-তৃণ-বনস্পতি-আশ্রিত দেবতাগণ এই অন্তর্নিহিত অর্থ বিবেচনা করে এরূপ বলেছিল—"হে গৃহপতি, অনাগতে আমি চক্রবর্তী রাজা হবো; এরূপ প্রণিধান (সংকল্প) করুন।' তাই আমি তাদেরকে বলেছি—'তাও তো অনিত্য, তাও তো অধ্রুব, তাও তো পরিত্যাগ করে চলে যেতে হয়।'"

৩. "তাহলে আর্যপুত্র, আমাদেরকে উপদেশ প্রদান করুন।" "তাহলে আপনারা এরূপ শিক্ষা করবেন—বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হবো। সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর

দম্য পুরুষ সারথি, দেব-মানবের শাস্তা (শিক্ষক), বুদ্ধ ও ভগবান। আমরা ধর্মের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হবো। ভগবান কর্তৃক ধর্ম সুব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনীয়, অকালিক, এস দেখ বলার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রতক্ষীতব্য (জ্ঞানীদের উপলব্ধিগম্য)। আমরা সংঘের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা (প্রসাদ)-সম্পন্ন হবো। ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপ্রতিপন্ন, ঋজুপ্রতিপন্ন, ন্যায়প্রতিপন্ন, সমীচীন প্রতিপন্ন, চারি যুগল বা পুদ্গল ভেদে অষ্টবিধ ভগবানের এই শ্রাবকসংঘ আহুনেয় (অভ্যর্থনার্হ), পাহুনেয় (পূজার্হ বা সম্মানার্হ), দাক্ষিণেয় (দক্ষিণার্হ), অঞ্জলিকরণীয় ও জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। আপনারা নিশ্চয় এরূপ শিক্ষা করবেন—গৃহে (কুলে) যা কিছু দানীয় সামগ্রী আছে তা শীলবান কল্যাণধর্মীদের সাথে ভাগ করেই (প্রথমে দান দিয়ে) পরিভোগ করব[১]।

অতঃপর চিত্ত গৃহপতি মিত্র-অমাত্য-জ্ঞাতি-সলোহিতগণকে বুদ্ধের প্রতি, ধর্মের প্রতি, সংঘের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করে এবং ত্যাগে (দানে) প্রতিষ্ঠিত করে কালগত হলেন।

দশম সূত্র সমাপ্ত।

চিত্তসংযুক্ত সমাপ্ত।

স্মারক গাথা :

সংযোজন, দুই ইসিদত্ত, মহক আর কামভূ দুই হয়;
গোদত্ত, নিগণ্ঠ, দিগম্বর আর রোগীদর্শন মিলে বর্গ পরিচয়।

---

[১]। এই গুণ ভিক্ষুদের পক্ষে যথোপযুক্ত (অর্থকথা)। ধর্মসেনাপতি সারিপুত্র স্থবিরও বলেছেন :

"তপস্বীর উপযোগী যে কোন ভোজন,
যদি লোক করে মোরে সমর্পণ;
সকলের মধ্যে উহা করি বিভাজন,
তবে আমি করি সেই ভোজন গ্রহণ।"

৮. গ্রামপতি সংযুক্ত

১. চণ্ড সূত্র

৩৫৩. ১. আমি এরূপ শুনেছি, এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন। তখন চণ্ড গ্রামপতি[১] যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট চণ্ড গ্রামপতি ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, কী হেতু কী প্রত্যয় যে এখানে কেহ কেহ চণ্ড (ক্রোধী) বলে অভিহিত হয়? "ভন্তে, কী হেতু কী প্রত্যয় যে এখানে কেহ কেহ দয়ালু (সদয়) বলে অভিহিত হয়?"

২. "হে গ্রামপতি, এখানে কারো কারো রাগ (আসক্তি) অপ্রহীন (অপরিত্যক্ত) হয়। রাগের অপ্রহীনত্ব হেতু পরে কুপিত হয়, পরে কোপনরতের ক্রোধ দেখা যায়। সে চণ্ড (ক্রোধী) বলে অভিহিত হয়। দ্বেষ অপ্রহীন হয়। দ্বেষের অপ্রহীনত্ব হেতু পরে কুপিত হয়, পরে কোপনরতের ক্রোধ দেখা যায়। সে চণ্ড (ক্রোধী) বলে অভিহিত হয়। মোহ অপ্রহীন হয়। মোহের অপ্রহীনত্ব হেতু পরে কুপিত হয়, পরে কোপনরতের ক্রোধ দেখা যায়। সে চণ্ড (ক্রোধী) বলে অভিহিত হয়। হে গ্রামপতি, এখানে কেহ কেহ চণ্ড (ক্রোধী) বলে অভিহিত হবার ইহাই হেতু, ইহাই প্রত্যয়।"

৩. "হে গ্রামপতি, এখানে কারো কারো রাগ (আসক্তি) প্রহীন (পরিত্যক্ত) হয়। রাগের প্রহীনত্ব হেতু পরে কুপিত হন না, পরে কুপিত না হলে ক্রোধ দেখা যায় না। তদ্ধেতু তিনি দয়ালু (সদয়) বলে অভিহিত হন। দ্বেষ পরিত্যক্ত হয়। দ্বেষের প্রহীনত্ব হেতু পরে কুপিত হন না, পরে কুপিত না হলে ক্রোধ দেখা যায় না। তদ্ধেতু তিনি দয়ালু (সদয়) বলে অভিহিত হন। মোহ পরিত্যক্ত হয়। মোহের প্রহীনত্ব হেতু পরে কুপিত হন না, পরে কুপিত না হলে ক্রোধ দেখা যায় না। তদ্ধেতু তিনি দয়ালু (সদয়) বলে অভিহিত হন। হে গ্রামপতি, এখানে কেহ কেহ দয়ালু বলে অভিহিত হবার ইহাই হেতু, ইহাই প্রত্যয়।"

৪. এরূপ উক্ত হলে চণ্ড গ্রামপতি ভগবানকে বললেন, "অতি সুন্দর ভন্তে! অতি মনোহর ভন্তে! যেমন কেহ অধোমুখীকে ঊর্ধ্বমুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, ভ্রান্ত পথিককে পথ প্রদর্শন করে অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্য বস্তু)-সমূহ দেখতে

---

[১]। পালি—**'গামণি',** ইংরেজি Headman.

পায়; এরূপে ভন্তে, ভগবান কর্তৃক বিবিধ পর্যায়ে বিবিধ যুক্তিতে ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। ভন্তে! আমি ভগবানের ও ভগবৎ প্রতিষ্ঠিত ধর্ম এবং ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হচ্ছি; আজ হতে আমরণ ভগবান আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।”

প্রথম সূত্র সমাপ্ত।

২. তালপুট সূত্র

৩৫৪. ১. এক সময় ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করতেছিলেন বেণুবনে, কলন্দকনিবাপে। তখন তালপুট নটপতি[১] যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশ উপবিষ্ট তালপুট নটপতি ভগবানকে বললেন, “ভন্তে, আমি প্রাচীন নটাচার্য-প্রাচার্যদের মুখে বলতে শুনেছি—‘যে নট (অভিনেতা) রঙ্গমঞ্চে জনসমাবেশে সত্যমিথ্যা নাট্যাভিনয় দ্বারা জনগণকে হাসায় ও নৃত্যগীতে অপরকে রমিত করে, সে দেহত্যাগে মৃত্যুর পর পহাস নামক দেবতাদের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়।’ এ বিষয়ে ভগবানের অভিমত কী?”

“নিরর্থক, নটপতি, রেখে দাও, তা আমাকে জিজ্ঞেস করো না।” দ্বিতীয়বারও তালপুট নটপতি ভগবানকে বললেন, “ভন্তে, আমি প্রাচীন নটাচার্য-প্রাচার্যদের মুখে বলতে শুনেছি—‘যে নট (অভিনেতা) রঙ্গমঞ্চে জনসমাবেশে সত্যমিথ্যা নাট্যাভিনয় দ্বারা জনগণকে হাসায় ও নৃত্যগীতে অপরকে রমিত করে, সে দেহত্যাগে মৃত্যুর পর পহাস নামক দেবতাদের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়।’ এ বিষয়ে ভগবানের অভিমত কী?”

“নিরর্থক, নটপতি, রেখে দাও, তা আমাকে জিজ্ঞেস করো না। “তৃতীয়বারও তালপুট নটপতি ভগবানকে বললেন, “ভন্তে, আমি প্রাচীন নটাচার্য-প্রাচার্যদের মুখে বলতে শুনেছি—‘যে নট (অভিনেতা) রঙ্গমঞ্চে জনসমাবেশে সত্যমিথ্যা নাট্যাভিনয় দ্বারা জনগণকে হাসায় ও নৃত্যগীতে অপরকে রমিত করে, সে দেহত্যাগে মৃত্যুর পর পহাস নামক দেবতাদের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়।’ এ বিষয়ে ভগবানের অভিমত কী?”

নটপতি, সত্যিই তোমাকে বুঝাতে পারলাম না যে, তা নিরর্থক। তা রেখে দাও, আমাকে জিজ্ঞেস করো না। বেশ, তবুও তোমাকে বর্ণনা করব।

২. “হে নটপতি, পূর্বকালে রাগবন্ধনে আবদ্ধ অবীতরাগ সত্ত্বগণকে

---

[১]। যাত্রাদলের প্রধান।

একজন নট (অভিনেতা) রঙ্গমঞ্চে, সমাবেশ মধ্যে অত্যধিক পরিমাণে রজনীয় ধর্ম[১] পরিবেশন করে। হে নটপতি, পূর্বকালে দ্বেষবন্ধনে আবদ্ধ অবীতদ্বেষ সত্ত্বগণকে একজন নট রঙ্গমঞ্চে, জনসমাবেশে অত্যধিক পরিমাণে রজনীয় ধর্ম পরিবেশন করে। হে নটপতি, পূর্বকালে মোহবন্ধনে আবদ্ধ অবীতমোহ সত্ত্বগণকে একজন নট রঙ্গমঞ্চে, জনসমাবেশে অত্যধিক পরিমাণে রজনীয় ধর্ম পরিবেশন করে। এভাবে সে নিজে মত্ত ও প্রমত্ত হয়ে অপরকে মত্ত ও প্রমত্ত করে দেহত্যাগে মৃত্যুর পর পহাস নামক নরকে উৎপন্ন হয়। যদি তার এই ধারণা হয় যে, যে নট (অভিনেতা) রঙ্গমঞ্চে জনসমাবেশে সত্যমিথ্যা নাট্যাভিনয় দ্বারা জনগণকে হাসায় ও নৃত্যগীতে অপরকে রমিত করে, সে দেহত্যাগে মৃত্যুর পর পহাস নামক দেবতাদের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়; তবে তা তার মিথ্যাদৃষ্টি (ভ্রান্ত ধারণা)। নটপতি, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ-পুদ্‌গলের পক্ষে নরক ও তির্যক যোনি (পশুপক্ষিকুল) এই দ্বিবিধ গতির যেকোনো একটি গতিই (লভ্য) বলছি।"

৩. এরূপ উক্ত হলে তালপুট নটপতি রোদন করতে লাগল, অশ্রু-মোচন করতে লাগল। "হে নটপতি, সত্যিই আমি তোমাকে নিরস্ত করতে পারলাম না যে, তা নিরর্থক, স্থগিত রাখ, তা আমাকে জিজ্ঞেস করো না।"

"ভগবান আমাকে ইহা বলেছেন সেজন্য আমি রোদন করছি না। অথচ ভন্তে, দীর্ঘদিন যাবৎ প্রাচীন নটাচার্য-প্রাচার্যগণ আমাকে এ বলে প্রতারিত, বঞ্চিত ও প্রলোভিত (প্রলুব্ধ) করেছে—যে নট রঙ্গমঞ্চে, জনসমাবেশে সত্যমিথ্যা নাট্যাভিনয় দ্বারা জনগণকে হাসায় ও নৃত্যগীতে অপরকে রমিত করে, সে দেহত্যাগে মৃত্যুর পর প্রহাস নামক দেবতাদের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়।"

৪. "অতি সুন্দর, ভন্তে! অতি মনোহর, ভন্তে! যেমন কেহ অধোমুখীকে ঊর্ধ্বমুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, ভ্রান্ত-পথিককে পথ প্রদর্শন করে অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্যবস্তু)-সমূহ দেখতে পায়; এরূপে ভন্তে! ভগবান কর্তৃক বিবিধ পর্যায়ে বিবিধ যুক্তিতে ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। ভন্তে! আমি ভগবানের ও ভগবৎ প্রতিষ্ঠিত ধর্ম এবং ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হচ্ছি। ভন্তে, আমি ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভের প্রত্যাশী।"

৫. তালপুট নটপতি ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ

---

[১]। প্রলোভনকারী; আসক্তি, উত্তেজনা জাগ্রত করণে স্বাভাবিক প্রবণতাসম্পন্ন।

করলেন। অচির (নব) উপসম্পন্ন আয়ুষ্মান তালপুট একাকী, বিষয়-বাসনামুক্ত, অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও ধ্যাননিবিষ্ট হয়ে (নির্বাণ-প্রবণ চিত্তে) অবস্থান করে যেজন্য কুলপুত্রগণ শ্রদ্ধায় আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন—অচিরেই সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যের অবসান অর্হত্ত্ব ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধি করে বাস করতে লাগলেন। 'চিরতরে জন্মবীজ ক্ষীণ হলো, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হলো, করণীয় কৃত হলো এবং এ জীবনে আসবক্ষয়ের জন্য আর অন্য কর্তব্য নাই'—তিনি ইহা উত্তমরূপে জানলেন। আয়ুষ্মান তালপুট অর্হৎদের অন্যতর হলেন।

দ্বিতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৩. যোদ্ধা সূত্র

৩৫৫. ১. তখন যোদ্ধা দলপতি যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট যোদ্ধা দলপতি ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, আমি প্রাচীন যোদ্ধাচার্য-প্রাচার্যগণের মুখে বলতে শুনেছি—যে যোদ্ধা সংগ্রামে উৎসাহিত হয়, প্রচেষ্টা করে; সেই উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় অপরকে উৎপীড়িত করে, হত্যা করে; সে দেহত্যাগে মৃত্যুর পর 'পরজিত' নামক দেবতাদের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়। এ বিষয়ে ভগবানের অভিমত কী?"

"নিরর্থক দলপতি, রেখে দাও, তা আমাকে জিজ্ঞেস করো না।"

২. দ্বিতীয়বারও যোদ্ধা দলপতি ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, আমি প্রাচীন যোদ্ধাচার্য-প্রাচার্যগণের মুখে বলতে শুনেছি—'যে যোদ্ধা সংগ্রামে উৎসাহিত হয়, প্রচেষ্টা করে; সেই উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় অপরকে উৎপীড়িত করে, হত্যা করে; সে দেহত্যাগে মৃত্যুর পর 'পরজিত' নামক দেবতাদের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়।' এ বিষয়ে ভগবানের অভিমত কী?"

"নিরর্থক দলপতি, রেখে দাও, তা আমাকে জিজ্ঞেস করো না।"

৩. তৃতীয়বারও যোদ্ধা দলপতি ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, আমি প্রাচীন যোদ্ধাচার্য-প্রাচার্যগণের মুখে বলতে শুনেছি—যে যোদ্ধা সংগ্রামে উৎসাহিত হয়, প্রচেষ্টা করে; সেই উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় অপরকে উৎপীড়িত করে, হত্যা করে; সে দেহত্যাগে মৃত্যুর পর 'পরজিত' নামক দেবতাদের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়।' এ বিষয়ে ভগবানের অভিমত কী?"

"দলপতি, সত্যিই আমি তোমাকে বুঝাতে পারলাম না যে, তা নিরর্থক। তা রেখে দাও, আমাকে জিজ্ঞেস করো না। বেশ, তথাপি তোমাকে বর্ণনা

করব।”

৪. “হে দলপতি, যে সংগ্রামে উৎসাহিত হয়, প্রচেষ্টা করে, তার চিত্তে পূর্ব হতে এই দুষ্কর (গর্হিত) দুরাকাঙ্ক্ষা গৃহীত হয়—এই সত্ত্বগণ নিহত হোক, বন্দী হোক, নির্মূল (উচ্ছেদ) হোক, বিনাশ হোক, জীবিত না থাকুক। সেই উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় অপরকে উৎপীড়িত করে, নিহত করে; সে দেহত্যাগে মৃত্যুর পর ‘পরজিত’ নামক নরকে উৎপন্ন হয়। যদি তার এই ধারণা হয় যে—‘যে যোদ্ধা সংগ্রামে উৎসাহিত হয়, প্রচেষ্টা করে; সেই উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় অপরকে উৎপীড়িত করে, হত্যা করে; সে দেহত্যাগে মৃত্যুর পর ‘পরজিত’ নামক দেবতাদের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়।’ তবে তা তার মিথ্যাদৃষ্টি। দলপতি, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ-পুদ্‌গলের পক্ষে নরক ও তির্যক (পশু) যোনি এই দ্বিবিধ গতির অন্যতর গতিই (লভ্য) বলছি।”

৫. এরূপ উক্ত হলে যোদ্ধা দলপতি রোদন আরম্ভ করল, অশ্রু মোচন করতে লাগল। “হে দলপতি, সত্যিই আমি তোমাকে নিরস্ত করতে পারলাম না যে, তা নিরর্থক, স্থগিত রাখ, তা আমাকে জিজ্ঞেস করো না।”

“ভগবান আমাকে ইহা বলেছেন সেজন্য আমি রোদন করছি না। অথচ ভন্তে, দীর্ঘদিন যাবৎ প্রাচীন যোদ্ধাচার্য-প্রাচার্যগণ আমাকে এরূপ বলে প্রতারিত, বঞ্চিত ও প্রলুব্ধ করেছে—‘যে যোদ্ধা সংগ্রামে উৎসাহিত হয়, প্রচেষ্টা করে; সেই উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় অপরকে উৎপীড়িত করে, হত্যা করে; সে দেহত্যাগে মৃত্যুর পর পরজিত নামক দেবতাদের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়।”

৬. “অতি সুন্দর ভন্তে! অতি মনোহর ভন্তে! যেমন কেহ অধোমুখীকে ঊর্ধ্বমুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, ভ্রান্ত পথিককে পথ প্রদর্শন করে অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্য বস্তু)-সমূহ দেখতে পায়; এরূপে ভন্তে! ভগবান কর্তৃক বিবিধ পর্যায়ে বিবিধ যুক্তিতে ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। ভন্তে! আমি ভগবানের ও ভগবৎ প্রতিষ্ঠিত ধর্ম এবং ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হচ্ছি; আজ হতে আমরণ ভগবান আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।”

তৃতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৪. হস্ত্যারোহী সূত্র

৩৫৬. ১. তখন হস্ত্যারোহী দলপতি যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট হস্ত্যারোহী দলপতি ভগবানকে বললেন :

২. "ভন্তে, আমি প্রাচীন হস্ত্যারোহী আচার্য-প্রাচার্যদের মুখে বলতে শুনেছি—'যে হস্ত্যারোহী সংগ্রামে উৎসাহিত হয়, প্রচেষ্টা করে; সেই উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় অপরকে উৎপীড়িত করে, হত্যা করে; সে দেহত্যাগে মৃত্যুর পর 'পরজিত' নামক দেবতাদের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়।' এ বিষয়ে ভগবানের অভিমত কী?"

"নিরর্থক দলপতি, তা স্থগিত রাখ, তা আমাকে জিজ্ঞেস করো না।"

৩. দ্বিতীয়বারও হস্ত্যারোহী দলপতি ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, আমি প্রাচীন হস্ত্যারোহী আচার্য-প্রাচার্যগণের মুখে বলতে শুনেছি—যে হস্ত্যারোহী সংগ্রামে উৎসাহিত হয়, প্রচেষ্টা করে; সেই উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় অপরকে উৎপীড়িত করে, হত্যা করে; সে দেহত্যাগে মৃত্যুর পর 'পরজিত' নামক দেবতাদের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়। এ বিষয়ে ভগবানের অভিমত কী?"

"নিরর্থক দলপতি, রেখে দাও, তা আমাকে জিজ্ঞেস করো না।"

৪. তৃতীয়বারও হস্ত্যারোহী দলপতি ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, আমি প্রাচীন হস্ত্যারোহী আচার্য-প্রাচার্যগণের মুখে বলতে শুনেছি—যে হস্ত্যারোহী সংগ্রামে উৎসাহিত হয়, প্রচেষ্টা করে; সেই উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় অপরকে উৎপীড়িত করে, হত্যা করে; সে দেহত্যাগে মৃত্যুর পর 'পরজিত' নামক দেবতাদের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়। এ বিষয়ে ভগবানের অভিমত কী?"

"দলপতি, সত্যিই আমি তোমাকে বুঝাতে পারলাম না যে তা নিরর্থক। তা রেখে দাও, আমাকে জিজ্ঞেস করো না। বেশ, তথাপি তোমাকে বর্ণনা করব।"

৫. "দলপতি, যে হস্ত্যারোহী সংগ্রামে উৎসাহিত হয়, প্রচেষ্টা করে, তার চিত্তে পূর্ব হতে এই দুষ্কর (গর্হিত) দুরাকাঙ্ক্ষা গৃহীত হয়—এই সত্ত্বগণ নিহত হোক, বন্দী হোক, নির্মূল (উচ্ছেদ) হোক, বিনাশ হোক, জীবিত না থাকুক। সেই উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় অপরকে উৎপীড়িত করে, নিহত করে; সে দেহত্যাগে মৃত্যুর পর 'পরজিত' নামক নরকে উৎপন্ন হয়। যদি তার এই ধারণা হয় যে—'যে হস্ত্যারোহী সংগ্রামে উৎসাহিত হয়, প্রচেষ্টা করে; সেই উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় অপরকে উৎপীড়িত করে, হত্যা করে; সে দেহত্যাগে মৃত্যুর পর 'পরজিত' নামক দেবতাদের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়।' তবে তা তার মিথ্যাদৃষ্টি। হে দলপতি, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ-পুদ্‌গলের পক্ষে নরক ও তির্যককুল এই দ্বিবিধ গতির অন্যতর গতিই (লভ্য) বলছি।"

৬. এরূপ উক্ত হলে হস্ত্যারোহী দলপতি রোদন আরম্ভ করল, অশ্রু-মোচন করতে লাগল। "দলপতি, সত্যিই আমি তোমাকে নিরস্ত করতে

পারলাম না যে, তা নিরর্থক, স্থগিত রাখ, তা আমাকে জিজ্ঞেস করো না।"

"ভগবান আমাকে ইহা বলেছেন, সেজন্য আমি রোদন করছি না। অথচ ভন্তে, দীর্ঘদিন যাবৎ প্রাচীন হস্ত্যারোহী আচার্য-প্রাচার্যগণ আমাকে এই বলে প্রতারিত, বঞ্চিত ও প্রলুব্ধ করেছে যে—'যে হস্ত্যারোহী সংগ্রামে উৎসাহিত হয়, প্রচেষ্টা করে; সেই উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় অপরকে উৎপীড়িত করে, হত্যা করে; সে দেহত্যাগে মৃত্যুর পর 'পরজিত' নামক দেবতাদের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়'।"

৭. "অতি সুন্দর ভন্তে! অতি মনোহর ভন্তে! যেমন কেহ অধোমুখীকে ঊর্ধ্বমুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, ভ্রান্ত পথিককে পথ প্রদর্শন করে অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্য বস্তু)-সমূহ দেখতে পায়; এরূপে ভন্তে, ভগবান কর্তৃক বিবিধ পর্যায়ে এবং বিবিধ যুক্তিতে ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। ভন্তে! আমি ভগবানের ও ভগবৎ প্রতিষ্ঠিত ধর্ম ও ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হচ্ছি; আজ হতে আমরণ ভগবান আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।"

চতুর্থ সূত্র সমাপ্ত।

৫. অশ্বারোহী সূত্র

৩৫৭. ১. তখন অশ্বারোহী দলপতি যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট অশ্বারোহী দলপতি ভগবানকে বললেন :

২. "ভন্তে, আমি প্রাচীন অশ্বারোহী আচার্য-প্রাচার্যদের মুখে বলতে শুনেছি—'যে অশ্বারোহী সংগ্রামে উৎসাহিত হয়, প্রচেষ্টা করে; সেই উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় অপরকে উৎপীড়িত করে, হত্যা করে; সে দেহত্যাগে মৃত্যুর পর 'পরজিত' নামক দেবতাদের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়'। এ বিষয়ে ভগবানের অভিমত কী?"

"নিরর্থক দলপতি, তা রেখে দাও, তা আমাকে জিজ্ঞেস করো না।"

৩. দ্বিতীয়বারও অশ্বারোহী দলপতি ভগবানকে বললেন, ভন্তে, আমি প্রাচীন অশ্বারোহী আচার্য-প্রাচার্যদের মুখে বলতে শুনেছি—'যে অশ্বারোহী সংগ্রামে উৎসাহিত হয়, প্রচেষ্টা করে; সেই উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় অপরকে উৎপীড়িত করে, হত্যা করে; সে দেহত্যাগে মৃত্যুর পর 'পরজিত' নামক দেবতাদের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়'। এ বিষয়ে ভগবানের অভিমত কী?"

"নিরর্থক দলপতি, তা রেখে দাও, তা আমাকে জিজ্ঞেস করো না।"

৪. তৃতীয়বারও অশ্বারোহী দলপতি ভগবানকে বললেন, ভন্তে, আমি প্রাচীন অশ্বারোহী আচার্য-প্রাচার্যদের মুখে বলতে শুনেছি—'যে অশ্বারোহী সংগ্রামে উৎসাহিত হয়, প্রচেষ্টা করে; সেই উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় অপরকে উৎপীড়িত করে, হত্যা করে; সে দেহত্যাগে মৃত্যুর পর 'পরজিত' নামক দেবতাদের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়'। এ বিষয়ে ভগবানের অভিমত কী?"

৫. দলপতি, সত্যিই আমি তোমাকে বুঝাতে পারলাম না যে, তা নিরর্থক, তা রেখে দাও, তা আমাকে জিজ্ঞেস করো না। বেশ, তথাপি তোমাকে বর্ণনা করব :

৬. "দলপতি, যে অশ্বারোহী সংগ্রামে উৎসাহিত হয়, প্রচেষ্টা করে, তার চিত্তে পূর্ব হতে এই দুষ্কর (গর্হিত) দুরাকাঙ্ক্ষা গৃহীত হয়—'এই সত্ত্বগণ নিহত হোক, বন্দী হোক, নির্মূল (উচ্ছেদ) হোক, বিনাশ হোক, জীবিত না থাকুক।' সেই উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় অপরকে উৎপীড়িত করে, নিহত করে; সে দেহত্যাগে মৃত্যুর পর 'পরজিত' নামক নরকে উৎপন্ন হয়। যদি তার এই ধারণা হয় যে—'যে অশ্বারোহী সংগ্রামে উৎসাহিত হয়, প্রচেষ্টা করে; সেই উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় অপরকে উৎপীড়িত করে, হত্যা করে; সে দেহত্যাগে মৃত্যুর পর 'পরজিত' নামক দেবতাদের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়।' তবে তা তার মিথ্যাদৃষ্টি। হে দলপতি, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ-পুদ্গলের পক্ষে নরক ও তির্যককুল এই দ্বিবিধ গতির অন্যতর গতিই (লভ্য) বলছি।"

৭. এরূপ উক্ত হলে অশ্বারোহী দলপতি ক্রন্দন করতে লাগল, অশ্রুমোচন করতে লাগল। "হে দলপতি সত্যিই আমি তোমাকে নিরস্ত করতে পারলাম না যে, তা নিরর্থক, স্থগিত রাখ, তা আমাকে জিজ্ঞেস করো না।'

ভগবান আমাকে ইহা বলেছেন, সেজন্য আমি রোদন করছি না। অথচ ভন্তে, দীর্ঘদিন যাবৎ প্রাচীন অশ্বারোহী আচার্য-প্রাচার্যগণ আমাকে এই বলে প্রতারিত, বঞ্চিত ও প্রলুব্ধ করেছে—'যে অশ্বারোহী সংগ্রামে উৎসাহিত হয়, প্রচেষ্টা করে; সেই উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় অপরকে উৎপীড়িত করে, হত্যা করে; সে দেহত্যাগে মৃত্যুর পর 'পরজিত' নামক দেবতাদের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়।'

৮. অতি সুন্দর ভন্তে! অতি মনোহর ভন্তে! যেমন কেহ অধোমুখীকে ঊর্ধ্বমুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, ভ্রান্ত পথিককে পথ প্রদর্শন করে অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্য বস্তু)-সমূহ দেখতে পায়; এরূপে ভন্তে! ভগবান কর্তৃক বিবিধ পর্যায়ে বিবিধ যুক্তিতে ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। ভন্তে! আমি ভগবানের ও ভগবৎ প্রতিষ্ঠিত ধর্ম এবং ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হচ্ছি; আজ হতে আমরণ ভগবান আমাকে

শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।”

পঞ্চম সূত্র সমাপ্ত।

৬. অসিবন্ধক-পুত্র সূত্র

৩৫৮.১. এক সময় ভগবান নালন্দায় অবস্থান করছিলেন পাবারিকাম্রবনে। তখন অসিবন্ধকপুত্র গ্রামপতি যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট অসিবন্ধকপুত্র গ্রামপতি ভগবানকে বললেন, “ভন্তে, কমন্ডলুধারী[১], শৈবালমালা পরিধানকারী[২], জলে অবতরণকারী[৩], অগ্নিপূজারী পশ্চিম ভূমির ব্রাহ্মণগণ কালগত মৃত ব্যক্তিকে উত্তোলন করে বাইরে নিয়ে গিয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে স্বর্গে পৌঁছিয়ে দেয়[৪]। ভন্তে, ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ সেরূপ করতে সক্ষম কি যাতে সমস্ত লোক দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়?” “তাহলে হে গ্রামপতি, এ বিষয়ে আমি তোমাকে প্রতিপ্রশ্ন করব, তুমি সামর্থ অনুসারে উত্তর দিও।”

২. “হে গ্রামপতি, তা কী মনে কর? এখানে কোনো পুরুষ প্রাণিহত্যাকারী, অদত্তগ্রহণকারী, কামে ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী, পিশুনভাষী, পৌরুষভাষী (কর্কশভাষী), সম্প্রলাপী, অভিধ্যালু (লোভপরায়ণ) ব্যাপন্নচিত্ত (ক্রোধী) ও মিথ্যাদৃষ্টিক হয়। তখন মহাজনগণ একত্রিতভাবে সমাগত হয়ে অঞ্জলিবদ্ধাবস্থায় (সেই পুরুষের) চারিদিকে ঘুরে ঘুরে তার স্তুতি করতে করতে এই প্রার্থনা করে—‘এই পুরুষ দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হোক।’ গ্রামপতি, তা কী মনে কর, সেই পুরুষ মহাজনগণের অঞ্জলিবদ্ধাবস্থায় চারিদিকে ঘুরে ঘুরে তার স্তুতি করতে করতে প্রার্থনা হেতু সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হবে কি?” “নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।”

৩. “গ্রামপতি, মনে কর, কোনো পুরুষ একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড গভীর হ্রদের জলে নিক্ষেপ করে। মহাজনগণ একত্রিতভাবে সমাগত হয়ে

---

[১]। ঋষি (সন্ন্যাসী) ও ব্রহ্মচারীগণের জলের পাত্র বিশেষ।

[২]। জলশুদ্ধিভাব জানার জন্য (প্রকাশিত হবার জন্য) সকাল বেলা জল হতে শৈবাল উৎপলাদি (পদ্মপুষ্পাদি) সংগ্রহ করে মালা তৈরি করে তা পরিধান করে। (অর্থকথা)

[৩]। সকাল-সন্ধ্যা স্নানকারী। (অর্থকথা)

[৪]। মৃত ব্যক্তির চতুর্দিকে ব্রাহ্মণগণ স্থিত হয়ে মৃতব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলে—‘ওহে, ব্রহ্মলোকে গমন কর, ওহে ব্রহ্মালোকে গমন কর; এভাবে বলতে বলতে স্বর্গে প্রবেশ করায়। (অর্থকথা)

অঞ্জলিবদ্ধাবস্থায় চারিদিকে ঘুরে ঘুরে নিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ডের স্তুতি করতে করতে এই প্রার্থনা করে 'ওহে প্রস্তরখণ্ড—উত্থিত হও; ওহে প্রস্তরখণ্ড, ভেসে উঠো; ওহে প্রস্তরখণ্ড, লাফিয়ে স্থল প্রাপ্ত হও।' গ্রামপতি, তা কী মনে কর, সেই প্রস্তরখণ্ড কি মহাজনগণের অঞ্জলিবদ্ধাবস্থায় চারিদিকে ঘুরে ঘুরে স্তুতিসহ প্রার্থনা হেতু উত্থিত হবে বা ভেসে উঠবে বা লাফিয়ে স্থল প্রাপ্ত হবে?" "নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।" "তদ্রূপভাবে হে গ্রামপতি, যেকোনো পুরুষ প্রাণিহত্যাকারী, অদত্তগ্রহণকারী, কামে ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী, পিশুনভাষী, পৌরুষভাষী, সম্প্রলাপী, অভিধ্যালু, ব্যাপন্নচিত্ত ও মিথ্যাদৃষ্টিক হয়। তথাপি মহাজনগণ একত্রিতভাবে সমাগত হয়ে অঞ্জলিবদ্ধাবস্থায় (সেই পুরুষের) চারিদিকে ঘুরে ঘুরে তার স্তুতি করতে করতে এই প্রার্থনা করে—'এই পুরুষ দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হোক'। কিন্তু সেই পুরুষ দেহত্যাগে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত-নিরয়ে উৎপন্ন হয়।"

৪. "হে গ্রামপতি, তুমি ইহা কী মনে কর; এখানে কোনো পুরুষ প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়, অদত্তগ্রহণ হতে বিরত হয়, কামে ব্যভিচার হতে বিরত হয়, মিথ্যাভাষণ হতে বিরত হয়, পিশুনবাক্য হতে বিরত হয়, পৌরুষবাক্য হতে বিরত হয়, সম্প্রলাপ হতে বিরত হয়, অনভিধ্যালু (অলোভী) হয়, অব্যাপন্নচিত্ত (অক্রোধী) হয় ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়। তখন মহাজনগণ একত্রিতভাবে সমাগত হয়ে অঞ্জলিবদ্ধাবস্থায় (সেই পুরুষের) চারিদিকে ঘুরে ঘুরে তার স্তুতি করতে করতে এই প্রার্থনা করে—'এই পুরুষ দেহত্যাগে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত-নিরয়ে উৎপন্ন হোক।' হে গ্রামপতি, তুমি ইহা কী মনে কর, সেই পুরুষ মহাজনগণের অঞ্জলিবদ্ধাবস্থায় চারিদিকে ঘুরে ঘুরে তার স্তুতি করতে করতে প্রার্থনা হেতু অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত-নিরয়ে উৎপন্ন হবে কি?" "নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

৫. "হে গ্রামপতি, মনে কর কোনো পুরুষ ঘৃতকুম্ভ বা তৈলকুম্ভ ভেঙ্গে গভীর হ্রদের জলে ডুবিয়ে দেয়। তথায় যে কাঁকড় বা নুড়িপাথর আছে তা নিম্নগামী হয় আর যে ঘৃত বা তৈল আছে তা ঊর্ধ্বগামী হয়। মহাজনগণ একত্রিতভাবে সমাগত হয়ে অঞ্জলিবদ্ধাবস্থায় চারিদিকে ঘুরে ঘুরে জলাদির স্তুতি করতে করতে এই প্রার্থনা করে—'ওহে ঘৃত তৈল, নিমজ্জিত (নিপতিত) হও; ওহে ঘৃত তৈল, ডুবে যাও; ওহে ঘৃত তৈল, অধঃগমন কর। "হে গ্রামপতি, তা কী মনে কর, সেই ঘৃত তৈল কি মহাজনগণের অঞ্জলিবদ্ধাবস্থায় চারিদিকে ঘুরে ঘুরে স্তুতি ও প্রার্থনা হেতু নিমজ্জিত হবে বা ডুবে যাবে বা অধঃগমন করবে?" "নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

৬. "তদ্রূপভাবে হে গ্রামপতি, যে পুরুষ প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়, অদত্তগ্রহণ হতে বিরত হয়, কামে ব্যভিচার হতে বিরত হয়, মিথ্যাভাষণ হতে বিরত হয়, পিশুনবাক্য হতে বিরত হয়, পৌরুষবাক্য হতে বিরত হয়, সম্প্রলাপ হতে বিরত হয়, অনভিধ্যালু হয়, অব্যাপন্নচিত্ত হয়, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়। যদিও মহাজনগণ একত্রিতভাবে সমাগত হয়ে অঞ্জলিবদ্ধ অবস্থায় (সেই পুরুষের) চারিদিকে ঘুরে ঘুরে স্তুতি করতে করতে প্রার্থনা করে—'এই পুরুষ দেহত্যাগে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত-নিরয়ে উৎপন্ন হোক।' তবুও সেই পুরুষ দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।" এরূপ উক্ত হলে অসিবন্ধক-পুত্র গ্রামপতি ভগবানকে বললেন :

৭. অতি সুন্দর ভন্তে! অতি মনোহর ভন্তে! যেমন কেহ অধোমুখীকে ঊর্ধ্বমুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, ভ্রান্ত পথিককে পথ প্রদর্শন করে অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্য বস্তু)-সমূহ দেখতে পায়; এরূপে ভন্তে! ভগবান কর্তৃক বিবিধ পর্যায়ে বিবিধ যুক্তিতে ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। ভন্তে! আমি ভগবানের ও ভগবৎ প্রতিষ্ঠিত ধর্ম এবং ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হচ্ছি; আজ হতে আমরণ ভগবান আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।"

ষষ্ঠ সূত্র সমাপ্ত।

৭. ক্ষেত্রোপমা সূত্র

৩৫৯. ১. এক সময় ভগবান নালন্দায় অবস্থান করছিলেন পাবারিক আম্রবনে। তখন অসিকবন্ধকপুত্র গ্রামপতি যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট অসিবন্ধকপুত্র গ্রামপতি ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, ভগবান কি সমস্ত জীবন্ত প্রাণীর প্রতি হিতানুকম্পী হয়ে অবস্থান করেন?" "হ্যাঁ গ্রামপতি, তথাগত সমস্ত জীবন্ত প্রাণীর প্রতি হিতানুকম্পী হয়ে অবস্থান করেন।" "তাহলে ভন্তে, ভগবান কেন কিছু কিছু সত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে (পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে) ধর্মদেশনা করেন আর কেনই বা কিছু কিছু সত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে (পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে) ধর্মদেশনা করেন না?"

২. "তাহলে হে গ্রামপতি, আমি তোমাকে প্রতিপ্রশ্ন করব। তোমার সামর্থ অনুসারে উত্তর দিও। হে গ্রামপতি, মনে কর, এখানে এক কৃষক গৃহপতির তিনটি ক্ষেত্র (জমি) আছে। একটি ক্ষেত্র উত্তম (অগ্র), একটি মধ্যম এবং একটি হীন, জঙ্গল, লবণাক্ত ও অনুর্বর। হে গ্রামপতি, তুমি ইহা

কী মনে কর, সেই কৃষক গৃহপতি বীজবপনে ইচ্ছুক হয়ে কোথায় প্রথমে বীজ বপন করবে—কি উত্তম ক্ষেত্রে, নাকি মধ্যম ক্ষেত্রে অথবা হীন, জঙ্গল, লবণাক্ত ও অনুর্বর ক্ষেত্রে?" "ভন্তে, সেই কৃষক গৃহপতি বীজ বপনে ইচ্ছুক হয়ে যে ক্ষেত্র উত্তম তথায় (প্রথমে) বীজ বপন করবে। তথায় বীজ বপন করে যে ক্ষেত্র মধ্যম সেখানে বপন করবে; সেখানে বপন করে যে ক্ষেত্র হীন, জঙ্গল, লবণাক্ত ও অনুর্বর সেখানে বপন করবে না, এমন নয়; সেখানেও বপন করবে। তার কারণ কী? অন্ততপক্ষে গবাদিপশুর খাদ্য হলেও হবে।"

৩. "হে গ্রামপতি, যেমন সেই উত্তম ক্ষেত্র; তেমন আমার ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ। তাদেরকে আমি ধর্মদেশনা করি যা আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ; যা অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনযুক্ত এবং যা কেবল পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশিত করে। তার কারণ কী? যেহেতু হে গ্রামপতি, এরা তাদের প্রতিষ্ঠা, নিরাপত্তা ও পরিত্রাণস্বরূপ আমাকে আশ্রয় করে অবস্থান করে। হে গ্রামপতি, যেমন সেই মধ্যম ক্ষেত্র, তেমন আমার উপাসক-উপাসিকাগণ। তাদেরকে আমি ধর্মদেশনা করি যা আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ; যা অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনযুক্ত এবং যা কেবল পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশিত করে। তার কারণ কী? যেহেতু হে গ্রামপতি, তারা তাদের প্রতিষ্ঠা, নিরাপত্তা ও পরিত্রাণস্বরূপ আমাকে আশ্রয় করে অবস্থান করে। হে গ্রামপতি, যেমন সেই হীন, জঙ্গল, লবণাক্ত ও অনুর্বর ক্ষেত্র, তেমন অন্যতীর্থিয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পরিব্রাজকগণ; তাদের আমি ধর্মদেশনা করি যা আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ; যা অর্থযুক্ত ও ব্যঞ্জনযুক্ত এবং যা কেবল পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশিত করে। তার কারণ কী? যেহেতু তারা ধর্মের একপদ হলেও বুঝতে সক্ষম হবে (উপলব্ধি করবে) যা তাদের দীর্ঘকাল হিত-সুখের কারণ হবে।"

৪. "হে গ্রামপতি, মনে কর, কোনো পুরুষের তিনটি জল রাখার বড় মৃন্ময় পাত্র আছে। তন্মধ্যে একটি জলপাত্র ছিদ্রহীন, চিড়হীন, ফাটলহীন; একটি জলপাত্র ছিদ্রহীন, চিড়যুক্ত, ফাটলযুক্ত; একটি জলপাত্র ছিদ্রযুক্ত, চিড়যুক্ত, ফাটলযুক্ত। হে গ্রামপতি, তুমি তা কী মনে কর, সেই পুরুষ জল নিক্ষেপ করতে (রাখতে) ইচ্ছুক হয়ে কোথায় প্রথমে নিক্ষেপ করবে—ছিদ্রহীন, চিড়হীন, ফাটলহীন জলপাত্রে, নাকি ছিদ্রহীন, চিড়যুক্ত, ফাটলযুক্ত জলপাত্রে অথবা ছিদ্রযুক্ত, চিড়যুক্ত, ফাটলযুক্ত জলপাত্রে?" "ভন্তে, সেই পুরুষ জল রাখতে ইচ্ছুক হয়ে প্রথমে জল রাখবে ছিদ্রহীন, চিড়হীন,

ফাটলহীন জলপাত্রে; তথায় জল রাখার পর জল রাখবে ছিদ্রহীন, চিড়যুক্ত ও ফাটলযুক্ত জলপাত্রে; সেখানেও জল রাখার পর ছিদ্রযুক্ত, চিড়যুক্ত ও ফাটলযুক্ত জলপাত্রে জল রাখবে না এমন নয়, সেখানেও জল রাখবে। তার কারণ কী? অন্ততপক্ষে পাত্রধৌত করার জল হলেও পাওয়া যাবে।”

৫. “হে গ্রামপতি, যেমন সেই ছিদ্রহীন, চিড়হীন ও ফাটলহীন জলপাত্র; তেমন আমার ভিক্ষু ভিক্ষুণীগণ। তাদেরকে আমি ধর্মদেশনা করি যা আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ; যা অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনযুক্ত এবং যা কেবল পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশিত করে। তার কারণ কী? যেহেতু হে গ্রামপতি, তারা তাদের প্রতিষ্ঠা, নিরাপত্তা, পরিত্রাণ স্বরূপ আমাকে আশ্রয় করে অবস্থান করে। হে গ্রামপতি, যেমন সেই ছিদ্রহীন, চিড়যুক্ত ও ফাটলযুক্ত জলপাত্র; তেমনি আমার উপাসক-উপাসিকাগণ। তাদেরকে আমি ধর্মদেশনা করি যা আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ; যা অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনযুক্ত এবং যা কেবল পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশিত করে। তার কারণ কী? যেহেতু তারা তাদের প্রতিষ্ঠা, নিরাপত্তা ও পরিত্রাণ-স্বরূপ আমাকে আশ্রয় করে অবস্থান করে। হে গ্রামপতি, যেমন সেই ছিদ্রযুক্ত, চিড়যুক্ত ও ফাটলযুক্ত জলপাত্র; তেমন অন্যতীর্থিয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পরিব্রাজকগণ, তাদেরকে আমি ধর্মদেশনা করি যা আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ; যা অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনযুক্ত এবং যা কেবল পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশিত করে। তার কারণ কী? যেহেতু তারা ধর্মের একপদ হলেও উপলব্ধি করবে যা তাদের দীর্ঘকাল হিত-সুখের কারণ হবে।” এরূপ উক্ত হলে অসিবন্ধকপুত্র গ্রামপতি ভগবানকে বললেন :

৬. অতি সুন্দর ভন্তে! অতি মনোহর ভন্তে! যেমন কেহ অধোমুখীকে ঊর্ধ্বমুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, ভ্রান্ত পথিককে পথ প্রদর্শন করে অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্য বস্তু)-সমূহ দেখতে পায়; এরূপে ভন্তে! ভগবান কর্তৃক বিবিধ পর্যায়ে বিবিধ যুক্তিতে ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। ভন্তে! আমি ভগবানের ও ভগবৎ প্রতিষ্ঠিত ধর্ম এবং ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হচ্ছি; আজ হতে আমরণ ভগবান আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।”

সপ্তম সূত্র সমাপ্ত।

৮. শঙ্খ সূত্র

৩৬০. ১. এক সময় ভগবান নালন্দায় অবস্থান করতেছিলেন,

পাবারিকাম্রবনে। তখন নিগণ্ঠ শ্রাবক অসিবন্ধকপুত্র গ্রামপতি যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট অসিবন্ধকপুত্র গ্রামপতিকে ভগবান বললেন, "হে গ্রামপতি, নিগণ্ঠ নাতপুত্র শ্রাবকদের কিরূপে ধর্মদেশনা করে?"

২. "ভন্তে, নিগণ্ঠ নাতপুত্র এরূপে শ্রাবকদের ধর্মদেশনা করে—যে কেউ প্রাণিহত্যা করে, সে সকল অপায়ে, নিরয়ে উৎপন্ন হয়; যে কেউ অদত্তগ্রহণকারী হয়, সে সকল অপায়ে নিরয়ে উৎপন্ন হয়; যে কেহ কামে ব্যভিচারী হয়, সে সকল অপায়ে নিরয়ে উৎপন্ন হয়; যে কেহ মিথ্যাভাষী হয়, সে সকল অপায়ে নিরয়ে উৎপন্ন হয়; যা বহুলভাবে সম্পাদন করে, তদ্বারা নীত হয়। ভন্তে, এরূপেই নিগণ্ঠ নাতপুত্র শ্রাবকদের ধর্মদেশনা করেন।"

৩. "হে গ্রামপতি, 'যা বহুলভাবে সম্পাদন করে, তদ্বারা নীত হয়;' এরূপ হলে নিগণ্ঠ নাতপুত্রের বাক্যানুসারে কেহই অপায়ে নিরয়ে উৎপন্ন হবে না। হে গ্রামপতি, তা কী মনে কর, যে পুরুষ রাতে বা দিনে বা সময়ে সময়ে প্রাণিহত্যাকারী হয়; সে বেশির ভাগ সময় কোনটি করে—কি প্রাণিহত্যা করে অথবা প্রাণিহত্যা করে না?" "ভন্তে, যে পুরুষ রাতে বা দিনে বা সময়ে সময়ে প্রাণিহত্যাকারী হয়; সে অল্প সময় প্রাণিহত্যা করে, অধিকাংশ সময় সে প্রাণিহত্যা করে না।" "হে গ্রামপতি, 'যা বহুলভাবে সম্পাদন করে, তদ্বারা নীত হয়' এরূপ হলে নিগণ্ঠ নাতপুত্রের বাক্যানুসারে কেহই অপায়ে নিরয়ে উৎপন্ন হবে না।"

৪. "হে গ্রামপতি, তুমি কী মনে কর, যে পুরুষ রাতে বা দিনে বা সময়ে সময়ে অদত্তগ্রহণকারী হয়; সে বেশির ভাগ সময় কোনটি করে—কি অদত্ত গ্রহণ করে অথবা অদত্ত গ্রহণ হতে বিরত হয়?" "ভন্তে, যে পুরুষ রাতে বা দিনে বা সময়ে সময়ে (কখনো কখনো) অদত্তগ্রহণকারী হয়; সে অল্প সময় অদত্তগ্রহণ করে (চুরি করে), অধিকাংশ সময় সে অদত্ত গ্রহণ করে না।" "হে গ্রামপতি, 'যা বহুলভাবে সম্পাদন করে, তদ্বারা নীত হয়;' এরূপ হলে নিগণ্ঠ নাতপুত্রের বাক্যানুসারে কেহই অপায়ে নিরয়ে উৎপন্ন হবে না।"

৫. "হে গ্রামপতি, তুমি কী মনে কর, যে পুরুষ রাতে বা দিনে বা সময়ে সময়ে (কখনো কখনো) কামে ব্যভিচারী হয়; সে বেশির ভাগ সময় কোনটি করে—কি কামে ব্যভিচারী হয় অথবা কামে ব্যভিচারী হয় না?" "ভন্তে, যে পুরুষ রাতে বা দিনে বা সময়ে সময়ে কামে ব্যভিচারী হয়; সে অল্প সময় কামে ব্যভিচারী হয়, অধিকাংশ সময় সে কামে ব্যভিচারী হয় না।" "হে গ্রামপতি, 'যা বহুলভাবে সম্পাদন করে, তদ্বারা নীত হয়;' এরূপ হলে নিগণ্ঠ

নাতপুত্রের বাক্যানুসারে কেহই অপায়ে নিরয়ে উৎপন্ন হবে না।"

৬. "হে গ্রামপতি, তুমি কী মনে কর, যে পুরুষ রাতে বা দিনে বা সময়ে সময়ে মিথ্যা ভাষণ করে; সে বেশির ভাগ সময় কোনটি করে—কি মিথ্যাভাষণ করে অথবা মিথ্যাভাষণ করে না?" "ভন্তে, যে পুরুষ রাতে বা দিনে বা সময়ে সময়ে মিথ্যা ভাষণ করে; সে অল্প সময় মিথ্যাভাষণ করে, অধিকাংশ সময় সে মিথ্যাভাষণ করে না।" "হে গ্রামপতি, 'যা বহুলভাবে সম্পাদন করে, তদ্দ্বারা নীত হয়;' এরূপ হলে নিগণ্ঠ নাতপুত্রের বাক্যানুসারে কেহই অপায়ে নিরয়ে উৎপন্ন হবে না।"

৭. "হে গ্রামপতি, এখানে কিছু কিছু শাস্তা এরূপ বাদী ও এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন—'যে কেহ প্রাণিহত্যা করে, সে সকল অপায়ে নিরয়ে উৎপন্ন হয়। যে কেহ অদত্তগ্রহণকারী হয়, সে সকল অপায়ে নিরয়ে উৎপন্ন হয়। যে কেহ কামে ব্যভিচারী হয়, সে সকল অপায়ে নিরয়ে উৎপন্ন হয়। যে কেহ মিথ্যাভাষণকারী হয়, সে সকল অপায়ে নিরয়ে উৎপন্ন হয়'। সেই শাস্তার প্রতি তৎশ্রাবক এই ভেবে অভিপ্রসন্ন (শ্রদ্ধান্বিত) হয়—আমার শাস্তা (শিক্ষক) এরূপ বাদী ও এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন—যে কেহ প্রাণিহত্যা করে, সে সকল অপায়ে নিরয়ে উৎপন্ন হয়। 'আমার দ্বারাও প্রাণিহত্যা করা হয়েছে, আমিও অপায়ে নিরয়ে উৎপন্ন হবো'—এই দৃষ্টি (ধারণা) সে লাভ করে। হে গ্রামপতি, সেই বাক্য, সেই চিত্ত, সেই দৃষ্টি অপরিত্যাগ, অবিসর্জন হেতু সে তদনুরূপ নিরয়ে উৎপন্ন হয়।

আমার শাস্তা এরূপ বাদী ও এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন—'যে কেহ অদত্ত গ্রহণ করে (চুরি করে), সে সকল অপায়ে নিরয়ে উৎপন্ন হয়।' 'আমার দ্বারাও অদত্ত গ্রহণ করা হয়েছে, আমিও অপায়ে নিরয়ে উৎপন্ন হবো'—এই দৃষ্টি সে লাভ করে। হে গ্রামপতি, সেই বাক্য, সেই চিত্ত, সেই দৃষ্টি অপরিত্যাগ, অবিসর্জন হেতু সে তদনুরূপ নিরয়ে উৎপন্ন হয়।

'আমার শাস্তা এরূপ বাদী ও এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন—যে কেহ কামে ব্যভিচারী হয়, সে সকল অপায়ে নিরয়ে উৎপন্ন হয়। 'আমার দ্বারাও কামে ব্যভিচার করা হয়েছে। আমিও অপায়ে নিরয়ে উৎপন্ন হবো'। এই দৃষ্টি সে লাভ করে। হে গ্রামপতি, সেই বাক্য, সেই চিত্ত, সেই দৃষ্টি অপরিত্যাগ, অবিসর্জন হেতু সে তদনুরূপ নিরয়ে উৎপন্ন হয়।

আমার শাস্তা এরূপ বাদী ও এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন—যে কেহ মিথ্যা ভাষণ করে, সে সকল অপায়ে নিরয়ে উৎপন্ন হয়। 'আমার দ্বারাও মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে, আমিও অপায়ে নিরয়ে উৎপন্ন হবো'—এই দৃষ্টি সে লাভ করে।

হে গ্রামপতি, সেই বাক্য, সেই চিত্ত, সেই দৃষ্টি অপরিত্যাগ, অবিসর্জন হেতু সে তদনুরূপ নিরয়ে উৎপন্ন হয়।”

৮. “হে গ্রামপতি, এই জগতে তথাগত উৎপন্ন হন—অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর দম্যপুরুষ সারথি, দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ ও ভগবান। তিনি বিবিধ পর্যায়ে প্রাণিহত্যার নিন্দা করেন, দোষারোপ করেন এবং প্রাণিহত্যা হতে বিরত থাকতে বলেন। অদত্তগ্রহণের (চুরি কর্মের) নিন্দা করেন, দোষারোপ করেন; অদত্তগ্রহণ হতে বিরত থাকতে বলেন। মিথ্যা কামাচারের (ব্যভিচার কর্মের) নিন্দা করেন, দোষারোপ করেন; মিথ্যাকামাচার হতে বিরত থাকতে বলেন। মিথ্যাভাষণের নিন্দা করেন, দোষারোপ করেন; মিথ্যাভাষণ হতে বিরত থাকতে বলেন।”

৯. “হে গ্রামপতি, সেই শাস্তার প্রতি (তাঁর) শ্রাবক অভিপ্রসন্ন (শ্রদ্ধান্বিত) হয়। তিনি বিবেচনা করেন—ভগবান বিবিধ পর্যায়ে প্রাণিহত্যা কর্মকে নিন্দা করেন, দোষারোপ করেন; প্রাণিহত্যা হতে বিরত থাকতে বলেন। আমার দ্বারা যতটুকু প্রাণিহত্যা করা হয়েছে তা সুন্দর হয়নি, উত্তম হয়নি। অধিকন্তু সে কারণে আমি অনুতপ্ত (অনুশোচনাগ্রস্ত) হয়েছি। এরূপ পাপকর্ম আমি আর করব না। এভাবে তিনি জ্ঞানপূর্বক প্রাণিহত্যা পরিত্যাগ করেন। ভবিষ্যতে প্রাণিহত্যা হতে বিরত হন। এভাবে এই পাপকর্ম পরিত্যক্ত হয়, সমতিক্রান্ত হয়।

ভগবান বিবিধপর্যায়ে অদত্তগ্রহণের নিন্দা করেন, দোষারোপ করেন এবং অদত্তগ্রহণ (চুরি) হতে বিরত থাকতে বলেন। আমার দ্বারা যতটুকু চুরি কর্ম করা হয়েছে, তা সুন্দর হয়নি, উত্তম হয়নি। অধিকন্তু সে কারণে আমি অনুতপ্ত হয়েছি। এরূপ পাপকর্ম আমি আর করব না। এভাবে তিনি জ্ঞানপূর্বক অদত্তগ্রহণ (চুরি) পরিত্যাগ করেন। ভবিষ্যতে অদত্তগ্রহণ হতে বিরত হন। এভাবে এই পাপকর্ম পরিত্যক্ত হয়, সমতিক্রান্ত হয়।

ভগবান বিবিধপর্যায়ে ব্যভিচারের নিন্দা করেন, দোষারোপ করেন এবং ব্যভিচার হতে বিরত থাকতে বলেন। আমার দ্বারা যতটুকু ব্যভিচার করা হয়েছে, তা সুন্দর হয়নি, উত্তম হয়নি। অধিকন্তু সে কারণে আমি অনুতপ্ত হয়েছি। এরূপ পাপকর্ম আমি আর করব না। এভাবে তিনি জ্ঞানপূর্বক ব্যভিচার পরিত্যাগ করেন। ভবিষ্যতে ব্যভিচার হতে বিরত হন। এভাবে এই পাপকর্ম পরিত্যাগ হয়, সমতিক্রান্ত হয়।

ভগবান বিবিধপর্যায়ে মিথ্যা ভাষণের নিন্দা করেন, দোষারোপ করেন এবং মিথ্যাভাষণ হতে বিরত থাকতে বলেন। আমার দ্বারা যতটুকু মিথ্যা

ভাষণ করা হয়েছে তা সুন্দর হয়নি, উত্তম হয়নি। অধিকন্তু সে কারণে আমি অনুতপ্ত হয়েছি। এরূপ পাপকর্ম আমি আর করব না। এভাবে তিনি জ্ঞানপূর্বক মিথ্যাভাষণ পরিত্যাগ করেন। ভবিষ্যতে মিথ্যাভাষণ হতে বিরত হন। এভাবে এই পাপকর্ম পরিত্যক্ত হয়, সমতিক্রান্ত হয়।

১০. তিনি প্রাণিহত্যা পরিত্যাগ করে প্রাণিহত্যা হতে বিরত হন। অদত্তগ্রহণ পরিত্যাগ করে অদত্তগ্রহণ হতে বিরত হন। মিথ্যাকামাচার পরিত্যাগ করে মিথ্যাকামাচার (ব্যভিচার) হতে বিরত হন। মিথ্যাভাষণ পরিত্যাগ করে মিথ্যাভাষণ হতে বিরত হন। পিশুনবাক্য (ভেদবচন) পরিত্যাগ করে পিশুনবাক্য ভাষণ হতে বিরত হন। পৌরুষ (কর্কশ) বাক্য পরিত্যাগ করে পৌরুষ বাক্য ভাষণ হতে বিরত হন। সম্প্রলাপ (বৃথাকথা) পরিত্যাগ করে সম্প্রলাপ হতে বিরত হন। অভিধ্যা (লোভ) পরিত্যাগ করে অনভিধ্যালু (অলোভী) হন, ব্যাপাদ-দ্বেষ পরিত্যাগ করে অব্যাপন্নচিত্ত হন। মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ করে সম্যক দৃষ্টি হন।”

১১. “হে গ্রামপতি, সেই আর্যশ্রাবক এভাবে বিগত অভিধ্যা, বিগতব্যাপাদ, অবিমূঢ় সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হয়ে মৈত্রীসহগত-চিত্তে এক দিক স্ফুরিত করে অবস্থান করেন, তথা দ্বিতীয় দিক, তৃতীয় দিক, চতুর্থ দিক, ক্রমে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক সর্বতোভাবে সর্ব দিক মৈত্রীসহগত, বিপুল, মহদ্‌গত, অপ্রমেয়, অবৈর ও অবাধ চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান করেন। হে গ্রামপতি, যেমন বলবান শঙ্খবাদক বিনাকষ্টে চতুর্দিক শব্দায়িত করে; তেমনভাবেই হে গ্রামপতি, মৈত্রীচেতো (চিত্ত)-বিমুক্তি (উপাচার ও অর্পণা বশে) ভাবিত ব্যক্তির (ভাবনাকারীর) যা প্রমাণকৃত (কামাবচর) কর্ম তখন তা আবরণ করতে পারে না, তা তখন প্রতিবল হয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

১২. সেই আর্যশ্রাবক এভাবে বিগত অভিধ্যা, বিগত ব্যাপাদ, অবিমূঢ় সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হয়ে করুণাসহগত-চিত্তে এক দিক স্ফুরিত করে অবস্থান করেন, তথা দ্বিতীয় দিক, তৃতীয় দিক, চতুর্থ দিক, ক্রমে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক সর্বতোভাবে সর্বদিক করুণাসহগত, বিপুল, মহদ্‌গত, অপ্রমেয়, অবৈর ও অহিংস চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান করেন। হে গ্রামপতি, যেমন বলবান শঙ্খবাদক বিনাকষ্টে চতুর্দিক শব্দায়িত করে; তেমনভাবেই গ্রামপতি, করুণাচেতোবিমুক্তি ভাবিত ব্যক্তির যা প্রমাণকৃত কর্ম তখন তা আবরণ করতে পারে না, তা তখন প্রতিবল হয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

১৩. সেই আর্যশ্রাবক এভাবে বিগত অভিধ্যা, বিগত ব্যাপাদ, অবিমূঢ়

সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হয়ে মুদিতাসহগত-চিত্তে এক দিক স্ফুরিত করে অবস্থান করেন, তথা দ্বিতীয় দিক, তৃতীয় দিক, চতুর্থ দিক, ক্রমে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক সর্বতোভাবে সর্ব দিক মুদিতাসহগত, বিপুল, মহদ্‌গত, অপ্রমেয়, অবৈর ও অহিংস চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান করেন। যেমন গ্রামপতি, বলবান শঙ্খবাদক বিনাকষ্টে চতুর্দিক শব্দায়িত (বিজ্ঞাপিত) করে; তেমনভাবেই গ্রামপতি, মুদিতাচেতোবিমুক্তি ভাবিত ব্যক্তির যা প্রমাণকৃত কর্ম তখন তা আবরণ করতে পারে না, তা তখন প্রতিবল হয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

১৪. সেই আর্যশ্রাবক এভাবে বিগত অভিধ্যা, বিগত ব্যাপাদ, অবিমূঢ় সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হয়ে উপেক্ষাসহগত-চিত্তে এক দিক স্ফুরিত করে অবস্থান করেন। তথা দ্বিতীয় দিক, তৃতীয় দিক, চতুর্থ দিক, ক্রমে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক সর্বতোভাবে সর্বদিক উপেক্ষাসহগত, বিপুল, মহদ্‌গত, অপ্রমেয়, অবৈর ও অহিংস চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান করেন। যেমন গ্রামপতি, বলবান শঙ্খবাদক বিনাকষ্টে চতুর্দিক শব্দায়িত করে; তেমনভাবেই গ্রামপতি, উপেক্ষাচেতোবিমুক্তি ভাবিত ব্যক্তির যা প্রমাণকৃত কর্ম তখন তা আবরণ করতে পারেনা, তা তখন প্রতিবল হয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।"

এরূপ উক্ত হলে অসিবন্ধক পুত্র গ্রামপতি ভগবানকে বললেন :

১৫. "অতি সুন্দর ভন্তে! অতি মনোহর ভন্তে! যেমন কেহ অধোমুখীকে ঊর্ধ্বমুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, ভ্রান্ত পথিককে পথ প্রদর্শন করে অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্য বস্তু)-সমূহ দেখতে পায়; এরূপে ভন্তে! ভগবান কর্তৃক বিবিধ পর্যায়ে বিবিধ যুক্তিতে ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। ভন্তে! আমি ভগবানের ও ভগবৎ প্রতিষ্ঠিত ধর্ম এবং ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হচ্ছি; আজ হতে আমরণ ভগবান আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।"

অষ্টম সূত্র সমাপ্ত।

৯. কুল সূত্র

৩৬১. ১. এক সময় ভগবান মহানুভাবসম্পন্ন পঞ্চশত সংখ্যক ভিক্ষুসংঘের সহিত কোশলরাজ্যে জন হিতার্থে ভ্রমণ করতে করতে নালন্দায় উপস্থিত হলেন। তথায় ভগবান নালন্দায় অবস্থান করতেছিলেন, পাবারিক শ্রেষ্ঠীর আম্রবনে।

২. সেই সময় নালন্দায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় ভিক্ষান্ন দুষ্কর হেতু

ভিক্ষুদের কালযাপন করতে কষ্ট হচ্ছিল। তখন নিগণ্ঠ নাতপুত্র বৃহৎ নিগণ্ঠ পরিষদ সহিত নালন্দায় বাস করছিলেন। তখন নিগণ্ঠ শ্রাবক অসিবন্ধকপুত্র গ্রামপতি নিগণ্ঠ নাতপুত্রের নিকট উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে নিগণ্ঠ নাতপুত্রকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট অসিবন্ধকপুত্র গ্রামপতিকে নিগণ্ঠ নাতপুত্র বললেন :

৩. "আসুন গ্রামপতি, আপনি শ্রমণ গৌতমের সাথে বাদারোপ করুন। এতে আপনার কল্যাণ-কীর্তি শব্দ বিঘোষিত হবে যে, গ্রামপতি কর্তৃক এমন মহাঋদ্ধি ও মহানুভবসম্পন্ন শ্রমণ গৌতমের বিরুদ্ধে বাদারোপিত হয়েছে।"

"প্রভু, আমি কিরূপে শ্রমণ গৌতমের বিরুদ্ধে বাদারোপ করব?"

"আসুন গ্রামপতি, যেখানে শ্রমণ গৌতম আছেন তথায় যান। সে স্থানে উপস্থিত হয়ে শ্রমণ গৌতমকে এরূপ বলুন—'ভন্তে, ভগবান কি কুলসমূহের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের, কুলসমূহকে রক্ষার ও তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনের প্রশংসা করেননি?' যদি শ্রমণ গৌতম এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন—'গ্রামপতি, তথাগত অনেক পর্যায়ে কুলসমূহের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের, কুলসমূহকে রক্ষার ও তাঁদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনের প্রশংসা করেন।' তবে আপনি বললেন, 'ভন্তে, দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় জীবনধারণ করা দুষ্কর হওয়া সত্ত্বেও কেন ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসংঘের সাথে পরিক্রমায় (চারিকায়) বিচরণ করছেন? ভগবান কুলসমূহের উচ্ছেদে প্রতিপন্ন! তাদের দুর্দশা সৃষ্টিতে প্রতিপন্ন! তাদের অনিষ্ট সাধনে প্রতিপন্ন!' হে গ্রামপতি, আপনার এই উভয়কোটিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়ে শ্রমণ গৌতম উদ্‌গীরণ কিংবা গলাধঃকরণ করতে সমর্থ হবেন না।" "হ্যাঁ প্রভু, বলে অসিবন্ধকপুত্র গ্রামপতি নিগণ্ঠ নাতপুত্রকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসন হতে উঠে নিগণ্ঠ নাতপুত্রকে অভিবাদনপূর্বক প্রদক্ষিণ করে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। তথায় ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট অসিবন্ধকপুত্র গ্রামপতি ভগবানকে বললেন :

৪. "ভন্তে, ভগবান কি কুলসমূহের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের, কুলসমূহকে রক্ষার ও তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনের প্রশংসা করেননি?" "হ্যাঁ, গ্রামপতি, তথাগত অনেক পর্যায়ে কুলসমূহের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের, কুলসমূহকে রক্ষার ও তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনের প্রশংসা করেন।" "ভন্তে, দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় জীবনধারণ করা দুষ্কর হওয়া সত্ত্বেও কেন ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসংঘসহ পরিক্রমায় (চারিকায়) বিচরণ করছেন? ভগবান কুলসমূহের উচ্ছেদে প্রতিপন্ন! তাদের দুর্দশা সৃষ্টিতে

প্রতিপন্ন! তাদের অনিষ্ট সাধনে প্রতিপন্ন!”

৫. “হে গ্রামপতি, এই হতে একানব্বই কল্প পর্যন্ত (পূর্বে) অনুস্মরণ করে পক্ব (রন্ধিত) খাদ্যমাত্র দান করে কোনো কুল (পরিবার) বিনষ্ট হয়েছে বলে আমি জানি না (দেখছি না)। অধিকন্তু মহা ঐশ্বর্যশালী, ধনী, মহাভোগ (সম্পদ), প্রচুর স্বর্ণরোপ্য, প্রচুর বিত্তুপকরণ ও প্রচুর ধন-ধান্য পরিপূর্ণ যে সমস্ত কুল (পরিবার) আছে; তা সবই দান হতে উৎপন্ন, সত্য হতে উৎপন্ন এবং শ্রামণ্য হতে উৎপন্ন। হে গ্রামপতি, কুলসমূহ বিনাশের আট প্রকার হেতু, আট প্রকার প্রত্যয়। যথা : রাজার দ্বারা কুলসমূহ বিনষ্ট হয়; চোরের দ্বারা কুলসমূহ বিনষ্ট হয়; অগ্নির দ্বারা কুলসমূহ বিনষ্ট হয়; জল দ্বারা কুলসমূহ বিনষ্ট হয়; নিহিত (রক্ষিত) স্থান হতে (ধনসমূহ) অদৃশ্য হয়; দুষ্প্রযুক্ত কর্ম হেতু ক্ষয় হয়[১]; কুলে কুলাঙ্গার উৎপন্ন হয়, যে সেই ভোগসম্পদকে অপব্যয় করে, ধ্বংস করে, বিনাশ করে; অনিত্যতা হেতু ক্ষয় হয়, ইহা অষ্টম কারণ। হে গ্রামপতি, ইহাই আট প্রকার হেতু, আট প্রকার প্রত্যয়; যদ্বারা কুলসমূহ বিনষ্ট হয়।”

৬. “হে গ্রামপতি, এই আট প্রকার হেতু, এই আট প্রকার প্রত্যয় বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যে আমাকে বলে—‘ভগবান কুলসমূহের উচ্ছেদে প্রতিপন্ন! তাদের দুর্দশা সৃষ্টিতে প্রতিপন্ন! তাদের অনিষ্ট সাধনে প্রতিপন্ন!’ হে গ্রামপতি, তার সেই বাক্য, সেই চিত্ত, সেই দৃষ্টি (ধারণা) অপরিত্যাগ হেতু, অবিসর্জন হেতু সে তদনুরূপ নিরয়ে (নরকে) পতিত (উৎপন্ন) হয়।” এরূপ উক্ত হলে অসিবন্ধকপুত্র গ্রামপতি ভগবানকে বললেন :

৭. “অতি সুন্দর ভন্তে! অতি মনোহর ভন্তে! যেমন কেহ অধোমুখীকে ঊর্ধ্বমুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, ভ্রান্ত পথিককে পথ প্রদর্শন করে অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্য বস্তু)-সমূহ দেখতে পায়; এরূপে ভন্তে! ভগবান কর্তৃক বিবিধ পর্যায়ে বিবিধ যুক্তিতে ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। ভন্তে! আমি ভগবানের ও ভগবৎ প্রতিষ্ঠিত ধর্মের এবং ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হচ্ছি; আজ হতে আমরণ ভগবান আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।”

নবম সূত্র সমাপ্ত।

---

[১]। অলসতা হেতু কর্মে নিয়োজিত হয় না (কঠোর পরিশ্রম করে না)।

১০. মণিচুড়ক গ্রামপতি সূত্র

৩৬২. ১. এক সময় ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করতেছিলেন, বেণুবনে কলন্দক নিবাপে। সেই সময় রাজার অন্তপুরে রাজপরিষদে একত্রিত জনতার মধ্যে এই কথা আলোচিত হয়েছিল :

২. "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণের পক্ষে স্বর্ণ-রৌপ্য অবিহিত নহে, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ স্বর্ণ-রৌপ্যের উপভোগ করেন। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ স্বর্ণ-রৌপ্য প্রতিগ্রহণ করে থাকেন।" সে সময় মণিচুড়ক গ্রামপতি সেই পরিষদে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন মণিচুড়ক গ্রামপতি সেই জনতাকে বললেন, "আর্য, এরূপ বলবেন না। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণের পক্ষে স্বর্ণ-রৌপ্য বিহিত নহে, শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ স্বর্ণ রৌপ্য উপভোগ করেন না। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ স্বর্ণ-রৌপ্য প্রতিগ্রহণ করেন না। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ মণি-সুবর্ণ পরিত্যাগ করেছেন, স্বর্ণ-রৌপ্য হতে দূরে অবস্থান করেন।" মণিচুড়ক গ্রামপতি সেই পরিষদকে বুঝাতে সমর্থ হলেন।

৩. অতঃপর মণিচুড়ক গ্রামপতি সেই পরিষদকে বুঝায়ে যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হলেন; সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট মণিচুড়ক গ্রামপতি ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, রাজ অন্তপুরে রাজ পরিষদে একত্রিত জনতার মধ্যে এরূপ কথা আলোচিত হয়েছিল—শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণের পক্ষে স্বর্ণ-রৌপ্য অবিহিত নহে, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ স্বর্ণ-রৌপ্যের উপভোগ করেন। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ স্বর্ণ-রৌপ্য প্রতিগ্রহণ করে থাকেন। এরূপ উক্ত হলে ভন্তে, আমি সেই পরিষদকে বললাম—'আর্য, এরূপ বলবেন না। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণের পক্ষে স্বর্ণ-রৌপ্য বিহিত নহে, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ স্বর্ণ-রৌপ্যের উপভোগ করেন না। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ স্বর্ণ-রৌপ্য প্রতিগ্রহণ করেন না। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ মণি-সুবর্ণ পরিত্যাগ করেছেন, স্বর্ণ-রৌপ্য হতে দূরে অবস্থান করেন। ভন্তে, আমি সেই পরিষদকে বুঝাতে সমর্থ হয়েছি।"

"ভন্তে, আমি এরূপ বলে ভগবানের পক্ষে যথার্থ বলেছি কি? মিথ্যা বলে ভগবানের নিন্দা করি নাই তো? ধর্মানুসারে বলেছি তো? তা ধর্মানুসারে কোনো বাদানুবাদের (নিন্দার) কারণ হবে না তো?"

৪. "গ্রামপতি, নিশ্চয়ই তুমি এরূপ বলে সত্যকথা বলেছ, মিথ্যা বলে নিন্দা কর নাই, ধর্মানুসারে বলেছ; তা ধর্মানুসারে কোনো বাদানুবাদের কারণ হবে না। গ্রামপতি, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণের পক্ষে স্বর্ণ-রৌপ্য বিহিত নহে,

শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ স্বর্ণ-রৌপ্য উপভোগ করেন না। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ স্বর্ণ-রৌপ্য প্রতিগ্রহণ করেন না। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ মণি-সুবর্ণ ত্যাগ করেছেন, তারা স্বর্ণ-রৌপ্য হতে দূরে অবস্থিত।”

৫. “গ্রামপতি, স্বর্ণ-রৌপ্য গ্রহণ যার পক্ষে বিহিত, তার পক্ষে পঞ্চ কামগুণও বিহিত। পঞ্চ কামগুণ যার পক্ষে বিহিত হয়, নিশ্চিতরূপে জানিও তা শ্রমণ ধর্ম কিংবা শাক্যপুত্রীয় ধর্ম নয়। গ্রামপতি, আমি বলতেছি (শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ) তৃণার্থী তৃণ, কাষ্ঠার্থী কাষ্ঠ, শকটার্থী শকট, পুরুষার্থী পুরুষ অন্বেষণ করবে, কিন্তু গ্রামপতি, কোনো প্রকারেই স্বর্ণ-রৌপ্য উপভোগ বা অন্বেষণ করতে পারবে না।”

দশম সূত্র সমাপ্ত।

১১. ভদ্রক সূত্র

৩৬৩. ১. এক সময় ভগবান মল্লদের মধ্যে অবস্থান করছিলেন, উরুবেলাকপ্প নামক মল্লদের নিগমে। অতঃপর ভদ্রক গ্রামপতি যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট ভদ্রক গ্রামপতি ভগবানকে বললেন, “ভন্তে, আমার জন্য উত্তম (মঙ্গল) হবে, ভগবান আমাকে দুঃখের উদয় এবং বিলয় সম্পর্কে দেশনা করুন।”

২. “হে গ্রামপতি, যদি তোমাকে আমি অতীতে প্রারম্ভে দুঃখের উদয় এবং বিলয় সম্পর্কে ধর্মদেশনা করতাম তাহলে তাতে তোমার সংশয়, সন্দেহ উৎপন্ন হতো। যদি আমি তোমাকে ভবিষ্যতে প্রারম্ভে ধর্মদেশনা করি তাহলে তাতে তোমার সন্দেহ, সংশয় উৎপন্ন হবে। অথচ হে গ্রামপতি, এখন উপবিষ্ট আমি এখানে উপবিষ্ট তোমাকে দুঃখের সমুদয় (উদয়) এবং অস্তগমন (বিলয়) সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর, আমি ভাষণ করব।” “হ্যাঁ ভন্তে”, বলে ভদ্রক গ্রামপতি ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বললেন :

৩. “হে গ্রামপতি, তা কী মনে কর, এই উরুবেলাকপ্পে এমন মনুষ্যগণ আছে কি যাদের বধ (হত্যা) করলে বা বন্ধন করলে বা হানি (ক্ষতি) হলে বা অপমান করলে তোমার শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-নৈরাশ্য (হতাশা) উৎপন্ন হয়?”

“ভন্তে, এই উরুবেলাকপ্পে এমন মনুষ্যগণ আছে যাদের হত্যা করলে বা বন্দী (বন্ধন) করলে বা হানি হলে বা অপমান করলে আমার শোক-

পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-নৈরাশ্য উৎপন্ন হয়।" "হে গ্রামপতি, এই উরুবেলাকপ্পে এমন মনুষ্যগণ আছে কি যাদের হত্যা করলে বা বন্ধন করলে বা হানি হলে বা অপমান করলে তোমার শোক-পরিদেবন (বিলাপ)-দুঃখ-দৌর্মনস্য-হতাশা উৎপন্ন হয় না?" "ভন্তে, এই উরুবেলাকপ্পে এমন মনুষ্যগণ আছে যাদের হত্যা করলে বা বন্ধন করলে বা হানি হলে বা অপমান করলে আমার শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-হতাশা উৎপন্ন হয় না।"

৪. "হে গ্রামপতি, কী হেতু কী প্রত্যয় যে উরুবেলাকপ্পের কিছু কিছু মনুষ্যকে হত্যা করলে বা বন্ধন করলে বা তাদের হানি (ক্ষতি) হলে বা তাদের অপমান করলে তোমার শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-হতাশা উৎপন্ন হয়?" "ভন্তে, উরুবেলাকপ্পের যেই মনুষ্যদের হত্যায় বা বন্ধনে বা ক্ষতিতে বা অপমানে আমার শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-হতাশা উৎপন্ন হয়, তাদের প্রতি আমার ছন্দরাগ (অনুরাগ) আছে। ভন্তে, উরুবেলাকপ্পের যেই মনুষ্যদের হত্যায় বা বন্ধনে বা ক্ষতিতে বা অপমানে আমার শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-হতাশা উৎপন্ন হয় না, তাদের প্রতি আমার ছন্দরাগ (অনুরাগ) নেই।"

৫. "হে গ্রামপতি, তুমি এই দৃষ্ট, জ্ঞাত (বিদিত), অকালিক, প্রাপ্ত ধর্ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হও-অতীতকালে যে সমস্ত উৎপদ্যমান দুঃখ উৎপন্ন হয়েছিল, সে সমস্ত ছন্দমূলক, ছন্দনিদান। প্রকৃতপক্ষে ছন্দই (অভিলাষ) দুঃখের মূল। ভবিষ্যৎকালে যে সমস্ত উৎপদ্যমান দুঃখ উৎপন্ন হবে, সে সমস্ত ছন্দমূলক, ছন্দনিদান। প্রকৃতপক্ষে ছন্দই দুঃখের মূল।" "ভন্তে, আশ্চর্য! ভন্তে, অদ্ভুত! ভন্তে, ভগবান কর্তৃক ইহা সুভাষিত যে—'যে সমস্ত উৎপদ্যমান দুঃখ উৎপন্ন হয়, তা সবই ছন্দমূলক, ছন্দনিদান। প্রকৃতপক্ষে ছন্দই দুঃখের মূল'।"

৬. "ভন্তে, চিরবাসী নামক আমার একজন পুত্র (এখান হতে দূরে) বহিস্থ গৃহে বাস করে[১]। ভন্তে, আমি প্রত্যুষে জাগ্রত হয়ে একজন পুরুষকে এই বলে প্রেরণ করি—'ভণে[২], যাও; কুমার চিরবাসীকে অন্বেষণ কর।' ভন্তে, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই পুরুষ ফিরে না আসে ততক্ষণ আমি এই আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন থাকি যে—'কুমার চিরবাসীর কোনো রোগ হয়নি তো!'"

---

[১]। শিল্পশিক্ষার মানসে বহির্নগরে বাস করছিল। (অর্থকথা)

[২]। প্রায়ই নিম্নস্তরের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সম্বোধন-সূচক উক্তি বিশেষ। (অভিধান)

৭. "হে গ্রামপতি, তুমি ইহা কী মনে কর, কুমার চিরবাসীকে বধ (হত্যা) করলে বা বন্ধন করলে বা তার ক্ষতি হলে বা তাকে অপমান করলে তোমার শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-হতাশা উৎপন্ন হবে কি?" "ভন্তে, যেখানে কুমার চিরবাসীর জীবিত অবস্থায়ও আমার চিত্তে অন্যথাভাব (উদ্বিগ্নতা) উৎপন্ন হয়, আর কেনই বা তাকে বধ করলে বা বন্ধন করলে বা তার ক্ষতি হলে বা তাকে অপমান করলে আমার শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-হতাশা উৎপন্ন হবে না!" "হে গ্রামপতি, এই পর্যায়েও তোমার ইহা জানা উচিত যে—'যা কিছু উৎপদ্যমান দুঃখ উৎপন্ন হয়, তা সবই ছন্দমূলক ছন্দনিদান। প্রকৃতপক্ষে ছন্দই দুঃখের মূল'।"

৮. "হে গ্রামপতি, তুমি ইহা কী মনে কর, যখন তুমি চিরবাসীর মাকে দেখনি, তার সম্পর্কে শুননি; তখন কি চিরবাসীর মায়ের প্রতি তোমার (চিত্তে) ছন্দ বা রাগ বা প্রেম উৎপন্ন হয়েছিল?" "নিশ্চয়ই হয়নি, ভন্তে।" যখন গ্রামপতি, তুমি চিরবাসীর মাকে দেখেছ, তার সম্পর্কে শুনেছ; তখন কি চিরবাসীর মায়ের প্রতি তোমার (চিত্তে) ছন্দ বা রাগ বা প্রেম উৎপন্ন হয়েছিল কি?" "হ্যাঁ, ভন্তে।"

৯. "হে গ্রামপতি, তুমি ইহা কী মনে কর, চিরবাসীর মায়ের বধ বা বন্ধন বা হানি বা অপমানে তোমার শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াশ (হতাশা) উৎপন্ন হবে কি?" "ভন্তে, যেখানে চিরবাসীর মায়ের জীবিতাবস্থায়ও আমার চিত্তে অন্যথাভাব (উদ্বিগ্নতা) উৎপন্ন হয়, আর কেনই বা সেখানে; তাকে বধ করলে বা বন্ধন করলে বা তার ক্ষতি হলে বা তার অপমানে আমার শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-হতাশা উৎপন্ন হবে না।" "হে গ্রামপতি, এই পর্যায়েও তোমার ইহা জানা উচিত যে—'যা কিছু উৎপদ্যমান দুঃখ উৎপন্ন হয়, তা সবই ছন্দমূলক, ছন্দনিদান। প্রকৃতপক্ষে ছন্দই দুঃখের মূল'।"

একাদশতম সূত্র সমাপ্ত।

১২. রাসিয় সূত্র

৩৬৪. ১. অতঃপর রাসিয় গ্রামপতি যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট রাসিয় গ্রামপতি ভগবানকে বললেন :

২. "ভন্তে, শুনতে পাই যে, 'শ্রমণ গৌতম সর্ব তপশ্চরণের নিন্দা করে থাকেন, কঠোর ব্রতাচারী তপস্বীমাত্রেই তাঁর তিরস্কার ও অপবাদের পাত্র'।

ভন্তে, যারা এরূপ বলে—‘শ্রমণ গৌতম সর্ব তপশ্চরণের নিন্দা করে থাকেন, কঠোর ব্রতাচারী তপস্বীমাত্রেই তাঁর তিরস্কার ও অপবাদের পাত্র’, তারা কি ভন্তে, ভগবানের সম্পর্কে যথার্থই বলে নাকি ভগবানের বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করে? তারা কি ধর্মনিহিত সত্যই প্রকাশ করে? অথবা তাদের সেরূপ কথনে ধর্মানুসারে কোনো বাক্য আপত্তিজনক হয় না তো?”

৩. “হে গ্রামপতি, যারা এরূপ বলে—‘শ্রমণ গৌতম সর্ব তপশ্চরণের নিন্দা করে থাকেন, কঠোর ব্রতাচারী তপস্বীমাত্রেই তাঁর তিরস্কার ও অপবাদের পাত্র;’ তারা আমার সম্পর্কে যথার্থ বলে না, তারা মিথ্যা প্রচার করে আমার নিন্দা ঘোষণা করে।”

৪. “হে গ্রামপতি, এই দুই অন্ত প্রব্রজিত কর্তৃক সেবন করা উচিত নয়, দুই কী কী? প্রথমত হীন, গ্রাম্য ও সাধারণজন সেবিত অনার্য ও অনর্থকর কাম্যবস্তুতে অনুরক্ত হওয়া আর দ্বিতীয়ত অনার্য অনর্থকর আত্মক্লেশজনিত দুঃখবরণ (কৃচ্ছ্রসাধন)। হে গ্রামপতি, এই উভয় অন্ত ত্যাগ করে তথাগত মধ্যমপথ অধিগত হয়েছেন, যা চক্ষু উৎপাদনকারী, জ্ঞান উৎপাদনকারী এবং যা উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণের দিকে সংবর্তিত (উপনীত) করে। হে গ্রামপতি, তথাগত কর্তৃক অধিগত চক্ষু-উৎপাদনকারী, জ্ঞান উৎপাদনকারী এবং উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণের দিকে সংবর্তনকারী সেই মধ্যমপথ কী? এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। হে গ্রামপতি, ইহাই সেই মধ্যম প্রতিপদ যা তথাগত কর্তৃক অধিগত চক্ষু উৎপাদনকারী, জ্ঞান উৎপাদনকারী এবং উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণের দিকে সংবর্তনকারী।”

৫. “হে গ্রামপতি, জগতে তিন প্রকার কামভোগী বিদ্যমান। তিন প্রকার কী কী? হে গ্রামপতি, এখানে কিছু কিছু কামভোগী অধর্মত (অন্যায়ভাবে) ও উৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে, অধর্মত ও উৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে নিজেকেও সুখী ও সন্তুষ্ট করে না এবং অন্যের সাথে সংবিভাগও করে না, পুণ্যও করে না। হে গ্রামপতি, এখানে কিছু কিছু কামভোগী অধর্মত ও উৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে, অধর্মত ও উৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করে কিন্তু অন্যের সাথে সংবিভাগও করে না, পুণ্যও করে না। হে গ্রামপতি, এখানে কিছু কিছু কামভোগী অধর্মত ও উৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে, অধর্মত ও উৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে নিজেকেও সুখী ও

সন্তুষ্ট করে এবং অন্যের সাথে সংবিভাগও করে, পুণ্যও করে।"

৬. "হে গ্রামপতি, এখানে কিছু কিছু কামভোগী ধর্মত-অধর্মতভাবে ও উৎপীড়ন-অনুৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে, ধর্মত-অধর্মতভাবে ও উৎপীড়ন-অনুৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করে না, অপরের সাথে সংবিভাগও করে না, পুণ্যও করে না। হে গ্রামপতি, এখানে কিছু কিছু কামভোগী ধর্মত-অধর্মতভাবে ও উৎপীড়ন-অনুৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে, ধর্মত-অধর্মতভাবে ও উৎপীড়ন-অনুৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্য বস্তু অন্বেষণ করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করে, কিন্তু অপরের সাথে সংবিভাগও করে না, পুণ্যও করে না। হে গ্রামপতি, এখানে কিছু কিছু কামভোগী ধর্মত-অধর্মতভাবে ও উৎপীড়ন-অনুৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে, ধর্মত-অধর্মতভাবে ও উৎপীড়ন-অনুৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করে, অপরের সাথে সংবিভাগও করে, পুণ্য ও করে।"

৭. "হে গ্রামপতি, এখানে কিছু কিছু কামভোগী ধর্মত ও অনুৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে, ধর্মত ও অনুৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে নিজেকেও সুখী ও সন্তুষ্ট করে না, অপরের সাথে সংবিভাগও করে না, পুণ্যও করে না। হে গ্রামপতি, এখানে কিছু কিছু কামভোগী ধর্মত ও অনুৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে, ধর্মত ও অনুৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করে কিন্তু অপরের সাথে সংবিভাগও করে না, পুণ্যও করে না। হে গ্রামপতি, এখানে কিছু কিছু কামভোগী ধর্মত ও অনুৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে, ধর্মত ও অনুৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে নিজেকেও সুখী ও সন্তুষ্ট করে অপরের সাথে সংবিভাগও করে, পুণ্যও করে। সে ভোগ্যবস্তু আসক্ত, মূর্ছিত অভিভূত অদোষদর্শী, অনিঃসরণপ্রাজ্ঞ হয়ে ভোগ করে। হে গ্রামপতি, এখানে কিছু কিছু কামভোগী ধর্মত ও অনুৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে, ধর্মত ও অনুৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে নিজেকেও সুখী ও সন্তুষ্ট করে, অপরের সাথে সংবিভাগও করে, পুণ্যও করে। তিনি ভোগ্যবস্তু অনাসক্ত, অমূর্ছিত, অনভিভূত, দোষদর্শী ও নিঃসরণপ্রাজ্ঞ[১] হয়ে ভোগ

---

[১]। শীল পালনের জন্যই অন্নবস্ত্রাদি ভোগ্যবস্তু ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে যাঁর মনে তজ্জন্য ভোগবিলাসের চিন্তা উদয় হয় না, তিনিই নিঃসরণপ্রাজ্ঞ। তৎবিপরীত অনিঃসরণপ্রাজ্ঞ।

করে।”

৮. “হে গ্রামপতি, তথায় যে কামভোগী অধর্মত ও উৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে, অধর্মত ও উৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে নিজেকেও সুখী ও সন্তুষ্ট করে না, অপরের সাথে সংবিভাগও করে না, পুণ্য ও করে না। হে গ্রামপতি, এই কামভোগী ত্রিবিধ কারণে নিন্দিত (ঘৃণার্হ) হয়। তিন কী কী? অধর্মত ও উৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে, এই প্রথম কারণে সে নিন্দিত। নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করে না, এই দ্বিতীয় কারণে সে নিন্দিত। অপরের সহিত সংবিভাগও করে না, পুণ্যও করে না, এই তৃতীয় কারণে সে নিন্দিত হয়। হে গ্রামপতি, এই কামভোগী এই ত্রিবিধ কারণে নিন্দিত হয়।”

৯. “হে গ্রামপতি, তথায় যে কামভোগী অধর্মত ও উৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে, অধর্মত ও উৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করে কিন্তু অপরের সাথে সংবিভাগও করে না, পুণ্যও করে না। হে গ্রামপতি, এই কামভোগী দ্বিবিধ কারণে নিন্দিত হয় ও এক কারণে প্রশংসিত হয়। কোন দ্বিবিধ কারণে নিন্দিত হয়? অধর্মত ও উৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে, এই প্রথম কারণে সে নিন্দিত হয়। অপরের সাথে সংবিভাগও করে না, পুণ্যও করে না, এই দ্বিতীয় কারণে সে নিন্দিত হয়। কোন এক কারণে সে প্রশংসিত হয়? নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করে, এই এক কারণে সে প্রশংসিত হয়। হে গ্রামপতি, এই কামভোগী এই দ্বিবিধ কারণে নিন্দিত হয় এবং এই এক কারণে প্রশংসিত হয়।”

১০. “হে গ্রামপতি, তথায় যে কামভোগী অধর্মত ও উৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে, অধর্মত ও উৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করে, অপরের সহিত সংবিভাগ ও করে এবং পুণ্য ও করে। হে গ্রামপতি, এই কামভোগী এক কারণে নিন্দিত হয়, দ্বিবিধ কারণে প্রশংসিত হয়। কোন এক কারণে নিন্দিত হয়? অধর্মত ও উৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে, এই এক কারণে নিন্দিত হয়। কোন দ্বিবিধ কারণে প্রশংসিত হয়? নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করে, এই প্রথম কারণে প্রশংসিত হয় এবং অপরের সাথে সংবিভাগও করে, পুণ্যও করে; এই দ্বিতীয় কারণে প্রশংসিত হয়। হে গ্রামপতি, এই কামভোগী এই এক কারণে নিন্দিত হয় এবং এই দ্বিবিধ কারণে প্রশংসিত হয়।”

১১. “হে গ্রামপতি, তথায় যে কামভোগী ধর্মত-অধর্মত ও উৎপীড়ন-অনুৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে, ধর্মত-অধর্মত ও উৎপীড়ন-

অনুৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে নিজেকেও সুখী ও সন্তুষ্ট করে না, অপরের সাথে সংবিভাগও করে না, পুণ্য ও করে না। হে গ্রামপতি, এই কামভোগী এক কারণে প্রশংসিত ও ত্রিবিধ কারণে নিন্দিত। কোন এক কারণে প্রশংসিত? ধর্মত ও অনুৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে, এই এক কারণে প্রশংসিত। কোন ত্রিবিধ কারণে নিন্দিত হয়? অধর্মত ও উৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে, এই প্রথম কারণে নিন্দিত হয়। নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করে না, এই দ্বিতীয় কারণে নিন্দিত হয়। অপরের সহিত সংবিভাগও করে না, পুণ্যও করে না; এই তৃতীয় কারণে নিন্দিত হয়। হে গ্রামপতি, এই কামভোগী এই এক কারণে প্রশংসিত হয় এবং এই ত্রিবিধ কারণে নিন্দিত হয়।"

১২. "হে গ্রামপতি, তথায় যে কামভোগী ধর্মত-অধর্মত ও উৎপীড়ন-অনুৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে, ধর্মত-অধর্মত ও উৎপীড়ন-অনুৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করত : নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করে কিন্তু অপরের সহিত সংবিভাগও করে না, পুণ্যও করে না। হে গ্রামপতি, এই কামভোগী দ্বিবিধ কারণে প্রশংসিত ও দ্বিবিধ কারণে নিন্দিত হয়। কোন দ্বিবিধ কারণে প্রশংসিত হয়? ধর্মত ও অনুৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে, এই প্রথম কারণে প্রশংসিত হয়। নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করে, এই দ্বিতীয় কারণে প্রশংসিত হয়। কোন দ্বিবিধ কারণে নিন্দিত হয়? অধর্মত ও উৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে, এই প্রথম কারণে নিন্দিত হয়। অপরের সহিত সংবিভাগও করে না, পুণ্য করে না; এই দ্বিতীয় কারণে নিন্দিত হয়। হে গ্রামপতি, এই কামভোগী এই দ্বিবিধ কারণে প্রশংসিত হয় এবং এই দ্বিবিধ কারণে নিন্দিত হয়।"

১৩. "হে গ্রামপতি, তথায় যে কামভোগী ধর্মত-অধর্মত ও উৎপীড়ন-অনুৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে, ধর্মত-অধর্মত ও উৎপীড়ন-অনুৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে নিজেকেও সুখী ও সন্তুষ্ট করে, অপরের সহিত সংবিভাগও করে, পুণ্যও করে। হে গ্রামপতি, এই কামভোগী ত্রিবিধ কারণে প্রশংসিত হয় এবং এক কারণে নিন্দিত হয়। কোন ত্রিবিধ কারণে প্রশংসিত হয়? ধর্মত ও অনুৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে, এই প্রথম কারণে প্রশংসিত হয়। নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করে, এই দ্বিতীয় কারণে প্রশংসিত হয়। অপরের সহিত সংবিভাগও করে, পুণ্যও করে, এই তৃতীয় কারণে প্রশংসিত হয়। কোন এক কারণে নিন্দিত হয়? অধর্মত ও উৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে, এই এক কারণে নিন্দিত হয়।

হে গ্রামপতি, এই কামভোগী এই ত্রিবিধ কারণে প্রশংসিত ও এই এক কারণে নিন্দিত হয়।"

১৪. "হে গ্রামপতি, তথায় যে কামভোগী ধর্মত ও অনুৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে, ধর্মত ও অনুৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে নিজেকেও সুখী ও সন্তুষ্ট করে না, অপরের সহিত সংবিভাগও করে না, পুণ্যও করে না। হে গ্রামপতি, এই কামভোগী এক কারণে প্রশংসিত হয় এবং দ্বিবিধ কারণে নিন্দিত হয়। কোন এক কারণে প্রশংসিত হয়? ধর্মত ও অনুৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে, এই এক কারণে প্রশংসিত হয়। কোন দ্বিবিধ কারণে নিন্দিত হয়? নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করে না, এই প্রথম কারণে নিন্দিত হয়। অপরের সহিত সংবিভাগও করে না, পুণ্যও করে না; এই দ্বিতীয় কারণে নিন্দিত হয়। হে গ্রামপতি, এই কামভোগী এই এক কারণে প্রশংসিত এবং এই দ্বিবিধ কারণে নিন্দিত হয়।"

১৫. "হে গ্রামপতি, তথায় যে কামভোগী ধর্মত ও অনুৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে, ধর্মত ও অনুৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করে কিন্তু অপরের সহিত সংবিভাগও করে না, পুণ্যও করে না। হে গ্রামপতি, এই কামভোগী দ্বিবিধ কারণে প্রশংসিত হয় এবং এক কারণে নিন্দিত হয়। কোন দ্বিবিধ কারণে প্রশংসিত হয়? ধর্মত ও অনুৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে, এই প্রথম কারণে প্রশংসিত হয়। নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করে, এই দ্বিতীয় কারণে প্রশংসিত হয়। কোন এক কারণে নিন্দিত হয়? অপরের সহিত সংবিভাগও করে না, পুণ্যও করে না; এই এক কারণে নিন্দিত হয়। হে গ্রামপতি, এই কামভোগী এই দ্বিবিধ কারণে প্রশংসিত হয় এবং এই এক কারণে নিন্দিত হয়।"

১৬. "হে গ্রামপতি, তথায় যে কামভোগী ধর্মত ও অনুৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে, ধর্মত ও অনুৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে নিজেকেও সুখী ও সন্তুষ্ট করে, অপরের সহিত সংবিভাগ ও করে, পুণ্যও করে। সে ভোগ্যবস্তুসমূহ আসক্ত, মূর্ছিত, অভিভূত, অদোষদর্শী, অনিঃসরণপ্রাজ্ঞ হয়ে পরিভোগ করে। হে গ্রামপতি, এই কামভোগী ত্রিবিধ কারণে প্রশংসিত হয় এবং এক কারণে নিন্দিত হয়। কোন ত্রিবিধ কারণে প্রশংসিত হয়? ধর্মত ও অনুৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে, এই প্রথম কারণে প্রশংসিত হয়। নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করে, এই দ্বিতীয় কারণে প্রশংসিত হয়। অপরের সহিত সংবিভাগও করে, পুণ্যও করে; এই তৃতীয় কারণে প্রশংসিত হয়। কোন এক কারণে নিন্দিত হয়? সে ভোগ্যবস্তুসমূহকে

আসক্ত, মূর্ছিত, অভিভূত, অদোষদর্শী, অনিঃসরণপ্রাজ্ঞ হয়ে পরিভোগ করে; এই এক কারণে নিন্দিত হয়। হে গ্রামপতি, এই কামভোগী এই ত্রিবিধ কারণে প্রশংসিত হয় এবং এই এক কারণে নিন্দিত হয়।"

১৭. "হে গ্রামপতি, তথায় যে কামভোগী ধর্মত ও অনুৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে, ধর্মত ও অনুৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে নিজেকেও সুখী ও সন্তুষ্ট করে, অপরের সহিত সংবিভাগও করে, পুণ্যও করে। সে ভোগ্যবস্তুসমূহ অনাসক্ত, অমূর্ছিত, অনভিভূত, দোষদর্শী ও নিঃসরণপ্রাজ্ঞ হয়ে পরিভোগ করে। হে গ্রামপতি, এই কামভোগী চারি কারণে প্রশংসিত হয়। কোন চারি কারণে? ধর্মত ও অনুৎপীড়ন-সহকারে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করে, এই প্রথম কারণে প্রশংসিত হয়। নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করে, এই দ্বিতীয় কারণে প্রশংসিত হয়। অপরের সহিত সংবিভাগও করে, পুণ্যও করে; এই তৃতীয় কারণে প্রশংসিত হয়। সে ভোগ্যবস্তুসমূহ অনাসক্ত, অমূর্ছিত, অনভিভূত, দোষদর্শী ও নিঃসরণপ্রাজ্ঞ হয়ে পরিভোগ করে; এই চতুর্থ কারণে প্রশংসিত হয়। হে গ্রামপতি, এই কামভোগী এই চারি কারণে প্রশংসিত হয়।"

১৮. "হে গ্রামপতি, জগতে এই তিন প্রকার কঠোর ব্রতধারী তপস্বী বিদ্যমান আছে। তিন কী কী? হে গ্রামপতি, এখানে কিছু কিছু কঠোর ব্রতধারী তপস্বী কুশলধর্ম অধিগমের জন্যে, লোকোত্তর ধর্ম আর্যজ্ঞানদর্শন-বিশেষ সাক্ষাৎ করার জন্যে শ্রদ্ধায় আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজিত হয়। সে নিজেকে (দুষ্করচর্যা দ্বারা) কষ্ট দেয়, যন্ত্রণা দেয়, কুশলধর্ম অধিগত হয় না; লোকোত্তর ধর্ম আর্যজ্ঞানদর্শনবিশেষ সাক্ষাৎ করে না।"

১৯. "হে গ্রামপতি, এখানে কিছু কিছু কঠোর ব্রতধারী তপস্বী কুশলধর্ম অধিগমের জন্যে, লোকোত্তর ধর্ম আর্যজ্ঞানদর্শনবিশেষ সাক্ষাৎ করার জন্যে শ্রদ্ধায় আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজিত হয়। সে নিজেকে কষ্ট দেয়, যন্ত্রণা দেয়, কুশলধর্ম অধিগত হয়, লোকোত্তর ধর্ম আর্যজ্ঞানদর্শনবিশেষ সাক্ষাৎ করে না।"

২০. "হে গ্রামপতি, এখানে কিছু কিছু কঠোর ব্রতধারী তপস্বী কুশলধর্ম অধিগমের জন্যে, লোকোত্তর ধর্ম আর্যজ্ঞানদর্শনবিশেষ সাক্ষাৎ করার জন্য শ্রদ্ধায় আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজিত হয়। সে নিজেকে কষ্ট দেয়, যন্ত্রণা দেয়, কুশলধর্ম অধিগত হয়, লোকোত্তর ধর্ম আর্যজ্ঞানদর্শনবিশেষ সাক্ষাৎ করে।"

২১. "হে গ্রামপতি, তথায় যে কঠোর ব্রতধারী তপস্বী নিজেকে কষ্ট দেয়,

কুশলধর্ম অধিগত হয় না, লোকোত্তরধর্ম আর্যজ্ঞানদর্শনবিশেষ সাক্ষাৎ করে না। হে গ্রামপতি, এই কঠোর ব্রতধারী তপস্বী ত্রিবিধ কারণে নিন্দিত হয়। কোন ত্রিবিধ কারণে নিন্দিত হয়? নিজেকে কষ্ট দেয়, যন্ত্রণা দেয়; এই প্রথম কারণে নিন্দিত হয়। কুশলধর্ম অধিগত হয় না, এই দ্বিতীয় কারণে নিন্দিত হয়। লোকোত্তর ধর্ম আর্যজ্ঞানদর্শনবিশেষ সাক্ষাৎ করে না, এই তৃতীয় কারণে নিন্দিত হয়। হে গ্রামপতি, এই কঠোর ব্রতধারী তপস্বী এই ত্রিবিধ কারণে নিন্দিত হয়।"

২২. "হে গ্রামপতি, তথায় যে কঠোর ব্রতধারী তপস্বী নিজেকে কষ্ট দেয়, যন্ত্রণা দেয়; কুশলধর্ম অধিগত হয়; লোকোত্তর ধর্ম আর্যজ্ঞানদর্শনবিশেষ সাক্ষাৎ করে না। হে গ্রামপতি, এই কঠোর ব্রতধারী তপস্বী দ্বিবিধ কারণে নিন্দিত হয় এবং এক কারণে প্রশংসিত হয়। কোন দ্বিবিধ কারণে নিন্দিত হয়? নিজেকে কষ্ট দেয়, যন্ত্রণা দেয়; এই প্রথম কারণে নিন্দিত হয়। লোকোত্তর ধর্ম আর্যজ্ঞানদর্শন বিশেষ সাক্ষাৎ করে না; এই দ্বিতীয় কারণে নিন্দিত হয়। কোন এক কারণে প্রশংসিত হয়? কুশলধর্ম অধিগত হয়; এই এক কারণে প্রশংসিত হয়। হে গ্রামপতি, এই কঠোর ব্রতধারী তপস্বী এই দ্বিবিধ কারণে নিন্দিত হয় এবং এই এক কারণে প্রশংসিত হয়।"

২৩. "হে গ্রামপতি, তথায় যে কঠোর ব্রতধারী তপস্বী নিজেকে কষ্ট দেয়, যন্ত্রণা দেয়; কুশলধর্ম অধিগত হয়; লোকোত্তর ধর্ম আর্যজ্ঞানদর্শন বিশেষ সাক্ষাৎ করে। হে গ্রামপতি, এই কঠোর ব্রতধারী তপস্বী এক কারণে নিন্দিত হয় এবং দ্বিবিধ কারণে প্রশংসিত হয়। কোন এক কারণে নিন্দিত হয়? নিজেকে কষ্ট দেয়, যন্ত্রণা দেয়; এই এক কারণে নিন্দিত হয়। কোন দ্বিবিধ কারণে প্রশংসিত হয়? কুশলধর্ম অধিগত হয়; এই প্রথম কারণে প্রশংসিত হয়। লোকোত্তর ধর্ম আর্যজ্ঞানদর্শনবিশেষ সাক্ষাৎ করে; এই দ্বিতীয় কারণে প্রশংসিত হয়। হে গ্রামপতি, এই কঠোর ব্রতধারী তপস্বী এই এক কারণে নিন্দিত হয় এবং এই দ্বিবিধ কারণে প্রশংসিত হয়।"

২৪. "হে গ্রামপতি, এই তিনটি সন্দৃষ্টিক (যা ইহজীবনে প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ), অক্ষয়, অকালিক (অনুশীলনে যার কাল বিচার নেই), এস, দেখ বলে আহ্বানের যোগ্য, (অর্থাৎ অন্ধভাবে গ্রহণের বিষয় নয়), নির্বাণে উপনয়নকারী, বিজ্ঞদের উপলব্ধিগম্য। তিন কী কী? যে লুব্ধ (অনুরক্ত) হয়ে রাগের কারণে নিজের বিঘ্ন চিন্তা করে, অপরের বিঘ্ন চিন্তা করে, আত্ম-পর উভয় বিঘ্ন (ক্ষতি) চিন্তা করে। রাগ পরিত্যক্ত হলে নিজের বিঘ্ন চিন্তা করে না, পরের বিঘ্ন চিন্তা করে না, আত্মপর উভয় বিঘ্ন চিন্তা করে না। ইহা

সন্দৃষ্টিক, অক্ষয়, অকালিক, এস দেখ বলার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, বিজ্ঞদের উপলব্ধিগম্য। যে দ্বেষে দুষ্ট হয়ে দ্বেষের কারণে নিজের বিঘ্ন চিন্তা করে, পরের বিঘ্ন চিন্তা করে, আত্ম-পর উভয় বিঘ্ন চিন্তা করে। দ্বেষ পরিত্যক্ত হলে নিজের বিঘ্ন চিন্তা করে না, পরের বিঘ্ন চিন্তা করে না, আত্ম-পর উভয় বিঘ্ন চিন্তা করে না। ইহা সন্দৃষ্টিক, অক্ষয়, অকালিক, এস দেখ বলার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, বিজ্ঞদের উপলব্ধিগম্য। যে মোহে মোহিত হয়ে মোহের কারণে নিজের বিঘ্ন চিন্তা করে, পরের বিঘ্ন চিন্তা করে, আত্ম-পর উভয় বিঘ্ন চিন্তা করে। মোহ পরিত্যক্ত হলে নিজের বিঘ্ন চিন্তা করে না, পরের বিঘ্ন চিন্তা করে না, আত্ম-পর উভয় বিঘ্ন চিন্তা করে না। ইহা সন্দৃষ্টিক, অক্ষয়, অকালিক, এস দেখ বলার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, বিজ্ঞদের উপলব্ধিগম্য। হে গ্রামপতি, এই তিনটি সন্দৃষ্টিক, অক্ষয়, অকালিক, এস দেখ বলার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, বিজ্ঞদের উপলব্ধিগম্য।”

এরূপ উক্ত হলে রাসিয় গ্রামপতি ভগবানকে বললেন :

২৫. “অতি সুন্দর ভন্তে! অতি মনোহর ভন্তে! যেমন কেহ অধোমুখীকে ঊর্ধ্বমুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, ভ্রান্ত পথিককে পথ প্রদর্শন করে অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্য বস্তু)-সমূহ দেখতে পায়; এরূপে ভন্তে! ভগবান কর্তৃক বিবিধ পর্যায়ে বিবিধ যুক্তিতে ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। ভন্তে! আমি ভগবানের ও ভগবৎ প্রতিষ্ঠিত ধর্ম এবং ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হচ্ছি; আজ হতে আমরণ ভগবান আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।”

দ্বাদশতম সূত্র সমাপ্ত।

১৩. পাটলিয় সূত্র

৩৬৫. ১. এক সময় ভগবান কোলিয়রাজ্যে অবস্থান করছিলেন, উত্তর নামক কোলিয়দের নিগমে। অতঃপর পাটলিয় গ্রামপতি যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট পাটলিয় গ্রামপতি ভগবানকে বললেন :

২. “ভন্তে, শুনতে পাই-‘শ্রমণ গৌতম মায়া[১], জানেন।’ ভন্তে, যারা

---

[১]। মায়া, ছলনা, মরীচিকা, কপটতা, বঞ্চনা, ধূর্ততা, প্রতারণা।

এরূপ বলে—'শ্রমণ গৌতম মায়া জানেন।' তারা কি ভন্তে, ভগবান সম্পর্কে যথার্থই বলে? নাকি ভগবানের বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করে? তারা কি ধর্মনিহিত সত্যই প্রকাশ করে? তাদের সেরূপ কথনে ধর্মানুসারে কোনো বাদানুবাদের (নিন্দার) কারণ হয় না তো? ভন্তে, আমরা কিন্তু ভগবানের নিন্দা কামনা করি না।"

৩. "হে গ্রামপতি, যারা এরূপ বলে—'শ্রমণ গৌতম মায়া জানেন'। তারা আমার সম্পর্কে যথার্থই বলে, আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করে না; তারা ধর্মনিহিত সত্যই বলে; তা ধর্মানুসারে কোনো বাদানুবাদের (নিন্দার) কারণ হবে না।"

ইহা সত্য যে, সেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের প্রতি আমার বিশ্বাস নেই; যারা এরূপ বলে—'শ্রমণ গৌতম মায়া জানেন, বাস্তবিক পক্ষে শ্রমণ গৌতম মায়াবী'। হে গ্রামপতি, যে বলে—"আমি মায়া জানি'। সে বলে—'আমি মায়াবী।' তদ্রূপ শ্রমণ গৌতমও, তদ্রূপ সুগতও'। এরূপ হলে হে গ্রামপতি, আমি তোমাকে প্রতিপ্রশ্ন করব। তোমার সামর্থ অনুসারে উত্তর দিও।

৪. "হে গ্রামপতি, তুমি কী মনে কর, ঝুঁটিযুক্ত[১] পাগড়ি (উষ্ণীষ) পরিহিত কোলিয় সৈন্যদের সম্পর্কে তুমি জান কি?" "হ্যাঁ, ভন্তে, আমি ঝুঁটিযুক্ত পাগড়ি পরিহিত কোলিয় সৈন্যদের সম্পর্কে জানি।" "হে গ্রামপতি, তুমি কী মনে কর, ঝুঁটিযুক্ত পাগড়ি পরিহিত কোলিয় সৈন্যদের উদ্দেশ্য কী?" "ভন্তে, কোলিয়দের মধ্যে যে সকল চোর আছে তাদেরকে প্রতিহত করা এবং কোলিয়দের যে সংবাদ আদান-প্রদানের কার্য আছে তা সম্পাদন করাই তাদের উদ্দেশ্য।" "হে গ্রামপতি, তুমি কী মনে কর, ঝুঁটিযুক্ত পাগড়ি পরিহিত কোলিয় সৈন্যগণ শীলবান নাকি দুঃশীল, তা জান কি?" "ভন্তে, আমি জানি কোলিয় সৈন্যগণ দুঃশীল পাপধর্মী; জগতে যে সকল দুঃশীল পাপধর্মী আছে কোলিয় সৈন্যগণ তাদের অন্যতর।"

৫. "হে গ্রামপতি, যে এরূপ বলে—'পাটলিয় গ্রামপতি ঝুঁটিযুক্ত পাগড়ি পরিহিত দুঃশীল পাপধর্মী কোলিয় সৈন্যদের সম্পর্কে জানে সুতরাং পাটলিয় গ্রামপতিও দুঃশীল পাপধর্মী'। সে এরূপ বলার সময় কি যথার্থই বলে?" "নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।" "ভন্তে, ঝুঁটিযুক্ত পাগড়ি পরিহিত কোলিয় সৈন্যগণ অন্য; আমি অন্য। ঝুঁটিযুক্ত পাগড়ি পরিহিত কোলিয় সৈন্যগণ অন্য স্বভাবের; আমি অন্য স্বভাবের।" "হে গ্রামপতি, তুমি যদি এই বচন লাভ

---

[১]। পাগড়ির (শিরস্ত্রাণের) উপরিস্থ পালকগুচ্ছ।

কর যে—'পাটলিয় গ্রামপতি ঝুঁটিযুক্ত পাগড়ি পরিহিত দুঃশীল পাপধর্মী কোলিয় সৈন্যদের সম্পর্কে জানে, কিন্তু পাটলিয় গ্রামপতি দুঃশীল পাপধর্মী নয়।' তবে তথাগত কেন এই বচন লাভ করবে না যে—'তথাগত মায়া সম্পর্কে জানেন বটে কিন্তু তথাগত মায়াবী নন'।" "হে গ্রামপতি, আমি মায়া সম্পর্কে প্রকৃষ্টরূপে জানি, মায়ার বিপাক সম্পর্কে আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি; যেভাবে প্রতিপন্ন হলে মায়াবী দেহত্যাগে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত-নিরয়ে উৎপন্ন হয়, তাও আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি।"

৬. "হে গ্রামপতি, প্রাণিহত্যা সম্পর্কে আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি, প্রাণিহত্যার বিপাক সম্পর্কে আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি; যেভাবে প্রতিপন্ন হলে প্রাণিহত্যাকারী দেহত্যাগে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত-নিরয়ে উৎপন্ন হয়, তাও আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি। অদত্তগ্রহণ (চুরি) সম্পর্কে আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি; অদত্তগ্রহণের (চুরির) বিপাক সম্পর্কে আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি; যেভাবে প্রতিপন্ন হলে অদত্তগ্রহণকারী দেহত্যাগে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত-নিরয়ে উৎপন্ন হয়; তাও আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি। মিথ্যাকামাচার (ব্যভিচার) সম্পর্কে আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি; মিথ্যাকামাচারের বিপাক সম্পর্কে আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি; যেভাবে প্রতিপন্ন হলে ব্যভিচারী দেহত্যাগে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত-নিরয়ে উৎপন্ন হয়; তাও আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি। মিথ্যাভাষণ সম্পর্কে আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি; মিথ্যাভাষণের বিপাক সম্পর্কে আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি, যেভাবে প্রতিপন্ন হলে মিথ্যাভাষী দেহত্যাগে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত-নিরয়ে উৎপন্ন হয়; তাও আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি। পিশুনবাক্য সম্পর্কে আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি; পিশুনবাক্যের বিপাক সম্পর্কে আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি; যেভাবে প্রতিপন্ন হলে পিশুনভাষী দেহত্যাগে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত-নিরয়ে উৎপন্ন হয়, তাও আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি। পৌরুষ (কর্কশ) বাক্য সম্পর্কে আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি; পৌরুষবাক্যের বিপাক সম্পর্কে আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি; যেভাবে প্রতিপন্ন হলে পৌরুষভাষী দেহত্যাগে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত-নিরয়ে উৎপন্ন হয়; তাও আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি। সম্প্রলাপ সম্পর্কে আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি; সম্প্রলাপের বিপাক সম্পর্কে আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি; যেভাবে প্রতিপন্ন হলে সম্প্রলাপী দেহত্যাগে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত-নিরয়ে উৎপন্ন হয়; তাও আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি। অভিধ্যা[১] সম্পর্কে

---

[১]। **পালি অভিজ্ঝা**—অভিধ্যা, স্পৃহা, পরসম্পদে লোভ

আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি; অভিধ্যার বিপাক সম্পর্কে আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি; যেভাবে প্রতিপন্ন হলে অভিধ্যালু দেহত্যাগে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত-নিরয়ে উৎপন্ন হয়; তাও আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি। ব্যাপাদ-দ্বেষ সম্পর্কে আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি; ব্যাপাদ-দ্বেষের বিপাক সম্পর্কে আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি; যেভাবে প্রতিপন্ন হলে ব্যাপন্নচিত্ত ব্যক্তি দেহত্যাগে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত-নিরয়ে উৎপন্ন হয়; তাও আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি। মিথ্যাদৃষ্টি সম্পর্কে আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি; মিথ্যাদৃষ্টির বিপাক সম্পর্কে আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি; যেভাবে প্রতিপন্ন হলে মিথ্যাদৃষ্টিক দেহত্যাগে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত-নিরয়ে উৎপন্ন হয়; তাও আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি।"

৭. "হে গ্রামপতি, কিছু কিছু শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছে এরূপ বাদী, এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন—যারা প্রাণিহত্যা করে, তারা সকলে ইহজীবনে (দৃষ্টধর্মে) দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে। যারা অদত্ত গ্রহণ (চুরি) করে, তারা সকলে ইহজীবনে দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে। যারা মিথ্যা কামাচার (ব্যভিচার) করে, তারা সকলে ইহজীবনে দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে। যারা মিথ্যা ভাষণ করে, তারা সকলে ইহজীবনে দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে।"

৮. "হে গ্রামপতি, এখানে মালা ও কর্ণাভরণধারী, সুস্নাত, সুবিলিপ্ত, সুবিন্যস্ত কেশশ্মশ্রু[১], রাজার মতন স্ত্রীলোকের মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য উপভোগরত কিছু কিছু পুরুষ দেখা যায়। তার সম্পর্কে জনগণ এরূপ জিজ্ঞেস করে—'ওহে, এই মালা ও কর্ণাভরণধারী, সুস্নাত, সুবিলিপ্ত, সুবিন্যস্ত কেশশ্মশ্রু, রাজার মতন স্ত্রীলোকের মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য উপভোগরত পুরুষটি কি করেছিল?' তারা উত্তর দিল—'ওহে, এই পুরুষ বলজোরে (বলপ্রয়োগে) রাজার শত্রুকে হত্যা করেছে। তাই রাজা সন্তুষ্ট হয়ে তাকে উপহার দিয়েছেন। সে কারণে সেই পুরুষটি মালা ও কর্ণাভরণধারী, সুস্নাত, সুবিলিপ্ত, সুবিন্যস্ত কেশশ্মশ্রু হয়ে রাজার ন্যায় স্ত্রীলোকের মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য উপভোগ করছে'।"

৯. "হে গ্রামপতি, এখানে কিছু কিছু পুরুষকে বাহু পশ্চাৎদিকে রজ্জুদ্বারা দৃঢ়ভাবে বন্ধন করে, মস্তক মুণ্ডিত করে, খরশব্দবিশিষ্ট পণব[২] বাদ্য করে, এক রাস্তা হতে অন্য রাস্তায়, এক চৌরাস্তা হতে অন্য চৌরাস্তায় পরিভ্রমণ করায়ে,

---

[১]। কর্তিত কেশদাম, মুন্ডিত শ্মশ্রু।

[২]। ঢাক জাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

নগরের দক্ষিণ দ্বার দিয়ে বের করে, নগরের দক্ষিণ বধ্যভূমিতে শিরচ্ছেদন করতে দেখা যায়। এ সম্পর্কে লোকে এরূপ জিজ্ঞেস করে—'ওহে, এই পুরুষ কি করেছে যে, তাকে বাহু পশ্চাৎদিকে রজ্জু দ্বারা দৃঢ়ভাবে বন্ধন করে, মস্তক মুণ্ডিত করে, খরশব্দবিশিষ্ট পণব বাদ্য করে, এক রাস্তা হতে অন্য রাস্তায়, এক চৌরাস্তা হতে অন্য চৌরাস্তায় ভ্রমণ করায়ে, নগরের দক্ষিণ দ্বার দিয়ে বের করে, নগরের দক্ষিণ বধ্যভূমিতে শিরচ্ছেদন করছেন?' তারা এরূপ বলে—'ওহে, এই পুরুষ রাজবৈরী (শত্রু), সে স্ত্রী বা পুরুষ হত্যা করেছে; সে কারণে রাজা তাকে ধরিয়ে (বন্দী করায়ে) এরূপ শাস্তিবিধান করেছেন।"

১০. "হে গ্রামপতি, তুমি কী মনে কর, এরূপ অবস্থা তোমার দৃষ্ট বা শ্রুত হয়েছে কি?" "ভন্তে, এরূপ অবস্থা আমার দৃষ্টও হয়েছে, শ্রুতও হয়েছে; ভবিষ্যতে আরও শ্রুত হবে।"

১১. "তথায় হে গ্রামপতি, যারা এরূপ বাদী ও এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন যে—'যারা প্রাণিহত্যা করে, তারা সকলে ইহজীবনে দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করে; তারা কি সত্য বলে নাকি মিথ্যা বলে?" "ভন্তে, মিথ্যা বলে।" "যারা এরূপ তুচ্ছ, অর্থহীন, মিথ্যা বলে তারা কি শীলবান নাকি দুঃশীল?" "দুঃশীল, ভন্তে।" "যারা দুঃশীল, পাপধর্মী; তারা কি মিথ্যাপ্রতিপন্ন নাকি সম্যক প্রতিপন্ন?" "মিথ্যাপ্রতিপন্ন, ভন্তে।" "যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন তারা কি মিথ্যাদৃষ্টিক নাকি সম্যক দৃষ্টিক?" "মিথ্যাদৃষ্টিক, ভন্তে।" "যারা মিথ্যাদৃষ্টিক, তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত কি?" "নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

১২. "হে গ্রামপতি, এখানে মালা ও কর্ণাভরণধারী, সুস্নাত, সুবিলিপ্ত, সুবিন্যস্ত কেশশ্মশ্রু, রাজার ন্যায় স্ত্রীলোকের মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য উপভোগরত কিছু কিছু পুরুষ দেখা যায়। লোকে তার সম্পর্কে এরূপ জিজ্ঞেস করে—'ওহে, এই মালা ও কর্ণাভরণধারী, সুস্নাত, সুবিলিপ্ত, সুবিন্যস্ত কেশশ্মশ্রু, রাজার মতো স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য উপভোগকারী পুরুষটি কি করেছিল?' তারা উত্তর দিল—'ওহে, এই পুরুষ জোরপূর্বক রাজার শত্রুর রত্ন চুরি করেছিল। তাই রাজা সন্তুষ্ট হয়ে তাকে উপহার দিয়েছেন। সে কারণে সেই পুরুষটি মালা ও কর্ণাভরণধারী, সুস্নাত, সুবিলিপ্ত, সুবিন্যস্ত কেশশ্মশ্রু হয়ে রাজার মতো স্ত্রীলোকের মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য উপভোগ করছে'।"

১৩. "হে গ্রামপতি, এখানে কিছু কিছু পুরুষকে বাহু পশ্চাৎ দিকে রজ্জুদ্বারা দৃঢ়ভাবে বন্ধন করে, মস্তক মুণ্ডিত করে, খরশব্দ বিশিষ্ট পণব বাদ্য

করে, এক রাস্তা হতে অন্য রাস্তায়, এক চৌরাস্তা হতে অন্য চৌরাস্তায় পরিভ্রমণ করায়ে, নগরের দক্ষিণ দ্বার দিয়ে বের করে, নগরের দক্ষিণ বধ্যভূমিতে শিরচ্ছেদন করতে দেখা যায়। এ সম্পর্কে লোকে এরূপ জিজ্ঞেস করে—'ওহে, এই পুরুষটি কি করেছে যে, তাকে বাহু পশ্চাৎদিকে রজ্জুদ্বারা দৃঢ়ভাবে বন্ধন করে, মস্তক মুন্ডন করে, খরশব্দ বিশিষ্ট পণব বাদ্য করে, এক রাস্তা হতে অন্য রাস্তায়, এক চৌরাস্তা হতে অন্য চৌরাস্তায় ভ্রমণ করায়ে, নগরের দক্ষিণ দ্বার দিয়ে বের করে, নগরের দক্ষিণ বধ্যভূমিতে শিরচ্ছেদন করছেন?' তারা এরূপ বলে—'ওহে, এই পুরুষ গ্রাম বা অরণ্য হতে অপরের অধিকারভুক্ত দব্য চুরি করেছে। সে কারণে রাজা তাকে বন্দী করায়ে এরূপ শাস্তিবিধান করেছেন।'"

১৪. "হে গ্রামপতি, তুমি কী মনে কর, এরূপ অবস্থা তোমার দৃষ্ট বা শ্রুত হয়েছে কি?" "ভন্তে, এরূপ অবস্থা আমার দৃষ্টও হয়েছে, শ্রুতও হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও শ্রুত হবে।"

১৫. "তথায় হে গ্রামপতি, যারা এরূপ বাদী ও এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন যে—'যারা চুরি করে, তারা সকলে ইহজীবনে দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে', তারা কি সত্য বলে নাকি মিথ্যা বলে?" "ভন্তে, মিথ্যা বলে।" "যারা এরূপ তুচ্ছ, অর্থহীন, মিথ্যা বলে তারা কি শীলবান নাকি দুঃশীল?" "দুঃশীল, ভন্তে।" "যারা দুঃশীল পাপধর্মী তারা কি মিথ্যাপ্রতিপন্ন নাকি সম্যক প্রতিপন্ন?" "মিথ্যাপ্রতিপন্ন, ভন্তে"। "যারা মিথ্যাপ্রতিপন্ন, তারা কি মিথ্যাদৃষ্টিক নাকি সম্যক দৃষ্টিক?" "মিথ্যাদৃষ্টিক, ভন্তে।" "যারা মিথ্যাদৃষ্টিক তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত কি?" "নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

১৬. "হে গ্রামপতি, এখানে মালা ও কর্ণাভরণধারী, সুস্নাত, সুবিলিপ্ত, সুবিন্যস্ত কেশশ্মশ্রু রাজার মতো স্ত্রীলোকের মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য উপভোগরত কিছু কিছু পুরুষ দেখা যায়। লোকে তার সম্পর্কে এরূপ জিজ্ঞেস করে—'ওহে, এই মালা ও কর্ণাভরণধারী, সুস্নাত, সুবিলিপ্ত, সুবিন্যস্ত কেশশ্মশ্রু, রাজার মতো স্ত্রীলোকের মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য উপভোগরত পুরুষটি কি করেছিল? তারা এরূপ বলে—'ওহে, এই পুরুষ রাজার শত্রুর স্ত্রীদের সাথে ব্যভিচার করেছিল। তাই রাজা সন্তুষ্ট হয়ে তাকে উপহার দিয়েছেন। সে কারণে সেই পুরুষটি মালা ও কর্ণাভরণধারী, সুস্নাত, সুবিলিপ্ত, সুবিন্যস্ত কেশশ্মশ্রু হয়ে রাজার মতো স্ত্রীলোকের মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য উপভোগ করছে'।"

১৭. "হে গ্রামপতি, এখানে কিছু কিছু পুরুষকে বাহু পশ্চাৎদিকে রজ্জুদ্বারা

দৃঢ়ভাবে বন্ধন করে, মস্তক মুণ্ডিত করে, খরশব্দ বিশিষ্ট পণব বাদ্য করে, এক রাস্তা হতে অন্য রাস্তায়, এক চৌরাস্তা হতে অন্য চৌরাস্তায় পরিভ্রমণ করায়ে, নগরের দক্ষিণ দ্বার দিয়ে বের করে, নগরের দক্ষিণ বধ্যভূমিতে শিরচ্ছেদন করতে দেখা যায়। এ সম্পর্কে লোকে এরূপ জিজ্ঞেস করে—'ওহে, এই পুরুষটি কি করেছে যে তাকে বাহু পশ্চাৎদিকে রজ্জুদ্বারা দৃঢ়ভাবে বন্ধন করে, মস্তক মুণ্ডিত করে, খরশব্দ বিশিষ্ট পণব বাদ্য করে, এক রাস্তা হতে অন্য রাস্তায়, এক চৌরাস্তা হতে অন্য চৌরাস্তায় ভ্রমণ করায়ে, নগরের দক্ষিণ দ্বার দিয়ে বের করে, নগরের দক্ষিণ বধ্যভূমিতে শিরচ্ছেদন করছেন?' তারা এরূপ বলে—'ওহে, এই পুরুষটি কুলস্ত্রী কুলকুমারীদের সাথে ব্যভিচার করেছে। তাই রাজা তাকে বন্দী করায়ে এরূপ শাস্তিবিধান করেছেন।"

১৮. "হে গ্রামপতি, তুমি কী মনে কর, এরূপ অবস্থা তোমার দৃষ্ট বা শ্রুত হয়েছে কি?" "ভন্তে, এরূপ অবস্থা আমার দৃষ্টও হয়েছে, শ্রুতও হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও শ্রুত হবে।"

১৯. "তথায় হে গ্রামপতি, যারা এরূপ বাদী ও এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন যে—'যারা ব্যভিচার করে, তারা সকলে ইহজীবনে দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করে'। তারা কি সত্য বলে নাকি মিথ্যা বলে?" "মিথ্যা বলে, ভন্তে।" "যারা এরূপ তুচ্ছ, অর্থহীন, মিথ্যা বলে তারা কি শীলবান নাকি দুঃশীল?" "দুঃশীল, ভন্তে।" "যারা দুঃশীল পাপধর্মী তারা কি মিথ্যাপ্রতিপন্ন নাকি সম্যক প্রতিপন্ন?" "মিথ্যাপ্রতিপন্ন, ভন্তে।" "যারা মিথ্যাপ্রতিপন্ন তারা কি মিথ্যাদৃষ্টিক নাকি সম্যক দৃষ্টিক?" "মিথ্যাদৃষ্টিক ভন্তে,।" "যারা মিথ্যাদৃষ্টিক তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত কি?" "নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

২০. "হে গ্রামপতি, এখানে মালা ও কর্ণাভরণধারী, সুস্নাত, সুবিলিপ্ত, সুবিন্যস্ত কেশশ্মশ্রু রাজার মতো স্ত্রীলোকের মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য উপভোগরত কিছু কিছু পুরুষ দেখা যায়। লোকে সে সম্পর্কে এরূপ জিজ্ঞেস করে—'ওহে, মালা ও কর্ণাভরণধারী, সুস্নাত, সুবিলিপ্ত, সুবিন্যস্ত কেশশ্মশ্রু, রাজার মতো স্ত্রীলোকের মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য উপভোগরত পুরুষটি কি করেছিল?' তারা উত্তর দিল—'ওহে, এই পুরুষটি রাজাকে মিথ্যাকথার দ্বারা হাসিয়েছিল, তাই রাজা সন্তুষ্ট হয়ে তাকে উপহার দিয়েছেন। সে কারণে এই পুরুষ মালা ও কর্ণাভরণধারী, সুস্নাত, সুবিলিপ্ত, সুবিন্যস্ত কেশশ্মশ্রু হয়ে রাজার মতো স্ত্রীলোকের মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য উপভোগ করছে'।"

২১. "হে গ্রামপতি, এখানে কিছু কিছু পুরুষকে বাহু পশ্চাৎদিকে রজ্জুদ্বারা দৃঢ়ভাবে বন্ধন করে, মস্তক মুণ্ডিত করে, খরশব্দ বিশিষ্ট পণব বাদ্য করে, এক

রাস্তা হতে অন্য রাস্তায়, এক চৌরাস্তা হতে অন্য চৌরাস্তায় ভ্রমণ করায়ে, নগরের দক্ষিণ দ্বার দিয়ে বের করে, নগরের দক্ষিণ বধ্যভূমিতে শিরচ্ছেদন করতে দেখা যায়। লোকে এ সম্পর্কে এরূপ জিজ্ঞেস করে—'ওহে, এই পুরুষটি কি করেছে যে তাকে বাহু পশ্চাৎদিকে রজ্জুদ্বারা দৃঢ়ভাবে বন্ধন করে, মস্তক মুণ্ডিত করে, খরশব্দ বিশিষ্ট পণব বাদ্য করে, এক রাস্তা হতে অন্য রাস্তায়, এক চৌরাস্তা হতে অন্য চৌরাস্তায় ভ্রমণ করায়ে নগরের দক্ষিণ দ্বার দিয়ে বের করে নগরের দক্ষিণ বধ্যভূমিতে শিরচ্ছেদন করছেন?' তারা উত্তর দিল—'এই পুরুষ মিথ্যা বাক্যের দ্বারা গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্রের উন্নতি বিনষ্ট করেছে। তাই রাজা তাকে বন্দী করিয়ে এরূপ শাস্তিবিধান করেছেন।'"

২২. "হে গ্রামপতি, তুমি কী মনে কর, এরূপ অবস্থা তোমার দৃষ্ট বা শ্রুত হয়েছে কি?" "ভন্তে, এরূপ অবস্থা আমার দৃষ্টও হয়েছে, শ্রুতও হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও শ্রুত হবে।"

২৩. "তথায় হে গ্রামপতি, যারা এরূপ বাদী ও এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন যে—'যারা মিথ্যা ভাষণ করে, তারা সকলে ইহজীবনে দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করে।' তারা কি সত্য বলে নাকি মিথ্যা বলে?" "মিথ্যা বলে, ভন্তে"। "যারা এরূপ তুচ্ছ, অর্থহীন, মিথ্যা বলে তারা কি শীলবান নাকি দুঃশীল?" "দুঃশীল, ভন্তে।" "যারা দুঃশীল পাপধর্মী তারা কি মিথ্যাপ্রতিপন্ন নাকি সম্যক প্রতিপন্ন?" "মিথ্যাপ্রতিপন্ন, ভন্তে। "যারা মিথ্যাপ্রতিপন্ন তারা কি মিথ্যাদৃষ্টিক নাকি সম্যক দৃষ্টিক?" "মিথ্যাদৃষ্টিক, ভন্তে।" যারা মিথ্যাদৃষ্টিক তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা কি যুক্তিযুক্ত?" "নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

২৪. "আশ্চর্য ভন্তে! অদ্ভুত ভন্তে! ভন্তে, আমার একটি পান্থশালা আছে। তথায় মঞ্চসমূহ আছে, আসনসমূহ আছে, জলভান্ডসমূহ আছে, তৈলপ্রদীপসমূহ আছে। সেখানে যে শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ বাস করার জন্য আগমন করেন, আমি সাধ্য ও সামর্থানুসারে তাঁকে দান করি। ভন্তে, সেই পান্থশালায় পূর্বে এক সময় নানাদৃষ্টিক, নানা মতে বিশ্বাসী, নানা রুচিসম্পন্ন চারজন শাস্তা বাস করার জন্যে আগমন করেছিলেন।"

২৫. একজন শাস্তা এরূপ বাদী, এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন—দানের ফল নেই, যজ্ঞের ফল নেই, অতিথি সৎকারের ফল নেই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল নেই, ইহলোক নেই, পরলোক নেই (সেই সেই লোকে সকলে উচ্ছিন্ন হয়ে থাকে), মাতাপিতার প্রতি সুব্যবহার বা দুর্ব্যবহারের কোনো ফল ভোগ করতে হয় না। ঔপপাতিক সত্ত্ব (মাতাপিতার সংযোগ ব্যতীত উৎপন্ন প্রাণী)

নাই। জগতে সম্যক প্রতিপন্ন, সম্যক মার্গপ্রাপ্ত এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাঁরা স্বয়ং অভিজ্ঞানে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করে বলতে পারেন।”

২৬. “একজন শাস্তা এরূপ বাদী এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন—দানের ফল আছে, যজ্ঞের ফল আছে, অতিথি সৎকারের ফল আছে, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল আছে, ইহলোক আছে, পরলোক আছে, মাতাপিতার প্রতি সুব্যবহার বা দুর্ব্যবহারের ফল ভোগ করতে হয়, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে। জগতে সম্যক প্রতিপন্ন, সম্যক মার্গপ্রাপ্ত এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যারা স্বয়ং অভিজ্ঞানে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করে বলতে পারেন।”

২৭. “একজন শাস্তা এরূপ বাদী এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন-স্বহস্তে করলে বা আদেশ দিয়ে করালে, ছেদন করলে বা করালে, দন্ডদ্বারা পীড়ন করলে বা করালে, চুরি প্রভৃতি দ্বারা শোক উৎপাদন করলে বা করালে, (বন্ধনাগারে নিক্ষেপ করে বা অনাহারে রেখে) শারীরিক মানসিক কষ্ট দিলে বা দেওয়ালে, নিজে বিচলিত করলে বা অপরের দ্বারা করালে, প্রাণিহত্যা ও চুরি করলে বা করালে, সন্ধিছেদন করলে বা করালে, গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘিরে লুঠ, পথে লুকিয়ে ডাকাতি করলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করলে কিংবা মিথ্যা বললে পাপ হয় না। পাপ করতেছি জেনে পাপ করলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরায়ে এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কেটে এক মাংসরাশি, একপুঞ্জ বা স্তূপ করলেও পাপ হয় না, পাপের আগমন হয় না। যদি কেহ হত্যা, আঘাত, ছেদন, বেত্রাঘাত করতে করতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত যায়, তথাপি সেজন্য কোনো পাপ হয় না, পাপের আগমনও হয় না। যদি কেহ দান দিয়ে বা দান করায়ে, যজ্ঞ করে বা করায়ে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত পৌঁছে, তথাপি তজ্জন্য পুণ্য নাই, পুণ্যের আগমনও নাই। দান, ইন্দ্রিয় দমন, শীল, সংযম এবং সত্যবাক্য বলায়ও কোনো পুণ্য হতে পারে না, পুণ্যের আগমনও হয় না।”

২৮. “একজন শাস্তা এরূপ বাদী, এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন—স্বহস্তে করলে বা আদেশ দিয়ে করালে, ছেদন করলে বা করালে, দন্ডদ্বারা পীড়ন করলে বা করালে, চুরি প্রভৃতি দ্বারা শোক উৎপাদন করলে বা করালে, (বন্ধনাগারে নিক্ষেপ করে বা অনাহারে রেখে) শারীরিক মানসিক কষ্ট দিলে বা দেওয়ালে, নিজে বিচলিত করলে বা অপরের দ্বারা করালে, প্রাণিহত্যা ও চুরি করলে বা করালে, সন্ধিচ্ছেদ করলে বা করালে, গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘিরে লুট, পথে লুকিয়ে ডাকাতি করলে, পরস্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করলে কিম্বা মিথ্যা বললে পাপ হয়। পাপ করতেছি জেনে পাপ করলেও পাপ হয়। ধারালো

ক্ষুরের চক্র ঘুরায়ে এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কেটে এক মাংসরাশি, এক মাংসপুঞ্জে পরিণত করলেও পাপ হয়। পাপের আগমনও হয়। যদি হত্যা, আঘাত, ছেদন, বেত্রাঘাত করতে করতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত যায়, তথাপি সেজন্য পাপ হয়, পাপের আগমনও হয়। যদি কেহ দান দিয়ে বা দান করায়ে, যজ্ঞ করে বা করায়ে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত পৌঁছে, তজ্জন্য পুণ্য হয়, পুণ্যের আগমনও হয়। দান, ইন্দ্রিয় দমন, শীল, সংযম এবং সত্যবাক্য বলায়ও পুণ্য হয়, পুণ্যের আগমনও হয়।”

২৯. “ভন্তে, আমার শঙ্কা (সংশয়) ও বিচিকিৎসা (সন্দেহ) উৎপন্ন হচ্ছে—এই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কে সত্য বলছেন আর কে মিথ্যা বলছেন।?”

“হে গ্রামপতি, তোমার শঙ্কা হবেই, তোমার বিচিকিৎসা হবেই। সন্দেহ উৎপন্ন হবার কারণ আছে বলেই তোমার সন্দেহ উৎপন্ন হচ্ছে।” “ভন্তে, ভগবানের প্রতি আমি এরূপ প্রসন্ন, ভগবান আমাকে সেরূপ ধর্মদেশনা করুন যাতে আমি এই সংশয় ত্যাগ করতে পারি।”

৩০. “হে গ্রামপতি, ধর্মসমাধি আছে। তুমি যদি তথায় চিত্ত সমাহিত করতে পার তবে তুমি এই সংশয় অপনোদন করতে পারবে। হে গ্রামপতি, ধর্মসমাধি কী?”

“হে গ্রামপতি, এখানে আর্যশ্রাবক প্রাণিহত্যা ত্যাগ করে প্রাণিহত্যা হতে বিরত হন, অদত্তগ্রহণ ত্যাগ করে অদত্তগ্রহণ হতে বিরত হন, মিথ্যাকামাচার ত্যাগ করে মিথ্যাকামাচার (ব্যভিচার) হতে বিরত হন, মিথ্যাভাষণ ত্যাগ করে মিথ্যাভাষণ হতে বিরত হন, পিশুনবাক্য ত্যাগ করে পিশুনবাক্য হতে বিরত হন, পৌরুষবাক্য ত্যাগ করে পৌরুষবাক্য হতে বিরত হন, সম্প্রলাপ ত্যাগ করে সম্প্রলাপ হতে বিরত হন, অভিধ্যা (লোভ) ত্যাগ করে অনভিধ্যালু (নির্লোভী) হন, ব্যাপাদ-দ্বেষ ত্যাগ করে অব্যাপন্নচিত্ত হন, মিথ্যাদৃষ্টি ত্যাগ করে সম্যক দৃষ্টি হন।”

৩১. “হে গ্রামপতি, সেই আর্যশ্রাবক এভাবে বিগত-অভিধ্যা, বিগত-ব্যাপাদ, অবিমূঢ়, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হয়ে মৈত্রীসহগত-চিত্তে এক দিক স্ফুরিত করে অবস্থান করেন, তথা দ্বিতীয় দিক, তৃতীয় দিক, চতুর্থ দিক, ক্রমে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক সর্বতোভাবে সর্ব দিক মৈত্রীসহগত, বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমেয়, অবৈর ও অহিংস চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান করেন। তিনি এরূপে বিবেচনা করেন—‘যে শাস্তা এরূপ বাদী এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন-দানের ফল নেই, যজ্ঞের ফল নেই, অতিথি সৎকারের ফল নেই, সুকৃত-

দুষ্কৃত কর্মের ফল নেই, ইহলোক নেই, পরলোক নেই (সেই সেই লোকে সকলে উচ্ছিন্ন হয়ে থাকে), মাতাপিতার প্রতি সুব্যবহার বা দুর্ব্যবহারের কোনো ফল ভোগ করতে হয় না। ঔপপাতিক সত্ত্ব (মাতাপিতার সংযোগ ব্যতীত উৎপন্ন প্রাণী) নাই। জগতে সম্যক প্রতিপন্ন, সম্যক মার্গপ্রাপ্ত এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাঁরা স্বয়ং অভিজ্ঞানে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করে বলতে পারেন। যদি সেই শাস্তার বচন সত্য হয়, তথাপি আমার নিশ্চয়তা আছে যেহেতু আমি সভয় বা নির্ভয় (দুর্বল বা সবল) কোনো প্রাণীর প্রতি উৎপীড়ন করি না এবং এখানে আমি উভয়দিকে সৌভাগ্যবান যে কায়-বাক্য-মনে আমি সংযত, সেহেতু দেহত্যাগে মৃত্যুর পর আমি সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হবো'। এরূপ চিন্তা করাতে তার মধ্যে প্রামোদ্য উৎপন্ন হয়, প্রমুদিতের মধ্যে প্রীতি জন্মে, প্রীতি-প্রফুল্লিতের দেহ প্রশান্ত হয়, তিনি প্রশান্ত দেহে সুখ অনুভব করেন এবং সুখী দেহীর চিত্ত সমাহিত হয়। হে গ্রামপতি, ইহাই ধর্মসমাধি। তুমি যদি তথায় চিত্ত সমাহিত করতে পার তবে তুমি এই সংশয় অপনোদন করতে পারবে।"

৩২. "হে গ্রামপতি, সেই আর্যশ্রাবক এভাবে বিগত-অভিধ্যা, বিগত-ব্যাপাদ, অবিমূঢ়, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হয়ে মৈত্রীসহগত-চিত্তে একদিক স্ফুরিত করে অবস্থান করেন, তথা দ্বিতীয় দিক, তৃতীয় দিক, চতুর্থ দিক, ক্রমে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক সর্বতোভাবে সর্বদিক মৈত্রীসহগত, বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমেয়, অবৈর ও অহিংস চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান করেন। তিনি এরূপে বিবেচনা করেন—'যে শাস্তা এরূপ বাদী, এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন—

৩৩. দানের ফল আছে, যজ্ঞের ফল আছে, অতিথি সৎকারের ফল আছে, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল আছে, ইহলোক আছে, পরলোক আছে, মাতাপিতার প্রতি সুব্যবহার বা দুর্ব্যবহারের ফল ভোগ করতে হয়, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে। জগতে সম্যক প্রতিপন্ন, সম্যক মার্গপ্রাপ্ত এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যারা স্বয়ং অভিজ্ঞানে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করে বলতে পারেন।'

৩৪. যদি সেই শাস্তার বচন সত্য হয়, তথাপি আমার নিশ্চয়তা আছে যেহেতু আমি সভয় বা নির্ভয় কোনো প্রাণীর প্রতি উৎপীড়ন করি না এবং এখানে আমি উভয়দিকে সৌভাগ্যবান যে আমি কায়-বাক্য-মনে সংযত; সেহেতু দেহত্যাগে মৃত্যুর পর আমি সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হবো। এরূপ চিন্তা করাতে তার মধ্যে প্রামোদ্য উৎপন্ন হয়, প্রমুদিতের মধ্যে প্রীতি জন্মে, প্রীতি-প্রফুল্লিতের দেহ প্রশান্ত হয়, তিনি প্রশান্ত দেহে সুখ অনুভব করেন

এবং সুখী দেহীর চিত্ত সমাহিত হয়। হে গ্রামপতি, ইহাই ধর্মসমাধি। তুমি যদি তথায় চিত্ত সমাহিত করতে পার তবে তুমি এই সংশয় অপনোদন করতে পারবে।”

৩৫. “হে গ্রামপতি, সেই আর্যশ্রাবক এভাবে বিগত-অভিধ্যা, বিগত-ব্যাপাদ, অবিমূঢ়, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হয়ে মৈত্রীসহগত-চিত্তে একদিক স্ফুরিত করে অবস্থান করেন, তথা দ্বিতীয় দিক, তৃতীয় দিক, চতুর্থ দিক, ক্রমে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক সর্বতোভাবে সর্বদিক মৈত্রীসহগত, বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমেয়, অবৈর ও অহিংস চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান করেন। তিনি এরূপে বিবেচনা করেন : ‘যে শাস্তা এরূপ বাদী, এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন—

৩৬. স্বহস্তে করলে বা আদেশ দিয়ে করালে, ছেদন করলে বা করালে, দন্ডদ্বারা পীড়ন করলে বা করালে, চুরি প্রভৃতি দ্বারা শোক উৎপাদন করলে বা করালে, (বন্ধনাগারে নিক্ষেপ করে বা অনাহারে রেখে) শারীরিক মানসিক কষ্ট দিলে বা দেওয়ালে, নিজে বিচলিত করলে বা অপরের দ্বারা করালে, প্রাণিহত্যা ও চুরি করলে বা করালে, সন্ধিছেদন করলে বা করালে, গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘিরে লুঠ, পথে লুকিয়ে ডাকাতি করলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করলে কিংবা মিথ্যা বললে পাপ হয় না। পাপ করতেছি জেনে পাপ করলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরায়ে এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কেটে এক মাংসরাশি, একপুঞ্জ বা স্তূপ করলেও পাপ হয় না, পাপের আগমন হয় না। যদি কেহ হত্যা, আঘাত, ছেদন, বেত্রাঘাত করতে করতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত যায়, তথাপি সেজন্য কোনো পাপ হয় না, পাপের আগমনও হয় না। যদি কেহ দান দিয়ে বা দান করায়ে, যজ্ঞ করে বা করায়ে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত পৌঁছে, তথাপি তজ্জন্য পুণ্য নাই, পুণ্যের আগমনও নাই। দান, ইন্দ্রিয় দমন, শীল, সংযম এবং সত্যবাক্য বলায়ও কোনো পুণ্য হতে পারে না, পুণ্যের আগমনও হয় না।

৩৭. যদি সেই শাস্তার বচন সত্য হয়, তথাপি আমার নিশ্চয়তা আছে যেহেতু আমি সভয় বা নির্ভয় কোনো প্রাণীর প্রতি উৎপীড়ন করি না এবং এখানে আমি উভয়দিকে সৌভাগ্যবান যে আমি কায়-বাক্য-মনে সংযত; সেহেতু দেহত্যাগে মৃত্যুর পর আমি সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হবো।’ এরূপ চিন্তা করাতে তার মধ্যে প্রামোদ্য উৎপন্ন হয়, প্রমুদিতের মধ্যে প্রীতি জন্মে, প্রীতি-প্রফুল্লিতের দেহ প্রশান্ত হয়, তিনি প্রশান্ত দেহে সুখ অনুভব করেন এবং সুখী দেহীর চিত্ত সমাহিত হয়। হে গ্রামপতি, ইহাই ধর্মসমাধি। তুমি যদি তথায় চিত্ত সমাহিত করতে পার তবে তুমি এই সংশয় অপনোদন

করতে পারবে।”

৩৮. “হে গ্রামপতি, সেই আর্যশ্রাবক এভাবে বিগত-অভিধ্যা, বিগত-ব্যাপাদ, অবিমূঢ়, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হয়ে মৈত্রীসহগত-চিত্তে একদিক স্ফুরিত করে অবস্থান করেন, তথা দ্বিতীয় দিক, তৃতীয় দিক, চতুর্থ দিক, ক্রমে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক সর্বতোভাবে সর্বদিক মৈত্রীসহগত, বিপুল, মহদ্‌গত, অপ্রমেয়, অবৈর ও অহিংস চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান করেন। তিনি এরূপে বিবেচনা করেন—‘যে শাস্তা এরূপ বাদী, এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন—

৩৯. স্বহস্তে করলে বা আদেশ দিয়ে করালে, ছেদন করলে বা করালে, দন্ডদ্বারা পীড়ন করলে বা করালে, চুরি প্রভৃতি দ্বারা শোক উৎপাদন করলে বা করালে, (বন্ধনাগারে নিক্ষেপ করে বা অনাহারে রেখে) শারীরিক মানসিক কষ্ট দিলে বা দেওয়ালে, নিজে বিচলিত করলে বা অপরের দ্বারা করালে, প্রাণিহত্যা ও চুরি করলে বা করালে, সন্ধিচ্ছেদ করলে বা করালে, গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘিরে লুট, পথে লুকিয়ে ডাকাতি করলে, পরস্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করলে কিম্বা মিথ্যা বললে পাপ হয়। পাপ করতেছি জেনে পাপ করলেও পাপ হয়। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরায়ে এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কেটে এক মাংসরাশি, এক মাংসপুঞ্জে পরিণত করলেও পাপ হয়। পাপের আগমনও হয়। যদি হত্যা, আঘাত, ছেদন, বেত্রাঘাত করতে করতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত যায়, তথাপি সেজন্য পাপ হয়, পাপের আগমনও হয়। যদি কেহ দান দিয়ে বা দান করায়ে, যজ্ঞ করে বা করায়ে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত পৌঁছে, তজ্জন্য পুণ্য হয়, পুণ্যের আগমনও হয়। দান, ইন্দ্রিয় দমন, শীল, সংযম এবং সত্যবাক্য বলায়ও পুণ্য হয়, পুণ্যের আগমনও হয়।

৪০. যদি সেই শাস্তার বচন সত্য হয়, তথাপি আমার নিশ্চয়তা আছে যেহেতু আমি সভয় বা নির্ভয় কোনো প্রাণীর প্রতি উৎপীড়ন করি না এবং এখানে আমি উভয়দিকে সৌভাগ্যবান যে আমি কায়-বাক্য-মনে সংযত; সেহেতু দেহত্যাগে মৃত্যুর পর আমি সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হবো। এরূপ চিন্তা করাতে তার মধ্যে প্রামোদ্য উৎপন্ন হয়, প্রমুদিতের মধ্যে প্রীতি জন্মে, প্রীতি-প্রফুল্লিতের দেহ প্রশান্ত হয়, তিনি প্রশান্ত দেহে সুখ অনুভব করেন এবং সুখী দেহীর চিত্ত সমাহিত হয়। হে গ্রামপতি, ইহাই ধর্মসমাধি। তুমি যদি তথায় চিত্ত সমাহিত করতে পার তবে তুমি এই সংশয় অপনোদন করতে পারবে।”

৪১. “হে গ্রামপতি, সেই আর্যশ্রাবক এভাবে বিগত-অভিধ্যা, বিগত-ব্যাপাদ, অবিমূঢ়, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হয়ে করুণাসহগত-চিত্তে এক দিক

স্ফুরিত করে অবস্থান করেন, তথা দ্বিতীয় দিক, তৃতীয় দিক, চতুর্থ দিক, ক্রমে ঊর্ধ্ব, অর্ধঃ, তির্যক সর্বতোভাবে সর্বদিক করুণাসহগত, বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমেয়, অবৈর ও অহিংস চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান করেন। তিনি এরূপ বিবেচনা করেন—'যে শাস্তা এরূপ বাদী, এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন—

৪২. দানের ফল নেই, যজ্ঞের ফল নেই, অতিথি সৎকারের ফল নেই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল নেই, ইহলোক নেই, পরলোক নেই (সেই সেই লোকে সকলে উচ্ছিন্ন হয়ে থাকে), মাতাপিতার প্রতি সুব্যবহার বা দুর্ব্যবহারের কোনো ফল ভোগ করতে হয় না। ঔপপাতিক সত্ত্ব (মাতাপিতার সংযোগ ব্যতীত উৎপন্ন প্রাণী) নাই। জগতে সম্যক প্রতিপন্ন, সম্যক মার্গপ্রাপ্ত এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাঁরা স্বয়ং অভিজ্ঞানে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করে বলতে পারেন।

৪৩. যদি সেই শাস্তার বচন সত্য হয়, তথাপি আমার নিশ্চয়তা আছে যেহেতু আমি সভয় বা নির্ভয় কোনো প্রাণীর প্রতি উৎপীড়ন করি না এবং এখানে আমি উভয়দিকে সৌভাগ্যবান যে আমি কায়-বাক্য-মনে সংযত; সেহেতু দেহত্যাগে মৃত্যুর পর আমি সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হবো।' এরূপ চিন্তা করাতে তার মধ্যে প্রামোদ্য উৎপন্ন হয়, প্রমুদিতের মধ্যে প্রীতি জন্মে, প্রীতি-প্রফুল্লিতের দেহ প্রশান্ত হয়, তিনি প্রশান্ত দেহে সুখ অনুভব করেন এবং সুখী দেহীর চিত্ত সমাহিত হয়। হে গ্রামপতি, ইহাই ধর্মসমাধি। তুমি যদি তথায় চিত্ত সমাহিত করতে পার তবে তুমি এই সংশয় অপনোদন করতে পারবে।"

৪৪. "হে গ্রামপতি, সেই আর্যশ্রাবক এভাবে বিগত-অভিধ্যা, বিগত-ব্যাপাদ, অবিমূঢ়, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হয়ে করুণাসহগত-চিত্তে এক দিক স্ফুরিত করে অবস্থান করেন, তথা দ্বিতীয় দিক, তৃতীয় দিক, চতুর্থ দিক, ক্রমে ঊর্ধ্ব, অর্ধঃ, তির্যক সর্বতোভাবে সর্বদিক করুণাসহগত, বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমেয়, অবৈর ও অহিংস চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান করেন। তিনি এরূপ বিবেচনা করেন—'যে শাস্তা এরূপ বাদী, এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন—

৪৫. দানের ফল আছে, যজ্ঞের ফল আছে, অতিথি সৎকারের ফল আছে, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল আছে, ইহলোক আছে, পরলোক আছে, মাতাপিতার প্রতি সুব্যবহার বা দুর্ব্যবহারের ফল ভোগ করতে হয়, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে। জগতে সম্যক প্রতিপন্ন, সম্যক মার্গপ্রাপ্ত এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যারা স্বয়ং অভিজ্ঞানে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করে বলতে পারেন।

৪৬. যদি সেই শাস্তার বচন সত্য হয়, তথাপি আমার নিশ্চয়তা আছে যেহেতু আমি সভয় বা নির্ভয় কোনো প্রাণীর প্রতি উৎপীড়ন করি না এবং এখানে আমি উভয়দিকে সৌভাগ্যবান যে আমি কায়-বাক্য-মনে সংযত; সেহেতু দেহত্যাগে মৃত্যুর পর আমি সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হবো।' এরূপ চিন্তা করাতে তার মধ্যে প্রামোদ্য উৎপন্ন হয়, প্রমুদিতের মধ্যে প্রীতি জন্মে, প্রীতি-প্রফুল্লিতের দেহ প্রশান্ত হয়, তিনি প্রশান্ত দেহে সুখ অনুভব করেন এবং সুখী দেহীর চিত্ত সমাহিত হয়। হে গ্রামপতি, ইহাই ধর্মসমাধি। তুমি যদি তথায় চিত্ত সমাহিত করতে পার তবে তুমি এই সংশয় অপনোদন করতে পারবে।"

৪৭. "হে গ্রামপতি, সেই আর্যশ্রাবক এভাবে বিগত-অভিধ্যা, বিগত-ব্যাপাদ, অবিমূঢ়, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হয়ে করুণাসহগত-চিত্তে এক দিক স্ফুরিত করে অবস্থান করেন, তথা দ্বিতীয় দিক, তৃতীয় দিক, চতুর্থ দিক, ক্রমে ঊর্ধ্ব, অর্ধঃ, তির্যক সর্বতোভাবে সর্বদিক করুণাসহগত, বিপুল, মহদগত, অপ্রমেয়, অবৈর ও অহিংস চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান করেন। তিনি এরূপ বিবেচনা করেন—'যে শাস্তা এরূপ বাদী, এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন—

৪৮. স্বহস্তে করলে বা আদেশ দিয়ে করালে, ছেদন করলে বা করালে, দন্ডদ্বারা পীড়ন করলে বা করালে, চুরি প্রভৃতি দ্বারা শোক উৎপাদন করলে বা করালে, (বন্ধনাগারে নিক্ষেপ করে বা অনাহারে রেখে) শারীরিক মানসিক কষ্ট দিলে বা দেওয়ালে, নিজে বিচলিত করলে বা অপরের দ্বার করালে, প্রাণিহত্যা ও চুরি করলে বা করালে, সন্ধিছেদন করলে বা করালে, গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘিরে লুঠ, পথে লুকিয়ে ডাকাতি করলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করলে কিংবা মিথ্যা বললে পাপ হয় না। পাপ করতেছি জেনে পাপ করলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরায়ে এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কেটে এক মাংসরাশি, একপুঞ্জ বা স্তূপ করলেও পাপ হয় না, পাপের আগমন হয় না। যদি কেহ হত্যা, আঘাত, ছেদন, বেত্রাঘাত করতে করতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত যায়, তথাপি সেজন্য কোনো পাপ হয় না, পাপের আগমনও হয় না। যদি কেহ দান দিয়ে বা দান করায়ে, যজ্ঞ করে বা করায়ে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত পৌঁছে, তথাপি তজ্জন্য পুণ্য নাই, পুণ্যের আগমনও নাই। দান, ইন্দ্রিয় দমন, শীল, সংযম এবং সত্যবাক্য বলায়ও কোনো পুণ্য হতে পারে না, পুণ্যের আগমনও হয় না।

৪৯. যদি সেই শাস্তার বচন সত্য হয়, তথাপি আমার নিশ্চয়তা আছে যেহেতু আমি সভয় বা নির্ভয় কোনো প্রাণীর প্রতি উৎপীড়ন করি না এবং

এখানে আমি উভয়দিকে সৌভাগ্যবান যে আমি কায়-বাক্য-মনে সংযত; সেহেতু দেহত্যাগে মৃত্যুর পর আমি সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হবো।' এরূপ চিন্তা করাতে তার মধ্যে প্রামোদ্য উৎপন্ন হয়, প্রমুদিতের মধ্যে প্রীতি জন্মে, প্রীতি-প্রফুল্লিতের দেহ প্রশান্ত হয়, তিনি প্রশান্ত দেহে সুখ অনুভব করেন এবং সুখী দেহীর চিত্ত সমাহিত হয়। হে গ্রামপতি, ইহাই ধর্মসমাধি। তুমি যদি তথায় চিত্ত সমাহিত করতে পার তবে তুমি এই সংশয় অপনোদন করতে পারবে।"

৫০. হে গ্রামপতি, সেই আর্যশ্রাবক এভাবে বিগত-অভিধ্যা, বিগত-ব্যাপাদ, অবিমূঢ়, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হয়ে করুণাসহগত-চিত্তে এক দিক স্ফুরিত করে অবস্থান করেন, তথা দ্বিতীয় দিক, তৃতীয় দিক, চতুর্থ দিক, ক্রমে ঊর্ধ্ব, অর্ধঃ, তির্যক সর্বতোভাবে সর্বদিক করুণাসহগত, বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমেয়, অবৈর ও অহিংস চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান করেন। তিনি এরূপ বিবেচনা করেন—'যে শাস্তা এরূপ বাদী, এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন—

৫১. স্বহস্তে করলে বা আদেশ দিয়ে করালে, ছেদন করলে বা করালে, দন্ডদ্বারা পীড়ন করলে বা করালে, চুরি প্রভৃতি দ্বারা শোক উৎপাদন করলে বা করালে, (বন্ধনাগারে নিক্ষেপ করে বা অনাহারে রেখে) শারীরিক মানসিক কষ্ট দিলে বা দেওয়ালে, নিজে বিচলিত করলে বা অপরের দ্বারা করালে, প্রাণিহত্যা ও চুরি করলে বা করালে, সন্ধিচ্ছেদ করলে বা করালে, গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘিরে লুট, পথে লুকিয়ে ডাকাতি করলে, পরস্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করলে কিম্বা মিথ্যা বললে পাপ হয়। পাপ করতেছি জেনে পাপ করলেও পাপ হয়। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরায়ে এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কেটে এক মাংসরাশি, এক মাংসপুঞ্জে পরিণত করলেও পাপ হয়। পাপের আগমনও হয়। যদি হত্যা, আঘাত, ছেদন, বেত্রাঘাত করতে করতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত যায়, তথাপি সেজন্য পাপ হয়, পাপের আগমনও হয়। যদি কেহ দান দিয়ে বা দান করায়ে, যজ্ঞ করে বা করায়ে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত পৌঁছে, তজ্জন্য পুণ্য হয়, পুণ্যের আগমনও হয়। দান, ইন্দ্রিয় দমন, শীল, সংযম এবং সত্যবাক্য বলায়ও পুণ্য হয়, পুণ্যের আগমনও হয়।

৫২. যদি সেই শাস্তার বচন সত্য হয়, তথাপি আমার নিশ্চয়তা আছে যেহেতু আমি সভয় বা নির্ভয় কোনো প্রাণীর প্রতি উৎপীড়ন করি না এবং এখানে আমি উভয়দিকে সৌভাগ্যবান যে আমি কায়-বাক্য-মনে সংযত; সেহেতু দেহত্যাগে মৃত্যুর পর আমি সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হবো।' এরূপ চিন্তা করাতে তার মধ্যে প্রামোদ্য উৎপন্ন হয়, প্রমুদিতের মধ্যে প্রীতি জন্মে,

প্রীতি-প্রফুল্লিতের দেহ প্রশান্ত হয়, তিনি প্রশান্ত দেহে সুখ অনুভব করেন এবং সুখী দেহীর চিত্ত সমাহিত হয়। হে গ্রামপতি, ইহাই ধর্মসমাধি। তুমি যদি তথায় চিত্ত সমাহিত করতে পার তবে তুমি এই সংশয় অপনোদন করতে পারবে।”

৫৩. হে গ্রামপতি, সেই আর্যশ্রাবক এভাবে বিগত-অভিধ্যা, বিগত-ব্যাপাদ, অবিমূঢ়, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হয়ে মুদিতাসহগত-চিত্তে এক দিক স্ফুরিত করে অবস্থান করেন, তথা দ্বিতীয় দিক, তৃতীয় দিক, চতুর্থ দিক, ক্রমে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক সর্বতোভাবে সর্বদিক মুদিতাসহগত, বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমেয়, অবৈর ও অহিংস চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান করেন। তিনি এভাবে বিবেচনা করেন—‘যে শাস্তা এরূপ বাদী, এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন—

৫৪. দানের ফল নেই, যজ্ঞের ফল নেই, অতিথি সৎকারের ফল নেই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল নেই, ইহলোক নেই, পরলোক নেই (সেই সেই লোকে সকলে উচ্ছিন্ন হয়ে থাকে), মাতাপিতার প্রতি সুব্যবহার বা দুর্ব্যবহারের কোনো ফল ভোগ করতে হয় না। ঔপপাতিক সত্ত্ব (মাতাপিতার সংযোগ ব্যতীত উৎপন্ন প্রাণী) নাই। জগতে সম্যক প্রতিপন্ন, সম্যক মার্গপ্রাপ্ত এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাঁরা স্বয়ং অভিজ্ঞানে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করে বলতে পারেন।

৫৫. যদি সেই শাস্তার বচন সত্য হয়, তথাপি আমার নিশ্চয়তা আছে যেহেতু আমি সভয় বা নির্ভয় কোনো প্রাণীর প্রতি উৎপীড়ন করি না এবং এখানে আমি উভয়দিকে সৌভাগ্যবান যে আমি কায়-বাক্য-মনে সংযত; সেহেতু দেহত্যাগে মৃত্যুর পর আমি সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হবো। এরূপ চিন্তা করাতে তার মধ্যে প্রামোদ্য উৎপন্ন হয়, প্রমুদিতের মধ্যে প্রীতি জন্মে, প্রীতি-প্রফুল্লিতের দেহ প্রশান্ত হয়, তিনি প্রশান্ত দেহে সুখ অনুভব করেন এবং সুখী দেহীর চিত্ত সমাহিত হয়। হে গ্রামপতি, ইহাই ধর্মসমাধি। তুমি যদি তথায় চিত্ত সমাহিত করতে পার তবে তুমি এই সংশয় অপনোদন করতে পারবে।”

৫৬. “হে গ্রামপতি, সেই আর্যশ্রাবক এভাবে বিগত-অভিধ্যা, বিগত-ব্যাপাদ, অবিমূঢ়, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হয়ে মুদিতাসহগত-চিত্তে এক দিক স্ফুরিত করে অবস্থান করেন, তথা দ্বিতীয় দিক, তৃতীয় দিক, চতুর্থ দিক, ক্রমে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক সর্বতোভাবে সর্বদিক মুদিতাসহগত, বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমেয়, অবৈর ও অহিংস চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান করেন। তিনি এভাবে বিবেচনা করেন—‘যে শাস্তা এরূপ বাদী, এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন—

৫৭. দানের ফল আছে, যজ্ঞের ফল আছে, অতিথি সৎকারের ফল আছে, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল আছে, ইহলোক আছে, পরলোক আছে, মাতাপিতার প্রতি সুব্যবহার বা দুর্ব্যবহারের ফল ভোগ করতে হয়, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে। জগতে সম্যক প্রতিপন্ন, সম্যক মার্গপ্রাপ্ত এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যারা স্বয়ং অভিজ্ঞানে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করে বলতে পারেন।

৫৮. যদি সেই শাস্তার বচন সত্য হয়, তথাপি আমার নিশ্চয়তা আছে যেহেতু আমি সভয় বা নির্ভয় কোনো প্রাণীর প্রতি উৎপীড়ন করি না এবং এখানে আমি উভয়দিকে সৌভাগ্যবান যে আমি কায়-বাক্য-মনে সংযত; সেহেতু দেহত্যাগে মৃত্যুর পর আমি সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হবো। এরূপ চিন্তা করাতে তার মধ্যে প্রামোদ্য উৎপন্ন হয়, প্রমুদিতের মধ্যে প্রীতি জন্মে, প্রীতি-প্রফুল্লিতের দেহ প্রশান্ত হয়, তিনি প্রশান্ত দেহে সুখ অনুভব করেন এবং সুখী দেহীর চিত্ত সমাহিত হয়। হে গ্রামপতি, ইহাই ধর্মসমাধি। তুমি যদি তথায় চিত্ত সমাহিত করতে পার তবে তুমি এই সংশয় অপনোদন করতে পারবে।"

৫৯. "হে গ্রামপতি, সেই আর্যশ্রাবক এভাবে বিগত-অভিধ্যা, বিগত-ব্যাপাদ, অবিমূঢ়, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হয়ে মুদিতাসহগত-চিত্তে এক দিক স্ফুরিত করে অবস্থান করেন, তথা দ্বিতীয় দিক, তৃতীয় দিক, চতুর্থ দিক, ক্রমে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক সর্বতোভাবে সর্বদিক মুদিতাসহগত, বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমেয়, অবৈর ও অহিংস চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান করেন। তিনি এভাবে বিবেচনা করেন—'যে শাস্তা এরূপ বাদী, এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন—

৬০. স্বহস্তে করলে বা আদেশ দিয়ে করালে, ছেদন করলে বা করালে, দন্ডদ্বারা পীড়ন করলে বা করালে, চুরি প্রভৃতি দ্বারা শোক উৎপাদন করলে বা করালে, (বন্ধনাগারে নিক্ষেপ করে বা অনাহারে রেখে) শারীরিক মানসিক কষ্ট দিলে বা দেওয়ালে, নিজে বিচলিত করলে বা অপরের দ্বার করালে, প্রাণিহত্যা ও চুরি করলে বা করালে, সন্ধিছেদন করলে বা করালে, গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘিরে লুঠ, পথে লুকিয়ে ডাকাতি করলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করলে কিংবা মিথ্যা বললে পাপ হয় না। পাপ করতেছি জেনে পাপ করলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরায়ে এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কেটে এক মাংসরাশি, একপুঞ্জ বা স্তূপ করলেও পাপ হয় না, পাপের আগমন হয় না। যদি কেহ হত্যা, আঘাত, ছেদন, বেত্রাঘাত করতে করতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত যায়, তথাপি সেজন্য কোনো পাপ হয় না, পাপের

আগমনও হয় না। যদি কেহ দান দিয়ে বা দান করায়ে, যজ্ঞ করে বা করায়ে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত পৌঁছে, তথাপি তজ্জন্য পুণ্য নাই, পুণ্যের আগমনও নাই। দান, ইন্দ্রিয় দমন, শীল, সংযম এবং সত্যবাক্য বলায়ও কোনো পুণ্য হতে পারে না, পুণ্যের আগমনও হয় না।”

৬১. যদি সেই শাস্তার বচন সত্য হয়, তথাপি আমার নিশ্চয়তা আছে যেহেতু আমি সভয় বা নির্ভয় কোনো প্রাণীর প্রতি উৎপীড়ন করি না এবং এখানে আমি উভয়দিকে সৌভাগ্যবান যে আমি কায়-বাক্য-মনে সংযত; সেহেতু দেহত্যাগে মৃত্যুর পর আমি সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হবো। এরূপ চিন্তা করাতে তার মধ্যে প্রামোদ্য উৎপন্ন হয়, প্রমুদিতের মধ্যে প্রীতি জন্মে, প্রীতি-প্রফুল্লিতের দেহ প্রশান্ত হয়, তিনি প্রশান্ত দেহে সুখ অনুভব করেন এবং সুখী দেহীর চিত্ত সমাহিত হয়। হে গ্রামপতি, ইহাই ধর্মসমাধি। তুমি যদি তথায় চিত্ত সমাহিত করতে পার তবে তুমি এই সংশয় অপনোদন করতে পারবে।”

৬২. “হে গ্রামপতি, সেই আর্যশ্রাবক এভাবে বিগত-অভিধ্যা, বিগত-ব্যাপাদ, অবিমূঢ়, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হয়ে মুদিতাসহগত-চিত্তে এক দিক স্ফুরিত করে অবস্থান করেন, তথা দ্বিতীয় দিক, তৃতীয় দিক, চতুর্থ দিক, ক্রমে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক সর্বতোভাবে সর্বদিক মুদিতাসহগত, বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমেয়, অবৈর ও অহিংস চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান করেন। তিনি এভাবে বিবেচনা করেন—‘যে শাস্তা এরূপ বাদী, এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন—

৬৩. স্বহস্তে করলে বা আদেশ দিয়ে করালে, ছেদন করলে বা করালে, দন্ডদ্বারা পীড়ন করলে বা করালে, চুরি প্রভৃতি দ্বারা শোক উৎপাদন করলে বা করালে, (বন্ধনাগারে নিক্ষেপ করে বা অনাহারে রেখে) শারীরিক মানসিক কষ্ট দিলে বা দেওয়ালে, নিজে বিচলিত করলে বা অপরের দ্বারা করালে, প্রাণিহত্যা ও চুরি করলে বা করালে, সন্ধিচ্ছেদ করলে বা করালে, গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘিরে লুট, পথে লুকিয়ে ডাকাতি করলে, পরস্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করলে কিম্বা মিথ্যা বললে পাপ হয়। পাপ করতেছি জেনে পাপ করলেও পাপ হয়। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরায়ে এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কেটে এক মাংসরাশি, এক মাংসপুঞ্জে পরিণত করলেও পাপ হয়। পাপের আগমনও হয়। যদি হত্যা, আঘাত, ছেদন, বেত্রাঘাত করতে করতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত যায়, তথাপি সেজন্য পাপ হয়, পাপের আগমনও হয়। যদি কেহ দান দিয়ে বা দান করায়ে, যজ্ঞ করে বা করায়ে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত পৌঁছে, তজ্জন্য পুণ্য হয়, পুণ্যের আগমনও হয়। দান, ইন্দ্রিয় দমন,

শীল, সংযম এবং সত্যবাক্য বলায়ও পুণ্য হয়, পুণ্যের আগমনও হয়।”

৬৪. যদি সেই শাস্তার বচন সত্য হয়, তথাপি আমার নিশ্চয়তা আছে যেহেতু আমি সভয় বা নির্ভয় কোনো প্রাণীর প্রতি উৎপীড়ন করি না এবং এখানে আমি উভয়দিকে সৌভাগ্যবান যে আমি কায়-বাক্য-মনে সংযত; সেহেতু দেহত্যাগে মৃত্যুর পর আমি সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হবো। এরূপ চিন্তা করাতে তার মধ্যে প্রামোদ্য উৎপন্ন হয়, প্রমুদিতের মধ্যে প্রীতি জন্মে, প্রীতি-প্রফুল্লিতের দেহ প্রশান্ত হয়, তিনি প্রশান্ত দেহে সুখ অনুভব করেন এবং সুখী দেহীর চিত্ত সমাহিত হয়। হে গ্রামপতি, ইহাই ধর্মসমাধি। তুমি যদি তথায় চিত্ত সমাহিত করতে পার তবে তুমি এই সংশয় অপনোদন করতে পারবে।”

৬৫. হে গ্রামপতি, সেই আর্যশ্রাবক এভাবে বিগত-অভিধ্যা, বিগত-ব্যাপাদ, অবিমূঢ়, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হয়ে উপেক্ষাসহগত-চিত্তে এক দিক স্ফুরিত করে অবস্থান করেন, তথা দ্বিতীয় দিক, তৃতীয় দিক, চতুর্থ দিক, ক্রমে উর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক সর্বতোভাবে সর্বদিক উপেক্ষাসহগত, বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমেয়, অবৈর ও অহিংস চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান করেন। তিনি এভাবে বিবেচনা করেন—যে শাস্তা এরূপ বাদী ও এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন—

৬৬. দানের ফল নেই, যজ্ঞের ফল নেই, অতিথি সৎকারের ফল নেই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল নেই, ইহলোক নেই, পরলোক নেই (সেই সেই লোকে সকলে উচ্ছিন্ন হয়ে থাকে), মাতাপিতার প্রতি সুব্যবহার বা দুর্ব্যবহারের কোনো ফল ভোগ করতে হয় না। ঔপপাতিক সত্ত্ব (মাতাপিতার সংযোগ ব্যতীত উৎপন্ন প্রাণী) নাই। জগতে সম্যক প্রতিপন্ন, সম্যক মার্গপ্রাপ্ত এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাঁরা স্বয়ং অভিজ্ঞানে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করে বলতে পারেন।”

৬৭. যদি সেই শাস্তার বচন সত্য হয়, তথাপি আমার নিশ্চয়তা আছে যেহেতু আমি সভয় বা নির্ভয় কোনো প্রাণীর প্রতি উৎপীড়ন করি না এবং এখানে আমি উভয়দিকে সৌভাগ্যবান যে আমি কায়-বাক্য-মনে সংযত; সেহেতু দেহত্যাগে মৃত্যুর পর আমি সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হবো। এরূপ চিন্তা করাতে তার মধ্যে প্রামোদ্য উৎপন্ন হয়, প্রমুদিতের মধ্যে প্রীতি জন্মে, প্রীতি-প্রফুল্লিতের দেহ প্রশান্ত হয়, তিনি প্রশান্ত দেহে সুখ অনুভব করেন এবং সুখী দেহীর চিত্ত সমাহিত হয়। হে গ্রামপতি, ইহাই ধর্মসমাধি। তুমি যদি তথায় চিত্ত সমাহিত করতে পার তবে তুমি এই সংশয় অপনোদন করতে পারবে।”

৬৮. হে গ্রামপতি, সেই আর্যশ্রাবক এভাবে বিগত-অভিধ্যা, বিগত-ব্যাপাদ, অবিমূঢ়, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হয়ে উপেক্ষাসহগত-চিত্তে এক দিক স্ফুরিত করে অবস্থান করেন, তথা দ্বিতীয় দিক, তৃতীয় দিক, চতুর্থ দিক, ক্রমে উর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক সর্বতোভাবে সর্বদিক উপেক্ষাসহগত, বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমেয়, অবৈর ও অহিংস চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান করেন। তিনি এভাবে বিবেচনা করেন—যে শাস্তা এরূপ বাদী ও এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন—

৬৯. দানের ফল আছে, যজ্ঞের ফল আছে, অতিথি সৎকারের ফল আছে, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল আছে, ইহলোক আছে, পরলোক আছে, মাতাপিতার প্রতি সুব্যবহার বা দুর্ব্যবহারের ফল ভোগ করতে হয়, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে। জগতে সম্যক প্রতিপন্ন, সম্যক মার্গপ্রাপ্ত এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যারা স্বয়ং অভিজ্ঞানে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করে বলতে পারেন।”

৭০. যদি সেই শাস্তার বচন সত্য হয়, তথাপি আমার নিশ্চয়তা আছে যেহেতু আমি সভয় বা নির্ভয় কোনো প্রাণীর প্রতি উৎপীড়ন করি না এবং এখানে আমি উভয়দিকে সৌভাগ্যবান যে আমি কায়-বাক্য-মনে সংযত; সেহেতু দেহত্যাগে মৃত্যুর পর আমি সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হবো। এরূপ চিন্তা করাতে তার মধ্যে প্রামোদ্য উৎপন্ন হয়, প্রমুদিতের মধ্যে প্রীতি জন্মে, প্রীতি-প্রফুল্লিতের দেহ প্রশান্ত হয়, তিনি প্রশান্ত দেহে সুখ অনুভব করেন এবং সুখী দেহীর চিত্ত সমাহিত হয়। হে গ্রামপতি, ইহাই ধর্মসমাধি। তুমি যদি তথায় চিত্ত সমাহিত করতে পার তবে তুমি এই সংশয় অপনোদন করতে পারবে।”

৭১. হে গ্রামপতি, সেই আর্যশ্রাবক এভাবে বিগত-অভিধ্যা, বিগত-ব্যাপাদ, অবিমূঢ়, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হয়ে উপেক্ষাসহগত-চিত্তে এক দিক স্ফুরিত করে অবস্থান করেন, তথা দ্বিতীয় দিক, তৃতীয় দিক, চতুর্থ দিক, ক্রমে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক সর্বতোভাবে সর্বদিক উপেক্ষাসহগত, বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমেয়, অবৈর ও অহিংস চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান করেন। তিনি এভাবে বিবেচনা করেন—‘যে শাস্তা এরূপ বাদী ও এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন—

৭২. স্বহস্তে করলে বা আদেশ দিয়ে করালে, ছেদন করলে বা করালে, দন্ডদ্বারা পীড়ন করলে বা করালে, চুরি প্রভৃতি দ্বারা শোক উৎপাদন করলে বা করালে, (বন্ধনাগারে নিক্ষেপ করে বা অনাহারে রেখে) শারীরিক মানসিক কষ্ট দিলে বা দেওয়ালে, নিজে বিচলিত করলে বা অপরের দ্বার করালে,

প্রাণিহত্যা ও চুরি করলে বা করালে, সন্ধিছেদন করলে বা করালে, গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘিরে লুঠ, পথে লুকিয়ে ডাকাতি করলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করলে কিংবা মিথ্যা বললে পাপ হয় না। পাপ করতেছি জেনে পাপ করলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরায়ে এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কেটে এক মাংসরাশি, একপুঞ্জ বা স্তূপ করলেও পাপ হয় না, পাপের আগমন হয় না। যদি কেহ হত্যা, আঘাত, ছেদন, বেত্রাঘাত করতে করতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত যায়, তথাপি সেজন্য কোনো পাপ হয় না, পাপের আগমনও হয় না। যদি কেহ দান দিয়ে বা দান করায়ে, যজ্ঞ করে বা করায়ে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত পৌঁছে, তথাপি তজ্জন্য পুণ্য নাই, পুণ্যের আগমনও নাই। দান, ইন্দ্রিয় দমন, শীল, সংযম এবং সত্যবাক্য বলায়ও কোনো পুণ্য হতে পারে না, পুণ্যের আগমনও হয় না।

৭৩. যদি সেই শাস্তার বচন সত্য হয়, তথাপি আমার নিশ্চয়তা আছে যেহেতু আমি সভয় বা নির্ভয় কোনো প্রাণীর প্রতি উৎপীড়ন করি না এবং এখানে আমি উভয়দিকে সৌভাগ্যবান যে আমি কায়-বাক্য-মনে সংযত; সেহেতু দেহত্যাগে মৃত্যুর পর আমি সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হবো।' এরূপ চিন্তা করাতে তার মধ্যে প্রামোদ্য উৎপন্ন হয়, প্রমুদিতের মধ্যে প্রীতি জন্মে, প্রীতি-প্রফুল্লিতের দেহ প্রশান্ত হয়, তিনি প্রশান্ত দেহে সুখ অনুভব করেন এবং সুখী দেহীর চিত্ত সমাহিত হয়। হে গ্রামপতি, ইহাই ধর্মসমাধি। তুমি যদি তথায় চিত্ত সমাহিত করতে পার তবে তুমি এই সংশয় অপনোদন করতে পারবে।"

৭৪. "হে গ্রামপতি, সেই আর্যশ্রাবক এভাবে বিগত-অভিধ্যা, বিগত-ব্যাপাদ, অবিমূঢ়, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হয়ে উপেক্ষাসহগত-চিত্তে এক দিক স্ফুরিত করে অবস্থান করেন, তথা দ্বিতীয় দিক, তৃতীয় দিক, চতুর্থ দিক, ক্রমে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক সর্বতোভাবে সর্বদিক উপেক্ষাসহগত, বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমেয়, অবৈর ও অহিংস চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান করেন। তিনি এভাবে বিবেচনা করেন—'যে শাস্তা এরূপ বাদী ও এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন—

৭৫. স্বহস্তে করলে বা আদেশ দিয়ে করালে, ছেদন করলে বা করালে, দন্ডদ্বারা পীড়ন করলে বা করালে, চুরি প্রভৃতি দ্বারা শোক উৎপাদন করলে বা করালে, (বন্ধনাগারে নিক্ষেপ করে বা অনাহারে রেখে) শারীরিক মানসিক কষ্ট দিলে বা দেওয়ালে, নিজে বিচলিত করলে বা অপরের দ্বারা করালে, প্রাণিহত্যা ও চুরি করলে বা করালে, সন্ধিচ্ছেদ করলে বা করালে, গ্রাম

লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘিরে লুট, পথে লুকিয়ে ডাকাতি করলে, পরস্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করলে কিম্বা মিথ্যা বললে পাপ হয়। পাপ করতেছি জেনে পাপ করলেও পাপ হয়। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরায়ে এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কেটে এক মাংসরাশি, এক মাংসপুঞ্জে পরিণত করলেও পাপ হয়। পাপের আগমনও হয়। যদি হত্যা, আঘাত, ছেদন, বেত্রাঘাত করতে করতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত যায়, তথাপি সেজন্য পাপ হয়, পাপের আগমনও হয়। যদি কেহ দান দিয়ে বা দান করায়ে, যজ্ঞ করে বা করায়ে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত পৌঁছে, তজ্জন্য পুণ্য হয়, পুণ্যের আগমনও হয়। দান, ইন্দ্রিয় দমন, শীল, সংযম এবং সত্যবাক্য বলায়ও পুণ্য হয়, পুণ্যের আগমনও হয়।

৭৬. যদি সেই শাস্তার বচন সত্য হয়, তথাপি আমার নিশ্চয়তা আছে যেহেতু আমি সভয় বা নির্ভয় কোনো প্রাণীর প্রতি উৎপীড়ন করি না এবং এখানে আমি উভয়দিকে সৌভাগ্যবান যে আমি কায়-বাক্য-মনে সংযত; সেহেতু দেহত্যাগে মৃত্যুর পর আমি সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হবো।' এরূপ চিন্তা করাতে তার মধ্যে প্রামোদ্য উৎপন্ন হয়, প্রমুদিতের মধ্যে প্রীতি জন্মে, প্রীতি-প্রফুল্লিতের দেহ প্রশান্ত হয়, তিনি প্রশান্ত দেহে সুখ অনুভব করেন এবং সুখী দেহীর চিত্ত সমাহিত হয়। হে গ্রামপতি, ইহাই ধর্মসমাধি। তুমি যদি তথায় চিত্ত সমাহিত করতে পার তবে তুমি এই সংশয় অপনোদন করতে পারবে।"

এরূপ উক্ত হলে পাটলিয় গ্রামপতি ভগবানকে বললেন :

৭৭. "অতি সুন্দর ভন্তে! অতি মনোহর ভন্তে! যেমন কেহ অধোমুখীকে ঊর্ধ্বমুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, ভ্রান্ত পথিককে পথ প্রদর্শন করে অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্য বস্তু)-সমূহ দেখতে পায়; এরূপে ভন্তে! ভগবান কর্তৃক বিবিধ পর্যায়ে বিবিধ যুক্তিতে ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। ভন্তে! আমি ভগবানের ও ভগবৎ প্রতিষ্ঠিত ধর্ম এবং ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হচ্ছি; আজ হতে আমরণ ভগবান আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।"

ত্রয়োদশতম সূত্র সমাপ্ত।

গ্রামপতি সংযুক্ত সমাপ্ত।

স্মারক গাথা :

চণ্ড, পুট, যোদ্ধা, হস্তী, অশ্ব আর অসিবন্ধক হলো যুক্ত;
দেশনা, শঙ্খ, কুল, মণিচুড়ক, ভদ্রক,
রাসিয় পাটলিয় মিলে গ্রামপতি সংযুক্ত।

৯. অসংস্কৃত সংযুক্ত

১. প্রথম বর্গ

১. কায়গতাস্মৃতি সূত্র

৩৬৬. ১. আমি এরূপ শুনেছি, এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিক নির্মিত আরামে। তথায় ভগবান সমবেত ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, "হে ভিক্ষুগণ," "হ্যাঁ, ভদন্ত।" বলে সেই ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে তাঁদের সম্মতি জানালেন। ভগবান বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত[১] ও অসংস্কৃতগামী মার্গ (পথ) সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? হে ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়, তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? কায়গতাস্মৃতি[২]। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামীমার্গ।"

"হে ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো।"

৩. "ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না, তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন (অনুজ্ঞা)।"

প্রথম সূত্র সমাপ্ত।

২. শমথ-বিদর্শন সূত্র

৩৬৭. ১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? শমথ[৩] এবং বিদর্শন[৪]। ভিক্ষুগণ, ইহাকেই

---

[১]। **পালি 'অসঙ্খত'**—অকৃত, যা কার্য-কারণ দ্বারা সংঘটিত হয় না এমন অর্থাৎ নির্বাণ।

[২]। **'সতিপট্‌ঠান'** সূত্রের 'কাযানুপস্‌সনা' দ্রষ্টব্য।

[৩]। **পালি—'সমথ'**—মনের একাগ্র অবস্থা।

[৪]। **পালি—'বিপস্‌সনা'**—বিদর্শন; অন্তর্দৃষ্টি; সূক্ষ্মদৃষ্টি।

বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।”

“হে ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো।”

২. “ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না, তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।”

দ্বিতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৩. সবিতর্ক-সবিচার সূত্র

৩৬৮. ১. “হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।”

২. “হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? সবিতর্ক-সবিচার সমাধি, অবিতর্ক-বিচারমাত্র সমাধি, অবিতর্ক-অবিচার সমাধি। ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ। ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো।”

৩. “ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না, তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।”

৪. শূন্যতা-সমাধি সূত্র

৩৬৯. ১. “হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।”

২. “হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? শূন্যতা সমাধি, অনিমিত্ত সমাধি, অপ্রণিহিত সমাধি। ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলে অসংস্কৃতগামী মার্গ।”

৩. “ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের

হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

চতুর্থ সূত্র সমাপ্ত।

৫. স্মৃতিপ্রস্থান[১] সূত্র

৩৭০. ১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।"

২. "ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? চারি স্মৃতিপ্রস্থান। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।"

৩. "ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

পঞ্চম সূত্র সমাপ্ত।

৬. সম্যক-প্রধান[২] সূত্র

৩৭১. ১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।"

২. "ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? চারি সম্যক প্রধান। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।"

---

[১]। **স্মৃতিপ্রস্থান :** আলম্বনের যথার্থ স্বভাব নির্ধারণের জন্য চিত্তের তন্মধ্যে অনুপ্রবেশ করা এবং সেই নির্ধারিত যথাস্বভাবে স্মৃতির অবিচ্ছিন্ন ও অভ্রান্তভাবে পর্যবেক্ষণ করার নামই স্মৃতি প্রস্থান। এখানে 'প্রস্থান' অর্থ গমন নয়, বরং তদ্বিপরীত, "সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা"। সুতরাং স্মৃতিপ্রস্থান পঞ্চস্কন্ধের যথাভূত স্বভাবে জ্ঞানার্জন ও সেই জ্ঞানে স্মৃতির সুপ্রতিষ্ঠিত অবস্থা।

[২]। **সম্যক প্রচেষ্টা :** এখানে 'সম্যক' শব্দ দ্বারা চেষ্টার অসাধারণতা বুঝাচ্ছে।

৩. "ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

ষষ্ঠ সূত্র সমাপ্ত।

৭. ঋদ্ধিপাদ[১] সূত্র

৩৭২. ১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।"

২. "ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? চারি ঋদ্ধিপাদ। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।"

৩. "ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

সপ্তম সূত্র সমাপ্ত।

৮. ইন্দ্রিয় সূত্র

৩৭৩. ১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।"

২. "ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? পঞ্চ ইন্দ্রিয়[২]। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।"

৩. "ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও

---

[১]। অলৌকিক শক্তি লাভের উপায়।

[২]। **ইন্দ্রিয়**—প্রতিপক্ষ ধর্মকে পরাভূত করে ইন্দ্রত্ব বা আধিপত্য করে বলে ইন্দ্রিয়। তা পঞ্চবিধ; যথা—শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়।

অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

অষ্টম সূত্র সমাপ্ত।

৯. বল সূত্র

৩৭৪. ১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।"

২. "ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? পঞ্চ বল[১]। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।"

৩. "ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

নবম সূত্র সমাপ্ত।

১০. বোধ্যঙ্গ[২] সূত্র

৩৭৫. ১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী?

---

[১]। **বল** প্রতিপক্ষ ধর্মের আক্রমণে অটল থাকে। শ্রদ্ধা যখন ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন অশ্রদ্ধার সঙ্গে যেন ইহাকে সংগ্রাম করে জয়ী হতে হয়। আবার শ্রদ্ধা যখন বল প্রাপ্ত হয়, তখন অশ্রদ্ধার আক্রমণে অকম্পিত থাকে; অশ্রদ্ধা আত্ম-পরাজিত হয়। ইন্দ্রিয় হতে বল অধিক শক্তিশালী। শ্রদ্ধেন্দ্রিয় অশ্রদ্ধাকে পরাভূত করে সম্প্রযুক্ত চিত্ত চৈতসিকের প্রসন্নতা আনয়ন করে থাকে। 'বীর্য' কৌসিদ্য-পরাভবে, 'স্মৃতি' আলম্বনকে নিত্য উপস্থিত রাখতে, 'সমাধি' চিত্তের নিশ্চল অবস্থানে, 'প্রজ্ঞা' মোহধ্বংসে, সম্প্রযুক্ত চিত্ত চৈতসিকের উপরই ইন্দ্রত্ব বা আধিপত্য করে। শ্রদ্ধাবল অশ্রদ্ধায়, বীর্যবল কৌসীদ্যে, স্মৃতিবল প্রমাদে, সমাধিবল ঔদ্ধত্যে, প্রজ্ঞাবল অবিদ্যায় কম্পিত হয় না।

[২]। সম্বোধি (জ্ঞান) লাভের অঙ্গ।

ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।"

২. "ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? সপ্ত বোধ্যঙ্গ। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।"

৩. "ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

দশম সূত্র সমাপ্ত।

১১. মার্গাঙ্গ সূত্র

৩৭৬. ১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।"

২. "ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।"

৩. "ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

একাদশতম সূত্র সমাপ্ত।

প্রথম বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক গাথা :

কায়, শমথ, সবিতর্ক, শূন্যতা আর স্মৃতিপ্রস্থান;
ঋদ্ধিপাদ, ইন্দ্রিয়, বল, বোধ্যঙ্গ আর সম্যক প্রধান;
একাদশতমে মার্গ হলো যুক্ত; স্মারক গাথা এভাবে হলে উক্ত।

২. দ্বিতীয় বর্গ

১. অসংস্কৃত সূত্র

৩৭৭. ১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।"

২. "ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? শমথ। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।"

৩. "ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

৪. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।"

৫. "ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? বিদর্শন। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।"

৬. "ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

৭. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।"

৮. "ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? সবিতর্ক সবিচারমাত্র সমাধি। ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।"

৯. "ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের

হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

১০. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।"

১১. "ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? অবিতর্ক বিচারমাত্র সমাধি। ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।"

১২. "ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

১৩. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।"

১৪. "ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? অবিতর্ক অবিচার সমাধি। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।"

১৫. "ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

১৬. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।"

১৭. "ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? শূন্যতা সমাধি। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।"

১৮. "ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও

অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমার অনুশাসন।"

১৯. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।"

২০. "ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? অনিমিত্ত সমাধি। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।"

২২. "ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

২৩. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।"

২৪. "ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? অপ্রণিহিত সমাধি। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।"

২৫. "ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

২৬. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।"

২৭. "ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? এই শাসনে বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞাত, স্মৃতিমান ভিক্ষু জগতে (উপাদানস্কন্ধে) অভিধ্যা (লোভ),

দৌর্মনস্য (দ্বেষ) বিনোদন করে রূপ-কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।"

২৮. "ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

২৯. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।"

৩০. "ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? এই শাসনে বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞাত, স্মৃতিমান ভিক্ষু জগতে (উপাদানস্কন্ধে) অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্য (দ্বেষ) বিনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।"

৩১. "ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

৩২. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।"

৩৩. "ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? এই শাসনে বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞাত, স্মৃতিমান ভিক্ষু জগতে (উপাদানস্কন্ধে) অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্য (দ্বেষ) বিনোদন করে চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।"

৩৪. "ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে,

শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।”

৩৫. “হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।”

৩৬. “ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? এই শাসনে বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞাত, স্মৃতিমান ভিক্ষু (জগতে উপাদানস্কন্ধে) অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্য (দ্বেষ) বিনোদন করে ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।”

৩৭. “ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।”

৩৮. “হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।”

৩৯. “ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? এখানে ভিক্ষু অনুৎপন্ন পাপ-অকুশলধম[১] অনুৎপত্তির নিমিত্ত ছন্দ[২] জন্মায়, প্রচেষ্টা করে, বীর্য প্রবর্তন করে, চিত্ত নিয়োজিত করে, উপায় উদ্ভাবন করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।”

৪০. “ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।”

৪১. “হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ

---

[১]। লোভ-দ্বেষ-মোহাদি (অর্থকথা)।

[২]। এস্থলে রুচি (ইচ্ছা)।

সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।"

৪২. "ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? এখানে ভিক্ষু উৎপন্ন পাপ-অকুশলধর্মের ক্ষয়ের নিমিত্ত ছন্দ (রুচি) জন্মায়, প্রচেষ্টা করে, বীর্য প্রয়োগ করে, চিত্ত নিয়োজিত করে, উপায় উদ্ভাবন করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।"

৪৩. "ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

৪৪. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।"

৪৫. "ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? এখানে ভিক্ষু অনুৎপন্ন কুশল ধর্মের উৎপত্তির জন্য ছন্দ (রুচি) জন্মায়, প্রচেষ্টা করে, বীর্য প্রয়োগ করে, চিত্ত নিয়োজিত করে, উপায় উদ্ভাবন করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।"

৪৬. "ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

৪৭. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।"

৪৮. "ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? এখানে ভিক্ষু উৎপন্ন কুশলধর্মের স্থিতি, সংরক্ষণ, বৃদ্ধি, বৈপুল্য, বর্ধন ও ভাবনায় পরিপূর্ণতার জন্য ছন্দ (ইচ্ছা) জন্মায়, প্রচেষ্টা করে, বীর্য প্রয়োগ করে, চিত্ত নিয়োজিত করে, উপায় উদ্ভাবন করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।"

৪৯. "ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

৫০. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।"

৫১. "ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু ছন্দ-সমাধি[১] প্রধান সংস্কারযুক্ত ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন[২]। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।"

৫২. "ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

৫৩. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।"

৫৪. "ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু বীর্য-সমাধি[৩] প্রধান সংস্কারযুক্ত ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।"

৫৫. "ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে,

---

[১]। ছন্দজনিত ছন্দবহুল সমাধিই ছন্দসমাধি।

[২]। বদ্ধিত করেন।

[৩]। বীর্যজনিত, বীর্যবহুল সমাধিই বীর্যসমাধি। তদ্রুপ চিত্ত, বীমাংসাদি জ্ঞাতব্য।

শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

৫৬. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।"

৫৭. "ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু চিত্ত-সমাধি প্রধান সংস্কারযুক্ত ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।"

৫৮. "ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

৫৯. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।"

৬০. "ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? এখানে ভিক্ষু বীমাংসা (প্রজ্ঞা)-সমাধি প্রধান সংস্কারযুক্ত ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।"

৬১. "ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

৬২. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।"

৬৩. "ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? এখানে ভিক্ষু বিবেক-আশ্রিত,

বিরাগ-আশ্রিত, নিরোধ-আশ্রিত, বিসর্জন-পরিণামী[১] শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় ভাবনা করেন। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।"

৬৪. "ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

৬৫. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।"

৬৬. "ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? এখানে ভিক্ষু বিবেক-আশ্রিত, বিরাগ-আশ্রিত, নিরোধ-আশ্রিত, বিসর্জন-পরিণামী বীর্য-ইন্দ্রিয় ভাবনা করেন। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।"

৬৭. "ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

৬৮. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।"

৬৯. "ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? এখানে ভিক্ষু বিবেক-আশ্রিত, বিরাগ-আশ্রিত, নিরোধ-আশ্রিত, বিসর্জন-পরিণামী স্মৃতি-ইন্দ্রিয় ভাবনা করেন। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।"

৭০. "ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা

---

[১]। বিসর্জন (বোস্‌সগ্‌গ) দ্বিবিধ; ত্যাগ ও উল্লম্ফন, মার্গক্ষণে ক্লেশ ত্যাগ হয়, ফলক্ষণে নির্বাণ উল্লম্ফনবৎ হয়। (ম.নি. ২য় ১৫৭ পৃ.)

কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

৭১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।"

৭২. "ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? এখানে ভিক্ষু বিবেক-আশ্রিত, বিরাগ-আশ্রিত, নিরোধ-আশ্রিত, বিসর্জন-পরিণামী সমাধি-ইন্দ্রিয় ভাবনা করেন। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।"

৭৩. "ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

৭৪. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।"

৭৫. "ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? এখানে ভিক্ষু বিবেক-আশ্রিত, বিরাগ-আশ্রিত, নিরোধ-আশ্রিত, বিসর্জন-পরিণামী প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় ভাবনা করেন। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।"

৭৬. "ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

৭৭. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।"

৭৮. "ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? এখানে ভিক্ষু বিবেক-আশ্রিত, বিরাগ-আশ্রিত, নিরোধ-আশ্রিত, বিসর্জন-পরিণামী শ্রদ্ধাবল ভাবনা করেন।

ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।"

৭৯. "ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

৮০. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।"

৮১. "ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু বিবেক-আশ্রিত, বিরাগ-আশ্রিত, নিরোধ-আশ্রিত, বিসর্জন-পরিণামী বীর্যবল ভাবনা করেন। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।"

৮২. "ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

৮৩. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।"

৮৪. "ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু বিবেক-আশ্রিত, বিরাগ-আশ্রিত, নিরোধ-আশ্রিত, বিসর্জন-পরিণামী স্মৃতিবল ভাবনা করেন। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।"

৮৫. "ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

৮৬. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ

সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।"

৮৭. "ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু বিবেক-আশ্রিত, বিরাগ-আশ্রিত, নিরোধ-আশ্রিত, বিসর্জন-পরিণামী সমাধিবল ভাবনা করেন। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।"

৮৮. "ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

৮৯. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।"

৯০. "ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু বিবেক-আশ্রিত, বিরাগ-আশ্রিত, নিরোধ-আশ্রিত, বিসর্জন-পরিণামী প্রজ্ঞাবল ভাবনা করেন। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।"

৯১. "ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

৯২. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।"

৯৩. "ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু বিবেক-আশ্রিত, বিরাগ-আশ্রিত, নিরোধ-আশ্রিত, বিসর্জন-পরিণামী স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করেন। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।"

৯৪. "ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা

কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

৯৫. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।"

৯৬. "ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু বিবেক-আশ্রিত, বিরাগ-আশ্রিত, নিরোধ-আশ্রিত, বিসর্জন-পরিণামী ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করেন। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।"

৯৭. "ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

৯৮. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।"

৯৯. "ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? এখানে ভিক্ষু বিবেক-আশ্রিত, বিরাগ-আশ্রিত, নিরোধ-আশ্রিত বিসর্জন-পরিণামী বীর্য-সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করেন। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।"

১০০. "ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

১০১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।"

১০২. "ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু বিবেক-আশ্রিত, বিরাগ-আশ্রিত, নিরোধ-আশ্রিত, বিসর্জন-পরিণামী প্রীতি-

সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করেন। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।"

১০৩. "ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

১০৪. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।"

১০৫. "ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু বিবেক-আশ্রিত, বিরাগ-আশ্রিত, নিরোধ-আশ্রিত, বিসর্জন-পরিণামী প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করেন। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।"

১০৬. "ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

১০৭. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।"

১০৮. "ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু বিবেক-আশ্রিত, বিরাগ-আশ্রিত, নিরোধ-আশ্রিত, বিসর্জন-পরিণামী সমাধি-সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করেন। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।"

১০৯. "ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

১১০. “হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।”

১১১. “ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু বিবেক-আশ্রিত, বিরাগ-আশ্রিত, নিরোধ-আশ্রিত, বিসর্জন পরিণামী উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করেন। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।”

১১২. “ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।”

১১৩. “হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।”

১১৪. “ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু বিবেক-আশ্রিত, বিরাগ-আশ্রিত, নিরোধ-আশ্রিত, বিসর্জন-পরিণামী সম্যক-দৃষ্টি ভাবনা করন। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।”

১১৫. “ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।”

১১৬. “হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।”

১১৭. “ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু বিবেক-আশ্রিত, বিরাগ-আশ্রিত, নিরোধ-আশ্রিত, বিসর্জন-পরিণামী সম্যক-সংকল্প ভাবনা করেন। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।”

১১৮. “ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের

হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

১১৯. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।"

১২০. "ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু বিবেক-আশ্রিত, বিরাগ-আশ্রিত, নিরোধ-আশ্রিত, বিসর্জন-পরিণামী সম্যক-বাক্য ভাবনা করেন। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।"

১২১. "ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

১২২. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।"

১২৩. "ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু বিবেক-আশ্রিত, বিরাগ-আশ্রিত, নিরোধ-আশ্রিত, বিসর্জন-পরিণামী সম্যক-কর্ম ভাবনা করেন। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।"

১২৪. "ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

১২৫. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।"

১২৬. "ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু

বিবেক-আশ্রিত, বিরাগ-আশ্রিত, নিরোধ-আশ্রিত, বিসর্জন-পরিণামী সম্যক-আজীব ভাবনা করেন। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।”

১২৭. “ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।”

১২৮. “হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।”

১২৯. “ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু বিবেক-আশ্রিত, বিরাগ-আশ্রিত, নিরোধ-আশ্রিত, বিসর্জন-পরিণামী সম্যক-ব্যায়াম (প্রচেষ্টা) ভাবনা করেন। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।”

১৩০. “ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।”

১৩১. “হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।”

১৩২. “ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু বিবেক-আশ্রিত, বিরাগ-আশ্রিত, নিরোধ-আশ্রিত, বিসর্জন-পরিণামী সম্যক-স্মৃতি ভাবনা করেন। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।”

১৩৩. “ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী

হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

১৩৪. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃত কী? ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অসংস্কৃত।"

১৩৫. "ভিক্ষুগণ, অসংস্কৃতগামী মার্গ কী? ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু বিবেক-আশ্রিত, বিরাগ-আশ্রিত, নিরোধ-আশ্রিত, বিসর্জন-পরিণামী সম্যক-সমাধি ভাবনা করেন। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অসংস্কৃতগামী মার্গ।"

১৩৬. "ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক তোমাদের নিকট এই অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতগামী মার্গ দেশিত হলো। ভিক্ষুগণ, শাস্তার পক্ষে, শিষ্যগণের হিতৈষী অনুকম্পাকারী শিক্ষকের পক্ষে অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যগণের প্রতি যা কর্তব্য তা আমি তোমাদের প্রতি করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরা বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে, বিজনপ্রান্তে শয়নাসন গ্রহণ করে ধ্যান কর। প্রমাদের বশবর্তী হয়ে পরে অনুতপ্ত হইও না; তোমাদের প্রতি ইহাই আমাদের অনুশাসন।"

প্রথম সূত্র সমাপ্ত।

২. অনত সূত্র

৩৭৮. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অনত[১] এবং অনতগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, অনত কী? হে ভিক্ষুগণ, যা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়; তাকেই বলা হয় অনত।" (অবশিষ্টাংশ অসংস্কৃত সূত্রের মতো বিস্তারিত জানতে হবে।)।

৩-৩২. অনাসবাদি সূত্র

৩৭৯-৪০৮. অনাসব[২] এবং অনাসবগামী মার্গ; সত্য[৩] এবং সত্যগামী মার্গ; পার[৪] এবং পারগামী মার্গ; নিপুণ[৫] এবং নিপুণগামী মার্গ; সুদুর্দশ[৬] এবং সুদুর্দশগামী মার্গ; অজর্জর[৭] এবং অজর্জরগামী মার্গ; ধ্রুব এবং ধ্রুবগামী মার্গ; অক্ষয় এবং অক্ষয়গামী মার্গ; অনিদর্শন এবং অনিদর্শনগামী মার্গ;

---

[১]। তৃষ্ণার দ্বারা নত নয় বলে অনত। (অর্থকথা)

[২]। চারি আসবের অভাব হেতু অনাসব। (অর্থকথা)

[৩]। সত্য বলতে এখানে পরমার্থ সত্য। (অর্থকথা)

[৪]। সংসারাবর্তের অপরভাগ অর্থে পার অর্থাৎ নির্বাণ। (অর্থকথা)

[৫]। সূক্ষ্ম।

[৬]। যার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায় না, দুর্নিরীক্ষ্য।

[৭]। জরার দ্বারা জীর্ণ হয় না বলে অজর্জর। (অর্থকথা)

নিষ্প্রপঞ্চ[১] এবং নিষ্প্রপঞ্চগামী মার্গ; শান্তি এবং শান্তিগামী মার্গ; অমর[২] এবং অমরগামী মার্গ; প্রণীত[৩] এবং প্রণীতগামী মার্গ; নিরাপদ-আশ্রয় এবং নিরাপদ-আশ্রয়গামী মার্গ; ক্ষেম[৪] এবং ক্ষেমগামী মার্গ; তৃষ্ণাক্ষয় এবং তৃষ্ণাক্ষয়গামী মার্গ; আশ্চর্য এবং আশ্চর্যগামী মার্গ; অদ্ভুত এবং অদ্ভুতগামী মার্গ; দুঃখমুক্তি এবং দুঃখমুক্তিগামী মার্গ; দুঃখমুক্তি ধর্ম এবং দুঃখমুক্তিধর্ম গামী মার্গ; নির্বাণ[৫] এবং নির্বাণগামী মার্গ; সান্ত্বনা এবং সান্ত্বনাগামী মার্গ; বিরাগ এবং বিরাগগামী মার্গ; শুদ্ধি এবং শুদ্ধিগামী মার্গ; মুক্তি এবং মুক্তিগামী মার্গ; অনালয় এবং অনালয়গামী মার্গ; দ্বীপ এবং দ্বীপগামীমার্গ; নিরাপত্তা এবং নিরাপত্তাগামী মার্গ; ত্রাণ এবং ত্রাণগামী মার্গ; ও শরণ[৬] এবং শরণগামী মার্গ সম্পর্কেও অসংস্কৃত সূত্রের মতো বিস্তারিতভাবে জানতে হবে।

৩৩. পরায়ণ সূত্র

৪০৯. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে পরায়ণ এবং পরায়ণগামী মার্গ সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। ভিক্ষুগণ পরায়ণ (উত্তম অবলম্বন) কী?" (অবশিষ্ট অংশ অসংস্কৃত সূত্রের মতো বিস্তারিতভাবে জানতে হবে।)

দ্বিতীয় বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক গাথা :

অসংস্কৃত, অনত, অনাসব, সত্য, পার, নিপুণ, সুদুর্দশ, আর
অজর্জর, ধ্রুব, অক্ষয়, অনিদর্শন, নিষ্প্রপঞ্চ, শান্তি আর
অমর, প্রণীত, নিরাপদ আশ্রয়, ক্ষেম, তৃষ্ণাক্ষয়, আশ্চর্য, অদ্ভুত;
দুঃখমুক্তি, দুঃখমুক্তিধর্ম, নির্বাণ, সান্ত্বনা, বিরাগ, শুদ্ধি সুগত দেশিত;
মুক্তি, অনালয়, দ্বীপ, নিরাপত্তা, ত্রাণ, শরণ, পরায়ণ মিলে বর্গ কথিত।

অসংস্কৃত সংযুক্ত সমাপ্ত।

---

[১]। তৃষ্ণা-দৃষ্টি-মান প্রপঞ্চের অভাব-হেতু নিষ্প্রপঞ্চ। (অর্থকথা)

[২]। মৃত্যুর অভাব-হেতু (নির্বাণ) অমর। (অর্থকথা)

[৩]। উত্তম।

[৪]। উপদ্রবের অভাব-হেতু ক্ষেম। (অর্থকথা)

[৫]। বাণ বা তৃষ্ণার অভাব বলে নির্বাণ। (অর্থকথা)

[৬]। আশ্রয়।

১০. অব্যাকৃত সংযুক্ত

১. ক্ষেমা সূত্র

৪১০. ১. এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের বিহারে। সে সময় ভিক্ষুণী ক্ষেমা[১] কোশলরাজ্যে জনহিতার্থে ভ্রমণ করতে করতে শ্রাবস্তী এবং সাকেতের মধ্যবর্তী তোরণবত্থুতে বাস করার অভিপ্রায়ে উপস্থিত হলেন। তখন কোশলরাজ প্রসেনজিৎও সাকেত হতে শ্রাবস্তীতে যাবার সময় সাকেত এবং শ্রাবস্তীর মধ্যবর্তী তোরণবত্থুতে একরাত্রি বাস করার জন্য উপনীত হলেন। অতঃপর কোশলরাজ প্রসেনজিৎ জনৈক পুরুষকে সম্বোধন করে বললেন, "ওহে পুরুষ, তোরণবত্থুতে সেরূপ কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ আছে কিনা জেনে আস, যাতে আমি তাঁর সমীপে উপস্থিত হয়ে উনার সান্নিধ্য লাভ করতে পারি।"

২. "যথা আজ্ঞা, দেব!" বলে সেই পুরুষ কোশলরাজ প্রসেনজিৎকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সমগ্র তোরণবত্থু ভ্রমণ করে এমন কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ দেখল না কোশলরাজ প্রসেনজিৎ যাঁর সান্নিধ্য লাভ করতে পারেন। সেই পুরুষ তোরণবত্থুতে বাস করার অভিপ্রায়ে উপনীত ভিক্ষুণী ক্ষেমাকে দেখল। দেখে যেখানে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ সেখানে উপস্থিত হয়ে কোশলরাজ প্রসেনজিৎকে বলল—"দেব, তোরণবত্থুতে এমন কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ নেই, দেব যাঁর সান্নিধ্য লাভ করতে পারেন। সেই ভগবান, অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের ক্ষেমা নাম্নী একজন শ্রাবিকা আছেন। সেই আর্যার সম্পর্কে এরূপ কল্যাণকীর্তিশব্দ (যশোগাথা) প্রকাশিত হয়েছে—'তিনি পণ্ডিত, অভিজ্ঞা, মেধাবিনী, বহুশ্রুতা, সুবক্তা, সুপ্রতিভাসম্পন্না'। দেব তাঁর সান্নিধ্য লাভ করুন।"

৩. তখন কোশলরাজ প্রসেনজিৎ যেখানে ক্ষেমা ভিক্ষুণী ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ক্ষেমা ভিক্ষুণীকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ভিক্ষুণী ক্ষেমাকে বললেন, 'আর্যে, মৃত্যুর পর তথাগত থাকে কি?" "মহারাজ, ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাকৃত[২] (অব্যাখ্যাত) যে 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে'।" "আর্যে, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকে না?" "মহারাজ ইহাও ভগবান কর্তৃক

---

[১]। বুদ্ধের প্রধান অগ্রশ্রাবিকা, যিনি প্রজ্ঞাবতী ভিক্ষুণীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা।

[২]। শুধু অকথনীয় নয়, অনর্থক হিসেবেও বর্জনীয়। (টীকা)

অব্যাখ্যাত যে—'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না'।" "আর্যে, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকে, নাও থাকে?" "মহারাজ, ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে'।" "আর্যে, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকেও না, না থাকেও না?" "মহারাজ, ইহাও ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না।'"

৪. "'আর্যে, মৃত্যুর পর তথাগত থাকে কি?' এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি বলেছেন—মহারাজ, ভগবান কর্তৃক ইহা অব্যাখ্যাত যে—'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে।' 'আর্যে, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকে না?' এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি বলেছেন—'মহারাজ, ইহাও ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না।' 'আর্যে, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকে, নাও থাকে?' এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি বলেছেন—'মহারাজ, ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে।' 'আর্যে, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকেও না, না থাকেও না?' এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি বলেছেন—'মহারাজ, ইহাও ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না।' আর্যে, কী হেতু কী প্রত্যয় যে ভগবান কর্তৃক ইহা অব্যাখ্যাত হয়েছে?"

৫. "তাহলে মহারাজ, আমি এ বিষয়ে আপনাকে প্রতি-প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব, আপনি অভিরুচি অনুসারে ইহার উত্তর প্রদান করুন। মহারাজ, আপনি ইহা কী মনে করেন, এমন কোনো গণক বা মুদ্রিক[১] বা সংখ্যাকারী[২] আছে কি, যে গঙ্গার বালুকারাশি এভাবে গণনা করতে পারে—এতটি বালুকা বা এতশত বালুকা বা এতসহস্র বালুকা বা এত শত সহস্র বালুকা?" "নিশ্চয়ই নেই, আর্যে।" "এমন কোনো গণক বা মুদ্রিক বা সংখ্যাকারী আছে কি, যে মহাসমুদ্রের জলরাশি এভাবে গণনা করতে পারে—এত পাত্র জল, বা এত শতপাত্র জল বা এত সহস্র পাত্র জল বা এত শতসহস্রপাত্র জল?" "নিশ্চয়ই নেই, আর্যে।" "তার কারণ কী?" "আর্যে, মহাসমুদ্র সুগভীর, অপ্রমেয় ও দুর্জ্ঞেয়।"

৬. তদ্রূপভাবে মহারাজ, তথাগতকে (সত্ত্ব) বিজ্ঞাপিত করার সময় যে রূপ দ্বারা (রূপী বলে) বিজ্ঞাপিত করা যায়; সেই রূপ (তৎপ্রতিবদ্ধ সংযোজন প্রহাণ হেতু ক্ষীণাসব) তথাগতের প্রহীন (পরিত্যক্ত), উচ্ছিন্নমূল, শীর্ষবিহীন

---

[১]। হাতের আঙ্গুলের মুদ্রা গণনায় দক্ষ। (অর্থকথা)

[২]। দলা বা ডেলা গণনায় দক্ষ। (অর্থকথা)

তালবৃক্ষসদৃশ, পুনর্ভবরহিত, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তিশীল হয়েছে। মহারাজ, তথাগত রূপ-সংখ্যা (ব্যবহার) বিমুক্ত হয়েছেন[১], মহাসমুদ্রের ন্যায় গুণগভীর, অপরিমেয় ও দুর্জ্ঞেয় হয়েছেন। সুতরাং 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে' বলা চলে না। 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না' বলা চলে না। 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে' বলা চলে না। 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না' বলা চলে না।[২]

তথাগতকে (সত্ত্ব) বিজ্ঞাপিত করার সময় যে বেদনা দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায়; সেই বেদনা তথাগতের প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল, শীর্ষবিহীন তালবৃক্ষসদৃশ, পুনর্ভবরহিত, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তিশীল হয়েছে। মহারাজ, তথাগত বেদনা-সংখ্যা (ব্যবহার) বিমুক্ত হয়েছেন, মহাসমুদ্রের ন্যায় গুণগভীর, অপরিমেয় ও দুর্জ্ঞেয় হয়েছেন। সুতরাং 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে' বলা চলে না। 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না' বলা চলে না। 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে' বলা চলে না। 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না' বলা চলে না।

তথাগতকে (সত্ত্ব) বিজ্ঞাপিত করার সময় যে সংজ্ঞা দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায়; সেই সংজ্ঞা তথাগতের প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল, শীর্ষবিহীন তালবৃক্ষসদৃশ, পুনর্ভবরহিত, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তিশীল হয়েছে। মহারাজ, তথাগত সংজ্ঞা-সংখ্যা (ব্যবহার) বিমুক্ত হয়েছেন, মহাসমুদ্রের ন্যায় গুণগভীর, অপরিমেয় ও দুর্জ্ঞেয় হয়েছেন। সুতরাং 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে' বলা চলে না। 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না' বলা চলে না। 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে' বলা চলে না। 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না' বলা চলে না।

তথাগতকে (সত্ত্ব) বিজ্ঞাপিত করার সময় যে সংস্কার দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায়; সেই সংস্কার তথাগতের প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল, শীর্ষবিহীন তালবৃক্ষসদৃশ, পুনর্ভবরহিত, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তিশীল হয়েছে। মহারাজ, তথাগত সংস্কার-সংখ্যা (ব্যবহার) বিমুক্ত হয়েছেন, মহাসমুদ্রের ন্যায় গুণগভীর, অপরিমেয় ও দুর্জ্ঞেয় হয়েছেন। সুতরাং 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে' বলা চলে না। 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না' বলা চলে না। 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও

---

[১]। ভবিষ্যতে রূপের অনুৎপত্তি হেতু রূপের দ্বারা সত্ত্ব হিসেবে অবধারণ হতে বিমুক্ত হয়েছেন। তদ্রূপ বেদনাদি সম্পর্কে জ্ঞাতব্য।

[২]। মুক্তপুরুষ পরিনির্বাণের সঙ্গে চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত হয়ে যায়।

থাকে' বলা চলে না। 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না' বলা চলে না।

তথাগতকে (সত্ত্ব) বিজ্ঞাপিত করার সময় যে বিজ্ঞান দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায়; সেই বিজ্ঞান তথাগতের প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল, শীর্ষবিহীন তালবৃক্ষসদৃশ, পুনর্ভবরহিত, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তিশীল হয়েছে। মহারাজ, তথাগত বিজ্ঞান-সংখ্যা (ব্যবহার) বিমুক্ত হয়েছেন, মহাসমুদ্রের ন্যায় গুণগভীর, অপরিমেয় ও দুর্জ্ঞেয় হয়েছেন। সুতরাং 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে' বলা চলে না। 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না' বলা চলে না। 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে' বলা চলে না। 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না' বলা চলে না।

৭. অতঃপর কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ভিক্ষুণী ক্ষেমার ভাষিত বিষয় অভিনন্দন ও অনুমোদন করে আসন হতে উঠে ভিক্ষুণী ক্ষেমাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন।

৮. অতঃপর কোশলরাজ প্রসেনজিত অপর এক সময়ে যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, মৃত্যুর পর তথাগত থাকে কি?" "মহারাজ, ইহা আমাকর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে'।" "ভন্তে, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকে না?" "মহারাজ, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না'—ইহাও আমাকর্তৃক অব্যাখ্যাত।" "ভন্তে, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকে, নাও থাকে?" "মহারাজ, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে' ইহা আমাকর্তৃক অব্যাখ্যাত।" "ভন্তে, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকেও না, না থাকেও না?" "মহারাজ, মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না—ইহাও আমাকর্তৃক অব্যাখ্যাত।"

৯. "'ভন্তে, মৃত্যুর পর তথাগত থাকে কি?' এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি বলেছেন—'মহারাজ, ইহা আমাকর্তৃক অব্যাখ্যাত যে 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে'। ভন্তে, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকে না? এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি বলেছেন—মহারাজ, ইহাও আমাকর্তৃক অব্যাখ্যাত যে 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না।' ভন্তে, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকে, নাও থাকে? এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি বলেছেন—মহারাজ, ইহা আমাকর্তৃক অব্যাখ্যাত যে, মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে। ভন্তে, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকেও না, না থাকেও না? এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি

বলেছেন—মহারাজ, ইহাও আমাকর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না। ভন্তে, কী হেতু, কী প্রত্যয় যে ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত?"

১০. "তাহলে মহারাজ, আমি আপনাকে এ বিষয়ে প্রতিপ্রশ্ন জিজ্ঞেস করব। আপনি আপনার অভিরুচি অনুযায়ী উত্তর প্রদান করুন। মহারাজ, আপনি ইহা কী মনে করেন, এমন কোনো গণক বা মুদ্রিক বা সংখ্যাকারী আছে কি, যে গঙ্গার বালুকারাশি এভাবে গণনা করতে পারে-এতটি বালুকা, বা এতশত বালুকা বা এত সহস্র বালুকা বা এতশতসহস্র বালুকা?" নিশ্চয়ই নেই, ভন্তে।" "এমন কোনো গণক বা মুদ্রিক বা সংখ্যাকারী আছে কি যে মহাসমুদ্রের জলরাশি এভাবে গণনা করতে পারে—এত পাত্র জল বা এতশতপাত্র জল বা এত সহস্র পাত্র জল বা এত শতসহস্র পাত্র জল?" "নিশ্চয়ই নেই, ভন্তে।" "তার কারণ কী?" "ভন্তে, মহাসমুদ্র সুগভীর, অপ্রমেয় ও দুর্জ্ঞেয়।"

১১. "তদ্রূপভাবে মহারাজ, তথাগতকে (সত্ত্ব) বিজ্ঞাপিত করার সময় যে রূপ দ্বারা (রূপী বলে) বিজ্ঞাপিত করা যায়; সেই রূপ (তৎপ্রতিবদ্ধ সংযোজন প্রহাণ হেতু ক্ষীণাসব) তথাগতের প্রহীন (পরিত্যক্ত), উচ্ছিন্নমূল, শীর্ষবিহীন তালবৃক্ষসদৃশ, পুনর্ভবরহিত, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তিশীল হয়েছে। মহারাজ, তথাগত রূপ-সংখ্যা (ব্যবহার) বিমুক্ত হয়েছেন, মহাসমুদ্রের ন্যায় গুণগভীর, অপরিমেয় ও দুর্জ্ঞেয় হয়েছেন। সুতরাং 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে' বলা চলে না। 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না' বলা চলে না। 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে' বলা চলে না। 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না' বলা চলে না।"

তথাগতকে (সত্ত্ব) বিজ্ঞাপিত করার সময় যে বেদনা দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায়; সেই বেদনা তথাগতের প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল, শীর্ষবিহীন তালবৃক্ষসদৃশ, পুনর্ভবরহিত, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তিশীল হয়েছে। মহারাজ, তথাগত বেদনা-সংখ্যা (ব্যবহার) বিমুক্ত হয়েছেন, মহাসমুদ্রের ন্যায় গুণগভীর, অপরিমেয় ও দুর্জ্ঞেয় হয়েছেন। সুতরাং 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে' বলা চলে না। 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না' বলা চলে না। 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে' বলা চলে না। 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না' বলা চলে না।

তথাগতকে (সত্ত্ব) বিজ্ঞাপিত করার সময় যে সংজ্ঞা দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায়; সেই সংজ্ঞা তথাগতের প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল, শীর্ষবিহীন তালবৃক্ষসদৃশ,

পুনর্ভবরহিত, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তিশীল হয়েছে। মহারাজ, তথাগত সংজ্ঞা-সংখ্যা (ব্যবহার) বিমুক্ত হয়েছেন, মহাসমুদ্রের ন্যায় গুণগভীর, অপরিমেয় ও দুর্জ্ঞেয় হয়েছেন। সুতরাং 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে' বলা চলে না। 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না' বলা চলে না। 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে' বলা চলে না। 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না' বলা চলে না।

তথাগতকে (সত্ত্ব) বিজ্ঞাপিত করার সময় যে সংস্কার দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায়; সেই সংস্কার তথাগতের প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল, শীর্ষবিহীন তালবৃক্ষসদৃশ, পুনর্ভবরহিত, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তিশীল হয়েছে। মহারাজ, তথাগত সংস্কার-সংখ্যা (ব্যবহার) বিমুক্ত হয়েছেন, মহাসমুদ্রের ন্যায় গুণগভীর, অপরিমেয় ও দুর্জ্ঞেয় হয়েছেন। সুতরাং 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে' বলা চলে না। 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না' বলা চলে না। 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে' বলা চলে না। 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না' বলা চলে না।

তথাগতকে (সত্ত্ব) বিজ্ঞাপিত করার সময় যে বিজ্ঞান দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায়; সেই বিজ্ঞান তথাগতের প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল, শীর্ষবিহীন তালবৃক্ষসদৃশ, পুনর্ভবরহিত, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তিশীল হয়েছে। মহারাজ, তথাগত বিজ্ঞান-সংখ্যা (ব্যবহার) বিমুক্ত হয়েছেন, মহাসমুদ্রের ন্যায় গুণগভীর, অপরিমেয় ও দুর্জ্ঞেয় হয়েছেন। সুতরাং 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে' বলা চলে না। 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না' বলা চলে না। 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে' বলা চলে না। 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না' বলা চলে না।

১২. "ভন্তে, আশ্চর্য! ভন্তে, অদ্ভুত! যেখানেই শাস্তা এবং শ্রাবিকা উভয়ের অর্থের সাথে অর্থের, ব্যঞ্জনের সাথে ব্যঞ্জনের সাদৃশ্য হবে, সম্মিলন হবে, বিরোধ হবে না, তা এই অগ্রপদেই (শ্রেষ্ঠ স্থানেই)। ভন্তে, সম্প্রতি আমি ক্ষেমা ভিক্ষুণীর নিকট উপস্থিত হয়ে এই বিষয়ের অর্থ জিজ্ঞেস করেছিলাম। ভগবানের মতই আর্যাও একই পদ-ব্যঞ্জনে সেই বিষয়ে উত্তর প্রদান করেন। ভন্তে, আশ্চর্য! ভন্তে, অদ্ভুত! যেখানেই শাস্তা এবং শ্রাবিকা উভয়ের অর্থের সাথে অর্থের, ব্যঞ্জনের সাথে ব্যঞ্জনের সাদৃশ্য হবে, সম্মিলিন হবে, বিরোধ হবে না, তা এই অগ্রপদেই (শ্রে'স্থানেই)। "ভন্তে, এক্ষণে আমরা গমন করব, আমাদের অনেক কৃত্য, অনেক করণীয় আছে।" "মহারাজের যেরূপ অভিরুচি।" অতঃপর কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ভগবানের ভাষিত বিষয়

অভিনন্দন ও অনুমোদন করে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন।

প্রথম সূত্র সমাপ্ত।

২. অনুরাধ সূত্র

৪১১. ১. এক সময় ভগবান বৈশালীতে অবস্থান করছিলেন মহাবনে, কূটাগারশালায়। সেই সময় আয়ুষ্মান অনুরাধ ভগবানের অদূরে (নিকটে) অরণ্য কুটিরে অবস্থান করছিলেন। তখন বহুসংখ্যক অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজক যেখানে আয়ুষ্মান অনুরাধ ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান অনুরাধের সাথে প্রীতি-আলাপ ও কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময় করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ আয়ুষ্মান অনুরাধকে বললেন, "বন্ধু অনুরাধ, যিনি তথাগত, উত্তম পুরুষ, পরম পুরুষ, পরম-অবস্থা-প্রাপ্ত; উনাকে তথাগত হিসেবে বিজ্ঞাপিত (প্রজ্ঞাপিত) করার সময় এই চারি প্রকারে বিজ্ঞাপন (প্রজ্ঞাপন) করা যায় কি, যেমন 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে', বা 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না' বা 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে;' বা 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না'?"

২. "বন্ধুগণ, যিনি তথাগত, উত্তম পুরুষ, পরম পুরুষ, পরম-অবস্থা-প্রাপ্ত; উনাকে তথাগত হিসেবে বিজ্ঞাপিত করার সময় 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে' 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না' বা 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে' বা 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না'—এই চারি প্রকার ব্যতীত (অন্য প্রকারে) বিজ্ঞাপন করা যায়।" এরূপ উক্ত হলে সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ আয়ুষ্মান অনুরাধকে বললেন, "এই ভিক্ষু নতুন এবং অচির প্রব্রজিত হবে আর যদি ইনি স্থবির (ভিক্ষু) হন তাহলে তিনি নিশ্চয় মূর্খ এবং অনভিজ্ঞ।" তখন সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ আয়ুষ্মান অনুরাধকে নতুন এবং মূর্খ বলে তিরস্কার করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন।

৩. অতঃপর অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ প্রস্থান করতে না করতে অচিরে আয়ুষ্মান অনুরাধের মনে এই চিন্তা উদিত হলো—"যদি সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ আমাকে তদতিরিক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেন তাহলে আমি সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণকে উত্তর প্রদানকালে কিভাবে বললে ভগবান সম্পর্কে যথার্থবাদী হতাম, ভগবানকে অসত্য দ্বারা নিন্দা করতাম না, ধর্মের অনুকূলে বর্ণনা করতাম, তা ধর্মানুসারে কোনো বাদানুবাদের কারণ হতো

না?”

৪. অতঃপর আয়ুষ্মান অনুরাধ যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান অনুরাধ ভগবানকে বললেন, “ভন্তে, আমি এখানে ভগবানের অদূরে একটি অরণ্যকুটিরে অবস্থান করি। অতঃপর ভন্তে, বহুসংখ্যক অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজক যেখানে আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে আমার সাথে প্রীতি-আলাপ ও কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময় করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ আমাকে বললেন :

৫. “বন্ধু অনুরাধ, যিনি তথাগত, উত্তমপুরুষ, পরমপুরুষ, পরম-অবস্থা-প্রাপ্ত; উনাকে তথাগত হিসেবে বিজ্ঞাপিত করার সময় এই চারি প্রকারে বিজ্ঞাপন করা যায় কি, যেমন ‘মৃত্যুর পর তথাগত থাকে’ বা ‘মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না’ বা ‘মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে’ বা ‘মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না’?” এরূপ উক্ত হলে ভন্তে, আমি সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণকে বললাম, বন্ধুগণ, যিনি তথাগত, উত্তম পুরুষ, পরম পুরুষ, পরম অবস্থাপ্রাপ্ত; উনাকে তথাগত হিসেবে বিজ্ঞাপিত করার সময় ‘তথাগত মৃত্যুর পর থাকে’ বা ‘তথাগত মৃত্যুর পর থাকে না’ বা ‘তথাগত মৃত্যুর পর থাকে, নাও থাকে;’ বা ‘তথাগত মৃত্যুর পর থাকেও না, না থাকেও না;’—এই চারি প্রকার ব্যতীত (অন্য প্রকারে) বিজ্ঞাপন করা যায়। এরূপ উক্ত হলে ভন্তে, সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ আমাকে বললেন, ‘এই ভিক্ষু নতুন এবং অচির প্রব্রজিত হবে, আর যদি ইনি স্থবির (ভিক্ষু) হন, তাহলে তিনি নিশ্চয় মূর্খ এবং অনভিজ্ঞ’। তখন ভন্তে, সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ আমাকে নতুন এবং মূর্খ বলে তিরস্কার করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন।

৬. অতঃপর ভন্তে, সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ প্রস্থান করতে না করতে অচিরে আমার মনে এই চিন্তা উদিত হলো—‘যদি সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ আমাকে তদতিরিক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেন তাহলে আমি সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণকে উত্তর প্রদানকালে কিভাবে উত্তর প্রদান করলে ভগবান সম্পর্কে যথার্থবাদী হতাম, ভগবানকে অসত্য দ্বারা নিন্দা করতাম না, ধর্মের অনুকূলে বর্ণনা করতাম, তা ধর্মানুসারে কোনো বাদানুবাদের কারণ হতো না’?”

৭. “অনুরাধ, তুমি ইহা কী মনে কর, রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?”

"অনিত্য, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, তা দুঃখ নাকি সুখ?"

"দুঃখ, ভন্তে"।

"যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; 'তা আমার, তা আমি, তা আমার আত্মা'—এভাবে দর্শন করা উচিত কি?"

"নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

৮. "বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?"

"অনিত্য, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, তা দুঃখ নাকি সুখ?"

"দুঃখ, ভন্তে"

"যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; 'তা আমার, তা আমি, তা আমার আত্মা'—এভাবে দর্শন করা উচিত কি?"

"নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

৯. "সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?"

"অনিত্য, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, তা দুঃখ নাকি সুখ?"

"দুঃখ, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; 'তা আমার, তা আমি, তা আমার আত্মা'—এভাবে দর্শন করা উচিত কি?"

"নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

১০. "সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?"

"অনিত্য, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, তা দুঃখ নাকি সুখ?"

"দুঃখ, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; 'তা আমার, তা আমি, তা আমার আত্মা'—এভাবে দর্শন করা উচিত কি?"

"নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।"

১১. "বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?"

"অনিত্য, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, তা দুঃখ নাকি সুখ?"

"দুঃখ, ভন্তে।"

"যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; 'তা আমার, তা আমি, তা আমার

আত্মা’—এভাবে দর্শন করা উচিত কি?”

“নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।”

১২. “অতএব হে অনুরাধ, যা কিছু রূপ আছে—অতীত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের, শরীরাভ্যন্তরে বা বাইরে, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরের কিংবা সমীপের যাবতীয় রূপ সম্পর্কে ‘ইহা আমার নয়, আমি তাতে (অবস্থিত) নই, তা আমার আত্মা নয়’ এরূপেই সম্যক প্রজ্ঞাদ্বারা যথাভূত দর্শন করা উচিত।”

১৩. “যা কিছু বেদনা আছে—অতীত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের, শরীরাভ্যন্তরে বা বাইরে, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরের কিংবা সমীপের যাবতীয় বেদনা সম্পর্কে ‘ইহা আমার নয়, আমি তাতে (অবস্থিত) নই, তা আমার আত্মা নয়’ এরূপেই সম্যক প্রজ্ঞাদ্বারা যথাভূত দর্শন করা উচিত।”

১৪. ““যা কিছু সংজ্ঞা আছে—অতীত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের, শরীরাভ্যন্তরে বা বাইরে, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরের কিংবা সমীপের যাবতীয় সংজ্ঞা সম্পর্কে ‘ইহা আমার নয়, আমি তাতে (অবস্থিত) নই, তা আমার আত্মা নয়’ এরূপেই সম্যক প্রজ্ঞাদ্বারা যথাভূত দর্শন করা উচিত।”

১৫. “যা কিছু সংস্কার আছে—অতীত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের, শরীরাভ্যন্তরে বা বাইরে, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরের কিংবা সমীপের যাবতীয় সংস্কার সম্পর্কে ‘ইহা আমার নয়, আমি তাতে (অবস্থিত) নই, তা আমার আত্মা নয়’ এরূপেই সম্যক প্রজ্ঞাদ্বারা যথাভূত দর্শন করা উচিত।”

১৬. “যা কিছু বিজ্ঞান আছে—অতীত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের, শরীরাভ্যন্তরে বা বাইরে, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরের কিংবা সমীপের যাবতীয় বিজ্ঞান সম্পর্কে ‘ইহা আমার নয়, আমি তাতে (অবস্থিত) নই, তা আমার আত্মা নয়’ এরূপেই সম্যক প্রজ্ঞাদ্বারা যথাভূত দর্শন করা উচিত।”

১৭. “হে অনুরাধ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিষয়টি এভাবে দর্শন করে রূপের প্রতি নির্বেদ (নির্লিপ্ত) প্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, সংস্কারের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদ হতে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন; বিমুক্তিতে ‘বিমুক্ত হয়েছি’ বলে জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—‘জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এই জীবনে (আসবক্ষয়ের জন্য) অন্য কর্তব্য নাই’।”

১৮. “হে অনুরাধ, তুমি ইহা কী মনে কর, রূপকে তথাগত মনে কর

কি?” “নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।” “বেদনাকে তথাগত মনে কর কি?” “নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।” “সংজ্ঞাকে তথাগত মনে কর কি?” “নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।” “সংস্কারকে তথাগত মনে কর কি?” “নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।” “বিজ্ঞানকে তথাগত মনে কর কি?” “নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।”

১৯. “হে অনুরাধ, তুমি ইহা কী মনে কর, ‘রূপের মধ্যে তথাগত’ ইহা মনে কর কি?” “নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।” “‘রূপ ব্যতীত তথাগত’ ইহা মনে কর কি?” “নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।” “‘বেদনার মধ্যে তথাগত’ ইহা মনে কর কি?” “নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।” ‘বেদনা ব্যতীত তথাগত’ ইহা মনে কর কি?” “নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।” ‘সংজ্ঞার মধ্যে তথাগত’ ‘ইহা মনে কর কি?” “নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।” ‘সংজ্ঞা ব্যতীত তথাগত’ ইহা মনে কর কি?” “নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে,” “সংস্কারের মধ্যে তথাগত’ ইহা মনে কর কি?” “নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।” “‘সংস্কার ব্যতীত তথাগত’ ইহা মনে কর কি?” “নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।” “বিজ্ঞানের মধ্যে তথাগত’ ইহা মনে কর কি?” “নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।” “বিজ্ঞান ব্যতীত তথাগত’ ইহা মনে কর কি?” “নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।”

২০. “হে অনুরাধ, তুমি ইহা কী মনে কর, রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানকে তথাগত মনে কর কি?” “নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।” “রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান ব্যতীত তথাগত’ ইহা মনে কর কি?” “নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।”

২১. “হে অনুরাধ, এখানে তুমি তথাগতকে সত্যত ও যথার্থত প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি না করে (জ্ঞাত না হয়ে) তোমার পক্ষে এরূপ বলা কি উপযুক্ত হয়েছে যে—‘বন্ধুগণ, যিনি তথাগত, উত্তম পুরুষ, পরম পুরুষ, পরম-অবস্থা-প্রাপ্ত; উনাকে তথাগত হিসেবে বিজ্ঞাপিত করার সময় ১. ‘তথাগত মৃত্যুর পর থাকে’ ২. ‘তথাগত মৃত্যুর পর থাকে না’ ৩. ‘তথাগত মৃত্যুর পর থাকে, নাও থাকে’; ৪. ‘তথাগত মৃত্যুর পর থাকেও না, না থাকেও না’—এই চারি প্রকার ব্যতীত (অন্য প্রকারে) বিজ্ঞাপন করা যায়?”

“নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।”

“সাধু (উত্তম) অনুরাধ, সাধু, হে অনুরাধ, পূর্বে এবং বর্তমানেও আমি দুঃখ এবং দুঃখের নিরোধ সম্পর্কেই প্রজ্ঞাপন করি।”

দ্বিতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৩. প্রথম সারিপুত্র-কোষ্ঠিত সূত্র

৪১২. ১. এক সময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র এবং আয়ুষ্মান মহাকোষ্ঠিত বারাণসীতে অবস্থান করছিলেন, ঋষিপতন মৃগদাবে। অতঃপর আয়ুষ্মান মহাকোষ্ঠিত সন্ধ্যাকালে সমাধি হতে উঠে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের সহিত প্রীতি-আলাপ ও কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করে সসম্ভ্রমে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান মহাকোষ্ঠিত আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে বললেন :

২. "বন্ধু সারিপুত্র, মৃত্যুর পর তথাগত থাকে কি?" "বন্ধু, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে' ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত।" "বন্ধু, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকে না?" "বন্ধু, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না' ইহাও ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত"। "বন্ধু, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকে; নাও থাকে?" "বন্ধু, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে' ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত"। "বন্ধু, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকেও না, না থাকেও না?" "বন্ধু, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না' ইহাও ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত।"

৩. "বন্ধু, মৃত্যুর পর তথাগত থাকে কি? এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি বলেছেন—বন্ধু, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে'—ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত। বন্ধু, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকে না? এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি বলেছেন—বন্ধু, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না'—ইহাও ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত। বন্ধু, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকে, নাও থাকে? এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি বলেছেন—বন্ধু, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে'—ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত। বন্ধু, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকেও না, না থাকেও না? এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি বলেছেন—বন্ধু, মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না—ইহাও ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত। বন্ধু, কী হেতু কী প্রত্যয় যেজন্য ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত?"

৪. "বন্ধু, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে' ইহা রূপগত। 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না' ইহা রূপগত। 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে' ইহা রূপগত। 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না' ইহা রূপগত। বন্ধু, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে' ইহা বেদনাগত। 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না' ইহা বেদনাগত। 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে' ইহা বেদনাগত। 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না' ইহা

বেদনাগত। বন্ধু, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে' ইহা সংজ্ঞাগত। বন্ধু, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না' ইহা সংজ্ঞাগত। বন্ধু, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে'; ইহা সংজ্ঞাগত। বন্ধু 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না'; ইহা সংজ্ঞাগত। বন্ধু, 'তথাগত মৃত্যুর পর থাকে' ইহা সংস্কারগত। 'তথাগত মৃত্যুর পর থাকে না' ইহা সংস্কারগত। 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে' ইহা সংস্কারগত। 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না' ইহা সংস্কারগত। বন্ধু, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে' ইহা বিজ্ঞানগত। 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না' ইহা বিজ্ঞানগত। 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে' ইহা বিজ্ঞানগত। 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না' ইহা বিজ্ঞানগত।" "বন্ধু, ইহাই হেতু, ইহাই প্রত্যয় যেজন্য ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত।"

তৃতীয় সূত্র সমাপ্ত।

৪. দ্বিতীয় সারিপুত্র-কোষ্ঠিত সূত্র

৪১৩. ১. এক সময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র এবং আয়ুষ্মান মহাকোষ্ঠিত বারাণসীতে অবস্থান করছিলেন, ঋষিপতন মৃগদাবে। অতঃপর আয়ুষ্মান মহাকোষ্ঠিত সন্ধ্যাকালে সমাধি হতে উঠে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের সহিত প্রীতি-আলাপ ও কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করে সসম্ভ্রমে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান মহাকোষ্ঠিত আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে বললেন :

২. "বন্ধু সারিপুত্র, মৃত্যুর পর তথাগত থাকে কি?" "বন্ধু, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে' ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত।" "বন্ধু, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকে না?" "বন্ধু, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না' ইহাও ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত"। "বন্ধু, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকে; নাও থাকে?" "বন্ধু, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে' ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত"। "বন্ধু, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকেও না, না থাকেও না?" "বন্ধু, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না" ইহাও ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত।"

৩. "বন্ধু, মৃত্যুর পর তথাগত থাকে কি? এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি বলেছেন—বন্ধু, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে' ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত। বন্ধু, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকে না? এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি বলেছেন—বন্ধু, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না'—ইহাও ভগবান কর্তৃক

অব্যাখ্যাত। বন্ধু, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকে, নাও থাকে? এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি বলেছেন—বন্ধু, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে' ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত। বন্ধু, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকেও না, না থাকেও না? এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি বলেছেন—বন্ধু, মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না-ইহাও ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত। বন্ধু, কী হেতু কী প্রত্যয় যেজন্য ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত?"

৪. "বন্ধু, রূপকে যথাভূত (যথাযথভাবে) জ্ঞাত না হলে, দর্শন না করলে; রূপের সমুদয়কে (রূপ-উৎপত্তির কারণকে) যথাভূত জ্ঞাত না হলে, দর্শন না করলে; রূপের নিরোধকে যথাভূত জ্ঞাত না হলে, দর্শন না করলে; রূপ-নিরোধগামী প্রতিপদাকে যথাভূত জ্ঞাত না হলে, দর্শন না করলে এই ধারণা হয়ে থাকে—মৃত্যুর পর তথাগত থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না।'

বন্ধু, বেদনাকে যথাভূত জ্ঞাত না হলে, দর্শন না করলে; বেদনা-সমুদয়কে যথাভূত জ্ঞাত না হলে, দর্শন না করলে; বেদনা-নিরোধকে যথাভূত জ্ঞাত না হলে, দর্শন না করলে; বেদনা নিরোধের উপায়কে যথাভূত জ্ঞাত না হলে, দর্শন না করলে এই ধারণা হয়ে থাকে—মৃত্যুর পর তথাগত থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না'।

বন্ধু, সংজ্ঞাকে যথাভূত জ্ঞাত না হলে, দর্শন না করলে; সংজ্ঞা-সমুদয়কে যথাভূত জ্ঞাত না হলে, দর্শন না করলে; সংজ্ঞা-নিরোধকে যথাভূত জ্ঞাত না হলে, দর্শন না করলে; সংজ্ঞা নিরোধের উপায়কে যথাভূত জ্ঞাত না হলে, দর্শন না করলে এই ধারণা হয়ে থাকে—'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না।'

বন্ধু, সংস্কারকে যথাভূত জ্ঞাত না হলে, দর্শন না করলে; সংস্কার-সমুদয়কে যথাভূত জ্ঞাত না হলে, দর্শন না করলে; সংস্কার-নিরোধকে যথাভূত জ্ঞাত না হলে, দর্শন না করলে; সংস্কার নিরোধের উপায়কে যথাভূত জ্ঞাত না হলে, দর্শন না করলে এই ধারণা হয়ে থাকে—'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না।'

বন্ধু, বিজ্ঞানকে যথাভূত জ্ঞাত না হলে, দর্শন না করলে; বিজ্ঞান-

সমুদয়কে যথাভূত জ্ঞাত না হলে, দর্শন না করলে; বিজ্ঞান-নিরোধকে যথাভূত জ্ঞাত না হলে, দর্শন না করলে; বিজ্ঞান-নিরোধের উপায়কে যথাভূত জ্ঞাত না হলে, দর্শন না করলে এই ধারণা হয়ে থাকে—'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না।"

৫. "বন্ধু, রূপকে যথাভূত জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে; রূপ-সমুদয়কে যথাভূত জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে; রূপ-নিরোধকে যথাভূত জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে; রূপ-নিরোধের উপায়কে যথাভূত জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে এই ধারণা হয় না-'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না।'

বন্ধু, বেদনাকে যথাভূত জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে; বেদনা-সমুদয়কে যথাভূত জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে; বেদনা-নিরোধকে যথাভূত জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে; বেদনা-নিরোধের উপায়কে যথাভূত জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে এই ধারণা হয় না—'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না।'

বন্ধু সংজ্ঞাকে যথাভূত জ্ঞাত হলে, দর্শন করলে; সংজ্ঞা-সমুদয়কে যথাভূত জ্ঞাত হলে, দর্শন করলে; সংজ্ঞা-নিরোধকে যথাভূত জ্ঞাত হলে, দর্শন করলে; সংজ্ঞা নিরোধের উপায়কে যথাভূত জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে এই ধারণা হয় না—'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না।'

বন্ধু, সংস্কারকে যথাভূত জ্ঞাত হলে, দর্শন করলে; সংস্কার-সমুদয়কে যথাভূত জ্ঞাত হলে, দর্শন করলে; সংস্কার-নিরোধকে যথাভূত জ্ঞাত হলে, দর্শন করলে; সংস্কার নিরোধের উপায়কে যথাভূত জ্ঞাত হলে, দর্শন করলে এই ধারণা হয় না—'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না।'

বন্ধু, বিজ্ঞানকে যথাভূত জ্ঞাত হলে, দর্শন করলে; বিজ্ঞান-সমুদয়কে যথাভূত জ্ঞাত হলে, দর্শন করলে; বিজ্ঞান-নিরোধকে যথাভূত জ্ঞাত হলে, দর্শন করলে; বিজ্ঞান নিরোধের উপায়কে যথাভূত জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে

এই ধারণা হয় না—'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না।'

বন্ধু, ইহাই হেতু, ইহাই প্রত্যয় যেজন্য ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত।"

চতুর্থ সূত্র সমাপ্ত।

৫. তৃতীয় সারিপুত্র-কোষ্ঠিত সূত্র

৪১৪. ১. এক সময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র এবং আয়ুষ্মান মহাকোষ্ঠিত বারাণসীতে অবস্থান করছিলেন, ঋষিপতন মৃগদাবে। অতঃপর আয়ুষ্মান মহাকোষ্ঠিত সন্ধ্যাকালে সমাধি হতে উঠে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের সহিত প্রীতি-আলাপ ও কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করে সসম্ভ্রমে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান মহাকোষ্ঠিত আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে বললেন :

২. "বন্ধু সারিপুত্র, মৃত্যুর পর তথাগত থাকে কি?" "বন্ধু, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে' ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত।" "বন্ধু, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকে না?" "বন্ধু, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না' ইহাও ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত"। "বন্ধু, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকে; নাও থাকে?" "বন্ধু, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে' ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত" "বন্ধু, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকেও না, না থাকেও না?" "বন্ধু, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না" ইহাও ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত।"

৩. "বন্ধু, মৃত্যুর পর তথাগত থাকে কি? এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি বলেছেন—বন্ধু, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে' ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত। বন্ধু, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকে না? এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি বলেছেন—বন্ধু, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না'—ইহাও ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত। বন্ধু, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকে, নাও থাকে? এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি বলেছেন—বন্ধু, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে' ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত। বন্ধু, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকেও না, না থাকেও না? এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি বলেছেন—বন্ধু, মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না—ইহাও ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত। বন্ধু, কী হেতু কী প্রত্যয় যেজন্য ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত?"

৪. বন্ধু, রূপের প্রতি অবীতরাগ, অবিগত-ছন্দ, অবিগত-প্রেম, অবিগত-

পিপাস, অবিগত-পরিদাহ ও অবিগত-তৃষ্ণ হলে এই ধারণা হয়ে থাকে—'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না'।

বন্ধু, বেদনার প্রতি অবীতরাগ, অবিগত-ছন্দ, অবিগত-প্রেম, অবিগত-পিপাস, অবিগত-পরিদাহ ও অবিগত-তৃষ্ণ হলে এই ধারণা হয়ে থাকে—'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না।'

বন্ধু, সংজ্ঞার প্রতি অবীতরাগ, অবিগত-ছন্দ, অবিগত-প্রেম, অবিগত-পিপাস, অবিগত-পরিদাহ ও অবিগত-তৃষ্ণ হলে এই ধারণা হয়ে থাকে—'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না।'

বন্ধু, সংস্কারের প্রতি অবীতরাগ, অবিগত-ছন্দ, অবিগত-প্রেম, অবিগত-পিপাস, অবিগত-পরিদাহ ও অবিগত-তৃষ্ণ হলে এই ধারণা হয়ে থাকে—'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না।

বন্ধু, বিজ্ঞানের প্রতি অবীতরাগ, অবিগত-ছন্দ, অবিগত-প্রেম, অবিগত-পিপাস, অবিগত-পরিদাহ ও অবিগত-তৃষ্ণ হলে এই ধারণা হয়ে থাকে—'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না।'

৫. "বন্ধু, রূপের প্রতি বীতরাগ, বিগত-ছন্দ, বিগত-প্রেম, বিগত-পিপাস, বিগত-পরিদাহ ও বিগত-তৃষ্ণ হলে এই ধারণা হয় না—'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না।'

বন্ধু, বেদনার প্রতি বীতরাগ, বিগত-ছন্দ, বিগত-প্রেম, বিগত-পিপাস, বিগত-পরিদাহ ও বিগত-তৃষ্ণ হলে এই ধারণা হয় না—'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না।'

বন্ধু, সংজ্ঞার প্রতি বীতরাগ, বিগত-ছন্দ, বিগত-প্রেম, বিগত-পিপাস, বিগত-পরিদাহ ও বিগত-তৃষ্ণ হলে এই ধারণা হয় না—'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না।'

বন্ধু, সংস্কারের প্রতি বীতরাগ, বিগত-ছন্দ, বিগত-প্রেম, বিগত-পিপাস,

বিগত-পরিদাহ ও বিগত-তৃষ্ণ হলে এই ধারণা হয় না—'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না।

বন্ধু, বিজ্ঞানের প্রতি বীতরাগ, বিগত-ছন্দ, বিগত-প্রেম, বিগত-পিপাস, বিগত-পরিদাহ ও বিগত-তৃষ্ণ হলে এই ধারণা হয় না—'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না।'

বন্ধু, ইহাই হেতু, ইহাই প্রত্যয় যেজন্য ভগবান কর্তৃক ইহা অব্যাখ্যাত।"

পঞ্চম সূত্র সমাপ্ত।

৬. চতুর্থ সারিপুত্র কোষ্ঠিত সূত্র

৪১৫. ১. এক সময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র এবং আয়ুষ্মান মহাকোষ্ঠিত বারাণসীতে অবস্থান করছিলেন, ঋষিপতন মৃগদাবে। অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র সন্ধ্যাকালে সমাধি হতে উঠে আয়ুষ্মান মহাকোষ্ঠিতের নিকট উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে প্রীতি-আলাপ ও কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সারিপুত্র আয়ুষ্মান মহাকোষ্ঠিতকে বললেন :

২. "বন্ধু কোষ্ঠিত, মৃত্যুর পর তথাগত থাকে কি?" "বন্ধু, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে' ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত।" "বন্ধু মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকে না?" "বন্ধু, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না' ইহাও ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত"। "বন্ধু, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকে; নাও থাকে?" "বন্ধু, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে' ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত" "বন্ধু, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকেও না, না থাকেও না?" "বন্ধু, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না" ইহাও ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত।"

৩. "বন্ধু, মৃত্যুর পর তথাগত থাকে কি? এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি বলেছেন—বন্ধু, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে' ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত। বন্ধু, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকে না? এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি বলেছেন—বন্ধু, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না'—ইহাও ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত। বন্ধু, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকে, নাও থাকে? এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি বলেছেন—বন্ধু, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে' ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত। বন্ধু, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকেও

না, না থাকেও না? এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি বলেছেন—বন্ধু, মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না, ইহাও ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত। বন্ধু, কী হেতু কী প্রত্যয় যেজন্য ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত?”

৪. বন্ধু, যে রূপারাম, রূপেরত, রূপ-সম্মোদিত[১] এবং রূপের নিরোধ যথাযথভাবে জ্ঞাত হয় না, দর্শন করে না; তার এরূপ ধারণা হয়ে থাকে—‘মৃত্যুর পর তথাগত থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না।’

বন্ধু, যে বেদনারাম, বেদনায়রত, বেদনা-সম্মোদিত এবং বেদনার নিরোধ যথাযথভাবে জ্ঞাত হয় না, দর্শন করে না; তার এরূপ ধারণা হয়ে থাকে—‘মৃত্যুর পর তথাগত থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না।’

বন্ধু, যে সংজ্ঞারাম, সংজ্ঞারত, সংজ্ঞা-সম্মোদিত এবং সংজ্ঞার নিরোধ যথাযথভাবে জ্ঞাত হয় না, দর্শন করে না; তার এরূপ ধারণা হয়ে থাকে—‘মৃত্যুর পর তথাগত থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না।’

বন্ধু, যে সংস্কার-আরাম, সংস্কাররত, সংস্কার-সম্মোদিত এবং সংস্কারের নিরোধ যথাযথভাবে জ্ঞাত হয় না, দর্শন করে না; তার এরূপ ধারণা হয়ে থাকে—‘মৃত্যুর পর তথাগত থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না।’

বন্ধু, যে বিজ্ঞানারাম, বিজ্ঞানেরত, বিজ্ঞান-সম্মোদিত এবং বিজ্ঞানের নিরোধ যথাযথভাবে জ্ঞাত হয় না, দর্শন করে না; তার এরূপ ধারণা হয়ে থাকে—‘মৃত্যুর পর তথাগত থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না’।”

৬. “বন্ধু, অপর কোনো পর্যায় আছে কি, যে কারণে ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত (ব্যাখ্যাত হয়নি)?”

“বন্ধু, আছে। যে ভবারাম, ভবরত, ভব-সম্মোদিত এবং ভবের নিরোধ সম্পর্কে যথাযথভাবে জ্ঞাত হয় না, দর্শন করে না; তার এরূপ ধারণা হয়ে

---

[১]। রূপে রমিত, নিরত, প্রমুদিত। তদ্রূপ বেদনাদি সম্পর্কেও জ্ঞাতব্য।

থাকে—'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না।'

বন্ধু, যিনি ভবারাম না হন, ভবরত না হন, ভব-সম্মোদিত না হন এবং ভবের নিরোধ সম্পর্কে যথাযথভাবে জ্ঞাত হন ও দর্শন করেন; তার এরূপ ধারণা উৎপন্ন হয় না—'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না'।"

৭. "বন্ধু, অপর কোনো পর্যায় আছে কি, যে কারণে ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত?"

"বন্ধু, আছে। বন্ধু, যে উপাদান-আরাম, উপাদানরত, উপাদান-সম্মোদিত এবং উপাদানের নিরোধ সম্পর্কে যথাযথভাবে জ্ঞাত হয় না ও দর্শন করে না; তার এরূপ ধারণা হয়—'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না।"

বন্ধু, যিনি উপাদান-আরাম না হন, উপাদানরত না হন, উপাদান-সম্মোদিত না হন এবং উপাদান-নিরোধকে যথাযথভাবে জ্ঞাত হন, দর্শন করেন; তাঁর এরূপ ধারণা হয় না-মৃত্যুর পর তথাগত থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না।"

৮. "বন্ধু, অপর কোনো পর্যায় আছে কি, যে কারণে ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত?"

"বন্ধু, আছে। বন্ধু, যে তৃষ্ণারাম, তৃষ্ণারত, তৃষ্ণা-সম্মোদিত এবং তৃষ্ণার নিরোধ সম্পর্কে যথাযথভাবে জ্ঞাত হয় না, দর্শন করে না; তার এরূপ ধারণা হয়ে থাকে—'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না।"

"বন্ধু, যিনি তৃষ্ণারাম হন না, তষ্ণারত না হন, তৃষ্ণা-সম্মোদিত না হন এবং তৃষ্ণার নিরোধ সম্পর্কে যথাযথভাবে জ্ঞাত হন ও দর্শন করেন; তাঁর এরূপ ধারণা হয় না—'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে। মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না।'"

৯. "বন্ধু, অপর কোনো পর্যায় আছে কি, যেজন্য ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত?"

"বন্ধু সারিপুত্র, এখানে আপনি ততোধিক কি জন্যে ইচ্ছা করছেন? বন্ধু সারিপুত্র, তৃষ্ণাক্ষয়ে বিমুক্ত ভিক্ষুর ভবচক্র প্রজ্ঞাপিত হয় না (অর্থাৎ ভবচক্র প্রজ্ঞাপনের মতো কারণ বিদ্যমান নেই)।

ষষ্ঠ সূত্র সমাপ্ত।

৭. মৌদ্গাল্লায়ন সূত্র

৪১৬. ১. অতঃপর বচ্ছগোত্র পরিব্রাজক যেখানে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নের সহিত প্রীতি-আলাপ ও কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট বচ্ছগোত্র পরিব্রাজক আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নকে বললেন :

২. "ভো মৌদ্গাল্লায়ন, লোক শাশ্বত (নিত্য) কি?" "বচ্ছ, ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—'লোক শাশ্বত।'" "ভো মৌদ্গাল্লায়ন, লোক অশাশ্বত কি?" "বচ্ছ, ইহাও ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—লোক অশাশ্বত।" "ভো মৌদ্গাল্লায়ন, লোক অন্তবান কি?" "বচ্ছ, ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—'লোক অন্তবান।'" "ভো মৌদ্গাল্লায়ন, "লোক অনন্তবান কি?" "বচ্ছ, ইহাও ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—'লোক অনন্তবান।'" "ভো মৌদ্গাল্লায়ন, যেই জীব সেই শরীর?" "বচ্ছ, ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—'যেই জীব সেই শরীর'।" "ভো মৌদ্গাল্লায়ন, জীব অন্য শরীর অন্য?" "বচ্ছ, ইহাও ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—'জীব অন্য শরীর অন্য'।" "ভো মৌদ্গাল্লায়ন, মৃত্যুর পর তথাগত থাকে?" "বচ্ছ, ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে'।" "ভো মৌদ্গাল্লায়ন, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকে না?" "বচ্ছ, ইহাও ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না'।" "ভো মৌদ্গাল্লায়ন, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকে, নাও থাকে'?" "বচ্ছ, ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে'।" "ভো মৌদ্গাল্লায়ন, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকেও না, না থাকেও না?" "বচ্ছ, ইহাও ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না'।"

৩. "ভো মৌদ্গাল্লায়ন, কী হেতু কী প্রত্যয় যে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ এরূপে (লোক শাশ্বত কি? ইত্যাদি) জিজ্ঞাসিত হয়ে এরূপ উত্তর প্রদান

করে—'লোক শাশ্বত বা লোক অশাশ্বত, লোক অন্তবান বা লোক অনন্তবান, যেই জীব সেই শরীর বা জীব অন্য শরীর অন্য, মৃত্যুর পর তথাগত থাকে বা মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে বা মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না?"

৪. "ভো মৌদ্গল্লায়ন, কী হেতু কী প্রত্যয় যে শ্রমণ গৌতম এরূপে (লোক শাশ্বত কি? ইত্যাদি) জিজ্ঞাসিত হয়ে এরূপ উত্তর প্রদান করেন না-লোক শাশ্বত বা লোক অশাশ্বত, লোক অন্তবান বা লোক অনন্তবান, যেই জীব সেই শরীর বা জীব অন্য শরীর অন্য, মৃত্যুর পর তথাগত থাকে বা মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না। মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে বা মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না?"

৫. "বচ্ছ, অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ 'চক্ষুকে' ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা—এরূপ মনে করে (এরূপ ধারণা পোষণ করে)। 'শ্রোত্রকে' ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা বলে মনে করে। 'ঘ্রাণকে' ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা বলে মনে করে। 'জিহ্বাকে' ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা বলে মনে করে। 'কায়কে' ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা বলে মনে করে। 'মনকে' ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা বলে মনে করে। সেই কারণে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ এরূপে জিজ্ঞাসিত হয়ে এরূপ উত্তর প্রদান করে—লোক শাশ্বত বা লোক অশাশ্বত, লোক অন্তবান বা লোক অনন্তবান, যেই জীব সেই শরীর বা জীব অন্য শরীর অন্য, মৃত্যুর পর তথাগত থাকে বা মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না; মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে বা মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না।"

৬. "বচ্ছ, তথাগত অরহৎ সম্যকসম্বুদ্ধ 'চক্ষুকে' ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা—এরূপ মনে করেন না। 'শ্রোত্রকে' ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা বলে মনে করেন না। 'ঘ্রাণকে' ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা বলে মনে করেন না। 'জিহ্বাকে' ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা বলে মনে করেন না। 'কায়কে' ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা বলে মনে করেন না। 'মনকে' ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা বলে মনে করেন না। সেই কারণে তথাগত এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে এরূপ উত্তর প্রদান করেন না; লোক শাশ্বত বা লোক অশাশ্বত, লোক অন্তবান বা লোক অনন্তবান, যেই জীব সেই শরীর বা জীব অন্য শরীর অন্য, মৃত্যুর পর তথাগত থাকে বা মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না;

মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে বা মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না।"

৭. অতঃপর বচ্ছগোত্র পরিব্রাজক আসন হতে উঠে যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে প্রীতি-আলাপ ও কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট বচ্ছগোত্র পরিব্রাজক ভগবানকে বললেন :

৮. "ভো গৌতম, লোক (জগত) শাশ্বত?" "বচ্ছ, ইহা আমাকর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—"লোক শাশ্বত'।" "ভো গৌতম, লোক অশাশ্বত?" "বচ্ছ, ইহাও আমাকর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—'লোক অশাশ্বত'।" "ভো গৌতম, লোক অন্তবান?" "বচ্ছ, ইহা আমাকর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—'লোক অন্তবান'।" "ভো গৌতম, লোক অনন্তবান?" "বচ্ছ, ইহা আমাকর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—'লোক অনন্তবান'।" "ভো গৌতম, যেই জীব সেই শরীর?" "বচ্ছ, ইহা আমাকর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—যেই জীব সেই শরীর।" "ভো গৌতম, জীব অন্য শরীর অন্য?" "বচ্ছ, ইহাও আমাকর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—'জীব অন্য শরীর অন্য'?" "ভো গৌতম, তথাগত মৃত্যুর পর থাকে?" "বচ্ছ, ইহা আমাকর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—'তথাগত মৃত্যুর পর থাকে'।" "ভো গৌতম, তথাগত মৃত্যুর পর থাকে না?" "বচ্ছ, ইহাও আমাকর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—তথাগত মৃত্যুর পর থাকে না।" "ভো গৌতম, তথাগত মৃত্যুর পর থাকে, নাও থাকে?" "বচ্ছ, ইহা আমাকর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে।" "ভো গৌতম,তথাগত মৃত্যুর পর থাকেও না, না থাকেও না?" "বচ্ছ, ইহাও আমা কর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—তথাগত মৃত্যুর পর থাকেও না, না থাকেও না।"

৯. "ভো গৌতম, কী হেতু কী প্রত্যয় যে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ এরূপে (লোক শাশ্বত কি? ইত্যাদি) জিজ্ঞাসিত হয়ে এরূপ উত্তর প্রদান করে—'লোক শাশ্বত বা লোক অশাশ্বত, লোক অন্তবান বা লোক অনন্তবান, যেই জীব সেই শরীর বা জীব অন্য শরীর অন্য, মৃত্যুর পর তথাগত থাকে বা মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না; মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে বা মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না?"

১০. "ভো গৌতম, কী হেতু কী প্রত্যয় যে শ্রমণ গৌতম এরূপে (লোক শাশ্বত কি? ইত্যাদি) জিজ্ঞাসিত হয়ে এরূপ উত্তর প্রদান করেন না-লোক শাশ্বত বা লোক অশাশ্বত, লোক অন্তবান বা লোক অনন্তবান, যেই জীব সেই শরীর বা জীব অন্য শরীর অন্য, মৃত্যুর পর তথাগত থাকে বা মৃত্যুর

পর তথাগত থাকে না; মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে বা মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না?”

১১. “বচ্ছ, অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ ‘চক্ষুকে’ ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা এরূপ মনে করে (এরূপ ধারণা পোষণ করে)। ‘শ্রোত্রকে’ ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা বলে মনে করে। ‘ঘ্রাণকে’ ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা বলে মনে করে। ‘জিহ্বাকে’ ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা বলে মনে করে। ‘কায়কে’ ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা বলে মনে করে। ‘মনকে’ ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা বলে মনে করে। সেই কারণে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ এরূপে জিজ্ঞাসিত হয়ে এরূপ উত্তর প্রদান করে—লোক শাশ্বত বা লোক অশাশ্বত, লোক অন্তবান বা লোক অনন্তবান, যেই জীব সেই শরীর বা জীব অন্য শরীর অন্য, মৃত্যুর পর তথাগত থাকে বা মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না; মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে বা মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না।”

১২. “বচ্ছ, তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ ‘চক্ষুকে’ ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা এরূপ মনে করেন না। ‘শ্রোত্রকে’ ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা বলে মনে করেন না। ‘ঘ্রাণকে’ ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা বলে মনে করেন না। ‘জিহ্বাকে’ ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা বলে মনে করেন না। ‘কায়কে’ ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা বলে মনে করেন না। ‘মনকে’ ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা বলে মনে করেন না। সেই কারণে তথাগত এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে এরূপ উত্তর প্রদান করেন না; লোক শাশ্বত বা লোক অশাশ্বত, লোক অন্তবান বা লোক অনন্তবান, যেই জীব সেই শরীর বা জীব অন্য শরীর অন্য, মৃত্যুর পর তথাগত থাকে বা মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না; মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে বা মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না।”

১৩. “আশ্চর্য ভো গৌতম! অদ্ভুত ভো গৌতম! যেখানেই শাস্তা এবং শ্রাবক উভয়ের অর্থের সাথে অর্থের, ব্যঞ্জনের সাথে ব্যঞ্জনের সাদৃশ্য হবে, সম্মিলন হবে, বিরোধ হবে না; তা এই অগ্রপদেই (শ্রেষ্ঠ স্থানেই)। ভো গৌতম, সম্প্রতি আমি শ্রমণ মোগ্গলায়নের নিকট উপস্থিত হয়ে এই বিষয়ের অর্থ জিজ্ঞেস করেছিলাম। মাননীয় গৌতমের মতোই শ্রমণ মৌদ্গল্লায়নও একই পদ-ব্যঞ্জনে সেই বিষয়ে উত্তর প্রদান করেন। আশ্চর্য ভো গৌতম!

অদ্ভুত ভো গৌতম! যেখানে শাস্তা এবং শ্রাবক উভয়ের অর্থের সাথে অর্থের, ব্যঞ্জনের সাথে ব্যঞ্জনের সাদৃশ্য হবে, সম্মিলন হবে, বিরোধ হবে না; তা এই অগ্রপদেই (শ্রেষ্ঠ স্থানেই)।”

সপ্তম সূত্র সমাপ্ত।

৮. বচ্ছগোত্র সূত্র

৪১৭. ১. অতঃপর বচ্ছগোত্র পরিব্রাজক যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে প্রীতি-আলাপ ও কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট বচ্ছগোত্র পরিব্রাজক ভগবানকে বললেন :

২. “ভো গৌতম, লোক (জগত) শাশ্বত?” “বচ্ছ, ইহা আমাকর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—“লোক শাশ্বত’।” “ভো গৌতম, লোক অশাশ্বত?” “বচ্ছ, ইহা আমাকর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—‘লোক অশাশ্বত’। “ভো গৌতম, লোক অন্তবান?” “বচ্ছ, ইহা আমাকর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—‘লোক অন্তবান’।” “ভো গৌতম, লোক অনন্তবান?” “বচ্ছ, ইহা আমাকর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—‘লোক অনন্তবান’।” “ভো গৌতম, যেই জীব সেই শরীর?” “বচ্ছ, ইহা আমাকর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—যেই জীব সেই শরীর।” “ভো গৌতম, জীব অন্য শরীর অন্য?” “বচ্ছ, ইহাও আমাকর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—‘জীব অন্য শরীর অন্য’?” “ভো গৌতম, তথাগত মৃত্যুর পর থাকে?” “বচ্ছ, ইহা আমাকর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—‘তথাগত মৃত্যুর পর থাকে’।” “ভো গৌতম, তথাগত মৃত্যুর পর থাকে না?” “বচ্ছ, ইহাও আমাকর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—তথাগত মৃত্যুর পর থাকে না।” “ভো গৌতম, তথাগত মৃত্যুর পর থাকে, নাও থাকে?” “বচ্ছ, ইহা আমাকর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে।” “ভো গৌতম,তথাগত মৃত্যুর পর থাকেও না, না থাকেও না?” “বচ্ছ, ইহাও আমা কর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—তথাগত মৃত্যুর পর থাকেও না, না থাকেও না।”

৩. “ভো গৌতম, কী হেতু কী প্রত্যয় যে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ এরূপে (লোক শাশ্বত কি? ইত্যাদি) জিজ্ঞাসিত হয়ে এরূপ উত্তর প্রদান করে—‘লোক শাশ্বত বা লোক অশাশ্বত, লোক অন্তবান বা লোক অনন্তবান, যেই জীব সেই শরীর বা জীব অন্য শরীর অন্য, তথাগত মৃত্যুর পর থাকে বা মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না; মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে বা মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না?”

৪. "ভো গৌতম, কী হেতু কী প্রত্যয় যে শ্রমণ গৌতম এরূপে (লোক শাশ্বত কি? ইত্যাদি) জিজ্ঞাসিত হয়ে এরূপ উত্তর প্রদান করেন না-লোক শাশ্বত বা লোক অশাশ্বত, লোক অন্তবান বা লোক অনন্তবান, যেই জীব সেই শরীর বা জীব অন্য শরীর অন্য, মৃত্যুর পর তথাগত থাকে বা মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না; মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে বা মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না?"

৫. "বচ্ছ, অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ রূপকে আত্মদৃষ্টিতে দেখে, আত্মাকে রূপবান দেখে, আত্মায় রূপ দেখে কিংবা রূপে আত্মদর্শন করে। বেদনাকে আত্মদৃষ্টিতে দেখে, আত্মাকে বেদনাবান দেখে, আত্মায় বেদনা দেখে কিংবা বেদনায় আত্মদর্শন করে। সংজ্ঞাকে আত্মদৃষ্টিতে দেখে, আত্মাকে সংজ্ঞাবান দেখে, আত্মায় সংজ্ঞা দেখে কিংবা সংজ্ঞায় আত্মদর্শন করে। সংস্কারকে আত্মদৃষ্টিতে দেখে, আত্মাকে সংস্কারবান দেখে, আত্মায় সংস্কার দেখে কিংবা সংস্কারে আত্মদর্শন করে। বিজ্ঞানকে আত্মদৃষ্টিতে দেখে, আত্মাকে বিজ্ঞানবান দেখে, আত্মায় বিজ্ঞান দেখে কিংবা বিজ্ঞানে আত্মদর্শন করে। সেই কারণে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ এরূপে (লোক শাশ্বত? ইত্যাদি) জিজ্ঞাসিত হয়ে এরূপ উত্তর প্রদান করে—লোক শাশ্বত বা লোক অশাশ্বত, লোক অন্তবান বা লোক অনন্তবান, যেই জীব সেই শরীর বা জীব অন্য শরীর অন্য, মৃত্যুর পর তথাগত থাকে বা মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না; মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে বা মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না।"

৬. "বচ্ছ তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ রূপকে আত্মদৃষ্টিতে দেখেন না, আত্মাকে রূপবান দেখেন না, আত্মায় রূপ দেখেন না কিংবা রূপে আত্মদর্শন করেন না। বেদনাকে আত্মদৃষ্টিতে দেখেন না, আত্মাকে বেদনাবান দেখেন না, আত্মায় বেদনা দেখেন না কিংবা বেদনায় আত্মদর্শন করেন না। সংজ্ঞাকে আত্মদৃষ্টিতে দেখেন না, আত্মাকে সংজ্ঞাবান দেখেন না, আত্মায় সংজ্ঞা দেখেন না কিংবা সংজ্ঞায় আত্মদর্শন করেন না। সংস্কারকে আত্মদৃষ্টিতে দেখেন না, আত্মাকে সংস্কারবান দেখেন না, আত্মায় সংস্কার দেখেন না, কিংবা সংস্কারে আত্মদর্শন করেন না। বিজ্ঞানকে আত্মদৃষ্টিতে দেখেন না, আত্মাকে বিজ্ঞানবান দেখেন না, আত্মায় বিজ্ঞান দেখেন না কিংবা বিজ্ঞানে আত্মদর্শন করেন না। সেই কারণে তথাগত এরূপে (লোক শাশ্বত? ইত্যাদি) জিজ্ঞাসিত হয়ে এরূপ উত্তর প্রদান করেন না-লোক শাশ্বত বা লোক অশাশ্বত, লোক অন্তবান বা লোক অনন্তবান, যেই জীব সেই শরীর

বা জীব অন্য শরীর অন্য, মৃত্যুর পর তথাগত থাকে বা মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না, মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে; বা মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না।"

৭. অতঃপর বচ্ছগোত্র পরিব্রাজক আসন হতে উঠে যেখানে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নের সাথে প্রীতি-আলাপ ও কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট বচ্ছগোত্র পরিব্রাজক আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নকে বললেন :

৮. "ভো মৌদ্গাল্লায়ন, লোক শাশ্বত (নিত্য) কি?" "বচ্ছ, 'লোক শাশ্বত' ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত।" "ভো মৌদ্গাল্লায়ন, লোক অশাশ্বত কি?" "বচ্ছ, ইহাও ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—লোক অশাশ্বত।" "ভো মৌদ্গাল্লায়ন, লোক অন্তবান কি?" "বচ্ছ, ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—'লোক অন্তবান।'" "ভো মৌদ্গাল্লায়ন, "লোক অনন্তবান কি?" "বচ্ছ, ইহাও ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—'লোক অনন্তবান।'" "ভো মৌদ্গাল্লায়ন, সেই জীব সেই শরীর?" "বচ্ছ, ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—'যেই জীব সেই শরীর'।" "ভো মৌদ্গাল্লায়ন, জীব অন্য শরীর অন্য?" "বচ্ছ, ইহাও ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—'জীব অন্য শরীর অন্য'।" "ভো মৌদ্গাল্লায়ন, মৃত্যুর পর তথাগত থাকে?" "বচ্ছ, ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে'।" "ভো মৌদ্গাল্লায়ন, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকে না?" "বচ্ছ, ইহাও ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না'।" "ভো মৌদ্গাল্লায়ন, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকে, নাও থাকে?" "বচ্ছ, ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে'।" "ভো মৌদ্গাল্লায়ন, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকেও না, না থাকেও না?" "বচ্ছ, ইহাও ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না'।"

৯. "ভো মৌদ্গাল্লায়ন, কী হেতু কী প্রত্যয় যে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ এরূপে (লোক শাশ্বত কি? ইত্যাদি) জিজ্ঞাসিত হয়ে এরূপ উত্তর প্রদান করে—'লোক শাশ্বত বা লোক অশাশ্বত, লোক অন্তবান বা লোক অনন্তবান, যেই জীব সেই শরীর বা জীব অন্য শরীর অন্য, মৃত্যুর পর তথাগত থাকে বা মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না; মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে বা মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না?"

১০. "ভো মৌদ্গাল্লায়ন, কী হেতু কী প্রত্যয় যে শ্রমণ গৌতম এরূপে

(লোক শাশ্বত কি? ইত্যাদি) জিজ্ঞাসিত হয়ে এরূপ উত্তর প্রদান করেন না- লোক শাশ্বত বা লোক অশাশ্বত, লোক অন্তবান বা লোক অনন্তবান, যেই জীব সেই শরীর বা জীব অন্য শরীর অন্য, মৃত্যুর পর তথাগত থাকে বা মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না; মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে বা মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না?"

১১. "বচ্ছ, অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ রূপকে আত্মদৃষ্টিতে দেখে, আত্মাকে রূপবান দেখে, আত্মায় রূপ দেখে কিংবা রূপে আত্মদর্শন করে। বেদনাকে আত্মদৃষ্টিতে দেখে, আত্মাকে বেদনাবান দেখে, আত্মায় বেদনা দেখে কিংবা বেদনায় আত্মদর্শন করে। সংজ্ঞাকে আত্মদৃষ্টিতে দেখে, আত্মাকে সংজ্ঞাবান দেখে, আত্মায় সংজ্ঞা দেখে কিংবা সংজ্ঞায় আত্মদর্শন করে। সংস্কারকে আত্মদৃষ্টিতে দেখে, আত্মাকে সংস্কারবান দেখে, আত্মায় সংস্কার দেখে কিংবা সংস্কারে আত্মদর্শন করে। বিজ্ঞানকে আত্মদৃষ্টিতে দেখে, আত্মাকে বিজ্ঞানবান দেখে, আত্মায় বিজ্ঞান দেখে কিংবা বিজ্ঞানে আত্মদর্শন করে। সেই কারণে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ এরূপে (লোক শাশ্বত? ইত্যাদি) জিজ্ঞাসিত হয়ে এরূপ উত্তর প্রদান করে—লোক শাশ্বত বা লোক অশাশ্বত, লোক অন্তবান বা লোক অনন্তবান, যেই জীব সেই শরীর বা জীব অন্য শরীর অন্য, মৃত্যুর পর তথাগত থাকে বা মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না; মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে; বা মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না।"

১২. "বচ্ছ, তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ রূপকে আত্মদৃষ্টিতে দেখেন না, আত্মাকে রূপবান দেখেন না, আত্মায় রূপ দেখেন না কিংবা রূপে আত্মদর্শন করেন না। বেদনাকে আত্মদৃষ্টিতে দেখেন না, আত্মাকে বেদনাবান দেখেন না, আত্মায় বেদনা দেখেন না কিংবা বেদনায় আত্মদর্শন করেন না। সংজ্ঞাকে আত্মদৃষ্টিতে দেখেন না, আত্মাকে সংজ্ঞাবান দেখেন না, আত্মায় সংজ্ঞা দেখেন না কিংবা সংজ্ঞায় আত্মদর্শন করেন না। সংস্কারকে আত্মদৃষ্টিতে দেখেন না, আত্মাকে সংস্কারবান দেখেন না, আত্মায় সংস্কার দেখেন না কিংবা সংস্কারে আত্মদর্শন করেন না। বিজ্ঞানকে আত্মদৃষ্টিতে দেখেন না, আত্মাকে বিজ্ঞানবান দেখেন না, আত্মায় বিজ্ঞান দেখেন না কিংবা বিজ্ঞানে আত্মদর্শন করেন না। সেই কারণে তথাগত এরূপে (লোক শাশ্বত? ইত্যাদি) জিজ্ঞাসিত হয়ে এরূপ উত্তর প্রদান করেন না-লোক শাশ্বত বা লোক অশাশ্বত লোক অন্তবান বা লোক অনন্তবান, যেই জীব সেই শরীর বা জীব অন্য শরীর অন্য, মৃত্যুর পর তথাগত থাকে বা মৃত্যুর পর তথাগত

থাকে না; মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে; বা মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না।"

১৩. "আশ্চর্য ভো মৌদ্গাল্লায়ন! অদ্ভুত ভো মৌদ্গাল্লায়ন! যেখানেই শাস্তা এবং শ্রাবক উভয়ের অর্থের সাথে অর্থের, ব্যঞ্জনের সাথে ব্যঞ্জনের সাদৃশ্য হবে, সম্মিলন হবে, বিরোধ হবে না, তা এই অগ্রপদেই (শ্রেষ্ঠ স্থানে)।" "ভো মৌদ্গাল্লায়ন, সম্প্রতি আমি শ্রমণ গৌতমের নিকট উপস্থিত হয়ে এই বিষয়ের অর্থ জিজ্ঞেস করেছিলাম। মাননীয় মোগ্গলায়নের মতই শ্রমণ গৌতমও একই পদ-ব্যঞ্জনে সেই বিষয়ে উত্তর প্রদান করেন। আশ্চর্য ভো মৌদ্গাল্লায়ন! অদ্ভুত ভো মৌদ্গাল্লায়ন! যেখানেই শাস্তা এবং শ্রাবক উভয়ের অর্থের সাথে অর্থের, ব্যঞ্জনের সাথে ব্যঞ্জনের সাদৃশ্য হবে, সম্মিলন হবে, বিরোধ হবে না, তা এই অগ্রপদেই (শ্রেষ্ঠ স্থানেই)।

অষ্টম সূত্র সমাপ্ত।

৯. কুতূহলশালা সূত্র

৪১৮. ১. অতঃপর বচ্ছগোত্র পরিব্রাজক যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে প্রীতি-আলাপ ও কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট বচ্ছগোত্র পরিব্রাজক ভগবানকে বললেন, "ভো গৌতম, পূর্ব পূর্বতর দিনে কুতূহলশালায়[১] উপবিষ্ট ও সম্মিলিত নানা তীর্থিক (সম্প্রদায়ের) শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই কথা প্রসঙ্গ উৎপন্ন হয়—

২. এই যে পূরণকাশ্যপ সংঘনায়ক[২], গণনায়ক[৩], গণাচার্য[৪], জ্ঞাত[৫], যশস্বী[৬], তীর্থঙ্কর এবং বহুজনের দ্বারা সাধু বলে স্বীকৃত, তিনিও মৃত কালকৃত (কালগত) শিষ্যের পুনর্জন্ম সম্পর্কে এরূপ বলে থাকেন—'সে অমুক স্থানে উৎপন্ন, সে অমুক স্থানে উৎপন্ন।' যে শিষ্য (শ্রাবক) উত্তম পুরুষ,

---

[১]। সেই নামে কোনো স্বতন্ত্র শালা ছিল না। সাধারণ ধর্মশালায় নানামতের সাধুগণের বাদ-বিবাদে কুতূহল উৎপন্ন হওয়ায় এই নাম হয় (প-সূ)।

[২]। পালি **'সংঘী'**—যিনি সংঘের অধিনায়ক। সংঘ অর্থে প্রব্রজিতগণের দল বা সমষ্টি বিশেষ (প-সূ)।

[৩]। পালি **'গণী'**। গণ এবং সংঘ প্রায় একাত্মবাচক, গণী অর্থে গণের অধিনায়ক (প-সূ)।

[৪]। গণাচার্য অর্থে যিনি প্রব্রজিত সম্প্রদায়বিশেষের পক্ষে আচার্য বা গুরু (প-সূ)।

[৫]। জ্ঞাত অর্থে খ্যাত, পরিচিত (প-সূ)।

[৬]। "তিনি অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, অল্পেচ্ছার কারণে বস্ত্রও পরিধান করেন না" ইত্যাদি রূপে যার যশ প্রচারিত, তিনি যশস্বী (প-সূ)।

পরমপুরুষ, পরম-অবস্থা-প্রাপ্ত সেই মৃত কালকৃত শিষ্যের পুনর্জন্ম সম্পর্কেও এরূপ বলে থাকেন—'সে অমুক স্থানে উৎপন্ন, সে অমুক স্থানে উৎপন্ন'।

৩. এই যে মক্‌খলি গোশাল সংঘনায়ক, গণনায়ক, গণাচার্য, জ্ঞাত, যশস্বী, তীর্থঙ্কর এবং বহুজনের দ্বারা সাধু বলে স্বীকৃত, তিনিও মৃত, কালগত শিষ্যের পুনর্জন্ম সম্পর্কে এরূপ বলে থাকেন—'সে অমুক স্থানে উৎপন্ন, সে অমুক স্থানে উৎপন্ন।' যে শিষ্য উত্তমপুরুষ, পরমপুরুষ, পরম অবস্থা-প্রাপ্ত সেই মৃত কালগত শিষ্যের পুনর্জন্ম সম্পর্কেও এরূপ বলে থাকেন—'সে অমুক স্থানে উৎপন্ন, সে অমুক স্থানে উৎপন্ন।'

৪. এই যে নিগণ্ঠ নাতপুত্র সংঘনায়ক, গণনায়ক, গণাচার্য, জ্ঞাত, যশস্বী, তীর্থঙ্কর এবং বহুজনের দ্বারা সাধু বলে স্বীকৃত, তিনিও মৃত, কালগত শিষ্যের পুনর্জন্ম সম্পর্কে এরূপ বলে থাকেন—'সে অমুক স্থানে উৎপন্ন, সে অমুক স্থানে উৎপন্ন।' যে শিষ্য উত্তমপুরুষ, পরমপুরুষ, পরম-অবস্থা-প্রাপ্ত সেই মৃত কালগত শিষ্যের পুনর্জন্ম সম্পর্কেও এরূপ বলে থাকেন—'সে অমুক স্থানে উৎপন্ন, সে অমুক স্থানে উৎপন্ন।'

৫. এই যে সঞ্জয় বেলট্‌ঠপুত্র সংঘনায়ক, গণনায়ক, গণাচার্য, জ্ঞাত, যশস্বী, তীর্থঙ্কর এবং বহুজনের দ্বারা সাধু বলে স্বীকৃত, তিনিও মৃত, কালগত শিষ্যের পুনর্জন্ম সম্পর্কে এরূপ বলে থাকেন—'সে অমুক স্থানে উৎপন্ন, সে অমুক স্থানে উৎপন্ন।' যে শিষ্য উত্তমপুরুষ, পরমপুরুষ, পরম-অবস্থা-প্রাপ্ত সেই মৃত কালগত শিষ্যের পুনর্জন্ম সম্পর্কেও এরূপ বলে থাকেন—'সে অমুক স্থানে উৎপন্ন, সে অমুক স্থানে উৎপন্ন।'

৬. এই যে পকুধ কাত্যায়ন সংঘনায়ক, গণনায়ক, গণাচার্য, জ্ঞাত, যশস্বী, তীর্থঙ্কর এবং বহুজনের দ্বারা সাধু বলে স্বীকৃত, তিনিও মৃত, কালগত শিষ্যের পুনর্জন্ম সম্পর্কে এরূপ বলে থাকেন—'সে অমুক স্থানে উৎপন্ন, সে অমুক স্থানে উৎপন্ন।' যে শিষ্য উত্তমপুরুষ, পরমপুরুষ, পরম-অবস্থা-প্রাপ্ত সেই মৃত কালগত শিষ্যের পুনর্জন্ম সম্পর্কেও এরূপ বলে থাকেন—'সে অমুক স্থানে উৎপন্ন, সে অমুক স্থানে উৎপন্ন।'

৭. এই যে অজিত কেশকম্বল সংঘনায়ক, গণনায়ক, গণাচার্য, জ্ঞাত, যশস্বী, তীর্থঙ্কর এবং বহুজনের দ্বারা সাধু বলে স্বীকৃত, তিনিও মৃত, কালগত শিষ্যের পুনর্জন্ম সম্পর্কে এরূপ বলে থাকেন—'সে অমুক স্থানে উৎপন্ন, সে অমুক স্থানে উৎপন্ন।' যে শিষ্য উত্তমপুরুষ, পরমপুরুষ, পরম-অবস্থা-প্রাপ্ত সেই মৃত কালগত শিষ্যের পুনর্জন্ম সম্পর্কেও এরূপ বলে থাকেন—'সে অমুক স্থানে উৎপন্ন, সে অমুক স্থানে উৎপন্ন।'

৮. এই যে শ্রমণ গৌতম সংঘনায়ক, গণনায়ক, গণাচার্য, জ্ঞাত, যশস্বী, তীর্থঙ্কর এবং বহুজনের দ্বারা সাধু বলে স্বীকৃত, তিনিও মৃত, কালগত শ্রাবকের (শিষ্যের) পুনর্জন্ম সম্পর্কে এরূপ বলে থাকেন—'সে অমুক স্থানে উৎপন্ন, সে অমুক স্থানে উৎপন্ন'। যে শিষ্য (শ্রাবক) উত্তমপুরুষ, পরম পুরুষ, পরম-অবস্থা-প্রাপ্ত সেই মৃত কালগত শ্রাবকের পুনর্জন্ম সম্পর্কে এরূপ বলেন না—'সে অমুক স্থানে উৎপন্ন, সে অমুক স্থানে উৎপন্ন।' অথচ তিনি তাঁর সম্পর্কে এরূপ বলেন—'তিনি তৃষ্ণা ছেদন করেছেন, সংযোজন ধ্বংস করেছেন, সম্পূর্ণরূপে অভিমানের মূল অভিজ্ঞাত হয়ে সর্বদুঃখের অন্তঃসাধন করেছেন।'

৯. "ভো গৌতম, কিরূপে শ্রমণ গৌতমের ধর্ম অভিজ্ঞাত হয়—এ বিষয়ে আমার সংশয় হয়, সন্দেহ হয়।" "বচ্ছ, নিশ্চয়ই তোমার সংশয় হবে, সন্দেহ হবে। সংশয়ের কারণ আছে বলেই তোমার সন্দেহ উৎপন্ন হয়েছে। বচ্ছ, আমি স-উপাদানের উৎপত্তি প্রজ্ঞাপন করি, উপাদানহীনের উৎপত্তি প্রজ্ঞাপন করি না। যেমন বচ্ছ, অগ্নি (তৃণকাষ্ঠাদি) উপাদান-হেতু জ্বলে, উপাদানবিহীন হলে জ্বলে না; তদ্রূপভাবে বচ্ছ, আমি স-উপাদানের উৎপত্তি প্রজ্ঞাপন করি, উপাদানহীনের উৎপত্তি প্রজ্ঞাপন করি না।"

১০. "ভো গৌতম, যে সময় বায়ুর দ্বারা নিক্ষিপ্ত অগ্নিশিখা দূরে চলে যায় সেক্ষেত্রে মাননীয় গৌতম কাকে উপাদান হিসেবে প্রজ্ঞাপন করেন? বচ্ছ, যে সময় বায়ুর দ্বারা নিক্ষিপ্ত অগ্নিশিখা দূরে চলে যায়, সেক্ষেত্রে আমি বায়ু-উপাদান প্রজ্ঞাপন করি। বচ্ছ, বায়ুই সে সময়ে তার উপাদান হয়। "ভো গৌতম, যেই সময় সত্ত্ব এই দেহ নিক্ষেপ করে অন্যদেহ প্রাপ্ত হয়; সেক্ষেত্রে মাননীয় গৌতম কাকে উপাদান হিসেবে প্রজ্ঞাপন করেন?" "বচ্ছ, যেই সময় সত্ত্ব এই দেহ নিক্ষেপ করে অন্যদেহ প্রাপ্ত হয়, সেক্ষেত্রে আমি তৃষ্ণা-উপাদানের কথাই বলি। বচ্ছ, তৃষ্ণাই সেই সময় তার (সেই সত্ত্বের) উপাদান হয়।"

নবম সূত্র সমাপ্ত।

১০ আনন্দ সূত্র

৪১৯. ১. অতঃপর বচ্ছগোত্র পরিব্রাজক যেখানে ভগবান ছিলেন সেখান উপস্থিত হয়ে ভগবানের সহিত প্রীতি-আলাপ ও কুশল-প্রশ্নাদি বিনিময় করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট বচ্ছগোত্র পরিব্রাজক ভগবানকে বললেন :

২. "ভো গৌতম, আত্মা আছে কি?" এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে ভগবান নীরবতা অবলম্বন করলেন। 'ভো গৌতম, আত্মা নাই কি?' দ্বিতীয়বারও ভগবান নীরব রইলেন। অতঃপর বচ্ছগোত্র পরিব্রাজক আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন।

৩. বচ্ছগোত্র পরিব্রাজক চলে যাবার পরক্ষণেই আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, ভগবান কেন বচ্ছগোত্র পরিব্রাজকের প্রশ্নের কোনো উত্তর প্রদান করলেন না?" "হে আনন্দ, যদি আমি বচ্ছগোত্র পরিব্রাজক কর্তৃক আত্মা আছে কি? জিজ্ঞাসিত হয়ে 'আত্মা আছে' বলে উত্তর প্রদান করতাম, তাহলে শাশ্বতবাদী যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছে তাদেরকে অনুসরণ করা হতো।" "হে আনন্দ, যদি আমি বচ্ছ গোত্র পরিব্রাজক কর্তৃক 'আত্মা নাই কি?' 'জিজ্ঞাসিত হয়ে' আত্মা নাই বলে উত্তর প্রদান করতাম, তাহলে উচ্ছেদবাদী যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছে তাদেরকে অনুসরণ করা হতো।" "হে আনন্দ, যদি আমি বচ্ছগোত্র পরিব্রাজক কর্তৃক 'আত্মা আছে কি?' জিজ্ঞাসিত হয়ে 'আত্মা আছে' বলে উত্তর প্রদান করতাম, তাহলে কি তা 'সমস্ত ধর্ম অনাত্ম' এই জ্ঞান উৎপত্তির পক্ষে যথোপযুক্ত হতো?" "নিশ্চয়ই নয় ভন্তে।" "হে আনন্দ, যদি আমি বচ্ছগোত্র পরিব্রাজক কর্তৃক 'আত্মা নাই কি?' জিজ্ঞাসিত হয়ে 'আত্মা নাই' বলে উত্তর প্রদান করতাম, তাহলে সম্মোহিত বচ্ছগোত্র পরিব্রাজকের অধিক সম্মোহ উৎপন্ন হতো যে—"অহো! পূর্বে নিশ্চয় আমার আত্মা ছিল বর্তমানে তাও নেই।"

দশম সূত্র সমাপ্ত।

১১. সভিয়কচ্চান সূত্র

৪২০. ১. এক সময় আয়ুষ্মান সভিয়কচ্চান নাদিকে এক ইষ্টক নির্মিত গৃহে অবস্থান করেছিলেন। তখন বচ্ছগোত্র পরিব্রাজক যেখানে আয়ুষ্মান সভিয়কচ্চান ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান সভিয়কচ্চানের সাথে প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময় করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট বচ্ছগোত্র পরিব্রাজক আয়ুষ্মান সভিয়কচ্চানকে বললেন, "ভো কচ্চান, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকে?" বচ্ছ, ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত যে 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে'। "ভো কচ্চান, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকে না?" "বচ্ছ, ইহাও ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না।' "ভো কচ্চান, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকে, নাও থাকে?" "বচ্ছ, ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত যে 'মৃত্যুর পর তথাগত

থাকে, নাও থাকে?" "ভো কচ্চান, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকেও না, না থাকেও না?" "বচ্ছ, ইহাও ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না।"

২. "ভো কচ্চান, মৃত্যুর পর তথাগত থাকে কি? এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি বলেছেন, বচ্ছ, ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত যে 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে'। ভো কচ্চান, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকে না? এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি বলেছেন, বচ্ছ, ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না।" ভো কচ্চান, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকে, নাও থাকে? এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি বলেছেন, বচ্ছ, ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যত যে—'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে, নাও থাকে।' ভো কচ্চান, মৃত্যুর পর কি তথাগত থাকেও না, না থাকেও না? এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি বলেছেন-বচ্ছ, ইহাও ভগবান কর্তৃক অব্যাখ্যাত যে—'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না, না থাকেও না।"

৩. "ভো কচ্চান, কী হেতু কী প্রত্যয় যে, শ্রমণ গৌতম কর্তৃক তা অব্যাখ্যাত?"

"বচ্ছ, রূপী বা অরূপী বা সংজ্ঞী বা অসংজ্ঞী বা নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী হিসেবে প্রজ্ঞাপনের যেই হেতু, যেই প্রত্যয়, সর্বাংশে, সর্বরূপে, সর্বতোভাবে অপরিশেষে সেই হেতু, সেই প্রত্যয় নিরুদ্ধ হলে রূপী বা অরূপী বা সংজ্ঞী বা অসংজ্ঞী বা নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী হিসেবে প্রজ্ঞাপন করার সময় আপনি কী প্রকারে প্রজ্ঞাপন করবেন?"

"ভো কচ্চান, কতদিন হলো আপনি প্রব্রজিত হয়েছেন?"

"বেশিদিন নয় বন্ধু, মাত্র তিন বৎসর।"

"বন্ধু, এত অল্প সময়ে যার এত জ্ঞান! এভাবে দীর্ঘদিন অতিবাহিত (অতিক্রান্ত) হলে আর কথাই বা কী!"

একাদশতম সূত্র সমাপ্ত।

অব্যাকৃত সংযুক্ত সমাপ্ত।

স্মারক গাথা :

ক্ষেমাথেরী, অনুরাধ, সারিপুত্র আর কোষ্ঠিত;
মৌদ্গাল্লায়ন, বচ্ছ, কুতূহলশালা, আনন্দ, একাদশে সভিয়।

স্মারক গাথা :

ষড়ায়তন, বেদনা, মাতৃজাতি, জম্বুখাদক আর সামন্ডক হলো যুক্ত;
মৌদ্গাল্লায়ন, চিত্ত, গ্রামপতি, অসঙ্খত ও অব্যাকৃত মিলে দশ সংযুক্ত।

সূত্রপিটকে সংযুক্তনিকায় (চতুর্থ খণ্ড) সমাপ্ত।

সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা,
ইদং মে পুঞ্‌ঞং পঞ্‌ঞালাভায সংবত্ততু।
নিব্বানস্‌স পচ্চযো হোতূ'তি।

*　　*　　*

সূত্রপিটকে

সংযুক্তনিকায়

(পঞ্চম খণ্ড)

বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু,
ও প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু
কর্তৃক অনূদিত

প্রথম প্রকাশকাল :
৮ জানুয়ারি ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ; ২৫৫৪ বুদ্ধাব্দ

প্রথম প্রকাশক :
সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাবৃন্দ

সূচিপত্র

সূত্রপিটকে সংযুক্তনিকায় (পঞ্চম খণ্ড)

[মহাবর্গ]

গ্রন্থকারের উৎসর্গ

আমাদের পরমারাধ্য পারমার্থিক গুরু, উপাধ্যায়, সর্বজন পূজ্য মহান
আর্যপুরুষ, শ্রাবকবুদ্ধ পরম শ্রদ্ধেয় সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) ও
শিক্ষাগুরু, বহুগ্রন্থ প্রণেতা
পণ্ডিত প্রবর শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির মহোদয় এবং শিক্ষাগুরু
ভদন্ত জ্ঞানপ্রিয় স্থবির মহোদয়ের শ্রীকরকমলে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার্ঘ্য
এবং কৃতজ্ঞতা পূজাস্বরূপ এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করছি।
এহেন পূণ্যবিমণ্ডিত কুশলকর্মের প্রভাবে সমস্ত
জীব-জগৎ শান্তি সলিলে অবগাহন করে
মোদিত হোক, আমাদের সকলের
নির্বাণ সন্দর্শন হোক, জগতের
সকল প্রাণী সুখী হোক।

প্রণত

অনুবাদকবৃন্দ

আশীষ বাণী

লোভ-দ্বেষ মোহরূপ মানবমনের যাবতীয় কালিমা অপসৃত করে জীবনের পূর্ণতা সাধনের লক্ষ্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সদ্ধর্ম অনুশীলন। লোভ-দ্বেষ-মোহ থাকলে প্রকৃত সত্য অধিগত করা যায় না। তাই চারি আর্যসত্য উপলব্ধির জন্য সদ্ধর্ম অনুশীলনের পাশাপাশি ধর্মীয় গ্রন্থাদি পঠন-পাঠন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে আমার শিষ্যত্রয় বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষুর সম্মিলিত প্রয়াসে বাংলা ভাষায় পূর্ণাঙ্গ অনূদিত হলো সংযুক্তনিকায়ের সর্বশেষ বর্গ 'মহাবর্গ'। জীবন-দুঃখের চির অবসানের নিমিত্ত বহুবিধ উপদেশ সংবলিত প্রতিপাদ্য গ্রন্থটি আশা করি শ্রদ্ধাবান ভিক্ষু-শ্রামণ, উপাসক-উপাসিকাদের ধর্মবোধ জাগ্রতকরণে সহায়ক হবে।

বুদ্ধবচনঋদ্ধ ত্রিপিটক সম্পূর্ণ বাংলায় অনুবাদ, প্রকাশনা ও প্রচারের জন্য বিশাল প্রকাশনা ফান্ড এবং তার যথাযথ ব্যবহার প্রয়োজন। সমগ্র ত্রিপিটক, অথ্থকথা, টীকা-অনুটীকা সমেত বহু ধর্মগ্রন্থই বাংলায় অননূদিত থেকে গেছে এখন পর্যন্ত। সদ্ধর্ম আচরণের পূর্বশর্ত ধর্মগ্রন্থাদির পঠন। কেননা ধর্ম বোধনের ক্ষেত্রে ত্রিপিটক চর্চা অপরিসীম। এরই প্রেক্ষিতে আমার জনাকয়েক শিষ্যবৃন্দ আমার নির্দেশনায় ত্রিপিটকের বঙ্গানুবাদ কর্ম শুরু করেছে এবং ইতোমধ্যে প্রকাশনাও হয়েছে। প্রতিপাদ্য গ্রন্থটিও একই ধারাবাহিকতার ফসল। আশা করব, এরূপ পুণ্যময় সদ্ধর্ম প্রচারমূলক ধর্মগ্রন্থাদি অনুবাদে অনাগতে আগ্রহীরা অগ্রসর হবেন। জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।

সাধনানন্দ মহাস্থবির

রাজবন বিহার রাঙ্গামাটি।

আশীষ বাণী

বৌদ্ধশাস্ত্র ত্রিপিটকের অন্যতম পিটক সূত্রপিটকের অন্তর্গত তৃতীয় নিকায় হচ্ছে সংযুক্তনিকায়। এটি পাঁচটি বর্গে বিভক্ত; যথা : সগাথক বর্গ, নিদান বর্গ, স্কন্ধবর্গ, ষড়ায়তন বর্গ ও মহাবর্গ। এই গ্রন্থ নৈতিক মনস্তত্ত্ব, দর্শন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কীয় সূত্রের সমবায়ে রচিত। শীল, আচার-অনুষ্ঠান, আদর্শ জীবন-যাপন ও চরিত্র-গঠনের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। সংযুক্তনিকায়ভুক্ত সূত্রাদি গদ্য ও পদ্যে রচিত। এদের কাব্যিক মূল্য অনন্যসাধারণ।

বুদ্ধের উপদেশ পাঠে দেখা যায়, একটিমাত্র ভাষণ শ্রবণ করে শ্রোতাদের মধ্যে অনেকে ধর্মজ্ঞান লাভ করেছেন, অনেকে জীবনুন্মুক্ত করেছেন আর অনেকের জীবন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়েছে। গত ২৫৫৪ বুদ্ধবর্ষব্যাপী বিশ্বের কত মানুষ এর দ্বারা আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। এর সর্বজনীন উপদেশাবলি আজও মানুষের হৃদয় পরিতৃপ্ত করবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

সংযুক্তনিকায়ের এই অংশে বৌদ্ধধর্মের মূলনীতিসমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা দৃষ্ট হয়। মহাবর্গ সংযুক্তে বারোটি সংযুক্ত রয়েছে। যথা—১. মার্গ সংযুক্ত—এতে সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। ২. বোজ্ঝাঙ্গ সংযুক্ত—এতে স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ এবং উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ৩. স্মৃত্যুপ্রস্থান সংযুক্ত—এতে কায়ানুদর্শন, বেদনানুদর্শন, চিত্তানুদর্শন ও ধর্মানুদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে। ৪. ইন্দ্রিয় সংযুক্ত—এতে শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় এবং প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে ব্যাখ্যা রয়েছে। ৫. সম্যক প্রধান সংযুক্ত—উৎপন্ন পাপসমূহের বিনাশ করার প্রচেষ্টা, অনুৎপন্ন পাপের অনুৎপাদন প্রচেষ্টা, উৎপন্ন কুশলকর্মের পরিবর্ধনের প্রচেষ্টা এবং অনুৎপন্ন কুশলকর্ম উৎপাদনের প্রচেষ্টা। ৬. বল সংযুক্ত—শ্রদ্ধাবল, বীর্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল ও প্রজ্ঞাবল সম্বন্ধে ব্যাখ্যা রয়েছে। ৭. ঋদ্ধিপাদ সংযুক্ত—ছন্দঋদ্ধি, বীর্যঋদ্ধি, চিত্তঋদ্ধি এবং মীমাংসাঋদ্ধির কথা রয়েছে। ৮. অনুরুদ্ধ সংযুক্ত—অনুরুদ্ধ স্থবিরের আধ্যাত্মিক উন্নতির বিষয় বর্ণিত হয়েছে। রূপ,

বেদনা, চিত্ত, চৈতসিক সাধনায় স্থবির অনুরুদ্ধের সমকক্ষ কেহ ছিলেন না—এইরূপ ব্যাখ্যা রয়েছে। ৯. ধ্যান সংযুক্ত—এতে ধ্যান-সাধনার ভিতর দিয়ে চিত্ত সাধারণ পর্যায় অতিক্রম করে নিষ্কাম-নির্মল ধ্যানচিত্তে রূপান্তরিত হয়—এরূপ ব্যাখ্যা আছে। ১০. আনাপাণ সংযুক্ত—'আন' হচ্ছে নাসিকা দ্বারা গৃহীত বায়ু এবং 'অপাণ' হচ্ছে নিঃশ্বাস বায়ু। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে মন নিবদ্ধ করে ধ্যান করার পদ্ধতির ব্যাখ্যা রয়েছে। ১১. স্রোতাপত্তি সংযুক্ত—এতে বলা হয়েছে যে, আর্যশ্রাবকেরা বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাশীল হন। তাঁর জীবনের বিনিময়ে হলেও কখনও ত্রিরত্নের শরণ ত্যাগ করেন না। এরূপ ব্যাখ্যা রয়েছে। ১২. সত্য সংযুক্ত—এতে দুঃখসত্য, সমুদয়সত্য, নিরোধসত্য ও মার্গসত্য বিষয়ে ব্যাখ্যা রয়েছে।

তথাগত বুদ্ধের ধর্মের মূল তত্ত্বগুলো উপদেশ সমষ্টিই হলো মহাবর্গ। শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার অনুশীলনের মাধ্যমে দুঃখমুক্তির পথনির্দেশনা রয়েছে এই মহাবর্গে।

গ্রন্থ অনুবাদ করা কত যে কষ্টসাধ্য ও সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার তা যাঁরা এরূপ গ্রন্থাদি অনুবাদ করেছেন, একমাত্র তাঁরাই বুঝতে পারবেন। এই গ্রন্থটি প্রণয়নের মাধ্যমে বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু যে পাণ্ডিত্য দেখিয়েছে এবং পরিশ্রম স্বীকার করেছে, তার জন্য তারা সত্যিই সাধুবাদের যোগ্য। সাধারণ পাঠকেরা এই গ্রন্থটি পাঠে বিশেষ উপকৃত হবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বৌদ্ধদের মতে যাঁরা ধর্মীয় গ্রন্থ প্রচার করে তাঁদের পুণ্যের শেষ নেই, সেজন্য অনুবাদক ত্রয় এই মহামূল্যবান গ্রন্থটি যৌথভাবে অনুবাদ করে বহু পুণ্য অর্জন করেছে।

পরিশেষে আমি আশা করি, সংযুক্তনিকায়ের এই 'মহাবর্গ' গ্রন্থটি সকলের নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত হবে।

"সকল প্রাণী সুখী হোক!"

জ্ঞান প্রিয় ভিক্ষু
রাজবন বিহার রাঙ্গামাটি
তাং—২৮-১০-২০১০ ইং

নিবেদন

বৌদ্ধ সাহিত্য ও পবিত্র ত্রিপিটকের ভাষার নাম 'পালি'। পবিত্র ত্রিপিটক শিক্ষা, অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য এই পবিত্র পালি ভাষা শিক্ষা বৌদ্ধদের ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়টি মর্মে উপলব্ধি করে পূজ্য বনভন্তে ভিক্ষুদের আদর্শপূর্ণ ভিক্ষুত্বজীবন ও উপাসক-উপাসিকাদের আদর্শপূর্ণ আর্যজীবন গঠনে পালি ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা একসময় তাঁর ধর্মদেশনায় প্রায়ই গুরুত্বারোপ করতেন। তিনি বলতেন, ভারত-বাংলার এই উপমহাদেশে তথা সারা বিশ্বে বৌদ্ধধর্ম পুনর্জাগরণ করতে হলে প্রত্যেক বৌদ্ধের প্রথমে পালি ভাষাটা আয়ত্ব করে ত্রিপিটকশাস্ত্র শিক্ষা ও অধ্যয়ন করে তদনুরূপ আচরণ করা অতীব প্রয়োজন। কারণ একমাত্র পালি ভাষাতেই সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ বুদ্ধবচন লিপিবদ্ধ আছে। প্রতিদিন এমন উৎসাহব্যব্যঞ্জক দেশনা শ্রবণ করেই মূলত আমাদের পালি ভাষা শিক্ষার সদিচ্ছা জন্মায়।

পূজ্য বনভন্তে পালি ও ত্রিপিটক শাস্ত্র শিক্ষার জন্য একটি পালি কলেজ প্রয়োজনের কথা বলতেন। তাঁন এমন মহৎ উদ্দেশ্যমূলক ধর্মদেশনা প্রতিটি ভক্তবৃন্দের মনকে নাড়া দেয়। তারা বিভিন্নভাবে প্রচেষ্টা চালান পালি কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য। অল্প কিছু বছরে তারা সফল হন এবং পূজ্য বনভন্তের স্বপ্নপূরণের লক্ষে রাজবন বিহারে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে পালি কলেজ। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের রাজবন বিহারে অদ্যাবধি এরূপ ধর্মীয় উচ্চশিক্ষার প্রচলন নেই। কিন্তু না থাকলেও সেই শিক্ষার কিছুটা হলেও অভাব পূরণের লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন শ্রদ্ধেয় জ্ঞানপ্রিয় ভন্তে। শ্রামণ ও উপাসক-উপাসিকাদের ত্রিপিটকের তথা বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন ধরণের মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষাদানের পাশাপাশি শ্রামণদের পালি ভাষা শিক্ষাটাও শুরু করে দিয়েছিলেন ২০০৪ সালে। যদ্দরুন তৎকালীন শ্রামণদের পালি ভাষা শিক্ষার সুপ্ত সদিচ্ছা জাগ্রত হয়েছিল, জাগ্রত সদচ্ছিা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি বর্তমানে পালি ভাষা শিক্ষা দেয়ার প্রথা স্থগিত করলেও এখনো পর্যন্ত শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন আদর্শ জীবন গঠনে সহায়ক ভাবনা ও ত্রিপিটকের সব মূল মূল বিষয়। তাঁর এমন সুমহান উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। কেননা বহু শ্রামণ ও উপাসক-উপাসিকা প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের সারসংক্ষেপ বুঝতে সক্ষম হচ্ছেন তাঁর

শিক্ষাদানের মাধ্যমে যা আগে এমন ব্যাপক হারে হাতে-কলমে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করার সুবর্ণ সুযোগ কখনো তৈরি হয়নি।

শ্রদ্ধেয় জ্ঞানপ্রিয় ভন্তে মহোদয়ের কাছে প্রব্রজ্যাজীবনের অত্যবশ্যাকীয় নিয়ম-নীতি ও বুদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বুৎপত্তি লাভের সহায়ক গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিষয়াদি শিক্ষার পাশাপাশি আমরা প্রাথমিক পালি ভাষা শিক্ষাটাও গ্রহণ করি তাঁর কাছেই। আমাদের পালি ভাষা শিক্ষার সুযোগ হয় ২০০৫ সালের শুরুর দিকে। তিনি আমাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ও অতীব যত্নসহকারে পালি ভাষাটা শিক্ষা দিয়েছিলেন (প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ডের সন্ধি-সমাস পর্যন্ত এবং তৃতীয় খণ্ডের অন্তর্গত আখ্যাত প্রকরণসহ)। এর পরবর্তীতে ধর্মপদ গাথার অনুবাদ দক্ষতার সাথে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনুবাদের বিবিধ কলা-কৌশলবিষয়ক নীতি, বাক্য গঠন, শব্দচয়ন পদ্ধতি ও অনুবাদ-সংশ্লিষ্ট নানা বিষয় শিক্ষা দেয়ার পর সংযুক্তনিকায়ের সর্বশেষ খণ্ড এই 'মহাবর্গ' বইটি ১৮ই নভেম্বর (শনিবার) ২০০৬ সালে আমাদের হাতে তুলে দেন এই বলে—'যাও এই বইটি তোমরা অধ্যয়ন করো, আর ছাপানোর মতো উপযুক্ত হলে বই আকারে প্রকাশ করব'।

শিক্ষাগুরুর এই আদেশে আমরা দ্বিধান্বিত ছিলাম। কারণ, পালি ভাষার প্রাথমিক শিক্ষাটা মাত্রই শেষ করলাম! তাই অতি প্রাচীন ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করার মতো দূরুহ কাজে হাত দেয়ার মতো ক্ষমতা ও সৎসাহস কোনোটাই ছিল না আমাদের। আমরা এমনতরো কঠিনসাধ্য কাজ নানাভাবে 'না' করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু গুরুবরের আদেশ অমান্য করতে পারিনি। তিনি হয়তো এতদিনের শিক্ষাদানে উপলব্ধি করেছিলেন—এদের যথাযথ ও সঠিক দিক-নির্দেশনায় পরিচালিত করতে পারলে তাদের দ্বারা কিছু একটা করা সম্ভব! এ কারণেই হয়তো বা তিনি আমাদের বারবার উৎসাহ ও সাহস যুগিয়ে আলোচ্য বইটি আমাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। বইটি হাতে তুলে দেয়ার পরও আমরা অনুবাদ করার মতো পূর্ণাঙ্গ সৎসাহস পাইনি। প্রথমে আমরা বইটি আদ্যোপান্ত অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হলাম। এভাবে অধ্যয়ন চলাকালে আবারও আমাদের উচ্চতর পালি ভাষা শিক্ষার একটা সুযোগ আসে আরেক শিক্ষাগুরু শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির মহোদয়ের কাছে। আমরা সেই সুযোগটি সাদরে গ্রহণ করি এবং পালি ভাষায় আরও উত্তমরূপে বুৎপত্তি লাভের জন্য বনভন্তের অনুমতিক্রমে আমাদের শিক্ষাচার্য ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ ভন্তের কাছে গমন করি। তাঁর কাছে আমরা নতুনভাবে প্রথম খণ্ডের অনুশীলনী 'তেরো' হতে যথাক্রমে দ্বিতীয় খণ্ড ও তৃতীয় খণ্ডের গ্রুপ এগারো

পর্যন্ত শিক্ষা করি। শাসনদরদী ভদন্ত গুরুদেব ভন্তেও পালি ভাষা প্রচার ও প্রসারার্থে শতব্যস্ততার মধ্যেও অকুণ্ঠ চিত্তে আমাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন তাঁর মহামূল্যবান সময় ব্যয় করে গহিরা শান্তিময় বিহার আর রাংকূট বনাশ্রমে। তাঁর এমন গুণ ও উপকারিতা স্মরণ করে ভন্তের প্রতি জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা চিত্তে সশ্রদ্ধা ও বন্দনা। শ্রদ্ধেয় জ্ঞানপ্রিয় ভন্তের কাছ থেকে প্রাথমিক পালি ভাষা শিক্ষা না পেলে হয়তো বা আর পালি শিক্ষা করা আমাদের হতো না। তজ্জন্য জ্ঞানপ্রিয় ভন্তেকেও জানাচ্ছি সশ্রদ্ধা বন্দনা ও কৃতজ্ঞতা। উল্লেখ্য যে, শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ ভন্তে ২০০৬ সালের বর্ষাবাসে রাজবন বিহারে পালি শিক্ষা দিলেও তখনকার শ্রামণদের প্রথম হতে শিক্ষার সুযোগ হয়নি আসন সীমিত থাকার কারণে। যদিওবা বর্ষাবাসের প্রায় শেষান্তে কিছু আসন খালি হলে দু-তিনজন শ্রামণ শিক্ষা করে। আমরা গুরুদ্বয়ের প্রতি আবারও সশ্রদ্ধা ও বিনম্র চিত্তে কৃতজ্ঞতা আর বন্দনা জানাচ্ছি ‘আচার্যমুষ্ঠি’ না রেখে শিক্ষা দেয়ার জন্য। এই গুরুদ্বয় আমাদের আরো উপকৃত করেছেন প্রাক কথা ও আশীষ বাণী লিখে দিয়ে।

আমাদের কাছে অনুবাদ কার্য বামন হয়ে চন্দ্র স্পর্শ করার চেষ্টার ন্যায় একান্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার মনে হলেও দ্বিতীয় পর্যায়ে পালি ভাষা শিক্ষা শেষে আবারও আলোচ্য বইটি অধ্যয়ন শুরু করি। এবার আস্তে আস্তে অনুবাদ করার মতো সৎসাহস জায়গা করে নেয় আমাদের মনে। বামন হয়ে চন্দ্র স্পর্শ করার চেষ্টার ন্যায় একান্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার বলছি একারণে, অনুবাদ কর্ম হচ্ছে পণ্ডিত ও ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাজ। আমাদের মতো অনভিজ্ঞদের এসব কার্যে মানায় না। আমরা পূর্বেকার অনুবাদকগণের গ্রন্থের অভিমত পড়েও উৎসাহিত হই। তাঁদের জবানি পড়ে জানা যায় যে, প্রায় জনের অনুবাদ কিছু অংশ করার পর তা বিবিধ কারণে বন্ধ হয়ে যায়। তারপর দীর্ঘবছর বিরতির পর বইটির পূর্ণাঙ্গরূপ দিয়ে প্রকাশ করেছেন। আর আমাদের এখন তো তেমন দীর্ঘ বিরতি হয়নি। আমরা এখনো নবীন, অধ্যয়নের পর অনুবাদের প্রচেষ্টা চালালে অবশ্যই কিছুকাল পরে হলেও বই আকারে রূপ দিতে পারব। এভাবে আমরা পূর্বেকার অধ্যয়নের অংশবিশেষ ঠিক করে নতুনভাবে অনুবাদকর্মে ব্রতী হই এবং ২০১০-এর বর্ষাবাসের কাছাকাছি গিয়ে শেষ করি।

আমাদের অনুবাদ কর্ম ২০১০-এর বর্ষাবাসের আগে সমাপ্ত হলেও কম্পোজ, সেটিং, প্রকাশনা-সংশ্লিষ্ট টুকিটাকি বিষয় ও প্রকাশকের অভাবসহ বিবিধ কারণে ছাপাতে একটু দেরি হয়। আমরা তিনজনের অনুবাদ

সামঞ্জস্যতা ঠিক রেখেই অনুবাদ করেছি। পাঠকগণের বুঝার সুবিধার্থে সহজ-সরল বাক্য গঠন ও শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে যেমন প্রত্যক অনুবাদকগণের প্রচেষ্টা থাকে, তেমনি আমাদের ক্ষেত্রেও চেষ্টার কমতি ছিল না। যথাসাধ্য সহজ-সরল বাক্য গঠন ও সুখবোধ্য শব্দচয়ন করেছি। আর যেসব দুর্বোধ্য শব্দে অন্য কোনো সুবোধ্য শব্দ ব্যবহার করলে বাক্য ও শব্দের গাম্ভীর্যতা নষ্ট হয়, সেসব শব্দ অক্ষুন্ন রেখে বন্ধনির মধ্যে সেসব শব্দের সুবোধ্য শব্দ ব্যবহার করেছি। পাঠেচ্ছুদের সুবিধার জন্য প্রত্যেক সূত্রের ক্রমিক নম্বর অপরিবর্তিত রাখার পাশাপাশি গুটি কয়েক প্যারা বাদে অন্য সব প্যারাতে ক্রমিক নম্বর সংযোগ করেছি। আর পাঠকগণের বুঝতে অসুবিধা না হওয়ার জন্য একেকজনের বাক্য এন্টার দিয়ে নিচে নামিয়ে দিয়েছি। *F.L.wood word* মহাশয় কর্তৃক মহাবর্গটির ইংরেজি তর্জমা *The Book of the kindred sayings*—বইটি হতে যথেষ্ট সহায়তা নিয়েছি অত্র বঙ্গানুবাদ কার্যে। এবং এ ছাড়াও অন্যান্য বেশ কিছু পিটকীয় অনূদিত গ্রন্থাদি হতে বিশেষত পাদটীকা সংযোজনের ক্ষেত্রে সহায়তা গ্রহণ করেছি এবং গ্রন্থাদির নামোল্লেখ করেছি। তজ্জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

সুদক্ষ ও সুশিক্ষিত কম্পোজিটর আর্যলংকার ভিক্ষু কিছু অংশ আর রাহুলবংশ ভিক্ষু শেষান্তের কিছু অংশ কম্পোজ করে দিয়ে আমাদের উপকৃত করেছে। তজ্জন্য তাদের আন্তরিক সাধুবাদ জানাই। আর বাদবাকি অংশ আমরা নিজেরাই কম্পোজ করেছি। সেটিং, সূচিপত্রাদি প্রণয়নে প্রথম প্রকাশনায় শ্রদ্ধাভাজন সম্বোধি ভন্তে ও দ্বিতীয় প্রকাশনায় নতুনভাবে গ্রন্থের চূড়ান্ত প্রুফ দেখাসহ প্রকাশনার যাবতীয় তত্ত্বাবধানে ভদন্ত করুণাবংশ ভন্তের ভূমিকা অনন্য। ভন্তেদ্বয়ের সহযোগিতা সত্যিই আমাদের করেছে কৃতজ্ঞ।

ধর্মদান সকল দানের চেয়ে মহত্তর। প্রথম প্রকাশনায় শ্রদ্ধাদান সংগ্রহে শ্রীমৎ অর্থদর্শী ভন্তের ভূমিকা অনন্য। তিনি শ্রদ্ধাবান উপাসক-উপাসিকাদের মাধ্যমে প্রকাশনা তহবিল গঠনে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছেন। শ্রদ্ধাদান সংগ্রহে ভদন্ত মহিন্দ ভিক্ষু, শীলদর্শী ভিক্ষু, দীপংকর ভিক্ষু, মি. অনিল বাবু, মিসেস কনকলতা খীসা, মিসেস কুন্তলা খীসা প্রভৃতি ভন্তে ও উপাসক-উপাসিকাদের ভূমিকা অনন্য। তাদের সকলের নিরোগ ও সুদীর্ঘ ধর্মময় জীবন কামনা করি। দ্বিতীয় প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছে 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি।' সমগ্র ত্রিপিটক বংলায় প্রকাশ করার মহান আশা নিয়ে ২০১২ সালে ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। যেসব অনুবাদ একাদিকবার হয়েছে, সেগুলোর সব অনুবাদ ত্রিপাসো প্রকাশ করছে না। সোসাইটি যেগুলোর

অনুবাদের ভাব-ভাষা ও মানে তুলনামূলক ভালো মনে করেছে সেই অনুবাদটিই তাদের প্রকাশনায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই মহাবর্গটির অনুবাদও একাদিক প্রকাশিত হয়েছে। সবকিছু বিচার করে আমাদের অনুবাদটি ত্রিপাসো-র প্রকাশনায় অন্তর্ভুক্ত করায় সোসাইটিকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

"জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক"

৮ জানুয়ারি, ২০১১ইং,
২৫২৪ বুদ্ধাব্দ, ১৪১৭ বাংলা।

নিবেদনে
অনুবাদকবৃন্দ

প্রাক-কথা

সুত্তপিটকের পঞ্চনিকায় গ্রন্থের মধ্যে 'সংযুক্তনিকায়'-এর স্থান তৃতীয়। 'মহাবর্গ' নামক অধ্যায়টি সংযুক্তনিকায় এর ৫টি বর্গের সর্বশেষ অধ্যায়। স্নেহভাজন আয়ুষ্মান বঙ্গীস, অজিত, প্রজ্ঞাদর্শী প্রমুখ আমার শিক্ষার্থীত্রয় দ্বারা পর্যায়ক্রমিকভাবে বর্তমানে সংযুক্তনিকায়ের এই অন্তিম অধ্যায়টির অনুবাদ সমাপ্ত হলো দেখে পরম সন্তুষ্টি লাভ হলো।

সংযুক্তনিকায়ের এই মহাবর্গ অধ্যায়টিতে প্রথম সাতটি বিষয় বুদ্ধের দার্শনিক তত্ত্বসমূহের মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন 'অবিদ্যা সূত্রে' বলা হয়েছে—'হে ভিক্ষুগণ, অবিদ্যা তথা বিষয়সমূহে অযথার্থ ধারণা বা অজ্ঞানতাই হচ্ছে সর্বপ্রকার অন্যায় অকুশলধর্মের উৎস এবং এই অবিদ্যা-পাপ-অকুশল বিষয়সমূহ সম্পাদনে সব সময়ে নেতৃত্ব প্রদান করে। অপরদিকে পাপে নির্লজ্জতা ও নির্ভয়তা এ দুই বিষয় অবিদ্যার অনুগামী হয়ে যাবতীয় অন্যায় কর্ম সম্পাদনে ইন্ধন যোগায়।

এর পরবর্তী 'উপড্ঢ সূত্রে' বলা হচ্ছে, এই অবিদ্যার হাত থেকে রেহাই পেতে হলে, প্রয়োজন ব্রহ্মচর্য তথা শীলগুণসম্পন্ন সংযত জীবনযাপন এবং যথার্থ কল্যাণমিত্রের সান্নিধ্যে অবস্থান করা। এখানে যথার্থ কল্যাণমিত্রের পরিচয় দিতে গিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে—তিনিই হবেন যথার্থ কল্যাণমিত্র, যিনি সঙ্গীকে সর্বদা 'আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ' পথে জীবন গঠনে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত করবেন।

এই সংক্ষিপ্ত সূত্রে আরো দিক নির্দেশনা প্রদত্ত হয়েছে, সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গময় জীবন গঠনের পরিবেশটা কেমন হওয়া উচিত। যেমন বলা হয়েছে—এমন মহনীয় দুঃখমুক্তিপ্রদায়ী জীবন গঠনে প্রথমে প্রয়োজন নির্জনতা, জাগতিক ভোগস্পৃহায় বিরাগতা, দেহ ও মনে উৎপন্ন প্রতিটি বিষয় বা প্রতিক্রিয়াতে নিরোধধর্মীতাকে প্রত্যক্ষ করা এবং এই নিরোধের পরিণামফল দর্শন করার মাধ্যমে যথার্থদর্শী তথা সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে অবস্থান করা। এভাবে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে অবস্থান করতে না পারলে, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গময় জীবন গঠনে প্রয়াসী ব্যক্তির অবশিষ্ট সাতটি বিষয় সেই সম্যক সংকল্প হয়ে যাবে মিথ্যা সংকল্পে পর্যবসিত; সম্যক বাক্য হয়ে যাবে মিথ্যা বাক্যে পর্যবসিত; সম্যক কর্ম হয়ে যাবে মিথ্যা কর্মে পর্যবসিত;

সম্যক জীবিকা হয়ে যাবে মিথ্যা জীবিকায় পর্যবসিত; সম্যক প্রচেষ্টা হয়ে যাবে মিথ্যা প্রচেষ্টায় পর্যবসিত; সম্যক স্মৃতি হয়ে যাবে মিথ্যা স্মৃতিতে পর্যবসিত এবং সম্যক সমাধি হয়ে পড়বে মিথ্যা সমাধি।

'অবিদ্যা সূত্র' এবং 'উপড্‌ঢ সূত্র'দ্বয় সর্বসাকুল্যে ৪০-৪৫টি লাইনের পরিধিতে সমাপ্ত। অথচ আলোচিত বিষয়সমূহ বুদ্ধের নির্বাণতত্ত্ব তথা জীবন দুঃখের চির অবসানের দিকনির্দেশনায় কতো গুরুত্বপূর্ণ তা সেই মার্গ অনুশীলনে আগ্রহী ব্যক্তিই অনুধাবনে সক্ষম হবেন।

বিশাল সংযুক্তনিকায়ের 'মহাবর্গ' খণ্ডটির মধ্যে প্রায় সকল সূত্রের ধরণ এবং বৈশিষ্ট এমনই। তবে এতে 'শৈক্ষ্য সূত্র, প্রথম উৎপাদ সূত্র, দ্বিতীয় উৎপাদ সূত্র, প্রথম পরিশুদ্ধ সূত্র, দ্বিতীয় পরিশুদ্ধ সূত্র, এ জাতীয় বেশ কিছু সূত্র আছে যেগুলো প্রশ্নোত্তর জাতীয় এবং একটি প্রশ্নের উত্তর একটিমাত্র বাক্যেই যেন সমাপ্ত। সংযুক্তনিকায়ে এ জাতীয় সংগ্রহগুলো দেখলে বলতে ইচ্ছা জাগে—এভাবে সূত্রের সংখ্যা বা নামকরণ সংখ্যা না বাড়িয়ে সবগুলোকে বিবিধ প্রশ্নোত্তর আকারে উপস্থাপিত করলে কোনো কোনো পাঠকের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির অবকাশ থাকতো না। যেমন মহাবর্গের প্রথম ১০টি সূত্রের বিষয়গুলোকে একত্রে বলা যেতে পারে "আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ।" এমনকি পরবর্তী বিহার বর্গের ১০টি সূত্র, মিথ্যা বর্গের ১০টি সূত্র, প্রতিপত্তি বর্গের ১০টি সূত্র, অন্যতির্থীয় পেয়্যাল বর্গের ৮টি সূত্র, সূর্য পেয়্যাল বর্গের ৭টি সূত্র, একধর্ম পেয়্যাল বর্গের ৭টি সূত্র, দ্বিতীয় একধর্ম পেয়্যাল বর্গের ৭টি সূত্র, গঙ্গাপেয়্যাল বর্গের ৬টি সূত্র এমনি করে সমগ্র 'মার্গ সংযুক্ত' অধ্যায়টির আলোচ্য বিষয় ঘুরে ফিরে সেই 'আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ' সংশ্লিষ্টই বলা চলে। সূত্রগুলো নামকরণ যদিও কথিত সূত্রের ভাবার্থ প্রকাশক হয়ে থাকে; কিন্তু বর্গসমূহের নামকরণ কোনো অবস্থাতেই সেই বর্গের অন্তর্ভুক্ত সূত্রসমূহের বিষয়বস্তুর সামগ্রিক পরিচয় বহন করে না। দেখা যায়, বর্গের নামকরণ প্রায় ক্ষেত্রে উক্ত অধ্যায়ের শুধুমাত্র প্রথম সূত্রটির নামকরণের উপর ভিত্তি করেই সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। যেমন—'অবিদ্যা বর্গ' এই নামকরণটি সেই বর্গের অন্তর্গত ১০টি সূত্রের মধ্যে শুধুমাত্র প্রথম সূত্র 'অবিদ্যা সূত্র'টির নামকরণকে ভিত্তি করেই নামাঙ্কিত হলো। ফলে সংযুক্তনিকায়ের মহাবর্গের 'মার্গ সংযুক্ত' যেভাবে তৎ অন্তর্গত সমুদয় সূত্রের আলোচ্য বিষয়ের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে, অথবা 'অবিদ্যা সূত্র' এই নামকরণটি সেই সূত্রের বিষয়বস্তুর প্রতিনিধিত্ব করে 'বর্গের' নামকরণ সেভাবে প্রতিনিধিত্ব করে না। তাই মহাবর্গে সূত্রসমূহের শ্রেণিবিন্যাসে 'বর্গ' নামক শ্রেণিবিন্যাসটি বর্জন করে শুধুমাত্র 'সংযুক্ত' এবং 'সূত্র' এই দুইটি শ্রেণিবিভক্তি রাখাই যথাযথ হতো।

সংযুক্তনিকায়ভুক্ত 'মহাবর্গ' গ্রন্থটির শ্রেণিবিন্যাসের উপর উপরোক্ত আলোচনার সূত্রধরে বিচার করলে এই গ্রন্থটিতে আলোচ্য বিষয়সমূহ হচ্ছে—আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ, স্মৃতিপ্রস্থান, ইন্দ্রিয়, সম্যক প্রধান, বল, আনাপান, স্রোতাপত্তি, ঋদ্ধিপাদ, চারি আর্যসত্য ইত্যাদি। বারোটি পর্বে বিভক্ত এই আলোচ্য বিষয়সমূহকে পর্যায়ক্রমিক এভাবেও উপস্থাপন করা যায়—১. চারি আর্যসত্য, ২. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, ৩. সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ, ৪. পঞ্চ ইন্দ্রিয়, ৫. পঞ্চবল, ৬. চারি ঋদ্ধিপাদ, ৭. চারি সম্যক প্রধান, ৮. চারি স্মৃতিপ্রস্থান, ৯. আনাপান, ১০. স্রোতাপত্তি-মার্গফল এবং ১১. নির্বাণ। এক কথায় সাঁইত্রিশ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্মই হচ্ছে এই মহাবর্গ গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয়।

গ্রন্থটির বিষয়বস্তুসমূহ কোথাও সংক্ষিপ্ত, কোথাও বিস্তৃত আলোচনায় উপস্থাপিত হয়েছে। খুব সম্ভব ৯৫টি সূত্রের সমষ্টি এই গ্রন্থ। এক্ষেত্রে কোনো কোনো সূত্র মোটেই উল্লেখ করা হয়নি, কেবল সংখ্যা দ্বারা সংকেত দেয়া হয়েছে যে, এ সূত্রগুলোর অস্তিত্ব অন্যত্র আছে। এভাবেই তৈরি হয়েছে সংযুক্তনিকায়ের সর্বশেষ গ্রন্থ এই মহাবর্গটি।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, এ গ্রন্থে বিধৃত আলোচ্য বিষয়সমূহ দ্বারা বুদ্ধের ধর্মদর্শনের কোন গুরুত্বপূর্ণ দিকটি উপস্থাপিত হয়েছে। জীবনদুঃখের চির অবসানে আগ্রহী ব্যক্তির জীবনে বুদ্ধ উপদিষ্ট যেই জীবন-প্রণালি আয়ত্ত করা প্রয়োজন সেই অত্যাবশ্যকীয় বিষয় ও দিকনির্দেশনা প্রদানে মহাবর্গ গ্রন্থটির ভূমিকা অনন্য, অসাধারণ। তাই এ গ্রন্থটি সাধক, গবেষক উভয়ের কাছে সমানভাবে সমাদৃত হওয়ার দাবীদার বললে অতিশয়োক্তি হবে বলে মনে হয় না।

আমি ব্যক্তিগতভাবে এ গ্রন্থের বহুল প্রচার ও আলোচনা-গবেষণা কামনা করি। সাথে সাথে নবীন অনুবাদকগণের সকল দুর্বলতার প্রতি মৈত্রীময় ক্ষমা এবং মুদিতাভাব একান্তভাবে কাম্য বলে মনে করি। পাঠক ও গবেষকগণের এই উদারতা এই তরুণ অনুবাদকদের ভবিষ্যৎ কর্মোদ্যম ও জ্ঞানস্পৃহাকে আরো বর্ধিত করুক এবং সুবিশাল ত্রিপিটক সাহিত্য জগতের বিপুল সৌন্দর্য তাদের জ্ঞান সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার পরশে বাংলা ভাষার সাহিত্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ করুক ইহাই আমার ঐকান্তিক কামনা।

এক্ষেত্রে আমি সবিশেষ সুখী যে, এদেশের মাটিতে বুদ্ধের শাসন সদ্ধর্মের দীর্ঘস্থায়িত্ব দানে অমর অবদানের অধিকারী সর্বজন শ্রদ্ধেয় মহাসাধক পরম আর্যপুরুষ ভদন্ত সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে)-এর প্রেরণায় এবং আমার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় যে কয়জন তরুণ ভিক্ষু জন্মভূমির মাটিতে বসে আড়াই

হাজার বছরের প্রাচীন ভাষা এই পালিটি শিক্ষা করলো, আজ আমার এবং তাদের হাতে ক্রমান্বয়ে বিনয়পিটকের অবশিষ্ট তিনটি গ্রন্থ পারাজিকা, পাচিত্তিয়, পরিবার পাঠোসহ সূত্রপিটকের অঙ্গুত্তরনিকায় এবং সংযুক্তনিকায়ের বেশ কয়েকটি খণ্ডের বাংলা অনুবাদ কর্ম সম্পাদিত হলো। আমার এবং পূজ্য বনভন্তের ঐকান্তিক ইচ্ছায় বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষুত্রয় বর্তমানে যৌথ অনুবাদকর্মে হাত দিয়েছেন। আমি তাদের এই বুদ্ধবচন অনুবাদ কর্মে আরো ব্যাপকভাবে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সহমর্মিতা কামনা করি। 'সুখো সঙ্ঘস্স সামগ্গী, সমগ্গানং তপো সুখো'—প্রিয় অন্তেবাসীগণ তথাগত বুদ্ধের উচ্চারিত এই সাংঘিক প্রয়াসের সুখ এবং সাফল্যের উজ্জ্বলতায় ভরে উঠুক! অনাগতের প্রজন্মরা বুদ্ধবাণীকে মাতৃভাষায় অনুবাদে তাদের দ্বারা আরো ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত হোক এই কামনা করি।

আমাদের প্রত্যাশা থাকবে পরবর্তী সংস্করণে বর্তমানের অনুবাদ এবং মুদ্রণজনিত ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো অপসারিত হবে এবং ভাব, ভাষা, শব্দবিন্যাস ও বাক্যগঠন আরও বেশি বেশি প্রাঞ্জল ও পরিমার্জিত হয়ে উঠবে।

পরিশেষে অনুবাদগণকে জানাই অকৃত্রিম মৈত্রীময় আশীর্বাদ; তাদের বুদ্ধবাণী ও বুদ্ধশাসন সেবায় এই প্রচুর শ্রমলব্ধ অমূল্য অবদানের জন্যে। আমি আন্তরিকভাবে তাদের নিরোগ, নিরাতঙ্ক, প্রজ্ঞাবিমণ্ডিত দীর্ঘায়ু কামনা করি।

ভবতু সব্ব মঙ্গলম্।

২৫৫৪ বর্ষের শুভ আষাঢ়ী পূর্ণিমা,
০৬ জুলাই ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ

প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো
অধ্যক্ষ ওাংকূট মহাতীর্থ
রামু, কক্সবাজার।

ভূমিকা

যুগে যুগে এই ধরাধামে কতশত সাধু-সন্তের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়েছে তা গণনাতীত। স্মরণাতীত কাল হতে মানব মনে অদৃশ্য অতিপ্রাকৃত কোনো ঐশীশক্তির লীলাখেলা নিয়ে শত জল্পনা হয়ে আসছে, আর এ হতেই সৃষ্টি সৃষ্টার, বিধান সৃষ্টিকারী মহাশক্তিধর কোনো বিধাতার এবং পাশাপাশি তাদের আরাধনা ও মনঃতুষ্টির হাজারো প্রণালি। কখনো বা যূপকাষ্ঠে আনীত নিরীহ প্রাণীদের বলি দানের দ্বারা, কখনো তন্ময় চিত্তে তাকে (কোনো অলৌকিক শক্তিধরকে!!) স্মরণের দ্বারা হয়েছে মনঃতুষ্টির বিধান রচিত। বিনিময়ে পেয়েছে কী সমাজ? হ্যাঁ পেয়েছে বৈকি! ভ্রান্ত ধর্মের খোলসে নিরীহ আমজনতা আষ্টেপৃষ্ঠে ভূপাতিত হয়ে আছে সাম্রাজ্যবাদীদের করাল গ্রাসে। বর্ণবাদের চমৎকার প্রথা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করেছে বৈষম্যবাদ। ধর্মের দোহাই দিয়ে চলছে স্বেচ্ছাচারিতা ও অত্যাচার, নিপীড়ন। এমনতরো এক যুগসন্ধিক্ষণে ধরাতলে আবির্ভাব ঘটে মহামানব জ্ঞানী পূজ্য গৌতম বুদ্ধের। শুধুমাত্র মানব প্রেমের শিক্ষা তিনি দিয়ে যাননি, শিখিয়েছেন বিশ্বমৈত্রী। যে মৈত্রী, যে প্রেম, যেরূপ স্নেহ **'মা'** তার নিজ সন্তানের প্রতি পোষণ করে থাকে, সেরূপ মহামৈত্রীর শিক্ষা তিনি করেছিলেন প্রচার। সত্যানুসন্ধীদের সত্য পর্যেষণার জন্য প্রচার করেছেন—**'চারি আর্যসত্যের'**। সত্য, সুন্দর জীবনাচরণের দ্বারা যাবতীয় দুঃখের বিনাশ সাধনের পন্থা শিখিয়েছিলেন। কেউ কেউ বুদ্ধের শিক্ষাকে দর্শন বলে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু, দর্শন তো দার্শনিকদের সম্পত্তি। যারা ধীশক্তিতে বিশ্লেষণ করেন দর্শন তত্ত্বের। কিন্তু আড়াই সহস্রাধিক বৎসরেরও পূর্বে মানবপুত্র গৌতম বুদ্ধের উদাত্ত আহ্বানে সহজেই অনুমিত হয়, এই শিক্ষা "এহিপস্সিকো" বা এসে দেখার যোগ্য, আচরণীয় এবং আচরণকারী মাত্রেই প্রাপ্তব্য অর্থাৎ সকলের জন্যই এর দ্বার উন্মুক্ত। শুধুমাত্র **'এহিপস্সিকো'** বলে থেমে থাকেননি তিনি, এগিয়েছেন সুদীর্ঘ ৪৫ বৎসরব্যাপী জনপদ হতে জনপদে, অমিয় ধর্মসুধা বিতরণ করে করে। সেই ৪৫ বৎসরব্যাপী প্রচারিত বুদ্ধবচনের সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কার্য সর্বশেষ ১৯৫৪ সালে মায়ানমারে অনুষ্ঠিত হয় দীর্ঘ তিন বছর মেয়াদে। বর্তমানে তা বাংলা হরফসহ বিভিন্ন দেশের অক্ষরে রূপান্তরপূর্বক ইন্টারনেটে প্রচার করা হয়েছে। তথাগত গৌতম বুদ্ধের তিরোভাবের পর আড়াই হাজার

বছরের মধ্যে সর্বশুদ্ধ ছয়বার মহাসম্মেলন হয়েছে থেরোবাদী প্রক্রিয়ায়। আর সেই সুবাদে ব্যাখা গ্রন্থ, বিবিধ টীকা গ্রন্থাদিসহ মূল ত্রিপিটক এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ। বর্তমান গ্রন্থটিও মূল ত্রিপিটকের 'ধম্মসঙ্গহো' অর্থাৎ সূত্রপিটকের পঞ্চ নিকায়ভুক্ত সংযুক্তনিকায়ের ৫ম বা শেষ খণ্ড। ত্রিপিটকের অন্যান্য গ্রন্থাদি নিয়ে এখানে আলোচনার অবকাশ নেই কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে। আমরা এখন সংযুক্তনিকায়ের ৫ম খণ্ডের প্রাসঙ্গিক আলোচনায় মনোযোগী হবো।

'ধম্ম-বিনযো' এই দুই ভাগে বিভক্ত বুদ্ধবচন **'ধম্ম'** বিভাগকে উত্তরকালে সূত্র ও অভিধর্ম এই দুই পর্যায়ে বিভক্ত করা হয় এবং 'বিনয়' অখণ্ড বৈশিষ্ট্যতা নিয়ে আজও দেদীপ্যমান। সূত্রপিটককে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথাক্রমে ১. দীঘনিকাযো, ২. মজ্ঝিমনিকাযো, ৩. সংযুক্তনিকাযো, ৪. অঙ্গুত্তরনিকাযো ও ৫. খুদ্দকনিকাযো। এই পাঁচ নিকায় আবার বিভিন্ন উপবিভাগে বিভক্ত। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থটি সূত্রপিটকের সংযুত্ত বা সংযুক্তনিকায়ের ৫ম খণ্ড। ***The Book of the kindred sayings*** নামে এর ইংরেজি তর্জমা হয়েছিল ***F.L. wood word*** মহাশয় কর্তৃক এবং এর প্রকাশনা হয় ১৯৩০ সালে। সংযুক্তনিকায়ের পাঁচটি খণ্ড বা বর্গ হলো—১. সগাথা বর্গ ২. নিদান বর্গ ৩. খন্ধ বর্গ ৪. সলায়তন বর্গ এবং ৫. মহাবর্গ। সংযুক্তনিকায়ের সূত্র গণনায় সাত হাজার সাতশত বাষট্টিটি সূত্র পরিলক্ষিত হয়। সর্বমোট আট লক্ষ অক্ষরে সূত্রাদি গ্রথিত। এর অত্থকথার নাম সারত্থদীপনী। সুখের বিষয়, এমনতরো জীবন গঠনমূলক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক উপদেশাবলি সমৃদ্ধ সংযুক্তনিকায় এই অনুবাদের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গরূপ পেতে যাচ্ছে বাংলা ভাষা সাহিত্যে। কেননা, ইতোপূর্বে অন্যান্য চারটি বর্গের বা খণ্ডের পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ নিষ্পন্ন হয়েছিল মহাবর্গটি বাদে। মহাবর্গের অন্তর্ভুক্ত বারোটি সংযুক্তের মধ্যে প্রথম তিনটি সংযুক্ত ইতোপূর্বে অনূদিত হলেও এখন পূর্ণাঙ্গ মহাবর্গের অনুবাদকার্যের মাধ্যমে সংযুক্তনিকায়টি বাংলা ভাষায় পূর্ণতা পেল।

সংযুক্তনিকায়ভুক্ত মহাবর্গটি সর্বসাকুল্যে ১২টি সংযুক্তে (বা অধ্যায়ে) বিভক্ত। আকার আকৃতির দিক হতে অন্যান্য বর্গের চেয়ে বৃহৎ বিধায় এর নামকরণ হয়েছে **'মহাবর্গ'**। এর ১২টি অধ্যায়সমূহ হচ্ছে—১. মার্গ সংযুক্ত, ২. বোজ্ঝাঙ্গ সংযুক্ত, ৩. স্মৃতিপ্রস্থান সংযুক্ত, ৪. ইন্দ্রিয় সংযুক্ত, ৫. সম্যক প্রধান সংযুক্ত, ৬. বল সংযুক্ত, ৭. ঋদ্ধিপাদ সংযুক্ত, ৮. অনুরুদ্ধ সংযুক্ত, ৯.

ধ্যান সংযুক্ত, ১০. আনাপান সংযুক্ত, ১১. স্রোতাপত্তি সংযুক্ত ও ১২. সত্য সংযুক্ত।

মার্গ সংযুক্ত—মার্গ সংযুক্তের মধ্যে অবিদ্যা বর্গ, বিহার বর্গ, মিথ্যা বিষয় বর্গ, প্রতিপত্তি বর্গ, অন্যতীর্থিয় বর্গ, বলকরণীয় বর্গ, এষণা বর্গ ওঘ বর্গাদি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মার্গ সংযুক্তে মোট ১৬টি উপবিভাগ বা বর্গের আলোচ্য বিষয় আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। আর তাই এর নামকরণও করা হয়েছে 'মার্গ সংযুক্ত' নামে। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ যথাক্রমে—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। বিবিধ যৌক্তিক উপমাযোগে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ চর্চার প্রণালি, অভিবৃদ্ধি এবং তার সুফল সম্বন্ধে বিশদ আলোকপাত হয়েছে এই ১৬টি বর্গে। বর্গ বিভাগে তবে কিছুটা সমস্যা লক্ষিত হয়। যেমন প্রথম তিনটি বর্গের ক্রমিক সংখ্যা রক্ষার পর তা আর সঠিকভাবে গোছানো হয়নি। সম্ভবত ষষ্ঠ সংগীতিতে এরূপ ক্রমবিন্যাস গৃহীত হয়েছে। তবে যাই হোক না কেন, বিমুক্তি অন্বেষী যেকোনো পাঠকের হৃদয় সত্য রসে সিক্ত করতে তথা যথাযথ মার্গ বা উপায় সম্বন্ধে মৌলিক ধারণা দিতে এই ১৬টি বর্গের আলোচ্য বিষয়ই যথে।" যেমন, শুরুতে বলা হয়েছে—***"ভিক্ষুগণ, অবিদ্যা যাবতীয় অকুশল কর্ম সম্পাদনের জন্য মূখ্য ভূমিকা রাখে, আর পাপে নির্লজ্জতা ও নির্ভয়তা তার পশ্চাৎগামী সঙ্গী হয়। এরূপ অবিদ্যায় নিমজ্জিত জন মিথ্যাদৃষ্টিতে আবদ্ধ হয়, মিথ্যাদৃষ্টির দরুন তার চিন্তা-চেতনাও মিথ্যা হয়ে যায়...।"*** এই আলোচনায় দেখা যায়, অবিদ্যা তথা সত্য সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব ঘটলে একজনের দৃষ্টি বা মতবাদ ভ্রান্ত হয় এভাবে তার চিন্তা-চেতনা, কার্যপ্রণালি, জীবন-জীবিকানির্বাহসহ প্রভৃতিও মিথ্যায় বা ভুলে পর্যবসিত হয়। তার বিপরীত ঘটে বিদ্যা বা যথাযথ জ্ঞানের উপস্থিতিতে। আর যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে চারি আর্যসত্য জ্ঞান। আরেক পর্যায়ে দেখা যায়, তথাগত কল্যাণমিত্রের সুফল সম্পর্কে বলতে গিয়ে পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মচর্যের ঘোষণা করেন। কল্যাণমিত্রের ভজনা যে কতই মহনীয় তা এই বুদ্ধবাক্যেই প্রতীত হয়। একজন কল্যাণমিত্র ভিক্ষুর নিকট আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের সমুদয় গুণাবলিই থাকে বিরাজমান, আর তাই সেরূপ সৎসঙ্গে জীবনের পূর্ণতা সাধিত হয়, ব্রহ্মচর্য উদ্যাপন সিদ্ধ হয়। **বোজ্ঝঙ্গ বা বোজ্ঝাঙ্গ সংযুক্ত** মোট ১৮টি উপবিভাগ বা বর্গ নিয়ে গঠিত। তন্মধ্যে পর্বত বর্গ, গ্লান বর্গ, উদায়ী বর্গ, নীবরণ বর্গ, চক্রবর্তী বর্গ, কথপোকথন বর্গ, আনাপান বর্গ, নিরোধ বর্গ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য বর্গাদির নামকরণ মার্গ সংযুক্তের শেষোক্ত

বর্গাদির সাথে প্রায় একই, যেমন—গঙ্গাপেয়্যাল বর্গ, অপ্রমাদ বর্গ, বলকরণীয় বর্গ, এষণা বর্গ ওঘ বর্গ প্রভৃতি। প্রত্যেকটি বর্গের নামকরণ হয়েছে বর্গভুক্ত সূত্রাদির মূল আলোচ্য বিষয়কে কেন্দ্র করে। আর সমগ্র বর্গাদির প্রতিপাদ্য বিষয়কে নির্ভর করে সংযুক্তের নাম নির্দিষ্ট হয়েছে। তাই বোজ্ঝাঙ্গ সংযুক্তের আলোচ্য বিষয় সপ্ত বোধ্যঙ্গেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু, বস্তুনিষ্ট বহু উপাদেয় উপমায় ভরপুর বোজ্ঝাঙ্গ সংযুক্তটি। যেমন, পর্বত বর্গের হিমালয় সূত্র, কায় সূত্র, শীল সূত্রসহ দশটি সূত্রই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ কেন্দ্রিক অথচ বিষয়-বৈচিত্র্য ও তার উপস্থাপনায় প্রত্যেকটি স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সেই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ বা বোধিজ্ঞান লাভের অঙ্গ যথাক্রমে—স্মৃতি বোজ্ঝাঙ্গ, ধর্মবিচয় বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি বোজ্ঝাঙ্গ এবং উপেক্ষা বোজ্ঝাঙ্গ।

স্মৃতিপ্রস্থান সংযুক্ত—স্মৃতিপ্রস্থান সংযুক্ত, তথাগত সম্যকসম্বুদ্ধের ধর্মরাজ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করার তথা আর্যমার্গ লাভ করার এক অতুলনীয় পন্থা হচ্ছে স্মৃতিসাধন বা স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা প্রণালি। তথাগত বুদ্ধের মুখে অমোঘ বাণী উচ্চারিত হয়েছিল দৃপ্তকণ্ঠে, **"হে ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির জন্য, শোক-পরিদেবন সম্যকরূপে অতিক্রমের জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্য তিরোধানের জন্য, ন্যায় মার্গ লাভ ও নির্বাণ লাভের জন্য এই একটিমাত্রই পথ; যথা- 'চারি স্মৃতিপ্রস্থান।'"** সেই চারি প্রকার স্মৃতিপ্রস্থানের বিশদ বিবরণ দীর্ঘনিকায়ের 'সতিপট্ঠান সুত্তং' বা স্মৃতিপ্রস্থান সূত্রে, লিপিবদ্ধ হয়েছে। আর বর্তমান আলোচ্য সংযুক্তটি হচ্ছে সেই স্মৃতিপ্রস্থানের সংক্ষিপ্ত অথচ তত্ত্বীয় নির্যাসপূর্ণ উপদেশাবলির অনন্য সংগ্রহ। সর্বসাকুল্যে দশটি উপবিভাগ বা বর্গে বিন্যস্ত স্মৃতিপ্রস্থান সংযুক্তের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে চার প্রকার স্মৃতিপ্রস্থান। সেই দশটি বর্গ হচ্ছে; যথাক্রমে—আম্রপালি বর্গ, নালন্দা বর্গ, শীলস্থিতি বর্গ, অশ্রুত বর্গ, অমৃত বর্গ, গঙ্গাপেয়্যাল বর্গ, অপ্রমাদ বর্গ, বলকরণীয় বর্গ, এষণা বর্গ ও ওঘ বর্গ। কায়ানুদর্শন, বেদনানুদর্শন, চিত্তানুদর্শন এবং ধর্মানুদর্শন এই চার প্রকার অনুদর্শন নিয়ে পূর্ণাঙ্গ স্মৃতিপ্রস্থান দেশিত। কায় বিষয়ে যথাযথ দর্শন, বেদনা, চিত্ত এবং ধর্ম (বস্তু বা স্বভাব) বিষয়েও অনিত্য-দুঃখ-অনাত্মমূলক যথাযথ দর্শন হতে একজন যোগী লাভ করে আর্যসত্য জ্ঞান। বর্তমানে, বিদর্শন ধ্যান-সাধনা প্রশিক্ষণের নামে জনাকয়েক সাধক প্রবর 'স্মৃতিপ্রস্থান দুঃখমুক্তির অন্তরায়' শীর্ষক এক প্রচারপত্র বিলি করেছে। স্বতঃই মনে প্রশ্ন জাগে—আদৌ সেসব বিদর্শন সাধক বুদ্ধের প্রকৃত শিক্ষা সম্বন্ধে কতটুকু ওয়াকিবহাল! অনুরোধ রইল,

নিজের অক্ষমতা, অজ্ঞতার দরুন আপামর বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীকে বিভ্রান্ত না করে আরও ধর্ম অধ্যয়ন, আচরণ ও প্রতিপালন করুন। তারপর গুরুগিরিতে নামুন। দু-এক মাসের বিদর্শন কোর্স করে এখন অনেকেই বিদর্শন সাধক!!! চমৎকার। ধর্মের পরিহানী কাদের দ্বারা কীরূপে হচ্ছে তা সুধীমণ্ডলীর বিবেচ্য। আশাকরি, আলোচ্য সংযুক্তটি নাম সর্বস্ব সাধকদের চোখ খুলে দেবে, জ্ঞান এনে দেবে।

ইন্দ্রিয় সংযুক্ত—ইন্দ্রিয় সংযুক্ত দশটি বর্গ তথা বিশ্লেষণে ১৭টি বর্গে বিভক্ত। ইন্দ্রিয় সংযুক্তভূক্ত বর্গাদি হলো, শুদ্ধি বর্গ, মৃদুতর বর্গ, ষড় ইন্দ্রিয়, সুখিন্দ্রিয়, জরা, সুকরখত, বোধিপক্ষীয়, গঙ্গাপেয়্যাল এবং ওঘ বর্গ। শুদ্ধি বর্গ ও মৃদুতর বর্গের আলোচ্য বিষয় পঞ্চ ইন্দ্রিয়; যথা : শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় এবং প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। ষড় ইন্দ্রিয় বর্গে আলোচিত হয়েছে পূর্বোক্ত পঞ্চ ইন্দ্রিয়; ত্রিবিধ অপর ইন্দ্রিয়; যথা : স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, পুরুষ-ইন্দ্রিয় ও জীবিত-ইন্দ্রিয়; আর অপর ত্রিবিধ ইন্দ্রিয়; যথা : অজ্ঞাত-জ্ঞাত-ইন্দ্রিয়, পরিজ্ঞান-ইন্দ্রিয় ও জ্ঞাত-ইন্দ্রিয়; এবং ষড় ইন্দ্রিয়; যথা : চক্ষু-শ্রোত্র-ঘ্রাণ-জিহ্বা-কায় ও মন-ইন্দ্রিয়। এই বিষয়াদি নির্ভর বিবিধ উপমাযোগে ধ্যান, সমাধি, সমাপত্তি (ধ্যানসমতা প্রাপ্তি বিধায় সমাপত্তি), আর্যসত্য প্রভৃতি বিশ্লেষিত হয়েছে আলোচ্য বর্গাদিতে। এভাবে প্রতিটি বর্গের বিষয় বৈচিত্র্যময়।

সম্যক প্রধান সংযুক্ত—সম্যক প্রধান সংযুক্তে পাঁচটি উপবিভাগ রয়েছে। গঙ্গাপেয়্যাল বর্গ, অপ্রমাদ বর্গ, বলকরণীয় বর্গ, এষণা বর্গ ও ওঘ বর্গ হচ্ছে আলোচ্য সংযুক্তভুক্ত বর্গসমষ্টি।" গঙ্গাপেয়্যাল বর্গে পূর্ব দিকাদি দ্বাদশ সূত্র সন্নিবেশিত হয়েছে। পরের অপ্রমাদ বর্গও গঙ্গাপেয়্যাল বর্গের মতোন। বলকরণীয় বর্গেও আলোচিত হয়েছে বারটি সূত্র। সেই সূত্রাদিও পূর্বের বর্গদ্বয়ের ন্যায় জ্ঞাতব্য। এষণা বা অন্বেষণ বর্গে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে দশটি সূত্র। ওঘ বর্গও দশটি সূত্রে গ্রথিত। ওঘ বর্গে ওঘ, যোগ, উপাদান, গ্রন্থি, অনুশয়, কামগুণ, নীবরণ প্রভৃতি বিষয়ক আলোচনা দৃষ্ট হয়।

বল সংযুক্ত—বল সংযুক্তে মোট ছয়টি তথা বিশ্লেষণে ১০টি বর্গ বা উপবিভাগ নিয়ে গঠিত। বল বা ক্ষমতা বলতে এখানে শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা প্রভৃতি ভাবনা বিষয়ক ক্ষমতার কথা বুঝানো হয়েছে। ভাবনায় ক্রমিক উন্নতির জন্য এসব বলের ভূমিকা অগ্রগণ্য।

ঋদ্ধিপাদ সংযুক্ত—ঋদ্ধিপাদ সংযুক্তে আটটি বর্গ গ্রথিত হয়েছে। এতে

চার প্রকার ঋদ্ধিপাদ সর্বতোভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। সূত্রোক্ত উপদেশাবলি আকার-আয়তনের দিকে বৃহৎ না হলেও তথ্য এবং প্রায়োগিক ক্ষেত্রে তার উপযোগিতা সত্যিই অনন্য। যেমন বলা হয়েছে 'চার প্রকার ঋদ্ধিপাদ ভাবিত, বহুলীকৃত হলে তা নির্বাণ লাভের জন্য সহায়ক হয়'। সেই চার প্রকার যথাক্রমে—ছন্দ, বীর্য, চিত্ত ও মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ। একজন অর্হৎ যদি ইচ্ছা করেন তবে এই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে কল্পকাল পর্যন্ত আয়ুষ্কাল বর্ধন করে অবস্থান করতে পারেন। ঋদ্ধিপাদ বা অলৌকিক শক্তি প্রয়োগেও এই চারি ঋদ্ধিপাদের ভূমিকা অনন্য। ঋদ্ধিপাদ সংযুক্তের আলোচ্য বর্গসমূহ হচ্ছে—চাপাল বর্গ, প্রসাদ কম্পন বর্গ, অয়োগুল বা লৌহগোলক বর্গ, গঙ্গাপেয়্যাল বর্গ, অপ্রমাদ বর্গ, এষণা বর্গ, বলকরণীয় বর্গ এবং ওঘ বর্গ।

অনুরুদ্ধ সংযুক্ত—অনুরুদ্ধ সংযুক্ত মাত্র দুটি বর্গে যথা—নির্জনগত বর্গ ও দ্বিতীয় বর্গে সাজানো হয়েছে। প্রতিপাদ্য বর্গদ্বয়ের সংশ্লিষ্ট সকল সূত্রই অনুরুদ্ধ স্থবির ভাষিত। তবে স্মর্তব্য যে, যাবতীয় সূত্রাদির কর্তা তথাগত বুদ্ধই। শুধুমাত্র বুদ্ধবচনকে কেন্দ্র করে পুনঃ গবেষণা, বিশ্লেষণ হয়েছে শ্রাবকদের দ্বারা। আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ স্থবির ছিলেন দিব্যচক্ষুলাভীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। ব্রহ্মচর্যজীবনে সতীর্থদের সাথে তার যেই ধর্ম সংশ্লিষ্ট আলাপ-অলোচনা ও অনুশাসন তা এই সংযুক্তে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাই সংযুক্তটির নামকরণ হয়েছে 'অনুরুদ্ধ সংযুক্ত' নামে।

ধ্যান সংযুক্ত—ধ্যান সংযুক্তে দেখা যায় মাত্র দুটি বর্গ; যথা—গঙ্গাপেয়্যাল বর্গ ও ওঘ বর্গ আলোচিত হয়েছে। গঙ্গাপেয়্যাল বর্গের বারটি সূত্রে ধ্যানসম্পর্কিত উপদেশাবলি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ওঘ বর্গেও তদনুরূপ। বর্গদ্বয়ে চার প্রকার ধ্যানস্তর লাভের প্রণালি হয়েছে প্রদর্শিত। ওঘ বর্গের সূত্র সংখ্যা দশটি।

আনাপান সংযুক্ত—আনাপান সংযুক্ত দুটি উপবিভাগে গঠিত। যথা—একধর্ম বর্গ ও দ্বিতীয় বর্গ। আনাপান বলতে শ্বাস-প্রশ্বাসকে বুঝায়। শ্বাস-প্রশ্বাসকে ভিত্তি করে চিত্তের একাগ্রতা সাধনপূর্বক অনিত্য-দুঃখ-অনাত্মভেদী যথাযথ জ্ঞান লাভের পথ প্রদর্শিত হয়েছে আলোচ্য সংযুক্তে। আনাপান ভাবনার সুফল যে কত বেশি তা এই সংযুক্তটির অধ্যয়নে পরিস্ফুট হবে অনায়াসে। জ্ঞাতব্য যে, এই সাধন প্রণালিই হচ্ছে সকল সম্যকসম্বুদ্ধের আচরিত। বর্তমানে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণেও প্রমাণিত হয়েছে যে,

মানব মনে ভাবনার উপযোগীতা কতই যে অপরিসীম। আবেগ নিয়ন্ত্রণে ভাবনা অতুলনীয়, মনের ভারসাম্য রক্ষায় এ এক চমৎকার টনিক সদৃশ। তাই সদর্থের জন্য সচেতন ব্যক্তি মাত্রই ভাবনা অনুশীলনে আগ্রহান্বিত হওয়া কর্তব্য।

স্রোতাপত্তি সংযুক্ত—স্রোতাপত্তি সংযুক্তে সাতটি বর্গ আলোচিত হয়েছে। যথা : বেলুদ্বার বর্গ, রাজ উদ্যান বর্গ, সরণানি বর্গ, পুণ্যপ্রবাহ বর্গ, সগাথা পুণ্যপ্রবাহ বর্গ, সপ্রাজ্ঞ বর্গ এবং মহাপ্রজ্ঞা বর্গ। বর্গ সমষ্টির আলোচ্য বিষয় স্রোতাপত্তি মার্গ ও ফল লাভ। স্রোতাপত্তি ফলের সাথে চারটি মহাদ্বীপের তুলনা করতে গিয়ে তথাগত বুদ্ধ বলেন—'স্রোতাপত্তি এতই মহনীয় যে, চতুর্দ্বীপ অর্জন তার ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না'। স্রোতাপত্তি লাভের প্রণালি, সুফলসহ এর প্রকার ভেদও সন্নিবেশিত হয়েছে প্রতিপাদ্য সংযুক্তে। স্রোতাপত্তিফল লাভে একজনের জন্মদুঃখ সীমাবদ্ধ হয়। আর্যস্রোতে পতিত বিধায় একে স্রোতাপন্ন বলে।

সত্যসংযুক্ত—সত্যসংযুক্ত তথা মহাবর্গের সর্বশেষ সংযুক্তে সর্বমোট এগারটি বর্গ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। যথা : সমাধি বর্গ, ধর্মচক্র প্রবর্তন বর্গ, কোটিগ্রাম বর্গ, সীসপাবন বর্গ, প্রপাত বর্গ, অভিসময় বর্গ, প্রথম আমকধঞ্ঞ পেয়্যাল বর্গ, দ্বিতীয় আমকধঞ্ঞ পেয়্যাল বর্গ, তৃতীয় আমকধঞ্ঞ পেয্যাল বর্গ, চতুর্থ আমকধঞ্ঞ পেয্যাল বর্গ, পঞ্চগতি পেয়্যাল বর্গ। সমাধি বর্গের আলোচ্য বিষয় ধ্যান। এতে মোট দশটি সূত্র সন্নিবেশিত হয়েছে যথা : সমাধি সূত্র, নির্জনতা ধ্যান সূত্র, দুই কুলপুত্র সূত্র, দুই শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সূত্র, বিতর্ক সূত্র, চিন্তা সূত্র, ঝগড়াটে সূত্র ও তিরচ্ছান কথা সূত্র। ধর্মচক্র প্রবর্তন বর্গেও দশটি সূত্র যথাক্রমে ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র, তথাগত সূত্র, স্কন্ধ সূত্র, আয়তন সূত্র, দ্বে ধারণ সূত্র, অবিদ্যা সূত্র, বিদ্যা সূত্র ব্যাখ্যা সূত্র, সত্য সূত্র হয়েছে আলোচিত। তথাগতের সম্যক সম্বোধি লাভের পর বারাণসীর ঋষিপতনে মৃগদায়ে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। সূত্রের আলোচ্য উপদেশাবলির মধ্যে মধ্যম প্রতিপদা এক অনন্য সংযোজন। হীন, গ্রাম্য ও সাধারণজন সেবিত অনার্য ও অনর্থকর কাম্যবস্তুতে অনুরক্ত হওয়া আর দ্বিতীয়ত অনার্য, অনর্থকর আত্মক্লেশ-জনিত দুঃখবরণ। এই দুই অন্ত ত্যাগ করে তথাগত মধ্যমপথ স্বয়ং আচরণপূর্বক বিমুক্তি অধিগত হয়েছেন। বিমুক্তি লাভে তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন এই দুই অন্ত পরিহারপূর্বক মধ্যম পন্থার অনুশীলন। তথাগত মধ্যম পন্থার কথা বলতে

গিয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গক্রম বর্ণনা করেন; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। জন্ম-দুঃখ, জরা-দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, প্রিয় বিয়োগে দুঃখ, ইপ্সিত বস্তুর অলাভজনিত দুঃখ ও সংক্ষেপে বলতে গেলে পঞ্চ উপাদানস্কন্ধরূপ দুঃখকেই বলে দুঃখ আর্যসত্য। ভব হতে ভবান্তরে পুনঃপুন উৎপাদিকা তৃষ্ণা যা আনন্দ ও লোভের সাথে আগমন করে এবং সেই সেই ভবে অভিনন্দনকারিনী—ইহাকে বলা হয় দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য। তা ত্রিবিধ—কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা। সেই তৃষ্ণার নিঃশেষে বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, বিরাগ, নিক্ষেপ, মুক্তি ও অনালয়কে বলে দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য। আর সেই দুঃখ-নিরোধের উপায় হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক চেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। বর্গোক্ত অন্যান্য সূত্রাদির আলোচ্য বিষয় চারি আর্যসত্য। বিভিন্ন পর্যায়ে চারি আর্যসত্যের বিশ্লেষণের কারণেই সম্ভবত বর্গের নামকরণ হয়েছে সত্য বর্গ। দুই বজ্জী সূত্র, সম্যকসম্বুদ্ধ সূত্র, অর্হৎ সূত্র, আসবক্ষয় সূত্র, মিত্র সূত্র, সত্য সূত্র, লোকসূত্র, পরিজ্ঞেয় ও গবম্পতি সূত্র নিয়ে সাজানো হয়েছে কোটিগ্রাম বর্গ। গবম্পতি সূত্র ব্যতীত অন্যান্য নয়টি সূত্রই স্বয়ং তথাগত বর্ণিত। গবম্পতি সূত্রে শুধুমাত্র আয়ুষ্মান গবম্পতি স্থবির তথাগতের উপদেশের পুনরুক্তি করেন ধর্মালোচনার প্রেক্ষিতে। সীসপাবন বর্গে সর্বসাকুল্যে দশটি সূত্র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে; যথা : সীসপা সূত্র, বাবলা সূত্র, দণ্ড সূত্র, বস্ত্র সূত্র, শতবর্ষ সূত্র, প্রাণী সূত্র, দ্বে সূর্য সূত্র ও ইন্দ্রখীল সূত্র, তার্কিক সূত্র। বিভিন্ন উপমা যোগে তথাগতকে শিষ্যমণ্ডলীদের চারি আর্যসত্যের উপদেশ দিতে দেখা যায় আলোচ্য বর্গে। চিন্তা সূত্র, প্রপাত সূত্র, পরিলাহ সূত্র, কূটাগার সূত্র, কেশ সূত্র, অন্ধকার সূত্র, দ্বে জোয়াল সূত্র ও দ্বে সিনেরু সূত্রে **প্রপাতবর্গ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এভাবে বিভিন্ন বিষয়ের সমাবেশে গ্রন্থটি পেয়েছে অনন্যতা। নিজস্ব সাতন্ত্র্য গুণে বিমণ্ডিত ধর্মরসে পূর্ণ প্রতিপাদ্য গ্রন্থটি আশা করি অনুসন্ধিৎসু জনের ধর্ম জিজ্ঞাসা পূরণে সহায়ক হবে।**

সংযুক্তনিকায়ের সংখ্যাগত দিকে অন্যান্য পাঁচটি খণ্ড বা বর্গের চেয়ে সর্ব বৃহৎদাকার সংগ্রহ এই মহাবর্গটির সূত্র সংখ্যা অনেক বেশি। গ্রন্থ পরিচিতিতে এতটুকু পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখতে হচ্ছে কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে। আশাকরি সুহৃদ পাঠক ও অনুসন্ধিৎসু জনের আলোচ্য গ্রন্থের সংক্ষিপ্ততম পরিচিত এই গ্রন্থ পরিচিতিতে মিলবে। পরমারাধ্য গুরুবর শ্রাবক বুদ্ধ

বনভন্তের বিগত বছর আমাকে সূত্রপিটকের, খুদ্দকনিকায়ের 'মহানির্দেশ' ও 'চুলনির্দেশ' গ্রন্থ দুটি অনুবাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু, পূর্বসংকল্পিত অন্যান্য বইয়ের অর্ধসমাপ্ত অবস্থার দরুন তা সম্ভবপর আজও হয়ে উঠেনি। অত্র গ্রন্থটির অনুবাদ নিষ্পন্ন হওয়ায় আশা রাখি এবার তা বাস্তবে রূপায়িত করতে সক্ষম হবো।

বুদ্ধবচনঋদ্ধ এই গ্রন্থটির অনুবাদকর্ম মূলত শ্রদ্ধেয় জ্ঞানপ্রিয় স্থবির ভন্তে মহোদয়ের ঐকান্তিক উৎসাহ-উদ্দীপনারই ফসল বলতে হয়। শ্রদ্ধেয় জ্ঞানপ্রিয় ভন্তের নিকট আমার প্রাথমিক পালি ভাষা শিক্ষার হাতেখড়ি হয় ২০০৪ সালে। আর আমার সতীর্থ, প্রতিপাদ্য গ্রন্থে অপর দুই অনুবাদক বঙ্গীস ও অজিত ভন্তেগণেরও প্রাথমিক পালি শিক্ষাচার্য ছিলেন শ্রদ্ধাভাজন জ্ঞানপ্রিয় ভন্তে। সতীর্থ বঙ্গীস ভন্তে ও অজিত ভন্তেদ্বয় ২০০৬ সালে জ্ঞানপ্রিয় ভন্তের নিকট পালি শিক্ষার এক পর্যায়ে সংযুক্তনিকায়ের ৫ম খণ্ডটি পরীক্ষামূলক অনুবাদকর্মে প্রবৃত হন শিক্ষাচার্য জ্ঞানপ্রিয় ভন্তেরই নির্দেশনায়। পরবর্তীতে শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো ভন্তের নিকট উচ্চতর পালি ভাষা শিক্ষার দরুন তা অসমাপ্ত রয়ে যায়। সেই পূর্ব আরাধ্য অসমাপ্ত বইটির পূর্ণতা দানে আমিও সামিল হই গুরুবর্গের প্রতি কৃতজ্ঞতা পূজা প্রদানের তথা সদ্ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। আনত মস্তকে আমাদের শিক্ষাচার্য শ্রদ্ধাভাজন জ্ঞানপ্রিয় ভন্তের শ্রীপাদপদ্মে বন্দনা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রাণপুরুষ আমাদের গুরুবর পরম পূজনীয় শ্রাবক বুদ্ধ 'বনভন্তের' (সাধনানন্দ মহাস্থবির) ঐকান্তিক ইচ্ছার দরুন আজ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। ভন্তের সার্বক্ষণিক উৎসাহবাক্য নিষ্প্রাণ হৃদয়ে এনে দেয় অনাবিল সঞ্জীবনী সুধা। সদ্ধর্ম রক্ষায় 'ভন্তের' অপরিসীম অবদান সর্বজনবিদিত। সশ্রদ্ধা বন্দনা ও কৃতজ্ঞ পূজা রইল শ্রাবকবুদ্ধ পূজনীয় 'সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তের' প্রতি। সকৃতজ্ঞ বন্দনা জানাই শিক্ষাগুরু শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ ভন্তে এবং শ্রদ্ধেয় জ্ঞানপ্রিয় ভন্তের প্রতি। অনস্বীকার্য, শিক্ষাচার্যদের পথপ্রদর্শন ব্যতীত এরূপ দুরূহ কার্য অসম্ভবপর।

গ্রন্থটি প্রণয়নে যারা কায়-বাক্য-মনে সহায়তা দান করে সোৎসাহ যুগিয়েছেন এবং প্রকাশনার বদান্য দায়িত্ব নিয়ে সদ্ধর্মকাণ্ডারী হয়েছেন; তাদের সকলের প্রতি অফুরন্ত মৈত্রী ও শুভেচ্ছা রইল। শ্রদ্ধেয় 'বনভন্তের' একান্ত সেবক শ্রদ্ধেয় আনন্দমিত্র ভন্তের প্রতি রইল আমাদের সশ্রদ্ধ বন্দনা। বিবিধ সময়ে সার্বিক সহযোগীতা দিয়ে ভন্তে আমাদের করেছেন কৃতার্থ।

'ধর্ম দান সকল দান হতে শ্রেষ্ঠ'। শ্রেষ্ঠ দানে শ্রেষ্ঠ-ফল। শ্রেষ্ঠ বা সর্বোচ্চ সুফলই নির্বাণ গমনকে করে ত্বরান্বিত। আর এই পুণ্য প্রার্থনা 'এই ধর্মদানে আমাদের সকলের দুঃখমুক্তি হোক' 'নির্বাণ লাভ হোক'।

"ভবতু সব্ব মঙ্গলম্"

সাধু... সাধু... সাধু।

২৫৩৪ বুদ্ধাব্দ, ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ শ্রীমৎ প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু
তাং- ৮ জানুয়ারি ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ কাটাছড়ি বন বিহার রাঙামাটি।

“সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে বন্দনা”

সূত্রপিটকে

সংযুক্তনিকায়

(পঞ্চম খণ্ড)

মহাবর্গ

১. মার্গ-সংযুক্ত

১. অবিদ্যা বর্গ

১. অবিদ্যা সূত্র

১.১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর[১] জেতবনে[২] অনাথপিণ্ডিকের নির্মিত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান ‘হে ভিক্ষুগণ,’ বলে ভিক্ষুদের আহ্বান করলেন। ‘হ্যাঁ ভন্তে,’ বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানের প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. “হে ভিক্ষুগণ, অকুশলধর্মসমূহ সম্পাদনের জন্য অবিদ্যাই অগ্রগামী, যা পাপের প্রতি নির্লজ্জতা ও নির্ভয়তা জন্মায়। ভিক্ষুগণ, অবিদ্যায় নিমজ্জিত

---

[১]। ভারতের কোশলরাজ্যের রাজধানী ছিল এই শ্রাবস্তী নগরী। বুদ্ধের জীবদ্দশায় ভারতের ছয়টি মহানগরীর মধ্যে শ্রাবস্তী ছিল অন্যতম। সুত্তনিপাত অর্থকথায় উল্লেখ আছে, তথাগত এই শ্রাবস্তীতে ২৫ বর্ষা উদ্‌যাপন করেন। তন্মধ্যে ১৯ বর্ষা জেতবন আরামে এবং ৬ বর্ষা পূর্বারাম বিহারে। বিস্তারিত দেখুন—পাদটীকা, অঙ্গুত্তরনিকায়, ষষ্ঠক নিপাত, প্রথম পৃষ্ঠা, প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু।

[২]। অনাথপিণ্ডিক নামক প্রসিদ্ধ ধনকুবের সুদত্ত ৫৪ কোটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে ‘জেত’ নামক রাজকুমার হতে উদ্যান ক্রয় করে সেখানে সুরম্য বিহার নির্মাণপূর্বক বুদ্ধকে দান করেছিলেন। রাজকুমার জেতের উদ্যানে নির্মিত বিধায় তা ‘জেতবন আরাম’ নামে খ্যাত হয়। মধ্যমনিকায় অত্থকথামতে, এই জেতবন আরামটি শ্রাবস্তীর দক্ষিণদিকস্থ ছিল।

মূর্খ ব্যক্তির মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয়; মিথ্যাদৃষ্টি পোষণকারীর মিথ্যা সংকল্প উৎপন্ন হয়, মিথ্যা সংকল্পকারী মিথ্যা বাক্য বলে থাকে, মিথ্যা বাক্যভাষী মিথ্যাকর্ম সম্পাদন করে, মিথ্যাকর্মী মিথ্যা জীবিকানির্বাহ করে, মিথ্যা জীবিকানির্বাহকারী মিথ্যা ব্যায়াম বা প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হয়, মিথ্যা ব্যায়াম বা প্রচেষ্টাকারীর মিথ্যা বা ভ্রান্ত স্মৃতি উৎপন্ন হয় এবং মিথ্যা বা ভ্রান্ত স্মৃতি মিথ্যা সমাধি উৎপন্ন করে।

৩. ভিক্ষুগণ, কুশলধর্মসমূহ সম্পাদনের জন্য বিদ্যাই অগ্রগামী, যা পাপের প্রতি লজ্জাবোধ ও ভয় জন্মায়। ভিক্ষুগণ, বিদ্বান, বিদ্যাগত এবং পণ্ডিত ব্যক্তির সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, সম্যক দৃষ্টি পোষণকারীর সম্যক সংকল্প উৎপন্ন হয়, সম্যক সংকল্পকারী সম্যক বাক্য বলে থাকে, সম্যক বাক্য ভাষী সম্যক কর্ম সম্পাদন করে, সম্যক কর্মকারী সম্যকভাবে জীবিকানির্বাহ করে, সম্যক জীবিকানির্বাহকারীর সম্যক ব্যায়াম বা প্রচেষ্টা উৎপন্ন হয়, সম্যক ব্যায়াম বা প্রচেষ্টাকারীর সম্যক স্মৃতি উৎপন্ন হয় এবং সম্যক স্মৃতি সম্যক সমাধি উৎপন্ন করে।” প্রথম সূত্র।

২. অর্ধ সূত্র[১]

২.১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শাক্যরাজ্যের[২] ‘নগরক’[৩] নামক শাক্যদের এক নিগমে (গ্রামে) অবস্থান করছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ[৪] ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বলতে

---

[১]। সংযুক্তনিকায় প্রথম খণ্ডের কোশল-সংযুক্তেও সূত্রোক্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে দেখা যায় কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ও তথাগতকে। তুলনীয়—Kindred saying, 1st part, 112-3 n.

[২]। ‘শাক্য’ শব্দটি একটি গোত্র বিশেষের নাম। তথাগত সম্যকসম্বুদ্ধ তার অন্তিম জন্মে এই শাক্যকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শাক্যদের আদি পুরুষের নাম **রাজা ‘ওক্কাকা’**। শাক্যদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে দেখুন—দীর্ঘনিকায়, শীলস্কন্ধ বর্গ, অম্বট্‌ঠ সূত্র; অনুবাদক: শ্রী ধর্মরত্ন মহাস্থবির।

[৩]। আমাদের পালি পাঠে দেয়া আছে ‘নগরক’। শ্রীলংকান পাঠে ‘নাগরক’ এবং শ্যাম (থাইল্যাণ্ড) পাঠে ‘সক্কর’ উক্ত হয়েছে।

[৪]। শুদ্ধোদনের ভ্রাতা অমিতোদন হচ্ছেন আয়ুষ্মান আনন্দের পিতা আর মহানাম ও অনুরুদ্ধ স্থবির সম্ভবত তার সৎভাই (249p.vol.1, dic of pali proper names)। ভগবান বুদ্ধের বহুশ্রুত, স্মৃতিমান শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে আনন্দ স্থবিরই শ্রেষ্ঠ বলে বুদ্ধকর্তৃক ঘোষিত হয়েছেন।

লাগলেন : “ভন্তে, কল্যাণমিত্রতা, কল্যাণসহায়তা ও কল্যাণসম্পর্কতা হচ্ছে ব্রহ্মচর্যের অর্ধেক।”

২. “এমন নহে আনন্দ, এমন নহে। হে আনন্দ, বরঞ্চ কল্যাণমিত্রতা, কল্যাণসহায়তা ও কল্যাণসম্পর্কতাই হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মচর্য। আনন্দ, কল্যাণমিত্রতা, কল্যাণসহায়তা এবং কল্যাণ-সম্পর্ককারী ভিক্ষুর নিকট ইহাই প্রত্যাশিত যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত এবং বহুলীকৃত করবে।

৩. হে আনন্দ, কীরূপে ভিক্ষু কল্যাণমিত্রতা, কল্যাণসহায়তা এবং কল্যাণ-সম্পর্ককারী হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? আনন্দ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত বা অনুশীলন করে। হে আনন্দ, এরূপেই ভিক্ষু কল্যাণমিত্রতা, কল্যাণসহায়তা এবং কল্যাণ-সম্পর্ককারী হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।

৪. হে আনন্দ, তোমার জানা উচিত যে—কল্যাণমিত্রতা, কল্যাণসহায়তা ও কল্যাণসম্পর্কতা এভাবেই পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মচর্যের কারণ হয়। আনন্দ, আমার ন্যায় কল্যাণমিত্রের সংস্রবে জন্মশীল সত্ত্বগণ জন্ম হতে পরিমুক্ত হয়, জরাশীল সত্ত্বগণ জরাধর্ম হতে মুক্ত হয়, মরণধর্মী সত্ত্বগণ মরণ হতে মুক্ত হয় এবং শোক পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াসধর্মী সত্ত্বগণ সেই শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস হতে মুক্ত হয়। আনন্দ, তোমার জানা উচিত যে—কল্যাণমিত্রতা, কল্যাণসহায়তা ও কল্যাণসম্পর্কতা এভাবেই পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মচর্যের কারণ হয়।” দ্বিতীয় সূত্র।

৩. সারিপুত্র[১] সূত্র

৩.১. শ্রাবস্তী নিদান। অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানকে এরূপ বলতে লাগলেন—“ভন্তে, কল্যাণমিত্রতা, কল্যাণসহায়তা ও কল্যাণসম্পর্কতাই হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মচর্য।”

---

[১]। গৌতম বুদ্ধের প্রধান অগ্রশ্রাবক। ইনি ধর্মসেনাপতি নামেও সুখ্যাত। ভিক্ষুপূর্বাবস্থায় ইনি উপতিষ্য নামে পরিচিত ছিলেন (মধ্যমনিকায়, প্রথম খণ্ড)। থেরগাথা, ৪৫৯ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত দেখুন।

২. "সাধু, সারিপুত্র, সাধু। হে সারিপুত্র, কল্যাণমিত্রতা, কল্যাণসহায়তা ও কল্যাণসম্পর্কতাই হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মচর্য। সারিপুত্র, কল্যাণমিত্রতা, কল্যাণসহায়তা এবং কল্যাণ-সম্পর্ককারী ভিক্ষুর নিকট ইহাই প্রত্যাশিত যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত এবং বহুলীকৃত করবে। সারিপুত্র, কীরূপে ভিক্ষু কল্যাণমিত্রতা, কল্যাণসহায়তা এবং কল্যাণ-সম্পর্ককারী হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে?

৩. সারিপুত্র, এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী হয়ে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত বা অনুশীলন করে। সারিপুত্র, এরূপেই ভিক্ষু কল্যাণমিত্রতা, কল্যাণসহায়তা এবং কল্যাণ-সম্পর্ককারী হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।

৪. হে সারিপুত্র, তোমার জানা উচিত যে—কল্যাণমিত্রতা, কল্যাণসহায়তা ও কল্যাণসম্পর্কতা এভাবেই পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মচর্যের কারণ হয়। সারিপুত্র, আমার ন্যায় কল্যাণমিত্রের সংস্রবে জন্মশীল সত্ত্বগণ জন্ম হতে পরিমুক্ত হয়, জরাশীল সত্ত্বগণ জরাধর্ম হতে মুক্ত হয়, মরণধর্মী সত্ত্বগণ মরণ হতে মুক্ত হয় এবং শোক পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াসধর্মী সত্ত্বগণ সেই শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস হতে মুক্ত হয়। সারিপুত্র, তোমার জানা উচিত যে—কল্যাণমিত্রতা, কল্যাণসহায়তা ও কল্যাণসম্পর্কতা এভাবেই পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মচর্যের কারণ হয়।" তৃতীয় সূত্র।

৪. জানুশ্রোণি ব্রাহ্মণ সূত্র

৪.১. শ্রাবস্তী নিদান। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ পূর্বাহ্ন সময়ে বহির্বাস পরিধানপূর্বক পাত্র-চীবর সাথে নিয়ে শ্রাবস্তীতে ভিক্ষার্থে প্রবেশ করলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ জানুশ্রোণি ব্রাহ্মণকে[১] সমস্ত শ্বেত বর্ণের বড় আচ্ছাদনযুক্ত রথে চড়ে শ্রাবস্তী হতে প্রত্যাগমন করতে দেখলেন। তার শ্বেত অলংকারে সাজযুক্ত ঘোড়াও শ্বেত, শ্বেত রথ, অনুচরও শ্বেত বর্ণিল, শ্বেত লাগাম, শ্বেত অঙ্কুশ, শ্বেত ছত্র, শ্বেত পাগড়ি, শ্বেত বস্ত্র, পাদুকাও শ্বেত বর্ণের এবং শ্বেত

---

[১]। চঙ্কী, তারুক্ষ, পোক্খরসাতি, তোদেয্য প্রভৃতির সমপর্যায়ভুক্ত সুবিশাল মহাশাল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন এই জানুশ্রোণি (সুত্তনিপাত, ১১৫ পৃ.)। ধর্মপদ অত্থকথা ৩৯৯ পৃ. মতে, জানুশ্রোণি ব্রাহ্মণের স্থায়ী আবাস ছিল শ্রাবস্তীতে।

চামরের বীজনী দ্বারা তাকে ব্যজন করা হচ্ছে। জনতারা তা দেখে এরূপ বলতে লাগল—"হে বন্ধু, ইহা সত্যিই ব্রহ্মযান! বন্ধু, সত্যিই তা ব্রহ্মযানের সদৃশ!"

২. অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ শ্রাবস্তীতে ভিক্ষার্থে বিচরণ করে ভিক্ষান্ন সংগ্রহের পর প্রত্যাগমন করে ভোজন করার পর ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বলতে লাগলেন :

৩. "ভন্তে, আমি পূর্বাহ্ন সময়ে বহির্বাস পরিধানপূর্বক পাত্র-চীবর সাথে নিয়ে শ্রাবস্তীতে ভিক্ষার্থে প্রবেশ করেছিলাম। ভন্তে, আমি জানুশ্রোণি ব্রাহ্মণকে সমস্ত শ্বেত বর্ণের বড় আচ্ছাদনযুক্ত রথে চড়ে শ্রাবস্তী হতে প্রত্যাগমন করতে দেখলাম। তার শ্বেত অলংকারে সাজযুক্ত ঘোড়াও শ্বেত, শ্বেত রথ, অনুচরও শ্বেত বর্ণিল, শ্বেত লাগাম, শ্বেত অঙ্কুশ, শ্বেত ছত্র, শ্বেত পাগড়ি, শ্বেত বস্ত্র, পাদুকাও শ্বেত বর্ণের এবং শ্বেত চামরের বীজনী দ্বারা তাকে ব্যজন করা হচ্ছিল। জনতারা তা দেখে এরূপ বলতে লাগল—'হে বন্ধু, ইহা সত্যিই ব্রহ্মযান! বন্ধু, সত্যিই তা ব্রহ্মযানের সদৃশ!' ভন্তে, এই ধর্ম-বিনয়ে কি ব্রহ্মযান প্রজ্ঞাপ্ত করা সম্ভব?"

৪. "হ্যাঁ সম্ভব, আনন্দ," বলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন—"আনন্দ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের ইহাই অধিবচন; যথা—ইহা 'ব্রহ্মযান' ইহা 'ধর্মযান[১]' ও ইহা 'শ্রেষ্ঠ সংগ্রাম বিজয়।'

৫. আনন্দ, সম্যক দৃষ্টি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তৎদরুন রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পরিত্যাগ হয়। একইভাবে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম বা প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তদ্দরুন রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পরিত্যাগ হয়।

৬. আনন্দ, এই পর্যায়ে তোমাদের জানা উচিত যে, এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের ইহাই অধিবচন; যথা—ইহা 'ব্রহ্মযান' ইহা 'ধর্মযান' ও ইহা 'শ্রেষ্ঠ সংগ্রাম বিজয়।' ভগবান এরূপ বললেন। সুগত শাস্তা ইহা বলার পর আবার এরূপ বললেন :

> "জেয়ালের ন্যায় যুক্ত যার শ্রদ্ধা প্রজ্ঞাদ্বয়,
> লজ্জা হচ্ছে ঈশ তার, মন জোয়ালে বদ্ধ রয়;

---

[১]। তুলনীয়, সংযুক্তনিকায়, প্রথম খণ্ড, ৩৩; ৪র্থ খণ্ড, ২৯১ প্রভৃতি।

স্মৃতি হলো সারথি আর রথ হচ্ছে শীলভূষণ,
ধ্যান হলো তার অক্ষদণ্ড ও চক্ররূপী বীর্য উদ্দীপন।
উপেক্ষা, সমাধি সদা সঙ্গী তার অনীহা আভরণ,
অব্যাপাদ, অবিহিংসা, বিবেক যে তার অস্ত্র অনুক্ষণ;
তিতিক্ষা বা ধৈর্য হলো তার বর্ম আস্তরণ,
যোগক্ষেমে হয় আবর্তিত সে সদা আমরণ।
এবংবিধ আত্মজাত, অনুত্তর ব্রহ্মযানে চড়ে,
ধীরগণ লোক হতে বের হয়ে সর্বত্র জয় করে।" চতুর্থ সূত্র।

৫. কী উদ্দেশ্যে[১] সূত্র

৫.১. শ্রাবস্তী নিদান। অতঃপর বহুসংখ্যক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "ভন্তে, এক্ষেত্রে আমাদেরকে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন—'বন্ধু, কী উদ্দেশ্যে শ্রমণ গৌতমের নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়?' ভন্তে, এরূপ প্রশ্নে জিজ্ঞাসিত হয়ে আমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের এরূপ ব্যাখ্যা বা উত্তর প্রদান করি—'বন্ধু, দুঃখ পরিজ্ঞাত হওয়ার বা দুঃখ উপলব্ধির জন্য ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়।' ভন্তে, এরূপ প্রশ্ন দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে আমরা যা বর্ণনা করেছি তাতে কী ভগবানের কথিত উপদেশের যথার্থ প্রকাশ হয়েছে, নাকি ভগবানকে অভূতপূর্ব বাক্যে দোষারোপ করলাম, না ধর্মানুধর্ম ব্যাখ্যা করলাম? নাকি কোনো ধর্মানুসারে বাদানুবাদের দরুন ঘৃণা বা নিন্দা অর্জন করলাম?"

৩. "হে ভিক্ষুগণ, সত্যিই তোমরা এরূপ প্রশ্ন দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে যা বর্ণনা করেছ তা আমার কথিত উপদেশের যথার্থই প্রকাশ করেছ, আমাকে অভূতপূর্ব বাক্যে দোষারোপ না করে ধর্মানুধর্ম[২] ব্যাখ্যা করেছ, কোনো

---

[১]। মূল পাঠে 'কিমত্থ' দেয়া আছে। উদ্দান কিমত্থিযো। অঙ্গুত্তরনিকায়েও 'কিমত্থিযো সুত্তং' দেয়া হয়েছে।

[২]। যে ভিক্ষু সমস্ত সংস্থাপিত শিক্ষাপদ-জিন-বেলা-ভূমি-জিন মর্যাদা ও জিন-কালসূত্র (শাসন) অনুমাত্রও অতিক্রম করে না, তাঁকে ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন বলে বলা হয়। এবং যে ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল ও দশশীল পালন করে, মাসে আটবার উপোসথ শীল পালন করে, দান দিয়ে থাকে, গন্ধ-মাল্য দিয়ে ত্রিরত্নকে পূজা করে, মাতাপিতা ও ধার্মিক শ্রমণ-ব্রাহ্মণদিগের সেবা করে, তাকেই 'ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন' বলে আখ্যা দেয়া যেতে পারে।

ধর্মানুসারে বাদানুবাদের দরুন ঘৃণা বা নিন্দা অর্জন করনি। দুঃখ পরিজ্ঞাত বা উপলব্ধির জন্যই আমার নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়[১]।

৪. ভিক্ষুগণ, যদি অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ তোমাদের এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে—'বন্ধু, এই দুঃখ পরিজ্ঞাত হওয়ার বা দুঃখ উপলব্ধির জন্য কোনো মার্গ ও প্রতিপদা আছে কি?' ভিক্ষুগণ, তোমরা এরূপে জিজ্ঞাসিত হলে সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের এভাবে ব্যাখ্যা করবে—'হ্যাঁ বন্ধু, এই দুঃখ পরিজ্ঞাত হওয়ার বা দুঃখ উপলব্ধির জন্য মার্গ ও প্রতিপদা আছে।'

৫. ভিক্ষুগণ, এই দুঃখ পরিজ্ঞাত হওয়ার বা দুঃখ উপলব্ধির জন্য মার্গ ও প্রতিপদা কত প্রকার? ইহা হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। এই দুঃখ পরিজ্ঞাত বা উপলব্ধির জন্য ইহাই মার্গ, ইহাই প্রতিপদা। ভিক্ষুগণ, তোমরা এরূপে প্রশ্ন দ্বারা জিজ্ঞাসিত হলে সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের এভাবেই ব্যাখ্যা করবে।" পঞ্চম সূত্র।

৬. প্রথম জনৈক ভিক্ষু সূত্র

৬.১. শ্রাবস্তী নিদান। অতঃপর জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, এই যে, 'ব্রহ্মচর্য, ব্রহ্মচর্য' বলা হয়। আসলে ব্রহ্মচর্য কীরূপ এবং কীরূপে ব্রহ্মচর্য পর্যাবসান হয় (বা পরিপূর্ণতা লাভ হয়)?'"

২. "হে ভিক্ষু, ব্রহ্মচর্য হচ্ছে এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ভিক্ষু, যখন রাগ, দ্বেষ ও মোহের ক্ষয় হয় তখনই ব্রহ্মচর্যের পর্যাবসন হয় (বা পরিপূর্ণতা লাভ হয়)।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. দ্বিতীয় জনৈক ভিক্ষু সূত্র

৭.১. শ্রাবস্তী নিদান। অতঃপর জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন :

সারসংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২১।

[১]। সংযুক্ত-নিকায়, ৪র্থ খণ্ড, ২৭, ৮৭; দীর্ঘ-নিকায়, প্রথম খণ্ড, ১৯২; মিলিন্দ প্রশ্ন, ৪৯, ১০১ প্রভৃতিতে এই অংশটির পুনরাবৃত্তি দেখা যায়।

২. "ভন্তে, এই যে, 'রাগবিনয় (বা রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয়' বলা হয়ে থাকে। এই 'রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয়ের' অধিবচন কী?"

৩. "হে ভিক্ষু, নির্বাণধাতু বা উপাদানই হচ্ছে রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয়ের অধিবচন এবং তা দ্বারাই আসবসমূহ ক্ষয় হয় এরূপ বলা হয়ে থাকে।"

৪. এরূপ উক্ত হলে সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, এই যে, 'অমৃত, অমৃত' বলা হয়। এই অমৃত কীরূপ এবং অমৃতগামী মার্গই বা কত প্রকার?"

৫. "হে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় বা (রাগ-দ্বেষ-মোহ) ক্ষয়কেই অমৃত বলা হয়। আর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই হচ্ছে অমৃতগামী মার্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি।" সপ্তম সূত্র।

৮. বিভঙ্গ সূত্র

৮.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ[১] দেশনা এবং বিশ্লেষণ করব। তা তোমরা উত্তমরূপে মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর, আমি ভাষণ করছি। "হ্যাঁ ভন্তে," বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী? যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি।

ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি কাকে বলে? দুঃখে জ্ঞান, দুঃখ-সমুদয়ে জ্ঞান, দুঃখ-নিরোধে জ্ঞান ও দুঃখ-নিরোধের উপায় বা প্রতিপদায় জ্ঞানকে সম্যক দৃষ্টি বলা হয়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক সংকল্প কাকে বলে? নৈষ্ক্রম্য সংকল্প, অব্যাপাদ সংকল্প ও

---

[১]। তথাগত ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ পরম শান্তিপদ নির্বাণ গমনের জন্য ও চরম মুক্তি লাভের জন্য যে ঋজুপথ আবিষ্কার করেছেন তাহাই 'আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ' নামে অভিহিত হয়। ভগবান কর্তৃক এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ সর্বত্রই দেশিত হয়েছে। আর মার্গ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—'কিলেসে মারেন্তা নিব্বানং গচ্ছন্তি এতেনাতি মগ্গো' অর্থাৎ এই ধর্ম দ্বারা আত্মদৃষ্টিমূলক সমস্ত ক্লেশ বিনাশ করতে করতে (নরক) দুঃখ ও বর্তদুঃখ-নিরোধপূর্বক নির্বাণ গমন করে বলেই এর নাম মার্গ।

অবিহিংসা সংকল্পকে সম্যক সংকল্প বলা হয়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক বাক্য কাকে বলে? মিথ্যা বাক্য, পিশুন বাক্য, পরুষ বাক্য ও সম্প্রলাপ বাক্য হতে বিরত হওয়াকে সম্যক বাক্য বলা হয়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক কর্ম কাকে বলে? প্রাণিহত্যা, চুরি ও মিথ্যাকামাচার হতে বিরত থাকাকেই সম্যক কর্ম বলা হয়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক জীবিকা কাকে বলে? এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক মিথ্যা জীবিকা পরিত্যাগপূর্বক সম্যক জীবিকা দ্বারা জীবিকানির্বাহ করেন; ইহাকেই সম্যক জীবিকা বলা হয়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক প্রচেষ্টা কাকে বলে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু অনুৎপন্ন পাপ ও অকুশল বিষয় অনুৎপাদনের জন্য প্রচেষ্টা করে; উৎপন্ন পাপ ও অকুশল বিষয় পরিত্যাগের জন্য চেষ্টা চালায়; অনুৎপন্ন কুশল উৎপাদনের জন্য ও উৎপন্ন কুশলের স্থিতি, সুরক্ষা, বৃদ্ধি, বৈপুল্য, বর্ধন ও পূর্ণতার জন্য ইচ্ছা পোষণ করে, প্রচেষ্টা করে, বীর্য প্রয়োগ করে এবং চিত্তকে তাতে নিয়োজিত করে ও সাগ্রহে চেষ্টা করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকেই সম্যক ব্যায়াম বলা হয়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক স্মৃতি কাকে বলে[১]? এক্ষেত্রে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। একইভাবে সে উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মেও ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ইহাকে সম্যক স্মৃতি বলা হয়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক সমাধি কাকে বলে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু কামনা ও অকুশল বিষয়সমূহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিতর্ক, বিচার ও নির্জনতাজনিত প্রীতি-সুখসমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে বিতর্ক ও বিচার প্রশমিত হওয়ার দরুন অভ্যন্তরীণ সম্প্রসাদ ও চিত্তের একাগ্রতাযুক্ত, বিতর্ক বিচারহীন এবং সমাধিজনিত প্রীতি-সুখসমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যানস্তর লাভ করে অবস্থান করে। প্রীতিতে বিরাগ উৎপন্ন হওয়ায় সে উপেক্ষাশীল বা সুখ-দুঃখে-সমভাবাপন্ন হয়ে অবস্থান করে। সে স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে দৈহিক সুখ অনুভব করে। যে অবস্থায় থাকলে আর্যগণ 'উপেক্ষাশীল স্মৃতিমান সুখবিহারী' বলে অভিহিত করে, সেই তৃতীয় ধ্যানস্তর লাভ করে

---

[১]। তুলনীয়, সংযুক্তনিকায়, ৪র্থ খণ্ড, ১৬০।

অবস্থান করে।[১] সে সুখ-দুঃখের প্রহানে এবং পূর্বেই মানসিক সৌমনস্য-দৌর্মনস্যের অস্তগমন করে সুখ-দুঃখহীন 'উপেক্ষা-স্মৃতি-পরিশুদ্ধি' নামক চতুর্থ ধ্যানস্তর লাভ করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলা হয় সম্যক সমাধি।" অষ্টম সূত্র।

৯. শূক সূত্র

৯.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, যদি অপরিণত (মিচ্ছাপণিহিতং) শষ্যশূক বা যবশূক হাত অথবা পায়ের দ্বারা দলিত করা হয়, তবে সেই হাত বা পা ক্ষত হবে কিংবা তা হতে রক্ত নিঃসৃত হবে, তা অসম্ভব। তার কারণ কী? সেই শূক অপরিণত হওয়ার দরুন। এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু মিথ্যা প্রতিপন্ন দৃষ্টির দ্বারা, মিথ্যা প্রতিপন্ন মার্গ ভাবনার দ্বারা অবিদ্যাকে ছেদন করবে, বিদ্যা (জ্ঞান) উৎপন্ন করবে এবং নির্বাণ সাক্ষাৎ বা উপলব্ধি করবে, তা অসম্ভব। তার কারণ কী? ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর দৃষ্টি মিথ্যায় প্রতিপন্ন বিধায়।

২. ভিক্ষুগণ, যেমন পরিণত শষ্যশূক বা যবশূক যদি হাত অথবা পায়ের দ্বারা দলিত করা হয়, তবে সেই হাত বা পা ক্ষত হবে কিংবা তা হতে রক্ত নিঃসৃত হবে, তা সম্ভব। তার কারণ কী? শষ্যশূক পরিণত হওয়ার দরুন। এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সম্যক প্রণিহিত দৃষ্টির দ্বারা, সম্যক প্রণিহিত মার্গ ভাবনার দ্বারা অবিদ্যাকে ছেদন করবে, বিদ্যা (জ্ঞান) উৎপন্ন করবে এবং নির্বাণ সাক্ষাৎ করবে, তা সম্ভব। তার কারণ কী? ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর দৃষ্টি সম্যক প্রণিহিত বিধায়।

৩. ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু সম্যক প্রণিহিত দৃষ্টির দ্বারা, সম্যক প্রণিহিত মার্গ ভাবনার দ্বারা অবিদ্যাকে ছেদন করে, বিদ্যা উৎপন্ন করে এবং নির্বাণ সাক্ষাৎ করে থাকে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু সম্যক প্রণিহিত দৃষ্টির দ্বারা, সম্যক প্রণিহিত মার্গ ভাবনার দ্বারা অবিদ্যাকে ছেদন করে, বিদ্যা উৎপন্ন করে এবং নির্বাণ সাক্ষাৎ করে থাকে।" নবম সূত্র।

---

[১]। এই অংশটির সাথে উপনিষদের মিল রয়েছে।

১০. নন্দিয় সূত্র

১০.১. শ্রাবস্তী নিদান। অতঃপর নন্দিয় পরিব্রাজক ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে কুশলাকুশল বিনিময় করলেন। কুশলাকুশল বিনিময়ের পর প্রীতিপূর্ণ আলাপান্তে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট নন্দিয় পরিব্রাজক ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "হে মাননীয় গৌতম, কয়টি ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা নির্বাণে নিয়ে যায়, নির্বাণপরায়ণ হয় ও নির্বাণেই তা পরিসমাপ্ত হয়?

৩. "হে নন্দিয়, এই অষ্টবিধ ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা নির্বাণে নিয়ে যায়, নির্বাণপরায়ণ হয় ও নির্বাণেই তা পরিসমাপ্ত হয়। সেই অষ্টবিধ কী কী? যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। নন্দিয়, এই অষ্টবিধ ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা নির্বাণে নিয়ে যায়, নির্বাণপরায়ণ হয় ও নির্বাণেই তা পরিসমাপ্ত হয়।"

৪. এরূপ উক্ত হলে নন্দিয় পরিব্রাজক ভগবানকে এরূপ বললেন, "মাননীয় গৌতম, কী আশ্চর্য! কী অদ্ভুত! মাননীয় গৌতম, যেমন, কেউ অধোমুখী পাত্রকে ঊর্ধ্বমুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, পথভ্রষ্টকে পথ বলে দেয় এবং অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপাদি দেখতে পায়; ঠিক সেরূপেই মাননীয় গৌতমের দ্বারা অনেক পর্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত হলো। এখন হতে আমি মাননীয় গৌতমের শরণ গ্রহণ করছি, ধর্ম এবং ভিক্ষুসংঘের শরণও গ্রহণ করছি। হে প্রভু গৌতম, আজ হতে আমাকে আপনার আমরণ শরণাগত উপাসকরূপে ধারণ করুন।" দশম সূত্র।

অবিদ্যা বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

অবিদ্যা, অর্ধ, সারিপুত্র আর ব্রাহ্মণ সূত্র;
কী অর্থে, দুই ভিক্ষু, বিভঙ্গ, শূক ও নন্দিয় সূত্র উক্ত॥

২. বিহার বর্গ

১. প্রথম বিহার সূত্র

১১.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, আমি অর্ধমাস একাকী নির্জনে থাকতে ইচ্ছা পোষণ করছি। সে-সময় আমার জন্য পিণ্ডপাত আনয়নকারী

একজন ব্যতীত অন্য কারও আমার নিকট উপস্থিত হওয়া উচিত হবে না।” “তাই হোক ভন্তে,” বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় সম্মত হয়ে পিণ্ডপাত সরবরাহকারী একজন ব্যতীত অন্য কেউ তখন ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন না।

২. অতঃপর ভগবান সেই অর্ধমাস সমাপনে নির্জনতাজনিত ধ্যান হতে উঠে ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, সম্বোধি লাভের পর প্রথমাবস্থায় আমি যেরূপে অবস্থান করেছিলাম, সেরূপেই এই কদিন অবস্থান করেছি। আমি এরূপ প্রকৃষ্টভাবে জ্ঞাত হয়েছি যে—মিথ্যাদৃষ্টির প্রত্যয় (কারণ) আমার বেদয়িত বা উপলব্ধ এবং সম্যক দৃষ্টির প্রত্যয়ও আমার উপলব্ধ; মিথ্যা সংকল্পের প্রত্যয় আমার বেদয়িত আর সম্যক সংকল্পের প্রত্যয়ও আমার উপলব্ধ; মিথ্যা বাক্যের প্রত্যয় আমার বেদয়িত এবং সম্যক বাক্যের প্রত্যয়ও আমার উপলব্ধ; মিথ্যা কর্মের প্রত্যয় আমার বেদয়িত আর সম্যক কর্মের প্রত্যয়ও আমার উপলব্ধ; মিথ্যা জীবিকার প্রত্যয় আমার বেদয়িত এবং সম্যক জীবিকার প্রত্যয়ও আমার উপলব্ধ; মিথ্যা প্রচেষ্টার প্রত্যয় আমার বেদয়িত আর সম্যক প্রচেষ্টার প্রত্যয়ও আমার উপলব্ধ; মিথ্যা স্মৃতির প্রত্যয় আমার বেদয়িত এবং সম্যক স্মৃতির প্রত্যয়ও আমার উপলব্ধ ও মিথ্যা সমাধির প্রত্যয় আমার বেদয়িত আর সম্যক সমাধির প্রত্যয়ও আমার উপলব্ধ। ছন্দ বা ইচ্ছার প্রত্যয়, বিতর্কের প্রত্যয়, সংজ্ঞার প্রত্যয়ও আমার উপলব্ধ; ছন্দ, বিতর্ক ও সংজ্ঞা নির্মূল না হলে তৎ প্রত্যয়ও আমার উপলব্ধ হয়; আর যদি ছন্দ, বিতর্ক ও সংজ্ঞা নির্মূল হয় তবে সে কারণও আমার উপলব্ধ। অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য প্রচেষ্টা আছে, সেই বিষয় প্রাপ্তির প্রত্যয় বা কারণও আমার উপলব্ধ।” প্রথম সূত্র।

২. দ্বিতীয় বিহার সূত্র

১২.১. শ্রাবস্তী নিদান। “হে ভিক্ষুগণ, আমি তিন মাস একাকী নির্জনে থাকতে ইচ্ছা পোষণ করছি। সে-সময় আমার জন্য পিণ্ডপাত আনয়নকারী একজন ব্যতীত অন্য কারও আমার নিকট উপস্থিত হওয়া উচিত হবে না।” “তাই হোক ভন্তে,” বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় সম্মত হয়ে পিণ্ডপাত সরবরাহকারী একজন ব্যতীত অন্য কেউ তখন ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন না।

২. অতঃপর ভগবান সেই তিন মাস সমাপনে নির্জনতাজনিত ধ্যান হতে উঠে ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন, “ভিক্ষুগণ, সম্বোধি লাভের পর

প্রথমাবস্থায় আমি যেরূপে অবস্থান করেছিলাম, সেরূপেই এই কদিন অবস্থান করেছি। আমি এরূপ প্রকৃষ্টভাবে জ্ঞাত হয়েছি যে—মিথ্যাদৃষ্টির প্রত্যয় (কারণ) আমার বেদয়িত বা উপলব্ধ এবং সম্যক দৃষ্টির প্রত্যয়ও আমার উপলব্ধ; মিথ্যা সংকল্পের প্রত্যয় আমার বেদয়িত আর সম্যক সংকল্পের প্রত্যয়ও আমার উপলব্ধ; মিথ্যা বাক্যের প্রত্যয় আমার বেদয়িত এবং সম্যক বাক্যের প্রত্যয়ও আমার উপলব্ধ; মিথ্যা কর্মের প্রত্যয় আমার বেদয়িত আর সম্যক কর্মের প্রত্যয়ও আমার উপলব্ধ; মিথ্যা জীবিকার প্রত্যয় আমার বেদয়িত এবং সম্যক জীবিকার প্রত্যয়ও আমার উপলব্ধ; মিথ্যা প্রচেষ্টার প্রত্যয় আমার বেদয়িত আর সম্যক প্রচেষ্টার প্রত্যয়ও আমার উপলব্ধ; মিথ্যা স্মৃতির প্রত্যয় আমার বেদয়িত এবং সম্যক স্মৃতির প্রত্যয়ও আমার উপলব্ধ ও মিথ্যা সমাধির প্রত্যয় আমার বেদয়িত আর সম্যক সমাধির প্রত্যয়ও আমার উপলব্ধ। ছন্দ বা ইচ্ছার প্রত্যয়, বিতর্কের প্রত্যয়, সংজ্ঞার প্রত্যয়ও আমার উপলব্ধ; ছন্দ, বিতর্ক ও সংজ্ঞা নির্মূল না হলে তৎ প্রত্যয়ও আমার উপলব্ধ হয়; আর যদি ছন্দ, বিতর্ক ও সংজ্ঞা নির্মূল হয় তবে সে কারণও আমার উপলব্ধ। অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য প্রচেষ্টা আছে, সেই বিষয় প্রাপ্তির প্রত্যয় বা কারণও আমার উপলব্ধ।” দ্বিতীয় সূত্র।

৩. শৈক্ষ্য সূত্র

১৩.১. শ্রাবস্তী নিদান। অতঃপর জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন, “ভন্তে, এই যে, ‘শৈক্ষ্য, শৈক্ষ্য’ বলা হয়। কীরূপে শৈক্ষ্য হওয়া যায়?

২. “হে ভিক্ষু, এক্ষেত্রে ভিক্ষু শৈক্ষ্য বা শিক্ষণীয় সম্যক দৃষ্টি দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। একইভাবে ভিক্ষু শিক্ষণীয় সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। ভিক্ষু, এরূপেই শৈক্ষ্য হওয়া যায়।” তৃতীয় সূত্র।

৪. প্রথম উৎপত্তি সূত্র

১৪.১. শ্রাবস্তী নিদান। “হে ভিক্ষুগণ, এই অষ্টবিধ ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে অনুৎপন্ন বিষয় উৎপন্ন হয়, যা তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব ব্যতীত অন্যত্র উৎপন্ন হয় না। সেই অষ্টবিধ কী কী? যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক

প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ভিক্ষুগণ, এই অষ্টবিধ ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে অনুৎপন্ন বিষয় উৎপন্ন হয়, যা তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব ব্যতীত অন্যত্র উৎপন্ন হয় না।" চতুর্থ সূত্র।

৫. দ্বিতীয় উৎপত্তি সূত্র

১৫.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, এই অষ্টবিধ ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে অনুৎপন্ন বিষয় উৎপন্ন হয়, যা সুগতবিনয় ব্যতীত অন্যত্র উৎপন্ন হয় না। সেই অষ্টবিধ কী কী? যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ভিক্ষুগণ, এই অষ্টবিধ ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে অনুৎপন্ন বিষয় উৎপন্ন হয়, যা সুগতবিনয় ব্যতীত অন্যত্র উৎপন্ন হয় না।" পঞ্চম সূত্র।

৬. প্রথম পরিশুদ্ধ সূত্র

১৬.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, পরিশুদ্ধ, পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও উপক্লেশহীন এই অষ্টবিধ ধর্ম অনুৎপন্ন থাকলে উৎপন্ন হয়, যা তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব ব্যতীত অন্যত্র উৎপন্ন হয় না। সেই অষ্টবিধ কী কী? যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ভিক্ষুগণ, পরিশুদ্ধ, পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও উপক্লেশহীন এই অষ্টবিধ ধর্ম অনুৎপন্ন থাকলে উৎপন্ন হয়, যা তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব ব্যতীত অন্যত্র উৎপন্ন হয় না।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. দ্বিতীয় পরিশুদ্ধ সূত্র

১৭.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, পরিশুদ্ধ, পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও উপক্লেশহীন এই অষ্টবিধ ধর্ম অনুৎপন্ন থাকলে উৎপন্ন হয়, যা সুগতবিনয় ব্যতীত অন্যত্র উৎপন্ন হয় না। সেই অষ্টবিধ কী কী? যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ভিক্ষুগণ, পরিশুদ্ধ, পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও উপক্লেশহীন এই অষ্টবিধ ধর্ম অনুৎপন্ন থাকলে উৎপন্ন হয়, যা সুগতবিনয় ব্যতীত অন্যত্র উৎপন্ন হয় না।" সপ্তম সূত্র।

৮. প্রথম কুক্কুটারাম সূত্র

১৮.১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় আয়ুষ্মান আনন্দ ও আয়ুষ্মান ভদ্র পাটলিপুত্রের কুক্কুটারামে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান ভদ্র (একদিন) সন্ধ্যা-সময়ে নির্জনতাজনিত ধ্যান হতে আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দের সাথে কুশল-বিনিময় করলেন। কুশলাকুশল ও প্রীতিপূর্ণ আলাপান্তে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান ভদ্র আনন্দকে এরূপ বললেন :

২. "আবুসো আনন্দ, এই যে, 'অব্রহ্মচর্য, অব্রহ্মচর্য' বলা হয়। সেই অব্রহ্মচর্য কত প্রকার? "সাধু, আবুসো ভদ্র, সাধু। আবুসো ভদ্র, আপনি অত্যন্ত বিচক্ষণপূর্ণ, প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন ও কল্যাণপ্রদ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন। আপনি এরূপ জিজ্ঞাসা করেছেন যে—'আবুসো, আনন্দ, এই যে, 'অব্রহ্মচর্য, অব্রহ্মচর্য' বলা হয়। সেই অব্রহ্মচর্য কত প্রকার?'" "হ্যাঁ আবুসো, আমি এরূপই জিজ্ঞাসা করেছি।"

৩. "হে আবুসো, এই আট প্রকার মিথ্যা মার্গই হচ্ছে অব্রহ্মচর্য। যথা : মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি ও মিথ্যা সমাধি।" অষ্টম সূত্র।

৯. দ্বিতীয় কুক্কুটারাম সূত্র

১৯.১. পাটলিপুত্র[১] নিদান। "আবুসো, আনন্দ, এই যে, 'ব্রহ্মচর্য, ব্রহ্মচর্য' বলা হয়। সেই ব্রহ্মচর্য কত প্রকার এবং ব্রহ্মচর্যের পর্যাবসানই বা কীরূপ?" "সাধু, আবুসো ভদ্র, সাধু। আবুসো ভদ্র, আপনি অত্যন্ত বিচক্ষণপূর্ণ, প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন ও কল্যাণপ্রদ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন। আপনি এরূপ জিজ্ঞাসা করেছেন যে—'আবুসো, আনন্দ, এই যে, 'ব্রহ্মচর্য, ব্রহ্মচর্য' বলা হয়। সেই ব্রহ্মচর্য কত প্রকার এবং সেই ব্রহ্মচর্যের পর্যাবসানই বা কীরূপ?'"

---

[১]। 'পাটলিপুত্র' প্রাচীন মগধরাজ্যের নাম ছিল। ইহার বর্তমান নাম 'পাটনা'। এই পাটনা উত্তর ভারতীয় বিহার প্রদেশের বর্তমান রাজধানী।—(পালি-বাংলা অভিধান, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১০৭৪, শান্তরক্ষিত মহাস্থবির)। পূর্বে এই পাটলিপুত্রের নাম ছিল 'পাটলিগ্রাম'। ভগবান অজাতশত্রুর দুই অমাত্য সুনীধ ও বর্ষকারের আবসথে ভোজনপূর্বক মহাভিক্ষুসংঘের সহিত জলপূর্ণ গঙ্গানদী তরী বিনা উত্তীর্ণ হয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এই পাটলিগ্রাম 'পাটলিপুত্র' নামে খ্যাতি লাভ করবে। বাণিজ্য ও সভ্যতা বিষয়ে শ্রেষ্ট নগর হবে, কিন্তু জল, অগ্নি ও অন্তর্বিবাদ—এই ত্রিবিধ উপদ্রব থাকবে। দ্রষ্টব্য, মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃ. ২৩৬-২৩৭।

"হ্যাঁ আবুসো, আমি এরূপই জিজ্ঞাসা করেছি।"

২. "হে আবুসো, এই আট প্রকার সম্যক মার্গই হচ্ছে ব্রহ্মচর্য। যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। আর আবুসো রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়ই হচ্ছে ব্রহ্মচর্যের প্রকৃত পর্যাবসান।" নবম সূত্র।

১০. তৃতীয় কুক্কুটারাম সূত্র

২০.১. পাটলিপুত্র নিদান। "হে আবুসো, আনন্দ, এই যে, 'ব্রহ্মচর্য, ব্রহ্মচর্য' বলা হয়। সেই ব্রহ্মচর্য কত প্রকার, ব্রহ্মচারী কাকে বলে এবং ব্রহ্মচর্যের পর্যাবসানই বা কীরূপ?" "সাধু, আবুসো ভদ্র, সাধু। আবুসো ভদ্র, আপনি অত্যন্ত বিচক্ষণপূর্ণ, প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন ও কল্যাণপ্রদ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন। আপনি এরূপ জিজ্ঞাসা করেছেন যে—'আবুসো, আনন্দ, এই যে, 'ব্রহ্মচর্য, ব্রহ্মচর্য' বলা হয়। সেই ব্রহ্মচর্য কত প্রকার, ব্রহ্মচারী কাকে বলে এবং ব্রহ্মচর্যের পর্যাবসানই বা কীরূপ?" "হ্যাঁ আবুসো, আমি এরূপই জিজ্ঞাসা করেছি।"

২. "হে আবুসো, এই আট প্রকার সম্যক মার্গই হচ্ছে ব্রহ্মচর্য। যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে সমন্নাগত ব্যক্তিকেই ব্রহ্মচারী বলা হয়। আর আবুসো, লোভক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়ই হচ্ছে ব্রহ্মচর্যের প্রকৃত পর্যাবসান।" দশম সূত্র।

(এই বর্গে শেষোক্ত তিনটি সূত্রের নিদান একই)

বিহার বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

দুই বিহার, শৈক্ষ্য আর অপর উৎপত্তি সূত্রদ্বয়;
কথিত, দুই পরিশুদ্ধ ও কুক্কুটারাম সূত্র ত্রয়॥

৩. মিথ্যা বিষয় (ভ্রান্ত ধারণা) বর্গ

১. মিথ্যা সম্পর্কিত সূত্র

২১.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের মিথ্যা ও সত্য বিষয় সম্পর্কিত দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। ভিক্ষুগণ, সেই মিথ্যা বিষয়

কী কী? তা হচ্ছে যথা : মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি ও মিথ্যা সমাধি। এগুলোকেই বলা হয় মিথ্যা বিষয়। আর ভিক্ষুগণ, সত্য বিষয় কী কী? তা হচ্ছে যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ভিক্ষুগণ, এগুলোকেই সত্য বিষয় বলা হয়।" প্রথম সূত্র।

২. অকুশলধর্ম সূত্র

২২.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের কুশলাকুশলবিষয়ক ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। ভিক্ষুগণ, সেই অকুশলমূলক ধর্মসমূহ কী কী? তা হচ্ছে যথা : মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি ও মিথ্যা সমাধি। এগুলোকেই বলা হয় অকুশলধর্ম। আর ভিক্ষুগণ, কুশলমূলক ধর্মসমূহ কী কী? তা হচ্ছে যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ভিক্ষুগণ, এগুলোকেই কুশলধর্ম বলা হয়।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. প্রথম প্রতিপদা সূত্র

২৩.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের মিথ্যা প্রতিপদা ও সম্যক প্রতিপদা সম্পর্কিত দেশনা করব। তা তোমরা শ্রবণ কর। ভিক্ষুগণ, সেই মিথ্যা প্রতিপদাসমূহ কী কী? তা হচ্ছে যথা : মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি ও মিথ্যা সমাধি। এগুলোকে বলা হয় মিথ্যা প্রতিপদা। আর ভিক্ষুগণ, সম্যক প্রতিপদাসমূহ কী কী? তা হচ্ছে যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ভিক্ষুগণ, এগুলোকেই সম্যক প্রতিপদা বলা হয়।" তৃতীয় সূত্র।

৪. দ্বিতীয় প্রতিপদা সূত্র

২৪.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, আমি গৃহী ও প্রব্রজিতগণের মিথ্যা প্রতিপদা প্রশংসা করি না। মিথ্যায় প্রতিপন্ন গৃহী এবং প্রব্রজিত ব্যক্তি মিথ্যায় প্রতিপন্ন হওয়ার কারণে কুশলধর্ম আচরণে সমর্থ হয় না।

২. "ভিক্ষুগণ, সেই মিথ্যা প্রতিপদাসমূহ কী কী? যথা : মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি

ও মিথ্যা সমাধি। এগুলোকে বলা হয় মিথ্যা প্রতিপদা। ভিক্ষুগণ, আমি গৃহী ও প্রব্রজিতগণের মিথ্যা প্রতিপদা প্রশংসা করি না। মিথ্যায় প্রতিপন্ন গৃহী এবং প্রব্রজিত ব্যক্তি মিথ্যায় প্রতিপন্ন হওয়ার কারণে কুশলধর্ম আচরণে সমর্থ হয় না।

৩. ভিক্ষুগণ, আমি গৃহী ও প্রব্রজিতগণের সম্যক প্রতিপদা (সম্যক অনুশীলন) প্রশংসা করি। সম্যকভাবে প্রতিপন্ন গৃহী এবং প্রব্রজিত ব্যক্তি সম্যক পথে প্রতিপন্ন হওয়ার কারণে কুশলধর্ম আচরণে সমর্থ হয়। সেই সম্যক প্রতিপদাসমূহ কী কী? যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। এগুলোকে বলা হয় সম্যক প্রতিপদা। ভিক্ষুগণ, আমি গৃহী এবং প্রব্রজিতগণের সম্যক প্রতিপদাকেই প্রশংসা করি। সম্যকভাবে প্রতিপন্ন গৃহী এবং প্রব্রজিত ব্যক্তি সম্যক পথে প্রতিপন্ন হওয়ার কারণে কুশলধর্ম আচরণে সমর্থ হয়।" চতুর্থ সূত্র।

৫. প্রথম অসৎপুরুষ সূত্র

২৫.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের অসৎপুরুষ ও সৎপুরুষ সম্পর্কে দেশনা করব। তা তোমরা শ্রবণ কর। ভিক্ষুগণ, অসৎপুরুষ কাকে বলে? এক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। একইভাবে সে মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি ও মিথ্যা সমাধিসম্পন্ন হয়। একেই অসৎপুরুষ বলা হয়।

২. ভিক্ষুগণ, সৎপুরুষ কাকে বলে? এক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়। একইভাবে সে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধিসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, একেই সৎপুরুষ বলা হয়।" পঞ্চম সূত্র।

৬. দ্বিতীয় অসৎপুরুষ সূত্র

২৬.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের অসৎপুরুষ ও অসৎপুরুষ হতে অসৎপুরুষতর এবং সৎপুরুষ ও সৎপুরুষ হতে সৎপুরুষতর প্রসঙ্গে দেশনা করব। তা তোমরা শোন। ভিক্ষুগণ, অসৎপুরুষ কাকে বলে? এক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। একইভাবে সে মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি ও মিথ্যা

সমাধিসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, একেই অসৎপুরুষ বলা হয়।

২. ভিক্ষুগণ, অসৎপুরুষের চেয়ে অসৎপুরুষতর কাকে বলে? এক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। একইভাবে সে মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যা জ্ঞানী ও মিথ্যা বিমুক্তিসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, একেই অসৎরূপুরুষের চেয়ে অসৎপুরুষতর বলা হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, সৎপুরুষ কাকে বলে? এক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়। একইভাবে সে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধিসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, একেই সৎপুরুষ বলা হয়।

৪. ভিক্ষুগণ, সৎপুরুষের চেয়ে সৎপুরুষতর কাকে বলে? এক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়। একইভাবে সে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞানী ও সম্যক বিমুক্তিসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, একেই সৎপুরুষের চেয়ে সৎপুরুষতর বলা হয়।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. কুম্ভ সূত্র

২৭.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, যেমন—পাত্র রাখার বেড় বা চৌকিহীন কুম্ভ (কলসী) সহজে উল্টে পড়ে, কিন্তু বেড় বা চৌকিতে সেই কুম্ভ রাখলে তা সহজে উল্টে পড়ে না; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, অসমর্থ বা সাহায্যহীন চিত্ত সহজেই বিপর্যস্ত হয়; কিন্তু সাহায্য পেলে চিত্ত সহজে বিপর্যস্ত হয় না।

২. ভিক্ষুগণ, চিত্তের সাহায্য বা ঠেস কি? তা হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ইহাই হচ্ছে চিত্তের সাহায্য বা ঠেস। ভিক্ষুগণ, যেমন—পাত্র রাখার বেড় বা চৌকিহীন কুম্ভ সহজে উল্টে পড়ে, কিন্তু বেড় বা চৌকিতে সেই কুম্ভ রাখলে তা সহজে উল্টে পড়ে না; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, অসমর্থ বা সাহায্যহীন চিত্ত সহজেই বিপর্যস্ত হয়; কিন্তু সাহায্য পেলে চিত্ত সহজে বিপর্যস্ত হয় না।" সপ্তম সূত্র।

৮. সমাধি সূত্র

২৮.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের হেতুসম্বন্ধীয় ও

সঙ্গতিপূর্ণ আর্য সম্যক সমাধি সম্বন্ধে দেশনা করব। তা তোমরা শ্রবণ কর। ভিক্ষুগণ, সেই হেতুসম্বন্ধীয় ও সঙ্গতিপূর্ণ আর্য সম্যক সমাধি কী? তা হচ্ছে যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা ও সম্যক স্মৃতি। ভিক্ষুগণ, এই সপ্তাঙ্গের সাথে যা চিত্তের একাগ্রতা ও সঙ্গতিপূর্ণ তাকেই বলা হয় হেতুসম্বন্ধীয় ও সঙ্গতিপূর্ণ আর্য সম্যক সমাধি।" অষ্টম সূত্র।

৯. বেদনা সূত্র

২৯.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার বেদনা রয়েছে। সেই ত্রিবিধ বেদনা কী কী? যথা : সুখবেদনা, দুঃখবেদনা ও অদুঃখ-অসুখ (উপেক্ষা) বেদনা। এগুলোই হচ্ছে ত্রিবিধ বেদনা। ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার বেদনা উপলব্ধি করার জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী? যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ বেদনা উপলব্ধির জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।" নবম সূত্র।

১০. উত্তিয় সূত্র

৩০.১. শ্রাবস্তী নিদান। অতঃপর আয়ুষ্মান উত্তিয় ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান উত্তিয় ভগবানকে এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "ভন্তে, নির্জনে একাকী ধ্যান-সাধনায় নিমগ্ন থাকার সময় আমার মনে এরূপ পরিবিতর্ক উৎপন্ন হয়েছিল যে—'ভগবান কর্তৃক পঞ্চকামগুণ উক্ত হয়েছে। ভগবান কর্তৃক সেই পঞ্চকামগুণ কীরূপে উক্ত হয়েছে?'"

৩. "সাধু উত্তিয়, সাধু। হে উত্তিয়, মৎ কর্তৃক এই পঞ্চবিধ কামগুণ উক্ত হয়েছে। সেই পঞ্চ কী কী? যথা : ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামোদ্দীপক ও প্রলোভনকারী চক্ষু বিজ্ঞেয় রূপ আছে; একইভাবে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামোদ্দীপক ও প্রলোভনকারী শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বাবিজ্ঞেয় রস এবং কায়বিজ্ঞেয় স্পর্শ বিদ্যমান। উত্তিয়, এই পঞ্চ কামগুণই মৎকর্তৃক উক্ত হয়েছে।

৪. উত্তিয়, এই পঞ্চকামগুণসমূহ প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গি মার্গ কী কী? যথা : সম্যক দৃষ্টি,

সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। উত্তিয়, এই পঞ্চ কামগুণসমূহ প্রহানের জন্য এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই অনুশীলন করা উচিত।" দশম সূত্র।

মিথ্যা বিষয় বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

মিথ্যা, অকুশলধর্ম আর প্রতিপদা দ্বয় সূত্র;
দ্বে অসৎপুরুষ, কুম্ভ, সমাধি, বেদনাসহ উত্তিয় হলো উক্ত॥

৪. প্রতিপত্তি বর্গ

১. প্রথম প্রতিপত্তি সূত্র

৩১.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের মিথ্যা প্রতিপত্তি ও সম্যক প্রতিপত্তি সম্পর্কে দেশনা করব। তা তোমরা শ্রবণ কর। ভিক্ষুগণ, মিথ্যা প্রতিপত্তি কী কী? যথা : মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি ও মিথ্যা সমাধি। এগুলোকে বলা হয় মিথ্যা প্রতিপত্তি।

২. ভিক্ষুগণ, সম্যক প্রতিপত্তি কী কী? যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ভিক্ষুগণ, এগুলোকেই বলা হয় সম্যক প্রতিপত্তি।" প্রথম সূত্র।

২. দ্বিতীয় প্রতিপত্তি সূত্র

৩২.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন ও সম্যক প্রতিপন্ন সম্পর্কে দেশনা করব। তা তোমরা শ্রবণ কর। ভিক্ষুগণ, মিথ্যা প্রতিপন্ন কী কী? এক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। একইভাবে সে মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি ও মিথ্যা সমাধিসম্পন্ন হয়। একেই বলা হয় মিথ্যা প্রতিপন্ন।

২. ভিক্ষুগণ, সম্যক প্রতিপন্ন কী কী? এক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়। একইভাবে সে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধিসম্পন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় সম্যক প্রতিপন্ন।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. বিরুদ্ধ সূত্র

৩৩.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ যাদের উপেক্ষিত, তাদের পক্ষে সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ লাভ করা অসম্ভব। আর ভিক্ষুগণ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ যাদের আরব্ধ বা ভাবিত হয়েছে, তাদের পক্ষে সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ লাভ করা সম্ভব হয়। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী? যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ভিক্ষুগণ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ যাদের উপেক্ষিত, তাদের পক্ষে সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ লাভ করা অসম্ভব। আর ভিক্ষুগণ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ যাদের আরব্ধ বা ভাবিত হয়েছে, তাদের পক্ষে সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ লাভ করা সম্ভব হয়।" তৃতীয় সূত্র।

৪. পারঙ্গম সূত্র।

৩৪.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, এই অষ্টবিধ ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা নির্বাণ-তীরে গমনের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই অষ্টবিধ কী কী? যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ভিক্ষুগণ, এই অষ্টবিধ ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা নির্বাণ-তীরে গমনের জন্য সংবর্তিত হয়।"

ভগবান এরূপ বললেন। অতঃপর সুগত এরূপ বলার পর শাস্তা আবার এই গাথা বললেন :

"অল্পমাত্র মানবগণ হয়েছে পারগত,
অন্যসবে এই তীরেতে শুধুই হচ্ছে ধাবিত;
ধর্মাচারী, ধর্মাস্মরী যারা এই জগতে অপার,
তারাই হবে পার মৃত্যুধীন দুস্তর পারাপার।
পাপ ত্যাগে পুণ্য কর হে পণ্ডিত অনুক্ষণ,
বিবেকশূন্য গৃহ ত্যাজ হয়ে প্রাণপণ;
কামবাসনা পরিত্যাগে হয়ে অকিঞ্চন,
ইচ্ছুক হয় তথায় সে হতে অভিরমন।

চিত্ত মাঝে যতবিধ ক্লেশমল বিরাজিত,
নিজেকে বিশুদ্ধ করে তা হতে পণ্ডিত সতত।
সম্বোধি অঙ্গে যাদের চিত্ত সুভাবিত,
আসক্তি ত্যাগে অনাসক্তিতে যারা সদা রত;
সেরূপ ক্ষীণাসব আর জ্যোতিষ্মানগণ,
ইহজগৎ হতে পরিনিবৃত হন।" চতুর্থ সূত্র।

৫. প্রথম শ্রামণ্য সূত্র

৩৫.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের শ্রামণ্য ও শ্রামণ্য ফলাদি সম্পর্কে দেশনা করব। তা তোমরা শ্রবণ কর। ভিক্ষুগণ, শ্রামণ্য কাকে বলে? তা হচ্ছে হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ইহাকে বলা হয় শ্রামণ্য। ভিক্ষুগণ, শ্রামণ্য ফলাদি কাকে বলে? তা হচ্ছে যথা : স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীফল, অনাগামীফল ও অর্হত্ত্বফল। ভিক্ষুগণ, এগুলোকে বলা হয় শ্রামণ্য ফল।" পঞ্চম সূত্র।

৬. দ্বিতীয় শ্রামণ্য সূত্র

৩৬.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের শ্রামণ্য ও শ্রামণ্য অর্থ সম্পর্কে দেশনা করব। তা তোমরা শ্রবণ কর। ভিক্ষুগণ, শ্রামণ্য কাকে বলে? তা হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ইহাকে বলা হয় শ্রামণ্য। ভিক্ষুগণ, শ্রামণ্যার্থ কাকে বলে? তা হচ্ছে যথা : রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়। এগুলোকে বলা হয় শ্রামণ্যার্থ।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. প্রথম ব্রাহ্মণ্য সূত্র

৩৭.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের ব্রাহ্মণ্য ও ব্রাহ্মণ্য ফলাদি সম্পর্কে দেশনা করব। তা তোমরা শ্রবণ কর। ভিক্ষুগণ, ব্রাহ্মণ্য কাকে বলে? তা হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ইহাকে বলা হয় ব্রাহ্মণ্য। ভিক্ষুগণ, ব্রাহ্মণ্য ফলাদি কাকে বলে? তা হচ্ছে যথা : স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীফল, অনাগামীফল ও অর্হত্ত্বফল। ইহাকে বলা হয় ব্রাহ্মণ্য ফল।" সপ্তম সূত্র।

৮. দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ্য সূত্র

৩৮.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের ব্রাহ্মণ্য ও ব্রাহ্মণের অর্থ সম্পর্কে দেশনা করব। তা তোমরা শ্রবণ কর। ভিক্ষুগণ, ব্রাহ্মণ্য কাকে বলে? তা হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ইহাকে বলা হয় ব্রাহ্মণ্য। ভিক্ষুগণ, ব্রাহ্মণ্যার্থ কাকে বলে? তা হচ্ছে যথা : রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়। ইহাকে বলা হয় ব্রাহ্মণ্যার্থ।" অষ্টম সূত্র।

৯. প্রথম ব্রহ্মচর্য সূত্র

৩৯.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের ব্রহ্মচর্য ও ব্রহ্মচর্যের ফলাদি সম্পর্কে দেশনা করব। তা তোমারা শ্রবণ কর। ভিক্ষুগণ, ব্রহ্মচর্য কাকে বলে? তা হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ইহাকে বলা হয় ব্রাহ্মচর্য। ভিক্ষুগণ, ব্রহ্মচর্যের ফলাদি কাকে বলে? তা হচ্ছে যথা : স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীফল, অনাগামীফল ও অর্হত্ত্বফল। এগুলোকে বলা হয় ব্রহ্মচর্যের ফল।" নবম সূত্র।

১০. দ্বিতীয় ব্রহ্মচর্য সূত্র

৪০.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের ব্রহ্মচর্য ও ব্রহ্মচর্যের অর্থ সম্পর্কে দেশনা করব। তা তোমরা শ্রবণ কর। ভিক্ষুগণ, ব্রহ্মচর্য কাকে বলে? তা হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ইহাকে বলা হয় ব্রহ্মচর্য। ভিক্ষুগণ, ব্রহ্মচর্যের অর্থ কাকে বলে? তা হচ্ছে যথা : রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়। ইহাকে বলা হয় ব্রহ্মচর্যার্থ।" দশম সূত্র।

প্রতিপত্তি বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

প্রতিপত্তি, প্রতিপন্ন, বিরুদ্ধ আর পারঙ্গম,
কথিত দ্বয় শ্রামণ্য, ব্রাহ্মণ্য অপর দ্বয়;
ব্রহ্মচর্য সূত্র দ্বয় যোগে বর্গ হলো সমাপ্ত॥

৫. অন্যতীর্থিয় পেয়্যাল (পুনরাবৃত্তি) বর্গ

১. রাগ-বিরাগ সূত্র

৪১.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, যদি তোমাদের অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে—'বন্ধুগণ, শ্রমণ গৌতমের নিকট কী জন্য ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়?' ভিক্ষুগণ, এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তোমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের এরূপে ব্যাখ্যা বা উত্তর প্রদান করবে—'হে বন্ধুগণ, রাগের বা আসক্তির প্রতি বিরাগভাব উৎপাদনের জন্য ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়।'

ভিক্ষুগণ, পুনরায় যদি সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ তোমাদের এরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে—'বন্ধুগণ রাগ বা আসক্তির প্রতি বিরাগভাব উৎপাদনের জন্য কোনো মার্গ ও প্রতিপদা বা উপায় আছে কি? ভিক্ষুগণ, তোমরা এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের এরূপে ব্যাখ্যা বা উত্তর প্রদান করবে—'হ্যাঁ বন্ধুগণ, রাগকে বিরাগের জন্য মার্গ ও প্রতিপদা আছে। ভিক্ষুগণ রাগ বা আসক্তির প্রতি বিরাগভাব উৎপাদনের জন্য কোনো মার্গ ও প্রতিপদা রয়েছে? তা হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ইহাই হচ্ছে রাগ বা আসক্তির প্রতি বিরাগভাব উৎপাদনের জন্য জন্য মার্গ ও প্রতিপদা। ভিক্ষুগণ, এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তোমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের এরূপে উত্তর প্রদান করবে।" প্রথম সূত্র।

২. সংযোজন প্রহান সূত্র

৪২.১. "হে ভিক্ষুগণ, যদি তোমাদের অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে—'বন্ধুগণ, শ্রমণ গৌতমের নিকট কি জন্য ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়?' ভিক্ষুগণ, এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তোমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের এরূপে ব্যাখ্যা বা উত্তর প্রদান করবে—'হে বন্ধুগণ, সংযোজন প্রহানের জন্য ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়।'

২. ভিক্ষুগণ, পুনরায় যদি সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ তোমাদের এরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে—'বন্ধুগণ, সংযোজন প্রহানের জন্য কোনো মার্গ ও প্রতিপদা বা উপায় আছে কি? ভিক্ষুগণ, তোমরা এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের এরূপে ব্যাখ্যা বা উত্তর প্রদান করবে—'হ্যাঁ

বন্ধুগণ, সংযোজন প্রহানের জন্য মার্গ ও প্রতিপদা আছে। ভিক্ষুগণ, সংযোজন প্রহানের জন্য কোনো মার্গ ও প্রতিপদা রয়েছে? তা হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ইহাই হচ্ছে সংযোজন প্রহানের জন্য মার্গ ও প্রতিপদা। ভিক্ষুগণ, এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তোমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের এরূপে উত্তর প্রদান করবে।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. অনুশয় মূলোৎপাটন সূত্র

৪৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, যদি তোমাদের অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে—'বন্ধুগণ, শ্রমণ গৌতমের নিকট কি জন্য ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়?' ভিক্ষুগণ, এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তোমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের এরূপে ব্যাখ্যা বা উত্তর প্রদান করবে। 'হে বন্ধুগণ, অনুশয়ের মূলোৎপাটনের জন্য ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়।'

২. ভিক্ষুগণ, পুনরায় যদি সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ তোমাদের এরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে—'বন্ধুগণ, অনুশয় মূলোৎপাটনের জন্য কোনো মার্গ ও প্রতিপদা বা উপায় আছে কি? ভিক্ষুগণ, তোমরা এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের এরূপে ব্যাখ্যা বা উত্তর প্রদান করবে—'হ্যাঁ বন্ধুগণ, অনুশয় মূলোৎপাটনের জন্য মার্গ ও প্রতিপদা আছে। ভিক্ষুগণ, অনুশয় মূলোৎপাটনের জন্য কোনো মার্গ ও প্রতিপদা রয়েছে? তা হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ইহাই হচ্ছে অনুশয়ের মূলোৎপাটনের জন্য মার্গ ও প্রতিপদা। ভিক্ষুগণ, এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তোমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের এরূপে উত্তর প্রদান করবে।" তৃতীয় সূত্র।

৪. দীর্ঘপথ সূত্র

৪৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, যদি তোমাদের অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে—'বন্ধুগণ, শ্রমণ গৌতমের নিকট কি জন্য ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়?' ভিক্ষুগণ, এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তোমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের এরূপে ব্যাখ্যা বা উত্তর প্রদান করবে—'হে বন্ধুগণ, সংসার পরিভ্রমনরূপ দীর্ঘপথ পরিজ্ঞাতের জন্য ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করা

হয়।'

২. ভিক্ষুগণ, পুনরায় যদি সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ তোমাদের এরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে—'বন্ধুগণ, সংসার পরিভ্রমনরূপ দীর্ঘপথ পরিজ্ঞাতের জন্য কোনো মার্গ ও প্রতিপদা বা উপায় আছে কি?' ভিক্ষুগণ, তোমরা এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের এরূপে ব্যাখ্যা বা উত্তর প্রদান করবে—'হ্যাঁ বন্ধুগণ, সংসার পরিভ্রমনরূপ দীর্ঘপথ পরিজ্ঞাতের জন্য মার্গ ও প্রতিপদা' আছে। ভিক্ষুগণ, সংসার পরিভ্রমনরূপ দীর্ঘপথ পরিজ্ঞাতের জন্য কোনো মার্গ ও প্রতিপদা রয়েছে? তা হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ইহাই হচ্ছে সংসার পরিভ্রমনরূপ দীর্ঘপথ পরিজ্ঞাতের জন্য মার্গ ও প্রতিপদা। ভিক্ষুগণ, এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তোমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের এরূপে উত্তর প্রদান করবে।" চতুর্থ সূত্র।

৫. আসবক্ষয় সূত্র

৪৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, যদি তোমাদের অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে—'বন্ধুগণ, শ্রমণ গৌতমের নিকট কি জন্য ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়?' ভিক্ষুগণ, এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তোমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের এরূপে ব্যাখ্যা বা উত্তর প্রদান করবে—'হে বন্ধুগণ, আসবসমূহ ক্ষয়ের জন্য ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়।'

২. ভিক্ষুগণ, পুনরায় যদি সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ তোমাদের এরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে—'বন্ধুগণ, আসবসমূহ ক্ষয়ের জন্য কোনো মার্গ ও প্রতিপদা বা উপায় আছে কি?' ভিক্ষুগণ, তোমরা এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের এরূপে ব্যাখ্যা বা উত্তর প্রদান করবে—'হ্যাঁ বন্ধুগণ, আসবসমূহ ক্ষয়ের জন্য মার্গ ও প্রতিপদা আছে।' ভিক্ষুগণ, আসবসমূহ ক্ষয়ের জন্য কোনো মার্গ ও প্রতিপদা রয়েছে? তা হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ইহাই হচ্ছে আসবসমূহ ক্ষয়ের জন্য মার্গ ও প্রতিপদা। ভিক্ষুগণ, এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তোমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের এরূপে উত্তর প্রদান করবে।" পঞ্চম সূত্র।

৬. বিদ্যা-বিমুক্তিফল সুত্র

৪৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, যদি তোমাদের অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে—'বন্ধুগণ, শ্রমণ গৌতমের নিকট কি জন্য ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়?' ভিক্ষুগণ, এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তোমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের এরূপে ব্যাখ্যা বা উত্তর প্রদান করবে। 'হে বন্ধুগণ, বিদ্যা-বিমুক্তিফল সাক্ষাতের জন্য ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়।'

২. ভিক্ষুগণ, পুনরায় যদি সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ তোমাদের এরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে—'বন্ধুগণ, বিদ্যা-বিমুক্তিফল সাক্ষাতের জন্য কোনো মার্গ ও প্রতিপদা বা উপায় আছে কি? ভিক্ষুগণ, তোমরা এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের এরূপে ব্যাখ্যা বা উত্তর প্রদান করবে—'হ্যাঁ বন্ধুগণ, বিদ্যা-বিমুক্তিফল সাক্ষাতের জন্য মার্গ ও প্রতিপদা আছে। ভিক্ষুগণ, বিদ্যা-বিমুক্তিফল সাক্ষাতের জন্য কোন মার্গ ও প্রতিপদা রয়েছে? তা হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ইহাই হচ্ছে বিদ্যা-বিমুক্তিফল সাক্ষাতের জন্য মার্গ ও প্রতিপদা। ভিক্ষুগণ, এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তোমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের এরূপে উত্তর প্রদান করবে।" ষষ্ঠ সুত্র।

৭. জ্ঞান-দর্শন সূত্র

৪৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, যদি তোমাদের অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে—'বন্ধুগণ, শ্রমণ গৌতমের নিকট কি জন্য ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়?' ভিক্ষুগণ, এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তোমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের এরূপে ব্যাখ্যা বা উত্তর প্রদান করবে। 'হে বন্ধুগণ, জ্ঞান-দর্শনের জন্য ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়।'

২. ভিক্ষুগণ, পুনরায় যদি সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ তোমাদের এরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে—'বন্ধুগণ, জ্ঞান-দর্শনের জন্য কোনো মার্গ ও প্রতিপদা বা উপায় আছে কি? ভিক্ষুগণ, তোমরা এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের এরূপে ব্যাখ্যা বা উত্তর প্রদান করবে—'হ্যাঁ বন্ধুগণ, জ্ঞান-দর্শনের জন্য মার্গ ও প্রতিপদা আছে। ভিক্ষুগণ, জ্ঞান-দর্শনের জন্য কোনো মার্গ ও প্রতিপদা রয়েছে? তা হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ইহাই হচ্ছে জ্ঞান-দর্শনের জন্য মার্গ

ও প্রতিপদা। ভিক্ষুগণ, এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তোমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের এরূপে উত্তর প্রদান করবে।” সপ্তম সূত্র।

৮. অনুপাদা-পরিনির্বাণ সূত্র

৪৮.১. শ্রাবস্তী নিদান। “হে ভিক্ষুগণ, যদি তোমাদের অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে—‘বন্ধুগণ, শ্রমণ গৌতমের নিকট কি জন্য ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়?’ ভিক্ষুগণ, এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তোমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের এরূপে ব্যাখ্যা বা উত্তর প্রদান করবে। ‘হে বন্ধুগণ, অনুপাদা-পরিনির্বাণ লাভের জন্য ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়।’

২. ভিক্ষুগণ, পুনরায় যদি সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ তোমাদের এরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে—‘বন্ধুগণ, অনুপাদা-পরিনির্বাণ লাভের জন্য কোনো মার্গ ও প্রতিপদা বা উপায় আছে কি? ভিক্ষুগণ, তোমরা এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের এরূপে ব্যাখ্যা বা উত্তর প্রদান করবে—‘হ্যাঁ বন্ধুগণ, অনুপাদা-পরিনির্বাণ লাভের জন্য মার্গ ও প্রতিপদা আছে।’ ভিক্ষুগণ, অনুপাদা-পরিনির্বাণ লাভের জন্য কোনো মার্গ ও প্রতিপদা রয়েছে? তা হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ইহাই হচ্ছে অনুপাদা-পরিনির্বাণ লাভের জন্য মার্গ ও প্রতিপদা। ভিক্ষুগণ, এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তোমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের এরূপে উত্তর প্রদান করবে।” অষ্টম সূত্র।

অন্যতীর্থিয় পেয়্যাল বর্গ পঞ্চম সমাপ্ত ।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

বিরাগ, সংযোজন, অনুশয়, দীর্ঘপথ পরিজ্ঞাত ও আসবক্ষয়;
বিদ্যা-বিমুক্তি সূত্র, জ্ঞান আর অনুপাদা সূত্রে বর্গ উক্ত হয়॥

৬. সূর্যপেয়্যাল বর্গ

১. কল্যাণমিত্র সূত্র

৪৯.১. শ্রাবস্তী নিদান। “হে ভিক্ষুগণ, অরুণচ্ছটা হচ্ছে সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস ও পূর্বনিমিত্ত। তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ

উৎপাদনের জন্য পূর্বাভাস ও পূর্বনিমিত্ত হচ্ছে—'কল্যাণমিত্রতা'। ভিক্ষুগণ, কল্যাণমিত্র ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২. ভিক্ষুগণ, কল্যাণমিত্র ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই কল্যাণমিত্র ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" প্রথম সূত্র।

২. শীলসম্পদ সূত্র

৫০.১. "হে ভিক্ষুগণ, অরুণচ্ছটা হচ্ছে সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস ও পূর্বনিমিত্ত। তদ্রূপ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপাদনের জন্য পূর্বাভাস ও পূর্বনিমিত্ত হচ্ছে—'শীলসম্পদ'। ভিক্ষুগণ, শীলসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২. ভিক্ষুগণ, শীলসম্পন্ন ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই শীলসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. ছন্দ[১] বা ইচ্ছা-সম্পদ সূত্র

৫১.১. "হে ভিক্ষুগণ, অরুণচ্ছটা হচ্ছে সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস ও পূর্বনিমিত্ত। তদ্রূপ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপাদনের জন্য পূর্বাভাস ও পূর্বনিমিত্ত হচ্ছে—'ছন্দসম্পদ'। ভিক্ষুগণ, ছন্দসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

---

[১]. 'ছন্দ' বলতে এক্ষেত্রে কুশলকর্ম করার ইচ্ছাকে বুঝানো হয়েছে।—অর্থকথা।

২. ভিক্ষুগণ, ছন্দসম্পদসম্পন্ন (বা ইচ্ছাসম্পদে সমৃদ্ধ) ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ছন্দসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" তৃতীয় সূত্র।

৪. আত্মসম্পদ[১] সূত্র

৫২.১. "হে ভিক্ষুগণ, অরুণচ্ছটা হচ্ছে সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস ও পূর্বনিমিত্ত। তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপাদনের জন্য পূর্বাভাস ও পূর্বনিমিত্ত হচ্ছে—'আত্মসম্পদ'। ভিক্ষুগণ, আত্মসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২. ভিক্ষুগণ, আত্মসম্পদসম্পন্ন (বা আত্মসম্পদে সমৃদ্ধ) ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই আত্মসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" চতুর্থ সূত্র।

৫. দৃষ্টিসম্পদ[১] সূত্র

৫৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, অরুণচ্ছটা হচ্ছে সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস ও পূর্বনিমিত্ত। তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপাদনের জন্য পূর্বাভাস ও পূর্বনিমিত্ত হচ্ছে—'দৃষ্টিসম্পদ'। ভিক্ষুগণ, দৃষ্টিসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

---

[১] 'আত্মসম্পদ বা অত্তসম্পদা' বলতে চিত্তের পূর্ণতাকে বুঝানো হয়েছে।—অর্থকথা।

[১] 'দৃষ্টিসম্পদ' বলতে জ্ঞানসম্পত্তি।—অর্থকথা।

২. ভিক্ষুগণ, দৃষ্টিসম্পন্ন ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই দৃষ্টিসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" পঞ্চম সূত্র।

৬. অপ্রমাদসম্পদ সূত্র

৫৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, অরুণচ্ছটা হচ্ছে সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস ও পূর্বনিমিত্ত। তদ্রূপ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপাদনের জন্য পূর্বাভাস ও পূর্বনিমিত্ত হচ্ছে—'অপ্রমাদসম্পদ'। ভিক্ষুগণ, অপ্রমত্ত ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২. ভিক্ষুগণ, অপ্রমত্ত ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই অপ্রমত্ত ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পদ সূত্র

৫৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, অরুণচ্ছটা হচ্ছে সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস ও পূর্বনিমিত্ত। তদ্রূপ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপাদনের জন্য পূর্বাভাস ও পূর্বনিমিত্ত হচ্ছে—'সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পদ'। ভিক্ষুগণ, সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২. ভিক্ষুগণ, সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-

পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" সপ্তম সূত্র।

১. কল্যাণমিত্র সূত্র

৫৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, অরুণচ্ছটা হচ্ছে সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস ও পূর্বনিমিত্ত। তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপাদনের জন্য পূর্বাভাস ও পূর্বনিমিত্ত হচ্ছে—'কল্যাণমিত্রতা'। ভিক্ষুগণ, কল্যাণমিত্রসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২. ভিক্ষুগণ, কল্যাণমিত্রসম্পন্ন ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক দৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই কল্যাণমিত্রসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" প্রথম সূত্র।

২. শীলসম্পদ সূত্র

৫৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, অরুণচ্ছটা হচ্ছে সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস ও পূর্বনিমিত্ত। তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপাদনের জন্য পূর্বাভাস ও পূর্বনিমিত্ত হচ্ছে—'শীলসম্পদ'। ভিক্ষুগণ, শীলসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২. ভিক্ষুগণ, শীলসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক দৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই শীলসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. ছন্দ বা ইচ্ছাসম্পদ সূত্র

৫৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, অরুণচ্ছটা হচ্ছে সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস ও পূর্বনিমিত্ত। তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপাদনের জন্য পূর্বাভাস ও পূর্বনিমিত্ত হচ্ছে—'ছন্দসম্পদ'। ভিক্ষুগণ, ছন্দ বা ইচ্ছাসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২. ভিক্ষুগণ, ছন্দসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক দৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ছন্দসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" তৃতীয় সূত্র।

৪. আত্মসম্পদ সূত্র

৫৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, অরুণচ্ছটা হচ্ছে সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস ও পূর্বনিমিত্ত। তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপাদনের জন্য পূর্বাভাস ও পূর্বনিমিত্ত হচ্ছে—'আত্মসম্পদ'। ভিক্ষুগণ, আত্মসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২. ভিক্ষুগণ, আত্মসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক দৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই আত্মসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" চতুর্থ সূত্র।

৫. দৃষ্টিসম্পদ সূত্র

৬০.১. "হে ভিক্ষুগণ, অরুণচ্ছটা হচ্ছে সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস ও পূর্বনিমিত্ত। তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপাদনের জন্য পূর্বাভাস ও পূর্বনিমিত্ত হচ্ছে—'দৃষ্টিসম্পদ'। ভিক্ষুগণ, দৃষ্টিসম্পদসম্পন্ন

ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২. ভিক্ষুগণ, দৃষ্টিসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক দৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই দৃষ্টিসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" পঞ্চম সূত্র।

৬. অপ্রমাদসম্পদ সূত্র

৬১.১. "হে ভিক্ষুগণ, অরুণচ্ছটা হচ্ছে সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস ও পূর্বনিমিত্ত। তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপাদনের জন্য পূর্বাভাস ও পূর্বনিমিত্ত হচ্ছে—'অপ্রমত্ত'। ভিক্ষুগণ, অপ্রমাদসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২. ভিক্ষুগণ, অপ্রমত্তসম্পন্ন ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক দৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই অপ্রমত্তসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পদ সূত্র

৬২.১. "সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পদ বিদ্যমান। ভিক্ষুগণ, সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২. ভিক্ষুগণ, সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক দৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান

করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" সপ্তম সূত্র।

সূর্যপেয়্যাল বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

কল্যাণমিত্র, শীল, ছন্দ আর আত্মসম্পদ সূত্র;
দৃষ্টি, অপ্রমাদ ও সপ্তমে সম্প্রজ্ঞানযুক্ত হয় উক্ত॥

৭. এক ধর্ম পেয়্যাল (পুনরাবৃত্তি) বর্গ

১. কল্যাণমিত্র সূত্র

৬৩.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন (বা বৃদ্ধির) জন্য একধর্ম বহুপকারী হয়। সেই একধর্ম কী? তা হচ্ছে—'কল্যাণমিত্রতা'। ভিক্ষুগণ, কল্যাণমিত্র ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে। কল্যাণমিত্র ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই কল্যাণমিত্র ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" প্রথম সূত্র।

২. শীলসম্পদ সূত্র

৬৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন (বা বৃদ্ধির) জন্য একধর্ম বহুপকারী হয়। সেই একধর্ম কী? তা হচ্ছে—'শীলসম্পদ'। ভিক্ষুগণ, শীলসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে। শীলসম্পন্ন ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব (জীবিকা), সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই শীলসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।” দ্বিতীয় সূত্র।

৩. ছন্দ বা ইচ্ছাসম্পদ সূত্র

৬৫.১. “হে ভিক্ষুগণ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন (বা বৃদ্ধির) জন্য একধর্ম বহুপকারী হয়। সেই একধর্ম কী? তা হচ্ছে—‘ছন্দসম্পদ’। ভিক্ষুগণ, ছন্দসম্পদসম্পন্ন (বা ছন্দসম্পদে সমৃদ্ধ) ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে। ছন্দসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ছন্দসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।” তৃতীয় সূত্র।

৪. আত্মসম্পদ সূত্র

৬৬.১. “হে ভিক্ষুগণ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন (বা বৃদ্ধির) জন্য একধর্ম বহুপকারী হয়। সেই একধর্ম কী? তা হচ্ছে—‘আত্মসম্পদ’। ভিক্ষুগণ, আত্মসম্পদসম্পন্ন (বা আত্মসম্পদে সমৃদ্ধ) ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে। আত্মসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে।

একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই আত্মসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" চতুর্থ সূত্র।

৫. দৃষ্টিসম্পদ সূত্র

৬৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন (বা বৃদ্ধির) জন্য একধর্ম বহুপকারী হয়। সেই একধর্ম কী? তা হচ্ছে—'দৃষ্টিসম্পদ'। ভিক্ষুগণ, দৃষ্টিসম্পদসম্পন্ন (বা দৃষ্টিসম্পদে সমৃদ্ধ) ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে। দৃষ্টিসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই দৃষ্টিসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" পঞ্চম সূত্র।

৬. অপ্রমাদসম্পদ সূত্র

৬৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন (বা বৃদ্ধির) জন্য একধর্ম বহুপকারী হয়। সেই একধর্ম কী? তা হচ্ছে—'অপ্রমাদসম্পদ'। ভিক্ষুগণ, অপ্রমাদসম্পদসম্পন্ন (বা অপ্রমাদসম্পদে সমৃদ্ধ) ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে। অপ্রমাদসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক

প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই অপ্রমাদসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পদ সূত্র

৬৯.১. "সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পদ বিদ্যমান। ভিক্ষুগণ, সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২. ভিক্ষুগণ, সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" সপ্তম সূত্র।

১. কল্যাণমিত্র সূত্র

৭০.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন (বা বৃদ্ধির) জন্য একধর্ম বহুপকারী হয়। সেই একধর্ম কী? তা হচ্ছে—'কল্যাণমিত্রতা'। ভিক্ষুগণ, কল্যাণমিত্র ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে। কল্যাণমিত্র ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক দৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই কল্যাণমিত্র ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" প্রথম সূত্র।

২. শীলসম্পদ সূত্র

৭১.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন বা বৃদ্ধির জন্য একধর্ম বহুপকারী হয়। সেই একধর্ম কী? তা হচ্ছে—

'শীলসম্পদ'। ভিক্ষুগণ, শীলসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে। শীলসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক দৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই শীলসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. ছন্দ বা ইচ্ছাসম্পদ সূত্র

৭২.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন বা বৃদ্ধির জন্য একধর্ম বহুপকারী হয়। সেই একধর্ম কী? তা হচ্ছে—'ছন্দসম্পদ'। ভিক্ষুগণ, ছন্দ বা ইচ্ছাসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে। ছন্দসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক দৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ছন্দসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" তৃতীয় সূত্র।

৪. আত্মসম্পদ সূত্র

৭৩.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন বা বৃদ্ধির জন্য একধর্ম বহুপকারী হয়। সেই একধর্ম কী? তা হচ্ছে—'আত্মসম্পদ'। ভিক্ষুগণ, আত্মসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে। আত্মসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক দৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে।

একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই আত্মসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।” চতুর্থ সূত্র।

৫. দৃষ্টিসম্পদ সূত্র

৭৪.১. শ্রাবস্তী নিদান। “হে ভিক্ষুগণ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন বা বৃদ্ধির জন্য একধর্ম বহুপকারী হয়। সেই একধর্ম কী? তা হচ্ছে—‘দৃষ্টিসম্পদ’। ভিক্ষুগণ, দৃষ্টিসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে। দৃষ্টিসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক দৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই দৃষ্টিসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।” পঞ্চম সূত্র।

৬. অপ্রমাদসম্পদ সূত্র

৭৫.১. শ্রাবস্তী নিদান। “হে ভিক্ষুগণ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন বা বৃদ্ধির জন্য একধর্ম বহুপকারী হয়। সেই একধর্ম কী? তা হচ্ছে—‘অপ্রমাদসম্পদ’। ভিক্ষুগণ, অপ্রমাদসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে। অপ্রমাদসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক দৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই অপ্রমাদসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।” ষষ্ঠ সূত্র।

৭. সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পদ সূত্র

৭৬.১. "সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পদ বিদ্যমান। ভিক্ষুগণ, সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২. ভিক্ষুগণ, সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক দৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" সপ্তম সূত্র।

একধর্ম পেয়্যাল বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

কল্যাণমিত্র, শীল, ছন্দ আর আত্মসম্পদ সূত্র;
দৃষ্টি, অপ্রমাদ এবং সপ্তমে জ্ঞানযুক্ত হয় কথিত॥

৮. দ্বিতীয় একধর্ম পেয়্যাল বর্গ

১. কল্যাণমিত্র সূত্র

৭৭.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, আমি 'কল্যাণমিত্রতা' ছাড়া অন্য একটি ধর্মও দেখছি না, যা দ্বারা অনুৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনায় পরিপূর্ণ হয়। ভিক্ষুগণ, কল্যাণমিত্র ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত হয় যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২. ভিক্ষুগণ, কল্যাণমিত্র ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক স্মৃতি ভাবিত বা অনুশীলন করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই

কল্যাণমিত্র ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।” প্রথম সূত্র।

২. শীলসম্পদ সূত্র

৭৮.১. “হে ভিক্ষুগণ, আমি ‘শীলসম্পদ’ ছাড়া অন্য একটি ধর্মও দেখছি না, যা দ্বারা অনুৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনায় পরিপূর্ণ হয়। ভিক্ষুগণ, শীলসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত হয় যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২. ভিক্ষুগণ, শীলসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক স্মৃতি ভাবিত বা অনুশীলন করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই শীলসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।” দ্বিতীয় সূত্র।

৩. ছন্দ বা ইচ্ছাসম্পদ সূত্র

৭৯.১. “হে ভিক্ষুগণ, আমি ‘ছন্দসম্পদ’ ছাড়া অন্য একটি ধর্মও দেখছি না, যা দ্বারা অনুৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনায় পরিপূর্ণ হয়। ভিক্ষুগণ, ছন্দসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত হয় যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২. ভিক্ষুগণ, ছন্দসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক আশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক স্মৃতি ভাবিত বা অনুশীলন করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ছন্দসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।” তৃতীয় সূত্র।

৪. আত্মসম্পদ সূত্র

৮০.১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি 'আত্মসম্পদ' ছাড়া অন্য একটি ধর্মও দেখছি না, যা দ্বারা অনুৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনায় পরিপূর্ণ হয়। ভিক্ষুগণ, আত্মসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত হয় যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২. ভিক্ষুগণ, আত্মসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক আশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক স্মৃতি ভাবিত বা অনুশীলন করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই আত্মসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" চতুর্থ সূত্র।

৫. দৃষ্টিসম্পদ সূত্র

৮১.১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি 'দৃষ্টিসম্পদ' ছাড়া অন্য একটি ধর্মও দেখছি না, যা দ্বারা অনুৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনায় পরিপূর্ণ হয়। ভিক্ষুগণ, দৃষ্টিসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত হয় যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২. ভিক্ষুগণ, দৃষ্টিসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক স্মৃতি ভাবিত বা অনুশীলন করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই দৃষ্টিসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" পঞ্চম সূত্র।

৬. অপ্রমাদসম্পদ সূত্র

৮২.১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি 'অপ্রমাদসম্পদ' ছাড়া অন্য একটি ধর্মও

দেখছি না, যা দ্বারা অনুৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনায় পরিপূর্ণ হয়। ভিক্ষুগণ, অপ্রমাদসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত হয় যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২. ভিক্ষুগণ, অপ্রমাদসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক স্মৃতি ভাবিত বা অনুশীলন করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই অপ্রমাদসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।” ষষ্ঠ সূত্র।

৭. সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পদ সূত্র

৮৩.১. “হে ভিক্ষুগণ, সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পদ বিদ্যমান। ভিক্ষুগণ, সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২. ভিক্ষুগণ, সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।” সপ্তম সূত্র।

১. কল্যাণমিত্র সূত্র

৮৪.১. “হে ভিক্ষুগণ, আমি ‘কল্যাণমিত্রতা’ ছাড়া অন্য একটি ধর্মও দেখছি না, যা দ্বারা অনুৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনায় পরিপূর্ণ হয়। ভিক্ষুগণ, কল্যাণমিত্র ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত হয় যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২. ভিক্ষুগণ, কল্যাণমিত্র ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক দৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই কল্যাণমিত্র ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" প্রথম সূত্র।

২. শীলসম্পদ সূত্র

৮৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি 'শীলসম্পদ' ছাড়া অন্য একটি ধর্মও দেখছি না, যা দ্বারা অনুৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনায় পরিপূর্ণ হয়। ভিক্ষুগণ, শীলসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত হয় যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২. ভিক্ষুগণ, শীলসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক দৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই শীলসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. ছন্দ বা ইচ্ছাসম্পদ সূত্র

৮৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি 'ছন্দসম্পদ' ছাড়া অন্য একটি ধর্মও দেখছি না, যা দ্বারা অনুৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনায় পরিপূর্ণ হয়। ভিক্ষুগণ, ছন্দসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত হয় যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২. ভিক্ষুগণ, ছন্দসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক দৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক

সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ছন্দসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" তৃতীয় সূত্র।

৪. আত্মসম্পদ সূত্র

৮৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি 'আত্মসম্পদ' ছাড়া অন্য একটি ধর্মও দেখছি না, যা দ্বারা অনুৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনায় পরিপূর্ণ হয়। ভিক্ষুগণ, আত্মসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত হয় যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২. ভিক্ষুগণ, আত্মসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক দৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই আত্মসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" চতুর্থ সূত্র।

৫. দৃষ্টিসম্পদ সূত্র

৮৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি 'দৃষ্টিসম্পদ' ছাড়া অন্য একটি ধর্মও দেখছি না, যা দ্বারা অনুৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনায় পরিপূর্ণ হয়। ভিক্ষুগণ, দৃষ্টিসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত হয় যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২. ভিক্ষুগণ, দৃষ্টিসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক দৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই দৃষ্টিসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" পঞ্চম সূত্র।

৬. অপ্রমাদসম্পদ সূত্র

৮৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি 'অপ্রমাদসম্পদ' ছাড়া অন্য একটি ধর্মও দেখছি না, যা দ্বারা অনুৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনায় পরিপূর্ণ হয়। ভিক্ষুগণ, অপ্রমাদসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত হয় যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২. ভিক্ষুগণ, অপ্রমাদসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক দৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই অপ্রমাদসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পদ সূত্র

৯০.১. "হে ভিক্ষুগণ, সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পদ বিদ্যমান। ভিক্ষুগণ, সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২. ভিক্ষুগণ, সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক দৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" সপ্তম সূত্র।

দ্বিতীয় একধর্ম পেয়্যাল বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

কল্যাণমিত্র, শীল, ছন্দ আর আত্মসম্পদ সূত্র;
দৃষ্টি, অপ্রমাদ এবং সপ্তমে জ্ঞানযুক্ত হয় কথিত॥

১. গঙ্গাপেয়্যাল বর্গ

১. প্রথম পূর্বনিম্ন সূত্র

৯১.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, গঙ্গানদী পূর্বদিকে প্রবাহিত, পূর্বদিকেই বয়ে চলে এবং পূর্বদিকে ক্রমোন্নত; ঠিক তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়। ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়।" প্রথম সূত্র।

২. দ্বিতীয় পূর্বনিম্ন সূত্র চতুর্থ

৯২.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, যমুনা নদী পূর্বদিকে প্রবাহিত,... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায়...। দ্বিতীয় সূত্র।

৩. তৃতীয় পূর্বনিম্ন সূত্র

৯৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, অচিরবতী নদী পূর্বদিকে প্রবাহিত,... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায়...। তৃতীয় সূত্র।

৪. চতুর্থ পূর্বনিম্ন সূত্র

৯৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, সরভূ নদী পূর্বদিকে প্রবাহিত,... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায়...। চতুর্থ সূত্র।

৫. পঞ্চম পূর্বনিম্ন সূত্র

৯৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, মহীনদী পূর্বদিকে প্রবাহিত,... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায়...। পঞ্চম সূত্র।

৬. ষষ্ঠ পূর্বনিম্ন সূত্র

৯৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, যেকোনো মহানদী যথা—গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ ও মহী এই সমস্ত মহানদীসমূহ পূর্বদিকে প্রবাহিত, পূর্বদিকেই বয়ে চলে এবং পূর্বদিকে ক্রমোন্নত; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়। ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক আশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়।" ষষ্ঠ সূত্র।

১. প্রথম সমুদ্রনিম্ন সূত্র

৯৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, গঙ্গানদী সমুদ্রদিকে প্রবাহিত, সমুদ্রদিকেই বয়ে চলে এবং সমুদ্রদিকে ক্রমোন্নত; ভিক্ষুগণ, ঠিক তদ্রূপভাবে ভিক্ষুও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়। ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-আশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়।" প্রথম সূত্র।

২. দ্বিতীয় সমুদ্রনিম্ন সূত্র

৯৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, যমুনা নদী সমুদ্রদিকে প্রবাহিত,... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায়...। দ্বিতীয় সূত্র।

৩. তৃতীয় সমুদ্রনিম্ন সূত্র

৯৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, অচিরবতী নদী সমুদ্রদিকে প্রবাহিত,... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায়...। তৃতীয় সূত্র।

৪. চতুর্থ সমুদ্রনিম্ন সূত্র

১০০.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, সরভূ নদী সমুদ্রদিকে প্রবাহিত,... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায়...। চতুর্থ সূত্র।

৫. পঞ্চম সমুদ্রনিম্ন সূত্র

১০১.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, মহীনদী সমুদ্রদিকে প্রবাহিত,... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায়...। পঞ্চম সূত্র।

৬. ষষ্ঠ সমুদ্রনিম্ন সূত্র

১০২.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, যেকোনো মহানদী যথা—গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ ও মহী এই সমস্ত মহানদীসমূহ সমুদ্রদিকে প্রবাহিত,... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায়...। ষষ্ঠ সূত্র।

গঙ্গাপেয়্যাল বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

ছয় পূর্বদিকে নিম্ন হয়, ছয় নিম্ন হয় সমুদ্রেতে,
ছয় দুগুণে দ্বাদশ হয় তা দ্বারা বর্গ বলা হয়;
গঙ্গাপেয়্যালী, পূর্বনিম্ন আবৃত্তিমার্গী[১], বিবেক-নিশ্রিত, দ্বাদশ হলো উক্ত॥

২. দ্বিতীয় গঙ্গাপেয়্যাল বর্গ

১. প্রথম পূর্বনিম্ন সূত্র

১০৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, গঙ্গানদী পূর্বদিকে প্রবাহিত, পূর্বদিকেই

[১]। অধ্যায়, পরিচ্ছেদ বা অনুচ্ছেদরূপে।

বয়ে চলে এবং পূর্বদিকে ক্রমোন্নত; ঠিক তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়। ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক দৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়।" প্রথম সূত্র।

২. দ্বিতীয় পূর্বনিম্ন সূত্র

১০৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, যমুনা নদী পূর্বদিকে প্রবাহিত,... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায়...। দ্বিতীয় সূত্র।

৩. তৃতীয় পূর্বনিম্ন সূত্র

১০৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, অচিরবতী নদী পূর্বদিকে প্রবাহিত,... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায়...। তৃতীয় সূত্র।

৪. চতুর্থ পূর্বনিম্ন সূত্র

১০৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, সরভূ নদী পূর্বদিকে প্রবাহিত,... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায়...। চতুর্থ সূত্র।

৫. পঞ্চম পূর্বনিম্ন সূত্র

১০৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, মহীনদী পূর্বদিকে প্রবাহিত,... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায়...। পঞ্চম সূত্র।

৬. ষষ্ঠ পূর্বনিম্ন সূত্র

১০৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, যেকোনো মহানদী যথা—গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ ও মহী এই সমস্ত মহানদীসমূহ পূর্বদিকে প্রবাহিত,... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায়...। ষষ্ঠ সূত্র।

১. প্রথম সমুদ্রনিম্ন সূত্র

১০৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, গঙ্গানদী সমুদ্রদিকে প্রবাহিত, সমুদ্রদিকেই বয়ে চলে এবং সমুদ্রদিকে ক্রমোন্নত; ঠিক তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়। ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক দৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়।" প্রথম সূত্র।

২. দ্বিতীয় সমুদ্রনিম্ন সূত্র

১১০.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, যমুনা নদী সমুদ্রদিকে প্রবাহিত,... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায়...। দ্বিতীয় সূত্র।

৩. তৃতীয় সমুদ্রনিম্ন সূত্র

১১১.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, অচিরবতী নদী সমুদ্রদিকে প্রবাহিত,... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায়...। তৃতীয় সূত্র।

৪. চতুর্থ সমুদ্রনিম্ন সূত্র

১১২.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, সরভূ নদী সমুদ্রদিকে প্রবাহিত,... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায়...। চতুর্থ সূত্র।

৫. পঞ্চম সমুদ্রনিম্ন সূত্র

১১৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, মহীনদী সমুদ্রদিকে প্রবাহিত,... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায়...। পঞ্চম সূত্র।

৬. ষষ্ঠ সমুদ্রনিম্ন সূত্র

১১৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, যেকোনো মহানদী যথা—গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ ও মহী এই সমস্ত মহানদীসমূহ সমুদ্রদিকে প্রবাহিত,...

পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায়...। ষষ্ঠ সূত্র।

(রাগবিনয় দ্বাদশ ও দ্বিতীয় সমুদ্রনিম্ন)

১. প্রথম পূর্বনিম্ন সূত্র

১১৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, গঙ্গানদী পূর্বদিকে প্রবাহিত, পূর্বদিকেই বয়ে চলে এবং পূর্বদিকে ক্রমোন্নত; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়। ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু অমৃতোগধ (অমৃতে বা নির্বাণে নিমজ্জিত), অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসানরূপ (অমৃত প্রান্তভাগ বা সীমা) সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসানরূপ সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়।" প্রথম সূত্র।

২. দ্বিতীয় পূর্বনিম্ন সূত্র

১১৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, যমুনা নদী পূর্বদিকে প্রবাহিত,... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায়...। দ্বিতীয় সূত্র।

৩. তৃতীয় পূর্বনিম্ন সূত্র

১১৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, অচিরবতী নদী পূর্বদিকে প্রবাহিত,... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায়...। তৃতীয় সূত্র।

৪. চতুর্থ পূর্বনিম্ন সূত্র

১১৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, সরভূ নদী পূর্বদিকে প্রবাহিত,... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায়...। চতুর্থ সূত্র।

৫. পঞ্চম পূর্বনিম্ন সূত্র

১১৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, মহীনদী পূর্বদিকে প্রবাহিত,... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায়...। পঞ্চম সূত্র।

৬. ষষ্ঠ পূর্বনিম্ন সূত্র

১২০.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, যেকোনো মহানদী যথা—গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ ও মহী এই সমস্ত মহানদীসমূহ পূর্বদিকে প্রবাহিত,... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায়...। ষষ্ঠ সূত্র।

১. প্রথম সমুদ্রনিম্ন সূত্র

১২১.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, গঙ্গানদী সমুদ্রদিকে প্রবাহিত, সমুদ্রদিকেই বয়ে চলে এবং সমুদ্রদিকে ক্রমোন্নত; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়। ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু অমৃতোগধ (অমৃতে বা নির্বাণে নিমজ্জিত), অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসানরূপ (অমৃত প্রান্তভাগ বা সীমা) সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসানরূপ সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়।" প্রথম সূত্র।

২. দ্বিতীয় সমুদ্রনিম্ন সূত্র

১২২.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, যমুনা নদী সমুদ্রদিকে প্রবাহিত,... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায়...। দ্বিতীয় সূত্র।

৩. তৃতীয় সমুদ্রনিম্ন সূত্র

১২৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, অচিরবতী নদী সমুদ্রদিকে প্রবাহিত,... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায়...। তৃতীয় সূত্র।

৪. চতুর্থ সমুদ্রনিম্ন সূত্র

১২৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, সরভূ নদী সমুদ্রদিকে প্রবাহিত,... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায়...চতুর্থ সূত্র।

৫. পঞ্চম সমুদ্রনিম্ন সূত্র

১২৫.১. “হে ভিক্ষুগণ, যেমন, মহীনদী সমুদ্রদিকে প্রবাহিত,... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায়...। পঞ্চম সূত্র।

৬. ষষ্ঠ সমুদ্রনিম্ন সূত্র

১২৬.১. “হে ভিক্ষুগণ, যেমন, যেকোনো মহানদী যথা—গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ ও মহী এই সমস্ত মহানদীসমূহ সমুদ্রদিকে প্রবাহিত,... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায়...। ষষ্ঠ সূত্র।

(অমৃতোগধ দ্বাদশ তৃতীয়)

১. প্রথম পূর্বনিম্ন সূত্র

১২৭.১. “হে ভিক্ষুগণ, যেমন, গঙ্গানদী পূর্বদিকে প্রবাহিত, পূর্বদিকেই বয়ে চলে এবং পূর্বদিকে ক্রমোন্নত; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়। ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী ও নির্বাণের দিকে ক্রমোন্নত সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী ও নির্বাণের দিকে ক্রমোন্নত সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়।” প্রথম সূত্র।

২. দ্বিতীয় পূর্বনিম্ন সূত্র

১২৮.১. “হে ভিক্ষুগণ, যেমন, যমুনা নদী পূর্বদিকে প্রবাহিত,... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায়...। দ্বিতীয় সূত্র।

৩. তৃতীয় পূর্বনিম্ন সূত্র

১২৯.১. “হে ভিক্ষুগণ, যেমন, অচিরবতী নদী পূর্বদিকে প্রবাহিত,... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায়...। তৃতীয় সূত্র।

৪. চতুর্থ পূর্বনিম্ন সূত্র

১৩০.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, সরভূ নদী পূর্বদিকে প্রবাহিত,... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায়...। চতুর্থ সূত্র।

৫. পঞ্চম পূর্বনিম্ন সূত্র

১৩১.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, মহীনদী পূর্বদিকে প্রবাহিত,... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায়...। পঞ্চম সূত্র।

৬. ষষ্ঠ পূর্বনিম্ন সূত্র

১৩২.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, যেকোনো মহানদী যথা—গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ ও মহী এই সমস্ত মহানদীসমূহ পূর্বদিকে প্রবাহিত,... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায়...। ষষ্ঠ সূত্র।

১. প্রথম সমুদ্রনিম্ন সূত্র

১৩৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, গঙ্গানদী সমুদ্রদিকে প্রবাহিত, সমুদ্রদিকেই বয়ে চলে এবং সমুদ্রদিকে ক্রমোন্নত; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়। ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী ও নির্বাণের দিকে ক্রমোন্নত সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী ও নির্বাণের দিকে ক্রমোন্নত সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়।" প্রথম সূত্র।

২. দ্বিতীয় সমুদ্রনিম্ন সূত্র

১৩৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, যমুনা নদী সমুদ্রদিকে প্রবাহিত,... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায়...। দ্বিতীয় সূত্র।

৩. তৃতীয় সমুদ্রনিম্ন সূত্র

১৩৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, অচিরবতী নদী সমুদ্রদিকে প্রবাহিত,... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায়...। তৃতীয় সূত্র।

৪. চতুর্থ সমুদ্রনিম্ন সূত্র

১৩৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, সরভূ নদী সমুদ্রদিকে প্রবাহিত,... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায়...। চতুর্থ সূত্র।

৫. পঞ্চম সমুদ্রনিম্ন সূত্র

১৩৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, মহীনদী সমুদ্রদিকে প্রবাহিত,... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায়...। পঞ্চম সূত্র।

৬. ষষ্ঠ সমুদ্রনিম্ন সূত্র

১৩৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, যেকোনো মহানদী যথা—গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ ও মহী এই সমস্ত মহানদীসমূহ সমুদ্রদিকে প্রবাহিত,... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায়...। ষষ্ঠ সূত্র।

(গঙ্গাপেয়্যালী)

দ্বিতীয় গঙ্গাপেয়্যাল বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

ছয় পূর্বদিকে নিম্ন হয়, ছয় নিম্ন হয় সমুদ্রেতে,
ছয় দুগুণে দ্বাদশ হয়, তা দ্বারা বর্গ বলা হয়;
নির্বাণনিম্ন দ্বাদশ ও চতুর্থী ষষ্ঠ নবম॥

৫. অপ্রমাদ পেয়্যাল (পুনরাবৃত্তি) বর্গ

১. তথাগত সূত্র

১৩৯.১. শ্রবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, যেমন পদহীন, দ্বিপদী, চতুষ্পদী, পঞ্চপদী রূপী, অরূপী, সংজ্ঞী, অসংজ্ঞী, অথবা না-সংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞীসহ যে-সমস্ত প্রাণী আছে, তাদের মধ্যে তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে শ্রেষ্ঠরূপে আখ্যায়িত করা হয়। ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, যে-সমস্ত কুশলধর্ম আছে তৎ-সমস্ত অপ্রমাদমূলক ও অপ্রমাদযুক্ত। সেই ধর্মসমূহের মধ্যে অপ্রমাদকে

শ্রেষ্ঠরূপে আখ্যায়িত করা হয়। ভিক্ষুগণ, অপ্রমত্ত ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২. ভিক্ষুগণ, অপ্রমত্ত ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই অপ্রমত্ত ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।

৩. ভিক্ষুগণ, যেমন পদহীন, দ্বিপদী, চতুষ্পদী, পঞ্চপদী রূপী, অরূপী, সংজ্ঞী, অসংজ্ঞী, অথবা না-সংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞীসহ যে-সমস্ত প্রাণী আছে, তাদের মধ্যে তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে শ্রেষ্ঠরূপে আখ্যায়িত করা হয়। ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, যে-সমস্ত কুশলধর্ম আছে তৎ-সমস্ত অপ্রমাদমূলক ও অপ্রমাদযুক্ত। সেই ধর্মসমূহের মধ্যে অপ্রমাদকে শ্রেষ্ঠরূপে আখ্যায়িত করা হয়। ভিক্ষুগণ, অপ্রমত্ত ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

৪. ভিক্ষুগণ, কীরূপে অপ্রমত্ত ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক দৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই অপ্রমত্ত ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।

৫. ভিক্ষুগণ, যেমন পদহীন, দ্বিপদী, চতুষ্পদী, পঞ্চপদী রূপী, অরূপী, সংজ্ঞী, অসংজ্ঞী, অথবা না-সংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞীসহ যে-সমস্ত প্রাণী আছে, তাদের মধ্যে তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে শ্রেষ্ঠরূপে আখ্যায়িত করা হয়। ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, যে-সমস্ত কুশলধর্ম আছে তৎ সমস্ত অপ্রমাদমূলক ও অপ্রমাদযুক্ত। সেই ধর্মসমূহের মধ্যে অপ্রমাদকে শ্রেষ্ঠরূপে আখ্যায়িত করা হয়। ভিক্ষুগণ, অপ্রমত্ত ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

৬. ভিক্ষুগণ, অপ্রমত্ত ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু অমৃতোগধ (অমৃতে বা নির্বাণে নিমজ্জিত),

অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসানরূপ (অমৃত প্রান্তভাগ বা সীমা) সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসানরূপ সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই অপ্রমত্ত ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।

৭. ভিক্ষুগণ, যেমন পদহীন, দ্বিপদী, চতুষ্পদী, পঞ্চপদী রূপী, অরূপী, সংজ্ঞী, অসংজ্ঞী, অথবা না-সংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞীসহ যে-সমস্ত প্রাণী আছে, তাদের মধ্যে তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে শ্রেষ্ঠরূপে আখ্যায়িত করা হয়। ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, যে-সমস্ত কুশলধর্ম আছে তৎ-সমস্ত অপ্রমাদমূলক ও অপ্রমাদযুক্ত। সেই ধর্মসমূহের মধ্যে অপ্রমাদকে শ্রেষ্ঠরূপে আখ্যায়িত করা হয়। ভিক্ষুগণ, অপ্রমত্ত ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

৮. ভিক্ষুগণ, অপ্রমত্ত ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী ও নির্বাণের দিকে ক্রমোন্নত সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী ও নির্বাণের দিকে ক্রমোন্নত সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই অপ্রমত্ত ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" প্রথম সূত্র।

২. পদ সূত্র

১৪০.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন—জঙ্গলের (বা ভূমিতে) যে-সমস্ত প্রাণীর পদচিহ্ন আছে, সেই সমস্ত প্রাণীর পদচিহ্ন হস্তীপদের মধ্যে সংকুলান হয়। তাদের মধ্যে বৃহৎদাকারের কারণে হস্তীপদকে শ্রেষ্ঠরূপে আখ্যায়িত করা হয়। ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, যে-সকল কুশলধর্ম আছে সে-সমস্ত অপ্রমাদমূলক ও অপ্রমাদযুক্ত; সেই কুশলধর্মসমূহের মধ্যে অপ্রমাদকে শ্রেষ্ঠরূপে আখ্যায়িত করা হয়। ভিক্ষুগণ, অপ্রমত্ত ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে, সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২. ভিক্ষুগণ, অপ্রমত্ত ভিক্ষু কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু

বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই অপ্রমত্ত ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. কূটাদি সূত্র পঞ্চক[১]

১৪১.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, চূড়াযুক্ত কুঠিরের (বা কূটাগারের) যে-সকল বক্র, কড়ি (বা বরগা) ও কাঁধ (স্কন্ধ) থাকে, সে-সমস্ত বক্র, কড়ি এবং কাঁধ চূড়াগামী, চূড়া হতে নিম্নাভিমুখী এবং চূড়ায় মিলিত হয়; সে-সমস্ত কড়ি-কাষ্ঠ হতে চূড়াই শ্রেষ্ঠরূপে বিবেচিত হয়। ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, যে-সকল কুশলধর্ম আছে... পূর্ব সূত্রের ন্যায়...।" তৃতীয় সূত্র।

৪. মূলগন্ধ সূত্র

১৪২.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, যে-সকল বৃক্ষমূল বা শেকড়ের সুগন্ধি হতে কালো চন্দন কাষ্ঠ মূলের সুগন্ধিই উত্তম বলে বিবেচিত হয়; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, যে-সকল কুশলধর্ম আছে... পূর্ব সূত্রের ন্যায়...।" চতুর্থ সূত্র।

৫. সারগন্ধ সূত্র

১৪৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, যে-সকল বৃক্ষের সার অংশের গন্ধ হতে রক্তচন্দন বৃক্ষের সার অংশই উত্তম বলে বিবেচিত হয়; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, যে-সকল কুশলধর্ম আছে... পূর্ব সূত্রের ন্যায়...।" পঞ্চম সূত্র।

৬. বস্সিক সূত্র

১৪৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, যেকোনো পুষ্পগন্ধ হতে বস্সিক[২] পুষ্পগন্ধই শ্রেষ্ঠরূপে আখ্যায়িত হয়; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, যে-সকল কুশলধর্ম আছে... পূর্ব সূত্রের ন্যায়...।" ষষ্ঠ সূত্র।

---

[১]। এই সূত্রাদির প্রদত্ত উপমাদির সাথে অঙ্গুত্তরনিকায়, দশক নিপাত, নাথ বর্গ, অপ্রমাদ সূত্রের সাথে হুবহু মিল রয়েছে। দ্রষ্টব্য অঙ্গুত্তরনিকায়, দশক-একাদশক নিপাত; অনুবাদক : প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু।

[২]। বড় জাতীয় মল্লিকা বা মালতী ফুলের পুষ্পিত গাছ (সর্বাপেক্ষা সুগন্ধজাতীয় ফুল)।— পালি-বাংলা অভিধান (দ্বিতীয় খণ্ড), শান্তরক্ষিত মহাস্থবির, পৃ. ১৪২৭।

৭. রাজা সূত্র

১৪৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, অল্পশক্তিসম্পন্ন ক্ষুদ্র রাজাগণ প্রতাপশালী রাজচক্রবর্তী রাজাকে মান্য করেন ও তাঁর অনুবর্তী হন। সেই ক্ষুদ্র রাজাদের চেয়ে চক্রবর্তী রাজাই শ্রেষ্ঠরূপে বিবেচিত হন। ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, যে-সকল কুশলধর্ম আছে... পূর্ব সূত্রের ন্যায়... ।" সপ্তম সূত্র।

৮. চন্দ্রিমাদি সূত্র

১৪৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, সমস্ত তারকারাজির প্রভা চন্দ্রপ্রভার ষোলকলার (ভাগ) এক কলাও হয় না। সে-সমস্ত তারকাপ্রভা হতে চন্দ্রপ্রভাই শ্রেষ্ঠরূপে বিবেচিত হয়; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, যে-সকল কুশলধর্ম আছে...পূর্ব সূত্রের ন্যায়... ।" অষ্টম সূত্র।

৯. সূর্য সূত্র

১৪৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, শরৎকালে মেঘমুক্ত আকাশে উদীয়মান সূর্য যেরূপে সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত করে সর্বত্র আলোয় উদ্ভাসিত করে, চতুর্দিকে বিকীর্ণ করে আলোক এবং দীপ্তিমান হয়; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, যে-সকল কুশলধর্ম আছে... পূর্ব সূত্রের ন্যায়... ।" নবম সূত্র।

১০. বস্ত্র সূত্র

১৪৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, সুতায় প্রস্তুতকৃত যেকোনো বস্ত্রসমূহ হতে কাশি রাজ্যের বস্ত্র শ্রেষ্ঠরূপে আখ্যায়িত হয়; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, যে-সকল কুশলধর্ম আছে... পূর্ব সূত্রের ন্যায়... ।" দশম সূত্র।

(তথাগত সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য)

অপ্রমাদ পেয্যাল বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

তথাগত, পদ, কূট, মূল, সার ও বস্সিক সূত্র;
রাজা, চন্দ্র, সূর্য এবং বস্ত্রে দশম পদ উক্ত॥

৬. বলকরণীয় (শক্তি প্রয়োগ) বর্গ

১. বল (শক্তি) সূত্র

১৪৯.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, যে-সকল কর্ম শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়, সে-সমস্ত কর্ম পৃথিবীকে আশ্রয় করে এবং পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সম্পাদন করা হয়; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুও শীলকে আশ্রয় করে এবং শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।

২. ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু শীলকে আশ্রয় করে এবং শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক আশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু শীলকে আশ্রয় করে এবং শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।"

৩. ভিক্ষুগণ, যেমন, যে-সকল কর্ম শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়, সে-সমস্ত কর্ম পৃথিবীকে আশ্রয় করে এবং পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সম্পাদন করা হয়; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুও শীলকে আশ্রয় করে এবং শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।

৪. ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু শীলকে আশ্রয় করে এবং শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক দৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু শীলকে আশ্রয় করে এবং শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।

৫. ভিক্ষুগণ, যেমন, যে-সকল কর্ম শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়, সে-সমস্ত কর্ম পৃথিবীকে আশ্রয় করে এবং পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সম্পাদন করা হয়; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুও শীলকে আশ্রয় করে এবং শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।

৬. ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু শীলকে আশ্রয় করে এবং শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু অমৃতোগধ (অমৃতে বা নির্বাণে নিমজ্জিত), অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসানরূপ (অমৃত প্রান্তভাগ বা সীমা) সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসানরূপ সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু শীলকে আশ্রয় করে এবং শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।

৭. ভিক্ষুগণ, যেমন, যে-সকল কর্ম শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়, সে-সমস্ত কর্ম পৃথিবীকে আশ্রয় করে এবং পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সম্পাদন করা হয়; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুও শীলকে আশ্রয় করে এবং শীলে প্রতিষ্টিত হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।

৮. ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু শীলকে আশ্রয় করে এবং শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী ও নির্বাণের দিকে ক্রমোন্নত সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী ও নির্বাণের দিকে ক্রমোন্নত সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু শীলকে আশ্রয় করে এবং শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।” প্রথম সূত্র।

২. বীজ সূত্র

১৫০.১. “হে ভিক্ষুগণ, যেমন, যেকোনো প্রকারের বীজ বা যেকোনো উদ্ভিদ অঙ্কুরিত হয়, বেড়ে উঠে এবং পূর্ণ উদ্ভিদরূপে পরিণত হয়, সে-সমস্ত বীজ পৃথিবীকে নিশ্রয় করে এবং পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অঙ্কুরিত হয়, বেড়ে উঠে এবং পূর্ণ উদ্ভিদরূপে পরিণত হয়; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুও শীলকে নিশ্রয় করে এবং শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে ধর্মসমূহে উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি এবং পরিপূর্ণতা লাভ করে।

২. ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু শীলকে আশ্রয় করে এবং শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে ধর্মসমূহে উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি এবং পরিপূর্তা লাভ করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক আশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত,

নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে।...(পূর্বের বল সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য)...। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু শীলকে আশ্রয় করে এবং শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে ধর্মসমূহে উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি এবং পরিপূর্ণতা লাভ করে।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. নাগ (সর্প) সূত্র

১৫১.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন পর্বতরাজ হিমালয়কে আশ্রয় করে নাগগণ (সর্প) কায় বৃদ্ধি ও শক্তি সঞ্চয় করে থাকে। তারা তথায় কায় বৃদ্ধি ও শক্তি সঞ্চয় করে ক্ষুদ্র জলাশয় পাড় হয়। ক্ষুদ্র জলাশয় পাড় হয়ে বড় জলাশয় পাড় হয়। বড় জলাশয় পাড় হয়ে ছোট নদী পাড় হয়। ছোট নদী পাড় হয়ে মহানদী পাড় হয়। মহানদী পাড় হয়ে মহাসমুদ্র-সাগর পাড় হয়। তারা তথায় কায়ের বিশালতা ও বৈপুল্যতা লাভ করে। ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুও শীলকে নিশ্রয় করে, শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে ধর্মসমূহে মহত্ত্ব ও বৈপুল্যতা লাভ করে।

২. ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু শীলকে নিশ্রয় করে, শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে ধর্মসমূহে মহত্ত্ব ও বৈপুল্যতা লাভ করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে।...(পূর্বের বল সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য)...। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু শীলকে নিশ্রয় করে, শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে ধর্মসমূহে মহত্ত্ব ও বৈপুল্যতা লাভ করে।" তৃতীয় সূত্র।

৪. বৃক্ষ সূত্র

১৫২.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন পূর্বদিকে নমিত, পূর্বদিকে হেলে পড়া এবং পূর্বদিকে ক্রমোন্নত বৃক্ষ মূলছিন্ন হলে কোন দিকে পতিত হবে?" "ভন্তে, বৃক্ষটি যে দিকে নমিত, যে দিকে হেলে পড়েছে এবং যেদিকে

ক্রমোন্নত মূল ছিন্ন হলে সে দিকেই পতিত হবে।” “ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়।

২. ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে।...(পূর্বের বল সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য)...। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়।” চতুর্থ সূত্র।

৫. কুম্ভ (কলসি) সূত্র

১৫৩.১. “হে ভিক্ষুগণ, যেমন জলপূর্ণ কলসি উল্টা হলে কলসিস্থিত জল নির্গত হয়, আর পুনরায় সেই জল শোষণ করে না; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে পাপ এবং অকুশলধর্মসমূহ পরিত্যাগ করে, আর তা পুনরায় গ্রহণ করে না।

২. ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে পাপ এবং অকুশলধর্মসমূহ পরিত্যাগ করে, আর তা পুনরায় গ্রহণ করে না? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে।...(পূর্বের বল সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য)...। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে পাপ এবং অকুশলধর্মসমূহ পরিত্যাগ করে, আর তা পুনরায় গ্রহণ করে না।” পঞ্চম সূত্র।

৬. শূক সূত্র

১৫৪.১. “হে ভিক্ষুগণ, যেমন—পরিণত শষ্যশূক বা যবশূক যদি হাত অথবা পায়ের দ্বারা দলিত করা হয়, তবে সেই হাত বা পা ক্ষত হবে কিংবা

তা হতে রক্ত নিঃসৃত হবে, তা সম্ভব। তার কারণ কী? শষ্যশূকের পরিণত হওয়ার দরুন। ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুও সম্যক প্রণিহিত দৃষ্টির দ্বারা, সম্যক প্রণিহিত মার্গ ভাবনার দ্বারা অবিদ্যাকে ছেদন করবে, বিদ্যা (জ্ঞান) উৎপন্ন করবে এবং নির্বাণ সাক্ষাৎ করবে—তা সম্ভব। তার কারণ কী? ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর দৃষ্টি সম্যক প্রণিহিত বিধায়।

২. ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু সম্যক প্রণিহিত দৃষ্টির দ্বারা, সম্যক প্রণিহিত মার্গ ভাবনার দ্বারা অবিদ্যাকে ছেদন করে, বিদ্যা উৎপন্ন করে এবং নির্বাণ সাক্ষাৎ করে থাকে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত (আশ্রিত), বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে।... (পূর্বের বল সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য)...। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু সম্যক প্রণিহিত দৃষ্টির দ্বারা, সম্যক প্রণিহিত মার্গ ভাবনার দ্বারা অবিদ্যাকে ছেদন করে, বিদ্যা উৎপন্ন করে এবং নির্বাণ সাক্ষাৎ করে থাকে।” ষষ্ঠ সূত্র।

৭. আকাশ সূত্র

১৫৫.১. “হে ভিক্ষুগণ, যেমন, আকাশে বহু প্রকারে বাতাস প্রবাহিত হয়; যথা—পূর্ব ও পশ্চিম দিকে বাতাস প্রবাহিত হয়, উত্তর আর দক্ষিণ দিকেও বাতাস প্রবাহিত হয়, ধূলিপূর্ণ ও ধূলিহীন বাতাস প্রবাহিত হয়, শীতল আর উষ্ণ বাতাসও প্রবাহিত হয় এবং অল্প ও প্রচণ্ড বাতাসও প্রবাহিত হয়; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃতকারী ভিক্ষুর চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা পরিপূর্ণ হয়, চারি সম্যক প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল এবং সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনাও পরিপূর্ণ হয়।

২. ভিক্ষুগণ, কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃতকারী ভিক্ষুর চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা পরিপূর্ণ হয়, চারি সম্যক প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল এবং সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনাও পরিপূর্ণ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত (আশ্রিত), বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে।... (পূর্বের বল সূত্রের ন্যায়

বিস্তারিতব্য)...। ভিক্ষুগণ, এরূপেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃতকারী ভিক্ষুর চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা পরিপূর্ণ হয়, চারি সম্যক প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল এবং সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনাও পরিপূর্ণ হয়।" সপ্তম সূত্র।

৮. প্রথম মেঘ সূত্র

১৫৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, গ্রীষ্মের শেষ মাসে উৎপন্ন ধূলি-ময়লারাশি শীঘ্রই অসময়ে উৎপন্ন ঘনমেঘ মূহুর্তে অপসৃত করে এবং পরিষ্কার করে; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষগণ, ভিক্ষুও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে উৎপন্ন-অনুৎপন্ন পাপ ও অকুশলধর্মসমূহ শীঘ্রই অপসৃত এবং মুক্ত করে।

২. ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে উৎপন্ন-অনুৎপন্ন পাপ ও অকুশলধর্মসমূহ শীঘ্রই অপসৃত এবং মুক্ত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে।...(পূর্বের বল সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য)...। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে উৎপন্ন-অনুৎপন্ন পাপ ও অকুশলধর্মসমূহ শীঘ্রই অপসৃত এবং মুক্ত করে।" অষ্টম সূত্র।

৯. দ্বিতীয় মেঘ সূত্র

১৫৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, আকাশে ঘনমেঘ সৃষ্টি হলে অন্তরায় সদৃশ মহাবাতাস এসে তা শীঘ্রই অপসৃত এবং পরিষ্কার করে; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে উৎপন্ন-অনুৎপন্ন পাপ ও অকুশলধর্মসমূহের অন্তরায় সদৃশ হয়ে তা অপসৃত এবং মুক্ত করে।

২. ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে উৎপন্ন-অনুৎপন্ন পাপ ও অকুশলধর্মসমূহের অন্তরায় সদৃশ হয়ে তা অপসৃত এবং মুক্ত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু

বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে।...(পূর্বের বল সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য)...। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে উৎপন্ন-অনুৎপন্ন পাপ ও অকুশলধর্মসমূহের অন্তরায় সদৃশ হয়ে তা অপসৃত এবং মুক্ত করে।" নবম সূত্র।

১০. নৌকা সূত্র

১৫৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, সমুদ্রে নৌকার মধ্যে বেত (রশি) দ্বারা বন্ধন কৃত তক্তাসমূহ যদি ছয় মাস পর্যন্ত পানিতে ডুবিয়ে রেখে হেমন্তকালে ভূমিতে টেনে তোলা হয়, তবে বর্ষাকালে বায়ু, তাপ ও বৃষ্টি বর্ষণের দ্বারা সেই বন্ধনসমূহ সহজেই ঢিলে হয় এবং পঁচে যায়। ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃতকারী ভিক্ষুর সংযোজনসমূহ সহজেই নির্মূল হয় এবং পঁচে যায়।

২. ভিক্ষুগণ, কীরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃতকারী ভিক্ষুর সংযোজনসমূহ সহজেই নির্মূল হয় এবং পচেঁ যায়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে।...(পূর্বের বল সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য)...। ভিক্ষুগণ, এরূপেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃতকারী ভিক্ষুর সংযোজনসমূহ সহজেই নির্মূল হয় এবং পঁচে যায়।" দশম সূত্র।

১১. আগন্তুক সূত্র

১৫৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, কোনো এক অতিথিশালায় পূর্বদিক হতে আগন্তুকেরা এসে অবস্থান করে এবং পশ্চিম দিক, উত্তর দিক ও দক্ষিণ দিক হতেও আগন্তুকেরা এসে অবস্থান করে। সেখানে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং শুদ্রও এসে অবস্থান করে; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে যে ধর্মসমূহ অভিজ্ঞার দ্বারা সম্যকরূপে জানা উচিত, সেই ধর্মসমূহ অভিজ্ঞার দ্বারা সম্যকরূপে উপলব্ধি করে। যে ধর্মসমূহ অভিজ্ঞার দ্বারা প্রহান করা উচিত, সেই ধর্মসমূহ পরিত্যাগ করে, যে ধর্মসমূহ

অভিজ্ঞার দ্বারা লাভ (উপলব্ধি) করা উচিত, সেই ধর্মসমূহ লাভ (উপলব্ধি) করে। এবং যে ধর্মসমূহ অভিজ্ঞার দ্বারা অনুশীলন করা উচিত, সেই ধর্মসমূহ অনুশীলন করে।

২. ভিক্ষুগণ, কোন ধর্মসমূহ অভিজ্ঞার দ্বারা সম্যকরূপে জানা উচিত? পঞ্চোপাদানস্কন্ধই হচ্ছে তার উত্তর। সেই পঞ্চ কী কী? তা হচ্ছে যথা—রূপ-উপাদানস্কন্ধ, বেদনা-উপাদানস্কন্ধ, সংজ্ঞা-উপাদানস্কন্ধ, সংস্কার-উপাদানস্কন্ধ ও বিজ্ঞান-উপাদানস্কন্ধ। ভিক্ষুগণ, এই ধর্মসমূহ অভিজ্ঞার দ্বারা সম্যকরূপে জানা উচিত।

ভিক্ষুগণ, কোন ধর্মসমূহ অভিজ্ঞার দ্বারা প্রহান করা উচিত? অবিদ্যা এবং ভবতৃষ্ণা, এই ধর্মসমূহ অভিজ্ঞার দ্বারা প্রহান করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, কোন ধর্মসমূহ অভিজ্ঞার দ্বারা উপলব্ধি করা উচিত? বিদ্যা এবং বিমুক্তি, এই ধর্মসমূহ অভিজ্ঞার দ্বারা উপলব্ধি করা উচিত?

ভিক্ষুগণ, কোন ধর্মসমূহ অভিজ্ঞার দ্বারা অনুশীলন করা উচিত? শমথ এবং বিদর্শন, এই ধর্মসমূহ অভিজ্ঞার দ্বারা অনুশীলন করা উচিত।

৩. ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে যে ধর্মসমূহ অভিজ্ঞার দ্বারা সম্যকরূপে জানা উচিত, সেই ধর্মসমূহ অভিজ্ঞার দ্বারা সম্যকরূপে উপলব্ধি করে; যে ধর্মসমূহ অভিজ্ঞার দ্বারা প্রহান করা উচিত, সেই ধর্মসমূহ পরিত্যাগ করে; যে ধর্মসমূহ অভিজ্ঞার দ্বারা লাভ (উপলব্ধি) করা উচিত, সেই ধর্মসমূহ লাভ (উপলব্ধি) করে; এবং যে ধর্মসমূহ অভিজ্ঞার দ্বারা অনুশীলন করা উচিত, সেই ধর্মসমূহ অনুশীলন করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে যে ধর্মসমূহ অভিজ্ঞার দ্বারা সম্যকরূপে জানা উচিত, সেই ধর্মসমূহ অভিজ্ঞার দ্বারা সম্যকরূপে উপলব্ধি করে। যে ধর্মসমূহ অভিজ্ঞার দ্বারা প্রহান করা উচিত, সেই ধর্মসমূহ পরিত্যাগ করে, যে ধর্মসমূহ অভিজ্ঞার দ্বারা লাভ (উপলব্ধি) করা উচিত, সেই ধর্মসমূহ লাভ (উপলব্ধি) করে। এবং যে ধর্মসমূহ অভিজ্ঞার দ্বারা অনুশীলন করা উচিত, সেই ধর্মসমূহ অনুশীলন করে।" একাদশ সূত্র।

১২. নদী সূত্র

১৬০.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, গঙ্গানদী পূর্বদিকে নিম্নাভিমুখী, পূর্বদিকে প্রবাহিত ও পূর্বদিকেই ক্রমাবনত। অতঃপর বহুসংখ্যক লোক শাবল ও কোদাল নিয়ে এই ভেবে আগমন করতে পারে—'আমরা এই গঙ্গানদীকে পশ্চিম দিকে নিম্নাভিমুখী, পশ্চিম দিকে প্রবাহমান ও পশ্চিম দিকে ক্রমাবনত করব।' ভিক্ষুগণ, তোমরা তা কী মনে কর, সেই বহুসংখ্যক লোক কি গঙ্গানদীকে পশ্চিম দিকে নিম্নাভিমুখী, পশ্চিম দিকে প্রবাহমান ও পশ্চিম দিকে ক্রমাগানত করতে পারবে?" "না ভন্তে,।" "তা কী কারণে?" "ভন্তে, গঙ্গানদী পূর্বদিকে নিম্নাভিমুখী, পূর্বদিকে প্রবাহিত ও পূর্বদিকেই ক্রমাবনত। সেই গঙ্গানদীকে পশ্চিম দিকে নিম্নাভিমুখী, পশ্চিম দিকে প্রবাহমান ও পশ্চিম দিকে ক্রবানত করা সহজতর নয়। শুধুমাত্র সেই বহুসংখ্যক জনতা পরিশ্রান্ত ও কষ্টের ভাগী হবে।"

২. "ভিক্ষুগণ, ঠিক এরূপেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত ভিক্ষুকে রাজা ওাজমন্ত্রী, মিত্র, অমাত্য, জ্ঞাতি, সগোত্র ও ভোগসম্পত্তি দ্বারা প্রলোভন দেখিয়ে আহ্বান করতে পারে—'ওহে, আসুন, কেন সেই গৌরিক বস্ত্র পরিত্যাগ করছেন না? কেন মুণ্ডিত মস্তকে ভিক্ষাচরণ করছেন? গৃহীজীবনে ফিরে আসুন, ভোগসম্পত্তি ভোগ করে পূণ্যকর্ম সম্পাদন করুন।'

৩. ভিক্ষুগণ, সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত ভিক্ষু শিক্ষা প্রত্যাখান করে গৃহীজীবনে ফিরে যাবে, তা অসম্ভব; তার কারণ কী? কারণ ভিক্ষুগণ, যেই ভিক্ষুর চিত্ত দীর্ঘরাত্রি বিবেকে (নির্জনতায়) নিম্নাভিমুখী, বিবেকে প্রবাহমান ও বিবেকেই ক্রমাবনত, সেই ভিক্ষু গৃহীজীবনে ফিরে যাবে, তা অসম্ভব।

৪. ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে।...(পূর্বের বল সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য)...। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" (বলকরণীয়ের ন্যায় বিস্তারিতব্য)। দ্বাদশ সূত্র।

বলকরণীয় বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

বল, বীজ, নাগ, বৃক্ষ, কুম্ভ ও শূক সূত্র;
আকাশ, মেঘ দ্বে, নৌকা, আগন্তুক ও উক্ত নদী সূত্র॥

৭. এষণা (অন্বেষণ) বর্গ

১. এষণা (অন্বেষণ) সূত্র

১৬১.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার এষণা রয়েছে। সেই তিন প্রকার কী কী? যথা : কাম-এষণা, ভব-এষণা ও ব্রহ্মচর্য-এষণা। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ এষণা। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ এষণা অভিজ্ঞাত হওয়ার জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ এষণা অভিজ্ঞাত হওয়ার জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।

২. ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার এষণা রয়েছে। সেই তিন প্রকার কী কী? যথা : কাম-এষণা, ভব-এষণা ও ব্রহ্মচর্য-এষণা। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ এষণা। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ এষণা অভিজ্ঞাত হওয়ার জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ এষণা অভিজ্ঞাত হওয়ার জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।

৩. ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার এষণা রয়েছে। সেই তিন প্রকার কী কী? যথা : কাম-এষণা, ভব-এষণা ও ব্রহ্মচর্য-এষণা। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ এষণা। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ এষণা অভিজ্ঞাত হওয়ার জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু অমৃতোগধ (অমৃতে বা নির্বাণে নিমজ্জিত), অমৃতপরায়ণ ও অমৃত

পর্যাবসানরূপ (অমৃত প্রান্তভাগ বা সীমা) সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসানরূপ সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ এষণা অভিজ্ঞাত হওয়ার জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।

৪. ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার এষণা রয়েছে। সেই তিন প্রকার কী কী? যথা : কাম-এষণা, ভব-এষণা ও ব্রহ্মচর্য-এষণা। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ এষণা। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ এষণা অভিজ্ঞাত হওয়ার জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী ও নির্বাণের দিকে ক্রমোন্নত সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী ও নির্বাণের দিকে ক্রমোন্নত সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ এষণা অভিজ্ঞাত হওয়ার জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।

৫. হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার এষণা রয়েছে। সেই তিন প্রকার কী কী? যথা : কাম-এষণা, ভব-এষণা ও ব্রহ্মচর্য-এষণা। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ এষণা। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ এষণা পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ এষণা পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।

৬. ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার এষণা রয়েছে। সেই তিন প্রকার কী কী? যথা : কাম-এষণা, ভব-এষণা ও ব্রহ্মচর্য-এষণা। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ এষণা। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ এষণা পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা,

সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ এষণা পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।

৭. ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার এষণা রয়েছে। সেই তিন প্রকার কী কী? যথা : কাম-এষণা, ভব-এষণা ও ব্রহ্মচর্য-এষণা। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ এষণা। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ এষণা পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু অমৃতোগধ (অমৃতে বা নির্বাণে নিমজ্জিত), অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসানরূপ (অমৃত প্রান্তভাগ বা সীমা) সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসানরূপ সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ এষণা পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।

৮. ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার এষণা রয়েছে। সেই তিন প্রকার কী কী? যথা : কাম-এষণা, ভব-এষণা ও ব্রহ্মচর্য-এষণা। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ এষণা। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ এষণা পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী ও নির্বাণের দিকে ক্রমোন্নত সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী ও নির্বাণের দিকে ক্রমোন্নত সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ এষণা পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।

৯. ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার এষণা রয়েছে। সেই তিন প্রকার কী কী? যথা : কাম-এষণা, ভব-এষণা ও ব্রহ্মচর্য-এষণা। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ এষণা। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ এষণা পরিক্ষয়ের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন

করে। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ এষণা পরিক্ষয়ের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।

১০. ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার এষণা রয়েছে। সেই তিন প্রকার কী কী? যথা : কাম-এষণা, ভব-এষণা ও ব্রহ্মচর্য-এষণা। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ এষণা। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ এষণা পরিক্ষয়ের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ এষণা পরিক্ষয়ের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।

১১. ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার এষণা রয়েছে। সেই তিন প্রকার কী কী? যথা : কাম-এষণা, ভব-এষণা ও ব্রহ্মচর্য-এষণা। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ এষণা। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ এষণা পরিক্ষয়ের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু অমৃতোগধ (অমৃতে বা নির্বাণে নিমজ্জিত), অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসানরূপ (অমৃত প্রান্তভাগ বা সীমা) সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসানরূপ সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ এষণা পরিক্ষয়ের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।

১২. ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার এষণা রয়েছে। সেই তিন প্রকার কী কী? যথা : কাম-এষণা, ভব-এষণা ও ব্রহ্মচর্য-এষণা। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ এষণা। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ এষণা পরিক্ষয়ের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী ও নির্বাণের দিকে ক্রমোন্নত সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী ও নির্বাণের দিকে ক্রমোন্নত সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ এষণা পরিক্ষয়ের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।

১৩. ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার এষণা রয়েছে। সেই তিন প্রকার কী কী? যথা : কাম-এষণা, ভব-এষণা ও ব্রহ্মচর্য-এষণা। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ এষণা।

ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ এষণা প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ এষণা প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।

১৪. ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার এষণা রয়েছে। সেই তিন প্রকার কী কী? যথা : কাম-এষণা, ভব-এষণা ও ব্রহ্মচর্য-এষণা। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ এষণা। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ এষণা প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ এষণা প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।

১৫. ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার এষণা রয়েছে। সেই তিন প্রকার কী কী? যথা : কাম-এষণা, ভব-এষণা ও ব্রহ্মচর্য-এষণা। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ এষণা। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ এষণা প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু অমৃতোগধ (অমৃতে বা নির্বাণে নিমজ্জিত), অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসানরূপ (অমৃত প্রান্তভাগ বা সীমা) সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসানরূপ সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ এষণা প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।

১৬. ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার এষণা রয়েছে। সেই তিন প্রকার কী কী? যথা : কাম-এষণা, ভব-এষণা ও ব্রহ্মচর্য-এষণা। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ এষণা। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ এষণা প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী ও নির্বাণের দিকে ক্রমোন্নত সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে।

একইভাবে ভিক্ষু নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী ও নির্বাণের দিকে ক্রমোন্নত সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ এষণা প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।” প্রথম সূত্র।

২. অহংকার সূত্র

১৬২.১. “হে ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার অহংকার বিদ্যমান। সেই তিন প্রকার কী কী? যথা—‘আমি সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আমি সবার সমান এবং আমি সবার চেয়ে হীন (বা ছোট)।’ ইহাই হচ্ছে তিন প্রকার অহংকার। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ অহংকার অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে।...(পূর্বের এষণা সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য)...। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ অহংকার অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।” দ্বিতীয় সূত্র।

৩. আসব সূত্র

১৬৩.১. “হে ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার আসব বিদ্যমান। সেই তিন প্রকার কী কী? যথা : কামাসব, ভবাসব ও অবিদ্যাসব। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ আসব। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ আসব অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে।...(পূর্বের এষণা সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য)...। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ আসব অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত

হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।" তৃতীয় সূত্র।

৪. ভব সূত্র

১৬৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার ভব বিদ্যমান। সেই তিন প্রকার কী কী? যথা : কামভব রূপভব ও অরূপভব। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ ভব। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ ভব অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত (আশ্রিত), বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে।...(পূর্বের এষণা সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য)...। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ ভব অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।" চতুর্থ সূত্র।

৪. দুঃখতা সূত্র

১৬৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার দুঃখতা রয়েছে। সেই তিন প্রকার কী কী? যথা : দুঃখ-দুঃখতা, সংস্কার-দুঃখতা ও বিপরিণাম-দুঃখতা; ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ দুঃখতা। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ দুঃখতা অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে।...(পূর্বের এষণা সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য)...। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ দুঃখতা অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।" পঞ্চম সূত্র।

৬. খিল বা দৃঢ়তা সূত্র

১৬৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার খিল (দৃঢ়তা) আছে। সেই তিন

প্রকার কী কী? যথা : রাগ খিল (দৃঢ়তা), দ্বেষ খিল ও মোহ খিল। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ খিল। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ খিল অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে।...(পূর্বের এষণা সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য)...। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ খিল অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. মল সূত্র

১৬৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার মল বিদ্যমান। সেই তিন প্রকার কী কী? যথা—রাগ মল, দ্বেষ মল ও মোহ মল। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ মল। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ মল অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে।...(পূর্বের এষণা সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য)...। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ মল অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।" সপ্তম সূত্র।

৮. দুঃখ বা যন্ত্রণা সূত্র

১৬৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার দুঃখ (যন্ত্রণা) রয়েছে। সেই তিন প্রকার কী কী? যথা—রাগ দুঃখ, দ্বেষ দুঃখ ও মোহ দুঃখ। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ দুঃখ। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ দুঃখ অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-

নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে।...(পূর্বের এষণা সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য)...। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ দুঃখ অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।” অষ্টম সূত্র।

৯. বেদনা সূত্র

১৬৯.১. “হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার বেদনা আছে। সেই তিন প্রকার কী কী? যথা—সুখবেদনা, দুঃখবেদনা ও উপেক্ষা বেদনা। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ বেদনা। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ বেদনা অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে।...(পূর্বের এষণা সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য)...। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ বেদনা অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।” নবম সূত্র।

১০. তৃষ্ণা সূত্র

১৭০.১. “হে ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার তৃষ্ণা বিদ্যমান। সেই তিন প্রকার কী কী? যথা—কাম তৃষ্ণা, ভব তৃষ্ণা ও বিভব তৃষ্ণা। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ তৃষ্ণা। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ তৃষ্ণা অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে।...(পূর্বের এষণা

সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য)...। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ তৃষ্ণা অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।" দশম সূত্র।

১১. আকুল প্রার্থনা সূত্র

১৭১.১. "হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার আকুল প্রার্থনা রয়েছে। সেই তিন প্রকার কী কী? যথা—কাম আকুল প্রার্থনা, ভব আকুল প্রার্থনা ও বিভব আকুল প্রার্থনা। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ আকুল প্রার্থনা। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ আকুল প্রার্থনা অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে।...(পূর্বের এষণা সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য)...। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ আকুল প্রার্থনা অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।" একাদশ সূত্র।

এষণা বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

আকাঙ্ক্ষা, অহংকার, আসব, ভব, দুঃখতা ও খিল উক্ত;
মল, দুঃখ, বেদনা, তৃষ্ণাসহ অকুল প্রার্থনা সূত্র॥

৮. ওঘ (স্রোত) বর্গ

১. ওঘ (স্রোত) সূত্র

১৭২.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, এই চারি প্রকার ওঘ (স্রোত) রয়েছে। সেই চারি প্রকার কী কী? যথা—কাম-ওঘ, ভব-ওঘ, দৃষ্টি-ওঘ ও অবিদ্যা-ওঘ। ইহাই হচ্ছে চারিবিধ ওঘ। ভিক্ষুগণ, এই চারিবিধ ওঘ অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক আশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-

পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে।... (পূর্বের এষণা সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য)...। ভিক্ষুগণ, এই চারিবিধ ওঘ অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।" প্রথম সূত্র।

২. যোগ সূত্র

১৭৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই চারি প্রকার যোগ রয়েছে। সেই চারি প্রকার কী কী? যথা—কাম-যোগ, ভব-যোগ, দৃষ্টি-যোগ ও অবিদ্যা-যোগ। ইহাই হচ্ছে চারিবিধ যোগ। ভিক্ষুগণ, এই চারিবিধ যোগ অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে।...(পূর্বের এষণা সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য)...। ভিক্ষুগণ, এই চারিবিধ যোগ অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. উপাদান সূত্র

১৭৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই চারি প্রকার উপাদান রয়েছে। সেই চারি প্রকার কী কী? যথা—কাম-উপাদান, দৃষ্টি-উপাদান শীলব্রত-উপাদান ও আত্মবাদ-উপাদান। ইহাই হচ্ছে চারিবিধ উপাদান। ভিক্ষুগণ, এই চারিবিধ উপাদান অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে।...(পূর্বের এষণা সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য)...। ভিক্ষুগণ, এই

চারিবিধ উপাদান অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।” তৃতীয় সূত্র।

৪. গ্রন্থি সূত্র

১৭৫.১. “হে ভিক্ষুগণ, এই চারি প্রকার গ্রন্থি রয়েছে। সেই চারি প্রকার কী কী? যথা—অভিধ্যা (অতিলোভ) কায়গ্রন্থি, ব্যাপাদ কায়গ্রন্থি, শীলব্রতপরামর্শ কায়গ্রন্থি ও সত্যাভিনিবেশ কায়গ্রন্থি। ইহাই হচ্ছে চারিবিধ গ্রন্থি। ভিক্ষুগণ, এই চারিবিধ গ্রন্থি অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে।...(পূর্বের এষণা সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য)...। ভিক্ষুগণ, এই চারিবিধ গ্রন্থি অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।” চতুর্থ সূত্র।

৫. অনুশয় সূত্র

১৭৬.১. “হে ভিক্ষুগণ, এই সাত প্রকার অনুশয় রয়েছে। সেই সাত প্রকার কী কী? যথা—কামরাগানুশয়, প্রতিঘানুশয়, দৃষ্টানুশয়, বিচিকিৎসানুশয়, মানানুশয়, ভবরাগানুশয় ও অবিদ্যানুশয়। ইহাই হচ্ছে সপ্তবিধানুশয়। ভিক্ষুগণ, এই সপ্তবিধানুশয় অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে।...(পূর্বের এষণা সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য)...। ভিক্ষুগণ, এই সপ্তবিধানুশয় অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।” পঞ্চম সূত্র।

৬. কামগুণ সূত্র

১৭৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার কামগুণ রয়েছে। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? যথা—ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামোদ্দীপক ও প্রলোভনকারী চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ আছে; একইভাবে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামোদ্দীপক ও প্রলোভনকারী শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বাবিজ্ঞেয় রস এবং কায়বিজ্ঞেয় স্পর্শ আছে। ইহাই হচ্ছে পঞ্চবিধ কামগুণ। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ কামগুণ অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে।...(পূর্বের এষণা সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য)...। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ কামগুণ অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. নীবরণ সূত্র

১৭৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ নীবরণ রয়েছে। সেই পঞ্চ কী কী? যথা—কামচ্ছন্দ-নীবরণ, ব্যাপাদ-নীবরণ, স্ত্যানমিদ্ধ-নীবরণ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য-নীবরণ ও বিচিকিৎসা-নীবরণ। ইহাই হচ্ছে পঞ্চবিধ নীবরণ। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ নীবরণ অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে।...(পূর্বের এষণা সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য)...। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ নীবরণ অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।" সপ্তম সূত্র।

৮. উপাদানস্কন্ধ সূত্র

১৭৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ উপাদানস্কন্ধ রয়েছে। সেই পঞ্চ কী কী? যথা—রূপ-উপাদানস্কন্ধ, বেদনা-উপাদানস্কন্ধ, সংজ্ঞা-উপাদানস্কন্ধ, সংস্কার-উপাদানস্কন্ধ ও বিজ্ঞান-উপাদানস্কন্ধ। ইহাই হচ্ছে পঞ্চবিধ উপাদানস্কন্ধ। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ উপাদানস্কন্ধ অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে।... (পূর্বের এষণা সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য)...। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ উপাদানস্কন্ধ অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।" অষ্টম সূত্র।

৯. অধোভাগীয় সূত্র

১৮০.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার অধোভাগীয় সংযোজন রয়েছে। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? যথা—সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রতপরামর্শ, কামচ্ছন্দ ও ব্যাপাদ। ইহাই হচ্ছে পঞ্চবিধ অধোভাগীয় সংযোজন। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ অধোভাগীয় সংযোজন অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে।... (পূর্বের এষণা সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য)...। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ অধোভাগীয় সংযোজন অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।" নবম সূত্র।

১০. ঊর্ধ্বভাগীয় সূত্র

১৮১.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন রয়েছে। সেই

পাঁচ প্রকার কী কী? যথা—রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা। ইহাই হচ্ছে পঞ্চবিধ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।

২. ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন রয়েছে। সেই পঞ্চ কী কী? যথা—রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা। ইহাই হচ্ছে পঞ্চবিধ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।

৩. ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন রয়েছে। সেই পঞ্চ কী কী? যথা—রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা। ইহাই হচ্ছে পঞ্চবিধ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু অমৃতোগধ (অমৃতে বা নির্বাণে নিমজ্জিত), অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসানরূপ (অমৃত প্রান্তভাগ বা সীমা) সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসানরূপ সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক

স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।

৪. ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন রয়েছে। সেই পঞ্চ কী কী? যথা—রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা। ইহাই হচ্ছে পঞ্চবিধ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী ও নির্বাণের দিকে ক্রমোন্নত সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী ও নির্বাণের দিকে ক্রমোন্নত সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।” দশম সূত্র।

ওঘ বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

ওঘ সূত্র, যোগ, উপাদান, গ্রন্থি আর অনুশয় সূত্র;
কামগুণ, নীবরণ, স্কন্ধ ও অধো-ঊর্ধ্বভাগীয় সূত্রে বর্গ উক্ত॥

বর্গের সূচি :

প্রথম হলো অবিদ্যাবর্গ, দ্বিতীয় বর্গের নাম বিহার;
মিথ্যা হলো তৃতীয় বর্গ, চতুর্থ বর্গ প্রতিপত্তি; আর॥
তীর্থিয় পঞ্চম বর্গ ও ষষ্ঠে উক্ত সূর্য বর্গ;
বহুকৃত সপ্তম বর্গ, অষ্টম উৎপাদ বর্গ॥
দিবস বর্গ নবম, অপ্রমাদ বর্গ দশমে,
একাদশ বল বর্গ, আকাঙ্ক্ষা বর্গ দ্বাদশে;
তেরতম বর্গ উক্ত হয় ওঘ নামে॥

মার্গ সংযুক্ত সমাপ্ত।

২. বোজ্ঝাঙ্গ[১] সংযুক্ত

১. পর্বত বর্গ

১. হিমালয় সূত্র

১৮২.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, যেমন পর্বতরাজ হিমালয়কে আশ্রয় করে নাগগণ[২] (সর্প) কায় বৃদ্ধি ও শক্তি সঞ্চয় করে থাকে। তারা তথায় কায় বৃদ্ধি ও শক্তি সঞ্চয় করে ক্ষুদ্র জলাশয় পাড় হয়। ক্ষুদ্র জলাশয় পাড় হয়ে বড় জলাশয় পাড় হয়। বড় জলাশয় পাড় হয়ে ছোট নদী পাড় হয়। ছোট নদী পাড় হয়ে মহানদী পাড় হয়। মহানদী পাড় হয়ে মহাসমুদ্র-সাগর পাড় হয়। তারা তথায় কায়ের বিশালতা ও বৈপুল্যতা লাভ করে। ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শীলকে নিশ্রয় করে, শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে ধর্মসমূহে মহত্ত্ব ও বৈপুল্যতা লাভ করে। কীরূপে ভিক্ষু শীলকে নিশ্রয় করে, শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে ধর্মসমূহে মহত্ত্ব ও বৈপুল্যতা লাভ করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ[৩] ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত,

---

[১]। সম্যক দৃষ্টি আদি ধর্মসামগ্রীর (বোধির) অঙ্গ বলে বোজ্ঝাঙ্গ। "বোজ্ঝনক" সত্ত্বের (বোধ্যসত্ত্বের, ভবিষ্যতে যিনি বোধ লাভ করবেন বা বুঝবেন তাঁর) বলে বোজ্ঝাঙ্গ।—মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃ. ১৮১।

[২]। গর্ভবতী নাগিনীরা মহাসমুদ্রের তরঙ্গ বেগ ও সুপর্ণদিগের ছোঁ মারার ভয়ে সমুদ্রে পতিত পঞ্চ মহানদী পথে হিমালয়ে গমন করে সুপর্ণদের উপদ্রবরহিত সুবর্ণ রজত বা মণিময় গর্তে অবস্থানপূর্বক ছানা প্রসব করে। তথায় ছানাগুলোকে জলযুদ্ধে সুশিক্ষিত করে তাদের ঋদ্ধি বলে স্বর্ণ-রৌপ্যাদিময় নৌকা নির্মাণ করে তদুপরি স্বর্ণতারকা-খচিত বিতান বাঁধে, এবং তাতে সুগন্ধ পুষ্পদাম ঝুলিয়ে সুসজ্জিত নৌকায় খাদ্য-দ্রব্যাদি নিয়ে আবার পঞ্চ মহানদী পথে অনুক্রমে মহাসমুদ্রে গিয়ে পৌঁছে। তথায় অবস্থানকালে নাগশাবকগুলো শত ব্যাম, সহস্র ব্যাম এবং কী! দশ সহস্র ব্যাম পর্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সার-সংগ্রহ গ্রন্থে (দ্বিতীয় খণ্ড) ২৬৯ পৃষ্ঠায় 'নাগ বিভাবনে' ও সংযুক্ত-নিকায় তৃতীয় খণ্ডের 'নাগ সংযুক্তে' বিস্তারিত দ্রষ্টব্য।

[৩]। স্মৃতিই বা স্মৃতি-সঞ্জ্যাত সম্বোজ্ঝাঙ্গ বিধায় স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ। 'উপট্‌ঠান লক্‌খণো'—অর্থাৎ কায়, বেদনা, চিত্ত, ধর্মসমূহের অশুভ, দুঃখ, অনিত্য ও অনাত্মভাব স্বলক্ষণ সঞ্জ্যাত আলম্বনে উপস্থিতিই স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ। চারিটি কারণ স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গের উৎপাদনে সহায়তা করে; যথা—(চারি ইর্যাপথে) স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানকারিতা, স্মৃতিশক্তিবিহীন ব্যক্তি পরিবর্জন,

নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু শীলকে নিশ্রয় করে, শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে ধর্মসমূহে মহত্ত্ব ও বৈপুল্যতা লাভ করে।" প্রথম সূত্র।

২. কায় সূত্র

১৮৩.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, এই দেহ আহারে স্থিত, আহারকে ভিত্তি করে স্থিত হয়, অনাহারে স্থিত হয় না; ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ, পঞ্চ নীবরণও আহারে স্থিত, আহারকে ভিত্তি করে স্থিত হয়, অনাহারে স্থিত হয় না।

২. ভিক্ষুগণ, কোন আহার অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দের উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন কামচ্ছন্দের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়? ভিক্ষুগণ, শুভ নিমিত্ত বিদ্যমান। তথায় ভ্রান্ত-মনোযোগ ও পুনঃপুন ভ্রান্ত-মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন কামচ্ছন্দের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়।

৩. ভিক্ষুগণ, কোন আহার অনুৎপন্ন ব্যাপাদের উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন ব্যাপাদের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়? ভিক্ষুগণ, প্রতিঘ (প্রতিবন্ধক)-নিমিত্ত বিদ্যমান। তথায় ভ্রান্ত-মনোযোগ ও পুনঃপুন ভ্রান্ত-মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন ব্যাপাদ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন ব্যাপাদের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়।

৪. ভিক্ষুগণ, কোন আহার অনুৎপন্ন স্ত্যানমিদ্ধের (আলস্য-তন্দ্রা) উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন স্ত্যানমিদ্ধের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়? ভিক্ষুগণ, অরতি, তন্দ্রা, বিজৃম্ভণতা, ভোজনজনিত অলসতা এবং চিত্তের লীনত্বভার বিদ্যমান। তথায় ভ্রান্ত-মনোযোগ ও পুনঃপুন ভ্রান্ত-মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন স্ত্যানমিদ্ধ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন স্ত্যানমিদ্ধের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়।

৫. ভিক্ষুগণ, কোন আহার অনুৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের (অনুশোচনা) উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা

স্মৃতি-শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির সেবন বা সংসর্গ ও সতত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপাদনের চেষ্টা করা। এই চারি প্রকারে উৎপন্ন স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ অর্হত্ত্বমার্গ লাভে ভাবনায় বর্ধিত ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।—মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃ. ১৮২।

ঘটায়? ভিক্ষুগণ, চিত্তের অনুপশম বিদ্যমান আছে। তথায় ভ্রান্ত-মনোযোগ ও পুনঃপুন ভ্রান্ত-মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়।

৬. ভিক্ষুগণ, কোন আহার অনুৎপন্ন বিচিকিৎসার (সন্দেহ) উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন বিচিকিৎসার অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্য ঘটায়? ভিক্ষুগণ, বিচিকিৎসাস্থানীয়বিষয়ক ধর্ম বিদ্যমান আছে। তথায় ভ্রান্ত-মনোযোগ ও পুনঃপুন ভ্রান্ত-মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন বিচিকিৎসা উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন বিচিকিৎসার অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়।

৭. ভিক্ষুগণ, যেমন, এই দেহ আহারে স্থিত, আহারকে ভিত্তি করে স্থিত হয়, অনাহারে স্থিত হয় না; ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ নীবরণও আহারে স্থিত, আহারকে ভিত্তি করে স্থিত হয়, অনাহারে স্থিত হয় না।"

৮. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, এই দেহ আহারে স্থিত, আহারকে ভিত্তি করে স্থিত হয়, অনাহারে স্থিত হয় না; ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ, সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গও আহারে স্থিত, আহারকে ভিত্তি করে স্থিত হয়, অনাহারে স্থিত হয় না।

৯. ভিক্ষুগণ, কোন আহার অনুৎপন্ন স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়? ভিক্ষুগণ, স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ স্থানীয় ধর্মসমূহ[১] বিদ্যমান। তথায় জ্ঞানপূর্বক মনোযোগ ও পুনঃপুন মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়।

১০. ভিক্ষুগণ, কোন আহার অনুৎপন্ন ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়? ভিক্ষুগণ, কুশলাকুশল, বর্জনীয়-অবর্জনীয়, হীন-প্রণীত ও পাপ-পুণ্য সদৃশ ধর্ম বিদ্যমান আছে। তথায় জ্ঞানপূর্বক মনোযোগ ও পুনঃপুন মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়।

১১. ভিক্ষুগণ, কোন আহার অনুৎপন্ন বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন বীর্য-সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়? ভিক্ষুগণ, আরম্ভ ধাতু[২], প্রচেষ্টা ধাতু ও পরাক্রম ধাতু বিদ্যমান আছে। তথায় জ্ঞানপূর্বক মনোযোগ ও

---

[১]। যা অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম তা অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম বলে যথাযতভাবে হৃদয়ঙ্গম করা।—মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃ. ১৮২.

[২]। যে অবস্থাকে ভিত্তি করে কার্যের প্রচেষ্টা আরম্ভ করা হয় তদবস্থা।

পুনঃপুন মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন বীর্য-সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়।

১২. ভিক্ষুগণ, কোন আহার অনুৎপন্ন প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন প্রীতি-সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়? ভিক্ষুগণ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ স্থানীয় ধর্মসমূহ[১] বিদ্যমান আছে। তথায় জ্ঞানপূর্বক মনোযোগ ও পুনঃপুন মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন প্রীতি-সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়।

১৩. ভিক্ষুগণ, কোন আহার অনুৎপন্ন প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন প্রশ্রদ্ধি সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়? ভিক্ষুগণ, কায় প্রশ্রদ্ধি ও চিত্ত প্রশ্রদ্ধি বিদ্যমান আছে। তথায় জ্ঞানপূর্বক মনোযোগ ও পুনঃপুন মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন প্রশ্রদ্ধি সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন প্রশ্রদ্ধি সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়।

১৪. ভিক্ষুগণ, কোন আহার অনুৎপন্ন সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন সমাধি-সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়? ভিক্ষুগণ, শমথ নিমিত্ত[২] ও অব্যগ্র (বা ধীর) নিমিত্ত[৩] বিদ্যমান আছে। তথায় জ্ঞানপূর্বক মনোযোগ ও পুনঃপুন মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন সমাধি-সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়।

১৫. ভিক্ষুগণ, কোন আহার অনুৎপন্ন উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়? ভিক্ষুগণ, উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ স্থানীয় ধর্মসমূহ[৪] বিদ্যমান আছে। তথায় জ্ঞানপূর্বক মনোযোগ ও পুনঃপুন মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়।

---

[১]। পঞ্চবিধ প্রীতিই হচ্ছে প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ স্থানীয় ধর্ম। যথা—ক্ষুদ্রকা, ক্ষণিকা, অবক্রান্তিকা, উদ্বেগা ও স্ফূরণা প্রীতি। ক্ষুদ্রকা প্রীতি তুচ্ছ বিষয় জাত, শরীরে লোমহর্ষণমাত্র করতে সক্ষম। ক্ষণিকা প্রীতি ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎপাত সদৃশ উৎপন্ন হয়ে থাকে। অবক্রান্তিকা প্রীতি আকস্মিক উৎপন্ন হয়। উদ্বেগা প্রীতি এত বলবতী যে তার প্রভাবে লোকে আত্মসম্বরণ করতে পারে না (নৃত্য করতে থাকে) এবং স্ফুরণা প্রীতির রস সর্বশরীরে সঞ্চারিত হয়, দেহ যেন অবশ হয়ে পড়ে।—মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃ. ৬০; বিশুদ্ধিমার্গ, পৃ. ১৮২; সার-সংগ্রহ (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃ. ৩০৪।

[২]। শমথই হচ্ছে শমথ নিমিত্ত।—মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃ. ১৮৩।

[৩]। অবিক্ষেপার্থে অব্যগ্র নিমিত্ত।—মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃ. ১৮৩।

[৪]। উপেক্ষাই হচ্ছে উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ স্থানীয় ধর্ম।—মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃ. ১৮৪।

১৬. ভিক্ষুগণ, যেমন, এই দেহ আহারে স্থিত, আহারকে ভিত্তি করে স্থিত হয়, অনাহারে স্থিত হয় না; ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গও আহারে স্থিত, আহারকে ভিত্তি করে স্থিত হয়, অনাহারে স্থিত হয় না।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. শীল সূত্র

১৮৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষুরা শীলসম্পন্ন, সমাধিসম্পন্ন, জ্ঞানসম্পন্ন, বিমুক্তিসম্পন্ন ও বিমুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন; আমি বলি, সেইসব ভিক্ষুগণের দর্শনেও খুব উপকার হয়। সেইসব ভিক্ষুগণের দেশনা শ্রবণ করলে, সমীপে আগমন করলে, অনুস্মরণ করলে ও তাঁদের নিকট প্রব্রজিত হলে মহা-উপকার হয়। তার কারণ কী? ভিক্ষুগণ, সেরূপ ভিক্ষুগণের ধর্মশ্রবণ করে নিভৃত ও নির্জনে দ্বিবিধ প্রকারে অবস্থান করা যায়। যথা—কায় নির্জনতা ও চিত্তের নির্জনতা। সে সেরূপে নির্জনে অবস্থানকালে সেই ধর্ম অনুস্মরণ ও চিন্তা করে থাকে।

২. ভিক্ষুগণ, যেই সময়ে ভিক্ষু সেরূপে নির্জনে অবস্থানকালে সেই ধর্ম অনুস্মরণ ও চিন্তা করে, সেই সময়ে তার স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ আরব্ধ (গৃহীত) হয়; সেই সময়ে সে স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে (ভাবে) এবং সেই সময়ে তার স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা (অনুশীলন) পরিপূর্ণ হয়। সে সেরূপে স্মৃতিমান হয়ে অবস্থানকালে সেই ধর্ম প্রজ্ঞা দ্বারা গবেষণা করে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করে, বিচার ও পরীক্ষা করে।

৩. ভিক্ষুগণ, যেই সময়ে ভিক্ষু সেইরূপে স্মৃতিমান হয়ে অবস্থানকালে সেই ধর্ম প্রজ্ঞা দ্বারা গবেষণা, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান, বিচার ও পরীক্ষা করে, সেই সময়ে তার ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ[১] আরব্ধ (গৃহীত) হয়; সেই সময়ে সে ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে তার ধর্মবিচয়-

---

[১]। ধর্মসমূহের বিচয় বলে ধর্মবিচয় এবং তাহাই সম্বোজ্ঝাঙ্গ বিধায় ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ। "পবিচয লক্খণো" অর্থাৎ আর্যসত্যসমূহের পীড়নাদি প্রকারত বিচয়, উপপরীক্ষাই ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ। ছয়টি কারণ ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গের উৎপাদনে সহায়তা করে; যথা—আচার্যগণের নিকট কুশলাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তা জেনে নেয়া, শরীর ও পরিচ্ছদাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, শ্রদ্ধাদি ইন্দ্রিয়ের সমতাকরণ, প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তি পরিবর্জন, প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির সেবন বা সংসর্গ ও প্রজ্ঞা উৎপাদনের জন্য সতত চেষ্টান্বিত থাকা। "মহাসতিপট্ঠান" সূত্রে ও বিশুদ্ধিমার্গ গ্রন্থের ১৭০ পৃষ্ঠায় গম্ভীর-প্রজ্ঞা প্রভেদ প্রত্যবেক্ষণসহ সাত প্রকার উক্ত হয়েছে। এইরূপে উৎপন্ন ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ অর্হত্ত্বমার্গ লাভে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।—মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃ. ১৮২।

সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা (অনুশীলন) পরিপূর্ণ হয়। সেই ধর্ম তার প্রজ্ঞা দ্বারা গবেষিত, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধানকৃত, বিচারিত ও পরীক্ষিত হওয়ার দরুন তার বীর্য সক্রিয় ও আরব্ধ হয়।

৪. ভিক্ষুগণ, যেই সময়ে ভিক্ষুর সেই ধর্ম তার প্রজ্ঞা দ্বারা গবেষিত, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধানকৃত, বিচারিত ও পরীক্ষিত হওয়ার দরুন তার বীর্য সক্রিয় ও আরব্ধ হয়, সেই সময়ে তার বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ আরব্ধ (গৃহীত) হয়; সেই সময়ে সে বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে তার বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা (অনুশীলন) পরিপূর্ণ হয়। আরব্ধবীর্যের নিরামিষ (কামনা-বাসনারহিত)-প্রীতি উৎপন্ন হয়।

৫. ভিক্ষুগণ, যেই সময়ে আরব্ধবীর্য ভিক্ষুর নিরামিষ-প্রীতি উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে তার প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ আরব্ধ (গৃহীত) হয়; সেই সময়ে সে প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে তার প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা (অনুশীলন) পরিপূর্ণ হয়। প্রীতিমনার কায় ও চিত্ত শান্ত হয়।

৬. ভিক্ষুগণ, যেই সময়ে প্রীতিমনা ভিক্ষুর কায় ও চিত্ত শান্ত হয়, সেই সময়ে তার প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ আরব্ধ (গৃহীত) হয়; সেই সময়ে সে প্রশ্রদ্ধি সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে তার প্রশ্রদ্ধি সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা (অনুশীলন) পরিপূর্ণ হয়। প্রশ্রদ্ধিকায়া সুখী ভিক্ষুর চিত্ত সমাধিস্থ হয়।

৭. ভিক্ষুগণ, যেই সময়ে প্রশ্রদ্ধিকায়া সুখী ভিক্ষুর চিত্ত সমাধিস্থ হয়, সেই সময়ে তার সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ[১] আরব্ধ (গৃহীত) হয়; সেই সময়ে সে সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে তার সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা (অনুশীলন) পরিপূর্ণ হয়। সে সেই সমাহিত-চিত্তকে উত্তমরূপে ও মনোযোগের সাথে দর্শন করে।

৮. ভিক্ষুগণ, যেই সময়ে ভিক্ষু সেই সমাহিত-চিত্তকে উত্তমরূপে ও মনোযোগের সাথে দর্শন করে, সেই সময়ে তার উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ আরব্ধ

---

[১]। সমাধিই সম্বোজ্ঝাঙ্গ বিধায় সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ। দশটি কারণ সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপাদনের জন্য সহায়তা করে; যথা—শরীর ও পরিচ্ছদাদির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, শ্রদ্ধাদি ইন্দ্রিয়ের সমতা, নিমিত্ত-কুশলতা, সময়ে চিত্তের প্রগ্রহণতা, সময়ে চিত্তের নিগ্রহণতা, সময়ে চিত্তের সম্প্রহংসনতা, সময়ে চিত্তের অজ্ঝুপেক্খণতা, অসমাহিত ব্যক্তির পরিবর্জন, সমাহিত ব্যক্তির সেবন বা সংসর্গ এবং সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপাদনের জন্য সতত চেষ্টিত হওয়া। "মহাসতিপট্ঠান" সূত্রে ও বিশুদ্ধিমার্গ গ্রন্থের ১৭৩ পৃষ্ঠায় ধ্যানবিমোক্ষ প্রত্যবেক্ষণসহ একাদশ কারণ উক্ত হয়েছে। এইরূপে সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপাদন করে বর্ধিত করলে অর্হত্ত্বমার্গ লাভে ভাবনায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।—মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃ. ১৮৪।

(গৃহীত) হয়; সেই সময়ে সে উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে তার উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা (অনুশীলন) পরিপূর্ণ হয়।"

৯. "ভিক্ষুগণ, এরূপে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্ত ফল ও সপ্ত আনিশংস (সুফল) প্রত্যাশিত হয়। সেই সপ্তফল ও সপ্ত আনিশংস কী কী? ইহজীবনেই কেউ কেউ অর্হত্তফল লাভ করে। আর কেউ কেউ অর্হত্তফল লাভ করতে না পারলে মৃত্যুকালে হলেও অর্হত্তফল লাভ করে। যদি ইহজীবনে এবং মৃত্যুকালেও অর্হত্তফল লাভ করতে না পারে তবে পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন[১] পরিক্ষয় করে অন্তরা-পরিনির্বাণলাভী হয়। আর যদি ইহজীবনে এবং মৃত্যুকালে অর্হত্তফল লাভ না করে এবং পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন পরিক্ষয় করে অন্তরাপরিনির্বাণ লাভ না করে তবে উপহচ্চ-পরিনির্বাণলাভী হয়। যদিও ইহজীবনে ও মৃত্যুকালে অর্হত্তফল লাভ না করে এবং পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন পরিক্ষয় করে অন্তরাপরিনির্বাণ ও উপহচ্চপরিনির্বাণ[২] লাভ না করে তাহলে অসংস্কার-পরিনির্বাণলাভী হয়। আর যদিও ইহজীবনে ও মৃত্যুকালে অর্হত্তফল লাভ না করে এবং পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন পরিক্ষয় করে অন্তরাপরিনির্বাণ, উপহচ্চপরিনির্বাণ ও অসংস্কারপরিনির্বাণ লাভ না করে তবে সসংস্কারলাভী হয়। এবং যদি ইহজীবনে ও মৃত্যুকালে অর্হত্তফল লাভ না করে এবং পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন পরিক্ষয় করে অন্তরাপরিনির্বাণ, উপহচ্চপরিনির্বাণ, অসংস্কারপরিনির্বাণ ও সসংস্কার পরিনির্বাণ লাভ না করে তাহলে অবশ্যই ঊর্ধ্বস্রোতা-অকনিষ্ঠগামী হয়। ভিক্ষুগণ, এরূপেই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে এই সপ্ত ফল ও সপ্ত আনিশংস প্রত্যাশিত হয়।" তৃতীয় সূত্র।

৪. বস্ত্র সূত্র

১৮৫.১. একসময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবনারামে অবস্থান করছিলেন। তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভিক্ষুগণকে "হে আবুসো ভিক্ষুগণ," বলে আহ্বান করলেন। সেই ভিক্ষুগণ "হ্যাঁ আবুসো,"

---

[১]। কামধাতুকে 'ওরং' বলে। "হেট্‌ঠাভাগিযানং, কামভবেযেব পটিসন্ধি গাহাপকানংতি অত্থো" অর্থাৎ কামলোকে জন্মগ্রহণ করায় বলে 'ওরংভাগিযানি' বা অধোভাগীয়।—মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃ. ১৯৫। পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন সম্বন্ধে মধ্যমনিকায় দ্বিতীয় খণ্ডে 'মহামালুঙ্ক্য সূত্রে' বিস্তারিত দ্রষ্টব্য।

[২]। পুনর্জন্মের হেতু বিনষ্ট হওয়াকে বা অর্হত্ত্বকে উপহচ্চপরিনির্বাণ বলে।—শান্তরক্ষিত মহাস্থবিরের পালি-বাংলা অভিধান (প্রথম খণ্ড) পৃ. ৩৮০।

বলে আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র এরূপ বললেন :

২. "হে আবুসোগণ, সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ বিদ্যমান আছে। সেই সপ্ত কী কী? স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ[১], প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ[২], প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ। এগুলোই হচ্ছে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ। আবুসোগণ, এই সপ্ত বোধ্যঙ্গের মধ্যে যেই যেই বোজ্ঝাঙ্গ দ্বারা আমি পূর্বাহ্ণ সময়ে অবস্থান করার জন্য আকাঙ্ক্ষা করি, সেই সেই বোজ্ঝাঙ্গ দ্বারা আমি পূর্বাহ্ণ সময়ে অবস্থান করি। যেই যেই বোজ্ঝাঙ্গ দ্বারা আমি মধ্যাহ্ন সময়ে অবস্থানের জন্য আকাঙ্ক্ষা করি, সেই সেই বোজ্ঝাঙ্গ দ্বারা আমি মধ্যাহ্ন সময়ে অবস্থান করি। আর যেই যেই বোজ্ঝাঙ্গ দ্বারা আমি সায়াহ্ন সময়ে অবস্থান করার জন্য আকাঙ্ক্ষা করি, সেই সেই বোজ্ঝাঙ্গ দ্বারা আমি সায়াহ্ন সময়ে অবস্থান করি। এরূপে আমার স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ অপ্রমাণ ও সুআরব্ধ (সুন্দররূপে গৃহীত) হয় এবং স্থিত হলে 'স্থিত আছে' বলে আমি সম্যকরূপে জানি। আর যদি তা চ্যুত হয় 'এই কারণে চ্যুত হয়েছে' বলে সম্যকরূপে জানি। অনুরূপভাবে আমার ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ,

---

[১]। বীর্যই সম্বোজ্ঝাঙ্গ বিধায় বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ। "পগ্গহ লক্‌খণো" অর্থাৎ অনুৎপন্ন কুশল উৎপাদনাদিবশে চিত্তের প্রগ্রহণ লক্ষণই বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ। নয়টি কারণ বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপাদনের জন্য সহায়তা করে; যথা—অপায়ভয় প্রত্যবেক্ষণ, গমনবীথি (নির্বাণগামী প্রতিপদার সহিত বিদর্শন আর্যমার্গ এবং সপ্ত বিশুদ্ধিপরম্পরা) প্রত্যবেক্ষণ, পিণ্ডপাতের অপচায়িতা, দায়াদ-মহত্ত্ব ও সব্রহ্মচারী-মহত্ত্ব প্রত্যবেক্ষণ, আলস্যপরায়ণ ব্যক্তি পরিবর্জন, আরব্ধ বীর্যবান ব্যক্তি সেবন বা সংসর্গ এবং বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপাদনের জন্য সতত চেষ্টা করা। "মহাসতিপট্‌ঠান" সূত্রে ও বিশুদ্ধিমার্গে ১৭১ পৃষ্ঠায় আনিশংস সন্দর্শন ও জাতির মহত্ত্ব প্রত্যবেক্ষণসহ একাদশ কারণ উক্ত হয়েছে। এইরূপে উৎপন্ন বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ অর্হত্ত্বমার্গ লাভে বর্ধিত হয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।—মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃ. ১৮২।

[২]। প্রীতিই সম্বোজ্ঝাঙ্গ বিধায় প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ। "ফরণ লক্‌খণো" অর্থাৎ স্ফূরণ, বিস্ফারিকৃত (স্ফূর্তি) লক্ষণই প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ। দশটি কারণ প্রীতি-সম্বোধ্যঙ্গের উৎপাদনে সহায়তা করে; যথা—বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি, দেবতানুস্মৃতি, উপশমানুস্মৃতি, বুদ্ধাদির প্রতি অপ্রসন্ন ও কঠিন হৃদয় ব্যক্তি পরিবর্জন, ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্ন ব্যক্তির সেবন বা সংসর্গ এবং প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপাদনের জন্য সতত চেষ্টা। "মহাসতিপট্‌ঠান" সূত্রে ও বিশুদ্ধিমার্গে ১৭১ পৃষ্ঠায় "পসাদনিয সুত্তন্ত" প্রত্যবেক্ষণসহ একাদশ কারণ উক্ত হয়েছে। এইরূপে উৎপন্ন প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ অর্হত্ত্বমার্গ লাভে বর্ধিত হয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।—মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃ. ১৮৩।

সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ অপ্রমাণ ও সুআরব্ধ হয় এবং স্থিত হলে 'স্থিত আছে' বলে আমি সম্যকরূপে জানি। আর যদি তা চ্যুত হয় 'এই কারণে চ্যুত হয়েছে' বলে সম্যকরূপে জানি।

৩. "আবুসোগণ, যেমন রাজা বা রাজা-মহামাত্যের নানা বর্ণের বস্ত্রের সিন্দুক (বস্ত্রাদি রাখার পেটরা) পরিপূর্ণ থাকে। তিনি পূর্বাহ্ন সময়ে যেরূপ বা যেই বস্ত্রযুগল পরিধান করতে ইচ্ছা করেন, সেরূপ বস্ত্রযুগল পূর্বাহ্ন সময়ে পরিধান করেন। মধ্যাহ্ন সময়ে যেরূপ বা যেই বস্ত্রযুগল পরিধান করতে ইচ্ছা করেন, সেরূপ বস্ত্রযুগল মধ্যাহ্নসময়ে পরিধান করেন। আর সায়াহ্ন সময়ে যেরূপ বা যেই বস্ত্রযুগল পরিধান করতে ইচ্ছা করেন, সে সেরূপ বস্ত্রযুগল সায়াহ্ন সময়ে পরিধান করেন। ঠিক এরূপেই আবুসোগণ, সপ্ত বোধ্যঙ্গের মধ্যে যেই যেই বোজ্ঝাঙ্গ দ্বারা আমি পূর্বাহ্ন সময়ে অবস্থান করার জন্য আকাঙ্ক্ষা করি, সেই সেই বোজ্ঝাঙ্গ দ্বারা আমি পূর্বাহ্ন সময়ে অবস্থান করি। যেই যেই বোজ্ঝাঙ্গ দ্বারা আমি মধ্যাহ্নসময়ে অবস্থানের জন্য আকাঙ্ক্ষা করি, সেই সেই বোজ্ঝাঙ্গ দ্বারা আমি মধ্যাহ্ন সময়ে অবস্থান করি। আর যেই যেই বোজ্ঝাঙ্গ দ্বারা আমি সায়াহ্ন সময়ে অবস্থান করার জন্য আকাঙ্ক্ষা করি, সেই সেই বোজ্ঝাঙ্গ দ্বারা আমি সায়াহ্ন সময়ে অবস্থান করি। এরূপে আমার স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ অপ্রমাণ ও সুআরব্ধ (সুন্দররূপে গৃহীত) হয় এবং স্থিত হলে 'স্থিত আছে' বলে আমি সম্যকরূপে জানি। আর যদি তা চ্যুত হয় 'এই কারণে চ্যুত হয়েছে' বলে সম্যকরূপে জানি। অনুরূপভাবে আমার ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ অপ্রমাণ ও সুআরব্ধ হয় এবং স্থিত হলে 'স্থিত আছে' বলে আমি সম্যকরূপে জানি। আর যদি তা চ্যুত হয় 'এই কারণে চ্যুত হয়েছে' বলে সম্যকরূপে জানি।" চতুর্থ সূত্র।

৫. ভিক্ষু সূত্র

১৮৬.১. শ্রাবস্তী নিদান। অতঃপর জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, এই যে, 'বোজ্ঝাঙ্গ, বোজ্ঝাঙ্গ' বলা হয়। কী কারণে 'বোজ্ঝাঙ্গ' বলা হয়?"

২. "হে ভিক্ষু, জ্ঞান লাভে সংবর্তিত হয় বিধায় 'বোজ্ঝাঙ্গ' বলা হয়। এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত,

বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ[১], সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ এবং উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ[২] ভাবিত করে। এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত হয়ে তার চিত্ত কামাসব, ভবাসব ও অবিদ্যাসব হতে বিমুক্ত হয়। তার এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয় যে—'আমি বিমুক্তির দ্বারা বিমুক্ত'। 'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং ইহজীবনে দুঃখমুক্তির জন্য আর অন্য কোনো কর্তব্য নেই' তা সম্যকরূপে জ্ঞাত হয়। ভিক্ষু, জ্ঞান লাভে সংবর্তিত হয় বিধায়ই 'বোজ্ঝাঙ্গ' বলা হয়।" পঞ্চম সূত্র।

৬. কুণ্ডলীয় সূত্র

১৮৭.১. একসময় ভগবান সাকেতের অঞ্জনবনের মৃগদায়ে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর কুণ্ডলীয় পরিব্রাজক ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে সম্বোধন করলেন। সম্বোধনীয় কথা ও কুশল-বিনিময় করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট কুণ্ডলীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "মাননীয় গৌতম, আমি আরাম (বাগান) আশ্রয়ী ও পরিষদসহ বিচরণকারী। মধ্যাহ্ন ভোজন ও প্রাতরাশের পর আমার এরূপ অভ্যাস আছে যে, আমি আরাম থেকে আরামে এবং উদ্যান থেকে উদ্যানে অনুচঙ্ক্রমণ ও বিচরণ করি। (সেরূপে বিচরণকালে) তথায় আমি দেখতে পাই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ একে অপরে মিথ্যাগল্পরূপ আনিশংস (সুফল) ও পরনিন্দারূপ

---

[১]। "উপসম লক্‌খণো" অর্থাৎ চিত্তের দরদ ও পরিদাহের উপশম লক্ষণই হচ্ছে প্রশ্রব্ধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ। সাতটি কারণ প্রশ্রব্ধি-সম্বোধ্যঙ্গের উৎপাদনে সহায়তা করে; যথা—উপযুক্ত ভোজন পরিভোগ, ঋতু অনুযায়ী শয়নাসন পরিভোগ, চংক্রমনাদিতে (চারি ইর্যাপথে) সুখানুভব, স্বীয় এবং পরের কর্মফল প্রত্যবেক্ষণ করে মধ্যস্থভাব অবলম্বন, পর-পীড়ক ব্যক্তি পরিবর্জন, হস্ত-পদাদি সংযত ও প্রশান্ত ব্যক্তির সেবন বা সংসর্গ এবং প্রশ্রব্ধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপাদনের জন্য সতত চেষ্টা। এইরূপে উৎপন্ন প্রশ্রব্ধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ অর্হত্ত্বমার্গ লাভে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।—মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃ. ১৮৩; বিশুদ্ধিমার্গ, পৃ. ১৭৩।

[২]। "পটিসঙ্খান লক্‌খণো" অর্থাৎ লীন ও ঔদ্ধত্যরহিত অধিচিত্ত প্রবর্তিত হলে প্রগ্রহ, নিগ্রহ ও সম্প্রহংসনে অব্যাপৃততা অধি-উপেক্ষণ ভাবই হচ্ছে উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ। পাঁচটি কারণ উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপাদনের জন্য সহায়তা করে; যথা—সত্ত্ব মধ্যস্থতা, সংস্কার মধ্যস্থতা, সত্ত্ব ও সংস্কারের প্রতি মমত্বশীল ব্যক্তি পরিবর্জন, সত্ত্ব ও সংস্কারের প্রতি উদাসীন ব্যক্তি সেবন বা সংসর্গ এবং উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপাদনের জন্য সতত প্রচেষ্টা।—মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃ. ১৮৪; বিশুদ্ধিমার্গ, পৃ. ১৭৩।

আনিশংসবিষয়ক বাক্যালাপে রত আছেন। 'প্রভু গৌতম, আপনি কোন আনিশংসে বা সুফল প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন?' "হে কুণ্ডলীয়, তথাগত বিদ্যা-বিমুক্তিফলরূপ আনিশংস প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন।"

৩. "মাননীয় গৌতম, কয়টি ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা-বিমুক্তিফল পরিপূর্ণ হয়?" "কুণ্ডলীয়, সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা-বিমুক্তিফল পরিপূর্ণ হয়।" "কয়টি ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ পরিপূর্ণ হয়?" "চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ পরিপূর্ণ হয়।" "মাননীয় গৌতম, কয়টি ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি স্মৃতিপ্রস্থান পরিপূর্ণ হয়?" "কুণ্ডলীয়, ত্রিবিধ সুচরিত ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি স্মৃতিপ্রস্থান পরিপূর্ণ হয়।" "কয়টি ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ত্রিবিধ সুচরিত পরিপূর্ণ হয়?" "ইন্দ্রিয়-সংবরণ[১] (ইন্দ্রিয় দমন) ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ত্রিবিধ সুচরিত পরিপূর্ণ হয়।"

৪. "হে কুণ্ডলীয়, ইন্দ্রিয়-সংবরণ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে কীরূপে ত্রিবিধ সুচরিত পরিপূর্ণ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা মনোজ্ঞ রূপ দর্শন করে আনন্দানুভব করে না, তাতে হৃষ্ট হয় না ও অনুরাগ (আসক্তি) উৎপন্ন করে না। তার কায় স্থিত হয়, চিত্ত স্থিত হয় এবং আধ্যাত্মিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুবিমুক্ত হয়। চক্ষু দ্বারা অমনোজ্ঞ রূপ দর্শন করেও বিরক্তি অনুভব করে না, তাতে চিত্ত অপ্রতিষ্ঠিত হয়, বিষণ্নমনা হয় না ও ব্যাপাদ উৎপন্ন করে না। তার কায় স্থিত হয়, চিত্ত স্থিত হয় এবং আধ্যাত্মিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুবিমুক্ত হয়।

৫. পুনশ্চ, কুণ্ডলীয়, ভিক্ষু শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে, ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে, জিহ্বা দ্বারা রসাস্বাদন করে, কায় দ্বারা স্পর্শযোগ্য বস্তু বা বিষয় স্পর্শ করে এবং মন দ্বারা ধর্মানুভূত (বিষয়ানুভূত) করে আনন্দানুভব করে না, তাতে হৃষ্ট হয় না ও অনুরাগ (আসক্তি) উৎপন্ন করে না। তার কায় স্থিত হয়, চিত্ত স্থিত হয় এবং আধ্যাত্মিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুবিমুক্ত হয়। মন দ্বারা ধর্মানুভব করেও বিরক্তি অনুভব করে না, তাতে চিত্ত অপ্রতিষ্ঠিত হয়, বিষণ্নমনা হয় না ও ব্যাপাদ উৎপন্ন করে না। তার কায় স্থিত হয়, চিত্ত স্থিত হয় এবং আধ্যাত্মিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুবিমুক্ত হয়।

৬. কুণ্ডলীয়, যেহেতু ভিক্ষুর চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করে মনোজ্ঞ ও

---

[১]। প্রাতিমোক্ষ-সংবরেস্থিত ভিক্ষুর ষড় ইন্দ্রিয়ে গুপ্তদ্বারতাই ইন্দ্রিয়-সংবরণ।—মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃ. ১৮৯।

অমনোজ্ঞ রূপের মধ্যে কায় স্থিত হয়, চিত্ত স্থিত হয় এবং আধ্যাত্মিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুবিমুক্ত হয়। অনুরূপভাবে শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে, ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে, জিহ্বা দ্বারা রসাস্বাদন করে, কায় দ্বারা স্পর্শযোগ্য বস্তু বা বিষয় স্পর্শ করে এবং মন দ্বারা ধর্মানুভূত (বিষয়ানুভূত) করে মনোজ্ঞ ও অমনোজ্ঞ ধর্মের (বিষয়ের) মধ্যে কায় স্থিত হয়, চিত্ত স্থিত হয় এবং আধ্যাত্মিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুবিমুক্ত হয়। এরূপেই ইন্দ্রিয়-সংবরণ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে কীরূপে ত্রিবিধ সুচরিত পরিপূর্ণ হয়।

৭. কুণ্ডলীয়, কীরূপে ত্রিবিধ সুচরিত ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি স্মৃতিপ্রস্থান পরিপূর্ণ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু কায়-দুশ্চরিত ত্যাগ করে কায়-সুচরিত ভাবিত করে, বাচনিক-দুশ্চরিত ত্যাগ করে বাচনিক-সুচরিত ভাবিত করে এবং মানসিক-দুশ্চরিত ত্যাগ করে মানসিক-সুচরিত ভাবিত করে। এরূপেই ত্রিবিধ সুচরিত ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি স্মৃতিপ্রস্থান পরিপূর্ণ হয়।

৮. কুণ্ডলীয়, কীরূপে চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ পরিপূর্ণ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। এরূপেই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ পরিপূর্ণ হয়।

৯. কুণ্ডলীয়, কীরূপে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা-বিমুক্তি পরিপূর্ণ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ এবং উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। এরূপেই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা-বিমুক্তি পরিপূর্ণ হয়।”

১০. এরূপ উক্ত হলে কুণ্ডলীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এরূপ বললেন, “মাননীয় গৌতম, অতি সুন্দর! অতি মনোরম!! মাননীয় গৌতম, যেমন, কেউ অধোমুখী পাত্রকে ঊর্ধ্বমুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, পথভ্রষ্টকে পথ বলে দেয় এবং অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি

রূপাদি দেখতে পায়; ঠিক সেরূপেই মাননীয় গৌতমের দ্বারা অনেক পর্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত হলো। এখন হতে আমি মাননীয় গৌতমের শরণ গ্রহণ করছি, ধর্ম এবং ভিক্ষুসংঘের শরণও গ্রহণ করছি। হে প্রভু গৌতম, আজ হতে আমাকে আপনাদের আমরণ শরণাগত উপাসকরূপে ধারণ করুন।” ষষ্ঠ সূত্র।

৭. কূটাগার সূত্র

১৮৮.১. “হে ভিক্ষুগণ, যেমন, কূটাগারের যে-সকল বিম বা বড়গা রয়েছে, সে-সকল বিম কূটগামী, কূট হতে নিম্নাভিমুখী এবং কূট বা বড়গাতেই মিলিত। ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ, সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ভিক্ষু নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়।

২. ভিক্ষুগণ, কীরূপে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ভিক্ষু নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ এবং উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। এরূপেই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ভিক্ষু নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়।” সপ্তম সূত্র।

৮. উপবান সূত্র

১৮৯.১. একসময় আয়ুষ্মান উপবান ও আয়ুষ্মান সারিপুত্র কৌশাম্বীর ঘোষিতারামে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র সায়াহ্ন সময়ে ধ্যানরূপ নির্জনতা হতে উঠে আয়ুষ্মান উপবানের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর সাথে সম্বোধন করলেন। সম্বোধনীয় কথা ও কুশল-বিনিময় করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সারিপুত্র আয়ুষ্মান উপবানকে এরূপ বললেন :

২. “হে আবুসো, উপবান, একজন ভিক্ষু নিজে নিজে কি এরূপ জানে যে, আমার দ্বারা মননকৃত ও সুসমারব্ধ সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ সুখে অবস্থানের জন্য সংবর্তিত হয়?”

৩. "হ্যাঁ, আবুসো, সারিপুত্র, একজন ভিক্ষু নিজে নিজে এরূপ জানে যে, আমার দ্বারা মননকৃত ও সুসমারব্ধ সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ সুখে অবস্থানের জন্য সংবর্তিত হয়।"

৪. "আবুসো, ভিক্ষু স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ অনুশীলনের প্রাক্কালে এরূপ জানে যে, 'আমার চিত্ত সুবিমুক্ত, স্ত্যানমিদ্ধ সুন্দররূপে অপসারিত, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য (অনুশোচনা) দমিত, বীর্যারব্ধ, আমি তার স্বভাব জ্ঞাত হয়ে মনোনিবেশ করছি এবং কখনো তা লীন নয়। অনুরূপভাবে ভিক্ষু ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ এবং উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ অনুশীলনের প্রাক্কালে এরূপ জানে যে, 'আমার চিত্ত সুবিমুক্ত, স্ত্যানমিদ্ধ সুন্দররূপে অপসারিত, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য (অনুশোচনা) দমিত, বীর্যারব্ধ, আমি তার স্বভাব জ্ঞাত হয়ে মনোনিবেশ করছি এবং কখনো তা লীন নয়। আবুসো, সারিপুত্র, এরূপেই একজন ভিক্ষু নিজে নিজে এরূপ জানে যে, আমার দ্বারা মননকৃত ও সুসমারব্ধ সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ সুখে অবস্থানের জন্য সংবর্তিত হয়।" অষ্টম সূত্র।

৯. প্রথম উৎপন্ন সূত্র

১৯০.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে অনুৎপন্ন বিষয় উৎপন্ন হয়, যা তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের প্রার্দূভাব ব্যতীত অন্যত্র উৎপন্ন হয় না। সেই সপ্ত কী কী? স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ। ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে অনুৎপন্ন বিষয় উৎপন্ন হয়, যা তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের প্রাদুর্ভাব ব্যতীত অন্যত্র উৎপন্ন হয় না।" নবম সূত্র।

১০. দ্বিতীয় উৎপন্ন সূত্র

১৯১.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে অনুৎপন্ন বিষয় উৎপন্ন হয়, যা সুগতবিনয় ব্যতীত অন্যত্র উৎপন্ন হয় না। সেই সপ্ত কী কী? স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ। ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে অনুৎপন্ন বিষয় উৎপন্ন হয়, যা সুগতবিনয় ব্যতীত অন্যত্র উৎপন্ন হয় না।" দশম সূত্র।

পর্বত বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

হিমালয়, কায়, শীল, বস্ত্র, ভিক্ষু ও কুণ্ডলীয়;
কূট আর উপবান, অপর উৎপন্ন সূত্রদ্বয়॥

২. গ্লান বর্গ

১. প্রাণী সূত্র

১৯২.১. "হে ভিক্ষুগণ, যে-সকল প্রাণী চারি ইর্যাপথে পরিচালিত হয় বা চারি ইর্যাপথ গ্রহণ করে, যেমন কালে (উপযুক্ত সময়ে) গমন করে, কালে দাঁড়ায়, কালে উপবেশন করে এবং কালে শয়ন করে—তারা সকলে পৃথিবীকে আশ্রয় করে ও পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এরূপ চারি ইর্যাপথ গ্রহণ করে। ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শীলকে নিশ্রয় (আশ্রয়) করে ও শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।

২. ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু শীলকে নিশ্রয় করে আর শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক আশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ এবং উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু শীলকে নিশ্রয় করে আর শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" প্রথম সূত্র।

২. প্রথম সূর্যোপম সূত্র

১৯৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, অরুণচ্ছটা হচ্ছে সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস ও পূর্বনিমিত্ত। ঠিক এরূপেই ভিক্ষুর সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ উৎপাদনের পূর্বাভাস ও পূর্বনিমিত্ত হচ্ছে—'কল্যাণমিত্রতা'। কল্যাণমিত্র ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত; যথা—'সে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে'।

২. ভিক্ষুগণ, কল্যাণমিত্র ভিক্ষু কীরূপে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ,

সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ এবং উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই কল্যাণমিত্র ভিক্ষু সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. দ্বিতীয় সূর্যোপম সূত্র

১৯৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, অরুণচ্ছটা হচ্ছে সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস ও পূর্বনিমিত্ত। ঠিক এরূপেই ভিক্ষুর সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ উৎপাদনের পূর্বাভাস ও পূর্বনিমিত্ত হচ্ছে—'জ্ঞানযুক্ত মনোযোগ'। জ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত; যথা—'সে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে'।

২. ভিক্ষুগণ, জ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষু কীরূপে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ এবং উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই জ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষু সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" তৃতীয় সূত্র।

৪. প্রথম গ্লান সূত্র

১৯৫.১. একসময় ভগবান রাজগৃহের বেলুবনে কলন্দক-নিবাপে[১] অবস্থান করছিলেন। সে-সময় আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ পীড়িত, দুঃখিত ও অত্যধিক রোগাক্রান্ত হয়ে পিপ্‌ফলি গুহায় অবস্থান করছিলেন। অতঃপর ভগবান সায়াহ্ন সময়ে ধ্যানরূপ নির্জনতা হতে উঠে এসে আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপের নিকট উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। উপবিষ্ট ভগবান আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপকে এরূপ বললেন :

২. "হে কাশ্যপ, তুমি রোগের যন্ত্রণা সহ্য করতে সক্ষম হচ্ছ কী? তোমার দুঃখ-বেদনা পরিক্ষীণ হচ্ছে নাকি বৃদ্ধি পাচ্ছে? রোগ বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে নাকি অবসানের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে?" (তখন মহাকাশ্যপ বললেন,) "ভন্তে,

---

[১]। কলন্দক-নিবাপ হচ্ছে রাজগৃহের বেণুবনস্থ কলন্দকদিগকে (কাঠ-বিড়াল) প্রদত্ত স্থান। পূর্বকালে তথায় নিদ্রিত রাজাকে সর্প দংশন করতে আসলে কাঠবিড়ালের শব্দে তিনি জাগ্রত হয়েছিলেন। এই উপকারের বিনিময়ে রাজা সেই স্থান কলন্দকদের বাসের নিমিত্ত দান করেছিলেন। সেই হতে তথায় তাদের খাদ্যও দেওয়াতেন। আর রাজাদেশে তথাকার কলন্দকসমূহ অবধ্য হয়েছিল।—সূত্র-সংগ্রহ, পাদটীকা, পৃ. ৩৯, জিনবংশ মহাথের।

আমার রোগের যন্ত্রণা সহ্য হচ্ছে না। আমার দুঃখ-বেদনা বৃদ্ধি পাচ্ছে, পরিক্ষীণ হচ্ছে না। রোগ বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, অবসানের কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।"

৩. "হে কাশ্যপ, মৎকর্তৃক সম্যকরূপে ব্যাখ্যাত, ভাবিত ও বহুলীকৃত সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ অভিজ্ঞা, পরিজ্ঞান ও নির্বাণ লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই সপ্ত কী কী? মৎকর্তৃক সম্যকরূপে ব্যাখ্যাত, ভাবিত ও বহুলীকৃত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ অভিজ্ঞা, পরিজ্ঞান ও নির্বাণ লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। অনুরূপভাবে মৎকর্তৃক সম্যকরূপে ব্যাখ্যাত, ভাবিত ও বহুলীকৃত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ এবং উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ অভিজ্ঞা, পরিজ্ঞান ও নির্বাণ লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। মৎকর্তৃক সম্যকরূপে ব্যাখ্যাত, ভাবিত ও বহুলীকৃত এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ অভিজ্ঞা, পরিজ্ঞান ও নির্বাণ লাভের জন্য সংবর্তিত হয়।" "ভগবান, বোজ্ঝাঙ্গ তদ্রুপ, সুগত, বোজ্ঝাঙ্গ তদ্রুপই।"

৪. ভগবান এরূপ বললেন। আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ আনন্দিত হয়ে ভগবানের ভাষণ অনুমোদন করলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ সেই রোগ হতে উত্থিত হলেন। সেইরূপে আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপের রোগ প্রহীন হয়েছিল।" চতুর্থ সূত্র।

৫. দ্বিতীয় গ্লান সূত্র

১৯৬.১. একসময় ভগবান রাজগৃহের বেলুবনে কলন্দক-নিবাপে অবস্থান করছিলেন। সে-সময় আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন পীড়িত, দুঃখিত ও অত্যধিক রোগাক্রান্ত হয়ে গৃধ্রকূট পর্বতে[১] অবস্থান করছিলেন। অতঃপর ভগবান সায়াহ্ন সময়ে ধ্যানরূপ নির্জনতা হতে উঠে এসে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নের নিকট উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। উপবিষ্ট ভগবান আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নকে এরূপ বললেন :

২. "হে মৌদ্গাল্লায়ন, তুমি রোগের যন্ত্রণা সহ্য করতে সক্ষম হচ্ছ কি? তোমার দুঃখ-বেদনা পরিক্ষীণ হচ্ছে নাকি বৃদ্ধি পাচ্ছে? রোগ বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে নাকি অবসানের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে?" (তখন মহামৌদ্গাল্লায়ন বললেন) "ভন্তে, আমার রোগের যন্ত্রণা সহ্য হচ্ছে না। আমার দুঃখ-বেদনা

---

[১]। গৃধ্র সকল এই পর্বতে বাস করত বলে গৃধ্রকূট বা এই পর্বতের কূট গৃধ্র (শকুন পক্ষী) সদৃশ বলে গৃধ্রকূট। রাজগৃহস্থ এই পর্বতের বর্তমান নাম 'রাজগির'।—মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃ. ১৮১; শান্তরক্ষিত মহাস্থবিরের পালি-বাংলা অভিধান (প্রথম খণ্ড), পৃ. ৫৯৯।

বৃদ্ধি পাচ্ছে, পরিক্ষীণ হচ্ছে না। রোগ বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, অবসানের কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।"

৩. "হে মৌদ্গাল্লায়ন, মৎকর্তৃক সম্যকরূপে ব্যাখ্যাত, ভাবিত ও বহুলীকৃত সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ অভিজ্ঞা, পরিজ্ঞান ও নির্বাণ লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই সপ্ত কী কী? মৎকর্তৃক সম্যকরূপে ব্যাখ্যাত, ভাবিত ও বহুলীকৃত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ অভিজ্ঞা, পরিজ্ঞান ও নির্বাণ লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। অনুরূপভাবে মৎকর্তৃক সম্যকরূপে ব্যাখ্যাত, ভাবিত ও বহুলীকৃত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ এবং উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ অভিজ্ঞা, পরিজ্ঞান ও নির্বাণ লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। মৎকর্তৃক সম্যকরূপে ব্যাখ্যাত, ভাবিত ও বহুলীকৃত এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ অভিজ্ঞা, পরিজ্ঞান ও নির্বাণ লাভের জন্য সংবর্তিত হয়।" "ভগবান, বোজ্ঝাঙ্গ তদ্রুপ, সুগত, বোজ্ঝাঙ্গ তদ্রুপই।"

৪. ভগবান এরূপ বললেন। আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন আনন্দিত হয়ে ভগবানের ভাষণ অনুমোদন করলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন সেই রোগ হতে উত্থিত হলেন। সেইরূপে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নের রোগ প্রহীন হয়েছিল।" পঞ্চম সূত্র।

৫. তৃতীয় গ্লান সূত্র

১৯৭.১. একসময় ভগবান রাজগৃহের বেলুবনে কলন্দক-নিবাপে অবস্থান করছিলেন। সে-সময় ভগবান পীড়িত, দুঃখিত ও অত্যধিক রোগাক্রান্ত হন। অতঃপর আয়ুষ্মান মহাচুন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান মহাচুন্দকে ভগবান এরূপ বললেন, "হে চুন্দ, সেই বোজ্ঝাঙ্গ প্রতিভাত (আবৃত্তি) কর।"

২. "ভন্তে, ভগবান কর্তৃক সম্যকরূপে ব্যাখ্যাত, ভাবিত ও বহুলীকৃত সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ অভিজ্ঞা, পরিজ্ঞান ও নির্বাণ লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই সপ্ত কী কী? ভগবান কর্তৃক সম্যকরূপে ব্যাখ্যাত, ভাবিত ও বহুলীকৃত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ অভিজ্ঞা, পরিজ্ঞান ও নির্বাণ লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। অনুরূপভাবে ভগবান কর্তৃক সম্যকরূপে ব্যাখ্যাত, ভাবিত ও বহুলীকৃত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ এবং উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ অভিজ্ঞা, পরিজ্ঞান ও নির্বাণ লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। ভগবান কর্তৃক সম্যকরূপে ব্যাখ্যাত,

ভাবিত ও বহুলীকৃত এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ অভিজ্ঞা, পরিজ্ঞান ও নির্বাণ লাভের জন্য সংবর্তিত হয়।” “চুন্দ, বোজ্ঝাঙ্গ তদ্রুপ, চুন্দ, বোজ্ঝাঙ্গ তদ্রুপই।”

৩. আয়ুষ্মান চুন্দ এরূপ বললে শাস্তা তা অনুমোদন করলেন। অতঃপর ভগবান সেই রোগ হতে উত্থিত হলেন। সেইরূপে ভগবানের রোগ প্রহীন হয়েছিল।” ষষ্ঠ সূত্র।

৭. পারঙ্গম সূত্র

১৯৮.১. “হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে অপর পাড়ে (নির্বাণ পাড়ে) গমনের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই সপ্ত কী কী? স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ। এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে অপর পাড়ে (নির্বাণ পাড়ে) গমনের জন্য সংবর্তিত হয়।”

“অল্পমাত্র মানবগণ হয়েছে পারগত,
অন্যসবে এই তীরেতে শুধুই হচ্ছে ধাবিত;
ধর্মাচারী, ধর্মাস্মরী যারা এই জগতে অপার,
তারাই হবে পার মৃত্যুধীন দুস্তর পারাপার।
পাপ ত্যাগে পুণ্য কর হে পণ্ডিত অনুক্ষণ,
বিবেকশূন্য গৃহ ত্যাজ হয়ে প্রাণপণ;
কাম-বাসনা পরিত্যাগে হয়ে অকিঞ্চন,
ইচ্ছুক হয় তথায় সে হতে অভিরমন।
চিত্ত মাঝে যতবিধ ক্লেশমল বিরাজিত,
নিজেকে বিশুদ্ধ করে তা হতে পণ্ডিত সতত।
সম্বোধি অঙ্গে যাদের চিত্ত সুভাবিত,
আসক্তি ত্যাগে অনাসক্তিতে যারা সদা রত;
সেরূপ ক্ষীণাসব আর জ্যোতিষ্মানগণ,
ইহ জগৎ হতে পরিনিবৃত হন।” সপ্তম সূত্র।

৮. বিরুদ্ধ সূত্র

১৯৯.১. “হে ভিক্ষুগণ, যাদের পক্ষে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ বিরুদ্ধ (উপেক্ষিত), তাদের পক্ষে সম্যক দুঃখক্ষয়কর আর্যমার্গ লাভও বিরুদ্ধ হয়। আর যাদের পক্ষে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ আরব্ধ (গৃহীত), তাদের পক্ষে সম্যক দুঃখক্ষয়কর

আর্যমার্গ লাভও আরব্ধ হয়। সেই সপ্ত কী কী? স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ। ভিক্ষুগণ, যাদের পক্ষে এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ বিরুদ্ধ (উপেক্ষিত), তাদের পক্ষে সম্যক দুঃখক্ষয়কর আর্যমার্গ লাভও বিরুদ্ধ হয়। আর যাদের পক্ষে এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ আরব্ধ (গৃহীত), তাদের পক্ষে সম্যক দুঃখক্ষয়কর আর্যমার্গ লাভও আরব্ধ হয়।" অষ্টম সূত্র।

৯. আর্য সূত্র

২০০.১. "হে ভিক্ষুগণ, আর্য-মুক্তিদাতা এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা তত্রস্থ ব্যক্তির সম্যকরূপে দুঃখ ক্ষয়ের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই সপ্ত কী কী? স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ। ভিক্ষুগণ, আর্য-মুক্তিদাতা এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা তত্রস্থ ব্যক্তির সম্যকরূপে দুঃখ ক্ষয়ের জন্য সংবর্তিত হয়।" নবম সূত্র।

১০. নির্বেদ সূত্র

২০১.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে একান্ত নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা[১], সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই সপ্ত কী কী? স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ। ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে একান্ত নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য সংবর্তিত হয়।" দশম সূত্র।

গ্লান বর্গ সমাপ্ত।

---

[১]। দিব্য চক্ষু বা সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তিজ্ঞান, দিব্যকর্ণ জ্ঞান, পূর্ব পূর্বনিবাসসমূহের অনুস্মৃতি জ্ঞান, পরচিত্ত বিজানন জ্ঞান, বিবিধ ঋদ্ধিজ্ঞান ও আসবক্ষয় জ্ঞান। এই ছয় প্রকার জ্ঞানই 'অভিজ্ঞারূপে' গৃহীত এবং এই ছয়টির নামই ষড়ভিজ্ঞা। দীর্ঘনিকায়ে ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। সাধারণত মূল পালি সাহিত্যে অর্হৎ ভিক্ষুদের মধ্যে পঞ্চ অভিজ্ঞা ও ষড়ভিজ্ঞা লাভের কথা উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে 'ঞান' বা জ্ঞান শব্দের বিশ্লেষণে কোনো কোনো গ্রন্থে নয়টি ও দশটি 'অভিঞ্ঞা' বা অভিজ্ঞার কথা উল্লেখ পাওয়া যায়।—শান্তরক্ষিত মহাস্থবিরের পালি-বাংলা অভিধান (প্রথম খণ্ড), পৃ. ১৭৮।

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

প্রাণী, সূর্যোপমদ্বয়, আর গ্লান সূত্র ত্রয়;
পারঙ্গমী, বিরুদ্ধ, আর্য ও নির্বেদ সূত্র হয়॥

৩. উদায়ী বর্গ

১. জ্ঞান লাভার্থে সূত্র

২০২.১. অতঃপর জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে আভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "ভন্তে, এই যে, 'বোজ্ঝাঙ্গ, বোজ্ঝাঙ্গ' বলা হয় কী কারণে 'বোজ্ঝাঙ্গ' বলা হয়?" "হে ভিক্ষু, 'জ্ঞান লাভার্থে সংবর্তিত হয়' বিধায় বোজ্ঝাঙ্গ বলা হয়। এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ এবং উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষু, 'জ্ঞান লাভার্থে সংবর্তিত হয়' বিধায় বোজ্ঝাঙ্গ বলা হয়।" প্রথম সূত্র।

২. বোজ্ঝাঙ্গ দেশনা সূত্র

২০৩. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ দেশনা করব, তা তোমরা শ্রবণ কর। সেই সপ্ত কী কী? স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ। ভিক্ষুগণ, এগুলোই হচ্ছে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. স্থানীয় সূত্র

২০৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, কামরাগস্থানীয় (কামাসক্তি-বিষয়ক) ধর্মসমূহের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি হলে অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দ[১] উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন কামচ্ছন্দ অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যের জন্য সংবর্তিত হয়।

---

[১]। রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস এবং স্প্রষ্টব্য—এই পঞ্চ কামগুণে যে তৃষ্ণার উৎপত্তি হয় তাহাই কামচ্ছন্দ।

ব্যাপাদস্থানীয়[১] ধর্মসমূহের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি হলে অনুৎপন্ন ব্যাপাদ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন ব্যাপাদ অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যের জন্য সংবর্তিত হয়। স্ত্যানমিদ্ধ (আলস্য-তন্দ্রা)-স্থানীয় ধর্মসমূহের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি হলে অনুৎপন্ন স্ত্যানমিদ্ধ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন স্ত্যানমিদ্ধ অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যের জন্য সংবর্তিত হয়। ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য (অনুশোচনা)-স্থানীয় ধর্মসমূহের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি হলে অনুৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যের জন্য সংবর্তিত হয়। বিচিকিৎসাস্থানীয় ধর্মসমূহের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি হলে অনুৎপন্ন বিচিকিৎসা[২] উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন বিচিকিৎসা অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যের জন্য সংবর্তিত হয়।

২. ভিক্ষুগণ, স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ স্থানীয় ধর্মসমূহের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি হলে অনুৎপন্ন স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়। ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ স্থানীয় ধর্মসমূহের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি হলে অনুৎপন্ন ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়। বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ স্থানীয় ধর্মসমূহের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি হলে অনুৎপন্ন বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়। প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ স্থানীয় ধর্মসমূহের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি হলে অনুৎপন্ন প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়। প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ স্থানীয় ধর্মসমূহের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি হলে অনুৎপন্ন প্রশ্রদ্ধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন প্রশ্রদ্ধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়। সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ স্থানীয় ধর্মসমূহের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি হলে অনুৎপন্ন সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়। উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ স্থানীয় ধর্মসমূহের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি হলে অনুৎপন্ন উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়।" তৃতীয় সূত্র।

---

[১]। পরের হিত-সুখ অপনোদন করাকে ব্যাপাদ বলে। অপরকে বিনাশ করবার জন্য মনের প্রদুষ্টতাই তার লক্ষণ।—সার-সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড), পৃ. ১৭৯।

[২]। বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ এই ত্রিরত্নে অবিশ্বাস এবং বুদ্ধের নির্দেশিত চতুরার্যসত্য ও বিদর্শন ভাবনা দ্বারা মুক্তি লাভ সম্ভবপর কি না প্রভৃতিতে সন্দেহ পোষণ করা, তা ছাড়া অতীত জন্ম, কর্মফল, কর্ম ও প্রতীত্যসমুৎপাদ প্রভৃতি ধর্মে সন্দিহান হওয়াই বিচিকিৎসা।—শান্তিপদ-প্রজ্ঞাদর্শন, পৃ. ৬৩।

৪. ভ্রান্ত-মনোযোগ সূত্র

২০৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, ভ্রান্ত-মনোযোগ হতে অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন কামচ্ছন্দ অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতায় সংবর্তিত হয়; অনুৎপন্ন ব্যাপাদ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন ব্যাপাদ অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতায় সংবর্তিত হয়; অনুৎপন্ন স্ত্যানমিদ্ধ (আলস্য-তন্দ্রা) উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন স্ত্যানমিদ্ধ অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতায় সংবর্তিত হয়; অনুৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য (অনুশোচনা) উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতায় সংবর্তিত হয়; অনুৎপন্ন বিচিকিৎসা উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন বিচিকিৎসা অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতায় সংবর্তিত হয়।

২. ভিক্ষুগণ, ভ্রান্ত-মনোযোগ হতে অনুৎপন্ন স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন হয় না ও উৎপন্ন স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ নিরুদ্ধ হয়; অনুৎপন্ন ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন হয় না ও উৎপন্ন ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ নিরুদ্ধ হয়; অনুৎপন্ন বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন হয় না ও উৎপন্ন বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ নিরুদ্ধ হয়; অনুৎপন্ন প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন হয় না ও উৎপন্ন প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ নিরুদ্ধ হয়; অনুৎপন্ন প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন হয় না ও উৎপন্ন প্রশ্রদ্ধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ নিরুদ্ধ হয়; অনুৎপন্ন সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন হয় না ও উৎপন্ন সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ নিরুদ্ধ হয়; অনুৎপন্ন উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন হয় না ও উৎপন্ন উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ নিরুদ্ধ হয়।"

৩. "হে ভিক্ষুগণ, জ্ঞানযুক্ত মনোযোগ হতে অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দ উৎপন্ন হয় না ও উৎপন্ন কামচ্ছন্দ প্রহীন হয়; অনুৎপন্ন ব্যাপাদ উৎপন্ন হয় না ও উৎপন্ন ব্যাপাদ প্রহীন হয়; অনুৎপন্ন স্ত্যানমিদ্ধ (আলস্য-তন্দ্রা) উৎপন্ন হয় না ও উৎপন্ন স্ত্যানমিদ্ধ প্রহীন হয়; অনুৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য (অনুশোচনা) উৎপন্ন হয় না ও উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য প্রহীন হয়; অনুৎপন্ন বিচিকিৎসা উৎপন্ন হয় না ও উৎপন্ন বিচিকিৎসা প্রহীন হয়।

৪. ভিক্ষুগণ, জ্ঞানযুক্ত মনোযোগ হতে অনুৎপন্ন স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়; অনুৎপন্ন ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়; অনুৎপন্ন বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়; অনুৎপন্ন প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়; অনুৎপন্ন প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন প্রশ্রদ্ধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়; অনুৎপন্ন সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন হয়

ও উৎপন্ন সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়; অনুৎপন্ন উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়।" চতুর্থ সূত্র।

৫. অপরিহানীয় সূত্র

২০৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের সপ্ত অপরিহানীয় ধর্মদেশনা করব, তা তোমরা শ্রবণ কর। সেই সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম কী কী? তা হচ্ছে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ। সেই সপ্ত কী কী? যথা—স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ। ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গই হচ্ছে সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম।" পঞ্চম সূত্র।

৬. তৃষ্ণাক্ষয় সূত্র

২০৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেই মার্গ ও প্রতিপদা তৃষ্ণা ক্ষয়ের জন্য সংবর্তিত হয়, তোমরা সেই মার্গ ও প্রতিপদা ভাবিত কর। কোন মার্গ ও প্রতিপদা তৃষ্ণা ক্ষয়ের জন্য সংবর্তিত হয়? তা হচ্ছে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ। সেই সপ্ত কী কী? যথা—স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ।" এরূপ উক্ত হলে আয়ুষ্মান উদায়ী ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, কীরূপে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা তৃষ্ণা ক্ষয়ের জন্য সংবর্তিত হয়?"

২. "হে উদায়ী, এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী বিপুল, শ্রেষ্ঠ, অপ্রমাণ ও অব্যাপাদ স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। তার বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী বিপুল, শ্রেষ্ঠ, অপ্রমাণ ও অব্যাপাদ স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত হওয়ার দরুন তৃষ্ণা প্রহীন হয়। তৃষ্ণা প্রহীনহেতু কর্ম প্রহীন হয় এবং কর্ম প্রহীনহেতু দুঃখ প্রহীন হয়। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী বিপুল, শ্রেষ্ঠ, অপ্রমাণ ও অব্যাপাদ ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ এবং উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। তার বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী বিপুল, শ্রেষ্ঠ, অপ্রমাণ ও অব্যাপাদ ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ

এবং উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত হওয়ার দরুন তৃষ্ণা প্রহীন হয়। তৃষ্ণা প্রহীনহেতু কর্ম প্রহীন হয় এবং কর্ম প্রহীনহেতু দুঃখ প্রহীন হয়। উদায়ী, এরূপেই তৃষ্ণাক্ষয়ে কর্ম ক্ষয় হয় ও কর্মক্ষয়ে দুঃখ ক্ষয় হয়।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. তৃষ্ণা নিরোধ সূত্র

২০৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেই মার্গ ও প্রতিপদা তৃষ্ণা নিরোধের জন্য সংবর্তিত হয়, তোমরা সেই মার্গ ও প্রতিপদা ভাবিত কর। কোন মার্গ ও প্রতিপদা তৃষ্ণা নিরোধের জন্য সংবর্তিত হয়? তা হচ্ছে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ। সেই সপ্ত কী কী? যথা—স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ। কীরূপে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা তৃষ্ণা নিরোধের জন্য সংবর্তিত হয়?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ এবং উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা তৃষ্ণা নিরোধের জন্য সংবর্তিত হয়।" সপ্তম সূত্র।

৮. নির্বেদভাগীয় সূত্র

২০৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের নির্বেদভাগীয় মার্গ দেশনা করব, তা তোমরা শ্রবণ কর। সেই নির্বেদভাগীয় মার্গ কী? তা হচ্ছে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ। সেই সপ্ত কী কী? যথা—স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ।" এরূপ উক্ত হলে আয়ুষ্মান উদায়ী ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, কীরূপে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা নির্বেদ (অন্তর্দৃষ্টি বা পরিজ্ঞান) লাভের জন্য সংবর্তিত হয়?"

২. "হে উদায়ী, এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী বিপুল, শ্রেষ্ঠ, অপ্রমাণ ও অব্যাপাদ স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। সে স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গে ভাবিত চিত্তের দ্বারা অবিদ্ধপূর্ব আর অপদলিতপূর্ব লোভস্কন্ধ বিদ্ধ ও পদলিত করে। অবিদ্ধপূর্ব,

অপদলিতপূর্ব দ্বেষস্কন্ধ এবং মোহস্কন্ধ বিদ্ধ ও পদলিত করে।...পে... ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী বিপুল, শ্রেষ্ঠ, অপ্রমাণ ও অব্যাপাদ উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। সে উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গে ভাবিত চিত্তের দ্বারা অবিদ্ধপূর্ব আর অপদলিতপূর্ব লোভস্কন্ধ বিদ্ধ ও পদলিত করে। অবিদ্ধপূর্ব, অপদলিতপূর্ব দ্বেষস্কন্ধ এবং মোহস্কন্ধ বিদ্ধ ও পদলিত করে। উদায়ী, এরূপেই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা নির্বেদ লাভের জন্য সংবর্তিত হয়।" অষ্টম সূত্র।

৯. একধর্ম সূত্র

২১০.১. "হে ভিক্ষুগণ, সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ব্যতীত আমি অন্য একটি ধর্মও দেখতে পাচ্ছি না, যা এরূপে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সংযোজনীয় ধর্মসমূহ প্রহানের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই সপ্ত কী কী? যথা—স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ। কীরূপে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা সংযোজনীয় ধর্মসমূহ প্রহানের জন্য সংবর্তিত হয়?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ এবং উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা সংযোজনীয় ধর্মসমূহ প্রহানের জন্য সংবর্তিত হয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, সংযোজনীয় ধর্ম কি? চক্ষুই হচ্ছে সংযোজনীয় ধর্ম। এতে সংযোজনাবদ্ধ আসক্তি উৎপন্ন হয়। অনুরূপভাবে কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও মনই হচ্ছে সংযোজনীয় ধর্ম। এতে সংযোজনাবদ্ধ আসক্তি উৎপন্ন হয়। এগুলোকেই সংযোজনীয় ধর্ম বলা হয়।" নবম সূত্র।

১০. উদায়ী সূত্র

২১১.১. একসময় ভগবান সুম্ভেতে অবস্থান করছিলেন সেতক নামক সুম্ভদের নিগমে (গ্রামে)। অতঃপর আয়ুষ্মান উদায়ী ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন।

একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান উদায়ী ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "আশ্চর্য ভন্তে, অদ্ভুত ভন্তে, যতদূর সম্ভব ভগবানের প্রতি আমার প্রেম, গৌরব, হ্রী (পাপে লজ্জা) ও ঔত্তাপ্য (পাপে ভয়) বহুকৃত ছিল। আমি পূর্বে আগারিক (গৃহী অবস্থায়) ধর্ম এবং সংঘের প্রতি পূর্বোক্তরূপে অবহুকৃত ছিলাম। সেই ভগবানের প্রতি প্রেম, গৌরব, হ্রী ও ঔত্তাপ্য প্রদর্শন করে করে আমি আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হয়েছি। সেই ভগবান আমাকে এরূপ ধর্মদেশনা করেছিলেন—'ইহা রূপ, ইহা রূপের সমুদয় ও ইহা রূপের নিরোধ। ইহা বেদনা, ইহা বেদনার সমুদয় ও ইহা বেদনার নিরোধ। ইহা সংজ্ঞা, ইহা সংজ্ঞার সমুদয় ও ইহা সংজ্ঞার নিরোধ। ইহা সংস্কার, ইহা সংস্কারের সমুদয় ও ইহা সংস্কারের নিরোধ এবং ইহা বিজ্ঞান, ইহা বিজ্ঞানের সমুদয় ও ইহা বিজ্ঞানের নিরোধ।'

৩. ভন্তে, আমি সেই শূন্যাগারে এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের উপর ঊর্ধ্ব-অধো পর্যন্ত ভাবনা করার সময় 'ইহা দুঃখ' তা যথাভূত জ্ঞাত হয়েছি। 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' ও 'ইহা দুঃখ-নিরোধের উপায়' বলে তাও যথাযতভাবে জ্ঞাত হয়েছি। আমার ধর্ম অধিকৃত ও মার্গ প্রতিলব্ধ হয়েছে; যা আমার দ্বারা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সেই সেইরূপে অবস্থানকালে আমাকে নির্বাণে পৌঁছে দেবে। তখন আমি এরূপ জানতে সক্ষম হবো—'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে' ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখমুক্তির জন্য আর অন্য কোনো কর্তব্য নেই।'

৪. আমার স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ প্রতিলব্ধ হয়েছে, যা আমার দ্বারা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সেই সেইরূপে অবস্থানকালে আমাকে নির্বাণে পৌঁছে দেবে। তখন আমি এরূপ জানতে সক্ষম হবো—'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে' ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখমুক্তির জন্য আর অন্য কোনো কর্তব্য নেই।'... আমার উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ প্রতিলব্ধ হয়েছে, যা আমার দ্বারা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সেই সেইরূপে অবস্থানকালে আমাকে নির্বাণে পৌঁছে দেবে। তখন আমি এরূপ জানতে সক্ষম হবো—'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে' ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখমুক্তির জন্য আর অন্য কোনো কর্তব্য নেই।' ভন্তে, এই মার্গ আমার প্রতিলব্ধ হয়েছে, যা আমার দ্বারা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সেই সেইরূপে অবস্থানকালে আমাকে নির্বাণে পৌঁছে দেবে। তখন আমি এরূপ জানতে সক্ষম হবো—'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে' ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখমুক্তির জন্য আর অন্য

কোনো কর্তব্য নেই।'"

৫. "সাধু, সাধু, উদায়ী, এই মার্গ তোমার প্রতিলব্ধ হয়েছে, যা তোমার দ্বারা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সেই সেইরূপে অবস্থানকালে আমাকে নির্বাণে পৌঁছে দেবে। তখন তুমি এরূপ জানতে সক্ষম হবে—'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে' ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখমুক্তির জন্য আর অন্য কোনো কর্তব্য নেই।'" দশম সূত্র।

উদায়ী বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

জ্ঞান লাভার্থে, দেশনা, স্থানীয়, ভ্রান্ত ও অপরিহানী;
ক্ষয়, নিরোধ, নির্বেদ, একধর্ম, উদায়ীতে ইতি॥

৪. নীবরণ বর্গ

১. প্রথম কুশল সূত্র

২১২.১. "হে ভিক্ষুগণ, যে-সমস্ত ধর্ম কুশল, কুশলভাগীয় ও কুশলপক্ষীয়, সেই সকল ধর্ম অপ্রমাদমূলক ও অপ্রমাদের অর্ন্তগত। সেই ধর্মসমূহের মধ্যে অপ্রমাদই অগ্রগণ্য হয়। অপ্রমত্ত ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে—'সে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।'

২. ভিক্ষুগণ, অপ্রমত্ত ভিক্ষু কীরূপে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ এবং উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই অপ্রমত্ত ভিক্ষু সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" প্রথম সূত্র।

২. দ্বিতীয় কুশল সূত্র

২১৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, যে-সমস্ত ধর্ম কুশল, কুশলভাগীয় ও কুশলপক্ষীয়, সেই সকল ধর্ম জ্ঞানযুক্ত মনোযোগমূলক ও জ্ঞানযুক্ত-মনোযোগের অর্ন্তগত। সেই ধর্মসমূহের মধ্যে জ্ঞানযুক্ত মনোযোগই অগ্রগণ্য হয়। জ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে—'সে সপ্ত

বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।'

২. ভিক্ষুগণ, জ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষু কীরূপে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ এবং উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই জ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষু সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. উপক্লেশ সূত্র[১]

২১৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, স্বর্ণের এই পঞ্চ খাদ (ভেজাল) রয়েছে। যেই খাদের দ্বারা প্রদুষ্ট স্বর্ণ নমনীয় হয় না, কর্মন্য (কাজের যোগ্য) হয় না, উজ্জল হয় না, ভঙ্গুর হয় ও উত্তম কাজের জন্য ব্যবহারযোগ্য হয় না। সেই পঞ্চ কী কী? লোহা, তামা, টিন, সীসা ও রূপাই হচ্ছে স্বর্ণের খাদ। এই খাদের দ্বারা প্রদুষ্ট স্বর্ণ নমনীয় হয় না, কাজের যোগ্য হয় না, উজ্জল হয় না, ভঙ্গুর হয় ও উত্তম কাজের জন্য ব্যবহারযোগ্য হয় না। ভিক্ষুগণ, এগুলোই হচ্ছে স্বর্ণের পঞ্চ খাদ। এই খাদের দ্বারা প্রদুষ্ট স্বর্ণ নমনীয় হয় না, কর্মন্য হয় না, উজ্জ্বল হয় না, ভঙ্গুর হয় এবং উত্তম কাজের জন্য ব্যবহারযোগ্য হয় না।

২. ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ, চিত্তেরও পঞ্চ উপক্লেশ বিদ্যমান আছে। যেই উপক্লেশের দ্বারা উপক্লিষ্ট চিত্ত মৃদু হয় না, কর্মন্য (কাজের যোগ্য) হয় না, প্রভাস্বর হয় না, ভঙ্গুর হয় ও আসবক্ষয়ের জন্য সম্যকরূপে সমাধিস্থ হয় না। সেই পঞ্চ কী কী? কামচ্ছন্দই হচ্ছে চিত্তের উপক্লেশ। যেই উপক্লেশের দ্বারা উপক্লিষ্ট চিত্ত মৃদু হয় না, কর্মন্য হয় না, প্রভাস্বর হয় না, ভঙ্গুর হয় ও আসবক্ষয়ের জন্য সম্যকরূপে সমাধিস্থ হয় না। অনুরূপভাবে ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ (আলস্য-তন্দ্রা), ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য (অনুশোচনা) ও বিচিকিৎসাই হচ্ছে চিত্তের উপক্লেশ। যেই উপক্লেশের দ্বারা উপক্লিষ্ট চিত্ত মৃদু হয় না, কর্মন্য হয় না, প্রভাস্বর হয় না, ভঙ্গুর হয় ও আসবক্ষয়ের জন্য সম্যকরূপে সমাধিস্থ হয় না। ভিক্ষুগণ, এগুলোই হচ্ছে চিত্তের পঞ্চ উপক্লেশ। যেই উপক্লেশের দ্বারা উপক্লিষ্ট চিত্ত মৃদু হয় না, কর্মন্য হয় না, প্রভাস্বর হয় না,

---

[১]। প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু অনূদিত অঙ্গুত্তরনিকায়, পঞ্চক নিপাত, পঞ্চাঙ্গিক বর্গের উপক্লেশ সূত্রের সাথে আলোচ্য সূত্রটির সামঞ্জস্য রয়েছে।

ভঙ্গুর হয় ও আসবক্ষয়ের জন্য সম্যকরূপে সমাধিস্থ হয় না।” তৃতীয় সূত্র।

৪. অনুপক্লেশ সূত্র

২১৫.১. “হে ভিক্ষুগণ, অনাবরণ, অনীবরণ ও চিত্তের অনুপক্লেশরূপ এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা-বিমুক্তিফল সাক্ষাতের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই সপ্ত কী কী? অনাবরণ, অনীবরণ ও চিত্তের অনুপক্লেশরূপ স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা বিদ্যা-বিমুক্তিফল সাক্ষাতের জন্য সংবর্তিত হয়। অনুরূপভাবে অনাবরণ, অনীবরণ ও চিত্তের অনুপক্লেশরূপ ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ এবং উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা-বিমুক্তিফল সাক্ষাতের জন্য সংবর্তিত হয়। ভিক্ষুগণ, অনাবরণ, অনীবরণ ও চিত্তের অনুপক্লেশ রূপ এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা বিদ্যা-বিমুক্তিফল সাক্ষাতের জন্য সংবর্তিত হয়।” চতুর্থ সূত্র।

৫. ভ্রান্ত-মনোযোগ সূত্র

২১৬.১. “হে ভিক্ষুগণ, ভ্রান্ত-মনোযোগ হতে অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন কামচ্ছন্দ অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতায় সংবর্তিত হয়; অনুৎপন্ন ব্যাপাদ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন ব্যাপাদ অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতায় সংবর্তিত হয়; অনুৎপন্ন স্ত্যানমিদ্ধ (আলস্য-তন্দ্রা) উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন স্ত্যানমিদ্ধ অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতায় সংবর্তিত হয়; অনুৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য (অনুশোচনা) উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতায় সংবর্তিত হয়; অনুৎপন্ন বিচিকিৎসা উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন বিচিকিৎসা অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতায় সংবর্তিত হয়।” পঞ্চম সূত্র।

৬. জ্ঞানযুক্ত মনোযোগ সূত্র

২১৭.১. “হে ভিক্ষুগণ, জ্ঞানযুক্ত মনোযোগ হতে অনুৎপন্ন স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়। অনুরূপভাবে জ্ঞানযুক্ত মনোযোগ হতে ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ এবং উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়।” ষষ্ঠ সূত্র।

৭. বৃদ্ধি সূত্র

২১৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা বৃদ্ধি এবং অপরিহানীর জন্য সংবর্তিত হয়। সেই সপ্ত কী কী? যথা—স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ। ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা বৃদ্ধি এবং অপরিহানীর জন্য সংবর্তিত হয়।" সপ্তম সূত্র।

৮. আবরণ-নীবরণ সূত্র

২১৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল প্রাপ্ত হয় এমন পঞ্চবিধ আবরণ, নীবরণ ও চিত্তের উপক্লেশ রয়েছে। সেই পঞ্চ কী কী? কামচ্ছন্দরূপ আবরণ, নীবরণ ও চিত্তের উপক্লেশ প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল প্রাপ্ত হয়। অনুরূপভাবে ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ (আলস্য-তন্দ্রা), ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য (অনুশোচনা) এবং বিচিকিৎসারূপ আবরণ, নীবরণ ও চিত্তের উপক্লেশ প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ আবরণ, নীবরণ ও চিত্তের উপক্লেশসমূহ প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল প্রাপ্ত হয়।"

২. ভিক্ষুগণ, অনাবরণ, অনীবরণ ও চিত্তের অনুপক্লেশরূপ এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা-বিমুক্তিফল সাক্ষাতের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই সপ্ত কী কী? অনাবরণ, অনীবরণ ও চিত্তের অনুপক্লেশরূপ স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা বিদ্যা-বিমুক্তিফল সাক্ষাতের জন্য সংবর্তিত হয়। অনুরূপভাবে অনাবরণ, অনীবরণ ও চিত্তের অনুপক্লেশরূপ ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ এবং উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা-বিমুক্তিফল সাক্ষাতের জন্য সংবর্তিত হয়। ভিক্ষুগণ, অনাবরণ, অনীবরণ ও চিত্তের অনুপক্লেশরূপ এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা বিদ্যা-বিমুক্তিফল সাক্ষাতের জন্য সংবর্তিত হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, যেই সময়ে আর্যশ্রাবক প্রকৃতি বা স্বভাব জ্ঞাত হয়ে, মনোযোগ দিয়ে এবং সম্পূর্ণরূপে চিত্তকে একত্রিত করে কান পেতে (মনোযোগের সাথে) ধর্মশ্রবণ করে, সেই সময়ে তার এই পঞ্চ নীবরণ বিদ্যমান থাকে না। সেই সময়ে তার সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ থাকে।

৪. ভিক্ষুগণ, সেই সময়ে কোন পঞ্চ নীবরণ বিদ্যমান থাকে না? সেই

সময়ে কামচ্ছন্দ-নীবরণ বিদ্যমান থাকে না। অনুরূপভাবে সেই সময়ে ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ (আলস্য-তন্দ্রা), ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য (অনুশোচনা) এবং বিচিকিৎসা-নীবরণ বিদ্যমান থাকে না। সেই সময়ে এই পঞ্চ নীবরণ বিদ্যমান থাকে না।

৫. ভিক্ষুগণ, সেই সময়ে কোন সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ থাকে? সেই সময়ে স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ থাকে। অনুরূপভাবে সেই সময়ে ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ এবং উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ থাকে। সেই সময়ে এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ থাকে। ভিক্ষুগণ, যেই সময়ে আর্যশ্রাবক প্রকৃতি বা স্বভাব জ্ঞাত হয়ে, মনোযোগ দিয়ে এবং সম্পূর্ণরূপে চিত্তকে একত্রিত করে কান পেতে (মনোযোগের সাথে) ধর্মশ্রবণ করে, সেই সময়ে তার এই পঞ্চ নীবরণ বিদ্যমান থাকে না। সেই সময়ে তার সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ থাকে।" অষ্টম সূত্র।

৯. বৃক্ষ সূত্র

২২০.১. "হে ভিক্ষুগণ, বর্ধনশীল মহাবৃক্ষ ও অণুবীজ বিরাটাকার বৃক্ষরাজি আছে, যে বৃক্ষসমূহ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে ভেঙে যায় ও বিনষ্ট হয়। ভিক্ষুগণ, এই যে বর্ধনশীল মহাবৃক্ষ ও অণুবীজ বিরাটাকার বৃক্ষরাজি আছে, যে বৃক্ষসমূহ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে ভেঙে যায় ও বিনষ্ট হয়; সেই বৃক্ষরাজি কী কী? যেমন—অশ্বত্থ, নিগ্রোধ, পাকুড়[১], উদুম্বর, কচ্ছক (এক জাতীয় ডুমুর গাছ) ও কপিত্থন বৃক্ষ (বন্যফল বা কদ্‌বেল বৃক্ষ)। এগুলোই বর্ধনশীল মহাবৃক্ষ ও অণুবীজ বিরাটাকার বৃক্ষরাজি, এই বৃক্ষসমূহ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে ভেঙে যায় ও বিনষ্ট হয়। ভিক্ষুগণ, এরূপেই এখানে (এ জগতে) একজন কুলপুত্র যাদৃশ কাম ত্যাগ করে আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হয়। সে সেই কাম বা তার চেয়েও পাপিষ্ঠতর কাম হতে ভেঙে যায় ও বিনষ্ট হয়।

২. ভিক্ষুগণ, প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বলপ্রাপ্ত হয় এমন পঞ্চবিধ আবরণ, নীবরণ ও চিত্তের বৃদ্ধি রয়েছে। সেই পঞ্চ কী কী? কামচ্ছন্দরূপ আবরণ, নীবরণ ও চিত্তের বৃদ্ধি প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বলপ্রাপ্ত হয়। অনুরূপভাবে ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ (আলস্য-তন্দ্রা), ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য (অনুশোচনা) এবং বিচিকিৎসারূপ আবরণ, নীবরণ ও চিত্তের বৃদ্ধি প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বলপ্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, এই

---

[১]। ঢেউয়ের ন্যায় অথবা হিল্লোলকারী পত্রবিশিষ্ট ডুমুর গাছ।

পঞ্চবিধ আবরণ, নীবরণ ও চিত্তের বৃদ্ধি প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বলপ্রাপ্ত হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, অনাবরণ, অনীবরণ ও চিত্তের বৃদ্ধিহীনরূপ এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা-বিমুক্তিফল সাক্ষাতের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই সপ্ত কী কী? অনাবরণ, অনীবরণ ও চিত্তের বৃদ্ধিহীনরূপ স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা বিদ্যা-বিমুক্তিফল সাক্ষাতের জন্য সংবর্তিত হয়। অনুরূপভাবে অনাবরণ, অনীবরণ ও চিত্তের বৃদ্ধিহীনরূপ ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ এবং উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা-বিমুক্তিফল সাক্ষাতের জন্য সংবর্তিত হয়। ভিক্ষুগণ, অনাবরণ, অনীবরণ ও চিত্তের বৃদ্ধিহীনরূপ এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা বিদ্যা-বিমুক্তিফল সাক্ষাতের জন্য সংবর্তিত হয়।" নবম সূত্র।

১০. নীবরণ সূত্র

২২১.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ নীবরণ[১] অন্ধকরণ (দৃষ্টিশক্তি-রহিতকরণ), অচক্ষুকরণ (চক্ষুহীনকরণ), অজ্ঞানকরণ, প্রজ্ঞাবিধ্বংসী, প্রতিকূল ঘটনার পক্ষপাতী ও অনির্বাণসংবর্তনিক (নির্বাণ লাভে পরিচালিত করে না)। সেই পঞ্চ কী কী? কামচ্ছন্দ-নীবরণ অন্ধকরণ, অচক্ষুকরণ, অজ্ঞানকরণ, প্রজ্ঞাবিধ্বংসী, প্রতিকূল ঘটনার পক্ষপাতী ও অনির্বাণসংবর্তনিক। অনুরূপভাবে ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ (আলস্য-তন্দ্রা), ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য (অনুশোচনা) এবং বিচিকিৎসা-নীবরণ অন্ধকরণ, অচক্ষুকরণ, অজ্ঞানকরণ, প্রজ্ঞাবিধ্বংসী, প্রতিকূল ঘটনার পক্ষপাতী ও অনির্বাণসংবর্তনিক। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ নীবরণ অন্ধকরণ, অচক্ষুকরণ, অজ্ঞানকরণ, প্রজ্ঞাবিধ্বংসী, প্রতিকূল ঘটনার পক্ষপাতী ও অনির্বাণসংবর্তনিক।

২. ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ চক্ষুকরণ, জ্ঞানকরণ, প্রজ্ঞাবৃদ্ধিকারী, প্রতিকূল ঘটনার অপক্ষপাতী ও নির্বাণসংবর্তনিক (নির্বাণ লাভে পরিচালিত করে)। সেই সপ্ত কী কী? স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ চক্ষুকরণ, জ্ঞানকরণ, প্রজ্ঞাবৃদ্ধিকারী, প্রতিকূল ঘটনার অপক্ষপাতী ও নির্বাণসংবর্তনিক। অনুরূপভাবে ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ এবং উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ চক্ষুকরণ,

---

[১]। যে-সকল চৈতসিকের কারণে অনুৎপন্ন কুশল-চিত্ত বা কুশল-ধ্যানচিত্ত উৎপন্ন হতে পারে না এবং উৎপন্ন কুশলাদি বৃদ্ধি পেতে পারে না, সেসবকে নীবরণ বলে।

জ্ঞানকরণ, প্রজ্ঞাবৃদ্ধিকারী, প্রতিকূল ঘটনার অপক্ষপাতী ও নির্বাণসংবর্তনিক। ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ চক্ষুকরণ, জ্ঞানকরণ, প্রজ্ঞাবৃদ্ধিকারী, প্রতিকূল ঘটনার অপক্ষপাতী ও নির্বাণসংবর্তনিক।” দশম সূত্র।

নীবরণ বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

দুই কুশল ও দুই ক্লেশ, জ্ঞাযুক্ত দ্বয় আর বৃদ্ধি;
আবরণ-নীবরণ, বৃক্ষ, নীবরণ এই দশে ইতি॥

৫. চক্রবর্তী বর্গ

১. অহংকার সূত্র

২২২.১. শ্রাবস্তী নিদান। “হে ভিক্ষুগণ, সুদূর অতীতে যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ ত্রিবিধ অহংকার[১] পরিত্যাগ করেছিল, তারা সকলে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে তা পরিত্যাগ করেছিল। সুদূর ভবিষ্যতে যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ ত্রিবিধ অহংকার পরিত্যাগ করবে, তারা সকলে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে তা পরিত্যাগ করবে। আর বর্তমানে যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ ত্রিবিধ অহংকার পরিত্যাগ করছে, তারাও সকলে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে তা পরিত্যাগ করছে। সেই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ কী কী? স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ। ভিক্ষুগণ, সুদূর অতীতে যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ ত্রিবিধ অহংকার পরিত্যাগ করেছিল, তারা সকলে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে তা পরিত্যাগ করেছিল। সুদূর ভবিষ্যতে যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ ত্রিবিধ অহংকার পরিত্যাগ করবে, তারা সকলে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে তা পরিত্যাগ করবে। আর বর্তমানে যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ ত্রিবিধ অহংকার পরিত্যাগ করছে, তারাও সকলে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে তা পরিত্যাগ করছে।” প্রথম সূত্র।

---

[১]। আমি অপর ব্যক্তির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আমি অপর ব্যক্তির সমান ও আমি অপর ব্যক্তির অপেক্ষা হীন।

২. চক্রবর্তী সূত্র

২২৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, চক্রবর্তী রাজার[১] প্রাদুর্ভাব (আবির্ভাব) হলে সপ্ত রত্নেরও প্রাদুর্ভাব হয়। সেই সপ্ত রত্ন কী কী? চক্ররত্ন, হস্তিরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন ও পরিণায়করত্ন। চক্রবর্তী রাজার প্রাদুর্ভাব হলে এই সপ্তরত্নেরও প্রাদুর্ভাব হয়।

২. ভিক্ষুগণ, তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের প্রাদুর্ভাব হলে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ রত্নেরও প্রাদুর্ভাব হয়। সেই সপ্তরত্ন কী কী? স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ-রত্ন, ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ-রত্ন, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ-রত্ন, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ-রত্ন, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ-রত্ন, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ-রত্ন ও উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ-রত্ন। ভিক্ষুগণ, তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের প্রাদুর্ভাব হলে এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ রত্নেরও প্রাদুর্ভাব হয়।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. মার সূত্র

২২৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের মারসৈন্য[২] পরাজয় মার্গ দেশনা করব, তা তোমরা শ্রবণ কর। মারসৈন্য পরাজয়-মার্গ কী? তা হচ্ছে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ। সেই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ কী কী? স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ। ইহাই হচ্ছে মারসৈন্য পরাজয় মার্গ।" তৃতীয় সূত্র।

৪. দুষ্প্রাজ্ঞ সূত্র

২২৫.১. অতঃপর জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, এই যে, 'দুষ্প্রাজ্ঞ এলমূগ[৩] (অস্পষ্ট

---

[১]। নিজের শ্রী-সৌভাগ্য দেখে রঞ্জিত হয় এবং নানা উপকার করে প্রজাদিগকে রঞ্জিত করে বলে রাজা। "ভবৎ চক্ররত্ন প্রবর্তিত হোক" এরূপ বললে চক্ররত্ন প্রবর্তিত হয় বলে চক্রবর্তী। যেই রাজার নিকট পুণ্য প্রভাবে উৎপন্ন ও প্রবর্তনশীলি চক্ররত্ন থাকে, তাঁকে চক্রবর্তী রাজা বলে।—সারসংগ্রহ (প্রথম খণ্ড), পৃ. ৪৫।

[২]। কাম, আরতি, ক্ষুৎপিপাসা, তৃষ্ণা, আলস্য, তন্দ্রা, বিচিকিৎসা, কুহনা (কুহক), জড়তা, লাভ, যশ, সৎকার, মিথ্যালব্ধ খ্যাতি, যে আত্ম প্রশংসারত হয়ে অপরকে ঘৃণা করে, এই সমস্ত মারের সৈন্য বলে কথিত হয়। কুপরামর্শ, কুপ্রলোভন, ষড়যন্ত্র, মানসিক চাপ, উত্তেজনা ও কুবুদ্ধি দেয়াই হচ্ছে মারের কাজ।

[৩]। 'অসম্পন্ন বচন' অর্থাৎ যার কণ্ঠস্বর পরিশুদ্ধ বা পরিস্ফুট নয়। (অর্থকথা)

কথা), দুষ্প্রাজ্ঞ এলমূগ' বলা হয়। কী কারণে 'দুষ্প্রাজ্ঞ এলমূগ' বলা হয়?"

২. "হে ভিক্ষু, সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গসমূহে অভাবিত ও অবহুলীকৃত হলে 'দুষ্প্রাজ্ঞ এলমূগ' বলা হয়। সেই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ কী কী? স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ। ভিক্ষু, এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গসমূহে অভাবিত ও অবহুলীকৃত হলে 'দুষ্প্রাজ্ঞ এলমূগ' বলা হয়।" চতুর্থ সূত্র।

৫. প্রজ্ঞাবান সূত্র

২২৬.১. "ভন্তে, এই যে, 'প্রজ্ঞাবান অনেলমূগ (যার কণ্ঠস্বর পরিশুদ্ধ বা পরিস্ফুট), প্রজ্ঞাবান অনেলমূগ' বলা হয়। কী কারণে 'প্রজ্ঞাবান অনেলমূগ' বলা হয়?"

২. "হে ভিক্ষু, সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গসমূহে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে 'প্রজ্ঞাবান অনেলমূগ' বলা হয়। সেই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ কী কী? স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ। ভিক্ষু, এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গসমূহে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে 'প্রজ্ঞাবান অনেলমূগ' বলা হয়।" পঞ্চম সূত্র।

৬. দরিদ্র সূত্র

২২৭.১. "ভন্তে, এই যে, 'দরিদ্র, দরিদ্র' বলা হয়। কী কারণে 'দরিদ্র' বলা হয়?"

২. "হে ভিক্ষু, সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গসমূহে অভাবিত ও অবহুলীকৃত হলে 'দরিদ্র' বলা হয়। সেই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ কী কী? স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ। ভিক্ষু, এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গসমূহে অভাবিত ও অবহুলীকৃত হলে 'দরিদ্র' বলা হয়।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. অদরিদ্র সূত্র

২২৮.১. "ভন্তে, এই যে, 'অদরিদ্র, অদরিদ্র' বলা হয়। কী কারণে 'অদরিদ্র' বলা হয়?"

২. "হে ভিক্ষু, সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গসমূহে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে 'অদরিদ্র' বলা হয়। সেই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ কী কী? স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ। ভিক্ষু, এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গসমূহে ভাবিত ও

বহুলীকৃত হলে 'অদরিদ্র' বলা হয়।" সপ্তম সূত্র।

৮. আদিত্য (সূর্য) সূত্র

২২৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, অরুণচ্ছতা হচ্ছে সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস ও পূর্বনিমিত্ত। ঠিক এরূপেই ভিক্ষুর সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ উৎপাদনের পূর্বাভাস ও পূর্বনিমিত্ত হচ্ছে—কল্যাণমিত্রতা। কল্যাণমিত্র ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে—'সে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে'। কল্যাণমিত্র ভিক্ষু কীরূপে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই কল্যাণমিত্র ভিক্ষু সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" অষ্টম সূত্র।

৯. আধ্যাত্মিক অঙ্গ সূত্র

২৩০.১. "হে ভিক্ষুগণ, জ্ঞানযুক্ত মনোযোগরূপ আধ্যাত্মিক অঙ্গ ছাড়া সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ উৎপাদনের জন্য আমি অন্য এক অঙ্গও দেখতে পাচ্ছি না। জ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে—'সে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে'। জ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষু কীরূপে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই জ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষু সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" নবম সূত্র।

১০. বহিঃরঙ্গ সূত্র

২৩১.১. "হে ভিক্ষুগণ, কল্যাণমিত্রতারূপ বাহ্যিক অঙ্গ ছাড়া সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ উৎপাদনের জন্য আমি অন্য এক অঙ্গও দেখতে পাচ্ছি না। কল্যাণমিত্র ভিক্ষুর নিকট এরূপই প্রত্যাশিত যে—'সে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে'। কল্যাণমিত্র ভিক্ষু কীরূপে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে?

এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই কল্যাণমিত্র ভিক্ষু সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" দশম সূত্র।

চক্রবর্তী বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

অহংকার, চক্রবর্তী, মার, দুষ্প্রাজ্ঞ আর প্রজ্ঞাবানে;
দরিদ্র, অদরিদ্র, আদিত্য ও দুই অঙ্গে দশ গণে॥

৬. কথোপকথন বর্গ

১. আহার সূত্র

২৩২.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, আমি পঞ্চ নীবরণ এবং সপ্ত বোধ্যঙ্গের আহার ও অনাহার সম্বন্ধে দেশনা করব, তা তোমরা শ্রবণ কর। ভিক্ষুগণ, কোন আহার অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দের উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন কামচ্ছন্দের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়? ভিক্ষুগণ, শুভ-নিমিত্ত বিদ্যমান। তথায় ভ্রান্ত-মনোযোগ ও পুনঃপুন ভ্রান্ত-মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন কামচ্ছন্দের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়।

২. ভিক্ষুগণ, কোন আহার অনুৎপন্ন ব্যাপাদের উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন ব্যাপাদের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়? ভিক্ষুগণ, প্রতিঘ (প্রতিবন্ধক)-নিমিত্ত বিদ্যমান। তথায় ভ্রান্ত-মনোযোগ ও পুনঃপুন ভ্রান্ত-মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন ব্যাপাদ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন ব্যাপাদের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়।

৩. ভিক্ষুগণ, কোন আহার অনুৎপন্ন স্ত্যানমিদ্ধের (আলস্য-তন্দ্রা) উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন স্ত্যানমিদ্ধের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়? ভিক্ষুগণ, অরতি, তন্দ্রা, বিজৃম্ভণতা, ভোজনজনিত অলসতা এবং চিত্তের লীনত্বভার বিদ্যমান। তথায় ভ্রান্ত-মনোযোগ ও পুনঃপুন ভ্রান্ত-মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন স্ত্যানমিদ্ধ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন স্ত্যানমিদ্ধের অধিক মাত্রায়

বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়।

৪. ভিক্ষুগণ, কোন আহার অনুৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের (অনুশোচনা) উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়? ভিক্ষুগণ, চিত্তের অনুপশম বিদ্যমান আছে। তথায় ভ্রান্ত-মনোযোগ ও পুনঃপুন ভ্রান্ত-মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়।

৫. ভিক্ষুগণ, কোন আহার অনুৎপন্ন বিচিকিৎসার (সন্দেহ) উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন বিচিকিৎসার অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়? ভিক্ষুগণ, বিচিকিৎসাস্থানীয়বিষয়ক ধর্ম বিদ্যমান। তথায় ভ্রান্ত-মনোযোগ ও পুনঃপুন ভ্রান্ত-মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন বিচিকিৎসা উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন বিচিকিৎসার অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়।

৬. ভিক্ষুগণ, কোন আহার অনুৎপন্ন স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়? ভিক্ষুগণ, স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ স্থানীয় ধর্মসমূহ বিদ্যমান। তথায় জ্ঞানপূর্বক মনোযোগ ও পুনঃপুন জ্ঞানযুক্ত মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়।

৭. ভিক্ষুগণ, কোন আহার অনুৎপন্ন ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়? ভিক্ষুগণ, কুশলাকুশল, বর্জনীয়-অবর্জনীয়, হীন-প্রণীত ও পাপ-পুণ্য সদৃশ ধর্ম বিদ্যমান। তথায় জ্ঞানপূর্বক মনোযোগ ও পুনঃপুন জ্ঞানযুক্ত মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়।

৮. ভিক্ষুগণ, কোন আহার অনুৎপন্ন বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন বীর্য-সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়? ভিক্ষুগণ, আরম্ভধাতু, প্রচেষ্টাধাতু ও পরাক্রমধাতু বিদ্যমান। তথায় জ্ঞানপূর্বক মনোযোগ ও পুনঃপুন জ্ঞানযুক্ত মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন বীর্য-সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়।

৯. ভিক্ষুগণ, কোন আহার অনুৎপন্ন প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন প্রীতি-সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়? ভিক্ষুগণ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ স্থানীয় ধর্মসমূহ বিদ্যমান। তথায় জ্ঞানপূর্বক মনোযোগ ও পুনঃপুন জ্ঞানযুক্ত মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন প্রীতি-সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়।

১০. ভিক্ষুগণ, কোন আহার অনুৎপন্ন প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন প্রশ্রদ্ধি সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়? ভিক্ষুগণ, কায়-প্রশ্রদ্ধি ও চিত্ত-প্রশ্রদ্ধি বিদ্যমান। তথায় জ্ঞানপূর্বক মনোযোগ ও পুনঃপুন জ্ঞানযুক্ত মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন প্রশ্রদ্ধি সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন প্রশ্রদ্ধি সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়।

১১. ভিক্ষুগণ, কোন আহার অনুৎপন্ন সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন সমাধি-সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়? ভিক্ষুগণ, শমথ নিমিত্ত ও অব্যগ্র (বা ধীর) নিমিত্ত বিদ্যমান। তথায় জ্ঞানপূর্বক মনোযোগ ও পুনঃপুন জ্ঞানযুক্ত মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন সমাধি-সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়।

১২. ভিক্ষুগণ, কোন আহার অনুৎপন্ন উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়? ভিক্ষুগণ, উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ স্থানীয় ধর্মসমূহ বিদ্যমান। তথায় জ্ঞানপূর্বক মনোযোগ ও পুনঃপুন জ্ঞানযুক্ত মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়।

১৩. "হে ভিক্ষুগণ, কোন অনাহার অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দের উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন কামচ্ছন্দের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়? ভিক্ষুগণ, অশুভ নিমিত্ত বিদ্যমান। তথায় জ্ঞানযুক্ত মনোযোগ ও পুনঃপুন জ্ঞানযুক্ত মনোযোগরূপ অনাহার অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন কামচ্ছন্দের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়।

১৪. ভিক্ষুগণ, কোন অনাহার অনুৎপন্ন ব্যাপাদের উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন ব্যাপাদের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়? ভিক্ষুগণ, মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি বিদ্যমান। তথায় জ্ঞানযুক্ত মনোযোগ ও পুনঃপুন জ্ঞানযুক্ত মনোযোগরূপ অনাহার অনুৎপন্ন ব্যাপাদ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন ব্যাপাদের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়।

১৫. ভিক্ষুগণ, কোন অনাহার অনুৎপন্ন স্ত্যানমিদ্ধের (আলস্য-তন্দ্রা) উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন স্ত্যানমিদ্ধের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়? ভিক্ষুগণ, আরম্ভধাতু, প্রচেষ্টাধাতু ও পরাক্রমধাতু বিদ্যমান। তথায় জ্ঞানযুক্ত মনোযোগ ও পুনঃপুন জ্ঞানযুক্ত মনোযোগরূপ অনাহার অনুৎপন্ন স্ত্যানমিদ্ধ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন স্ত্যানমিদ্ধের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়।

১৬. ভিক্ষুগণ, কোন অনাহার অনুৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের (অনুশোচনা) উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা

ঘটায়? ভিক্ষুগণ, চিত্তের উপশম বিদ্যমান। তথায় জ্ঞানযুক্ত মনোযোগ ও পুনঃপুন জ্ঞানযুক্ত মনোযোগরূপ অনাহার অনুৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়।

১৭. ভিক্ষুগণ, কোন অনাহার অনুৎপন্ন বিচিকিৎসার (সন্দেহ) উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন বিচিকিৎসার অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্য ঘটায়? ভিক্ষুগণ, কুশলাকুশল, বর্জনীয়-অবর্জনীয়, হীন-প্রণীত ও পাপ-পুণ্য সদৃশ ধর্ম বিদ্যমান আছে। তথায় জ্ঞানযুক্ত মনোযোগ ও পুনঃপুন জ্ঞানযুক্ত মনোযোগরূপ অনাহার অনুৎপন্ন বিচিকিৎসা উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন বিচিকিৎসার অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়।

১৮. ভিক্ষুগণ, কোন অনাহার অনুৎপন্ন স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়? ভিক্ষুগণ, স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ স্থানীয় ধর্মসমূহ বিদ্যমান। তথায় ভ্রান্ত-মনোযোগ ও পুনঃপুন ভ্রান্ত-মনোযোগরূপ অনাহার অনুৎপন্ন স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়।

১৯. ভিক্ষুগণ, কোন অনাহার অনুৎপন্ন ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়? ভিক্ষুগণ, কুশলাকুশল, বর্জনীয়-অবর্জনীয়, হীন-প্রণীত ও পাপ-পুণ্য সদৃশ ধর্ম বিদ্যমান। তথায় ভ্রান্ত-মনোযোগ ও পুনঃপুন ভ্রান্ত-মনোযোগরূপ অনাহার অনুৎপন্ন ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়।

২০. ভিক্ষুগণ, কোন অনাহার অনুৎপন্ন বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন বীর্য-সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়? ভিক্ষুগণ, আরম্ভধাতু, প্রচেষ্টাধাতু ও পরাক্রমধাতু বিদ্যমান। তথায় ভ্রান্ত-মনোযোগ ও পুনঃপুন ভ্রান্ত-মনোযোগরূপ অনাহার অনুৎপন্ন বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন বীর্য-সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়।

২১. ভিক্ষুগণ, কোন অনাহার অনুৎপন্ন প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন প্রীতি-সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়? ভিক্ষুগণ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ স্থানীয় ধর্মসমূহ বিদ্যমান। তথায় ভ্রান্ত-মনোযোগ ও পুনঃপুন ভ্রান্ত-মনোযোগরূপ অনাহার অনুৎপন্ন প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন প্রীতি-সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়।

২২. ভিক্ষুগণ, কোন অনাহার অনুৎপন্ন প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন প্রশ্রব্ধি সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়? ভিক্ষুগণ,

কায়-প্রশ্রদ্ধি ও চিত্ত-প্রশ্রদ্ধি বিদ্যমান। তথায় ভ্রান্ত-মনোযোগ ও পুনঃপুন ভ্রান্ত-মনোযোগরূপ অনাহার অনুৎপন্ন প্রশ্রদ্ধি সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন প্রশ্রদ্ধি সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়।

২৩. ভিক্ষুগণ, কোন অনাহার অনুৎপন্ন সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন সমাধি-সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়? ভিক্ষুগণ, শমথ-নিমিত্ত ও অব্যগ্র (বা ধীর)-নিমিত্ত বিদ্যমান। তথায় ভ্রান্ত-মনোযোগ ও পুনঃপুন ভ্রান্ত-মনোযোগরূপ অনাহার অনুৎপন্ন সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন সমাধি-সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়।

২৪. ভিক্ষুগণ, কোন অনাহার অনুৎপন্ন উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়? ভিক্ষুগণ, উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ স্থানীয় ধর্মসমূহ বিদ্যমান। তথায় ভ্রান্ত-মনোযোগ ও পুনঃপুন ভ্রান্ত-মনোযোগরূপ অনাহার অনুৎপন্ন উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়।" প্রথম সূত্র।

২. পর্যায় (পদ্ধতি) সূত্র

২৩৩.১. অতঃপর বহুসংখ্যক ভিক্ষু পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর নিয়ে শ্রাবস্তীতে পিণ্ডার্থে প্রবেশ করলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণের মনে এরূপ চিন্তার উদয় হলো—"শ্রাবস্তীতে পিণ্ডার্থে বিচরণ করতে এখনো অতি সকাল। সুতরাং আমরা অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আরামে (বিহারে) উপস্থিত হবো।"

২. অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আরামে উপস্থিত হয়ে তাদের সাথে সম্বোধন করলেন। সম্বোধনীয় কথা ও কুশল-বিনিময় করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণকে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকেরা এরূপ বললেন :

৩. "হে আবুসোগণ, শ্রমণ গৌতম তাঁর শ্রাবকদের (শিষ্যদের) এরূপে ধর্মদেশনা করেন—'ভিক্ষুগণ, এসো, তোমরা পঞ্চ নীবরণ প্রহান করে ও চিত্তের উপক্লেশ প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল করে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ যথাভূতরূপে ভাবিত কর'। আমরাও আমাদের শ্রাবকদের এরূপে ধর্মদেশনা করি—'আবুসোগণ, এসো, তোমরা পঞ্চ নীবরণ প্রহান করে ও চিত্তের উপক্লেশ প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল করে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ যথাভূতরূপে ভাবিত কর'। এক্ষেত্রে শ্রমণ গৌতম এবং আমাদের ধর্মদেশনা ও অনুশাসনের পার্থক্য, অনৈক্য ও বিভিন্নতা (অসাদৃশ্যতা) কী?"

৪. অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের কথায় আনন্দিতও হলেন না এবং প্রতিবাদও করলেন না। "ভগবানের নিকট এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ জেনে নেব" এই চিন্তা করে আনন্দিত না হয়ে ও প্রতিবাদ না করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে পিণ্ডার্থে বিচরণ করে পিণ্ডপাত গ্রহণের পর ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এরূপ বললেন :

৫. "ভন্তে, আজ আমরা পূর্বাহ্ণ সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর নিয়ে শ্রাবস্তীতে পিণ্ডার্থে প্রবেশ করি। তখন আমাদের মনে এরূপ চিন্তা উদয় হয়েছিল—'শ্রাবস্তীতে পিণ্ডার্থে বিচরণ করতে এখনো অতি সকাল। সুতরাং আমরা অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আরামে (বিহারে) উপস্থিত হবো'। অনন্তর আমরা অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আরামে উপস্থিত হয়ে তাদের সাথে সম্বোধন করি। সম্বোধনীয় কথা ও কুশল-বিনিময় করে একান্তে উপবেশন করি। একান্তে উপবিষ্ট হলে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকেরা আমাদের এরূপ বললেন :

৬. আবুসোগণ, শ্রমণ গৌতম তাঁর শ্রাবকদের (শিষ্যদের) এরূপে ধর্মদেশনা করেন—'ভিক্ষুগণ, এসো, তোমরা পঞ্চ নীবরণ প্রহান করে ও চিত্তের উপক্লেশ প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল করে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ যথাভূতরূপে ভাবিত কর'। আমরাও আমাদের শ্রাবকদের এরূপে ধর্মদেশনা করি—'আবুসোগণ, এসো, তোমরা পঞ্চ নীবরণ প্রহান করে ও চিত্তের উপক্লেশ প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল করে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ যথাভূতরূপে ভাবিত কর'। এক্ষেত্রে শ্রমণ গৌতম এবং আমাদের ধর্মদেশনা ও অনুশাসনের পার্থক্য, অনৈক্য ও বিভিন্নতা (অসদৃশ্যতা) কী?"

৭. অতঃপর আমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের কথায় আনন্দিতও হলাম না এবং প্রতিবাদও করলাম না। 'ভগবানের নিকট এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ জেনে নেব' এই চিন্তা করে আনন্দিত না হয়ে ও প্রতিবাদ না করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করি।"

৮. "হে ভিক্ষুগণ, এরূপ মতবাদী অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণকে এরূপ বলা উচিত—'আবুসোগণ, এমন পর্যায় আছে, যদ্দরুন পঞ্চ নীবরণ দশ প্রকার হয় ও সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ চর্তুদশ প্রকার হয়। এরূপ প্রশ্ন করা হলে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ তা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে না, অধিকন্তু মনোব্যথা পাবে। তার কারণ কী? কারণ তা তাদের অজ্ঞাত বিষয়।

ভিক্ষুগণ, "তথাগত, তথাগত শ্রাবক অথবা এখান হতে (এই ধর্ম-বিনয় হতে) ধর্মশ্রবণ করা ব্যক্তি ব্যতীত আমি সদেবলোকে, সমারলোকে, সব্রহ্মালোকে, সশ্রমণ-ব্রাহ্মণকুলে এবং কি সদেব-মনুষ্যলোকের মধ্যে কোথাও কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, যে এই প্রশ্নের সমাধান করে চিত্তকে সন্তুষ্ট করতে পারে।"

৯. ভিক্ষুগণ, এমন কোনো পর্যায় বিদ্যমান আছে, যদ্দরুন পঞ্চ নীবরণ দশ প্রকার হয়? যা অধ্যাত্ম কামচ্ছন্দ তা নীবরণ এবং যা বাহ্যিক কামচ্ছন্দ তাও নীবরণ। এরূপে 'কামচ্ছন্দ-নীবরণ' উদ্দেশ বা গণনা করা হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়। যা অধ্যাত্ম ব্যাপাদ তা নীবরণ এবং যা বাহ্যিক ব্যাপাদ তাও নীবরণ। এরূপে 'ব্যাপাদ-নীবরণ' উদ্দেশ বা গণনা করা হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়। যা স্ত্যান (অলসতা) তাই নীবরণ এবং যা মিদ্ধ (নিদ্রালুতা) তাও নীবরণ। এরূপে 'স্ত্যানমিদ্ধ-নীবরণ' উদ্দেশ বা গণনা করা হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়। যা ঔদ্ধত্য তা নীবরণ ও যা কৌকৃত্য তাও নীবরণ। এরূপে 'ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য-নীবরণ' উদ্দেশ বা গণনা করা হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়। এবং যা অধ্যাত্ম বিষয়ে বিচিকিৎসা তা নীবরণ ও যা বাহ্যিক বিষয়ে বিচিকিৎসা তাও নীবরণ। 'বিচিকিৎসা-নীবরণ' এরূপেই উদ্দেশ বা গণনা করা হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়। ভিক্ষুগণ, এই পর্যায়ই বিদ্যমান আছে, যদ্দরুন পঞ্চ নীবরণ দশ প্রকার হয়।"

১০. "ভিক্ষুগণ, এমন কোনো পর্যায় বিদ্যমান আছে, যদ্দরুন সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ চতুর্দশ প্রকার হয়? অধ্যাত্ম ধর্মে যা স্মৃতি তা স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ এবং বাহ্যিক ধর্মে যা স্মৃতি তাও স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ। 'স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ' এরূপেই উদ্দেশ বা পরিগণিত হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়।

ভিক্ষুগণ, যা অধ্যাত্ম ধর্মে প্রজ্ঞা দ্বারা গবেষণা, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান, বিচার ও সাক্ষাৎ করা তা হচ্ছে ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ এবং যা বাহ্যিক ধর্মে প্রজ্ঞা দ্বারা গবেষণা, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান, বিচার ও সাক্ষাৎ করা তাও ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ। 'ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ' এরূপেই উদ্দেশ বা পরিগণিত হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়।

ভিক্ষুগণ, যা কায়িক বীর্য তা বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ এবং যা চৈতসিক বীর্য তাও বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ। 'বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ' এরূপেই উদ্দেশ বা পরিগণিত হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়।

ভিক্ষুগণ, যা সবিতর্ক-সবিচার প্রীতি তা প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও যা অবিতর্ক-অবিচার প্রীতি তাও প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ। 'প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ' এরূপেই উদ্দেশ বা

পরিগণিত হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়।

ভিক্ষুগণ, যা কায়-প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি) তা প্রশ্রব্ধি সম্বোজ্ঝাঙ্গ এবং যা চিত্ত-প্রশ্রব্ধি তাও প্রশ্রব্ধি সম্বোজ্ঝাঙ্গ। 'প্রশ্রব্ধি সম্বোজ্ঝাঙ্গ' এরূপেই উদ্দেশ বা পরিগণিত হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়।

ভিক্ষুগণ, যা সবিতর্ক-সবিচার সমাধি তা সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও যা অবিতর্ক-অবিচার সমাধি তাও সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ। 'সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ' এরূপেই উদ্দেশ বা পরিগণিত হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়।

ভিক্ষুগণ, অধ্যাত্ম ধর্মে যা উপেক্ষা তা উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ এবং বাহ্যিক ধর্মে যা উপেক্ষা তাও উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ। 'উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ' এরূপেই উদ্দেশ বা পরিগণিত হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. অগ্নি সূত্র

২৩৪.১. অতঃপর বহুসংখ্যক ভিক্ষু পূর্বাহ্ণ সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর নিয়ে শ্রাবস্তীতে পিণ্ডার্থে প্রবেশ করলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণের মনে এরূপ চিন্তার উদয় হলো—"শ্রাবস্তীতে পিণ্ডার্থে বিচরণ করতে এখনো অতি সকাল। সুতরাং আমরা অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আরামে (বিহারে) উপস্থিত হবো।"

২. অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আরামে উপস্থিত হয়ে তাদের সাথে সম্বোধন করলেন। সম্বোধনীয় কথা ও কুশল-বিনিময় করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণকে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকেরা এরূপ বললেন :

৩. "হে আবুসোগণ, শ্রমণ গৌতম তাঁর শ্রাবকদের (শিষ্যদের) এরূপে ধর্মদেশনা করেন—'ভিক্ষুগণ, এসো, তোমরা পঞ্চ নীবরণ প্রহান করে ও চিত্তের উপক্লেশ প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল করে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ যথাভূতরূপে ভাবিত কর'। আমরাও আমাদের শ্রাবকদের এরূপে ধর্মদেশনা করি—'আবুসোগণ, এসো, তোমরা পঞ্চ নীবরণ প্রহান করে ও চিত্তের উপক্লেশ প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল করে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ যথাভূতরূপে ভাবিত কর'। এক্ষেত্রে শ্রমণ গৌতম এবং আমাদের ধর্মদেশনা ও অনুশাসনের পার্থক্য, অনৈক্য ও বিভিন্নতা (অসাদৃশ্যতা) কী?"

৪. অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের কথায় আনন্দিতও হলেন না এবং প্রতিবাদও করলেন না। "ভগবানের নিকট এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ জেনে নেব" এই চিন্তা করে আনন্দিত না হয়ে ও প্রতিবাদ না

করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে পিণ্ডার্থে বিচরণ করে পিণ্ডপাত গ্রহণের পর ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এরূপ বললেন :

৫. "ভন্তে, আজ আমরা পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর নিয়ে শ্রাবস্তীতে পিণ্ডার্থে প্রবেশ করি। তখন আমাদের মনে এরূপ চিন্তা উদয় হয়েছিল—'শ্রাবস্তীতে পিণ্ডার্থে বিচরণ করতে এখনো অতি সকাল। সুতরাং আমরা অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আরামে (বিহারে) উপস্থিত হবো'। অনন্তর আমরা অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আরামে উপস্থিত হয়ে তাদের সাথে সম্বোধন করি। সম্বোধনীয় কথা ও কুশল-বিনিময় করে একান্তে উপবেশন করি। একান্তে উপবিষ্ট হলে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকেরা আমাদের এরূপ বললেন :

৬. আবুসোগণ, শ্রমণ গৌতম তাঁর শ্রাবকদের (শিষ্যদের) এরূপে ধর্মদেশনা করেন—'ভিক্ষুগণ, এসো, তোমরা পঞ্চ নীবরণ প্রহান করে ও চিত্তের উপক্লেশ প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল করে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ যথাভূতরূপে ভাবিত কর'। আমরাও আমাদের শ্রাবকদের এরূপে ধর্মদেশনা করি—'আবুসোগণ, এসো, তোমরা পঞ্চ নীবরণ প্রহান করে ও চিত্তের উপক্লেশ প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল করে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ যথাভূতরূপে ভাবিত কর'। এক্ষেত্রে শ্রমণ গৌতম এবং আমাদের ধর্মদেশনা ও অনুশাসনের পার্থক্য, অনৈক্য ও বিভিন্নতা (অসাদৃশ্যতা) কী?"

৭. অতঃপর আমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের কথায় আনন্দিতও হলাম না এবং প্রতিবাদও করলাম না। 'ভগবানের নিকট এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ জেনে নেব' এই চিন্তা করে আনন্দিত না হয়ে ও প্রতিবাদ না করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করি।"

৮. "হে ভিক্ষুগণ, এরূপ মতবাদী অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণকে এরূপ বলা উচিত—'আবুসোগণ, এমন পর্যায় আছে, যদ্দরুন পঞ্চ নীবরণ দশ প্রকার হয় ও সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ চর্তুদশ প্রকার হয়। এরূপ প্রশ্ন করা হলে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ তা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে না, অধিকন্তু মনোব্যথা পাবে। তার কারণ কী? কারণ তা তাদের অজ্ঞাত বিষয়। ভিক্ষুগণ, "তথাগত, তথাগত শ্রাবক ও এখান হতে (এই ধর্ম-বিনয় হতে) ধর্মশ্রবণ করা ব্যতীত আমি সদেবলোকে, সমারলোকে, সব্রহ্মলোকে, সশ্রমণ-ব্রাহ্মণকুলে এবং কি সদেব-মনুষ্যলোকের মধ্যে কোথাও কাউকে

দেখতে পাচ্ছি না, যে এই প্রশ্নের সমাধান করে চিত্তকে সন্তুষ্ট করতে পারে।”

৯. ভিক্ষুগণ, এমন কোনো পর্যায় বিদ্যমান আছে, যদ্দরুন পঞ্চ নীবরণ দশ প্রকার হয়? যা অধ্যাত্ম কামচ্ছন্দ তা নীবরণ এবং যা বাহ্যিক কামচ্ছন্দ তাও নীবরণ। এরূপে ‘কামচ্ছন্দ-নীবরণ’ উদ্দেশ বা গণনা করা হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়। যা অধ্যাত্ম ব্যাপাদ তা নীবরণ এবং যা বাহ্যিক ব্যাপাদ তাও নীবরণ। এরূপে ‘ব্যাপাদ-নীবরণ’ উদ্দেশ বা গণনা করা হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়। যা স্ত্যান (অলসতা) তাই নীবরণ এবং যা মিদ্ধ (নিদ্রালুতা) তাও নীবরণ। এরূপে ‘স্ত্যানমিদ্ধ-নীবরণ’ উদ্দেশ বা গণনা করা হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়। যা ঔদ্ধত্য তা নীবরণ ও যা কৌকৃত্য তাও নীবরণ। এরূপে ‘ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য-নীবরণ’ উদ্দেশ বা গণনা করা হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়। এবং যা অধ্যাত্ম বিষয়ে বিচিকিৎসা তা নীবরণ ও যা বাহ্যিক বিষয়ে বিচিকিৎসা তাও নীবরণ। ‘বিচিকিৎসা-নীবরণ’ এরূপেই উদ্দেশ বা গণনা করা হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়। ভিক্ষুগণ, এই পর্যায় বিদ্যমান আছে, যদ্দরুন পঞ্চ নীবরণ দশ প্রকার হয়।”

১০. “ভিক্ষুগণ, এমন কোনো পর্যায় বিদ্যমান আছে, যদ্দরুন সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ চর্তুদশ প্রকার হয়? অধ্যাত্ম ধর্মে যা স্মৃতি তা স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ এবং বাহ্যিক ধর্মে যা স্মৃতি তাও স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ। ‘স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ’ এরূপেই উদ্দেশ বা পরিগণিত হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়।

ভিক্ষুগণ, যা অধ্যাত্ম ধর্মে প্রজ্ঞা দ্বারা গবেষণা, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান, বিচার ও সাক্ষাৎ করা তা হচ্ছে ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গও যা বাহ্যিক ধর্মে প্রজ্ঞা দ্বারা গবেষণা, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান, বিচার ও সাক্ষাৎ করা তাও ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ। ‘ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ’ এরূপেই উদ্দেশ বা পরিগণিত হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়।

ভিক্ষুগণ, যা কায়িক বীর্য তা বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ এবং যা চৈতসিক বীর্য তাও বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ। ‘বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ’ এরূপেই উদ্দেশ বা পরিগণিত হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়।

ভিক্ষুগণ, যা সবিতর্ক-সবিচার প্রীতি তা প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও যা অবিতর্ক-অবিচার প্রীতি তাও প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ। ‘প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ’ এরূপেই উদ্দেশ বা পরিগণিত হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়।

ভিক্ষুগণ, যা কায় প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) তা প্রশ্রদ্ধি সম্বোজ্ঝাঙ্গ এবং যা চিত্ত প্রশ্রদ্ধি তাও প্রশ্রদ্ধি সম্বোজ্ঝাঙ্গ। ‘প্রশ্রদ্ধি সম্বোজ্ঝাঙ্গ’ এরূপেই উদ্দেশ বা

পরিগণিত হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়।

ভিক্ষুগণ, যা সবিতর্ক-সবিচার সমাধি তা সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও যা অবিতর্ক-অবিচার সমাধি তাও সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ। 'সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ' এরূপেই উদ্দেশ বা পরিগণিত হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়।

ভিক্ষুগণ, অধ্যাত্ম ধর্মে যা উপেক্ষা তা উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ এবং বাহ্যিক ধর্মে যা উপেক্ষা তাও উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ। 'উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ' এরূপেই উদ্দেশ বা পরিগণিত হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়।"

১১. "হে ভিক্ষুগণ, এরূপ মতবাদী অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণকে এরূপ বলা উচিত—'আবুসোগণ, যেই সময়ে চিত্ত লীন (লয়প্রাপ্ত) হয় সেই সময়ে কোন কোন বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনার জন্য অনুপযুক্ত এবং কোন কোন বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনার জন্য উপযুক্ত? যেই সময়ে চিত্ত উদ্ধত (উদ্বিগ্ন) হয় সেই সময়ে কোন কোন বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনার জন্য অনুপযুক্ত এবং কোন কোন বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনার জন্য উপযুক্ত? এরূপ প্রশ্ন করা হলে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ তা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে না, অধিকন্তু মনোব্যথা পাবে। তার কারণ কী? কারণ তা তাদের অজ্ঞাত বিষয়।

১২. ভিক্ষুগণ, তথাগত, তথাগত শ্রাবক ও এখান হতে (এই ধর্ম-বিনয় হতে) ধর্মশ্রবণ করা ব্যতীত আমি সদেবলোকে, সমারলোকে, সব্রহ্মালোকে, সশ্রমণ-ব্রাহ্মণকুলে এবং কি সদেব-মনুষ্যলোকের মধ্যে কোথাও কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, যে এই প্রশ্নের সমাধান করে চিত্তকে সন্তুষ্ট করতে পারে।

১৩. ভিক্ষুগণ, যেই সময়ে চিত্ত লীন (লয়প্রাপ্ত) হয় সেই সময়ে প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনার জন্য অনুপযুক্ত। তার কারণ কী? সেই লীন চিত্ত এই ধর্মসমূহের দ্বারা অনায়াসে উৎপন্ন হয় না।

ভিক্ষুগণ, যেমন মনে কর, এক ব্যক্তি ক্ষুদ্রাকারে অগ্নি প্রজ্জ্বলন করতে চাচ্ছে। তখন সে যদি তথায় আর্দ্র তৃণ, ভিজা গোময় ও তাজা কাষ্ঠাদি নিক্ষেপ করে। তদুপরি জল ও বাতাস দেয় এবং ধূলি ছিটিয়ে দেয়; তাহলে কি সেই ব্যক্তি সেই অগ্নি প্রজ্জ্বলন করতে সক্ষম হবে? "না, ভন্তে।"

ভিক্ষুগণ, ঠিক এরূপেই যেই সময়ে চিত্ত লীন (লয়প্রাপ্ত) হয় সেই সময়ে প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনার জন্য অনুপযুক্ত। তার কারণ কী? সেই লীন চিত্ত এই ধর্মসমূহের দ্বারা অনায়াসে উৎপন্ন হয় না।

১৪. ভিক্ষুগণ, যেই সময়ে চিত্ত লীন (লয়প্রাপ্ত) হয় সেই সময়ে ধর্মবিচয়-

সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনার জন্য উপযুক্ত। তার কারণ কী? সেই লীন চিত্ত এই ধর্মসমূহের দ্বারা সহজে উৎপন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ, যেমন মনে কর, এক ব্যক্তি ক্ষুদ্রাকারে অগ্নি প্রজ্বলন করতে চাচ্ছে। তখন সে যদি তথায় শুষ্ক তৃণ, শুষ্ক গোময় ও শুষ্ক কাষ্ঠাদি নিক্ষেপ করে। তদুপরি মুখ দিয়ে বাতাস দেয় এবং ধূলি ছিটিয়ে না দেয়; তাহলে কি সেই ব্যক্তি সেই অগ্নি প্রজ্বলন করতে সক্ষম হবে? "হ্যাঁ, ভন্তে।"

ভিক্ষুগণ, ঠিক এরূপেই যেই সময়ে চিত্ত লীন (লয়প্রাপ্ত) হয় সেই সময়ে ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনার জন্য উপযুক্ত। তার কারণ কী? সেই লীন চিত্ত এই ধর্মসমূহের দ্বারা সহজে উৎপন্ন হয়।

১৫. ভিক্ষুগণ, যেই সময়ে চিত্ত উদ্ধত (উদ্বিগ্ন) হয় সেই সময়ে ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনার জন্য অনুপযুক্ত। তার কারণ কী? সেই উদ্ধত চিত্ত এই ধর্মসমূহের দ্বারা উপশম হওয়া দুরূহ হয়।

ভিক্ষুগণ, যেমন মনে কর, এক ব্যক্তি বিরাটাকার অগ্নিস্কন্ধ নির্বাপণ করতে চাচ্ছে। তখন সে যদি তথায় শুষ্ক তৃণ, শুষ্ক গোময় ও শুষ্ক কাষ্ঠাদি নিক্ষেপ করে। তদুপরি মুখ দিয়ে বাতাস দেয় এবং ধূলি ছিটিয়ে না দেয়; তাহলে কি সেই ব্যক্তি সেই অগ্নিস্কন্ধ নির্বাপণ করতে সক্ষম হবে? "না, ভন্তে।"

ভিক্ষুগণ, ঠিক এরূপেই যেই সময়ে চিত্ত উদ্ধত হয় সেই সময়ে ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনার জন্য অনুপযুক্ত। তার কারণ কী? সেই উদ্ধত চিত্ত এই ধর্মসমূহের দ্বারা উপশম হওয়া দুরূহ হয়।

১৬. ভিক্ষুগণ, যেই সময়ে চিত্ত উদ্ধত (উদ্বিগ্ন) হয় সেই সময়ে প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনার জন্য উপযুক্ত। তার কারণ কী? সেই উদ্ধত চিত্ত এই ধর্মসমূহের দ্বারা উত্তমরূপে উপশম হয়।

ভিক্ষুগণ, যেমন মনে কর, এক ব্যক্তি বিরাটাকার অগ্নিস্কন্ধ নির্বাপণ করতে চাচ্ছে। তখন সে যদি তথায় আর্দ্র তৃণ, ভিজা গোময় ও তাজা কাষ্ঠাদি নিক্ষেপ করে। তদুপরি জল ও বাতাস দেয় এবং ধূলি ছিটিয়ে দেয়; তাহলে কি সেই ব্যক্তি সেই অগ্নিস্কন্ধ নির্বাপণ করতে সক্ষম হবে? "হ্যাঁ, ভন্তে।"

ভিক্ষুগণ, ঠিক এরূপেই যেই সময়ে চিত্ত উদ্ধত হয় সেই সময়ে প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনার জন্য

উপযুক্ত। তার কারণ কী? সেই উদ্ধত চিত্ত এই ধর্মসমূহের দ্বারা উত্তমরূপে উপশম হয়। ভিক্ষুগণ, স্মৃতিকেই আমি সবকিছু বলি।" তৃতীয় সূত্র।

৪. মৈত্রীসহগত সূত্র

২৩৫.১. একসময় ভগবান কোলিয়তে হরিদ্রবসন নামক কোলিয়দের গ্রামে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর বহুসংখ্যক ভিক্ষু পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর নিয়ে হরিদ্র বসনে পিণ্ডার্থে প্রবেশ করলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণের মনে এরূপ চিন্তার উদয় হলো—"হরিদ্র বসনে পিণ্ডার্থে বিচরণ করতে এখনো অতি সকাল। সুতরাং আমরা অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আরামে (বিহারে) উপস্থিত হবো।"

২. অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আরামে উপস্থিত হয়ে তাদের সাথে সম্বোধন করলেন। সম্বোধনীয় কথা ও কুশল-বিনিময় করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণকে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকেরা এরূপ বললেন :

৩. "হে আবুসোগণ, শ্রমণ গৌতম তাঁর শ্রাবকদের (শিষ্যদের) এরূপে ধর্মদেশনা করেন—'ভিক্ষুগণ, এসো, তোমরা পঞ্চ নীবরণ প্রহান করে ও চিত্তের উপক্লেশ প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল করে মৈত্রীসহগত চিত্তে এক দিকে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) করে অবস্থান কর। তথা দুই দিকে, তিন দিকে ও চারি দিকে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। এরূপেই ঊর্ধ্বে, অধঃ, নিম্নে, আড়াআড়িভাবে, সর্বত্র, সকল প্রাণী ও সমগ্র লোকের প্রতি বিপুল, মহদ্গত (মহান), অপ্রমাণ, অবৈরী ও মিত্রভাবাপন্ন হয়ে মৈত্রীসহগত চিত্তে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) করে অবস্থান কর। করুণাসহগত চিত্তে এক দিকে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) করে অবস্থান কর। তথা দুই দিকে, তিন দিকে ও চারি দিকে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। এরূপেই ঊর্ধ্বে, অধঃ, নিম্নে, আড়াআড়িভাবে, সর্বত্র, সকল প্রাণী ও সমগ্র লোকের প্রতি বিপুল, মহদ্গত (মহান), অপ্রমাণ, অবৈরী ও মিত্রভাবাপন্ন হয়ে করুণাসহগত চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। মুদিতাসহগত চিত্তে এক দিকে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) করে অবস্থান কর। তথা দুই দিকে, তিন দিকে ও চারি দিকে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। এরূপেই ঊর্ধ্বে, অধঃ, নিম্নে, আড়াআড়িভাবে, সর্বত্র, সকল প্রাণী ও সমগ্র লোকের প্রতি বিপুল, মহদ্গত (মহান), অপ্রমাণ, অবৈরী ও মিত্রভাবাপন্ন হয়ে মুদিতাসহগত চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। উপেক্ষাসহগত চিত্তে এক দিকে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) করে অবস্থান কর। তথা দুই দিকে, তিন দিকে ও

চারি দিকে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। এরূপেই ঊর্ধ্বে, অধঃ, নিম্নে, আড়াআড়িভাবে, সর্বত্র, সকল প্রাণী ও সমগ্র লোকের প্রতি বিপুল, মহদ্গত (মহান), অপ্রমাণ, অবৈরী ও মিত্রভাবাপন্ন হয়ে উপেক্ষাসহগত চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান কর।'

৪. আবুসোগণ, আমরাও আমাদের শ্রাবকদের এরূপে ধর্মদেশনা করি—'আবুসোগণ, এসো, তোমরা পঞ্চ নীবরণ প্রহান করে ও চিত্তের উপক্লেশ প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল করে মৈত্রীসহগত চিত্তে এক দিকে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) করে অবস্থান কর। তথা দুই দিকে, তিন দিকে ও চারি দিকে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। এরূপেই ঊর্ধ্বে, অধঃ, নিম্নে, আড়াআড়িভাবে, সর্বত্র, সকল প্রাণী ও সমগ্র লোকের প্রতি বিপুল, মহদ্গত (মহান), অপ্রমাণ, অবৈরী ও মিত্রভাবাপন্ন হয়ে মৈত্রীসহগত চিত্তে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) করে অবস্থান কর। করুণাসহগত চিত্তে এক দিকে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) করে অবস্থান কর। তথা দুই দিকে, তিন দিকে ও চারি দিকে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। এরূপেই ঊর্ধ্বে, অধঃ, নিম্নে, আড়াআড়িভাবে, সর্বত্র, সকল প্রাণী ও সমগ্র লোকের প্রতি বিপুল, মহদ্গত (মহান), অপ্রমাণ, অবৈরী ও মিত্রভাবাপন্ন হয়ে করুণাসহগত চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। মুদিতাসহগত চিত্তে এক দিকে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) করে অবস্থান কর। তথা দুই দিকে, তিন দিকে ও চারি দিকে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। এরূপেই ঊর্ধ্বে, অধঃ, নিম্নে, আড়াআড়িভাবে, সর্বত্র, সকল প্রাণী ও সমগ্র লোকের প্রতি বিপুল, মহদ্গত (মহান), অপ্রমাণ, অবৈরী ও মিত্রভাবাপন্ন হয়ে মুদিতাসহগত চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। উপেক্ষাসহগত চিত্তে এক দিকে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) করে অবস্থান কর। তথা দুই দিকে, তিন দিকে ও চারি দিকে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। এরূপেই ঊর্ধ্বে, অধঃ, নিম্নে, আড়াআড়িভাবে, সর্বত্র, সকল প্রাণী ও সমগ্র লোকের প্রতি বিপুল, মহদ্গত (মহান), অপ্রমাণ, অবৈরী ও মিত্রভাবাপন্ন হয়ে উপেক্ষাসহগত চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। আবুসোগণ, এক্ষেত্রে শ্রমণ গৌতম এবং আমাদের ধর্মদেশনা ও অনুশাসনের পার্থক্য, অনৈক্য ও বিভিন্নতা (অসাদৃশ্যতা) কী?"

৫. অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের কথায় আনন্দিতও হলেন না এবং প্রতিবাদও করলেন না। "ভগবানের নিকট এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ জেনে নেব" এই চিন্তা করে আনন্দিত না হয়ে ও প্রতিবাদ না করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ হরিদ্র বসনে পিণ্ডার্থে বিচরণ করে পিণ্ডপাত গ্রহণের পর ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন।

উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এরূপ বললেন :

৬. "ভন্তে, আজ আমরা পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর নিয়ে হরিদ্র বসনে পিণ্ডার্থে প্রবেশ করি। তখন আমাদের মনে এরূপ চিন্তা উদয় হয়েছিল—'হরিদ্র বসনে পিণ্ডার্থে বিচরণ করতে এখনো অতি সকাল। সুতরাং আমরা অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আরামে (বিহারে) উপস্থিত হবো'। অনন্তর আমরা অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আরামে উপস্থিত হয়ে তাদের সাথে সম্বোধন করি। সম্বোধনীয় কথা ও কুশল-বিনিময় করে একান্তে উপবেশন করি। একান্তে উপবিষ্ট হলে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকেরা আমাদের এরূপ বললেন :

৭. "হে আবুসোগণ, শ্রমণ গৌতম তাঁর শ্রাবকদের (শিষ্যদের) এরূপে ধর্মদেশনা করেন—'ভিক্ষুগণ, এসো, তোমরা পঞ্চ নীবরণ প্রহান করে ও চিত্তের উপক্লেশ প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল করে মৈত্রীসহগত চিত্তে এক দিকে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) করে অবস্থান কর। তথা দুই দিকে, তিন দিকে ও চারি দিকে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। এরূপেই ঊর্ধ্বে, অধঃ, নিম্নে, আড়াআড়িভাবে, সর্বত্র, সকল প্রাণী ও সমগ্র লোকের প্রতি বিপুল, মহদ্গত (মহান), অপ্রমাণ, অবৈরী ও মিত্রভাবাপন্ন হয়ে মৈত্রীসহগত চিত্তে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) করে অবস্থান কর। করুণাসহগত চিত্তে এক দিকে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) করে অবস্থান কর। তথা দুই দিকে, তিন দিকে ও চারি দিকে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। এরূপেই ঊর্ধ্বে, অধঃ, নিম্নে, আড়াআড়িভাবে, সর্বত্র, সকল প্রাণী ও সমগ্র লোকের প্রতি বিপুল, মহদ্গত (মহান), অপ্রমাণ, অবৈরী ও মিত্রভাবাপন্ন হয়ে করুণাসহগত চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। মুদিতাসহগত চিত্তে এক দিকে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) করে অবস্থান কর। তথা দুই দিকে, তিন দিকে ও চারি দিকে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। এরূপেই ঊর্ধ্বে, অধঃ, নিম্নে, আড়াআড়িভাবে, সর্বত্র, সকল প্রাণী ও সমগ্র লোকের প্রতি বিপুল, মহদ্গত (মহান), অপ্রমাণ, অবৈরী ও মিত্রভাবাপন্ন হয়ে মুদিতাসহগত চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। উপেক্ষাসহগত চিত্তে এক দিকে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) করে অবস্থান কর। তথা দুই দিকে, তিন দিকে ও চারি দিকে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। এরূপেই ঊর্ধ্বে, অধঃ, নিম্নে, আড়াআড়িভাবে, সর্বত্র, সকল প্রাণী ও সমগ্র লোকের প্রতি বিপুল, মহদ্গত (মহান), অপ্রমাণ, অবৈরী ও মিত্রভাবাপন্ন হয়ে উপেক্ষাসহগত চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান কর।'

৮. আবুসোগণ, আমরাও আমাদের শ্রাবকদের এরূপে ধর্মদেশনা করি—'আবুসোগণ, এসো, তোমরা পঞ্চ নীবরণ প্রহান করে ও চিত্তের উপক্লেশ প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল করে মৈত্রীসহগত চিত্তে এক দিকে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) করে অবস্থান কর। তথা দুই দিকে, তিন দিকে ও চারি দিকে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। এরূপেই ঊর্ধ্বে, অধঃ, নিম্নে, আড়াআড়িভাবে, সর্বত্র, সকল প্রাণী ও সমগ্র লোকের প্রতি বিপুল, মহদ্গত (মহান), অপ্রমাণ, অবৈরী ও মিত্রভাবাপন্ন হয়ে মৈত্রীসহগত চিত্তে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) করে অবস্থান কর। করুণাসহগত চিত্তে এক দিকে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) করে অবস্থান কর। তথা দুই দিকে, তিন দিকে ও চারি দিকে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। এরূপেই ঊর্ধ্বে, অধঃ, নিম্নে, আড়াআড়িভাবে, সর্বত্র, সকল প্রাণী ও সমগ্র লোকের প্রতি বিপুল, মহদ্গত (মহান), অপ্রমাণ, অবৈরী ও মিত্রভাবাপন্ন হয়ে করুণাসহগত চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। মুদিতাসহগত চিত্তে এক দিকে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) করে অবস্থান কর। তথা দুই দিকে, তিন দিকে ও চারি দিকে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। এরূপেই ঊর্ধ্বে, অধঃ, নিম্নে, আড়াআড়িভাবে, সর্বত্র, সকল প্রাণী ও সমগ্র লোকের প্রতি বিপুল, মহদ্গত (মহান), অপ্রমাণ, অবৈরী ও মিত্রভাবাপন্ন হয়ে মুদিতাসহগত চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। উপেক্ষাসহগত চিত্তে এক দিকে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) করে অবস্থান কর। তথা দুই দিকে, তিন দিকে ও চারি দিকে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। এরূপেই ঊর্ধ্বে, অধঃ, নিম্নে, আড়াআড়িভাবে, সর্বত্র, সকল প্রাণী ও সমগ্র লোকের প্রতি বিপুল, মহদ্গত (মহান), অপ্রমাণ, অবৈরী ও মিত্রভাবাপন্ন হয়ে উপেক্ষাসহগত চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। আবুসোগণ, এক্ষেত্রে শ্রমণ গৌতম এবং আমাদের ধর্মদেশনা ও অনুশাসনের পার্থক্য, অনৈক্য ও বিভিন্নতা (অসাদৃশ্যতা) কী?"

৯. অতঃপর আমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের কথায় আনন্দিতও হলাম না এবং প্রতিবাদও করলাম না। 'ভগবানের নিকট এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ জেনে নেব' এই চিন্তা করে আনন্দিত না হয়ে ও প্রতিবাদ না করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করি।

১০. "হে ভিক্ষুগণ, এরূপ মতবাদী অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণকে এরূপ বলা উচিত—'আবুসোগণ, মৈত্রীচিত্ত-বিমুক্তি কীরূপে ভাবিত হয় এবং এর লক্ষ্য বা গতি কী? তার পরম প্রাপ্তি, ফল ও পর্যাবসানই বা কী? করুণাচিত্ত-বিমুক্তি কীরূপে ভাবিত হয় এবং এর লক্ষ্য বা গতি কী? তার পরম প্রাপ্তি, ফল ও পর্যাবসানই বা কী? মুদিতাচিত্তবিমুক্তি কীরূপে ভাবিত হয় এবং এর

লক্ষ্য বা গতি কী? তার পরম প্রাপ্তি, ফল ও পর্যাবসানই বা কী? উপেক্ষাচিত্তবিমুক্তি কীরূপে ভাবিত হয় এবং এর লক্ষ্য বা গতি কী? তার পরম প্রাপ্তি, ফল ও পর্যাবসানই বা কী? এরূপ প্রশ্ন করা হলে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ তা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে না, অধিকন্তু মনোব্যথা পাবে। তার কারণ কী? কারণ তা তাদের অজ্ঞাত বিষয়।

১১. ভিক্ষুগণ, মৈত্রীচিত্ত-বিমুক্তি কীরূপে ভাবিত হয় এবং এর লক্ষ্য বা গতি কী? তার পরম প্রাপ্তি, ফল ও পর্যাবসানই বা কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী মৈত্রীসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী মৈত্রীসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মৈত্রীসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মৈত্রীসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মৈত্রীসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মৈত্রীসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও মৈত্রীসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। সে যদি ‘অপ্রতিকূলে প্রতিকূল-সংজ্ঞী কয়ে অবস্থান করতে’ প্রত্যাশা করে, তথায় সে প্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। যদি ‘প্রতিকূলে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করতে’ প্রত্যাশা করে, তথায় সে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। ‘অপ্রতিকূলে ও প্রতিকূলে প্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করতে’ প্রত্যাশা করলে, সে তথায় প্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। আর ‘প্রতিকূলে ও অপ্রতিকূলে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করতে’ প্রত্যাশা করলে, তথায় সে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। এবং যদি ‘অপ্রতিকূল ও প্রতিকূল উভয়কে পরিহার করে স্মৃতিমান, সম্প্রজ্ঞানী ও উপেক্ষক হয়ে অবস্থান করতে’ প্রত্যাশা করে, সে তথায় স্মৃতিমান, সম্প্রজ্ঞানী ও উপেক্ষক হয়ে এবং শুভ বিমোক্ষ লাভ করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, মৈত্রীচিত্ত-বিমুক্তিকে আমি পরম শুভ বা কল্যাণপ্রদ বলি। এক্ষেত্রে প্রজ্ঞাবান ভিক্ষুর বিমুক্তি অভেদ্য হয়।

১২. ভিক্ষুগণ, করুণাচিত্ত-বিমুক্তি কীরূপে ভাবিত হয় এবং এর লক্ষ্য বা গতি কী? তার পরম প্রাপ্তি, ফল ও পর্যাবসানই বা কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী করুণাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী করুণাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, করুণাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, করুণাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, করুণাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, করুণাসহগত সমাধি-

সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও করুণাসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। সে যদি 'অপ্রতিকূলে প্রতিকূল-সংজ্ঞী কয়ে অবস্থান করতে' প্রত্যাশা করে, তথায় সে প্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। যদি 'প্রতিকূলে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী কয়ে অবস্থান করতে' প্রত্যাশা করে, তথায় সে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। 'অপ্রতিকূলে ও প্রতিকূলে প্রতিকূল-সংজ্ঞী কয়ে অবস্থান করতে' প্রত্যাশা করলে, সে তথায় প্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। আর 'প্রতিকূলে ও অপ্রতিকূলে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করতে' প্রত্যাশা করলে, তথায় সে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। এবং যদি 'অপ্রতিকূল ও প্রতিকূল উভয়কে পরিহার করে স্মৃতিমান, সম্প্রজ্ঞানী ও উপেক্ষক হয়ে অবস্থান করতে' প্রত্যাশা করে, সে তথায় স্মৃতিমান, সম্প্রজ্ঞানী ও উপেক্ষক হয়ে অবস্থান করে। সকল রূপসংজ্ঞা অতিক্রম করে, প্রতিঘ-সংজ্ঞা ধ্বংস করে ও বিভিন্ন-সংজ্ঞার (বহুবিধ চেতনা) প্রতি অমনোযোগী হয়ে 'অনন্ত-আকাশ' এরূপ আকাশ-অনন্তায়তন (লৌকিক চারি অরূপাবচর ধ্যানের প্রথম স্তর) ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, আকাশ-অনন্তায়তন পরমকে আমি বিমুক্তি করুণাচিত্ত বলি। এক্ষেত্রে প্রজ্ঞাবান ভিক্ষুর বিমুক্তি অভেদ্য হয়।

১৩. ভিক্ষুগণ, মুদিতাচিত্তবিমুক্তি কীরূপে ভাবিত হয় এবং এর লক্ষ্য বা গতি কী? তার পরম প্রাপ্তি, ফল ও পর্যাবসানই বা কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী মুদিতাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী মুদিতাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মুদিতাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মুদিতাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মুদিতাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মুদিতাসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও মুদিতাসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। সে যদি 'অপ্রতিকূলে প্রতিকূল-সংজ্ঞী কয়ে অবস্থান করতে' প্রত্যাশা করে, তথায় সে প্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। যদি 'প্রতিকূলে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী কয়ে অবস্থান করতে' প্রত্যাশা করে, তথায় সে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। 'অপ্রতিকূলে ও প্রতিকূলে প্রতিকূল-সংজ্ঞী কয়ে অবস্থান করতে' প্রত্যাশা করলে, সে তথায় প্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। আর 'প্রতিকূলে ও অপ্রতিকূলে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করতে' প্রত্যাশা করলে, তথায় সে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। এবং যদি 'অপ্রতিকূল ও প্রতিকূল উভয়কে পরিহার করে স্মৃতিমান, সম্প্রজ্ঞানী ও

উপেক্ষক হয়ে অবস্থান করতে’ প্রত্যাশা করে, সে তথায় স্মৃতিমান, সম্প্রজ্ঞানী ও উপেক্ষক হয়ে অবস্থান করে। সকল আকাশ অনন্তায়তন অতিক্রম করে ‘অনন্ত-বিজ্ঞান’ এরূপ বিজ্ঞান-অনন্তায়তন[১] ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, বিজ্ঞান অনন্তায়তন পরমকে আমি বিমুক্তি মুদিতাচিত্ত বলি। এক্ষেত্রে প্রজ্ঞাবান ভিক্ষুর বিমুক্তি অভেদ্য হয়।

১৪. ভিক্ষুগণ, উপেক্ষাচিত্তবিমুক্তি কীরূপে ভাবিত হয় এবং এর লক্ষ্য বা গতি কী? তার পরম প্রাপ্তি, ফল ও পর্যাবসানই বা কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী উপেক্ষাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী উপেক্ষাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, উপেক্ষাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, উপেক্ষাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, উপেক্ষাসহগত প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, উপেক্ষাসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষাসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। সে যদি ‘অপ্রতিকূলে প্রতিকূল-সংজ্ঞী কয়ে অবস্থান করতে’ প্রত্যাশা করে, তথায় সে প্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। যদি ‘প্রতিকূলে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী কয়ে অবস্থান করতে’ প্রত্যাশা করে, তথায় সে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। ‘অপ্রতিকূলে ও প্রতিকূলে প্রতিকূল-সংজ্ঞী কয়ে অবস্থান করতে’ প্রত্যাশা করলে, সে তথায় প্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। আর ‘প্রতিকূলে ও অপ্রতিকূলে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করতে’ প্রত্যাশা করলে, তথায় সে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। এবং যদি ‘অপ্রতিকূল ও প্রতিকূল উভয়কে পরিহার করে স্মৃতিমান, সম্প্রজ্ঞানী ও উপেক্ষক হয়ে অবস্থান করতে’ প্রত্যাশা করে, সে তথায় স্মৃতিমান, সম্প্রজ্ঞানী ও উপেক্ষক হয়ে অবস্থান করে। সকল বিজ্ঞান-অনন্তায়তন অতিক্রম করে ‘কোনো কিছু বিদ্যমান নেই’ এরূপ আকিঞ্চানায়তন ধ্যান[২]

---

[১]। ইহা অরূপাবচর ধ্যানের দ্বিতীয় স্তর। বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিলয় আছে। এই অর্থে বিজ্ঞান সান্ত হলেও অনন্ত আকাশকে অবলম্বন করাতে একে অনন্ত বলা হয়েছে। এই ব্রহ্মবাসীর পরমায়ু চল্লিশ সহস্র কল্প। এই দ্বিতীয় অরূপলোক হতে ৫৫ লক্ষ ৮ সহস্র যোজন উপরে আকিঞ্চনায়তন অবস্থিত।—পটিচ্চসমুপ্পাদ, পৃ. ২৮, শ্রী প্রজ্ঞালোক স্থবির।

[২]। লৌকিক অরূপাবচর ধ্যানের তৃতীয় স্তর। এই ব্রহ্মবাসীর পরমায়ু ষষ্টি সহস্র কল্প। অরূপধ্যানী যোগী মনে করেন এই অনন্ত চিত্তও ‘কিছু না’, এর ভগ্নাংশও অবশিষ্ট নেই। অর্থাৎ ইহা অবিদ্যমান। কিঞ্চনের বা কিছুর অভাবই আকিঞ্চন।—পটিচ্চসমুপ্পাদ, পৃ. ২৯, শ্রী প্রজ্ঞালোক স্থবির।

লাভ করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, আকিঞ্চানায়তন পরমকে আমি বিমুক্তি উপেক্ষাচিত্ত বলি। এক্ষেত্রে প্রজ্ঞাবান ভিক্ষুর বিমুক্তি অভেদ্য হয়।" চতুর্থ সূত্র।

৫. সঙ্গারব সূত্র[১]

২৩৬.১. শ্রাবস্তী নিদান। অতঃপর সঙ্গারব ব্রাহ্মণ[২] ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে সম্বোধন করলেন। সম্বোধনীয় কথা ও কুশল-বিনিময় করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট সঙ্গারব ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "ভো গৌতম, কী হেতু ও কী প্রত্যয়ে মাঝে মধ্যে দীর্ঘ সময় অধ্যয়নের পরও মন্ত্রাদি (ধর্মীয় বিষয়াদি) মনে প্রতিভাত হয় না, আর বিনা অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়? আবার, কী হেতু ও কী প্রত্যয়ে মাঝে মধ্যে দীর্ঘ সময় বিনা অধ্যয়নের পরও মন্ত্রাদি মনে প্রতিভাত হয়, আর অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়?"

৩. "হে ব্রাহ্মণ, যেই সময়ে কেউ কামরাগ দ্বারা পর্যুত্থিত ও কামরাগ দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন কামরাগের নিঃসরণ (ধ্বংস) যথার্থরূপে জানে না; সেই সময়ে সে আত্মহিতও যথার্থরূপে জানে না ও দেখে না; সেই সময়ে পরহিত ও উভয়হিত যথার্থরূপে জানে না ও দেখে না। তখন দীর্ঘ সময় ধরে অধ্যয়নকৃত মন্ত্রাদি তার নিকট প্রতিভাত হয় না, আর বিনা অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়।

৪. ব্রাহ্মণ, যেমন, লাক্ষা[৩], হরিদ্র, নীল ও টকটকে লাল রং মিশ্রিত জলপাত্রে চক্ষুষ্মান পুরুষ নিজ মুখচ্ছবি দর্শনকালে যথার্থরূপে জানে না ও দেখতে পায় না; ঠিক তদ্রুপ, ব্রাহ্মণ, যেই সময়ে কেউ কামরাগ দ্বারা পর্যুত্থিত ও কামরাগ দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন কামরাগের নিঃসরণ (ধ্বংস) যথার্থরূপে জানে না; সেই সময়ে সে আত্মহিতও যথার্থরূপে জানে না ও দেখে না; সেই সময়ে পরহিত ও উভয়হিত

---

[১]। এই সঙ্গারব সূত্রটি অঙ্গুত্তরনিকায় পঞ্চক নিপাতে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। আলোচ্য সূত্রে শুধুমাত্র ৬নং প্যারাটি সংযুক্ত করা হয়েছে, পার্থক্য শুধুমাত্র এটাই। দ্রষ্টব্য : অঙ্গুত্তরনিকায়, পঞ্চক নিপাত, পৃ. ২২১, অনুবাদক : প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু।

[২]। সঙ্গারব ব্রাহ্মণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় অঙ্গুত্তরনিকায় পঞ্চক নিপাতে ২২১ পৃষ্ঠার পাদটীকায় দেখুন।

[৩]। এক প্রকার লাল রঙের বৃক্ষনির্যাস।

যথার্থরূপে জানে না ও দেখে না। তখন দীর্ঘ সময় ধরে অধ্যয়নকৃত মন্ত্রাদি তার নিকট প্রতিভাত হয় না, আর বিনা অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়।

পুনশ্চ ব্রাহ্মণ, যেই সময়ে কেউ ব্যাপাদ দ্বারা পর্যুত্থিত ও ব্যাপাদ দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন ব্যাপাদের নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে না; সেই সময়ে সে আত্মহিতও যথার্থরূপে জানে না ও দেখে না; সেই সময়ে পরহিত ও উভয়হিত যথার্থরূপে জানে না ও দেখে না। তখন দীর্ঘ সময় ধরে অধ্যয়নকৃত মন্ত্রাদি তার নিকট প্রতিভাত হয় না, আর বিনা অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়।

যেমন ব্রাহ্মণ, অগ্নি দ্বারা সন্তপ্ত, ফুটন্ত এবং স্ফুটনাঙ্ক জলপাত্রে চক্ষুষ্মান পুরুষ নিজ মুখচ্ছবি দর্শনকালে যথার্থরূপে জানে না ও দেখতে পায় না; ঠিক তদ্রুপ, ব্রাহ্মণ, যেই সময়ে কেউ ব্যাপাদ দ্বারা পর্যুত্থিত ও ব্যাপাদ দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন ব্যাপাদের নিঃসরণ (ধ্বংস) যথার্থরূপে জানে না; সেই সময়ে সে আত্মহিতও যথার্থরূপে জানে না ও দেখে না; সেই সময়ে পরহিত ও উভয়হিত যথার্থরূপে জানে না ও দেখে না। তখন দীর্ঘ সময় ধরে অধ্যয়নকৃত মন্ত্রাদি তার নিকট প্রতিভাত হয় না, আর বিনা অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়।

পুনশ্চ ব্রাহ্মণ, যেই সময়ে কেউ স্ত্যান-মিদ্ধ দ্বারা পর্যুত্থিত ও স্ত্যান-মিদ্ধ দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন স্ত্যানমিদ্ধের নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে না; সেই সময়ে সে আত্মহিতও যথার্থরূপে জানে না ও দেখে না; সেই সময়ে পরহিত ও উভয়হিত যথার্থরূপে জানে না ও দেখে না। তখন দীর্ঘ সময় ধরে অধ্যয়নকৃত মন্ত্রাদি তার নিকট প্রতিভাত হয় না, আর বিনা অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়।

যেমন ব্রাহ্মণ, শৈবাল ও পানা দ্বারা আবৃত জলপাত্রে চক্ষুষ্মান পুরুষ নিজ মুখচ্ছবি দর্শনকালে যথার্থরূপে জানে না ও দেখতে পায় না; ঠিক তদ্রুপ, ব্রাহ্মণ, যেই সময়ে কেউ স্ত্যান-মিদ্ধ দ্বারা পর্যুত্থিত ও স্ত্যান-মিদ্ধ দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন স্ত্যান-মিদ্ধের নিঃসরণ (ধ্বংস) যথার্থরূপে জানে না; সেই সময়ে সে আত্মহিতও যথার্থরূপে জানে না ও দেখে না; সেই সময়ে পরহিত ও উভয়হিত যথার্থরূপে জানে না ও দেখে না। তখন দীর্ঘ সময় ধরে অধ্যয়নকৃত মন্ত্রাদি তার নিকট প্রতিভাত হয় না, আর বিনা অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়।

পুনশ্চ ব্রাহ্মণ, যেই সময়ে কেউ ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য দ্বারা পর্যুত্থিত ও ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-

কৌকৃত্যের নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে না; সেই সময়ে সে আত্মহিতও যথার্থরূপে জানে না ও দেখে না; সেই সময়ে পরহিত ও উভয়হিত যথার্থরূপে জানে না ও দেখে না। তখন দীর্ঘ সময় অধ্যয়নকৃত মন্ত্রাদি তার নিকট প্রতিভাত হয় না, আর বিনা অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়।

যেমন ব্রাহ্মণ, বাতাসে কম্পিত, চালিত, আন্দোলিত, ঘূর্ণায়মান এবং ঊর্মিপূর্ণ জলপাত্রে চক্ষুষ্মান পুরুষ নিজ মুখচ্ছবি দর্শনকালে যথার্থরূপে জানে না ও দেখতে পায় না; ঠিক তদ্রুপ, ব্রাহ্মণ, যেই সময়ে কেউ ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য দ্বারা পর্যুত্থিত ও ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের নিঃসরণ (ধ্বংস) যথার্থরূপে জানে না; সেই সময়ে সে আত্মহিতও যথার্থরূপে জানে না ও দেখে না; সেই সময়ে পরহিত ও উভয়হিত যথার্থরূপে জানে না ও দেখে না। তখন দীর্ঘ সময় ধরে অধ্যয়নকৃত মন্ত্রাদি তার নিকট প্রতিভাত হয় না, আর বিনা অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়।

পুনশ্চ হে ব্রাহ্মণ, যেই সময়ে কেউ বিচিকিৎসা (সন্দেহ) দ্বারা পর্যুত্থিত ও বিচিকিৎসা দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন বিচিকিৎসার নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে না; সেই সময়ে সে আত্মহিতও যথার্থরূপে জানে না ও দেখে না; সেই সময়ে পরহিত ও উভয়হিত যথার্থরূপে জানে না ও দেখে না। তখন দীর্ঘ সময় ধরে অধ্যয়নকৃত মন্ত্রাদি তার নিকট প্রতিভাত হয় না, আর বিনা অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়।

যেমন ব্রাহ্মণ, আবিল, ঘোলাটে, কর্দমাক্ত ও অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত জলপাত্রে চক্ষুষ্মান পুরুষ নিজ মুখচ্ছবি দর্শনকালে যথার্থরূপে জানে না ও দেখতে পায় না; ঠিক তদ্রুপ, ব্রাহ্মণ, যেই সময়ে কেউ বিচিকিৎসা দ্বারা পর্যুত্থিত ও বিচিকিৎসা দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন বিচিকিৎসার নিঃসরণ (ধ্বংস) যথার্থরূপে জানে না; সেই সময়ে সে আত্মহিতও যথার্থরূপে জানে না ও দেখে না; সেই সময়ে পরহিত ও উভয়হিত যথার্থরূপে জানে না ও দেখে না। তখন দীর্ঘ সময় ধরে অধ্যয়নকৃত মন্ত্রাদি তার নিকট প্রতিভাত হয় না, আর বিনা অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়। ব্রাহ্মণ, এই হেতু ও এই প্রত্যয়ে মাঝে মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে অধ্যয়নের পরও মন্ত্রাদি মনে প্রতিভাত হয় না, আর বিনা অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়।

৫. কিন্তু, হে ব্রাহ্মণ, যেই সময়ে কেউ কামরাগ দ্বারা পর্যুত্থিত ও কামরাগ দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন কামরাগের নিঃসরণ

যথার্থরূপে জানে; সেই সময়ে সে আত্মহিতও যথার্থরূপে জানে ও দেখে; সেই সময়ে পরহিত ও উভয়হিত যথার্থরূপে জানে ও দেখে। তখন দীর্ঘ সময় বিনা অধ্যয়নেও মন্ত্রাদি তার নিকট প্রতিভাত হয়; আর অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়।

যেমন ব্রাহ্মণ, লাক্ষা, হলুদ, নীল ও টকটকে লাল রং অমিশ্রিত জলপাত্রে চক্ষুষ্মান পুরুষ নিজ মুখচ্ছবি দর্শনকালে যথার্থরূপে জানে ও দেখতে পায়; ঠিক তদ্রুপ, ব্রাহ্মণ, যেই সময়ে কেউ কামরাগ দ্বারা পর্যুত্থিত ও কামরাগ দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন কামরাগের নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে; সেই সময়ে সে আত্মহিতও যথার্থরূপে জানে ও দেখে; সেই সময়ে পরহিত ও উভয়হিত যথার্থরূপে জানে ও দেখে। তখন দীর্ঘ সময় বিনা অধ্যয়নেও মন্ত্রাদি তার নিকট প্রতিভাত হয়; আর অধ্যয়ণের কথা তো বলারই নয়।

পুনশ্চ ব্রাহ্মণ, যেই সময়ে কেউ ব্যাপাদ দ্বারা পর্যুত্থিত ও ব্যাপাদ দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন ব্যাপাদের নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে; সেই সময়ে সে আত্মহিতও যথার্থরূপে জানে ও দেখে; সেই সময়ে পরহিত ও উভয়হিত যথার্থরূপে জানে ও দেখে। তখন দীর্ঘ সময় বিনা অধ্যয়নেও মন্ত্রাদি তার নিকট প্রতিভাত হয়; আর অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়।

যেমন ব্রাহ্মণ, অগ্নি দ্বারা অসন্তপ্ত, অফুটন্ত এবং অস্ফুটনাঙ্ক জলপাত্রে চক্ষুষ্মান পুরুষ নিজ মুখচ্ছবি দর্শনকালে যথার্থরূপে জানে ও দেখতে পায়। ঠিক তদ্রুপ, ব্রাহ্মণ, যেই সময়ে কেউ ব্যাপাদ দ্বারা পর্যুত্থিত ও ব্যাপাদ দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন ব্যাপাদের নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে; সেই সময়ে সে আত্মহিতও যথার্থরূপে জানে ও দেখে; সেই সময়ে পরহিত ও উভয়হিত যথার্থরূপে জানে ও দেখে। তখন দীর্ঘ সময় বিনা অধ্যয়নেও মন্ত্রাদি তার নিকট প্রতিভাত হয়; আর অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়।

পুনশ্চ ব্রাহ্মণ, যেই সময়ে কেউ স্ত্যান-মিদ্ধ দ্বারা পর্যুত্থিত ও স্ত্যান-মিদ্ধ দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন স্ত্যান-মিদ্ধের নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে; সেই সময়ে সে আত্মহিত ও যথার্থরূপে জানে ও দেখে; সেই সময়ে পরহিত ও উভয়হিত যথার্থরূপে জানে ও দেখে। তখন দীর্ঘ সময় বিনা অধ্যয়নেও মন্ত্রাদি তার নিকট প্রতিভাত হয়; আর অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়।

যেমন ব্রাহ্মণ, শৈবাল ও পানা দ্বারা অনাবৃত জলপাত্রে চক্ষুষ্মান পুরুষ নিজ মুখচ্ছবি দর্শনকালে যথার্থরূপে জানে ও দেখতে পায়। ঠিক তদ্রুপ, ব্রাহ্মণ, যেই সময়ে কেউ স্ত্যান-মিদ্ধ দ্বারা পর্যুত্থিত ও স্ত্যান-মিদ্ধ দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন স্ত্যান-মিদ্ধের নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে; সেই সময়ে সে আত্মহিতও যথার্থরূপে জানে ও দেখে; সেই সময়ে পরহিত ও উভয়হিত যথার্থরূপে জানে ও দেখে। তখন দীর্ঘ সময় বিনা অধ্যয়নেও মন্ত্রাদি তার নিকট প্রতিভাত হয়; আর অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়।

পুনশ্চ ব্রাহ্মণ, যেই সময়ে কেউ ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য দ্বারা পর্যুত্থিত ও ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে; সেই সময়ে সে আত্মহিতও যথার্থরূপে জানে ও দেখে; সেই সময়ে পরহিত ও উভয়হিত যথার্থরূপে জানে ও দেখে। তখন দীর্ঘ সময় বিনা অধ্যয়নেও মন্ত্রাদি তার নিকট প্রতিভাত হয়; আর অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়।

যেমন ব্রাহ্মণ, বাতাসে অকম্পিত, অচালিত, অনান্দোলিত, অঘূর্ণায়মান এবং ঊর্মিপূর্ণ নয় এরূপ জলপাত্রে চক্ষুষ্মান পুরুষ নিজ মুখচ্ছবি দর্শনকালে যথার্থরূপে জানে ও দেখতে পায়। ঠিক তদ্রুপ, ব্রাহ্মণ, যেই সময়ে কেউ ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য দ্বারা পর্যুত্থিত ও ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে; সেই সময়ে সে আত্মহিতও যথার্থরূপে জানে ও দেখে; সেই সময়ে পরহিত ও উভয়হিত যথার্থরূপে জানে ও দেখে। তখন দীর্ঘ সময় বিনা অধ্যয়নেও মন্ত্রাদি তার নিকট প্রতিভাত হয়; আর অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়।

পুনশ্চ ব্রাহ্মণ, যেই সময়ে কেউ বিচিকিৎসা দ্বারা পর্যুত্থিত ও বিচিকিৎসা দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন বিচিকিৎসার নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে; সেই সময়ে সে আত্মহিতও যথার্থরূপে জানে ও দেখে; সেই সময়ে পরহিত ও উভয়হিত যথার্থরূপে জানে ও দেখে। তখন দীর্ঘ সময় বিনা অধ্যয়নেও মন্ত্রাদি তার নিকট প্রতিভাত হয়; আর অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়।

ব্রাহ্মণ, যেমন, অনাবিল, পরিষ্কার, কর্দমহীন ও অন্ধকারে অনিক্ষিপ্ত জলপাত্রে চক্ষুষ্মান পুরুষ নিজ মুখচ্ছবি দর্শনকালে যথার্থরূপে জানে ও দেখতে পায়। ঠিক তদ্রুপ, ব্রাহ্মণ, যেই সময়ে কেউ বিচিকিৎসা দ্বারা পর্যুত্থিত ও বিচিকিৎসা দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন বিচিকিৎসার নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে; সেই সময়ে সে আত্মহিতও

যথার্থরূপে জানে ও দেখে; সেই সময়ে পরহিত ও উভয়হিত যথার্থরূপে জানে ও দেখে। তখন দীর্ঘ সময় বিনা অধ্যয়নেও মন্ত্রাদি তার নিকট প্রতিভাত হয়; আর অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়।

৬. হে ব্রাহ্মণ, অনাবরণ, অনীবরণ ও চিত্তের অনুপক্লেশরূপ এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা-বিমুক্তিফল সাক্ষাতের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই সপ্ত কী কী? অনাবরণ, অনীবরণ ও চিত্তের অনুপক্লেশরূপ স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা বিদ্যা-বিমুক্তিফল সাক্ষাতের জন্য সংবর্তিত হয়। অনুরূপভাবে অনাবরণ, অনীবরণ ও চিত্তের অনুপক্লেশরূপ ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ এবং উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা-বিমুক্তিফল সাক্ষাতের জন্য সংবর্তিত হয়। ব্রাহ্মণ, অনাবরণ, অনীবরণ ও চিত্তের অনুপক্লেশরূপ এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা বিদ্যা-বিমুক্তিফল সাক্ষাতের জন্য সংবর্তিত হয়। এরূপ উক্ত হলে সঙ্গারব ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন :

৭. "মাননীয় গৌতম, অতি সুন্দর! অতি মনোরম! মাননীয় গৌতম, যেমন, কেউ অধোমুখী পাত্রকে ঊর্ধ্বমুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, পথভ্রষ্টকে পথ বলে দেয় এবং অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপাদি দেখতে পায়; ঠিক সেরূপেই মাননীয় গৌতমের দ্বারা অনেক পর্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত হলো। এখন হতে আমি মাননীয় গৌতমের শরণ গ্রহণ করছি, ধর্ম এবং ভিক্ষুসংঘের শরণও গ্রহণ করছি। হে প্রভু গৌতম, আজ হতে আমাকে আপনাদের আমরণ শরণাগত উপাসকরূপে ধারণ করুন।" পঞ্চম সূত্র।

৬. অভয় সূত্র

২৩৭.১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান রাজগৃহের গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর অভয় রাজকুমার ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট অভয় রাজকুমার ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, পূরণ কাশ্যপ[১] এরূপ বলে থাকেন—'অজ্ঞান এবং অদর্শনের জন্য কোনো হেতু ও

---

[১]। জনপ্রিয় প্রথায় দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় "পূরেতি" শব্দের অর্থের সাথে সঙ্গতি রেখে বা সম্পর্ক রেখে উক্ত "পূরণকস্সপ" না অর্থে "কুলস্স একূনং দাস-সতং পূরযমানো জাতো" অর্থাৎ কুলের বা সম্ভ্রান্ত বংশের ৯৯জন দাসের মধ্যে একশত পূর্ণ করার জন্য "কস্সপ

কোনো প্রত্যয় বিদ্যমান নেই। অজ্ঞান এবং অদর্শনের জন্য অহেতু ও অপ্রত্যয় বিদ্যমান আছে। আর জ্ঞান এবং দর্শনের জন্য কোনো হেতু ও কোনো প্রত্যয় বিদ্যমান নেই। জ্ঞান এবং দর্শনের জন্য অহেতু ও অপ্রত্যয় বিদ্যমান আছে'। এক্ষেত্রে ভগবান কী বলেন?"

২. "হে রাজকুমার, অজ্ঞান এবং অদর্শনের জন্য হেতু ও প্রত্যয় বিদ্যমান আছে। অজ্ঞান এবং অদর্শনের জন্য সহেতু ও সপ্রত্যয় বিদ্যমান আছে। আর জ্ঞান এবং দর্শনের জন্য হেতু ও প্রত্যয় বিদ্যমান আছে। জ্ঞান এবং দর্শনের জন্য সহেতু ও সপ্রত্যয় বিদ্যমান আছে।"

৩. "ভন্তে, অজ্ঞান এবং অদর্শনের জন্য হেতু ও প্রত্যয় হয়? কীরূপে অজ্ঞান এবং অদর্শন সহেতু ও সপ্রত্যয় হয়?" "রাজকুমার, যেই সময়ে কেউ কামরাগ দ্বারা পর্যুত্থিত ও কামরাগ দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন কামরাগের নিঃসরণ (ধ্বংস) যথার্থরূপে জানে না ও দেখতে পায় না। অজ্ঞান এবং অদর্শনের জন্য এই হেতু ও এই প্রত্যয় হয়। এরূপেই অজ্ঞান এবং অদর্শন সহেতু ও সপ্রত্যয় হয়।

পুনশ্চ রাজকুমার, যেই সময়ে কেউ ব্যাপাদ দ্বারা পর্যুত্থিত ও ব্যাপাদ দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন ব্যাপাদের নিঃসরণ (ধ্বংস) যথার্থরূপে জানে না ও দেখতে পায় না। অজ্ঞান এবং অদর্শনের জন্য এই হেতু ও এই প্রত্যয় হয়। এরূপেই অজ্ঞান এবং অদর্শন সহেতু ও সপ্রত্যয় হয়।

যেই সময়ে কেউ স্ত্যানমিদ্ধ দ্বারা পর্যুত্থিত ও স্ত্যানমিদ্ধ দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন স্ত্যানমিদ্ধের নিঃসরণ (ধ্বংস) যথার্থরূপে জানে না ও দেখতে পায় না। অজ্ঞান এবং অদর্শনের জন্য এই হেতু ও এই প্রত্যয় হয়। এরূপেই অজ্ঞান এবং অদর্শন সহেতু ও সপ্রত্যয় হয়।

যেই সময়ে কেউ ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য দ্বারা পর্যুত্থিত ও ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের নিঃসরণ (ধ্বংস) যথার্থরূপে জানে না ও দেখতে পায় না। অজ্ঞান এবং অদর্শনের জন্য এই

(কাশ্যপ)" নামক একজন দাস জন্মগ্রহণ করেছে বলে তার নাম হয়েছিল "পূরণকস্‌সপ বা পূরণকাশ্যপ"।—শান্তরক্ষিত মহাস্থবিরের পালি-বাংলা অভিধান (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃ. ১১২৩। কিন্তু মধ্যমনিকায় প্রথম খণ্ডের ২১৬ পৃষ্ঠার পাদটীকায় উক্ত গ্রন্থের অনুবাদক বেণীমাধব বড়ুয়া এই কাশ্যপের 'পূরণ' আখ্যার উৎপত্তির বিবরণ আচার্য বুদ্ধঘোষের কল্পনাপ্রসুত বলে মত প্রকাশ করেছেন। পূরণ কাশ্যপ সম্পর্কে আরো দেখুন, মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃ. ২৩১, রাজগুরু ধর্মরত্ন মহাস্থবির।

হেতু ও এই প্রত্যয় হয়। এরূপেই অজ্ঞান এবং অদর্শন সহেতু ও সপ্রত্যয় হয়।

যেই সময়ে কেউ বিচিকিৎসা দ্বারা পর্যুত্থিত ও বিচিকিৎসা দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন বিচিকিৎসার নিঃসরণ (ধ্বংস) যথার্থরূপে জানে না ও দেখতে পায় না। অজ্ঞান এবং অদর্শনের জন্য এই হেতু ও এই প্রত্যয় হয়। এরূপেই অজ্ঞান এবং অদর্শন সহেতু ও সপ্রত্যয় হয়।"

৪. "ভন্তে, এই ধর্মপর্যায় কোন নামে অভিহিত হয়?" "নীবরণ নামে।" "ভগবান, বাস্তবিক অর্থেই ইহা নীবরণ, সুগত, বাস্তবিক অর্থেই ইহা নীবরণ। ভন্তে, এই নীবরণের মধ্যে কেউ কোনো এক নীবরণের দ্বারা অভিভূত হয়ে যথার্থরূপে জানে না ও দেখে না, আর পঞ্চ নীবরণের কথাই বা কী?"

৫. "ভন্তে, জ্ঞান এবং দর্শনের জন্য কোন হেতু ও কোন প্রত্যয় হয়? কীরূপে জ্ঞান এবং দর্শন সহেতু ও সপ্রত্যয় হয়?" "রাজকুমার, এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। সে স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ চিত্ত দ্বারা ভাবিত করে যথার্থরূপে জানে ও দেখে। জ্ঞান এবং দর্শনের জন্য এই হেতু ও এই প্রত্যয় হয়। এরূপেই জ্ঞান এবং দর্শন সহেতু ও সপ্রত্যয় হয়।

পুনশ্চ রাজকুমার, ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। সে ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ চিত্ত দ্বারা ভাবিত করে যথার্থরূপে জানে ও দেখে। জ্ঞান এবং দর্শনের জন্য এই হেতু ও এই প্রত্যয় হয়। এরূপেই জ্ঞান এবং দর্শন সহেতু ও সপ্রত্যয় হয়।

ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী ভিক্ষু বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। সে বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ চিত্ত দ্বারা ভাবিত করে যথার্থরূপে জানে ও দেখে। জ্ঞান এবং দর্শনের জন্য এই হেতু ও এই প্রত্যয় হয়। এরূপেই জ্ঞান এবং দর্শন সহেতু ও সপ্রত্যয় হয়।

ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। সে প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ চিত্ত দ্বারা ভাবিত করে যথার্থরূপে জানে ও দেখে। জ্ঞান এবং দর্শনের জন্য এই হেতু ও এই প্রত্যয় হয়। এরূপেই জ্ঞান এবং দর্শন সহেতু ও সপ্রত্যয় হয়।

ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। সে প্রশ্রদ্ধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ

চিত্ত দ্বারা ভাবিত করে যথার্থরূপে জানে ও দেখে। জ্ঞান এবং দর্শনের জন্য এই হেতু ও এই প্রত্যয় হয়। এরূপেই জ্ঞান এবং দর্শন সহেতু ও সপ্রত্যয় হয়।

ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। সে সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ চিত্ত দ্বারা ভাবিত করে যথার্থরূপে জানে ও দেখে। জ্ঞান এবং দর্শনের জন্য এই হেতু ও এই প্রত্যয় হয়। এরূপেই জ্ঞান এবং দর্শন সহেতু ও সপ্রত্যয় হয়।

ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। সে উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ চিত্ত দ্বারা ভাবিত করে যথার্থরূপে জানে ও দেখে। রাজকুমার, জ্ঞান এবং দর্শনের জন্য এই হেতু ও এই প্রত্যয় হয়। এরূপেই জ্ঞান এবং দর্শন সহেতু ও সপ্রত্যয় হয়।"

৬. "ভন্তে, এই ধর্মপর্যায় কোন নামে অভিহিত হয়?" "বোজ্ঝাঙ্গ নামে।" "ভগবান, বাস্তবিক অর্থেই ইহা বোজ্ঝাঙ্গ, সুগত, বাস্তবিক অর্থেই ইহা বোজ্ঝাঙ্গ। ভন্তে, এই বোধ্যঙ্গের মধ্যে কেউ কোনো এক বোজ্ঝাঙ্গ দ্বারা সমন্বিত হয়ে যথার্থরূপে জানে ও দেখে, আর সপ্ত বোধ্যঙ্গের কথাই বা কী? যদিও আমি গৃধ্রকূট পর্বতে আরোহণ করে কায়িক ও মানসিকভাবে পরিশ্রান্ত হয়েছি, তবুও আমি এখন প্রশান্ত আছি, আমার ধর্ম পরিপূর্ণরূপে অধিকৃত হয়েছে।" ষষ্ঠ সূত্র।

কথোপকথন বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

আহার, পর্যায়, অগ্নি, মৈত্রী, সঙ্গারবে;
অভয়ে জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন, গৃধ্রকূট পর্বতে॥

৭. আনাপান বর্গ

১. অস্থি মহাফল সূত্র

২৩৮.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, অস্থিসংজ্ঞা[১] ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়। কীরূপে অস্থিসংজ্ঞা ভাবিত ও

---

[১]। মৃতদেহের চর্ম, মাংস ও স্নায়ু বর্জিত যে কঙ্কাল বিদ্যমান তা সম্যকরূপে জানা বা উপলব্ধি করাই 'অস্থিসংজ্ঞা'।

বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী অস্থিসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী অস্থিসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও অস্থিসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই অস্থিসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়।"

অন্যতর ফল সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, অস্থিসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ইহজন্মে অর্হত্ত্ব কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী এই দুটি ফলের মধ্যে যেকোনো একটি প্রত্যাশিত হয়। কীরূপে অস্থিসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ইহজন্মে অর্হত্ত্ব কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী এই দুটি ফলের মধ্যে যেকোনো একটি প্রত্যাশিত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী অস্থিসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী অস্থিসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও অস্থিসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই অস্থিসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ইহজন্মে অর্হত্ত্ব কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী এই দুটি ফলের মধ্যে যেকোনো একটি প্রত্যাশিত হয়।"

মহাফল সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, অস্থিসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসুফল লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। কীরূপে অস্থিসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসুফল লাভের জন্য সংবর্তিত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী অস্থিসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী অস্থিসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞা হগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত সমাধি-

সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও অস্থিসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই অস্থিসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসুফল লাভের জন্য সংবর্তিত হয়।"

যোগক্ষেম সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, অস্থিসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাযোগক্ষেম লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। কীরূপে অস্থিসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাযোগক্ষেম লাভের জন্য সংবর্তিত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী অস্থিসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী অস্থিসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও অস্থিসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই অস্থিসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাযোগক্ষেম লাভের জন্য সংবর্তিত হয়।"

সংবেগ সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, অস্থিসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসংবেগ[১] উৎপাদনের জন্য সংবর্তিত হয়। কীরূপে অস্থিসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসংবেগ উৎপাদনের জন্য সংবর্তিত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী অস্থিসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী অস্থিসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও অস্থিসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই অস্থিসংজ্ঞা ভাবিত ও

---

[১]। পার্থিব দুঃখসমূহ দর্শনে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম চিন্তা। খুদ্দকপাঠের অর্থকথায় ঈদৃশ ধর্মসম্মত ভাবাবেগ উৎপন্ন হবার অষ্টবিধ কারণজনিত অনিবার্য দুঃখ সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে, যথা—জন্ম, জরা বা বার্ধক্য, ব্যাধি, মৃত্যু, অপায় বা নরকের যন্ত্রণাদায়ক দুঃখ, পূর্বজন্মের কারণজনিত দুঃখ, ইহজন্মের কারণজনিত বর্তমান দুঃখ এবং বর্তমানের কারণজনিত ভবিষ্যৎ দুঃখ।—শান্তরক্ষিত মহাস্থবিরের পালি-বাংলা অভিধান (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃ. ১৫৫৬।

বহুলীকৃত হলে মহাসংবেগ উৎপাদনের জন্য সংবর্তিত হয়।"

সুখে অবস্থান সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ, অস্থিসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসুখে অবস্থানের জন্য সংবর্তিত হয়। কীরূপে অস্থিসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসুখে অবস্থানের জন্য সংবর্তিত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী অস্থিসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী অস্থিসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও অস্থিসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই অস্থিসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসুখে অবস্থানের জন্য সংবর্তিত হয়।" প্রথম সূত্র।

২. পুলবক সূত্র

২৩৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, পুলবক-সংজ্ঞা[১] ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়। কীরূপে পুলবক-সংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী পুলবক-সংজ্ঞাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী পুলবক-সংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, পুলবক-সংজ্ঞাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, পুলবক-সংজ্ঞাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, পুলবক-সংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, পুলবক-সংজ্ঞাসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও পুলবক-সংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই পুলবক-

---

[১]। পুলবক দশবিধ অশুভ কর্মস্থানের মধ্যে নবম। আমক শ্মশানে পরিত্যক্ত শবদেহ বা মৃতদেহ পঁচে গেলে তাতে ক্রিমিকীট উৎপন্ন হয়ে যখন পঁচা শতদেহ ভক্ষণ করতে থাকে, সেই সময়ে অশুভ ভাবনাকারী যোগী শবদেহের পরিবর্তে "ক্রিমিকীটের দ্বারা ভক্ষিত হচ্ছে" বলে ভাবনায় বা ধ্যানে মনোনিবেশ করে থাকেন। এই ধ্যানের মাধ্যমে যোগী উহাকে জানেন, তদপেক্ষা অধিক জানেন, বিশেষরূপে জানেন এবং জ্ঞান বা প্রজ্ঞাসহকারে জানেন। ইহাই "পুলবক সঞ্ঞঞা" বা "পুলবক-সংজ্ঞা"।—শান্তরক্ষিত মহাস্থবিরের পালি-বাংলা অভিধান (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃ. ১১২১।

সংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. বিনীলক সূত্র

২৪০.১. "হে ভিক্ষুগণ, বিনীলক-সংজ্ঞা[১] ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়। কীরূপে বিনীলক-সংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী বিনীলক-সংজ্ঞাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী বিনীলক-সংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বিনীলক-সংজ্ঞাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বিনীলক-সংজ্ঞাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বিনীলক-সংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বিনীলক-সংজ্ঞাসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও বিনীলক-সংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই বিনীলক-সংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়।" তৃতীয় সূত্র।

৪. বিচ্ছিদ্দক (বিচ্ছিদ্র) সূত্র

২৪১.১. "হে ভিক্ষুগণ, বিচ্ছিদ্দক (বিচ্ছিদ্র)-সংজ্ঞা[২] ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়। কীরূপে বিচ্ছিদ্দক-সংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী বিচ্ছিদ্দক-সংজ্ঞাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী বিচ্ছিদ্দক-সংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বিচ্ছিদ্দক-সংজ্ঞাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বিচ্ছিদ্দক-সংজ্ঞাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বিচ্ছিদ্দক-সংজ্ঞাসহগত

---

[১]। ইহা দশবিধ অশুভ কর্মস্থানের মধ্যে দ্বিতীয়। উদ্ধুমাতকং বা মৃত শরীরের প্রথমাবস্থার পর শবদেহের দ্বিতীয়াবস্থা পরিবর্তিত হয়ে মাংসবহুল স্থানে রক্তবর্ণ, পুঁজ সঞ্চিত স্থানে শ্বেতবর্ণ এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে নীলবর্ণ বা নীলবস্ত্রাবৃত্তের মত হওয়াকে 'বিনীলক' মৃতদেহ বলে। এই 'বিনীলক' মৃতদেহকে সম্যকরূপে জানা বা উপলব্ধি করাই 'বিনীলক-সংজ্ঞা'।—শান্তরক্ষিত মহাস্থবিরের পালি-বাংলা অভিধান (প্রথম খণ্ড), পৃ. ২৫৩।

[২]। মৃতদেহের বিভিন্ন স্থানে ছিন্নভিন্ন অবস্থা। ইহা দশবিধ অশুভ কর্মস্থানের মধ্যে চতুর্থ।

প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বিচ্ছিদ্দক-সংজ্ঞাসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও বিচ্ছিদ্দক-সংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই বিচ্ছিদ্দক-সংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়।" চতুর্থ সূত্র।

৫. উদ্ধুমাতক সূত্র

২৪২.১. "হে ভিক্ষুগণ, উদ্ধুমাতক-সংজ্ঞা[১] ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়। কীরূপে উদ্ধুমাতক-সংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী উদ্ধুমাতক-সংজ্ঞাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী উদ্ধুমাতক-সংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, উদ্ধুমাতক-সংজ্ঞাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, উদ্ধুমাতক-সংজ্ঞাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, উদ্ধুমাতক-সংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, উদ্ধুমাতক-সংজ্ঞাসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উদ্ধুমাতক-সংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই উদ্ধুমাতক-সংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়।" পঞ্চম সূত্র।

৬. মৈত্রী সূত্র

২৪৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, মৈত্রী ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়। কীরূপে মৈত্রী ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী মৈত্রীসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী মৈত্রীসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মৈত্রীসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মৈত্রীসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মৈত্রীসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মৈত্রীসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও মৈত্রীসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ

---

[১]। মৃতদেহের প্রথমাবস্থা। শবদেহ বা মৃতদেহ ফুলে কামারের ভাঁতির ন্যায় অতি ভীষণ কুৎসিত আকার ধারণ করাকে 'উদ্ধুমাতক' বলে। এই 'উদ্ধুমাতক' মৃতদেহকে সম্যকরূপে জানা বা উপলব্ধি করাই 'উদ্ধুমাতক-সংজ্ঞা'। 'উদ্ধুমাতক' দশবিধ অশুভ কর্মস্থানের মধ্যে প্রথম।—শান্তরক্ষিত মহাস্থবিরের পালি-বাংলা অভিধান (প্রথম খণ্ড), পৃ. ২৩৫।

ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই মৈত্রী ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. করুণা সূত্র

২৪৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, করুণা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়। কীরূপে করুণা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী করুণাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী করুণাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, করুণাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, করুণাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, করুণাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, করুণাসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও করুণাসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই করুণা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়।" সপ্তম সূত্র।

৮. মুদিতা সূত্র

২৪৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, মুদিতা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়। কীরূপে মুদিতা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী মুদিতাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী মুদিতাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মুদিতাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মুদিতাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মুদিতাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মুদিতাসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও মুদিতাসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই মুদিতা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়।" অষ্টম সূত্র।

৯. উপেক্ষা-সূত্র

২৪৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, উপেক্ষা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়। কীরূপে উপেক্ষা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী উপেক্ষাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও

বিসর্জন-পরিণামী উপেক্ষাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, উপেক্ষাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, উপেক্ষাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, উপেক্ষাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, উপেক্ষাসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষাসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই উপেক্ষা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়।" নবম সূত্র।

১০. আনাপান সূত্র

২৪৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, আনাপানস্মৃতি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়। কীরূপে আনাপানস্মৃতি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী আনাপানস্মৃতিসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী আনাপানস্মৃতিসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, আনাপানস্মৃতিসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, আনাপানস্মৃতিসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, আনাপানস্মৃতিসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, আনাপানস্মৃতিসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও আনাপানস্মৃতিসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই আনাপানস্মৃতি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়।" দশম সূত্র।

আনাপান বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

অস্থি, পুলবক, বিনীলক, বিচ্ছিদ্র, উদ্ধুমাতকে পঞ্চ;
মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা, আনাপানে দশ॥

৮. নিরোধ বর্গ

১. অশুভ সূত্র

২৪৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, অশুভসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়। কীরূপে অশুভসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী অশুভসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত,

নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী অশুভসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অশুভসংজ্ঞাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অশুভসংজ্ঞাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অশুভসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অশুভসংজ্ঞাসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও অশুভসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই অশুভসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়।

২. ভিক্ষুগণ, অশুভসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ইহজন্মে অর্হত্ত্ব কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী এই দুটি ফলের মধ্যে যেকোনো একটি প্রত্যাশিত হয়। কীরূপে অশুভসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ইহজন্মে অর্হত্ত্ব কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী এই দুটি ফলের মধ্যে যেকোনো একটি প্রত্যাশিত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত (আশ্রিত), বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী অশুভসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী অশুভসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অশুভসংজ্ঞাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অশুভসংজ্ঞাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অশুভসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অশুভসংজ্ঞাসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও অশুভসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই অশুভসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ইহজন্মে অর্হত্ত্ব কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী এই দুটি ফলের মধ্যে যেকোনো একটি প্রত্যাশিত হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, অশুভসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসুফল ও মহাযোগক্ষেম লাভের জন্য এবং মহাসংবেগ উৎপাদনের জন্য ও মহাসুখে অবস্থানের জন্য সংবর্তিত হয়। কীরূপে অশুভসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসুফল ও মহাযোগক্ষেম লাভের জন্য এবং মহাসংবেগ উৎপাদনের জন্য ও মহাসুখে অবস্থানের জন্য সংবর্তিত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী অশুভসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী অশুভসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অশুভসংজ্ঞাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অশুভসংজ্ঞাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অশুভসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অশুভসংজ্ঞাসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও অশুভসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই অশুভসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসুফল ও মহাযোগক্ষেম লাভের জন্য এবং মহাসংবেগ

উৎপাদনের জন্য ও মহাসুখে অবস্থানের জন্য সংবর্তিত হয়।" প্রথম সূত্র।

২. মৃত্যু সূত্র

২৪৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, মৃত্যুসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়। কীরূপে মৃত্যুসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী মৃত্যুসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী মৃত্যুসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মৃত্যুসংজ্ঞাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মৃত্যুসংজ্ঞাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মৃত্যুসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মৃত্যুসংজ্ঞাসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও মৃত্যুসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই মৃত্যুসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়।

২. ভিক্ষুগণ, মৃত্যুসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ইহজন্মে অর্হত্ত্ব কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী এই দুটি ফলের মধ্যে যেকোনো একটি প্রত্যাশিত হয়। কীরূপে মৃত্যুসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ইহজন্মে অর্হত্ত্ব কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী এই দুটি ফলের মধ্যে যেকোনো একটি প্রত্যাশিত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত (আশ্রিত), বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী মৃত্যুসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী মৃত্যুসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মৃত্যুসংজ্ঞাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মৃত্যুসংজ্ঞাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মৃত্যুসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মৃত্যুসংজ্ঞাসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও মৃত্যুসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই মৃত্যুসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ইহজন্মে অর্হত্ত্ব কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী এই দুটি ফলের মধ্যে যেকোনো একটি প্রত্যাশিত হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, মৃত্যুসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসুফল ও মহাযোগক্ষেম লাভের জন্য এবং মহাসংবেগ উৎপাদনের জন্য ও মহাসুখে অবস্থানের জন্য সংবর্তিত হয়। কীরূপে মৃত্যুসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসুফল ও মহাযোগক্ষেম লাভের জন্য এবং মহাসংবেগ উৎপাদনের জন্য ও মহাসুখে অবস্থানের জন্য সংবর্তিত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত,

বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী মৃত্যুসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী মৃত্যুসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মৃত্যুসংজ্ঞাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মৃত্যুসংজ্ঞাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মৃত্যুসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, মৃত্যুসংজ্ঞাসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও মৃত্যুসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই মৃত্যুসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসুফল ও মহাযোগক্ষেম লাভের জন্য এবং মহাসংবেগ উৎপাদনের জন্য ও মহাসুখে অবস্থানের জন্য সংবর্তিত হয়।” দ্বিতীয় সূত্র।

৩. আহারে প্রতিকূল সূত্র

২৫০.১. “হে ভিক্ষুগণ, আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়। কীরূপে আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞাসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়।

২. ভিক্ষুগণ, আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ইহজন্মে অর্হত্ত্ব কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী এই দুটি ফলের মধ্যে যেকোনো একটি প্রত্যাশিত হয়। কীরূপে আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ইহজন্মে অর্হত্ত্ব কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী এই দুটি ফলের মধ্যে যেকোনো একটি প্রত্যাশিত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত (আশ্রিত), বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, আহারে

প্রতিকূলসংজ্ঞাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞাসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ইহজন্মে অর্হত্ত্ব কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী এই দুটি ফলের মধ্যে যেকোনো একটি প্রত্যাশিত হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসুফল ও মহাযোগক্ষেম লাভের জন্য এবং মহাসংবেগ উৎপাদনের জন্য ও মহাসুখে অবস্থানের জন্য সংবর্তিত হয়। কীরূপে আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসুফল ও মহাযোগক্ষেম লাভের জন্য এবং মহাসংবেগ উৎপাদনের জন্য ও মহাসুখে অবস্থানের জন্য সংবর্তিত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞাসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসুফল ও মহাযোগক্ষেম লাভের জন্য এবং মহাসংবেগ উৎপাদনের জন্য ও মহাসুখে অবস্থানের জন্য সংবর্তিত হয়।" তৃতীয় সূত্র।

৪. অনভিরতি সূত্র

২৫১.১. "হে ভিক্ষুগণ, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়। কীরূপে সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সর্বলোকে

অনভিরতিসংজ্ঞাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞাসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও সর্বলোকে অনভিরতি-সংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়।

২. ভিক্ষুগণ, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ইহজন্মে অর্হত্ত্ব কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী এই দুটি ফলের মধ্যে যেকোনো একটি প্রত্যাশিত হয়। কীরূপে সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ইহজন্মে অর্হত্ত্ব কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী এই দুটি ফলের মধ্যে যেকোনো একটি প্রত্যাশিত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত (আশ্রিত), বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞাসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ইহজন্মে অর্হত্ত্ব কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী এই দুটি ফলের মধ্যে যেকোনো একটি প্রত্যাশিত হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসুফল ও মহাযোগক্ষেম লাভের জন্য এবং মহাসংবেগ উৎপাদনের জন্য ও মহাসুখে অবস্থানের জন্য সংবর্তিত হয়। কীরূপে সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসুফল ও মহাযোগক্ষেম লাভের জন্য এবং মহাসংবেগ উৎপাদনের জন্য ও মহাসুখে অবস্থানের জন্য সংবর্তিত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞাসহগত সমাধি-

সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসুফল ও মহাযোগক্ষেম লাভের জন্য এবং মহাসংবেগ উৎপাদনের জন্য ও মহাসুখে অবস্থানের জন্য সংবর্তিত হয়।" চতুর্থ সূত্র।

৫. অনিত্য সূত্র

২৫২.১. "হে ভিক্ষুগণ, অনিত্যসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়। কীরূপে অনিত্যসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী অনিত্যসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী অনিত্যসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অনিত্যসংজ্ঞাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অনিত্যসংজ্ঞাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অনিত্যসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অনিত্যসংজ্ঞাসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও অনিত্যসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই অনিত্যসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়।

২. ভিক্ষুগণ, অনিত্যসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ইহজন্মে অর্হত্ত্ব কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী এই দুটি ফলের মধ্যে যেকোনো একটি প্রত্যাশিত হয়। কীরূপে অনিত্যসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ইহজন্মে অর্হত্ত্ব কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী এই দুটি ফলের মধ্যে যেকোনো একটি প্রত্যাশিত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত (আশ্রিত), বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী অনিত্যসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী অনিত্যসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অনিত্যসংজ্ঞাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অনিত্যসংজ্ঞাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অনিত্যসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অনিত্যসংজ্ঞাসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও অনিত্যসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই অনিত্যসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ইহজন্মে অর্হত্ত্ব কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী এই দুটি ফলের মধ্যে যেকোনো একটি প্রত্যাশিত হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, অনিত্যসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসুফল ও

মহাযোগক্ষেম লাভের জন্য এবং মহাসংবেগ উৎপাদনের জন্য ও মহাসুখে অবস্থানের জন্য সংবর্তিত হয়। কীরূপে অনিত্যসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসুফল ও মহাযোগক্ষেম লাভের জন্য এবং মহাসংবেগ উৎপাদনের জন্য ও মহাসুখে অবস্থানের জন্য সংবর্তিত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী অনিত্যসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী অনিত্যসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অনিত্যসংজ্ঞাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অনিত্যসংজ্ঞাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অনিত্যসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অনিত্যসংজ্ঞাসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও অনিত্যসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই অনিত্যসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসুফল ও মহাযোগক্ষেম লাভের জন্য এবং মহাসংবেগ উৎপাদনের জন্য ও মহাসুখে অবস্থানের জন্য সংবর্তিত হয়।” পঞ্চম সূত্র।

৬. দুঃখ সূত্র

২৫৩.১. “হে ভিক্ষুগণ, অনিত্যতে দুঃখসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়। কীরূপে অনিত্যতে দুঃখসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী অনিত্যতে দুঃখসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী অনিত্যতে দুঃখসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অনিত্যতে দুঃখসংজ্ঞাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অনিত্যতে দুঃখসংজ্ঞাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অনিত্যতে দুঃখসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অনিত্যতে দুঃখসংজ্ঞাসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও অনিত্যতে দুঃখসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই অনিত্যতে দুঃখসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়।

২. ভিক্ষুগণ, অনিত্যতে দুঃখসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ইহজন্মে অর্হত্ত্ব কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী এই দুটি ফলের মধ্যে যেকোনো একটি প্রত্যাশিত হয়। কীরূপে অনিত্যতে দুঃখসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে

ইহজন্মে অর্হত্ত কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী এই দুটি ফলের মধ্যে যেকোনো একটি প্রত্যাশিত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত (আশ্রিত), বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী অনিত্যতে দুঃখসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী অনিত্যতে দুঃখসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অনিত্যতে দুঃখসংজ্ঞাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অনিত্যতে দুঃখসংজ্ঞাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অনিত্যতে দুঃখসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অনিত্যতে দুঃখসংজ্ঞাসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও অনিত্যতে দুঃখসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই অনিত্যতে দুঃখসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ইহজন্মে অর্হত্ত কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী এই দুটি ফলের মধ্যে যেকোনো একটি প্রত্যাশিত হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, অনিত্যতে দুঃখসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসুফল ও মহাযোগক্ষেম লাভের জন্য এবং মহাসংবেগ উৎপাদনের জন্য ও মহাসুখে অবস্থানের জন্য সংবর্তিত হয়। কীরূপে অনিত্যতে দুঃখসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসুফল ও মহাযোগক্ষেম লাভের জন্য এবং মহাসংবেগ উৎপাদনের জন্য ও মহাসুখে অবস্থানের জন্য সংবর্তিত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী অনিত্যতে দুঃখসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী অনিত্যতে দুঃখসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অনিত্যতে দুঃখসংজ্ঞাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অনিত্যতে দুঃখসংজ্ঞাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অনিত্যতে দুঃখসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অনিত্যতে দুঃখসংজ্ঞাসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও অনিত্যতে দুঃখসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই অনিত্যতে দুঃখসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসুফল ও মহাযোগক্ষেম লাভের জন্য এবং মহাসংবেগ উৎপাদনের জন্য ও মহাসুখে অবস্থানের জন্য সংবর্তিত হয়।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. অনাত্ম সূত্র

২৫৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়। কীরূপে দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞা ভাবিত ও

বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞাসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়।

২. ভিক্ষুগণ, অনাত্মসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ইহজন্মে অর্হত্ত্ব কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী এই দুটি ফলের মধ্যে যেকোনো একটি প্রত্যাশিত হয়। কীরূপে অনাত্মসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ইহজন্মে অর্হত্ত্ব কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী এই দুটি ফলের মধ্যে যেকোনো একটি প্রত্যাশিত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত (আশ্রিত), বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী অনাত্মসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী অনাত্মসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অনাত্মসংজ্ঞাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অনাত্মসংজ্ঞাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অনাত্মসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অনাত্মসংজ্ঞাসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও অনাত্মসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই অনাত্মসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ইহজন্মে অর্হত্ত্ব কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী এই দুটি ফলের মধ্যে যেকোনো একটি প্রত্যাশিত হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, অনাত্মসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসুফল ও মহাযোগক্ষেম লাভের জন্য এবং মহাসংবেগ উৎপাদনের জন্য ও মহাসুখে অবস্থানের জন্য সংবর্তিত হয়। কীরূপে অনাত্মসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসুফল ও মহাযোগক্ষেম লাভের জন্য এবং মহাসংবেগ উৎপাদনের জন্য ও মহাসুখে অবস্থানের জন্য সংবর্তিত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী অনাত্মসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী অনাত্মসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অনাত্মসংজ্ঞাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ,

অনাত্মসংজ্ঞাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অনাত্মসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, অনাত্মসংজ্ঞাসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও অনাত্মসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই অনাত্মসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসুফল ও মহাযোগক্ষেম লাভের জন্য এবং মহাসংবেগ উৎপাদনের জন্য ও মহাসুখে অবস্থানের জন্য সংবর্তিত হয়।" সপ্তম সূত্র।

৮. প্রহান সূত্র

২৫৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, প্রহানসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়। কীরূপে প্রহানসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী প্রহানসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী প্রহানসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রহানসংজ্ঞাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রহানসংজ্ঞাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রহানসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রহানসংজ্ঞাসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও প্রহানসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই প্রহানসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়।

২. ভিক্ষুগণ, প্রহানসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ইহজন্মে অর্হত্ত্ব কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী এই দুটি ফলের মধ্যে যেকোনো একটি প্রত্যাশিত হয়। কীরূপে প্রহানসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ইহজন্মে অর্হত্ত্ব কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী এই দুটি ফলের মধ্যে যেকোনো একটি প্রত্যাশিত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত (আশ্রিত), বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী প্রহানসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী প্রহানসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রহানসংজ্ঞাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রহানসংজ্ঞাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রহানসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রহানসংজ্ঞাসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও প্রহানসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই প্রহানসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ইহজন্মে অর্হত্ত্ব কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী এই দুটি ফলের মধ্যে যেকোনো একটি প্রত্যাশিত হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, প্রহানসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসুফল ও

মহাযোগক্ষেম লাভের জন্য এবং মহাসংবেগ উৎপাদনের জন্য ও মহাসুখে অবস্থানের জন্য সংবর্তিত হয়। কীরূপে প্রহানসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসুফল ও মহাযোগক্ষেম লাভের জন্য এবং মহাসংবেগ উৎপাদনের জন্য ও মহাসুখে অবস্থানের জন্য সংবর্তিত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী প্রহানসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী প্রহানসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রহানসংজ্ঞাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রহানসংজ্ঞাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রহানসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রহানসংজ্ঞাসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও প্রহানসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই প্রহানসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসুফল ও মহাযোগক্ষেম লাভের জন্য এবং মহাসংবেগ উৎপাদনের জন্য ও মহাসুখে অবস্থানের জন্য সংবর্তিত হয়।" অষ্টম সূত্র।

৯. বিরাগ সূত্র

২৫৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, বিরাগসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়। কীরূপে বিরাগসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী বিরাগসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী বিরাগসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বিরাগসংজ্ঞাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বিরাগসংজ্ঞাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বিরাগসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বিরাগসংজ্ঞাসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও বিরাগসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই বিরাগসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়।

২. ভিক্ষুগণ, বিরাগসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ইহজন্মে অর্হত্ত্ব কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী এই দুটি ফলের মধ্যে যেকোনো একটি প্রত্যাশিত হয়। কীরূপে বিরাগসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ইহজন্মে অর্হত্ত্ব কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী এই দুটি ফলের মধ্যে যেকোনো একটি প্রত্যাশিত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত (আশ্রিত), বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী বিরাগসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে।

অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী বিরাগসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বিরাগসংজ্ঞাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বিরাগসংজ্ঞাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বিরাগসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বিরাগসংজ্ঞাসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও বিরাগসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই বিরাগসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ইহজন্মে অর্হত্ত্ব কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী এই দুটি ফলের মধ্যে যেকোনো একটি প্রত্যাশিত হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, বিরাগসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসুফল ও মহাযোগক্ষেম লাভের জন্য এবং মহাসংবেগ উৎপাদনের জন্য ও মহাসুখে অবস্থানের জন্য সংবর্তিত হয়। কীরূপে বিরাগসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসুফল ও মহাযোগক্ষেম লাভের জন্য এবং মহাসংবেগ উৎপাদনের জন্য ও মহাসুখে অবস্থানের জন্য সংবর্তিত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী বিরাগসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী বিরাগসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বিরাগসংজ্ঞাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বিরাগসংজ্ঞাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বিরাগসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বিরাগসংজ্ঞাসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও বিরাগসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই বিরাগসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসুফল ও মহাযোগক্ষেম লাভের জন্য এবং মহাসংবেগ উৎপাদনের জন্য ও মহাসুখে অবস্থানের জন্য সংবর্তিত হয়।" নবম সূত্র।

১০. নিরোধ সূত্র

২৫৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, নিরোধসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়। কীরূপে নিরোধসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী নিরোধসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী নিরোধসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, নিরোধসংজ্ঞাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, নিরোধসংজ্ঞাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, নিরোধসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, নিরোধসংজ্ঞাসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও নিরোধসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা-

সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই নিরোধসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়।

২. ভিক্ষুগণ, নিরোধসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ইহজন্মে অর্হত্ত্ব কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী এই দুটি ফলের মধ্যে যেকোনো একটি প্রত্যাশিত হয়। কীরূপে নিরোধসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ইহজন্মে অর্হত্ত্ব কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী এই দুটি ফলের মধ্যে যেকোনো একটি প্রত্যাশিত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত (আশ্রিত), বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী নিরোধসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী নিরোধসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, নিরোধসংজ্ঞাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, নিরোধসংজ্ঞাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, নিরোধসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, নিরোধসংজ্ঞাসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও নিরোধসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই নিরোধসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ইহজন্মে অর্হত্ত্ব কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী এই দুটি ফলের মধ্যে যেকোনো একটি প্রত্যাশিত হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, নিরোধসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসুফল ও মহাযোগক্ষেম লাভের জন্য এবং মহাসংবেগ উৎপাদনের জন্য ও মহাসুখে অবস্থানের জন্য সংবর্তিত হয়। কীরূপে নিরোধসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসুফল ও মহাযোগক্ষেম লাভের জন্য এবং মহাসংবেগ উৎপাদনের জন্য ও মহাসুখে অবস্থানের জন্য সংবর্তিত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী নিরোধসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী নিরোধসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, নিরোধসংজ্ঞাসহগত বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, নিরোধসংজ্ঞাসহগত প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, নিরোধসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, নিরোধসংজ্ঞাসহগত সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও নিরোধসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই নিরোধসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসুফল ও মহাযোগক্ষেম লাভের জন্য এবং মহাসংবেগ উৎপাদনের জন্য ও মহাসুখে অবস্থানের জন্য সংবর্তিত হয়।” দশম সূত্র।

নিরোধ বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

অশুভ, মৃত্যু, আহারে প্রতিকূল ও অনভিরতি সূত্র;
অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম, প্রহান, বিরাগ, নিরোধে দশ উক্ত॥

৯. গঙ্গাপেয়্যাল (গঙ্গা পুনরুক্তি) বর্গ

১-১২. গঙ্গানদী আদি সূত্র

২৫৮-২৬৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন গঙ্গানদী পূর্বদিকে ক্রমশ ঢালু, পূর্বাভিমুখী ও পূর্বদিকে ক্রমাবনত; ঠিক এরূপেই ভিক্ষু সপ্ত বোধ্যঙ্গে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়। কীরূপে ভিক্ষু সপ্ত বোধ্যঙ্গে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু সপ্ত বোধ্যঙ্গে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়।

২. ভিক্ষুগণ, যেমন গঙ্গানদী পূর্বদিকে ক্রমশ ঢালু, পূর্বাভিমুখী ও পূর্বদিকে ক্রমাবনত; ঠিক এরূপেই ভিক্ষু সপ্ত বোধ্যঙ্গে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়। কীরূপে ভিক্ষু সপ্ত বোধ্যঙ্গে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু সপ্ত বোধ্যঙ্গে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়।"

৩. ভিক্ষুগণ, যেমন গঙ্গানদী পূর্বদিকে ক্রমশ ঢালু, পূর্বাভিমুখী ও

পূর্বদিকে ক্রমাবনত; ঠিক এরূপেই ভিক্ষু সপ্ত বোধ্যঙ্গে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়। কীরূপে ভিক্ষু সপ্ত বোধ্যঙ্গে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু অমৃতোগধ (অমৃতে নিমজ্জনের ন্যায়), অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসান করে স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসান করে ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু সপ্ত বোধ্যঙ্গে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়।

৪. ভিক্ষুগণ, যেমন গঙ্গানদী পূর্বদিকে ক্রমশ ঢালু, পূর্বাভিমুখী ও পূর্বদিকে ক্রমাবনত; ঠিক এরূপেই ভিক্ষু সপ্ত বোধ্যঙ্গে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়। কীরূপে ভিক্ষু সপ্ত বোধ্যঙ্গে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী ও নির্বাণের দিকে ক্রমোন্নত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী ও নির্বাণের দিকে ক্রমোন্নত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু সপ্ত বোধ্যঙ্গে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়।”

(অন্যান্য সূত্রাদিও এষণা বর্গের ন্যায় বিস্তারিতব্য)।

গঙ্গাপেয়্যাল বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

ছয় পূর্বদিকে নিম্ন হয়, সমুদ্রে নিম্ন ছয়;
ছয় দু-গুণে দ্বাদশ হয়, তা দ্বারা বর্গ বলা হয়॥

১০. অপ্রমাদ বর্গ

১-১০. তথাগতাদি সূত্র

২৭০-২৭৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, যে-সকল সত্ত্বগণ পদহীন ও দ্বিপদবিশিষ্ট এবং চতুষ্পদ ও বহুপদবিশিষ্ট আছে... ।" (পূর্ববৎ বিস্তারিতব্য)

অপ্রমাদ বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

তথাগত, পদ, কূট, মূল, সার আর বস্সিক উক্ত;
রাজা, চন্দ্র-সূর্য, বস্ত্রে দশটি পদ যুক্ত॥
(অপ্রমাদ বর্গ বোজ্ঝাঙ্গ সংযুক্তের বোজ্ঝাঙ্গ ভেদে বিস্তারিতব্য)

১১. বলকরণীয় বর্গ

১-১২. বলাদি সূত্র

২৮০-২৯১.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, যে-সমস্ত করণীয় কর্ম শক্তি প্রয়োগ করে করা হয়... ।"

বলকরণীয় বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

বল, বীজ, নাগ, বৃক্ষ, কুম্ভ ও সূক হয় উক্ত;
আকাশ, মেঘ দ্বয়, নৌকা, আগন্তুক ও নদী যুক্ত॥
(বলকরণীয় বর্গ বোজ্ঝাঙ্গ সংযুক্তের বোজ্ঝাঙ্গ ভেদে বিস্তারিতব্য)

১২. এষণা (অন্বেষণ) বর্গ

১-১০. এষণাদি সূত্র (অন্বেষণাদি)

২৯২-৩০১.১. "হে ভিক্ষুগণ, ত্রিবিধ এষণা বিদ্যমান। সেই ত্রিবিধ কী কী? কাম-এষণা, ভব-এষণা ও ব্রহ্মচর্য-এষণা... ।" (পূর্ববৎ বিস্তারিতব্য)

এষণা বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

এষণা, অহংকার, আসব, ভব, দুঃখতাত্রয়;
খিল, মল, দুঃখ, বেদনা, তৃষ্ণা, প্রার্থনায় শেষ হয়॥
(বোজ্ঝাঙ্গ সংযুক্তের এষণাপেয়্যাল নিশ্রিতের ন্যায় বিস্তারিতব্য)

১৩. ওঘ (স্রোত) বর্গ

১-৮. ওঘাদি সূত্র

৩০২-৩০৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, চারিবিধ ওঘ বিদ্যমান। সেই চারি কী কী? কাম-ওঘ, ভব-ওঘ, দৃষ্টি-ওঘ এবং অবিদ্যা-ওঘ...।" (পূর্ববৎ বিস্তারিতব্য)

১০. ঊর্ধ্বভাগীয় সূত্র

৩১১.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন[১] বিদ্যমান। সেই পঞ্চ কী কী? রূপরাগ, অরূপরাগ, মান (অহংকার), ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা। এগুলোই হচ্ছে পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন অভিজ্ঞাত-পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় (ধ্বংস) ও প্রহান করে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করা উচিত। সেই সপ্ত কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই এই পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন অভিজ্ঞাত-পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় (ধ্বংস) ও প্রহান করে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করা উচিত।

২. ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন বিদ্যমান। সেই পঞ্চ কী কী? রূপরাগ, অরূপরাগ, মান (অহংকার), ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা। এগুলোই হচ্ছে পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন অভিজ্ঞাত-পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় (ধ্বংস) ও প্রহান করে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করা উচিত। সেই সপ্ত কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় এবং মোহবিনয় পর্যাবসান করে স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় এবং মোহবিনয় পর্যাবসান করে ধর্মবিচয়-

---

[১]। ভবচক্রে বা সংসারে সত্ত্বগণকে সংযুক্ত বা আবদ্ধ করে রাখে বলে সংযোজন বলা হয়।

সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই এই পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন অভিজ্ঞাত-পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় (ধ্বংস) ও প্রহান করে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করা উচিত।

৩. ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন বিদ্যমান। সেই পঞ্চ কী কী? রূপরাগ, অরূপরাগ, মান (অহংকার), ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা। এগুলোই হচ্ছে পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন অভিজ্ঞাত-পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় (ধ্বংস) ও প্রহান করে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করা উচিত। সেই সপ্ত কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু অমৃতোগধ (অমৃতে নিমজ্জনের ন্যায়), অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসান করে স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসান করে ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই এই পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন অভিজ্ঞাত-পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় (ধ্বংস) ও প্রহান করে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করা উচিত।

৪. ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন বিদ্যমান। সেই পঞ্চ কী কী? রূপরাগ, অরূপরাগ, মান (অহংকার), ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা। এগুলোই হচ্ছে পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন অভিজ্ঞাত-পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় (ধ্বংস) ও প্রহান করে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করা উচিত। সেই সপ্ত কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী ও নির্বাণের দিকে ক্রমোন্নত স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী ও নির্বাণের দিকে ক্রমোন্নত ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই এই পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন অভিজ্ঞাত-পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় (ধ্বংস) ও প্রহান করে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করা উচিত।" দশম সূত্র।

ওঘ বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

ওঘ, যোগ, উপাদান, গ্রন্থি, অনুশয়;
কামগুণ, নীবরণ, স্কন্ধ, অধো-ঊর্ধ্বভাগীয় হয়॥

১৪. পুনঃ গঙ্গাপেয়্যাল বর্গ

৩১২-৩২৩.১. পুনঃ গঙ্গানদী ইত্যাদি সূত্র

চতুর্দশ বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

ছয় পূর্বদিকে নিম্ন হয়, সমুদ্রে নিম্ন ছয়;
ছয় দু-গুণে দ্বাদশ হয়, তা দ্বারা বর্গ বলা হয়॥
(বোজ্ঝাঙ্গ সংযুক্তের গঙ্গাপেয়্যাল রাগ ভেদে বিস্তারিতব্য)

১৫. পুনঃ অপ্রমাদ বর্গ

৩২৪-৩৩৩. তথাগতাদি সূত্র

পঞ্চদশ বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

তথাগত, পদ, কূট, মূল, সার আর বস্সিক উক্ত;
রাজা, চন্দ্র-সূর্য, বস্ত্রে দশটি পদ যুক্ত॥
(অপ্রমাদ বর্গ রাগ ভেদে বিস্তারিতব্য)

১৬. পুনঃ বলকরণীয় বর্গ

৩৩৪-৩৪৫. পুনঃ বলাদি সূত্র

ষষ্ঠদশ বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

বল, বীজ, নাগ, বৃক্ষ, কুম্ভ ও সূক হয় উক্ত;
আকাশ, মেঘ দ্বয়, নৌকা, আগন্তুক ও নদী যুক্ত॥
(বোজ্ঝাঙ্গ সংযুক্তের বলকরণীয় বর্গ রাগ ভেদে বিস্তারিতব্য)

১৭. পুনঃ এষণা (অন্বেষণ) বর্গ

৩৪৬-৩৫৬. পুনঃ এষণাদি সূত্র

পুনঃ এষণা বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

এষণা, অহংকার, আসব, ভব, দুঃখ ত্রয়;
খিল, মল, দুঃখ, বেদনা, তৃষ্ণা, প্রার্থনায় শেষ হয়॥

১৮. পুনঃ ওঘ (স্রোত) বর্গ

৩৫৭-৩৬৬. **পুনঃ ওঘাদি সূত্র**

বোজ্ঝাঙ্গ সংযুক্তের পুনঃ ওঘ বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

ওঘ, যোগ, উপাদান, গ্রন্থি, অনুশয়;
কামগুণ, নীবরণ, স্কন্ধ, অধো-ঊর্ধ্বভাগীয় হয়॥

(রাগবিনয় পর্যাবসান-দোষবিনয় পর্যাবসান ও মোহবিনয় পর্যাবসান বর্গ বিস্তারিতব্য) (মার্গসংযুক্ত যেরূপে বিস্তারিতব্য, বোজ্ঝাঙ্গ সংযুক্তও সেরূপে বিস্তারিতব্য)

বোজ্ঝাঙ্গ সংযুক্ত সমাপ্ত।

৩. স্মৃতিপ্রস্থান সংযুক্ত

১. আম্রপালি বর্গ

১. আম্রপালি[১] সূত্র

১৬৭.১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান বৈশালীতে আম্রপালির বনে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে "হে ভিক্ষুগণ," বলে আহ্বান করলেন। ভিক্ষুগণ "হ্যাঁ ভদন্ত," বলে ভগবানের প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। তখন ভগবান এরূপ বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির জন্য, শোক-পরিদেবন সম্যকরূপে অতিক্রমের জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্য তিরোধানের জন্য, ন্যায় মার্গ লাভ ও নির্বাণ সাক্ষাতের জন্য ইহাই একমাত্র পথ; যথা—চারি স্মৃতিপ্রস্থান। সেই চারি প্রকার কী কী? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা[২] ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির জন্য, শোক-পরিদেবন সম্যকরূপে অতিক্রমের জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্য তিরোধানের জন্য, ন্যায় মার্গ লাভ ও নির্বাণ সাক্ষাতের জন্য চারি স্মৃতিপ্রস্থানই একমাত্র পথ।"

ভগবান এরূপ বললে ভিক্ষুগণ প্রসন্নচিত্তে ভগবানের ভাষণ অনুমোদন করলেন। প্রথম সূত্র।

২. স্মৃতি সূত্র

১৬৮.১. একসময় ভগবান বৈশালীতে আম্রপালির বনে অবস্থান

---

[১]। আম্রপালি বৈশালী নগরের নানা গুণবতী ও পরমা সুন্দরী বারবিলাসিনী ছিলেন। তাঁর গর্ভে ও রাজা বিম্বিসারের ঔরসে অভয় রাজকুমারের জন্ম হয়েছিল। অপদান গ্রন্থে উক্ত হয়েছে যে, 'আম্রপালি আম্রশাখান্তরে উপপাতিকরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তদ্ধেতু তাঁর নাম আম্রপালি হয়েছিল'।—বিস্তৃত দ্রষ্টব্য, পরিনিব্বান সুত্তং, পৃ. ২৪৭-২৪৮, রাজগুরু ধর্মরত্ন মহাস্থবির।

[২]। পরসম্পত্তির প্রতি বিষম লোভকে অভিধ্যা বলে। অভিধ্যার দুই অঙ্গ; যথা—(ক) পরের দ্রব্য ও (খ) নিজের করে নেয়া।—সারসংগ্রহ, প্রথম খণ্ড; পৃ. ১৭৮।

করছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে "হে ভিক্ষুগণ," বলে আহ্বান করলেন। ভিক্ষুগণ "হ্যাঁ ভদন্ত," বলে ভগবানের প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। তখন ভগবান এরূপ বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করা উচিত। ইহাই তোমাদের প্রতি আমাদের অনুশাসন। ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু স্মৃতিমান হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। এরূপেই ভিক্ষু স্মৃতিমান হয়।

৩. "হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু সম্প্রজ্ঞানী হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু গমনাগমন করার সময় সম্প্রজ্ঞানী হয়। সে অবলোকন, নিরীক্ষণ ও হস্তপদ সঙ্কোচন-প্রসারণকালেও সম্প্রজ্ঞানী হয়। সঙ্ঘাটি, পাত্র ও চীবর ধারণকালে, ভোজনে, পানাহারে ও আস্বাদনকালে সম্প্রজ্ঞানী হয়। বাহ্য-প্রস্রাব ত্যাগে, গমনে, দাঁড়ানে, উপবেশনে, শয়নে, জাগরণে, ভাষণে এবং মৌনাবলম্বনেও সম্প্রজ্ঞানী হয়। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু সম্প্রজ্ঞানী হয়। ভিক্ষুর স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করা উচিত। ইহাই তোমাদের প্রতি আমাদের অনুশাসন।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. ভিক্ষু সূত্র

৩৬৯.১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী কর্তৃক নির্মিত জেতবনারামে অবস্থান করছিলেন। অনন্তর জনৈক ভিক্ষু[১] ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট হয়ে সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "ভন্তে, তা উত্তম হয়, যদি ভগবান আমাকে সংক্ষিপ্তভাবে ধর্মোপদেশ প্রদান করেন; যেন আমি ভগবানের ধর্মোপদেশ শ্রবণপূর্বক একাকী নির্জনে অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও প্রেষিতাত্ম হয়ে অবস্থান করতে সক্ষম হই।"

---

[১]। এই ভিক্ষুটি প্রথমে তার কর্মস্থান ভাবনায় উপেক্ষাভাব দেখিয়েছিল এবং তা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছিল।—অর্থকথা।

"(তখন ভগবান বললেন,) এই ধর্ম-বিনয়ে এরূপে কোনো কোনো মোঘপুরুষ (মূর্খজন) আমাকে এভাবে অনুরোধ করে, আমার ভাষিত ধর্ম অনুস্মরণ করা উচিত বলে মনে করে মাত্র[১]।"

৩. "ভন্তে, ভগবান আমাকে সংক্ষিপ্তভাবে ধর্মদেশনা প্রদান করুন, সুগত আমাকে সংক্ষিপ্তভাবে ধর্মদেশনা প্রদান করুন। আমি ভগবানের ভাষিত অর্থ অল্পমাত্রই জানি, ভগবানের ভাষণের অল্পমাত্রই আমার আয়ত্তাধীন।" "ভিক্ষু, তাহলে তুমি প্রথমে আদি কুশলধর্মসমূহে বিশুদ্ধ হও। সেই কুশলধর্মসমূহের আদি কী কী? যথা—সুবিশুদ্ধ শীল ও ঋজুদৃষ্টি।" ভিক্ষু, যখন হতে তুমি সেই শীলে সুবিশুদ্ধ ও ঋজুদৃষ্টিসম্পন্ন হবে, তখন হতে তুমি শীলকে নিশ্রয় করে ও শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ত্রিবিধ প্রকারে চারি স্মৃতিপ্রস্থানে মনোনিবেশ করবে।

৪. সেই চারি প্রকার কী কী? হে ভিক্ষু, এক্ষেত্রে তুমি বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে অধ্যাত্ম বা অভ্যন্তর কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান কর। এরূপে বাহ্যিক বা বাহির কায়ে কায়ানুদর্শী, অধ্যাত্ম ও বাহ্যিক কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান কর। অধ্যাত্ম বেদনায় বেদনানুদর্শী, বাহ্যিক বেদনায় বেদনানুদর্শী এবং অধ্যাত্ম ও বাহ্যিক বেদনায়ও বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান কর। অধ্যাত্ম চিত্তে চিত্তানুদর্শী, বাহ্যিক চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং অধ্যাত্ম ও বাহ্যিক চিত্তেও চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান কর। অধ্যাত্ম ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী, বাহ্যিক ধর্মে ধর্মানুদর্শী এবং অধ্যাত্ম ও বাহ্যিক ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান কর। ভিক্ষু, যখন হতে তুমি শীলকে নিশ্রয় করে ও শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ত্রিবিধ প্রকারে এই চারি স্মৃতিপ্রস্থানে মনোনিবেশ করবে, তখন হতে তোমার দিবা-রাত্রি যতই যাপিত হবে ততই কুশলধর্মসমূহে শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়।"

৫. অতঃপর সেই ভিক্ষু ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন ও অনুমোদন করে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষু একাকী নির্জনে অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও প্রেষিতাত্ম হয়ে

---

[১]। F.L Wood Ward-এর ইংরেজি তর্জমায় এই বাক্যটি ভিক্ষুর উক্তিরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু, মূল পালিতে প্রথম বাক্যে এবং দ্বিতীয় বাক্যেও ঊর্ধ্ব কমার ব্যবহার দেখা যায়। যাতে মনে হয় এই বাক্যটি বুদ্ধের। ধারণাটি নিছক নয়। কেননা অর্থকথায় বলা হয়েছে, ভিক্ষুটি নিজ সাধনার বিষয় ভাবনা কর্মস্থানের প্রতি প্রথমে অবহেলাভাব প্রদর্শন করেছিলেন। পরে সংবিগ্ন হয়ে বুদ্ধের কাছে গমন করেন এবং এই ধর্মোপদেশের সূত্রপাত ঘটে।

অবস্থান করতে করতে অচিরেই যার জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকভাবে আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হন, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যের পর্যাবসান এবং ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞান প্রত্যক্ষ ও লাভ করে অবস্থান করতে লাগলেন। 'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখমুক্তির জন্য আর অন্য কোনো কর্তব্য নেই' এরূপ জানতে পারলেন। তখন সেই ভিক্ষু অর্হৎগণের মধ্যে অন্যতর অর্হৎ হলেন। তৃতীয় সূত্র।

৪. শালা সূত্র

৩৭০.১. একসময় ভগবান কোশলরাজ্যে ব্রাহ্মণ গ্রামশালায় অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে "হে ভিক্ষুগণ," বলে আহ্বান করলেন। ভিক্ষুগণ "হ্যাঁ ভদন্ত," বলে ভগবানের প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। তখন ভগবান এরূপ বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, যেই ভিক্ষুরা এই ধর্ম-বিনয়ে নতুন, অচিরপ্রব্রজিত ও অধুনাগত সেই ভিক্ষুদের চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা গ্রহণ করানো, নিবিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত করানো তোমাদের উচিত। সেই চারি প্রকার কী কী?

৩. (তাদের তোমাদের এরূপ বলা উচিত—) আবুসোগণ, এক্ষেত্রে তোমরা কায়বিষয়ক যথাযথ জ্ঞান লাভের জন্য বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও একীভূত-চিত্ত[১] হয়ে, বিপ্রসন্ন, সমাহিত ও একাগ্রচিত্তে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান কর। অনুরূপভাবে বেদনাবিষয়ক যথাযথ জ্ঞান লাভের জন্য বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তবিষয়ক যথাযথ জ্ঞান লাভের জন্য চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মবিষয়ক যথাযথ জ্ঞান লাভের জন্য ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান কর।

৪. ভিক্ষুগণ, যেই শৈক্ষ্য ভিক্ষুরাও অনধিগত (অপ্রাপ্ত) মনে অনুত্তর যোগক্ষেম প্রার্থনা করে অবস্থান করে, তারাও কায়বিষয়ক পরিজ্ঞান লাভের জন্য বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও একীভূত-চিত্ত হয়ে, বিপ্রসন্ন, সমাহিত ও একাগ্রচিত্তে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে বেদনাবিষয়ক পরিজ্ঞান লাভের জন্য বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তবিষয়ক পরিজ্ঞান লাভের জন্য চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মবিষয়ক পরিজ্ঞান লাভের জন্য ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

---

[১]। 'একোদিভূতা' বলতে ক্ষণিক সমাধিলব্ধ একাগ্র ও সমাহিত অবস্থা।—অর্থকথা। তুলনীয়—বিশুদ্ধিমার্গ পৃ. ১৪৪।

৫. ভিক্ষুগণ, যেই ভিক্ষুগণ অর্হৎ[১], ক্ষীণাসব, জীবন উদ্‌যাপিত, ভার অপসৃত, করণীয় কৃত, সদর্থপ্রাপ্ত ও ভব সংযোজন পরিক্ষীণ করে সম্যকরূপে বিমুক্ত, তারাও কায়ে বিসংযুক্ত হয়ে বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও একীভূত-চিত্ত হয়ে, বিপ্রসন্ন, সমাহিত ও একাগ্রচিত্তে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে বেদনায় বিসংযুক্ত হয়ে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে বিসংযুক্ত হয়ে চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে বিসংযুক্ত হয়ে ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

৬. হে ভিক্ষুগণ, যেই ভিক্ষুরা এই ধর্ম-বিনয়ে নতুন, অচিরপ্রব্রজিত ও অধুনাগত সেই ভিক্ষুদের এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা গ্রহণ করানো, নিবিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত করানো তোমাদের উচিত।" চতুর্থ সূত্র।

৫. অকুশলরাশি সূত্র

৩৭১.১. শ্রাবস্তী নিদান। তথায় ভগবান এরূপ বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চ নীবরণের প্রতি মন্তব্য করার সময় একজন যথার্থই বলে যে—'ইহা অকুশল রাশি'। কেবল, ভিক্ষুগণ, সম্পূর্ণ অকুশলরাশিই হচ্ছে এই পঞ্চ নীবরণ। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? কামচ্ছন্দ-নীবরণ, ব্যাপাদ-নীবরণ, স্ত্যানমিদ্ধ (আলস্য-তন্দ্রা)-নীবরণ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য (চঞ্চলতা-অনুশোচনা)-নীবরণ ও বিচিকিৎসা (সন্দেহ)-নীবরণ। এই পঞ্চ নীবরণের প্রতি মন্তব্য করার সময় একজন যথার্থই বলে যে, 'ইহা অকুশল রাশি'। কেবল, ভিক্ষুগণ, সম্পূর্ণ অকুশলরাশিই হচ্ছে এই পঞ্চ নীবরণ।"

২. "হে ভিক্ষুগণ, চারি স্মৃতিপ্রস্থানের প্রতি মন্তব্য করার সময় একজন যথার্থই বলে যে, 'ইহা কুশলরাশি'। কেবল, ভিক্ষুগণ, সম্পূর্ণ কুশলরাশিই হচ্ছে এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান। সেই চারি প্রকার কী কী? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী

---

[১]। যিনি পাপরূপ অরিকে বিধ্বংশ করেছেন, যিনি সংসাররূপ অরা বা পাখি বিহত করেছেন, যিনি পূজার্হ ও যিনি প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনো প্রকার পাপচিত্ত পোষণ করেন না তিনিই অর্হৎ নামে অভিহিত। এই অর্হৎই অশৈক্ষ্য পুদ্গালের মধ্যে পরিগণিত হয়, কারণ তাঁর আর কোনো শিক্ষণীয় বিষয় থাকে না। থেরগাথা পৃ. ৫৪৭। অর্হৎ শব্দের আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশুদ্ধিমার্গে ২৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ও ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। এই চারি স্মৃতিপ্রস্থানের প্রতি মন্তব্য করার সময় একজন যথার্থই বলে যে, 'ইহা কুশল রাশি'। কেবল, ভিক্ষুগণ, সম্পূর্ণ কুশলরাশিই হচ্ছে এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান।" পঞ্চম সূত্র।

৬. শ্যেন (বাজপাখি) সূত্র

৩৭২.১. "হে ভিক্ষুগণ, একসময় অতীতে একটি বাজপাখি একটি তিতির পক্ষীকে সহসা ছোঁ মেরে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। অতঃপর বাজপাখি তিতির পক্ষীকে ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় তিতির পক্ষীটি এরূপ আর্তনাদ করতে লাগল—'আমাদের কী দুর্ভাগ্য, আমাদের পুণ্য কতই না অল্প যে, আমরা অগোচরে (অনুপযুক্ত স্থানে) ও পরভূমিতে বিচরণ করেছি। আজ যদি আমরা গোচরে (উপযুক্ত স্থানে) ও আপন পৈতৃক ভূমিতে বিচরণ করতাম, তাহলে বাস্তবিক অর্থে আমার এ অবস্থা হতো না, লড়াই হতো।'

বাজ পাখিটি তখন এরূপ বলল, 'তিতির, তোমাদের সেই আপন পৈতৃক ভূমি কোথায়?' 'লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণকৃত বড় ঢেলার স্থান।' ভিক্ষুগণ, অতঃপর বাজপাখিটি নিজ শক্তিমত্তায় উদ্ধত হয়ে (গর্ব বা অহংকার করে) ও নিজ শক্তিমত্তার কথা বলতে বলতে স্বয়ং তিতির পক্ষীটিকে এই বলে ছেড়ে দিল—'যাও, তবে তিতির, তথায় গিয়েও তুমি আমার নিকট হতে মুক্তি পাবে না।'

২. ভিক্ষুগণ, অনন্তর সেই পক্ষীটি লাঙ্গল দ্বারা কর্ষিত মাটির ঢেলার স্থানে গমনপূর্বক মস্তবড় ঢেলার উপরে উঠে বাজপাখিটিকে এরূপ বলতে লাগল—'বাজপাখি, এখন আমার কাছে এসো দেখি, পারলে এখন এসো।' অতঃপর বাজপাখিটি নিজ শক্তিমত্তায় উদ্ধত হয়ে (গর্ব করে) ও নিজ শক্তিমত্তার কথা বলতে বলতে পক্ষীটিকে সহসা উভয় পাখায় ধরে আবদ্ধ করতে তার সম্মুখবর্তী হলো। 'আমাকে ধরার জন্য বাজপাখিটি আসছে' ইহা জ্ঞাত হয়ে তিতির পক্ষীটি সেই বড় ঢেলার মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। ভিক্ষুগণ, তখন বাজপাখিটির বক্ষঃস্থল (সেই ঢেলার আঘাতে) খণ্ডবিখণ্ড হয়েছিল। ভিক্ষুগণ, যে অগোচরে (অনুপযুক্ত স্থানে) ও পরভূমিতে বিচরণ করে তার এরূপই দশা হয়।

৩. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, তোমরা অগোচরে (অনুপযুক্ত স্থানে) ও পরভূমিতে বিচরণ করো না। অগোচর ও পরভূমিতে বিচরণ করলে মার নিম্নগামী করবে ও আলম্বন (সুযোগ) লাভ করবে। ভিক্ষুর অগোচর ও পরভূমি কী? যথা—

পঞ্চ কামগুণ। সেই পঞ্চবিধ কী কী? ইষ্ট (আনন্দদায়ক), কান্ত (প্রীতিকর), মনোজ্ঞ (মনাপ), প্রিয়রূপ, কামোদ্দীপক ও প্রলোভনকারী চক্ষু বিজ্ঞেয় রূপ; অনুরূপভাবে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামোদ্দীপক ও প্রলোভনকারী শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ; ঘ্রাণ বিজ্ঞেয় গন্ধ; জিহ্বা বিজ্ঞেয় রস ও কায় বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য। ভিক্ষুগণ, ইহাই হচ্ছে ভিক্ষুর অগোচর ও পরভূমি।

৪. হে ভিক্ষুগণ, তোমরা গোচরে (উপযুক্ত স্থানে) ও আপন পৈতৃক ভূমিতে বিচরণ কর। গোচর ও আপন পৈতৃক ভূমিতে বিচরণ করলে মার নিম্নগামী করতে ও আলম্বন (সুযোগ) লাভ করতে পারবে না। ভিক্ষুর গোচর ও আপন পৈতৃক ভূমি কী? যথা—চারি স্মৃতিপ্রস্থান। সেই চারি প্রকার কী কী? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ইহাই হচ্ছে ভিক্ষুর গোচর ও আপন পৈতৃক ভূমি।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. মর্কট (বানর) সূত্র

৩৭৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, পর্বতরাজ হিমালয়ের এমন দুর্গম ও বিষম স্থান আছে, যেখানে বানর ও মানুষেরা বিচরণ করতো না। হিমালয়ের এমন দুর্গম ও বিষম স্থান আছে, যেখানে বানরেরা বিচরণ করতো কিন্তু মানুষেরা বিচরণ করতো না। পর্বতরাজ হিমালয়ের এমন সমান ও রমনীয় ভূমিভাগ আছে, যেখানে বানর ও মানুষেরা উভয়েই বিচরণ করতো। ভিক্ষুগণ, সেখানে শিকারিরা বানর ধরার জন্য বানরদের গমনাগমনের পথে ফাঁদ পেতে রাখত।

২. হে ভিক্ষুগণ, যেই বানরেরা বুদ্ধিমান ও অলোভী প্রকৃতির তারা ফাঁদটি দেখে বহুদূরে সরে যেত। আর যেই বানর মূর্খ ও লোভী প্রকৃতির সে সেই ফাঁদে গিয়ে হাত দিয়ে ধরতো, তখন সেই হাত ফাঁদে আটকা পড়ে। 'হাতটি ফাঁদ হতে ছাড়িয়ে নিব'—এই ইচ্ছায় অপর হাত দিয়ে ধরলে সে হাতও ফাঁদে আটকা পড়ে। 'উভয় হাত মুক্ত করব'—এই ভেবে পা দিয়ে ধরলে পাও ফাঁদে আটকা পড়ে। তারপর 'পা'সহ উভয় হাত মুক্ত করব'—এরূপ ভেবে অপর পা দিয়ে ধরলে সেই পাও আটকা পড়ে। 'উভয় হস্ত ও উভয় পা মুক্ত করব'—এই ইচ্ছায় তুণ্ড (মুখ) দিয়ে ধরলে সেই তুণ্ডও ফাঁদে আটকা পড়ে। ভিক্ষুগণ, দুর্ভাগ্য ও দুর্দশাগ্রস্ত সেই বানরটি পঞ্চ বন্ধনে আবদ্ধ

হয়ে শিকারীর ইচ্ছানুরূপ করণযোগ্য হয়ে ব্যথায় গোঙাতে থাকে। তখন শিকারি শেল বিদ্ধ করে সেই বানরটিকে ফাঁদ হতে ইচ্ছামত উত্তোলন করে ও জলন্ত কাষ্ঠ-অঙ্গারে পুড়িয়ে ভার[১] করে সাথে নিয়ে যায়। ভিক্ষুগণ, যে অগোচরে (অনুপযুক্ত স্থানে) ও পরভূমিতে বিচরণ করে তার এরূপ দশাই হয়।

৩. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, তোমরা অগোচরে (অনুপযুক্ত স্থানে) ও পরভূমিতে বিচরণ করো না। অগোচর ও পরভূমিতে বিচরণ করলে মার নিম্নগামী করবে ও আলম্বন (সুযোগ) লাভ করবে। ভিক্ষুর অগোচর ও পরভূমি কী? যথা—পঞ্চ কামগুণ। সেই পঞ্চবিধ কী কী? ইষ্ট (আনন্দদায়ক), কান্ত (প্রীতিকর), মনোজ্ঞ (মনাপ), প্রিয়রূপ, কামোদ্দীপক ও প্রলোভনকারী চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ; অনুরূপভাবে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামোদ্দীপক ও প্রলোভনকারী শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ; ঘ্রাণ বিজ্ঞেয় গন্ধ; জিহ্বাবিজ্ঞেয় রস ও কায়বিজ্ঞেয় স্পষ্টব্য। ভিক্ষুগণ, ইহাই হচ্ছে ভিক্ষুর অগোচর ও পরভূমি।

৪. ভিক্ষুগণ, তোমরা গোচরে (উপযুক্ত স্থানে) ও আপন পৈতৃক ভূমিতে বিচরণ কর। গোচর ও আপন পৈতৃক ভূমিতে বিচরণ করলে মার নিম্নগামী করতে ও আলম্বন (সুযোগ) লাভ করতে পারবে না। ভিক্ষুর গোচর ও আপন পৈতৃক ভূমি কী? যথা—চারি স্মৃতিপ্রস্থান। সেই চারি প্রকার কী কী? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ইহাই হচ্ছে ভিক্ষুর গোচর ও আপন পৈতৃক ভূমি।" সপ্তম সূত্র।

৮. পাচক সূত্র

৩৭৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, মূর্খ, অনভিজ্ঞ ও অনিপুণ পাচক রাজা ও মহামাত্যদের জন্য টক, তিক্ত (তিতা), ঝাল, মিষ্ট, লবণাক্ত, পানসে, ক্ষার ও ক্ষারহীন প্রভৃতি স্বাদের তরিতরকারি প্রস্তুত করে থাকে।

---

[১]। ভার করে সাথে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি আমাদের পালি পাঠে নেই। কিন্তু, শ্রীলংকান পাঠে দেখা যায়, "তস্মিং যেব মক্কটং উদ্ধরিত্বা যেন কামং পক্কমতি" অর্থাৎ সেই বানরটিকে তুলে নিয়ে ইচ্ছানুরূপ স্থলে চলে যায়। আমরা এই অর্থটিই গ্রহণ করেছি। অর্থকথা এই বিষয়ে নিশ্চুপ।

২. ভিক্ষুগণ, সেই মূর্খ, অনভিজ্ঞ ও অনিপুণ পাচক নিজের প্রভুর জন্য এরূপ (রান্না পদ্ধতি) শিক্ষা করে না—'প্রভু আজ আমার দ্বারা রন্ধিত এই তরকারি পছন্দ করবেন, কাছে টেনে দেখবেন, বেশি বেশি নিবেন এবং এই তরকারির প্রশংসা করবেন।' অনুরূপভাবে 'প্রভু আজ আমার দ্বারা টক, তিক্ত, ঝাল, মিষ্ট, লবণাক্ত, পানসে, ক্ষার ও ক্ষারহীন প্রভৃতি স্বাদের রন্ধিত তরকারি পছন্দ করবেন, কাছে টেনে দেখবেন, বেশি বেশি নেবেন এবং এই তরকারির প্রশংসা করবেন।'

৩. ভিক্ষুগণ, সেই মূর্খ, অনভিজ্ঞ ও অনিপুণ পাচক পোশাক-পরিচ্ছদ, বেতন এমনকি উপহারও পায় না। কী কারণে পায় না? মূর্খ, অনভিজ্ঞ ও অনিপুণ পাচক নিজের প্রভুর জন্য (রান্না পদ্ধতি) শিক্ষা না করার কারণে। ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে পাচকের ন্যায় মূর্খ, অনভিজ্ঞ ও অনিপুণ ভিক্ষু আছে, যে বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করার সময় তার চিত্ত সমাধিস্থ হয় না এবং উপক্লেশসমূহও প্রহীন হয় না। সে তজ্জন্য শিক্ষাও গ্রহণ করে না। অনুরূপভাবে সে বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করার সময় তার চিত্ত সমাধিস্থ হয় না এবং উপক্লেশসমূহও প্রহীন হয় না। সে তজ্জন্য শিক্ষাও গ্রহণ করে না।

৪. ভিক্ষুগণ, তদ্ধেতু সেই মূর্খ, অনভিজ্ঞ ও অনিপুণ ভিক্ষু ইহজীবনে সুখে অবস্থান করতে পারে না এবং স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানের অধিকারী হতে পারে না। তার কারণ কী? কারণ, সেই মূর্খ, অনভিজ্ঞ ও অনিপুণ ভিক্ষু আপন চিত্তের নিমিত্ত সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করে না।'

৫. ভিক্ষুগণ, পণ্ডিত, অভিজ্ঞ ও নিপুণ পাচক যেমন রাজা ও মহামাত্যদের জন্য টক, তিক্ত (তিতা), ঝাল, মিষ্ট, লবণাক্ত, পানসে, ক্ষার ও ক্ষারহীন প্রভৃতি স্বাদের তরিতরকারি প্রস্তুত করে থাকে।"

৬. "ভিক্ষুগণ, সেই পণ্ডিত, অভিজ্ঞ ও নিপুণ পাচক নিজের প্রভুর জন্য এরূপ (রান্না পদ্ধতি) শিক্ষা করে—'প্রভু আজ আমার দ্বারা রন্ধিত এই তরকারি পছন্দ করবেন, কাছে টেনে দেখবেন, বেশি বেশি নিবেন এবং এই তরকারির প্রশংসা করবেন।' অনুরূপভাবে 'প্রভু আজ আমার দ্বারা টক, তিক্ত, ঝাল, মিষ্ট, লবণাক্ত, পানসে, ক্ষার ও ক্ষারহীন প্রভৃতি স্বাদের রন্ধিত তরকারি পছন্দ করবেন, কাছে টেনে দেখবেন, বেশি বেশি নেবেন এবং এই

তরকারির প্রশংসা করবেন।’

৭. ভিক্ষুগণ, তখন সেই পণ্ডিত, অভিজ্ঞ ও নিপুণ পাচক পোশাক-পরিচ্ছদ, বেতন এমনকি উপহারও লাভ করে। কী কারণে লাভ করে? পণ্ডিত, অভিজ্ঞ ও নিপুণ পাচক নিজের প্রভুর জন্য (রান্না পদ্ধতি) শিক্ষা করার কারণে। তদ্রূপ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে পাচকের ন্যায় পণ্ডিত, অভিজ্ঞ ও নিপুণ ভিক্ষু আছে, যে বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করার সময় তার চিত্ত সমাধিস্থ হয় এবং উপক্লেশসমূহও প্রহীন হয়। সে তজ্জন্য শিক্ষাও গ্রহণ করে। অনুরূপভাবে সে বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করার সময় তার চিত্ত সমাধিস্থ হয় এবং উপক্লেশসমূহও প্রহীন হয়। সে তজ্জন্য শিক্ষাও গ্রহণ করে।

৮. হে ভিক্ষুগণ, তদ্ধেতু সেই পণ্ডিত, অভিজ্ঞ ও নিপুণ ভিক্ষু ইহজীবনে সুখে অবস্থান করতে পারে এবং স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানের অধিকারী হয়। তার কারণ কী? কারণ, সেই পণ্ডিত, অভিজ্ঞ ও নিপুণ ভিক্ষু আপন চিত্তের নিমিত্ত সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করে।” অষ্টম সূত্র।

৯. গ্লান (রোগী) সূত্র

৩৭৫.১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান বৈশালীতে বেলুব গ্রামে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, তোমরা বৈশালীর চতুর্দিকে যথানুরূপ মিত্র, সখা ও বন্ধুরা মিলে বর্ষা উদ্‌যাপন কর। আমি এই বেলুব গ্রামেই বর্ষা উদ্‌যাপন করব।” “তথাস্তু ভন্তে,” বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানের সম্মতি লাভ করে বৈশালীর চতুর্দিকে যথানুরূপ মিত্র, সখা ও বন্ধুরা মিলে বর্ষা উদ্‌যাপন করলেন। ভগবানও সেই বেলুব গ্রামেই বর্ষা উদ্‌যাপন করলেন।

২. অনন্তর বর্ষা উদ্‌যাপনের পর ভগবানের কঠিন, তীব্র দুঃখ-বেদনাবর্ধক ও মরণ-ব্যাধি উৎপন্ন হলো। তখন ভগবান রোগের তীব্র যন্ত্রণা স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে সহ্য করতে লাগলেন। অতঃপর ভগবানের মনে এরূপ চিন্তা উদয় হলো যে—“আমি আমার পরিচারকের সাথে বিনা মন্ত্রণায় এবং ভিক্ষু

সংঘকে না জানিয়ে পরিনির্বাণ[১] লাভ করব' তা আমার পক্ষে যথাযথ ও উচিত হবে না। সুতরাং আমার এই ব্যাধি বীর্য পরাক্রমের দ্বারা বিতাড়িত করে আয়ু-সংস্কার অধিষ্ঠান করে অবস্থান করা উচিত।" অনন্তর ভগবান সেই ব্যাধি বীর্য পরাক্রমের বলে বিতাড়িত করে আয়ু-সংস্কার অধিষ্ঠান করলেন। (তখন ভগবানের ব্যাধি উপশম হলো)।

৩. অতঃপর ভগবান আরোগ্য লাভ করে, রোগমুক্তির অনতিবিলম্বে চিকিৎসালয় হতে বের হয়ে বিহারের পেছনে ছায়াময় স্থানে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন, ভন্তে, আমি ভগবানের সুখ-অবস্থান, রোগ নিরাময় ও সুস্থতা লক্ষ করেছি। তবুও ভন্তে, ভগবানের অসুস্থতা দেখেও আমার নিজের শরীর মাতালের ন্যায় উন্মত্ত, দিক-বিদিকও আমার নিকট পরিষ্কার নয় এমনকি ধর্মসমূহও আমার নিকট প্রতিভাত হয়নি। অধিকন্তু ভন্তে, শ্বাস গ্রহণের সময়ে পর্যন্ত আমার এরূপ মনে হয়েছিল যে—'ভগবান ভিক্ষুসংঘকে উপলক্ষ করে যতদিন পর্যন্ত কিছু না বলবেন, ততদিন পর্যন্ত ভগবান পরিনির্বাণ লাভ করবেন না।"

৪. "হে আনন্দ, ভিক্ষুসংঘ আমার কাছে আর কী প্রত্যাশা করে? মৎ কর্তৃক অনন্তর-অবাহির[২] ভাবেই ধর্ম দেশিত হয়েছে। তথাগতের ধর্মে কোনো আচার্যমুষ্টি[৩] নেই। আনন্দ, যার এরূপ চিন্তার উদয় হয়—'আমি

---

[১]। 'পরি-নি' উপসর্গের সহিত 'বাণ' শব্দের সমাসে 'পরিনির্বাণ' পদ সিদ্ধ হয়েছে। 'বাণ' তৃষ্ণারই নামান্তর। তৃষ্ণা অপর সাধারণ সহকারী কারণ সহযোগে জীবগণকে ভব হতে ভবান্তরে 'সিব্বণ' বা বন্ধন করায় বলে 'বাণ' নামে অভিহিত হয়। অথবা 'বাণ' অর্থ তীর। লোভ, দ্বেষ, মোহ সংখ্যাত ক্লেশতীরজনিত দুঃখ নেই বলেও নির্বাণ। 'নি' উপসর্গে তৃষ্ণার অভাব এবং 'পরি' উপসর্গে সর্বোতভাবে অভাব, এই অর্থ প্রকাশ করতেছে। অর্থাৎ যে ধর্ম প্রত্যক্ষ করলে লোকের স্বকীয় তৃষ্ণা-বন্ধন বা ত্রয়ীসংখ্যাত তীর নিরবশেষ বিনষ্টিকৃত হয়, তাহাই পরিনির্বাণ। সংক্ষেপে বলতে গেলে সর্ববিধ দুঃখের নিরোধ বা পরিনিবৃত্তিই পরিনির্বাণ।—মহাপরিনির্বাণ সূত্র। নির্বাণ শব্দের আরও বিস্তারিত অর্থ দেখুন—সদ্ধর্ম রত্নাকর, পৃ. ৪২১; মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃ. ১৭৭।

[২]। 'অনন্তর' বলতে বুঝায় সামান্যমাত্র বাদ না দিয়ে পূর্ণাঙ্গরূপে শিক্ষা দেয়া। আর 'অবাহির' বলতে মাত্রাতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় বিষয় বর্জনপূর্বক শিক্ষা দেয়া।

[৩]। আচার্যমুষ্টি বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে, আচার্যগণ তাদের বিদ্যার বিশেষ একটি গুপ্ত অংশ কাউকে শিক্ষা দেন না। মৃত্যু-শয্যায় নির্দিষ্ট প্রিয় শিষ্যকে ডেকে তা শিক্ষা দেন। সেরূপ গোপনীয়তা তথাগতের মধ্যে অবিদ্যমান।—অর্থকথা।

ভিক্ষু সংঘকে পরিচালনা করব' কিংবা 'ভিক্ষুসংঘ মমোদ্দেশিক[১] হোক বা আমার নির্দেশ মেনে চলুক'; সে-ই ভিক্ষুসংঘকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলতে চাইলে বলুক। তথাগতের মনে এরূপ চিন্তার উদয় হয় না—'আমি ভিক্ষুসংঘকে পরিচালনা করব' কিংবা 'ভিক্ষুসংঘ মমোদ্দেশিক হোক বা আমার নির্দেশ মেনে চলুক'। তাহলে আনন্দ, তথাগত ভিক্ষুসংঘকে উদ্দেশ করে কিছুমাত্র কিবা বলবেন! বর্তমানে আমি জীর্ণ, বৃদ্ধ, মহল্লক (পরিপক্ব), বয়স অর্ধগত এবং জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি। আমার আশি বছর বয়স চলছে। জীর্ণ শকট যেমন অতিরিক্ত যত্নের মাধ্যমে ঠিকে থাকে মাত্র, ঠিক তদ্রুপ, আনন্দ, তথাগতের শরীরও অর্হত্ত্বফলের গুণে (সহায়তায়) ঠিকে আছে মাত্র।"

৫. "আনন্দ, যেই সময়ে তথাগত সকল নিমিত্তে মনোযোগ না দিয়ে কোনো কোনো বেদনাসমূহের নিরোধে অনিমিত্ত চিত্ত-সমাধি লাভ করে অবস্থান করেন; সেই সময়ে তথাগতের কায়ে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ হয়। আনন্দ, তদ্ধেতু তোমরা আত্মদ্বীপ, আত্মশরণ, অনন্যশরণ এবং ধর্মদ্বীপ, ধর্মশরণ ও অনন্যশরণ হয়ে অবস্থান কর।"

৬. হে আনন্দ, কীরূপে ভিক্ষু আত্মদ্বীপ, আত্মশরণ, অনন্যশরণ[২] এবং ধর্মদ্বীপ, ধর্মশরণ ও অনন্যশরণ হয়ে অবস্থান করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। এরূপেই ভিক্ষু আত্মদ্বীপ, আত্মশরণ, অনন্যশরণ এবং ধর্মদ্বীপ, ধর্মশরণ ও অনন্যশরণ হয়ে অবস্থান করে। আনন্দ, আমার বর্তমানে কিংবা পরিনির্বাণের পর যেই ভিক্ষুগণ এভাবে আত্মদ্বীপ, আত্মশরণ, অনন্যশরণ এবং ধর্মদ্বীপ, ধর্মশরণ ও অনন্যশরণ হয়ে অবস্থান করবে, তারা আমার শাসনে শিক্ষাকামী ভিক্ষুগণের মধ্যে অগ্রতম হবে।" নবম সূত্র।

---

[১]। 'মমোদ্দেশিক' বলতে কী কর্তব্য বা অকর্তব্য সে বিষয়ে ভিক্ষুসংঘ সর্বদা আমার নির্দেশনা মেনে চলুক বা আমাকেই আরোচন করুক।

[২]। 'অনন্যস্মরণ' বলতে বুঝায় নিজের আশ্রয়ের জন্য অন্য কাউকেও গ্রহণ না করা অর্থাৎ স্বাধীন, জ্ঞানলাভে নিশ্চিত বা আত্মবিশ্বাসী, কারও আশ্রয়ে থাকে না এমন।

১০. ভিক্ষুণী শালা সূত্র

৩৭৬.১. অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ পূর্বাহ্ণ সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর গ্রহণপূর্বক কোনো এক ভিক্ষুণী শালায় উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। অতঃপর বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী যেখানে আয়ুষ্মান আনন্দ আছেন সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্টা সেই ভিক্ষুণীগণ আয়ুষ্মান আনন্দকে এরূপ বললেন :

২. "ভন্তে, আনন্দ, এখানে বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী চারি স্মৃতিপ্রস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্তে অবস্থান করে পূর্বাপর বৈশিষ্ট্যসমূহ স্পষ্টরূপে জ্ঞাত আছেন।" "তা এরূপ ভগিনীগণ, তা এরূপ, যেই ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী চারি স্মৃতিপ্রস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্তে অবস্থান করেন, তার এরূপই প্রত্যাশিত যে, তিনি পূর্বাপর বৈশিষ্ট্যসমূহ স্পষ্টরূপে জ্ঞাত হবেন।"

৩. অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ সেই ভিক্ষুণীগণকে ধর্মকথায় সন্দর্শিত, প্ররোচিত, সমুত্তেজিত এবং পুলকিত করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ শ্রাবস্তীতে পিণ্ডচারণ করে আহারকার্য সমাপনান্তে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন :

৪. "ভন্তে, আমি আজ পূর্বাহ্ণ সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর গ্রহণপূর্বক কোনো এক ভিক্ষুণী শালায় উপস্থিত হয়েছিলাম। সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করি। অনন্তর বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী আমার কাছে উপস্থিত হয়ে আমাকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। অতঃপর একান্তে উপবিষ্টা সেই ভিক্ষুণীগণ আমাকে এরূপ বললেন, 'ভন্তে, আনন্দ, এখানে বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী চারি স্মৃতিপ্রস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্তে অবস্থান করে পূর্বাপর বৈশিষ্ট্যসমূহ স্পষ্টরূপে জ্ঞাত আছেন।' তখন আমি সেই ভিক্ষুণীগণকে এরূপ বললাম—'তা এরূপ ভগিনীগণ, তা এরূপই, যেই ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী চারি স্মৃতিপ্রস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্তে অবস্থান করেন, তার এরূপই প্রত্যাশিত যে, তিনি পূর্বাপর বৈশিষ্ট্যসমূহ স্পষ্টরূপে জ্ঞাত হবেন।"

৫. "তা এরূপ আনন্দ, তা এরূপই, যেই ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী চারি স্মৃতিপ্রস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্তে অবস্থান করে, তার এরূপই প্রত্যাশিত যে, সে পূর্বাপর বৈশিষ্ট্যসমূহ স্পষ্টরূপে জ্ঞাত হবে। চারি প্রকার কী কী? আনন্দ,

এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করার সময় তার কায়িক আলম্বন (অবলম্বন বা সুযোগ) ও কায়িক পরিলাহ (যাতনা) উৎপন্ন হয়। চিত্ত সঙ্কুচিত ও বাহ্যিক বিষয়ে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। তদ্ধেতু আনন্দ, সে-সময়ে ভিক্ষুর কোনো কোনো প্রসাদযোগ্য নিমিত্তে (বা বিষয়ে) চিত্তকে উপস্থাপিত করা উচিত। প্রসাদযোগ্য নিমিত্তে চিত্তকে উপস্থাপিত করার সময় তার পরমানন্দ উৎপন্ন হয়। পরমানন্দিত ব্যক্তির প্রীতি উৎপন্ন হয়। প্রীতমনার কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্তকায়ার সুখ অনুভূত হয়। সুখিত ব্যক্তির চিত্ত সমাধিস্থ হয়। তখন সে এরূপেই বিবেচনা করে—'যে কারণে আমি চিত্তকে উপস্থাপিত করেছিলাম, তা আমার লাভ হয়েছে।' এখন আমি সেই প্রসাদনীয় বিষয় অপসারণ করতে যাচ্ছি[১]। সে তা অপসারণ করে এবং সেই বিষয়ে আর চিন্তা ও বিচার করে না। তারপর 'আমি অবিতর্ক ও অবিচারাতীত হয়ে আধ্যাত্মিকরূপে স্মৃতিমান ও সুখী' বলে সে নিজেকে সম্যকরূপে জানতে পারে।

৬. পুনশ্চ, আনন্দ, ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী অবস্থান করে। এরূপে বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করার সময় তার ধর্ম আলম্বন ও কায়িক পরিলাহ (যাতনা) উৎপন্ন হয়। চিত্ত সঙ্কুচিত ও বাহ্যিক বিষয়ে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। তদ্ধেতু আনন্দ, সে-সময়ে ভিক্ষুর কোনো কোনো প্রসাদযোগ্য নিমিত্তে (বা বিষয়ে) চিত্তকে উপস্থাপিত করা উচিত। প্রসাদযোগ্য নিমিত্তে চিত্তকে উপস্থাপিত করার সময় তার (অভিনিবিষ্টকারীর) পরমানন্দ উৎপন্ন হয়। পরমানন্দিত ব্যক্তির প্রীতি উৎপন্ন হয়। প্রীতমনার কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্তকায়ার সুখ অনুভূত হয়। সুখিত ব্যক্তির চিত্ত সমাধিস্থ হয়। তখন সে এরূপেই বিবেচনা করে—'যে কারণে আমি চিত্তকে উপস্থাপিত করেছিলাম, তা আমার লাভ হয়েছে।' এখন আমি সেই প্রসাদনীয় বিষয় অপসারণ করতে যাচ্ছি। সে তা অপসারণ করে এবং সেই বিষয়ে আর চিন্তা ও বিচার করে না। তারপর 'আমি অবিতর্ক ও অবিচারাতীত হয়ে আধ্যাত্মিকরূপে স্মৃতিমান ও সুখী' বলে সে নিজেকে সম্যকরূপে জানতে পারে।

৭. পুনশ্চ, আনন্দ, ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং

---

[১]। অর্থাৎ প্রসাদযোগ্য বিষয় হতে চিত্তকে ফিরিয়ে আনা।

জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। এরূপে চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করার সময় তার ধর্ম আলম্বন ও কায়িক পরিলাহ (যাতনা) উৎপন্ন হয়। চিত্ত সঙ্কুচিত ও বাহ্যিক বিষয়ে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। তদ্ধেতু আনন্দ, সে-সময়ে ভিক্ষুর কোনো কোনো প্রসাদযোগ্য নিমিত্তে (বা বিষয়ে) চিত্তকে উপস্থাপিত করা উচিত। প্রসাদযোগ্য নিমিত্তে চিত্তকে উপস্থাপিত করার সময় তার (অভিনিবিষ্টকারীর) পরমানন্দ উৎপন্ন হয়। পরমানন্দিত ব্যক্তির প্রীতি উৎপন্ন হয়। প্রীতমনার কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্তকায়ার সুখ অনুভূত হয়। সুখিত ব্যক্তির চিত্ত সমাধিস্থ হয়। তখন সে এরূপেই বিবেচনা করে—'যে কারণে আমি চিত্তকে উপস্থাপিত করেছিলাম, তা আমার লাভ হয়েছে।' এখন আমি সেই প্রসাদনীয় বিষয় অপসারণ করতে যাচ্ছি। সে তা অপসারণ করে এবং সেই বিষয়ে আর চিন্তা ও বিচার করে না। তারপর 'আমি অবিতর্ক ও অবিচারাতীত হয়ে আধ্যাত্মিকরূপে স্মৃতিমান ও সুখী' বলে সে নিজেকে সম্যকরূপে জানতে পারে।

৮. পুনশ্চ, আনন্দ, ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। এরূপে ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করার সময় তার ধর্ম আলম্বন ও কায়িক পরিলাহ (যাতনা) উৎপন্ন হয়। চিত্ত সঙ্কুচিত ও বাহ্যিক বিষয়ে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। তদ্ধেতু আনন্দ, সে-সময়ে ভিক্ষুর কোনো কোনো প্রসাদযোগ্য নিমিত্তে (বা বিষয়ে) চিত্তকে উপস্থাপিত করা উচিত। প্রসাদযোগ্য নিমিত্তে চিত্তকে উপস্থাপিত করার সময় তার (অভিনিবিষ্টকারীর) পরমানন্দ উৎপন্ন হয়। পরমানন্দিত ব্যক্তির প্রীতি উৎপন্ন হয়। প্রীতমনার কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্তকায়ার সুখ অনুভূত হয়। সুখিত ব্যক্তির চিত্ত সমাধিস্থ হয়। তখন সে এরূপেই বিবেচনা করে—'যে কারণে আমি চিত্তকে উপস্থাপিত করেছিলাম, তা আমার লাভ হয়েছে।' এখন আমি সেই প্রসাদনীয় বিষয় অপসারণ করতে যাচ্ছি। সে তা অপসারণ করে এবং সেই বিষয়ে আর চিন্তা ও বিচার করে না। তারপর 'আমি অবিতর্ক ও অবিচারাতীত হয়ে আধ্যাত্মিকরূপে স্মৃতিমান ও সুখী' বলে সে নিজেকে সম্যকরূপে জানতে পারে। এরূপেই মনোনিবেশ বা প্রণিধানযোগে ভাবনা (অনুশীলন) হয়।

৯. আনন্দ, প্রণিধানযোগে ভাবনা কীরূপ? আনন্দ, ভিক্ষু নিজ চিত্তকে বাহ্যিক বিষয়ে অপ্রণিধানের মাধ্যমে প্রকৃষ্টরূপে জানে যে, 'বাহ্যিক বিষয়ে আমার চিত্ত অপ্রণিহিত (আকাঙ্ক্ষারহিত)।' তারপর সে প্রকৃষ্টরূপে জানতে

পারে যে—'আমার চিত্ত পূর্বে ও পরে[১] 'অসংক্ষিপ্ত, বিমুক্ত ও অপ্রণিহিত।' অতঃপর সে আরও সম্যকরূপে জানতে পারে—'আমি বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী, স্মৃতিমান ও সুখী হয়ে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করছি'। অনুরূপভাবে 'আমি বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী, স্মৃতিমান ও সুখী হয়ে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করছি' বলেও সম্যকরূপে জানতে পারে। এরূপেই অপ্রণিধানযোগে ভাবনা হয়।

১০. আনন্দ, এই প্রণিধানযোগে ভাবনা ও অপ্রণিধানযোগে ভাবনা মৎ কর্তৃক দেশিত হলো। আনন্দ, শ্রাবকগণের হিতের জন্য ও অনুকম্পাপূর্বক শাস্তাগণের দ্বারা যা করণীয়, তা আমার দ্বারা তোমাদের প্রতি সম্পাদিত হয়েছে। এই বৃক্ষমূল ও শূন্যাগারাদি আছে! ধ্যান কর, প্রমত্ত হয়ো না, পরবর্তীতে অনুশোচনাকারী হয়ো না। ইহাই তোমাদের প্রতি আমাদের অনুশাসন।"

ভগবান এরূপ বললে আয়ুষ্মান আনন্দ প্রসন্ন মনে ভগবানের ভাষণ অনুমোদন করলেন। দশম সূত্র।

আম্রপালি বর্গ প্রথম সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

আম্রপালি, স্মৃতি, ভিক্ষু, শালা, কুশলরাশি;
বাজপাখি, মর্কট, পাচক, রোগী, ভিক্ষুণীশালা॥

২. নালন্দা বর্গ

১. মহাপুরুষ সূত্র

৩৭৭.১. শ্রাবস্তী নিদান। অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "ভন্তে, এই যে, 'মহাপুরুষ, মহাপুরুষ' বলা হয়। কী প্রকারে একজন মহাপুরুষ হয়?" হে সারিপুত্র, চিত্তবিমুক্ত[২] ব্যক্তিকেই আমি

---

[১]। 'পূর্বে' বলতে অর্হত্ত্বফল লাভের পূর্ব অবস্থা এবং 'পরে' বলতে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্তির পরবর্তী অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে।

[২]। শমথ ও বির্দশন ভাবনায় সমাধি-প্রধান হয়ে যাদের ধ্যান ও মার্গ লাভ হয়, তাদের চিত্তবিমুক্ত বলে।—মধ্যমনিকায় দ্বিতীয় খণ্ড; পৃ. ৮৩।

'মহাপুরুষ' বলি। চিত্ত অবিমুক্ত ব্যক্তিকে বলি না।"

৩. "সারিপুত্র, কীরূপে একজনে চিত্তবিমুক্ত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করার সময় তার চিত্ত উপাদানহীন হয়ে আসবসমূহ হতে বিচ্ছিন্ন ও বিমুক্ত হয়। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করার সময় তার চিত্ত উপাদানহীন হয়ে আসবসমূহ হতে বিচ্ছিন্ন ও বিমুক্ত হয়। ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করার সময় তার চিত্ত উপাদানহীন হয়ে আসবসমূহ হতে বিচ্ছিন্ন ও বিমুক্ত হয়। ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করার সময় তার চিত্ত উপাদানহীন হয়ে আসবসমূহ হতে বিচ্ছিন্ন ও বিমুক্ত হয়। এরূপেই একজনের চিত্তবিমুক্ত হয়। সারিপুত্র, চিত্তবিমুক্ত ব্যক্তিকেই আমি 'মহাপুরুষ' বলি। চিত্ত-অবিমুক্ত ব্যক্তিকে বলি না।" প্রথম সূত্র।

২. নালন্দা সূত্র

৩৭৮.১. একসময় ভগবান নালন্দায় পাবারিকের আম্রবনে[১] অবস্থান করছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "ভন্তে, আমি ভগবানের প্রতি এরূপ প্রসন্ন! আমার মধ্যে এমন কোনো চেতনা ছিল না, ভবিষ্যতে হবে না এবং এখনও বিদ্যমান নেই যে, অন্য কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ ভগবান হতে সম্বোধি বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর।"

---

[১]। ভগবান এই পাবারিক আম্রবনে অবস্থান করে শিষ্যদিগের নিকট ধর্মোপদেশ প্রদান করতেন। তথাগতের প্রধান শিষ্য সারিপুত্র এখানকার নালকগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ও পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। পুরাকালে বৌদ্ধদের এই নালন্দায় সুবিখ্যাত বিরাট নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। মধ্যেভাগে এই নালন্দার 'বড় গাঁও' নাম ছিল বটে বর্তমানে পুন এর নাম নালন্দা দেয়া হয়েছে।—মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃ. ২৩৬, রাজগুরু ধর্মরত্ন মহাস্থবির।

৩. "হে সারিপুত্র, তা বড় চমৎকার ও দুঃসাহসিক বাক্য ভাষণ করেছ, যা একপক্ষ সমর্থনপূর্বক সিংহ-নিনাদের ন্যায় তোমার দ্বারা ভাষিত যে—'ভন্তে, আমি ভগবানের প্রতি এরূপ প্রসন্ন! আমার মধ্যে এমন কোনো চেতনা ছিল না, ভবিষ্যতে হবে না এবং এখনও বিদ্যমান নেই যে, অন্য কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ ভগবান হতে সম্বোধি বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর।'

৪. সারিপুত্র, তুমি কি সুদূর অতীতে যে-সকল অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ ছিলেন, সে-সকল ভগবানের চিত্ত বা চিত্তবৃত্তি সম্বন্ধে জ্ঞাত আছ যে—'সেই ভগবানগণ এরূপ শীলসম্পন্ন ছিলেন; 'তাঁদের ধর্ম এরূপ ছিল' বা 'তাঁরা এরূপ প্রজ্ঞাবান ছিলেন; 'এরূপেই বা তাঁরা অবস্থান করতেন' এবং 'ভগবানগণ এতাদৃশ বিমুক্ত ছিলেন?'"

"না, ভন্তে।"

"হে সারিপুত্র, তুমি কি সুদূর ভবিষ্যতে যে-সকল অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ হবেন, সে-সকল ভগবানের চিত্ত বা চিত্তবৃত্তি সম্বন্ধে জ্ঞাত আছ যে—'সেই ভগবানগণ এরূপ শীলসম্পন্ন হবেন'; 'তাঁদের ধর্ম এরূপ হবে' বা 'তাঁরা এরূপ প্রজ্ঞাবান হবেন'; 'এরূপেই বা তাঁরা অবস্থান করবেন' এবং 'ভগবানগণ এতাদৃশ বিমুক্ত হবেন?'"

"না, ভন্তে।"

"সারিপুত্র, তাহলে কি বর্তমানে এই অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের চিত্ত বা চিত্তবৃত্তি সম্বন্ধে জ্ঞাত আছ যে—'ভগবান এরূপ শীলসম্পন্ন'; 'ভগবানের ধর্ম এরূপ' বা 'ভগবান এরূপ প্রজ্ঞাবান'; 'এরূপ অবস্থানকারী' এবং 'ভগবান এতাদৃশ বিমুক্ত?'"

"না, ভন্তে।"

৫. "সারিপুত্র, এক্ষেত্রে অতীত, অনাগত ও বর্তমান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধগণের চিত্ত সম্পর্কে পরিজ্ঞান তোমাতে নেই। অতঃপর সারিপুত্র, কী কারণে তুমি চমৎকার ও দুঃসাহসিক বাক্য এবং একপক্ষ সমর্থনপূর্বক সিংহ-নিনাদের ন্যায় ভাষণ করেছ যে—'আমি ভগবানের প্রতি এরূপ প্রসন্ন! আমার মধ্যে এমন কোনো চেতনা ছিল না, ভবিষ্যতে হবে না এবং এখনও বিদ্যমান নেই যে, অন্য কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ ভগবান হতে সম্বোধি বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর?'"

৬. "ভন্তে, অতীত, অনাগত ও বর্তমান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধগণের চিত্ত সম্পর্কে পরিজ্ঞান আমার নেই বটে, কিন্তু আমি ধর্মতা অনুসারে বিদিত আছি। ভন্তে, যেমন রাজা আপন নগর সীমানায় দৃঢ়ভিত্তি দিয়ে দেয়াল ও দৃঢ়

প্রাকারসহ এক দ্বারবিশিষ্ট তোরণ নির্মাণ করেন। তথায় পণ্ডিত, অভিজ্ঞ ও মেধাবী দৌবারিক (দ্বার রক্ষক) অপরিচিতদের নিবারণ এবং পরিচিতদের প্রবেশ করায়। তিনি তাঁর নগরের চতুর্দিকে অনুক্রমে (পর্যবেক্ষণের নিমিত্ত) ঘুরে যাবার সময় কোনো প্রাকারে ছিদ্র দেখতে পেতেন না, এমনকি বিড়াল বের হয়ে যাবার মতোন ছোট্ট ছিদ্র পর্যন্তও দেখতে পেতেন না। তখন তাঁর এরূপ ভাবোদয় হতো—যে-সকল স্থূলকায় প্রাণী এই নগরে প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ করছে তারা সকলে অবশ্যই এই দ্বার দিয়েই প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ করছে।' ভন্তে, এরূপেই আমি ধর্মতা অনুসারে বিদিত যে—'সুদূর অতীতে যে-সকল অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ ছিলেন, সে-সকল ভগবান পঞ্চ নীবরণ প্রহান করে ও চিত্তের উপক্লেশসমূহ প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল করে, চারি স্মৃতিপ্রস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্ত হয়ে এবং সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ যথাযথভাবে অনুশীলন করে অনুত্তর সম্যক সম্বোধিজ্ঞান লাভ করেছিলেন। ভন্তে, 'সুদূর ভবিষ্যতে যে-সকল অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ হবেন, সে-সকল ভগবান পঞ্চ নীবরণ প্রহান করে ও চিত্তের উপক্লেশসমূহ প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল করে, চারি স্মৃতিপ্রস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্ত হয়ে এবং সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ যথাযথভাবে অনুশীলন করে অনুত্তর সম্যক সম্বোধিজ্ঞান লাভ করবেন। এবং বর্তমানে ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধও পঞ্চ নীবরণ প্রহান করে ও চিত্তের উপক্লেশসমূহ প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল করে, চারি স্মৃতিপ্রস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্ত হয়ে এবং সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ যথাযথভাবে অনুশীলন করে অনুত্তর সম্যক সম্বোধিজ্ঞান লাভ করেছেন।"

৭. "সাধু সাধু, সারিপুত্র, তদ্ধেতু তুমি এই ধর্মপর্যায় (ধর্ম বিষয়ে যুক্তিমূলক প্রবন্ধ বা উপদেশ) ভিক্ষু-ভিক্ষুণী ও উপাসক-উপাসিকাদের পুনঃপুন ভাষণ কর। যে-সকল মোঘপুরুষ তথাগতের প্রতি আশঙ্কিত ও সন্দেহপরায়ণ, সে-সকল মোঘপুরুষ এই ধর্মপর্যায় শ্রবণ করে তথাগতের প্রতি তাদের যে আশঙ্কা ও সন্দেহ আছে তা তাদের দূরীভূত হবে।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. চুন্দ সূত্র

৩৭৯.১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর জেতবনারামে অবস্থান করছিলেন। সে-সময়ে আয়ুষ্মান সারিপুত্র পীড়িত, দুঃখিত ও অত্যধিক রোগাক্রান্ত হয়ে মগধের নালক গ্রামে অবস্থান করছিলেন। তখন শিক্ষানবিশ চুন্দ আয়ুষ্মান সারিপুত্রের পরিচারকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র সেই রোগে পরিনির্বাপিত

হলেন[১]। অনন্তর শিক্ষানবিশ চুন্দ আয়ুষ্মান সারিপুত্রের পাত্র-চীবর নিয়ে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর জেতবনারামে আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট শিক্ষানবিশ চুন্দ আয়ুষ্মান আনন্দকে এরূপ নিবেদন করলেন—"ভন্তে, আয়ুষ্মান সারিপুত্র পরিনির্বাপিত হয়েছেন। এই হচ্ছে তাঁর পাত্র-চীবর।"

২. "আবুসো চুন্দ, এই সংবাদের দরুন ভগবানের দর্শন লাভের একটি সুযোগ হলো। চুন্দ, আমরা ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ও অভিবাদন করে এই খবর জানাবো।" শিক্ষানবিশ চুন্দও "ভন্তে, তাই হোক" বলে আয়ুষ্মান আনন্দকে প্রত্যুত্তর দিলেন।

৩. অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ ও শিক্ষানবিশ চুন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, আজ এই শিক্ষানবিশ চুন্দ এসে আমাকে এরূপ বললেন, 'ভন্তে, আয়ুষ্মান সারিপুত্র পরিনির্বাপিত হয়েছেন; এই হচ্ছে তাঁর পাত্র-চীবর।' ভন্তে, 'আয়ুষ্মান সারিপুত্র পরিনির্বাপিত হয়েছেন' এরূপ শুনে আমার শরীর এখন মাতালের ন্যায়, দিক বিদিকও আমার নিকট পরিষ্কার নয় এমনকি ধর্মসমূহও আমার নিকট প্রতিভাত হয়নি।"

৪. "হে আনন্দ, তাহলে কি সারিপুত্র তোমার শীলস্কন্ধ নিয়ে পরিনির্বাপিত হয়েছে? সমাধিস্কন্ধ, প্রজ্ঞাস্কন্ধ, বিমুক্তিস্কন্ধ ও বিমুক্তিজ্ঞান-দর্শনস্কন্ধ নিয়ে পরিনির্বাপিত হয়েছে?"

"না ভন্তে, আয়ুষ্মান সারিপুত্র আমার শীলস্কন্ধ, সমাধিস্কন্ধ, প্রজ্ঞাস্কন্ধ, বিমুক্তিস্কন্ধ ও বিমুক্তিজ্ঞান-দর্শনস্কন্ধ নিয়ে পরিনির্বাপিত হননি। ভন্তে, অধিকন্তু আয়ুষ্মান সারিপুত্র আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং ওতীর্ণ, বিজ্ঞাপক (শিক্ষাদানে দক্ষ), সন্দর্শক, প্ররোচক, সমুত্তেজক, আনন্দবর্ধক, ধর্মদেশনায় অক্লিষ্ট ও ব্রহ্মচারীগণের অনুগ্রাহক ছিলেন। আমরা আয়ুষ্মান সারিপুত্রের সেই ধর্মোজ (ধর্মের নির্যাস), ধর্মভোগ (ধর্মাধিকার) ও ধর্মানুগ্রহ অনুস্মরণ করছি।"

৫. "আনন্দ, নিশ্চই আমার দ্বারা পূর্বে তা ভাষিত হয়েছে যে—'সকল

---

[১]। সারিপুত্রের পরিনির্বাণ কাহিনী থেরগাথায় 'সারিপুত্রের নির্বাণ যাত্রা', মহাপরিনির্বাণ সূত্রে ৫৬-৬১ পৃষ্ঠায় ও প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য।

প্রিয় ও মনোজ্ঞ বিষয়ে নানা অবস্থা, বিচ্ছিন্নতা ও অন্যথাভাব বিদ্যমান।' আনন্দ, তা কীভাবে সম্ভব, কেউ যদি আকাঙ্ক্ষা করে যে—'যা জন্ম হচ্ছে, বর্তমান, কারণ-সম্ভূত ও ক্ষণস্থায়ী, তা বিনাশ না হোক'—তা অসম্ভব। যেমন আনন্দ, সতেজ ও সারবান মহাবৃক্ষের বৃহৎ অংশ ভেঙে যাওয়ার ন্যায় মহতী ভিক্ষুসংঘের উপস্থিতিতেই, বিদ্যমান অবস্থায়ই সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্লায়ন পরিনির্বাপিত হলো। তা কীভাবে সম্ভব, কেউ যদি আকাঙ্ক্ষা করে যে—'যা জন্ম হচ্ছে, বর্তমান, কারণ-সম্ভূত ও ক্ষণস্থায়ী, তা বিনাশ না হোক'—তা অসম্ভব। আনন্দ, তদ্ধেতু তোমরা আত্মদ্বীপ, আত্মশরণ, অনন্যশরণ এবং ধর্মদ্বীপ, ধর্মশরণ ও অনন্যশরণ হয়ে অবস্থান কর।

আনন্দ, কীরূপে ভিক্ষু আত্মদ্বীপ, আত্মশরণ, অনন্যশরণ এবং ধর্মদ্বীপ, ধর্মশরণ ও অনন্যশরণ হয়ে অবস্থান করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। এরূপেই ভিক্ষু আত্মদ্বীপ, আত্মশরণ, অনন্যশরণ এবং ধর্মদ্বীপ, ধর্মশরণ ও অনন্যশরণ হয়ে অবস্থান করে। আনন্দ, আমার বর্তমানে কিংবা পরিনির্বাণের পর যেই ভিক্ষুগণ এভাবে আত্মদ্বীপ, আত্মশরণ, অনন্যশরণ এবং ধর্মদ্বীপ, ধর্মশরণ ও অনন্যশরণ হয়ে অবস্থান করবে, তারা আমার শাসনে শিক্ষাকামী ভিক্ষুগণের মধ্যে অগ্রতম হবে।" তৃতীয় সূত্র।

৪. উক্কচেল সূত্র

৩৮০.১. একসময় ভগবান সারিপুত্র-মৌদ্গাল্লায়নের পরিনির্বাণ লাভের কিছুদিন পর বজ্জী নগরীর উক্কচেলায় গঙ্গা নদীর তীরে মহতী ভিক্ষুসংঘের সাথে অবস্থান করছিলেন। তখন ভগবান ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হয়ে উন্মুক্ত আকাশে উপবিষ্ট ছিলেন।

২. অতঃপর ভগবান ভিক্ষুসংঘকে তূষ্ণীভূত (মৌনাবলম্বিত) দেখে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন—"ভিক্ষুগণ, সারিপুত্র-মৌদ্গাল্লায়নের পরিনির্বাণের দরুন আমার নিকট এই পরিষদ এখন শূন্যর ন্যায় মনে হচ্ছে। কিন্তু আমার এই পরিষদ শূন্য না হয়ে নিরপেক্ষ হয়ে সেই দিকে অবস্থান করে, যেই দিকে সারিপুত্র-মৌদ্গাল্লায়ন অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, আমার

যেমন সারিপুত্র-মৌদ্গল্লায়নের ন্যায় শিষ্য ছিল, সেরূপ সুদূর অতীতে যে-সকল অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধগণ ছিলেন, সে-সকল ভগবানগণেরও শ্রেষ্ঠ শ্রাবক যুগল ছিল। আমার যেমন সারিপুত্র-মৌদ্গাল্লায়নের ন্যায় শিষ্য ছিল, সেরূপই সুদূর ভবিষ্যতে যে-সকল অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধগণ হবেন, সে-সকল ভগবানগণেরও শ্রেষ্ঠ শ্রাবক যুগল হবে। ভিক্ষুগণ, শ্রাবকগণের কী আশ্চর্য গুণ! কী অদ্ভুত গুণ! শাস্তার শাসনে ধর্মোপদেশক ও প্রতিকারকারী হয় এবং চারি পরিষদের প্রিয়, মনোজ্ঞ ও গৌরবণীয় হয়। ভিক্ষুগণ তথাগতের কী আশ্চর্য গুণ! কী অদ্ভুত গুণ! এরূপ শ্রাবকযুগল পরিনির্বাণের পরও তথাগতের কোনো শোক ও পরিদেবন নেই! তা কীভাবে সম্ভব, ভিক্ষুগণ, কেউ যদি আকাঙ্ক্ষা করে যে—'যা জন্ম হচ্ছে, বর্তমান, কারণ-সম্ভূত ও ক্ষণস্থায়ী, তা বিনাশ না হোক'—তা অসম্ভব। যেমন ভিক্ষুগণ, সতেজ ও সারবান মহাবৃক্ষের বৃহৎ অংশ ভেঙে যাওয়ার ন্যায় মহতী ভিক্ষুসংঘের উপস্থিতিতেই, বিদ্যমান অবস্থায়ই সারিপুত্র ও মৌদ্গল্লায়ন পরিনির্বাপিত হলো। তা কীভাবে সম্ভব, কেউ যদি আকাঙ্ক্ষা করে যে—'যা জন্ম হচ্ছে, বর্তমান, কারণ-সম্ভূত ও ক্ষণস্থায়ী, তা বিনাশ না হোক'—তা অসম্ভব। ভিক্ষুগণ, তদ্ধেতু তোমরা আত্মদ্বীপ, আত্মশরণ, অনন্যশরণ এবং ধর্মদ্বীপ, ধর্মশরণ ও অনন্যশরণ হয়ে অবস্থান কর।

৩. ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু আত্মদ্বীপ, আত্মশরণ, অনন্যশরণ এবং ধর্মদ্বীপ, ধর্মশরণ ও অনন্যশরণ হয়ে অবস্থান করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। এরূপেই ভিক্ষু আত্মদ্বীপ, আত্মশরণ, অনন্যশরণ এবং ধর্মদ্বীপ, ধর্মশরণ ও অনন্যশরণ হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, আমার বর্তমানে কিংবা পরিনির্বাণের পর যেই ভিক্ষুগণ এভাবে আত্মদ্বীপ, আত্মশরণ, অনন্যশরণ এবং ধর্মদ্বীপ, ধর্মশরণ ও অনন্যশরণ হয়ে অবস্থান করবে, তারা আমার শাসনে শিক্ষাকামী ভিক্ষুগণের মধ্যে অগ্রতম হবে।" চতুর্থ সূত্র।

৫. বাহিয় সূত্র

৩৮১.১. শ্রাবস্তী নিদান। অতঃপর আয়ুষ্মান বাহিয় ভগবানের নিকট

উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান বাহিয় ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "ভন্তে, তা উত্তম হয়, যদি ভগবান আমাকে সংক্ষিপ্তভাবে ধর্মোপদেশ প্রদান করেন; যেন আমি ভগবানের ধর্মোপদেশ শ্রবণপূর্বক একাকী নির্জনে অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও প্রেষিতাত্ম হয়ে অবস্থান করতে সক্ষম হই।"

৩. "তদ্ধেতু, বাহিয়, প্রথমে তুমি আদি কুশলধর্মসমূহে বিশুদ্ধ হও। সেই কুশলধর্মসমূহের আদি কী কী? যথা—সুবিশুদ্ধ শীল ও ঋজুদৃষ্টি।" বাহিয়, যখন হতে তুমি সেই শীলে সুবিশুদ্ধ ও ঋজুদৃষ্টিসম্পন্ন হবে, তখন হতে তুমি শীলকে নিশ্রয় করে ও শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চারি স্মৃতিপ্রস্থানে মনোনিবেশ করবে।

৪. সেই চারি প্রকার কী কী? বাহিয়, এক্ষেত্রে তুমি বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান কর। অনুরূপভাবে বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান কর। বাহিয়, যখন হতে তুমি শীলকে নিশ্রয় করে ও শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চারি স্মৃতিপ্রস্থানে এরূপে মনোনিবেশ করবে, তখন হতে তোমার দিবা-রাত্রি যতই যাপিত হবে ততই কুশলধর্মসমূহে শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়।"

৫. অতঃপর আয়ুষ্মান বাহিয় ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন ও অনুমোদন করে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান বাহিয় একাকী নির্জনে অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও প্রেষিতাত্ম হয়ে অবস্থান করতে করতে অচিরেই যার জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকভাবে আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হন, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যের পর্যাবসান এবং ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞান প্রত্যক্ষ ও লাভ করে অবস্থান করতে লাগলেন। 'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখমুক্তির জন্য আর অন্য কোনো কর্তব্য নেই' এরূপ জানতে পারলেন। তখন আয়ুষ্মান বাহিয় অর্হৎগণের মধ্যে অন্যতর অর্হৎ হলেন। পঞ্চম সূত্র।

৬. উত্তিয় সূত্র

৩৮২.১. শ্রাবস্তী নিদান। অতঃপর আয়ুষ্মান উত্তিয়[১] ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান উত্তিয় ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "ভন্তে, তা উত্তম হয়, যদি ভগবান আমাকে সংক্ষিপ্তভাবে ধর্মোপদেশ প্রদান করেন; যেন আমি ভগবানের ধর্মোপদেশ শ্রবণপূর্বক একাকী নির্জনে অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও প্রেষিতাত্ম হয়ে অবস্থান করতে সক্ষম হই।"

৩. "তদ্ধেতু, উত্তিয়, প্রথমে তুমি আদি কুশলধর্মসমূহে বিশুদ্ধ হও। সেই কুশলধর্মসমূহের আদি কী কী? যথা—সুবিশুদ্ধ শীল ও ঋজুদৃষ্টি।" উত্তিয়, যখন হতে তুমি সেই শীলে সুবিশুদ্ধ ও ঋজুদৃষ্টিসম্পন্ন হবে, তখন হতে তুমি শীলকে নিশ্রয় করে ও শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চারি স্মৃতিপ্রস্থানে মনোনিবেশ করবে।

৪. সেই চারি প্রকার কী কী? উত্তিয়, এক্ষেত্রে তুমি বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান কর। অনুরূপভাবে বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান কর। উত্তিয়, যখন হতে তুমি শীলকে নিশ্রয় করে ও শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এই চারি স্মৃতিপ্রস্থানে এরূপে মনোনিবেশ করবে, তখন হতে তুমি মৃত্যুর এলাকা অতিক্রম করে নির্বাণে গমন করতে পারবে।"

৫. অতঃপর আয়ুষ্মান উত্তিয় ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন ও অনুমোদন করে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান উত্তিয় একাকী নির্জনে অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও প্রেষিতাত্ম হয়ে অবস্থান করতে করতে অচিরেই যার জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকভাবে আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হন, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যের পর্যাবসান এবং ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞান প্রত্যক্ষ ও লাভ করে অবস্থান

---

[১]। থেরগাথা গ্রন্থে উত্তিয় নামে তিনজন ভিক্ষু পরিদৃষ্ট হয়। এই উত্তিয় থেরগাথায় বর্ণিত প্রথম জন। ইনি সিদ্ধার্থ বুদ্ধের সময় চন্দ্রভাগা নদীতে কুম্ভীর হয়ে জন্মগ্রহণ করে পরতীরে গমনেচ্ছুক বুদ্ধকে প্রসন্নচিত্তে পরতীরে পার করে দিয়েছিলেন। বুদ্ধ তার চিত্ত প্রসাদিত দেখে তদ্‌মুহূর্তে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং কথিত নিয়মে সেই কুম্ভীর গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে 'উত্তিয়' নাম হয়েছিলেন। পরে তিনি প্রব্রজিত হয়ে অর্হত্ত্বমার্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বিস্তৃতার্থ—থেরগাথা, পৃ. ৪৩।

করতে লাগলেন। 'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখমুক্তির জন্য আর অন্য কোনো কর্তব্য নেই' এরূপ জানতে পারলেন। তখন আয়ুষ্মান উত্তিয় অর্হৎগণের মধ্যে অন্যতর অর্হৎ হলেন। ষষ্ঠ সূত্র।

৭. আর্য সূত্র

৩৮৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, আর্য-মুক্তিদাতা এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা তত্রস্থকর্মীর সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়ের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই চারি প্রকার কী কী? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, আর্য-মুক্তিদাতা এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা তত্রস্থকর্মীর সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়ের জন্য সংবর্তিত হয়।" সপ্তম সূত্র।

৮. ব্রহ্ম সূত্র

৩৮৪.১. অভিসম্বুদ্ধ লাভের পর একসময় ভগবান উরুবেলায় নৈরঞ্জনা নদীর তীরে অজপাল নিগ্রোধ বৃক্ষমূলে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর নির্জনে, একাকী অবস্থান করার সময় ভগবানের চিত্তে এরূপ পরিবিতর্ক উৎপন্ন হলো—"সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির জন্য, শোক-পরিদেবন সম্যকরূপে অতিক্রমের জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্য তিরোধানের জন্য, ন্যায়মার্গ লাভ ও নির্বাণ সাক্ষাতের জন্য ইহাই একমাত্র পথ; যথা—চারি স্মৃতিপ্রস্থান।

২. সেই চারি প্রকার কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষুর বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা উচিত। অনুরূপভাবে ভিক্ষুর বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা উচিত। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির জন্য, শোক-পরিদেবন সম্যকরূপে অতিক্রমের জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্য তিরোধানের জন্য, ন্যায় মার্গ লাভ ও নির্বাণ সাক্ষাতের জন্য চারি স্মৃতিপ্রস্থানই একমাত্র পথ।"

৩. অনন্তর ব্রহ্মা[১] সহম্পতি ভগবানের চিত্ত-পরিবিতর্ক জ্ঞাত হয়ে, বলবান পুরুষ যেমন সঙ্কুচিত বাহু প্রসারণ করে, প্রসারিত বাহু সঙ্কোচন করে; ঠিক সেরূপেই ব্রহ্মালোকে[২] অন্তর্হিত হয়ে ভগবানের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হলেন। অতঃপর ব্রহ্মা সহম্পতি উত্তরীয় বস্ত্র একাংশ করে ভগবানের দিকে প্রণাম করে ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভগবান, তা এরূপই সুগত, তা এরূপই যে, "সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির জন্য, শোক-পরিদেবন সম্যকরূপে অতিক্রমের জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্য তিরোধানের জন্য, ন্যায়মার্গ লাভ ও নির্বাণ সাক্ষাতের জন্য ইহাই একমাত্র পথ; যথা—চারি স্মৃতিপ্রস্থান।

৪. সেই চারি প্রকার কী কী? ভন্তে, এক্ষেত্রে ভিক্ষুর বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা উচিত। অনুরূপভাবে ভিক্ষুর বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা উচিত। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির জন্য, শোক-পরিদেবন সম্যকরূপে অতিক্রমের জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্য তিরোধানের জন্য, ন্যায়মার্গ লাভ ও নির্বাণ সাক্ষাতের জন্য চারি স্মৃতিপ্রস্থানই একমাত্র পথ।"

ব্রহ্মা সহম্পতি এরূপ বললেন। এরূপ বলার পর আবার এই গাথা ভাষণ করলেন :

"জন্ম ক্ষয়ের উপায় জ্ঞাতা, হিতকামী, দয়াবান,
যথাযথ জানেন তিনি একায়ন মার্গ সোপান;
সেই মার্গে সত্ত্ব বহু হয়েছে দুঃখস্রোত পার,
অনাগতে হবে আরও এখনো হচ্ছে পারাপার॥" অষ্টম সূত্র।

৯. সেদক সূত্র

৩৮৫.১. একসময় ভগবান সুম্বেতে অবস্থান করছিলেন, সেদক নামক

---

[১]। রূপব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মাদের দেহাবয়ব মানুষের মত কিন্তু স্ত্রী-পুং ভাবের প্রকাশ নেই। তাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও কায় বিদ্যমান থাকলেও চক্ষু-কর্ণ ব্যতীত অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলো নিষ্ক্রিয়।

[২]। ত্রিপিটক গ্রন্থে ১৬টি রূপব্রহ্মপুরী ও ৪টি অরূপব্রহ্মপুরী বিদ্যমান। এই ২০টি ব্রহ্মপুরীর মধ্যে ৫টি শুদ্ধাবাস ব্রহ্মপুরী। এই শুদ্ধাবাসে অনাগামী অর্থাৎ যাঁরা আর দেব-নরলোকে জন্মপরিগ্রহ করেন না, এমন মহাপুরুষগণ উৎপন্ন হন। অপর ১৫টি ব্রহ্মপুরী হতে কর্মফলে ব্রহ্মগণের পতন হয়। থেরগাথা পৃ. ৫৪৭।

সুম্ভদের নগরে। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন—

২. "হে ভিক্ষুগণ, পূর্বে এক চণ্ডালবংশীক[১] বাজিকর বাঁশের উপর উঠে তার ছাত্র (অন্তের্বাসী) মেদকথালিককে ডেকে বলল, 'সৌম্য মেদকথালিক, এসো, বাঁশ বেয়ে উঠে আমার উপরিস্কন্ধে উঠ।' 'আচার্য এরূপ হোক' বলে অন্তের্বাসী মেদকথালিক বাজিকরকে প্রত্যুত্তর দিয়ে বাঁশ বেয়ে উঠে আচার্যের উপরিস্কন্ধে স্থিত হলো। অতঃপর বাজিকর তার অন্তেবাসী মেদকথালিককে এরূপ বলল, 'সৌম্য মেদকথালিক, তুমি আমাকে রক্ষা কর, আমি তোমাকে রক্ষা করব। এভাবে আমরা একে অপরকে রক্ষিত, সুরক্ষিত করে খেলার নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে সক্ষম হবো, অর্থ উপার্জন করব এবং বাঁশ হতে আমরা নিরাপদে অবতরণ করতে পারব।' ভিক্ষুগণ, তিনি এরূপ বললে অন্তের্বাসী মেদকথালিক তার গুরু বাজিকরকে এরূপ বলল, 'হে আচার্য, কখনোই এরূপ হবে না। আপনি নিজেকে রক্ষা করুন আর আমিও নিজেকে রক্ষা করব। এরূপেই আমরা নিজেকে নিজে রক্ষিত, সুরক্ষিত করে স্ব স্ব ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে সক্ষম হবো, অর্থ উপার্জন করব এবং বাঁশ হতে আমরা নিরাপদে অবতরণ করতে সক্ষম হবো।"

৩. তারপর ভগবান এরূপ বললেন, "অন্তের্বাসী মেদকথালিক আচার্যকে যেরূপ বলল তাই হচ্ছে প্রকৃত নিয়ম। হে ভিক্ষুগণ, 'নিজেকে রক্ষা করব' এরূপ চাইলে স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা অনুশীলন করা উচিত আর 'অপরকে রক্ষা করব' এমনটা চাইলেও স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা অনুশীলন করা উচিত। ভিক্ষুগণ, নিজেকে রক্ষা করলে অপরকে রক্ষা করা হয় এবং অপরকে রক্ষা করলে নিজেকেও রক্ষা করা হয়।

৪. ভিক্ষুগণ, কীরূপে নিজেকে রক্ষা করলে অপরকে রক্ষা করা হয়? যেমন, (স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা) পুনঃপুন অভ্যাস, অনুশীলন এবং বারংবার সম্পাদনের মাধ্যমে নিজেকে রক্ষা করলে অপরকে রক্ষা করা হয়। কীরূপে অপরকে রক্ষা করলে নিজেকে রক্ষা করা হয়? ক্ষান্তি, অবিহিংসা, মৈত্রীচিত্ত ও সহানুভূতি প্রয়োগের মাধ্যমে অপরকে রক্ষা করলে নিজেকেও রক্ষা করা হয়। ভিক্ষুগণ, 'নিজেকে রক্ষা করব' এরূপ চাইলে স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা অনুশীলন করা উচিত, আর 'অপরকে রক্ষা করব' এমনটা চাইলেও স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা অনুশীলন করা উচিত। নিজেকে রক্ষা করলে অপরকে রক্ষা করা হয় এবং অপরকে রক্ষা করলে নিজেকেও রক্ষা করা হয়।" নবম

---

[১]। 'চণ্ডালবংসিকো' অর্থাৎ যিনি বাঁশের উপর দাড়িয়ে বিভিন্নভাবে ক্রীড়া প্রদর্শন করেন।

সূত্র।

১০. জনপদকল্যাণী সূত্র

৩৮৬.১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান সুম্বেতে অবস্থান করছিলেন, সেদক নামক সুম্ভদের নগরে। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে "হে ভিক্ষুগণ," বলে আহ্বান করলেন। ভিক্ষুগণও "হ্যাঁ ভদন্ত," বলে ভগবানের প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। তখন ভগবান এরূপ বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, মহাজনতা সমবেত হয়ে 'জনপদকল্যাণী, জনপদকল্যাণী' বলে থাকে। 'সেই জনপদকল্যাণী নৃত্য-গীতে শ্রেষ্ঠ আনন্দদায়িনী। সে নৃত্য-গীত প্রদানকালে 'জনপদকল্যাণী নাচছে, গাইছে'—এরূপ বলে প্রচুর জনসাধারণ উপস্থিত হতো। অতঃপর সেখানে প্রাণাকাঙ্ক্ষী, অমরণকামী (মরণেচ্ছাহীন), সুখকামী ও দুঃখে বিরুদ্ধভাবাপন্ন (দুঃখ পেতে পরমুখ) এক ব্যক্তি আগমন করল। তখন তাকে এরূপ বলা হলো—'হে পুরুষ, এই মহাসমাবেশের মধ্যে এবং জনপদকল্যাণীর সম্মুখ দিয়ে এই তৈলপাত্রটি তোমাকে বাইরে নিয়ে যেতে হবে। উন্মুক্ত তরবারি হাতে একজন ব্যক্তি তোমার পিছু পিছু গমন করবে। যখনই তুমি বিন্দুমাত্র তৈল মাটিতে ফেলবে তখনই সে তোমার মস্তক ছিন্ন করবে।' ভিক্ষুগণ, তা তোমরা কী মনে কর, সেই পুরুষ সেই তৈল পাত্রটি মনোযোগ না দিয়ে প্রমাদবশে বাইরে নিয়ে যায় কি?

"না, ভন্তে।"

৩. "ভিক্ষুগণ, তোমাদের একটি বিষয় বুঝানোর জন্যই আমি এই উপমা উপস্থাপন করেছি। এখানে 'কানায় কানায় পূর্ণ তৈলপাত্র' হচ্ছে কায়গত স্মৃতির অধিবচন বা অপর নাম। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য, 'আমাদের কায়গত স্মৃতি ভাবিত হবে, বহুলীকৃত, যানকৃত (পরস্পরযুক্ত যান সদৃশ), বাস্তুকৃত (পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অভ্যস্ত), অনুষ্ঠিত, পরিচিত ও ভালোরূপে আরব্ধ হবে।' তোমাদের এরূপই শিক্ষা করা উচিত।" দশম সূত্র।

নালন্দা বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

মহাপুরুষ, নালন্দা, চুন্দ, চেল ও বাহিয় সূত্র;
উত্তিয়, আর্য, ব্রহ্মা, সেদক, জনপদকল্যাণী হলো ব্যক্ত॥

৩. শীলস্থিতি বর্গ

১. শীল সূত্র

৩৮৭.১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় আয়ুষ্মান আনন্দ ও আয়ুষ্মান ভদ্র পাটলিপুত্রে কুক্কুটারামে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান ভদ্র সায়াহ্ন সময়ে নির্জন স্থান হতে উঠে আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দের সাথে সম্বোধন করলেন। সম্বোধনীয় কথা ও কুশল-বিনিময় করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান ভদ্র আয়ুষ্মান আনন্দকে এরূপ বললেন :

২. "আবুসো, আনন্দ, এই যে কুশল শীলসমূহ ভগবান কর্তৃক ভাষিত হয়েছে, সেই কুশলশীলসমূহ ভগবান কর্তৃক কী কারণে ভাষিত হয়েছে?"

৩. "সাধু, সাধু, আবুসো ভদ্র, তা অত্যন্ত মঙ্গলজনক, উন্মার্গ, উত্তমগুণসম্পন্ন, প্রতিভান ও কল্যাণকর প্রশ্ন করেছ। আবুসো ভদ্র, তুমি এরূপই প্রশ্ন করেছ—'এই যে কুশলশীলসমূহ ভগবান কর্তৃক ভাষিত হয়েছে, সেই কুশলশীলসমূহ ভগবান কর্তৃক কী কারণে ভাষিত হয়েছে?' "তা এরূপই আবুসো," "যেই কুশল শীলসমূহ ভগবান কর্তৃক ভাষিত হয়েছে, সেই কুশলশীলসমূহ চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনার জন্য ভগবান কর্তৃক ভাষিত হয়েছে।

৪. সেই চারি প্রকার কী কী? আবুসো, এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। আবুসো ভদ্র, যেই কুশলশীলসমূহ ভগবান কর্তৃক ভাষিত হয়েছে, সেই কুশলশীলসমূহ চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনার জন্য ভগবান কর্তৃক ভাষিত হয়েছে।" প্রথম সূত্র।

২. চিরস্থায়ী সূত্র

৩৮৮.১. পূর্ববৎ নিদান। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান ভদ্র আয়ুষ্মান আনন্দকে এরূপ বললেন :

২. "আবুসো আনন্দ, কোন হেতু ও কোন প্রত্যয়ে তথাগতের পরিনির্বাণের পর সদ্ধর্ম চিরস্থায়ী হয় না? আর কোন হেতু ও কোন প্রত্যয়ে

তথাগতের পরিনির্বাণের পর সদ্ধর্ম চিরস্থায়ী হয়?”

৩. “সাধু, সাধু, আবুসো ভদ্র, তা অত্যন্ত মঙ্গলজনক, উন্মার্গ, উত্তমগুণসম্পন্ন, প্রতিভান ও কল্যাণকর প্রশ্ন করেছ। আবুসো ভদ্র, তুমি এরূপই প্রশ্ন করেছ—‘কোন হেতু ও কোন প্রত্যয়ে তথাগতের পরিনির্বাণের পর সদ্ধর্ম চিরস্থায়ী হয় না? আর কোন হেতু ও কোন প্রত্যয়ে তথাগতের পরিনির্বাণের পর সদ্ধর্ম চিরস্থায়ী হয়?’ “তা এরূপই আবুসো,” “ভিক্ষু চারি স্মৃতিপ্রস্থানে অভাবিত ও অবহুলীকৃত হলে তথাগতের পরিনির্বাণের পর সদ্ধর্ম চিরস্থায়ী হয় না। আর চারি স্মৃতিপ্রস্থানে ভিক্ষু ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তথাগতের পরিনির্বাণের পর সদ্ধর্ম চিরস্থায়ী হয়।

৪. সেই চারি প্রকার কী কী? আবুসো, এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। আবুসো, এই চারি স্মৃতিপ্রস্থানে ভিক্ষু অভাবিত ও অবহুলীকৃত হলে তথাগতের পরিনির্বাণের পর সদ্ধর্ম চিরস্থায়ী হয় না। আর এই চারি স্মৃতিপ্রস্থানে ভিক্ষু ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তথাগতের পরিনির্বাণের পর সদ্ধর্ম চিরস্থায়ী হয়।” দ্বিতীয় সূত্র।

৩. পরিহান সূত্র

৩৮৯.১. একসময় আয়ুষ্মান আনন্দ ও আয়ুষ্মান ভদ্র পাটলিপুত্রে কুক্কুটারামে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান ভদ্র সায়াহ্ন সময়ে নির্জন স্থান হতে উঠে আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দের সাথে সম্বোধন করলেন। সম্বোধনীয় কথা ও কুশল-বিনিময় করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান ভদ্র আয়ুষ্মান আনন্দকে এরূপ বললেন :

২. “আবুসো, আনন্দ, কোন হেতু ও কোন প্রত্যয়ে সদ্ধর্ম পরিহীন হয়? আর কোন হেতু ও কোন প্রত্যয়ে সদ্ধর্ম পরিহীন হয় না?”

৩. “সাধু, সাধু, আবুসো ভদ্র, তা অত্যন্ত মঙ্গলজনক, উন্মার্গ, উত্তমগুণসম্পন্ন, প্রতিভান ও কল্যাণকর প্রশ্ন করেছ। আবুসো ভদ্র, তুমি এরূপই প্রশ্ন করেছ—‘কোন হেতু ও কোন প্রত্যয়ে সদ্ধর্ম পরিহীন হয়? আর কোন হেতু ও কোন প্রত্যয়ে সদ্ধর্ম পরিহীন হয় না?’ “তা এরূপই আবুসো,”

"ভিক্ষু চারি স্মৃতিপ্রস্থানে অভাবিত ও অবহুলীকৃত হলে সদ্ধর্ম পরিহীন হয়। আর চারি স্মৃতিপ্রস্থানে ভিক্ষু ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সদ্ধর্ম পরিহীন হয় না।

৪. সেই চারি প্রকার কী কী? আবুসো, এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। আবুসো, এই ভিক্ষু চারি স্মৃতিপ্রস্থানে অভাবিত ও অবহুলীকৃত হলে সদ্ধর্ম পরিহীন হয়। আর চারি স্মৃতিপ্রস্থানে ভিক্ষু ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সদ্ধর্ম পরিহীন হয় না।" তৃতীয় সূত্র।

৪. শুদ্ধ সূত্র

৩৯০.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, চারি প্রকার স্মৃতিপ্রস্থান বিদ্যমান আছে। সেই চারি প্রকার কী কী? আবুসো, এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, ইহাই হচ্ছে চারি প্রকার স্মৃতিপ্রস্থান।" চতুর্থ সূত্র।

৫. জনৈক ব্রাহ্মণ সূত্র

৩৯১.১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবনারামে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর জনৈক ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে সম্মোধন করলেন। সম্মোধনীয় কথা ও কুশল-বিনিময় করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "ভো গৌতম, কোন হেতু ও কোন প্রত্যয়ে তথাগতের পরিনির্বাণের পর সদ্ধর্ম চিরস্থায়ী হয় না? আর কোন হেতু ও কোন প্রত্যয়ে তথাগতের পরিনির্বাণের পর সদ্ধর্ম চিরস্থায়ী হয়?"

৩. "হে ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু চারি স্মৃতিপ্রস্থানে অভাবিত ও অবহুলীকৃত হলে

তথাগতের পরিনির্বাণের পর সদ্ধর্ম চিরস্থায়ী হয় না। আর চারি স্মৃতিপ্রস্থানে ভিক্ষু ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তথাগতের পরিনির্বাণের পর সদ্ধর্ম চিরস্থায়ী হয়।

৪. সেই চারি প্রকার কী কী? ব্রাহ্মণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ব্রাহ্মণ, এই চারি স্মৃতিপ্রস্থানে ভিক্ষু অভাবিত ও অবহুলীকৃত হলে তথাগতের পরিনির্বাণের পর সদ্ধর্ম চিরস্থায়ী হয় না। আর এই চারি স্মৃতিপ্রস্থানে ভিক্ষু ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তথাগতের পরিনির্বাণের পর সদ্ধর্ম চিরস্থায়ী হয়।"

৫. এরূপ উক্ত হলে সেই ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভো গৌতম, অতি সুন্দর! অতি মনোরম! ভো গৌতম, যেমন অধোমুখী পাত্রকে কেউ ঊর্ধ্বমুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, পথভ্রষ্টকে পথ দেখিয়ে দেয় এবং চক্ষুষ্মানেরা রূপ দেখবে বলে অন্ধকারে প্রদীপ ধারণ করে, ঠিক তেমনিভাবে ভগবানও নানা পর্যায়ে ধর্মদেশনা প্রদান করলেন। ভদন্ত, আমি ভগবানের শরণাগত হলাম, ধর্মের এবং ভিক্ষুসংঘেরও শরণাগত হলাম। ভবৎ গৌতম, আজ হতে আমাকে আমরণ আপনার শরণাগত উপাসকরূপে[১] ধারণ করুন।" পঞ্চম সূত্র।

৬. পদেস সূত্র

৩৯২.১. একসময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র, আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন ও আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ সাকেতে কণ্ডকীবনে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র ও আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন সায়াহ্ন সময়ে নির্জন স্থান হতে উঠে আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের সাথে সম্বোধন করলেন। সম্বোধনীয় কথা ও কুশল-বিনিময় করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান

---

[১]। যেকোনো গৃহস্থ ব্যক্তি, যখন হতে বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘের শরণাগত হয়, তখন সে উপাসক নামে অভিহিত হয়। অর্থাৎ ত্রিরত্নের প্রতি শরণাগত ব্যক্তিকে উপাসক বলে।—সারসংগ্রহ (প্রথম খণ্ড), পৃ. ১২০, আর উপাসকের গুণাগুণ সম্পর্কেও তথায় বিস্তারিত দ্রষ্টব্য।

সারিপুত্র আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে এরূপ বললেন :

২. "আবুসো, অনুরুদ্ধ, এই যে, 'শৈক্ষ্য, শৈক্ষ্য' বলা হয়। কী প্রকারে ভিক্ষু শৈক্ষ্য হয়?"

"আবুসো, ভিক্ষু চারি স্মৃতিপ্রস্থান আংশিক পরিমাণেও অনুশীলন করলে শৈক্ষ্য হয়।"

৩. "সেই চারি প্রকার কী কী? আবুসো, এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান আংশিক পরিমাণেও অনুশীলন করলে তাকে শৈক্ষ্য বলা হয়।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. পরিপূর্ণ সূত্র

৩৯৩.১. পূর্ববৎ নিদান। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সারিপুত্র আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে এরূপ বললেন :

২. "আবুসো, অনুরুদ্ধ, এই যে, 'অশৈক্ষ্য, অশৈক্ষ্য' বলা হয়। কী প্রকারে ভিক্ষু অশৈক্ষ্য হয়?"

"আবুসো, ভিক্ষু চারি স্মৃতিপ্রস্থানে পরিপূর্ণরূপে ভাবিত হলেই অশৈক্ষ্য হয়।"

৩. "সেই চারি প্রকার কী কী? আবুসো, এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। এই চারি স্মৃতিপ্রস্থানে ভিক্ষু পরিপূর্ণরূপে ভাবিত হলেই অশৈক্ষ্য হয়।" সপ্তম সূত্র।

৮. লোক সূত্র

৩৯৪.১. পূর্ববৎ নিদান। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সারিপুত্র আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে এরূপ বললেন :

২. "আবুসো, অনুরুদ্ধ, কোন ধর্মসমূহ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল

লাভ হয়?”

“আবুসো, চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল লাভ হয়।

৩. সেই চারি প্রকার কী কী? আবুসো, এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। আবুসো, আমি এই চারি স্মৃতিপ্রস্থানে ভাবিত ও বহুলীকৃত হয়ে মহা-অভিজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছি। এই চারি স্মৃতিপ্রস্থানে ভাবিত ও বহুলীকৃত হয়েই আমি এখন সহস্র লোক (জগৎ)[১] সম্পর্কে জ্ঞাত আছি।” অষ্টম সূত্র।

৯. সিরিবড্‌ঢ সূত্র

৩৯৫.১. একসময় আয়ুষ্মান আনন্দ রাজগৃহের বেলুবনে কলন্দক-নিবাপে অবস্থান করছিলেন। সে-সময় গৃহপতি সিরিবড্‌ঢ পীড়িত, দুঃখিত ও অত্যধিক রোগাক্রান্ত হয়েছিলেন। অতঃপর গৃহপতি সিরিবড্‌ঢ জনৈক ব্যক্তিকে আহ্বান করে বললেন :

২. “ওহে পুরুষ, এসো, আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে আমার কথামতো আয়ুষ্মান আনন্দের পাদপদ্মে নতশিরে বন্দনা জ্ঞাপন করে এরূপ বলো—‘ভন্তে, গৃহপতি সিরিবড্‌ঢ পীড়িত, দুঃখিত ও অত্যধিক রোগাক্রান্ত হয়েছেন। তিনি আয়ুষ্মান আনন্দের পাদপদ্মে নতশিরে বন্দনা জ্ঞাপন করছেন।’ তারপর তুমি আরও এরূপ বলো—“ভন্তে, তা উত্তম হয়, আয়ুষ্মান আনন্দ যদি অনুকম্পা ও দয়াপরবশ হয়ে গৃহপতি সিরিবড্‌ঢের গৃহে উপস্থিত হন।” “প্রভু, তাই হোক” বলে সেই ব্যক্তি গৃহপতি সিরিবড্‌ঢকে

---

[১]। বুদ্ধ-বর্ণিত প্রবচনে বললে ‘লুজ্জতি পলুজ্জতীতি লোকো’; অর্থাৎ যেই স্থান পুনঃপুন ধ্বংস-বিধ্বংস প্রাপ্ত হয় তাকে লোক বা জগৎ বলে।—পটিচ্চ-সমুপ্পাদ, পৃ. ১, শ্রী প্রজ্ঞালোক স্থবির। দেবলোক, ব্রহ্মলোক ইত্যাদিকে নিয়েই বিশ্বজগৎ। পালিতে ‘সদেবক’, ‘সমারক’ প্রভৃতি শব্দের অর্থ সম্বন্ধে সামান্য মতভেদ আছে। প্রথম মতানুসারে ‘সদেবক’ অর্থে পঞ্চ কামাবচর দেবলোক; ‘সমারক’ অর্থে ষষ্ঠ কামাবচর দেবলোক; ‘সব্রহ্মক’ অর্থে ব্রহ্মলোক; ‘সস্‌সমণব্রহ্মণি’ অর্থে যাবতীয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ; ‘পজা’ অর্থে সত্ত্বলোক; এবং ‘সদেবমনুস্‌স’ অর্থে দেবাখ্যাভূষিত রাজন্যবৃন্দ ও অন্যান্য মনুষ্য। দ্বিতীয় মতানুসারে ‘সদেবক’ অর্থে রূপব্রহ্মলোক; ‘সস্‌সমণব্রহ্মণি’ অর্থে চারি বৌদ্ধ পরিষদ (প-সু)।—মধ্যমনিকায় প্রথম খণ্ড, পাদটীকা, পৃ. ১৯৩।

প্রতিশ্রুতি দিয়ে আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হলো এবং আয়ুষ্মান আনন্দকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করল। একান্তে উপবিষ্ট সেই ব্যক্তি আয়ুষ্মান আনন্দকে এরূপ বলল, "ভন্তে, গৃহপতি সিরিবড্‌ঢ পীড়িত, দুঃখিত ও অত্যধিক রোগাক্রান্ত হয়েছেন। তিনি আয়ুষ্মান আনন্দের পাদপদ্মে নতশিরে বন্দনা জ্ঞাপন করছেন। সে আরও বলল, "ভন্তে, তা উত্তম হয়, আয়ুষ্মান আনন্দ যদি অনুকম্পা ও দয়াপরবশ হয়ে গৃহপতি সিরিবড্‌ঢের গৃহে উপস্থিত হন।" তখন আয়ুষ্মান আনন্দ মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

৩. অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর নিয়ে গৃহপতি সিরিবড্‌ঢের গৃহে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ উপবেশন করার পর গৃহপতি সিরিবড্‌ঢকে এরূপ বললেন :

৪. "হে গৃহপতি, আপনি রোগের যন্ত্রণা সহ্য করতে সক্ষম হচ্ছেন কি? আপনার দুঃখ-বেদনা পরিক্ষীণ হচ্ছে নাকি বৃদ্ধি পাচ্ছে? রোগ বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে নাকি অবসানের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে?"

(তখন গৃহপতি বললেন,) "ভন্তে, আমার রোগের যন্ত্রণা সহ্য হচ্ছে না। আমার দুঃখ-বেদনা বৃদ্ধি পাচ্ছে, পরিক্ষীণ হচ্ছে না। রোগ বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, অবসানের কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।"

৫. "তদ্ধেতু গৃহপতি, আপনার এরূপ শিক্ষা করা উচিত—'আমি বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করব। অনুরূপভাবে আমি বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করব।' গৃহপতি, আপনার এরূপই শিক্ষা করা উচিত।"

৬. "ভন্তে, ভগবান কর্তৃক যেই চারি স্মৃতিপ্রস্থান দেশিত হয়েছে তা আমার নিকট বিদ্যমান আছে এবং সেই ধর্মসমূহও আমাতে বিদ্যমান। আমিও সেই ধর্মসমূহ সন্দর্শন করি। ভন্তে, আমি বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করছি। অনুরূপভাবে আমি বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে

অবস্থান করছি। ভন্তে, ভগবান কর্তৃক যেই পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন[১] দেশিত হয়েছে, তা আমি নিজের মধ্যে কিঞ্চিৎমাত্রও অপ্রহীন দেখতে পাচ্ছি না।"

"গৃহপতি, তা আপনার লাভ ও সুলব্ধ যে, আপনার দ্বারা অনাগামীফলের ব্যাখ্যা করা হলো।" নবম সূত্র।

১০. মানদিন্ন সূত্র

৩৯৬.১. পূর্ববৎ নিদান। সে-সময় গৃহপতি মানদিন্ন পীড়িত, দুঃখিত ও অত্যধিক রোগাক্রান্ত হয়েছিলেন। অতঃপর গৃহপতি মানদিন্ন জনৈক ব্যক্তিকে আহ্বান করে বললেন :

২. "ওহে পুরুষ, এসো, আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে আমার কথামতো আয়ুষ্মান আনন্দের পাদপদ্মে নতশিরে বন্দনা জ্ঞাপন করে এরূপ বলো—'ভন্তে, গৃহপতি মানদিন্ন পীড়িত, দুঃখিত ও অত্যধিক রোগাক্রান্ত হয়েছেন। তিনি আয়ুষ্মান আনন্দের পাদপদ্মে নতশিরে বন্দনা জ্ঞাপন করছেন।' তারপর তুমি আরও এরূপ বলো—"ভন্তে, তা উত্তম হয়, আয়ুষ্মান আনন্দ যদি অনুকম্পা ও দয়াপরবশ হয়ে গৃহপতি মানদিন্নের গৃহে উপস্থিত হন।" "প্রভু, তাই হোক" বলে সেই ব্যক্তি গৃহপতি মানদিন্নকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে ও আয়ুষ্মান আনন্দকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করল। একান্তে উপবিষ্ট সেই ব্যক্তি আয়ুষ্মান আনন্দকে এরূপ বলল :

৩. "ভন্তে, গৃহপতি মানদিন্ন পীড়িত, দুঃখিত ও অত্যধিক রোগাক্রান্ত হয়েছেন। তিনি আয়ুষ্মান আনন্দের পাদপদ্মে নতশিরে বন্দনা জ্ঞাপন করছেন। সে আরও এরূপ বলল, "ভন্তে, তা উত্তম হয়, আয়ুষ্মান আনন্দ যদি অনুকম্পা ও দয়াপরবশ হয়ে গৃহপতি মানদিন্নের গৃহে উপস্থিত হন।" তখন আয়ুষ্মান আনন্দ মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

৪. অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ পূর্বাহ্ণ সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর নিয়ে গৃহপতি মানদিন্নের গৃহে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ উপবেশন করার পর গৃহপতি মানদিন্নকে এরূপ বললেন :

৫. "হে গৃহপতি, আপনি রোগের যন্ত্রণা সহ্য করতে সক্ষম হচ্ছেন কি?

---

[১]। সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রতপরামর্শ, কামচ্ছন্দ ও ব্যাপাদ হচ্ছে পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন।

আপনার দুঃখ-বেদনা পরিক্ষীণ হচ্ছে নাকি বৃদ্ধি পাচ্ছে? রোগ বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে নাকি অবসানের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে?”

(তখন গৃহপতি বললেন,) “ভন্তে, আমার রোগের যন্ত্রণা সহ্য হচ্ছে না। আমার দুঃখ-বেদনা বৃদ্ধি পাচ্ছে, পরিক্ষীণ হচ্ছে না। রোগ বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, অবসানের কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। ভন্তে, আমি এরূপে দুঃখ-বেদনা পেয়েও অভিন্নভাবে বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করছি। অনুরূপভাবে আমি দুঃখ-বেদনা পেয়েও অভিন্নভাবে বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করছি।’ ভন্তে, ভগবান কর্তৃক যেই পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন দেশিত হয়েছে, তা আমি নিজের মধ্যে কিঞ্চিৎমাত্রও অপ্রহীন দেখতে পাচ্ছি না।”

“গৃহপতি, তা আপনার লাভ ও সুলব্ধ যে, আপনার দ্বারা অনাগামীফলের ব্যাখ্যা করা হলো।” দশম সূত্র।

শীলস্থিতি বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

শীল, স্থিতি, পরিহান, শুদ্ধ, ব্রাহ্মণ ও পদেস;
পরিপূর্ণ, লোক, সিরিবড্‌ঢ, মানদিন্নে দশ॥

৪. অশ্রুত বর্গ

১. অশ্রুত সূত্র

৩৯৭.১. শ্রাবস্তী নিদান। “হে ভিক্ষুগণ, ‘ইহা কায়ে কায়ানুদর্শন’ এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল; জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা এবং আলোকও উৎপন্ন হয়েছিল। ‘এই কায়ে কায়ানুদর্শন ভাবিত বা অনুশীলন করা উচিত’ এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল; জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা এবং আলোকও উৎপন্ন হয়েছিল। ‘আমার এই কায়ে কায়ানুদর্শন ভাবিত’ এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল; জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা এবং আলোকও উৎপন্ন হয়েছিল।”

২. “ভিক্ষুগণ, ‘ইহা বেদনায় বেদনানুদর্শন’ এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে

আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল; জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা এবং আলোকও উৎপন্ন হয়েছিল। 'এই বেদনায় বেদনানুদর্শন ভাবিত বা অনুশীলন করা উচিত' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল; জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা এবং আলোকও উৎপন্ন হয়েছিল। 'আমার এই বেদনায় বেদনানুদর্শন ভাবিত' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল; জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা এবং আলোকও উৎপন্ন হয়েছিল।"

৩. "ভিক্ষুগণ, 'ইহা চিত্তে চিত্তানুদর্শন' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল; জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা এবং আলোকও উৎপন্ন হয়েছিল। 'এই চিত্তে চিত্তানুদর্শন ভাবিত বা অনুশীলন করা উচিত' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল; জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা এবং আলোকও উৎপন্ন হয়েছিল। 'আমার এই চিত্তে চিত্তানুদর্শন ভাবিত' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল; জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা এবং আলোকও উৎপন্ন হয়েছিল।"

৪. "ভিক্ষুগণ, 'ইহা ধর্মে ধর্মানুদর্শন' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল; জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা এবং আলোকও উৎপন্ন হয়েছিল। 'এই ধর্মে ধর্মানুদর্শন ভাবিত বা অনুশীলন করা উচিত' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল; জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা এবং আলোকও উৎপন্ন হয়েছিল। 'আমার এই ধর্মে ধর্মানুদর্শন ভাবিত' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল; জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা এবং আলোকও উৎপন্ন হয়েছিল।" প্রথম সূত্র।

২. বিরাগ সূত্র

৩৯৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা একান্তই নির্বেদের জন্য এবং বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞান, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য সংবর্তিত হয়।

২. সেই চারি প্রকার কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা একান্তই নির্বেদের জন্য এবং বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞান, সম্বোধি ও

নির্বাণ লাভের জন্য সংবর্তিত হয়।” দ্বিতীয় সূত্র।

৩. অক্ষম বা বিরুদ্ধ সূত্র

৩৯৯.১. “হে ভিক্ষুগণ, যারা চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনায় অমনোযোগী, তারা সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর আর্যমার্গ (অষ্টাঙ্গিক মার্গ) লাভ করতে অক্ষম হয়। আর যারা চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনায় মনোযোগী, তারা সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর আর্যমার্গ লাভ করতে সক্ষম হয়।

২. সেই চারি প্রকার কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, যারা চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনায় অমনোযোগী, তারা সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর আর্যমার্গ (অষ্টাঙ্গিক মার্গ) লাভ করতে অক্ষম হয়। আর যারা চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনায় মনোযোগী, তারা সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর আর্যমার্গ লাভ করতে সক্ষম হয়।” তৃতীয় সূত্র।

৪. ভাবিত সূত্র

৪০০.১. “হে ভিক্ষুগণ, এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অপর পাড়ে (নির্বাণ পাড়ে) গমনের জন্য সংবর্তিত হয়।

২. সেই চারি প্রকার কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অপর পাড়ে গমনের জন্য সংবর্তিত হয়।” চতুর্থ সূত্র।

৫. স্মৃতি সূত্র

৪০১.১. শ্রাবস্তী নিদান। “হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করা উচিত। ইহাই তোমাদের প্রতি আমাদের অনুশাসন।

২. কীরূপে ভিক্ষু স্মৃতিমান হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে

কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। এরূপেই ভিক্ষু স্মৃতিমান হয়।

৩. কীরূপে ভিক্ষু সম্প্রজ্ঞানী হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষুর বেদনা উৎপন্নের সময় তা জ্ঞাত থাকে, বিদ্যমান থাকাকালে এবং বিনাশের সময়েও তা জ্ঞাত থাকে। বিতর্ক উৎপন্নের সময় তা জ্ঞাত থাকে, বিদ্যমান থাকাকালে এবং বিনাশের সময়েও তা জ্ঞাত থাকে। সংজ্ঞা উৎপন্নের সময় জ্ঞাত থাকে, বিদ্যমান থাকাকালে এবং বিনাশের সময়েও তা জ্ঞাত থাকে। এরূপেই ভিক্ষু সম্প্রজ্ঞানী হয়। ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষুর স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করা উচিত। ইহাই তোমাদের প্রতি আমাদের অনুশাসন।” পঞ্চম সূত্র।

৬. পূর্ণজ্ঞান সূত্র

৪০২.১. “হে ভিক্ষুগণ, চারি প্রকার স্মৃতিপ্রস্থান বিদ্যমান। সেই চারি প্রকার কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ইহাই হচ্ছে চারি প্রকার স্মৃতিপ্রস্থান। ভিক্ষুগণ, এই চারি স্মৃতিপ্রস্থানে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ইহজন্মে অর্হত্ত্ব কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী এই দুইটি ফলের মধ্যে অন্যতর ফলই প্রত্যাশিত।” ষষ্ঠ সূত্র।

৭. ছন্দ সূত্র

৪০৩.১. “হে ভিক্ষুগণ, চারি প্রকার স্মৃতিপ্রস্থান বিদ্যমান। সেই চারি প্রকার কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করার সময় তার কায়িক ছন্দ প্রহান হয়। ছন্দের (ইচ্ছা, অভিলাষ) প্রহান হলে অমৃত (নির্বাণ) সাক্ষাৎ হয়।

২. ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। বেদনায়

বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করার সময় তার বেদনাবিষয়ক ছন্দ প্রহান হয়। ছন্দের প্রহান হলে অমৃত সাক্ষাৎ হয়।

৩. ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করার সময় তার চিত্তবিষয়ক ছন্দ প্রহান হয়। ছন্দের প্রহান হলে অমৃত সাক্ষাৎ হয়।

৪. ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করার সময় তার ধর্মবিষয়ক ছন্দ প্রহান হয়। ছন্দের প্রহান হলে অমৃত সাক্ষাৎ হয়।" সপ্তম সূত্র।

৮. পরিজ্ঞাত সূত্র

৪০৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, চারি প্রকার স্মৃতিপ্রস্থান বিদ্যমান। সেই চারি প্রকার কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করার সময় তার কায় পরিজ্ঞাত হয়। কায়-বিষয়ে পরিজ্ঞান লাভ হলে অমৃত (নির্বাণ) সাক্ষাৎ হয়।

২. ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করার সময় তার বেদনা পরিজ্ঞাত হয়। বেদনায় পরিজ্ঞান লাভ হলে অমৃত সাক্ষাৎ হয়।

৩. ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করার সময় তার চিত্ত পরিজ্ঞাত হয়। চিত্ত-বিষয়ে পরিজ্ঞান লাভ হলে অমৃত সাক্ষাৎ হয়।

৪. ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করার সময় তার ধর্ম (মনোগোচর বিষয়) পরিজ্ঞাত হয়। ধর্মে পরিজ্ঞান লাভ হলে অমৃত সাক্ষাৎ হয়।" অষ্টম সূত্র।

৯. ভাবনা সূত্র

৪০৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি চারি প্রকার স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা সম্পর্কে

দেশনা করব। তা তোমরা শ্রবণ কর। সেই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, ইহাই হচ্ছে চারি প্রকার স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা।" নবম সূত্র।

১০. বিভঙ্গ সূত্র

৪০৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের স্মৃতিপ্রস্থান, স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা ও স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনার প্রণালি সম্পর্কে দেশনা করব। তা তোমরা শ্রবণ কর। ভিক্ষুগণ, স্মৃতিপ্রস্থান কীরূপ? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ইহাকেই স্মৃতিপ্রস্থান বলে।

২. ভিক্ষুগণ, স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা কীরূপ? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে দেহের সমুদয়-স্বভাব নিরীক্ষণ করে অবস্থান করে, বিনাশ-স্বভাব ও সমুদয়-বিনাশ-স্বভাব নিরীক্ষণ করে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনার সমুদয়-স্বভাব, বিনাশ-স্বভাব, সমুদয়-বিনাশ-স্বভাব; চিত্তের সমুদয়-স্বভাব, বিনাশ-স্বভাব, সমুদয়-বিনাশ-স্বভাব এবং ধর্মের (মনোগোচর বিষয়ের) সমুদয়-স্বভাব, বিনাশ-স্বভাব ও সমুদয়-বিনাশ-স্বভাব নিরীক্ষণ করে অবস্থান করে। ইহাকেই স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা বলে।

৩. ভিক্ষুগণ, স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনার প্রণালি কীরূপ? তা হচ্ছে সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধিই হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। ভিক্ষুগণ, ইহাকেই স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা প্রণালি বলে।" দশম সূত্র।

অশ্রুত বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

অশ্রুত, বিরাগ, অক্ষম, ভাবিত ও স্মৃতি;
পূর্ণজ্ঞান, ছন্দ, পরিজ্ঞাত, ভাবনা, বিভঙ্গে বর্গ ইতি॥

৫. অমৃত বর্গ

১. অমৃত সূত্র

৪০৭.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা চারি স্মৃতিপ্রস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্তে অবস্থান কর। তোমাদের অমৃতফল (নির্বাণ) হারিয়ে ফেলো না। সেই চারি প্রকার কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, তোমরা এই চারি স্মৃতিপ্রস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্তে অবস্থান কর। তোমাদের অমৃতফল হারিয়ে ফেলো না।" প্রথম সূত্র।

২. সমুদয় সূত্র

৪০৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি চারি স্মৃতিপ্রস্থানের সমুদয় ও নিরোধ সম্পর্কে দেশনা করব। তা তোমরা শ্রবণ কর। ভিক্ষুগণ, কায়ের সমুদয় কী? আহারের সমুদয়ে (কারণে) কায়ের সমুদয় (স্থিতি) হয়, আহার নিরোধে কায়েরও নিরোধ হয়। স্পর্শের কারণে বেদনার উৎপত্তি হয়, স্পর্শ নিরোধে বেদনারও নিরোধ হয়। নাম-রূপের কারণে (সমুদয়ে) চিত্তের সমুদয় হয়, নাম-রূপের নিরোধে চিত্তেরও নিরোধ হয়। মনস্কার বা কল্পনার কারণে (সমুদয়ে) ধর্মের (মনোগোচর বিষয়ের) উৎপাদ (সমুদয়) হয় এবং মনস্কারের নিরোধে ধর্মেরও নিরোধ হয়।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. মার্গ সূত্র

৪০৯.১. শ্রাবস্তী নিদান। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, "হে ভিক্ষুগণ, প্রথম অভিসম্বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়ে একসময় আমি উরুবেলার নৈরঞ্জনা নদীর তীরে অজপাল নিগ্রোধ বৃক্ষমূলে অবস্থান করছিলাম। তখন নির্জনে, একাকী অবস্থান করার সময় আমার এরূপ চিত্ত-পরিবিতর্ক উৎপন্ন হলো—"সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির জন্য, শোক-পরিদেবন সম্যকরূপে অতিক্রমের

জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্য তিরোধানের জন্য, ন্যায় মার্গ লাভ ও নির্বাণ সাক্ষাতের জন্য ইহাই একমাত্র পথ; যথা : চারি স্মৃতিপ্রস্থান।

২. সেই চারি প্রকার কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষুর বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা উচিত। অনুরূপভাবে ভিক্ষুর বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা উচিত। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির জন্য, শোক-পরিদেবন সম্যকরূপে অতিক্রমের জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্য তিরোধানের জন্য, ন্যায় মার্গ লাভ ও নির্বাণ সাক্ষাতের জন্য চারি স্মৃতিপ্রস্থানই একমাত্র পথ।

৩. অনন্তর ব্রহ্মা সহম্পতি আমার চিত্ত-পরিবিতর্ক জ্ঞাত হয়ে, বলবান পুরুষ যেমন সঙ্কুচিত বাহু প্রসারণ করে, প্রসারিত বাহু সঙ্কোচন করে, ঠিক সেরূপেই ব্রহ্মলোকে অন্তর্হিত হয়ে আমার সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হলো। অতঃপর ব্রহ্মা সহম্পতি উত্তরীয়বস্ত্র একাংশ করে আমার দিকে প্রণাম করে আমাকে এরূপ বলল, 'ভগবান, তা এরূপই সুগত, তা এরূপই যে, সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির জন্য, শোক-পরিদেবন সম্যকরূপে অতিক্রমের জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্য তিরোধানের জন্য, ন্যায় মার্গ লাভ ও নির্বাণ সাক্ষাতের জন্য ইহাই একমাত্র পথ; যথা : চারি স্মৃতিপ্রস্থান।'

৪. সেই চারি প্রকার কী কী? ভন্তে, এক্ষেত্রে ভিক্ষুর বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা উচিত। অনুরূপভাবে ভিক্ষুর বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা উচিত। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির জন্য, শোক-পরিদেবন সম্যকরূপে অতিক্রমের জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্য তিরোধানের জন্য, ন্যায় মার্গ লাভ ও নির্বাণ সাক্ষাতের জন্য চারি স্মৃতিপ্রস্থানই একমাত্র পথ।'

ভিক্ষুগণ, ব্রহ্মা সহম্পতি এরূপ বলল। এরূপ বলার পর আবার এই গাথা ভাষণ করল :

"জন্ম ক্ষয়ের উপায় জ্ঞাতা, হিতকামী, দয়াবান,
যথাযথ জানেন তিনি একায়ন মার্গ সোপান;
সেই মার্গে সত্ত্ব বহু হয়েছে দুঃখস্রোত পার,
অনাগতে হবে আরও এখনো হচ্ছে পারাপার॥" তৃতীয় সূত্র।

৪. স্মৃতি সূত্র

৪১০.১. "হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর স্মৃতিমান হয়ে অবস্থান করা উচিত। ইহাই তোমাদের প্রতি আমাদের অনুশাসন। ভিক্ষু কীরূপে স্মৃতিমান হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। এরূপেই ভিক্ষু স্মৃতিমান হয়। ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর স্মৃতিমান হয়ে অবস্থান করা উচিত। ইহাই তোমাদের প্রতি আমাদের অনুশাসন।" চতুর্থ সূত্র।

৫. কুশলরাশি সূত্র

৪১১.১. "হে ভিক্ষুগণ, চারি স্মৃতিপ্রস্থানের প্রতি মন্তব্য করার সময় একজন যথার্থই বলে যে, 'ইহা কুশলরাশি'। কেবল কুশলরাশিই হচ্ছে এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান।

২. সেই চারি প্রকার কী কী? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। এই চারি স্মৃতিপ্রস্থানের প্রতি মন্তব্য করার সময় একজন যথার্থই বলে যে, 'ইহা কুশলরাশি'। কেবল কুশলরাশিই হচ্ছে এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান।" পঞ্চম সূত্র।

৬. প্রাতিমোক্ষ সংবরশীল সূত্র

৪১২.১. অতঃপর জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "ভন্তে, তা উত্তম হয়, যদি ভগবান আমাকে সংক্ষিপ্তভাবে ধর্মদেশনা প্রদান করেন; যেন আমি ভগবানের ধর্মশ্রবণপূর্বক একাকী নির্জনে অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও প্রেষিতাত্ম হয়ে অবস্থান করতে সক্ষম হই।"

৩. "তদ্ধেতু ভিক্ষু, প্রথমে তুমি আদি কুশলধর্মসমূহে বিশুদ্ধ হও। সেই

আদি কুশলধর্মসমূহ কী কী? ভিক্ষু, এক্ষেত্রে তুমি প্রাতিমোক্ষ সংবরে[১] সংবৃত হয়ে অবস্থান কর। আচার-গোচার (সচ্চরিত্র)-সম্পন্ন হয়ে, অণুমাত্র বর্জনীয় বিষয়ে ভয়দর্শী হয়ে এবং শিক্ষনীয় শিক্ষাপদসমূহ ধারণ করে অবস্থান কর। যখন হতে তুমি সচ্চরিত্রসম্পন্ন হয়ে, অণুমাত্র বর্জনীয় বিষয়ে ভয়দর্শী হয়ে এবং শিক্ষনীয় শিক্ষাপদসমূহ ধারণ করে অবস্থান করবে, তখন হতে তুমি শীলকে নিশ্রয় করে ও শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চারি স্মৃতিপ্রস্থানে মনোনিবেশ করবে।

৪. সেই চারি প্রকার কী কী? ভিক্ষু, এক্ষেত্রে তুমি বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান কর। অনুরূপভাবে বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান কর। ভিক্ষু, যখন হতে তুমি শীলকে নিশ্রয় করে ও শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চারি স্মৃতিপ্রস্থানে এরূপে মনোনিবেশ করবে, তখন হতে তোমার দিবা-রাত্রি যতই যাপিত হবে ততই কুশলধর্মসমূহে শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়।"

৫. অতঃপর সেই ভিক্ষু ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন ও অনুমোদন করে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষু একাকী নির্জনে অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও প্রেষিতাত্ম হয়ে অবস্থান করতে করতে অচিরেই যার জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকভাবে আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হন, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যের পর্যাবসান এবং ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞান প্রত্যক্ষ ও লাভ করে অবস্থান করতে লাগলেন। 'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখমুক্তির জন্য আর অন্য কোনো কর্তব্য নেই' এরূপ জানতে পারলেন। তখন সেই ভিক্ষু অর্হৎগণের মধ্যে অন্যতর অর্হৎ হলেন। ষষ্ঠ

---

[১]। এই শাসনস্থ আর্যশ্রাবক (ভিক্ষু) কর্তৃক প্রাতিমোক্ষে উক্ত শিক্ষাপদসমূহ দ্বারা সংবৃত হয়ে অবস্থান, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তা পালন, কায়িক ও বাচনিক সর্বপ্রকার দুঃশীলতা ও দুর্জীবিকা পরিবর্জনরূপ আচার এবং বেশ্যা গোচর, যুবতী-কুমারী গোচরাদি অগোচরসমূহ পরিবর্জনরূপ গোচরসম্পন্ন অবস্থান, অণুমাত্র পাপেও ভয়দর্শী, শিক্ষাপদসমূহে যা শিক্ষা করতে হবে তা সুন্দররূপে শিক্ষা গ্রহণই প্রাতিমোক্ষসংবর বা প্রাতিমোক্ষসংবর শীল।—মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃ. ১৮৯। আরও দেখুন দীর্ঘনিকায় শীলস্কন্ধ বর্গ (প্রথম খণ্ড), পৃ. ৮০, রাজগুরু ধর্মরত্ন মহাথের।

সূত্র।

৭. দুশ্চরিত্র সূত্র

৪১৩.১. অতঃপর জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "ভন্তে, তা উত্তম হয়, যদি ভগবান আমাকে সংক্ষিপ্তভাবে ধর্মদেশনা প্রদান করেন; যেন আমি ভগবানের ধর্ম শ্রবণপূর্বক একাকী নির্জনে অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও প্রেষিতাত্ম হয়ে অবস্থান করতে সক্ষম হই।"

৩. "তদ্ধেতু, হে ভিক্ষু, প্রথমে তুমি আদি কুশলধর্মসমূহে বিশুদ্ধ হও। সেই আদি কুশলধর্মসমূহ কী কী? ভিক্ষু, এক্ষেত্রে তুমি কায়িক দুশ্চরিত ত্যাগ করে কায়িক সুচরিত বৃদ্ধি কর। বাচনিক-দুশ্চরিত ত্যাগ করে বাচনিক-সুচরিত বৃদ্ধি কর। এবং মানসিক-দুশ্চরিত ত্যাগ করে মানসিক-সুচরিত বৃদ্ধি কর। যখন হতে তুমি কায়িক দুশ্চরিত ত্যাগ করে কায়িক সুচরিত বৃদ্ধি করবে, বাচনিক-দুশ্চরিত ত্যাগ করে বাচনিক-সুচরিত বৃদ্ধি করবে এবং মানসিক-দুশ্চরিত ত্যাগ করে মানসিক-সুচরিত বৃদ্ধি করবে, তখন হতে তুমি শীলকে নিশ্রয় করে ও শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চারি স্মৃতিপ্রস্থানে মনোনিবেশ করবে।

৪. সেই চারি প্রকার কী কী? ভিক্ষু, এক্ষেত্রে তুমি বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান কর। অনুরূপভাবে বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান কর। ভিক্ষু, যখন হতে তুমি শীলকে নিশ্রয় করে ও শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চারি স্মৃতিপ্রস্থানে এরূপে মনোনিবেশ করবে, তখন হতে তোমার দিবা-রাত্রি যতই যাপিত হবে ততই কুশলধর্মসমূহে শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়।"

৫. অতঃপর সেই ভিক্ষু ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন ও অনুমোদন করে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষু একাকী নির্জনে অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও প্রেষিতাত্ম হয়ে অবস্থান করতে করতে অচিরেই যার জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকভাবে আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হন, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যের পর্যাবসান এবং

ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞান প্রত্যক্ষ ও লাভ করে অবস্থান করতে লাগলেন। ‘জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখমুক্তির জন্য আর অন্য কোনো কর্তব্য নেই’ এরূপ জানতে পারলেন। তখন সেই ভিক্ষু অর্হৎগণের মধ্যে অন্যতর অর্হৎ হলেন। সপ্তম সূত্র।

৮. মিত্র সূত্র

৪১৪.১. “হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের যেই মিত্র বা বন্ধু, জ্ঞাতি বা সলোহিতগণ আছে এবং যাদের তোমরা অনুকম্পা প্রদর্শন ও শ্রোত্রব্য বিষয় শ্রবণ করানো উচিত বলে মনে কর, তাদের তোমাদের চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনায় মনোনিবেশ করানো, নিবিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত করানো উচিত।

২. সেই চারি প্রকার কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, তোমাদের যেই মিত্র বা বন্ধু, জ্ঞাতী বা সালোহিতগণ আছে এবং যাদের তোমরা অনুকম্পা প্রদর্শন ও শ্রোত্রব্য বিষয় শ্রবণ করানো উচিত বলে মনে কর, তাদের তোমাদের চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনায় মনোনিবেশ করানো, নিবিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত করানো উচিত।” অষ্টম সূত্র।

৯. বেদনা সূত্র

৪১৫.১. “হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার বেদনা আছে। সেই তিন প্রকার কী কী? সুখ-বেদনা, দুঃখ-বেদনা ও উপেক্ষা (সুখ-দুঃখে উপেক্ষাভাব)-বেদনা। এগুলোই হচ্ছে তিন প্রকার বেদনা। ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার বেদনা পরিজ্ঞাত হয়ে চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত করা উচিত।

২. সেই চারি প্রকার কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী

হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার বেদনা পরিজ্ঞাত হয়ে চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত করা উচিত।” নবম সূত্র।

১০. আসব সূত্র

৪১৬.১. “হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার আসব বিদ্যমান আছে। সেই তিন প্রকার কী কী? কামাসব, ভবাসব ও অবিদ্যাসব। এগুলোই হচ্ছে তিন প্রকার আসব। ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার আসব প্রহান করে চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত করা উচিত।

২. সেই চারি প্রকার কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার আসব প্রহান করে চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত করা উচিত।” দশম সূত্র।

অমৃত বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

অমৃত, সমুদয়, মার্গ, স্মৃতি ও কুশলরাশি;
প্রাতিমোক্ষ, দুশ্চরিত, মিত্র, বেদনা, আসবে ইতি॥

৬. গঙ্গাপেয়্যাল (গঙ্গা পুনরুক্তি) বর্গ

১-১২. গঙ্গানদী আদি সূত্র দ্বাদশ

৪১৭-৪২৮.১. “হে ভিক্ষুগণ, যেমন গঙ্গানদী পূর্বদিকে প্রবাহিত, পূর্বাভিমুখী ও পূর্বদিকে ক্রমাবনত; ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু চারি স্মৃতিপ্রস্থানে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়।

২. ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু চারি স্মৃতিপ্রস্থানে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। এরূপেই ভিক্ষু চারি স্মৃতিপ্রস্থানে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়।"

'অন্যান্য ১১টি সূত্রও অনুরূপ বিস্তারিতব্য'।

গঙ্গাপেয়্যাল বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

ছয় পূর্বদিকে নিম্ন হয়, সমুদ্রে নিম্ন ছয়;
ছয় দুগুণে দ্বাদশ হয়, তা দ্বারা বর্গ বলা হয়॥

৭. অপ্রমাদ বর্গ

১-১০. তথাগতাদি সূত্র দশক

৪২৯-৪৩৮. "হে ভিক্ষুগণ, যে-সকল সত্ত্বগণ পদহীন ও দ্বিপদবিশিষ্ট এবং চতুষ্পদ ও বহুপদবিশিষ্ট আছে। (পূর্ববৎ বিস্তৃতব্য)।

অপ্রমাদ বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

তথাগত, পদ, কূট, মূল, সার আর বস্সিক উক্ত;
রাজা, চন্দ্র-সূর্য ও বস্ত্রে দশটি পদ যুক্ত॥

৮. বলকরণীয় বর্গ

১-১২. বলাদি সূত্র দ্বাদশ

৪৩৯-৪৫০. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, যে-সমস্ত করণীয় কর্ম শক্তি প্রয়োগ করে করা হয়,... (পূর্ববৎ বিস্তৃতব্য)।

বলকরণীয় বর্গ অষ্টম সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

বল, বীজ, নাগ, বৃক্ষ, কুম্ভ ও সূক হয় উক্ত;
আকাশ, মেঘ দ্বয়, নৌকা, আগন্তুক ও নদী যুক্ত॥

৯. এষণা (অন্বেষণ) বর্গ

১-১০. এষণাদি সূত্র দশক

৪৫১-৪৬০. "হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার এষণা আছে। সেই তিন প্রকার কী কী? কাম-এষণা, ভব-এষণা ও ব্রহ্মচর্য-এষণা।... (পূর্ববৎ বিস্তৃতব্য)।

এষণা বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

এষণা, অহংকার, আসব, ভব, দুঃখ ত্রয়;
খিল, মল, দুঃখ, বেদনা, তৃষ্ণা, প্রার্থনায় শেষ হয়॥

১০. ওঘ (স্রোত) বর্গ

১-১০. ঊর্ধ্বভাগীয়াদি সূত্র দশক

৪৬১-৪৭০.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন আছে। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? রূপরাগ, অরূপরাগ, মান (অহংকার), ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা। এগুলোই হচ্ছে পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় (ধ্বংস) ও প্রহান করে চারি স্মৃতিপ্রস্থানে মনোনিবেশ করা উচিত।

২. সেই চারি প্রকার কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহান করে চারি স্মৃতিপ্রস্থানে মনোনিবেশ করা উচিত।"

(মার্গসংযুক্তের ন্যায় স্মৃতিপ্রস্থান সংযুক্তও বিস্তৃতব্য)

ওঘ বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

ওঘ, যোগ, উপাদান, গ্রন্থি, অনুশয়;
কামগুণ, নীবরণ, স্কন্ধ, অধো-ঊর্ধ্বভাগীয় হয়॥

স্মৃতিপ্রস্থান সংযুক্ত সমাপ্ত।

৪. ইন্দ্রিয় সংযুক্ত

১. শুদ্ধি বর্গ

১. শুদ্ধি সূত্র

৪৭১.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় আছে। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। এগুলোই হচ্ছে পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয়।" প্রথম সূত্র।

২. প্রথম স্রোতাপন্ন সূত্র

৪৭২.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় আছে। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, যখন হতে আর্যশ্রাবক এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের আস্বাদ (পরিতৃপ্তি), আদীনব (উপদ্রব) ও নিঃসরণ (মুক্তি) সম্বন্ধে যথার্থরূপে জানে, তখন তাকে বলা হয়—'আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন[১] অবিনিপাতধর্মী[২] নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।'" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. দ্বিতীয় স্রোতাপন্ন সূত্র

৪৭৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় আছে। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, যখন হতে আর্যশ্রাবক এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সমুদয়, বিলয়, আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ সম্বন্ধে যথার্থরূপে জানে, তখন তাকে বলা হয়— 'আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন অবিনিপাতধর্মী নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।'" তৃতীয় সূত্র।

---

[১]। পালি গ্রন্থে চারি মার্গের মধ্যে স্রোতাপত্তিমার্গ প্রথম মার্গ। অর্থাৎ নির্বাণযাত্রার প্রথম সোপান। এই মার্গে যাঁরা পতিত হন তাঁদেরকে স্রোতাপন্ন বলে। স্রোতাপন্ন তিন প্রকার, যথা—'একবীজি স্রোতাপন্ন' অর্থাৎ যাঁরা একবারমাত্র জন্মগ্রহণ করে অর্হত্ত্বফল লাভ করে পরিনির্বাপিত হন তাঁদেরকে 'একবীজি স্রোতাপন্ন' বলে। 'কুলংকুল স্রোতাপন্ন' বলতে যাঁরা দ্বিতীয়বার হতে ষষ্ঠবার পর্যন্ত কাম-সুগতি ভূমিতে জন্মগ্রহণ করে যেকোনো এক জন্মে অর্হত্ত্বফল লাভ করে পরিনির্বাপিত হন তাঁদেরকে বুঝায়। আর 'সত্তক্খত্তু পরম স্রোতাপন্ন' হলো তাঁরা যাঁরা সপ্তবার পর্যন্ত কাম সুগতি ভূমিতে জন্মান্তর গ্রহণ করে অর্হত্ত্বফল লাভ করে পরিনির্বাপিত হন।—মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃ. ১৯৬।

[২]। তির্যক, প্রেত, অসুর ও নিরয় এই চতুর্বিধ অপায়ে অপতনশীল বিধায় অবিনিপাতধর্মী বলা হয়।—মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃ. ১৯৬।

৪. প্রথম অর্হত্ত্ব সূত্র

৪৭৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় আছে। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। যখন হতে আর্যশ্রাবক এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ সম্বন্ধে যথার্থরূপে জ্ঞাত হয়ে অনুপাদা-বিমুক্ত[১] হয়; ভিক্ষুগণ, তখন তাকে বলা হয়—'অর্হৎ ভিক্ষু, ক্ষীণাসব, উদ্‌যাপিত জীবন, করণীয় কৃত, ভারমুক্ত, সদর্থপ্রাপ্ত, ভবসংযোজন পরিক্ষীণ এবং সম্যকরূপে বিমুক্ত।'" চতুর্থ সূত্র।

৫. দ্বিতীয় অর্হত্ত্ব সূত্র

৪৭৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় আছে। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, যখন হতে ভিক্ষু এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সমুদয়, বিলয়, আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ সম্বন্ধে যথার্থরূপে জ্ঞাত হয়ে অনুপাদাবিমুক্ত হয়, তখন তাকে বলা হয়—'অর্হৎ ভিক্ষু, ক্ষীণাসব, উদ্‌যাপিত জীবন, করণীয় কৃত, ভারমুক্ত, সদর্থপ্রাপ্ত, ভবসংযোজন পরিক্ষীণ এবং সম্যকরূপে বিমুক্ত।'" পঞ্চম সূত্র।

৬. প্রথম শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সূত্র

৪৭৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় আছে। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। যেই যেই শ্রমণ বা ব্রাহ্মণগণ এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সমুদয়, বিলয়, আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে না, তাদের আমি শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ বলি না। তারা শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হয় না। সেই আয়ুষ্মানগণ শ্রমণ্যার্থ বা শ্রমণ্যফল, ব্রাহ্মণ্যার্থ বা ব্রাহ্মণ্যফল এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ ও লাভ না করে অবস্থান করে।

২. ভিক্ষুগণ, যেই যেই শ্রমণ বা ব্রাহ্মণগণ এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সমুদয়, বিলয়, আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে, তাদের আমি শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ বলি। তারা শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হয়। সেই আয়ুষ্মানগণ শ্রমণ্যার্থ বা শ্রমণ্যফল, ব্রাহ্মণ্যার্থ বা ব্রাহ্মণ্যফল এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ ও লাভ করে অবস্থান করে।" ষষ্ঠ সূত্র।

---

[১]। সংসারের প্রতি অনাসক্ত হয়ে বিমুক্ত হওয়াকে অনুপাদা-বিমুক্ত বলে।

৭. দ্বিতীয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সূত্র

৪৭৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেই যেই শ্রমণ বা ব্রাহ্মণগণ শ্রদ্ধেন্দ্রিয় জানে না, শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের সমুদয় জানে না, শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের নিরোধ জানে না এবং শ্রদ্ধেন্দ্রিয় নিরোধগামিনী প্রতিপদা জানে না। অনুরূপভাবে বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের সমুদয়, নিরোধ এবং নিরোধগামিনী প্রতিপদাও জানে না; তাদের আমি শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ বলি না। তারা শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হয় না। সেই আয়ুষ্মানগণ শ্রমণ্যার্থ বা শ্রমণ্যফল, ব্রাহ্মণ্যার্থ বা ব্রাহ্মণ্যফল এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ ও লাভ না করে অবস্থান করে।

২. ভিক্ষুগণ, যেই যেই শ্রমণ বা ব্রাহ্মণগণ শ্রদ্ধেন্দ্রিয় জানে, শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের সমুদয় জানে, শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের নিরোধ জানে এবং শ্রদ্ধেন্দ্রিয় নিরোধগামিনী প্রতিপদা জানে। অনুরূপভাবে বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের সমুদয়, নিরোধ এবং নিরোধগামিনী প্রতিপদাও জানে; তাদের আমি শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ বলি। তারা শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হয়। সেই আয়ুষ্মানগণ শ্রমণ্যার্থ বা শ্রমণ্যফল, ব্রাহ্মণ্যার্থ বা ব্রাহ্মণ্যফল এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ ও লাভ করে অবস্থান করে।" সপ্তম সূত্র।

৮. দ্রষ্টব্য সূত্র

৪৭৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় আছে। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় কোথায় দ্রষ্টব্য? চারিবিধ স্রোতাপত্তি অঙ্গে শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য। বীর্যেন্দ্রিয় কোথায় দ্রষ্টব্য? চারি সম্যক প্রধানে বীর্যেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য। স্মৃতিন্দ্রিয় কোথায় দ্রষ্টব্য? চারি স্মৃতিপ্রস্থানে স্মৃতিন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য। সমাধিন্দ্রিয় কোথায় দ্রষ্টব্য? চারিবিধ ধ্যানে সমাধিন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য। প্রজ্ঞেন্দ্রিয় কোথায় দ্রষ্টব্য? চারি আর্যসত্যে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য। ভিক্ষুগণ, এগুলোই হচ্ছে পঞ্চেন্দ্রিয়।" অষ্টম সূত্র।

৯. প্রথম বিভঙ্গ সূত্র

৪৭৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় আছে। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় কীরূপ? এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক শ্রদ্ধাবান হয় এবং এরূপে

তথাগতের বোধিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা করে; যথা—'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান।' ইহাকেই শ্রদ্ধেন্দ্রিয় বলে।

২. বীর্যেন্দ্রিয় কীরূপ? এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক অকুশলধর্মসমূহ প্রহানের জন্য এবং কুশলধর্মসমূহ লাভের জন্য আরব্ধবীর্য হয়, স্থির সংকল্প ও দৃঢ়পরাক্রমী হয় এবং কুশলধর্মসমূহের ধুর ত্যাগ না করে অবস্থান করে। ইহাকেই বীর্যেন্দ্রিয় বলে।

৩. স্মৃতিন্দ্রিয় কীরূপ? এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক স্মৃতিমান হয়। পরম স্মৃতিতে সমৃদ্ধ হয়ে সুদীর্ঘকাল পূর্বের কৃতকর্ম ও কথিত বিষয় স্মরণ করতে পারে। ভিক্ষুগণ, ইহাকেই স্মৃতিন্দ্রিয় বলে।

৪. সমাধিন্দ্রিয় কীরূপ? এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক আরম্মণ পরিত্যাগ করে সমাধি ও চিত্তের একাগ্রতা লাভ করে। ইহাকেই সমাধিন্দ্রিয় বলে।

৫. প্রজ্ঞেন্দ্রিয় কীরূপ? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক প্রজ্ঞাবান হয়। আর্যনির্বেধিক ও সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর উদয়-বিলয়গামী প্রজ্ঞায় সমন্নাগত হয়। ইহাকেই প্রজ্ঞেন্দ্রিয় বলে। ভিক্ষুগণ, এগুলোই হচ্ছে পঞ্চেন্দ্রিয়।" নবম সূত্র।

১০. দ্বিতীয় বিভঙ্গ সূত্র

৪৮০.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় আছে। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় কীরূপ? এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক শ্রদ্ধাবান হয় এবং এরূপে তথাগতের বোধিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা করে; যথা—'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান।' ইহাকেই শ্রদ্ধেন্দ্রিয় বলে।

২. বীর্যেন্দ্রিয় কীরূপ? এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক অকুশলধর্মসমূহ প্রহানের জন্য এবং কুশলধর্মসমূহ লাভের জন্য আরব্ধবীর্য হয়, স্থির সংকল্প ও দৃঢ়পরাক্রমী হয় এবং কুশলধর্মসমূহের ধুর ত্যাগ না করে অবস্থান করে। সে অনুৎপন্ন পাপ ও অনুৎপন্ন অকুশলধর্মসমূহ অনুৎপন্নের জন্য, উৎপন্ন পাপ ও উৎপন্ন অকুশলধর্মসমূহ প্রহানের জন্য, অনুৎপন্ন কুশলধর্মসমূহ উৎপন্নের জন্য এবং উৎপন্ন কুশলধর্মসমূহের স্থিতি, সুরক্ষা, বৃদ্ধি, বৈপুল্য, বর্ধন ও পূর্ণতার জন্য ছন্দ (ইচ্ছা) উৎপাদন করে, প্রচেষ্টা করে, বীর্য প্রয়োগ করে এবং চিত্তকে সে বিষয়ে বাধ্য রাখে ও নমিত করে। ইহাকেই বীর্যেন্দ্রিয় বলে।

৩. স্মৃতিন্দ্রিয় কীরূপ? এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক স্মৃতিমান হয়। পরম স্মৃতিতে সমৃদ্ধ হয়ে সুদীর্ঘকাল পূর্বের কৃতকর্ম ও কথিত বিষয় স্মরণ করতে পারে। সে বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকেই স্মৃতিন্দ্রিয় বলে।

৪. সমাধিন্দ্রিয় কীরূপ? এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক আলম্বন পরিত্যাগ করে সমাধি ও চিত্তের একাগ্রতা লাভ করে। সে কাম (কামনা) ও অকুশলধর্মসমূহ হতে পৃথক হয়ে সবিতর্ক, সবিচার ও নির্জনতাজনিত প্রীতি-সুখবিমণ্ডিত প্রথম ধ্যানস্তর লাভ করে অবস্থান করে। বিতর্ক ও বিচারের উপশমে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদী ও চিত্তের একীভাব আনয়নকারী বিতর্ক ও বিচারহীন সমাধিজনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যানস্তর লাভ করে অবস্থান করে। প্রীতির প্রতিও বিরাগী হয়ে, উপেক্ষাশীল হয়ে অবস্থান করে এবং স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে কায়িক সুখ অনুভব করে। যে অবস্থায় থাকলে আর্যগণ 'উপেক্ষাশীল স্মৃতিমান সুখ-বিহারী' বলে অভিহিত করেন, সেই তৃতীয় ধ্যানস্তর লাভ করে অবস্থান করে। শারীরিক সুখ-দুঃখ প্রহান করে এবং পূর্বেই মানসিক সৌমনস্য ও দৌর্মনস্যের বিনাশসাধন করে সুখ-দুঃখহীন 'উপেক্ষা-স্মৃতি-পরিশুদ্ধি' নামক চতুর্থ ধ্যানস্তর লাভ করে অবস্থান করে। ইহাকেই সমাধিন্দ্রিয় বলে।

৫. প্রজ্ঞেন্দ্রিয় কীরূপ? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক প্রজ্ঞাবান হয়। আর্যনির্বেধিক ও সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর উদয়-বিলয়গামী প্রজ্ঞায় সমন্নাগত হয়। সে 'ইহা দুঃখ' বলে যথাযথভাবে জানে। 'ইহা দুঃখ-সমুদয়' 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপদা' বলেও যথাযথভাবে জানে। ইহাকেই প্রজ্ঞেন্দ্রিয় বলে। ভিক্ষুগণ, এগুলোই হচ্ছে পঞ্চেন্দ্রিয়।" দশম সূত্র।

শুদ্ধি বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

শুদ্ধি, দুই স্রোতা, অর্হত্ত্ব অপর দ্বয়;
শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুই, দ্রষ্টব্য, বিভঙ্গ অপর দ্বয়॥

২. মৃদুতর বর্গ

১. প্রতিলাভ সূত্র

৪৮১.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় আছে। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় কীরূপ? এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক শ্রদ্ধাবান হয় এবং তথাগতের বোধিজ্ঞান শ্রদ্ধা করে—'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান।' ইহাকেই শ্রদ্ধেন্দ্রিয় বলে।

২. বীর্যেন্দ্রিয় কীরূপ? ভিক্ষুগণ, চারি সম্যক প্রধানকে উপলক্ষ করে যেই বীর্য লাভ হয়, তাকে বীর্যেন্দ্রিয় বলে।

৩. স্মৃতিন্দ্রিয় কীরূপ? চারি স্মৃতিপ্রস্থানকে উপলক্ষ করে যেই স্মৃতি অর্জন হয়, তাকে স্মৃতিন্দ্রিয় বলে।

৪. সমাধিন্দ্রিয় কীরূপ? এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক আলম্বন পরিত্যাগ করে সমাধি ও চিত্তের একাগ্রতা লাভ করে। ইহাকেই সমাধিন্দ্রিয় বলে।

৫. প্রজ্ঞেন্দ্রিয় কীরূপ? এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক প্রজ্ঞাবান হয়। আর্যনির্বেধিক[১] ও সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর উদয়-বিলয়গামী প্রজ্ঞায় সমন্নাগত হয়। ইহাকেই প্রজ্ঞেন্দ্রিয় বলে। ভিক্ষুগণ, ইহাই হচ্ছে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়।" প্রথম সূত্র।

২. প্রথম সংক্ষিপ্ত সূত্র

৪৮২.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় আছে। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। এগুলোই হচ্ছে পঞ্চেন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের অখণ্ডতা পরিপূর্ণ হলে অর্হত্ত্ব লাভ করা যায়। তা হতে লঘুতর হলে অনাগামী, তা হতে লঘুতর হলে সকৃদাগামী[২] ও তা হতে লঘুতর হলে স্রোতাপন্ন হওয়া যায়। তা হতে লঘুতর হলে ধর্মানুসারী এবং তা হতেও লঘুতর হলে শ্রদ্ধানুসারী হওয়া যায়।" দ্বিতীয় সূত্র।

---

[১]। শমথ-বিদর্শন ধ্যান ও মার্গজ প্রজ্ঞা ক্লেশের বিষ্কম্ভন ও সমুচ্ছেদহেতু বিশুদ্ধ হয়, সেই বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা অবিদীর্ণপূর্ব লোভ, দ্বেষ, মোহস্কন্ধকে সমুচ্ছিন্ন ও বিদীর্ণ করায় বলে তাকে আর্যনির্বেধিক বলে।—মধ্যমনিকায় দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৮।

[২]। চতুর্বিধ লোকোত্তর মার্গের মধ্যে ইহা দ্বিতীয় মার্গ। যিনি এই মার্গে পতিত হন তিনি সংসারে আর একবার মাত্র জন্মগ্রহণ করে অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হন।

৩. দ্বিতীয় সংক্ষিপ্ত সূত্র

৪৮৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় আছে। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। এগুলোই হচ্ছে পঞ্চেন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের অখণ্ডতা পরিপূর্ণ হলে অর্হৎ হওয়া যায়। তা হতে লঘুতর হলে অনাগামী, তা হতে লঘুতর হলে সকৃদাগামী ও তা হতে লঘুতর হলে স্রোতাপন্ন হওয়া যায়। তা হতে লঘুতর হলে ধর্মানুসারী এবং তা হতেও লঘুতর হলে শ্রদ্ধানুসারী হওয়া যায়। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ইন্দ্রিয়-প্রভেদ, ফল-প্রভেদ এবং ফল-প্রভেদ ও পুদ্গল-প্রভেদ হয়।" তৃতীয় সূত্র।

৪. তৃতীয় সংক্ষিপ্ত সূত্র

৪৮৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় আছে। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। এগুলোই হচ্ছে পঞ্চেন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের অখণ্ডতা পরিপূর্ণ হলে অর্হৎ হওয়া যায়। তা হতে লঘুতর হলে অনাগামী, তা হতে লঘুতর হলে সকৃদাগামী ও তা হতে লঘুতর হলে স্রোতাপন্ন হওয়া যায়। তা হতে লঘুতর হলে ধর্মানুসারী এবং তা হতেও লঘুতর হলে শ্রদ্ধানুসারী হওয়া যায়। এরূপেই পরিপূর্ণকারী তার পরিপূর্ণতা সাধন করে এবং প্রদেশকারী (সীমিত আয়তনকারী) তার প্রদেশকে বাস্তবে রূপান্তরিত করে। ভিক্ষুগণ, তাই আমি এই পঞ্চেন্দ্রিয়কে অবন্ধ্যা (ফলপ্রসূ) বলে ঘোষণা করি।" চতুর্থ সূত্র।

৫. প্রথম বিস্তার সূত্র

৪৮৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় আছে। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। এগুলোই হচ্ছে পঞ্চেন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের অখণ্ডতা পরিপূর্ণ হলে অর্হৎ হওয়া যায়। তা হতে লঘুতর হলে অন্তরাপরিনির্বাণ[১] লাভী; তা হতে লঘুতর হলে উপহচ্চ-পরিনির্বাণলাভী ও তা হতে লঘুতর হলে অসংস্কার-পরিনির্বাণলাভী হওয়া যায়। তা হতে লঘুতর হলে সসংস্কারিক-

---

[১]। অনাগামীফল প্রাপ্ত হয়ে শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে আয়ুক্ষয় হয়ে তথা হতে পরিনির্বাপিত হওয়াকে অন্তরাপরিনির্বাণ বলে।—শান্তরক্ষিত মহাস্থবিরের পালি-বাংলা অভিধান (প্রথম খণ্ড) পৃ. ১৬৩।

পরিনির্বাণলাভী[১]; তা হতে লঘুতর হলে ঊর্ধ্বস্রোতা-অকনিষ্ঠগামী; তা হতে লঘুতর হলে সকৃদাগামী আর তা হতে লঘুতর হলে স্রোতাপন্ন হওয়া যায়। তা হতে লঘুতর হলে ধর্মানুসারী এবং তা হতেও লঘুতর হলে শ্রদ্ধানুসারী হওয়া যায়।" পঞ্চম সূত্র।

৬. দ্বিতীয় বিস্তার সূত্র

৪৮৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় আছে। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। এগুলোই হচ্ছে পঞ্চেন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের অখণ্ডতা পরিপূর্ণ হলে অর্হৎ হওয়া যায়। তা হতে লঘুতর হলে অন্তরা-পরিনির্বাণলাভী; তা হতে লঘুতর হলে উপহচ্চ-পরিনির্বাণলাভী ও তা হতে লঘুতর হলে অসংস্কার-পরিনির্বাণলাভী হওয়া যায়। তা হতে লঘুতর হলে সসংস্কারিক-পরিনির্বাণলাভী; তা হতে লঘুতর হলে ঊর্ধ্বস্রোতা-অকনিষ্ঠগামী; তা হতে লঘুতর হলে সকৃদাগামী আর তা হতে লঘুতর হলে স্রোতাপন্ন হওয়া যায়। তা হতে লঘুতর হলে ধর্মানুসারী[২] এবং তা হতেও লঘুতর হলে শ্রদ্ধানুসারী হওয়া যায়। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ইন্দ্রিয়-প্রভেদ, ফল-প্রভেদ এবং ফল-প্রভেদ ও পুদ্গল-প্রভেদ হয়।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. তৃতীয় বিস্তার সূত্র

৪৮৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় আছে। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। এগুলোই হচ্ছে পঞ্চেন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের অখণ্ডতা পরিপূর্ণ হলে অর্হৎ হওয়া যায়। তা হতে লঘুতর হলে অন্তরা-পরিনির্বাণলাভী; তা হতে লঘুতর হলে উপহচ্চ-পরিনির্বাণলাভী ও তা হতে লঘুতর হলে অসংস্কার-পরিনির্বাণলাভী হওয়া যায়। তা হতে লঘুতর হলে সসংস্কারিক-পরিনির্বাণলাভী; তা হতে লঘুতর হলে ঊর্ধ্বস্রোতা-অকনিষ্ঠগামী; তা হতে

১। অর্হৎগণের অর্হত্ত্ব লাভের পরমুহূর্ত হতে দেহত্যাগের পরমুহূর্ত পর্যন্ত সশরীরে অবস্থানকে সসংস্কারিক বা সোপাদিশেষ পরিনির্বাণ বলা হয়।—শান্তরক্ষিত মহাস্থবিরের পালি-বাংলা অভিধান (দ্বিতীয় খণ্ড) পৃ. ১৬৭১।

২। 'পঞ্ঞা সংখতং ধম্মং অধিমত্তায পুব্বঙ্গমং কত্বা পবত্তং অনুস্‌সরতী'তি ধম্মানুসারী'—প্রজ্ঞা নামক ধর্ম অধিক মাত্রায় পূর্বঙ্গম হয়ে প্রবর্তন অনুসরণ করে বলে ধর্মানুসারী।—মধ্যমনিকায় দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১১৩।

লঘুতর হলে সকৃদাগামী আর তা হতে লঘুতর হলে স্রোতাপন্ন হওয়া যায়। তা হতে লঘুতর হলে ধর্মানুসারী এবং তা হতেও লঘুতর হলে শ্রদ্ধানুসারী হওয়া যায়। এরূপেই পরিপূর্ণকারী তার পরিপূর্ণতা সাধন করে এবং প্রদেশকারী (সীমিত আয়তনকারী) তার প্রদেশকে বাস্তবে রূপান্তরিত করে। ভিক্ষুগণ, তাই আমি এই পঞ্চেন্দ্রিয়কে অবন্ধ্যা (ফলপ্রসূ) বলে ঘোষণা করি।” সপ্তম সূত্র।

৮. প্রতিপন্ন সূত্র

৪৮৮.১. “হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় আছে। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। এগুলোই হচ্ছে পঞ্চেন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের অখণ্ডতা পরিপূর্ণ হলে অর্হৎ হওয়া যায়। তা হতে লঘুতর হলে অর্হত্ত্বফল সাক্ষাতের পথে প্রতিপন্ন হয়। তা হতে লঘুতর হলে অনাগামী এবং তা হতে লঘুতর হলে অনাগামীফল সাক্ষাতের পথে প্রতিপন্ন হয়। তা হতে লঘুতর হলে সকৃদাগামী ও তা হতে লঘুতর হলে সকৃদাগামীফল সাক্ষাতের পথে প্রতিপন্ন হয়। তা হতে লঘুতর হলে স্রোতাপন্ন এবং তা হতে লঘুতর হলে স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাতের পথে প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু ভিক্ষুগণ, যার নিকট এসকল পঞ্চেন্দ্রিয় সর্বত্র, সকল স্থানে, সর্বদা এবং সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান নেই তাকে আমি ‘বহিস্থ ও পৃথগ্‌জনের পক্ষাবলম্বী’ বলে ঘোষণা করি।” অষ্টম সূত্র।

৯. সম্পন্ন সূত্র

৪৮৯.১. অতঃপর জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. “ভন্তে, এই যে, ‘ইন্দ্রিয়সম্পন্ন, ইন্দ্রিয়সম্পন্ন’ বলা হয়। কীরূপে একজন ভিক্ষু ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হয়?”

৩. “হে ভিক্ষু, এক্ষেত্রে ভিক্ষু উপশমকর ও সম্বোধিগামী শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু উপশমকর ও সম্বোধিগামী বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবিত করে। হে ভিক্ষু, এরূপেই একজন ভিক্ষু ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হয়।” নবম সূত্র।

১০. আসবক্ষয় সূত্র

৪৯০.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় আছে। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। এগুলোই হচ্ছে পঞ্চেন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চেন্দ্রিয়ে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয়ে অনাসব হয় এবং চিত্তবিমুক্ত ও প্রজ্ঞাবিমুক্ত[১] হয়ে ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে ও লাভ করে অবস্থান করে।" দশম সূত্র।

মৃদুতর বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

প্রতিলাভ, সংক্ষিপ্ত ত্রয়, অপর বিস্তারত্রয়;
প্রতিপন্ন ওসম্পন্ন, দশমে আসবক্ষয়॥

৩. ষড়-ইন্দ্রিয় বর্গ

১. পুনঃজন্ম সূত্র

৪৯১.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় আছে। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সমুদয় (উৎপত্তি), বিলয়, আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ যথার্থরূপে জানতে সক্ষম হইনি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সদেবলোকে, সমারলোকে, সব্রহ্মালোকে, সশ্রমণ-ব্রাহ্মণকুলে এমনকি সদেব-মনুষ্যলোকের মধ্যে কোথাও 'অনুত্তর সম্যক সম্বোধি ও অভিসম্বুদ্ধত্ব' লাভ করতে সক্ষম হইনি। অধিকন্তু ভিক্ষুগণ, যখন আমি এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সমুদয়, বিলয়, আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ যথার্থরূপে জানতে সক্ষম হয়েছি, তখন আমি সদেবলোকে, সমারলোকে, সব্রহ্মালোকে, সশ্রমণ-ব্রাহ্মণকুলে এমনকি সদেব-মনুষ্যলোকের মধ্যেই 'অনুত্তর সম্যক সম্বোধি ও অভিসম্বুদ্ধত্ব' লাভ করতে সক্ষম হয়েছি। তখন আমার এরূপ জ্ঞান ও দর্শন উৎপন্ন হয়েছিল—'আমার বিমুক্তি অকম্পিত, ইহাই আমার অন্তিম জন্ম, আমার আর পুনর্জন্ম হবে না।'" প্রথম সূত্র।

---

[১]। শমথ ও বির্দশন ভাবনায় প্রজ্ঞা প্রধান হয়ে ধ্যান ও মার্গলাভীকে প্রজ্ঞাবিমুক্ত বলে।—মধ্যমনিকায় দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৩।

২. জীবিতেন্দ্রিয় সূত্র

৪৯২.১. “হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার ইন্দ্রিয় আছে। সেই তিন প্রকার কী কী? স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, পুরুষ-ইন্দ্রিয় ও জীবিত-ইন্দ্রিয়। এগুলোই হচ্ছে ত্রিবিধ ইন্দ্রিয়।” দ্বিতীয় সূত্র।

৩. পরিজ্ঞানেন্দ্রিয় সূত্র

৪৯৩.১. “হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার ইন্দ্রিয় আছে। সেই তিন প্রকার কী কী? অজ্ঞাত-জ্ঞাত-ইন্দ্রিয়[১], পরিজ্ঞান-ইন্দ্রিয় ও জ্ঞাত-ইন্দ্রিয় (বা অর্হত্ত্ব)। এগুলোই হচ্ছে ত্রিবিধ ইন্দ্রিয়।” তৃতীয় সূত্র।

৪. একবীজি সূত্র

৪৯৪.১. “হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় আছে। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। এগুলোই হচ্ছে পঞ্চেন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের অখণ্ডতা পরিপূর্ণ হলে অর্হৎ হওয়া যায়। তা হতে লঘুতর হলে অন্তরা-পরিনির্বাণলাভী; তা হতে লঘুতর হলে উপহচ্চ-পরিনির্বাণলাভী ও তা হতে লঘুতর হলে অসংস্কার-পরিনির্বাণলাভী হওয়া যায়। তা হতে লঘুতর হলে সসংস্কারিক-পরিনির্বাণলাভী; তা হতে লঘুতর হলে ঊর্ধ্বস্রোতা-অকনিষ্ঠগামী; তা হতে লঘুতর হলে সকৃদাগামী আর তা হতে লঘুতর হলে একবীজি[২] হওয়া যায়। তা হতে লঘুতর হলে কোলংকোল[৩]; তা হতে লঘুতর হলে সত্তক্খত্তুপরম[৪]; তা হতে লঘুতর হলে ধর্মানুসারী এবং তা হতেও লঘুতর হলে শ্রদ্ধানুসারী হওয়া যায়।” চতুর্থ সূত্র।

৫. সুদ্ধক (সামান্য বিষয়) সূত্র

৪৯৫.১. “হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় আছে। সেই ছয় প্রকার কী

---

[১]। অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাত হওয়ার প্রচেষ্টা।

[২]। পুনঃজন্ম গ্রহণের যার একটিমাত্র বীজ অবশিষ্ট আছে তাকে একবীজি বলে।—শান্তরক্ষিত মহাস্থবিরের পালি-বাংলা অভিধান প্রথম খণ্ড; পৃ. ৪০৮।

[৩]। সংসারে বা জন্মান্তরে এক বংশ হতে অন্য বংশে জন্মগ্রহণ করাকে কোলংকোল বলে।—শান্তরক্ষিত মহাস্থবিরের পালি-বাংলা অভিধান প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫৫৩।

[৪]। যে ব্যক্তিকে অন্তত সাতবার পর্যন্ত সংসারে পুনঃপুন জন্মগ্রহণ করতে হবে তাকে ‘সত্তক্খত্তুপরম’ অর্থাৎ স্রোতাপন্ন বলে।—শান্তরক্ষিত মহাস্থবিরের পালি-বাংলা অভিধান দ্বিতীয় খণ্ড; পৃ. ৯৯৯।

কী? চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয় কায়-ইন্দ্রিয় ও মনো-ইন্দ্রিয়। এগুলোই হচ্ছে ছয় প্রকার ইন্দ্রিয়।" পঞ্চম সূত্র।

৬. স্রোতাপন্ন সূত্র

৪৯৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় আছে। সেই ছয় প্রকার কী কী? চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয় কায়-ইন্দ্রিয় ও মনো-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, যখন হতে আর্যশ্রাবক এই ষড়-ইন্দ্রিয়ের সমুদয়, বিলয়, আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ সম্বন্ধে যথার্থরূপে জানে; তখন তাকে বলা হয় 'আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন অবিনিপাতধর্মী নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।'" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. অর্হত্ত্ব সূত্র

৪৯৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় আছে। সেই ছয় প্রকার কী কী? চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয় কায়-ইন্দ্রিয় ও মনো-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, যখন হতে ভিক্ষু এই ষড়-ইন্দ্রিয়ের সমুদয়, বিলয়, আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ সম্বন্ধে যথার্থরূপে জ্ঞাত হয়ে অনুপাদাবিমুক্ত হয়; তখন তাকে বলা হয়—'অর্হৎ ভিক্ষু, ক্ষীণাসব, উদ্‌যাপিত জীবন, করণীয় কৃত, ভারমুক্ত, সদর্থপ্রাপ্ত, ভবসংযোজন পরিক্ষীণ এবং সম্যকরূপে বিমুক্ত।'" চতুর্থ সূত্র।

৮. সম্বুদ্ধ সূত্র

৪৯৮. "হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় আছে। সেই ছয় প্রকার কী কী? চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয় কায়-ইন্দ্রিয় ও মনো-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি এই ষড়-ইন্দ্রিয়ের সমুদয় (উৎপত্তি), বিলয়, আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ যথার্থরূপে জানতে সক্ষম হইনি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সদেবলোকে, সমারলোকে, সব্রহ্মালোকে, সশ্রমণ-ব্রাহ্মণকুলে এমনকি সদেব-মনুষ্যলোকের মধ্যে কোথাও 'অনুত্তর সম্যক সম্বোধি ও অভিসম্বুদ্ধত্ব' লাভ করতে সক্ষম হইনি। অধিকন্তু ভিক্ষুগণ, যখন আমি এই ষড়-ইন্দ্রিয়ের সমুদয়, বিলয়, আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ যথার্থরূপে জানতে সক্ষম হয়েছি, তখন আমি সদেবলোকে, সমারলোকে, সব্রহ্মালোকে, সশ্রমণ-ব্রাহ্মণকুলে এমনকি সদেব-মনুষ্যলোকের মধ্যেই 'অনুত্তর সম্যক সম্বোধি ও অভিসম্বুদ্ধত্ব' লাভ করতে সক্ষম হয়েছি। তখন আমার এরূপ জ্ঞান ও দর্শন উৎপন্ন হয়েছিল—'আমার বিমুক্তি অকম্পিত,

ইহাই আমার অন্তিম জন্ম, আমার আর পুনর্জন্ম হবে না।'" অষ্টম সূত্র।

৯. প্রথম শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সূত্র

৪৯৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় আছে। সেই ছয় প্রকার কী কী? চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয় কায়-ইন্দ্রিয় ও মনো-ইন্দ্রিয়। যেই যেই শ্রমণ বা ব্রাহ্মণগণ এই ষড়-ইন্দ্রিয়ের সমুদয়, বিলয়, আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে না, তাদের আমি শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ বলি না। তারা শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হয় না। সেই আয়ুষ্মানগণ শ্রমণ্যার্থ বা শ্রমণ্যফল, ব্রাহ্মণ্যার্থ বা ব্রাহ্মণ্যফল এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ ও লাভ না করে অবস্থান করে।

২. ভিক্ষুগণ, যেই যেই শ্রমণ বা ব্রাহ্মণগণ এই ষড়-ইন্দ্রিয়ের সমুদয়, বিলয়, আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে, তাদের আমি শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ বলি। তারা শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হয়। সেই আয়ুষ্মানগণ শ্রমণ্যার্থ বা শ্রমণ্যফল, ব্রাহ্মণ্যার্থ বা ব্রাহ্মণ্যফল এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ ও লাভ করে অবস্থান করে।" নবম সূত্র।

১০. দ্বিতীয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সূত্র

৫০০.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেই যেই শ্রমণ বা ব্রাহ্মণগণ চক্ষু-ইন্দ্রিয় জানে না, চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের সমুদয় জানে না, চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জানে না এবং চক্ষু-ইন্দ্রিয় নিরোধগামিনী প্রতিপদা (উপায় সম্পর্কে) জানে না; অনুরূপভাবে শ্রোত্র-ইন্দ্রিয় জানে না, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়ের সমুদয় জানে না, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জানে না এবং শ্রোত্র-ইন্দ্রিয় নিরোধগামিনী প্রতিপদা জানে না; ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয় জানে না, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়ের সমুদয় জানে না, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জানে না এবং ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয় নিরোধগামিনী প্রতিপদা জানে না; জিহ্বা-ইন্দ্রিয় জানে না, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়ের সমুদয় জানে না, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জানে না এবং জিহ্বা-ইন্দ্রিয় নিরোধগামিনী প্রতিপদা জানে না; কায়-ইন্দ্রিয় জানে না, কায়-ইন্দ্রিয়ের সমুদয় জানে না, কায়-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জানে না এবং কায়-ইন্দ্রিয় নিরোধগামিনী প্রতিপদা জানে না; এবং মনো-ইন্দ্রিয় জানে না, মনো-ইন্দ্রিয়ের সমুদয় জানে না, মনো-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জানে না এবং মনো-ইন্দ্রিয় নিরোধগামিনী প্রতিপদা জানে না, তাদের আমি শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ

বলি না; তারা শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হয় না। সেই আয়ুষ্মানগণ শ্রমণ্যার্থ বা শ্রমণ্যফল, ব্রাহ্মণ্যার্থ বা ব্রাহ্মণ্যফল এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ ও লাভ না করে অবস্থান করে।

২. ভিক্ষুগণ, যেই যেই শ্রমণ বা ব্রাহ্মণগণ চক্ষু-ইন্দ্রিয় জানে, চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের সমুদয় জানে, চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জানে এবং চক্ষু-ইন্দ্রিয় নিরোধগামিনী প্রতিপদা জানে; অনুরূপভাবে শ্রোত্র-ইন্দ্রিয় জানে, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়ের সমুদয় জানে, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জানে এবং শ্রোত্র-ইন্দ্রিয় নিরোধগামিনী প্রতিপদা জানে; ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয় জানে, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়ের সমুদয় জানে, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জানে এবং ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয় নিরোধগামিনী প্রতিপদা জানে; জিহ্বা-ইন্দ্রিয় জানে, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়ের সমুদয় জানে, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জানে এবং জিহ্বা-ইন্দ্রিয় নিরোধগামিনী প্রতিপদা জানে; কায়-ইন্দ্রিয় জানে, কায়-ইন্দ্রিয়ের সমুদয় জানে, কায়-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জানে এবং কায়-ইন্দ্রিয় নিরোধগামিনী প্রতিপদা জানে; এবং মনো-ইন্দ্রিয় জানে, মনো-ইন্দ্রিয়ের সমুদয় জানে, মনো-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জানে এবং মনো-ইন্দ্রিয় নিরোধগামিনী প্রতিপদা জানে, তাদের আমি শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ বলি। তারা শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হয়। সেই আয়ুষ্মানগণ শ্রমণ্যার্থ বা শ্রমণ্যফল, ব্রাহ্মণ্যার্থ বা ব্রাহ্মণ্যফল এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ ও লাভ করে অবস্থান করে।" দশম সূত্র।

ষড়-ইন্দ্রিয় বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

পুনর্জন্ম, জীবিত, জ্ঞান, একবীজি ও সুদ্ধক;
স্রোতাপন্ন, অর্হত্ত্ব, সম্বুদ্ধ ও শ্রমণ-ব্রাহ্মণদ্বয়॥

৪. সুখিন্দ্রিয় বর্গ

১. শুদ্ধি সূত্র

৫০১.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় আছে। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? সুখ-ইন্দ্রিয়, দুঃখ-ইন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় ও উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়। এগুলোই হচ্ছে পঞ্চেন্দ্রিয়।" প্রথম সূত্র।

২. স্রোতাপন্ন সূত্র

৫০২.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় আছে। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? সুখ-ইন্দ্রিয়, দুঃখ-ইন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় ও উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, যখন হতে আর্যশ্রাবক এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সমুদয়, বিলয়, আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ সম্বন্ধে যথার্থরূপে জানে, তখন তাকে বলা হয় 'আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন অবিনিপাতধর্মী নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।'" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. অর্হত্ত্ব সূত্র

৫০৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় আছে। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? সুখ-ইন্দ্রিয়, দুঃখ-ইন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় ও উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, যখন হতে ভিক্ষু এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সমুদয়, বিলয়, আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ সম্বন্ধে যথার্থরূপে জ্ঞাত হয়ে অনুপাদাবিমুক্ত হয়; তখন তাকে বলা হয়—'অর্হৎ ভিক্ষু, ক্ষীণাসব, উদ্‌যাপিত জীবন, করণীয় কৃত, ভারমুক্ত, সদর্থপ্রাপ্ত, ভবসংযোজন পরিক্ষীণ এবং সম্যকরূপে বিমুক্ত।'" তৃতীয় সূত্র।

৪. প্রথম শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সূত্র

৫০৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় আছে। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? সুখ-ইন্দ্রিয়, দুঃখ-ইন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় ও উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়। যেই যেই শ্রমণ বা ব্রাহ্মণগণ এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সমুদয়, বিলয়, আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে না, তাদের আমি শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ বলি না। তারা শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হয় না। সেই আয়ুষ্মানগণ শ্রমণ্যার্থ বা শ্রমণ্যফল, ব্রাহ্মণ্যার্থ বা ব্রাহ্মণ্যফল এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ ও লাভ না করে অবস্থান করে।

২. ভিক্ষুগণ, যেই যেই শ্রমণ বা ব্রাহ্মণগণ এই পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহের সমুদয়, বিলয়, আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে, তাদের আমি শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ বলি। তারা শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হয়। সেই আয়ুষ্মানগণ শ্রমণ্যার্থ বা শ্রমণ্যফল, ব্রাহ্মণ্যার্থ বা ব্রাহ্মণ্যফল এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ ও লাভ করে অবস্থান করে।" চতুর্থ সূত্র।

৫. দ্বিতীয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সূত্র

৫০৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় আছে। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? সুখ-ইন্দ্রিয়, দুঃখ-ইন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় ও উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, যেই যেই শ্রমণ বা ব্রাহ্মণগণ সুখ-ইন্দ্রিয় জানে না, সুখ-ইন্দ্রিয়ের সমুদয় জানে না, সুখ-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জানে না এবং সুখ-ইন্দ্রিয় নিরোধগামিনী প্রতিপদা জানে না। অনুরূপভাবে দুঃখ-ইন্দ্রিয় জানে না, দুঃখ-ইন্দ্রিয়ের সমুদয় জানে না, দুঃখ-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জানে না এবং দুঃখ-ইন্দ্রিয় নিরোধগামিনী প্রতিপদা জানে না; সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় জানে না, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়ের সমুদয় জানে না, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জানে না এবং সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় নিরোধগামিনী প্রতিপদা জানে না; দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় জানে না, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয়ের সমুদয় জানে না, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জানে না ও দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় নিরোধগামিনী প্রতিপদা জানে না; এবং উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় জানে না, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়ের সমুদয় জানে না, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জানে না এবং উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় নিরোধগামিনী প্রতিপদা জানে না, তাদের আমি শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ বলি না। তারা শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হয় না। সেই আয়ুষ্মানগণ শ্রমণ্যার্থ বা শ্রমণ্যফল, ব্রাহ্মণ্যার্থ বা ব্রাহ্মণ্যফল এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ ও লাভ না করে অবস্থান করে।

২. ভিক্ষুগণ, যেই যেই শ্রমণ বা ব্রাহ্মণগণ সুখ-ইন্দ্রিয় জানে, সুখ-ইন্দ্রিয়ের সমুদয় জানে, সুখ-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জানে এবং সুখ-ইন্দ্রিয় নিরোধগামিনী প্রতিপদা জানে। অনুরূপভাবে দুঃখ-ইন্দ্রিয় জানে, দুঃখ-ইন্দ্রিয়ের সমুদয় জানে, দুঃখ-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জানে এবং দুঃখ-ইন্দ্রিয় নিরোধগামিনী প্রতিপদা জানে; সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় জানে, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়ের সমুদয় জানে, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জানে এবং সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় নিরোধগামিনী প্রতিপদা জানে; দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় জানে, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয়ের সমুদয় জানে, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জানে ও দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় নিরোধগামিনী প্রতিপদা জানে; এবং উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় জানে, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়ের সমুদয় জানে, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জানে এবং উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় নিরোধগামিনী প্রতিপদা জানে, তাদের আমি শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ বলি। তারা শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হয়। সেই আয়ুষ্মানগণ শ্রমণ্যার্থ বা শ্রমণ্যফল, ব্রাহ্মণ্যার্থ বা

ব্রাহ্মণ্যফল এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ ও লাভ করে অবস্থান করে।” পঞ্চম সূত্র।

৬. প্রথম বিভঙ্গ সূত্র

৫০৬.১. “হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় আছে। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? সুখ-ইন্দ্রিয়, দুঃখ-ইন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় ও উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়।

২. ভিক্ষুগণ, সুখ-ইন্দ্রিয় কীরূপ? শারীরিক সুখ, শারীরিক স্বচ্ছন্দতা এবং কায়িক সংস্পর্শজনিত সুখ, স্বচ্ছন্দতা ও বেদনাকে সুখ-ইন্দ্রিয় বলে।

দুঃখ-ইন্দ্রিয় কীরূপ? শারীরিক দুঃখ, শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা এবং কায়িক সংস্পর্শজনিত দুঃখ, অস্বচ্ছন্দতা ও বেদনাকে দুঃখ-ইন্দ্রিয় বলে।

সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় কীরূপ? মানসিক সুখ, মানসিক স্বচ্ছন্দতা এবং মনো-সংস্পর্শজনিত সুখ, স্বচ্ছন্দতা ও বেদনাকে সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় বলে।

দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় কীরূপ? মানসিক দুঃখ, মানসিক অস্বচ্ছন্দতা এবং মনো-সংস্পর্শজনিত দুঃখ, অস্বচ্ছন্দতা ও বেদনাকে দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় বলে।

উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় কীরূপ? যা শারীরিক বা মানসিক স্বচ্ছন্দতাও নয়, অস্বচ্ছন্দতাও নয় এবং বেদনাও নয়; তাকে উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় বলে। ভিক্ষুগণ, এগুলোই হচ্ছে পঞ্চেন্দ্রিয়।” ষষ্ঠ সূত্র।

৭. দ্বিতীয় বিভঙ্গ সূত্র

৫০৭.১. “হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় আছে। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? সুখ-ইন্দ্রিয়, দুঃখ-ইন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় ও উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়।

২. ভিক্ষুগণ, সুখ-ইন্দ্রিয় কীরূপ? শারীরিক সুখ, শারীরিক স্বচ্ছন্দতা এবং কায়িক সংস্পর্শজনিত সুখ, স্বচ্ছন্দতা ও বেদনাকে সুখ-ইন্দ্রিয় বলে।

দুঃখ-ইন্দ্রিয় কীরূপ? শারীরিক দুঃখ, শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা এবং কায়িক সংস্পর্শজনিত দুঃখ, অস্বচ্ছন্দতা ও বেদনাকে দুঃখ-ইন্দ্রিয় বলে।

সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় কীরূপ? মানসিক সুখ, মানসিক স্বচ্ছন্দতা এবং মনো-সংস্পর্শজনিত সুখ, স্বচ্ছন্দতা ও বেদনাকে সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় বলে।

দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় কীরূপ? মানসিক দুঃখ, মানসিক অস্বচ্ছন্দতা এবং মনো-সংস্পর্শজনিত দুঃখ, অস্বচ্ছন্দতা ও বেদনাকে দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় বলে।

উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় কীরূপ? যা শারীরিক বা মানসিক স্বচ্ছন্দতাও নয়,

অস্বচ্ছন্দতাও নয় এবং বেদনাও নয়; তাকে উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় বলে।

৩. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে সুখ-ইন্দ্রিয় ও সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়কে সুখ-বেদনারূপে জ্ঞাতব্য। দুঃখ-ইন্দ্রিয় ও দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয়কে দুঃখ-বেদনারূপে জ্ঞাতব্য। আর এই উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়কে অদুঃখ-অসুখ-বেদনারূপেই জ্ঞাতব্য। এগুলোই হচ্ছে পঞ্চেন্দ্রিয়।" সপ্তম সূত্র।

৮. তৃতীয় বিভঙ্গ সূত্র

৫০৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় আছে। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? সুখ-ইন্দ্রিয়, দুঃখ-ইন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় ও উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়।

২. ভিক্ষুগণ, সুখ-ইন্দ্রিয় কীরূপ? শারীরিক সুখ, শারীরিক স্বচ্ছন্দতা এবং কায়িক সংস্পর্শজনিত সুখ, স্বচ্ছন্দতা ও বেদনাকে সুখ-ইন্দ্রিয় বলে।

দুঃখ-ইন্দ্রিয় কীরূপ? শারীরিক দুঃখ, শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা এবং কায়িক সংস্পর্শজনিত দুঃখ, অস্বচ্ছন্দতা ও বেদনাকে দুঃখ-ইন্দ্রিয় বলে।

সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় কীরূপ? মানসিক সুখ, মানসিক স্বচ্ছন্দতা এবং মনো-সংস্পর্শজনিত সুখ, স্বচ্ছন্দতা ও বেদনাকে সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় বলে।

দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় কীরূপ? মানসিক দুঃখ, মানসিক অস্বচ্ছন্দতা এবং মনো-সংস্পর্শজনিত দুঃখ, অস্বচ্ছন্দতা ও বেদনাকে দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় বলে।

উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় কীরূপ? যা শারীরিক বা মানসিক স্বচ্ছন্দতাও নয়, অস্বচ্ছন্দতাও নয় এবং বেদনাও নয়; তাকে উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় বলে।

৩. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে সুখ-ইন্দ্রিয় ও সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়কে সুখ-বেদনারূপে জ্ঞাতব্য। দুঃখ-ইন্দ্রিয় ও দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয়কে দুঃখ-বেদনারূপে জ্ঞাতব্য। আর এই উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়কে অদুঃখ-অসুখ-বেদনারূপেই জ্ঞাতব্য। ভিক্ষুগণ, এরূপেই এই পঞ্চেন্দ্রিয় পর্যায়ক্রমে[১] পঞ্চবিধ হয়ে ত্রিবিধ হয় এবং ত্রিবিধ হয়েও পঞ্চবিধ হয়।" অষ্টম সূত্র।

৯. কাষ্ঠোপম সূত্র

৫০৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় আছে। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? সুখ-ইন্দ্রিয়, দুঃখ-ইন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় ও

---

[১]। সুখ ও সৌমনস্য এই দুটি ইন্দ্রিয় সুখবেদনার অন্তর্গত; আর দুঃখ ও দৌর্মনস্য ইন্দ্রিয়দ্বয় দুঃখবেদনার অর্ন্তভুক্ত এবং উপেক্ষা ইন্দ্রিয় অদুঃখ-অসুখবেদনার অন্তর্গত। তাই পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় বেদনার দিক হতে মূলত তিন প্রকার।

উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, সুখ অনুভবযোগ্য স্পর্শের কারণে সুখ-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। সেই সুখিত ব্যক্তি এভাবেই প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারে যে, 'আমি সুখী'। সেই সুখ-বেদনীয় স্পর্শ নিরোধের দরুন 'যা তদুদ্ভূত বেদনা ও সুখ-বেদনীয় স্পর্শের কারণে উৎপন্ন সুখ-ইন্দ্রিয় তা নিরুদ্ধ ও উপশম হয়' তাও প্রকৃষ্টরূপে জানে।

২. ভিক্ষুগণ, দুঃখ অনুভবযোগ্য স্পর্শের কারণে দুঃখ-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। সেই দুঃখিত ব্যক্তি এভাবেই প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারে যে, 'আমি দুঃখী'। সেই দুঃখ-বেদনীয় স্পর্শ নিরোধের দরুন 'যা তদুদ্ভূত বেদনা ও দুঃখ-বেদনীয় স্পর্শের কারণে উৎপন্ন দুঃখ-ইন্দ্রিয় তা নিরুদ্ধ ও উপশম হয়' তাও প্রকৃষ্টরূপে জানে।

৩. ভিক্ষুগণ, সৌমনস্য অনুভবযোগ্য স্পর্শের কারণে সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। সেই সুমনা ব্যক্তি এভাবেই প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারে যে, 'আমি সুমনা'। সেই সৌমনস্য-বেদনীয় স্পর্শ নিরোধের দরুন 'যা তদুদ্ভূত বেদনা ও সৌমনস্য-বেদনীয় স্পর্শের কারণে উৎপন্ন সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় তা নিরুদ্ধ ও উপশম হয়' তাও প্রকৃষ্টরূপে জানে।

৪. ভিক্ষুগণ, দৌর্মনস্য অনুভবযোগ্য স্পর্শের কারণে দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। সেই দুর্মনা ব্যক্তি এভাবেই প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারে যে, 'আমি দুর্মনা'। সেই দৌর্মনস্য-বেদনীয় স্পর্শ নিরোধের দরুন 'যা তদুদ্ভূত বেদনা ও দৌর্মনস্য-বেদনীয় স্পর্শের কারণে উৎপন্ন দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় তা নিরুদ্ধ ও উপশম হয়' তাও প্রকৃষ্টরূপে জানে।

৫. ভিক্ষুগণ, উপেক্ষা অনুভবযোগ্য স্পর্শের কারণে উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। সেই উপেক্ষক ব্যক্তি এভাবেই প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারে যে, 'আমি উপেক্ষক'। সেই উপেক্ষা-বেদনীয় স্পর্শ নিরোধের দরুন 'যা তদুদ্ভূত বেদনা ও উপেক্ষা-বেদনীয় স্পর্শের কারণে উৎপন্ন উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় তা নিরুদ্ধ ও উপশম হয়' তাও প্রকৃষ্টরূপে জানে।

৬. ভিক্ষুগণ, যেমন দুইটি কাষ্ঠ পরস্পর সংঘর্ষণ করলে তা হতে উষ্মা (উত্তাপ) ও তেজ উৎপন্ন হয়; আর সেই কাষ্ঠদ্বয়কে আলাদা করে রাখলে যেমন সেই উষ্মা নিরুদ্ধ ও নিভে যায়, ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ, সুখ অনুভবযোগ্য স্পর্শের কারণে সুখ-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। সেই সুখিত ব্যক্তি এভাবেই প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারে যে, 'আমি সুখী'। সেই সুখ-বেদনীয় স্পর্শ নিরোধের দরুন 'যা তদুদ্ভূত বেদনা ও সুখ-বেদনীয় স্পর্শের কারণে উৎপন্ন সুখ-ইন্দ্রিয় তা নিরুদ্ধ ও উপশম হয়' তাও প্রকৃষ্টরূপে জানে।

৭. ভিক্ষুগণ, দুঃখ অনুভবযোগ্য স্পর্শের কারণে দুঃখ-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। সেই দুঃখিত ব্যক্তি এভাবেই প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারে যে, 'আমি দুঃখী'। সেই দুঃখ-বেদনীয় স্পর্শ নিরোধের দরুন 'যা তদুদ্ভূত বেদনা ও দুঃখ-বেদনীয় স্পর্শের কারণে উৎপন্ন দুঃখ-ইন্দ্রিয় তা নিরুদ্ধ ও উপশম হয়' তাও প্রকৃষ্টরূপে জানে।

৮. ভিক্ষুগণ, সৌমনস্য অনুভবযোগ্য স্পর্শের কারণে সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। সেই সুমনা ব্যক্তি এভাবেই প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারে যে, 'আমি সুমনা'। সেই সৌমনস্য-বেদনীয় স্পর্শ নিরোধের দরুন 'যা তদুদ্ভূত বেদনা ও সৌমনস্য-বেদনীয় স্পর্শের কারণে উৎপন্ন সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় তা নিরুদ্ধ ও উপশম হয়' তাও প্রকৃষ্টরূপে জানে।

৯. ভিক্ষুগণ, দৌর্মনস্য অনুভবযোগ্য স্পর্শের কারণে দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। সেই দুর্মনা ব্যক্তি এভাবেই প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারে যে, 'আমি দুর্মনা'। সেই দৌর্মনস্য-বেদনীয় স্পর্শ নিরোধের দরুন 'যা তদুদ্ভূত বেদনা ও দৌর্মনস্য-বেদনীয় স্পর্শের কারণে উৎপন্ন দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় তা নিরুদ্ধ ও উপশম হয়' তাও প্রকৃষ্টরূপে জানে।

১০. ভিক্ষুগণ, উপেক্ষা অনুভবযোগ্য স্পর্শের কারণে উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। সেই উপেক্ষক ব্যক্তি এভাবেই প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারে যে, 'আমি উপেক্ষক'। সেই উপেক্ষা-বেদনীয় স্পর্শ নিরোধের দরুন 'যা তদুদ্ভূত বেদনা ও উপেক্ষা-বেদনীয় স্পর্শের কারণে উৎপন্ন উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় তা নিরুদ্ধ ও উপশম হয়' তাও প্রকৃষ্টরূপে জানে।" নবম সূত্র।

১০. উপ্পটিপাটিক সূত্র

৫১০.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় আছে। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? সুখ-ইন্দ্রিয়, দুঃখ-ইন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় ও উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও প্রেষিতাত্ম হয়ে অবস্থান করার সময় ভিক্ষুর নিকট দুঃখ-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। সে এরূপ জ্ঞাত হয়—'আমার এই উৎপন্ন দুঃখ-ইন্দ্রিয় সনিমিত্ত, সনিদান, সসংস্কার ও সপ্রত্যয়। সেই অনিমিত্ত, অনিদান, অসংস্কার ও অপ্রত্যয় দুঃখ-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হবে—তা অসম্ভব। সে দুঃখ-ইন্দ্রিয় জানে, দুঃখ-ইন্দ্রিয়ের সমুদয় জানে, দুঃখ-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জানে, আর যেরূপে উৎপন্ন দুঃখ-ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয় তাও প্রকৃষ্টরূপে জানে। উৎপন্ন দুঃখ-ইন্দ্রিয় কীরূপে সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু কাম (কামনা) ও অকুশলধর্মসমূহ হতে পৃথক

হয়ে বিতর্ক, বিচার ও নির্জনতাজনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যানস্তর লাভ করে অবস্থান করে। এরূপেই উৎপন্ন দুঃখ-ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলে 'ভিক্ষু দুঃখ-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জ্ঞাত হলো, তজ্জন্য চিত্তকে কেন্দ্রীভূত করেছে'।

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও প্রেষিতাত্ম হয়ে অবস্থান করার সময় ভিক্ষুর নিকট দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। সে এরূপ জ্ঞাত হয়—'আমার এই উৎপন্ন দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় সনিমিত্ত, সনিদান, সসংস্কার ও সপ্রত্যয়। সেই অনিমিত্ত, অনিদান, অসংস্কার ও অপ্রত্যয় দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হবে—তা অসম্ভব। সে দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় জানে, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয়ের সমুদয় জানে, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জানে, আর যেরূপে উৎপন্ন দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয় তাও প্রকৃষ্টরূপে জানে। উৎপন্ন দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় কীরূপে সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিতর্ক ও বিচার প্রশমিত হয়ে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদ ও চিত্তের একাগ্রতায় বিতর্ক ও বিচারহীন হয়ে এবং সমাধিজনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যানস্তর লাভ করে অবস্থান করে। এরূপেই উৎপন্ন দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলে 'ভিক্ষু দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জ্ঞাত হলো, তজ্জন্য চিত্তকে কেন্দ্রীভূত করেছে'।

৩. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও প্রেষিতাত্ম হয়ে অবস্থান করার সময় ভিক্ষুর নিকট সুখ-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। সে এরূপ জ্ঞাত হয়—'আমার এই উৎপন্ন সুখ-ইন্দ্রিয় সনিমিত্ত, সনিদান, সসংস্কার ও সপ্রত্যয়। সেই অনিমিত্ত, অনিদান, অসংস্কার ও অপ্রত্যয় সুখ-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হবে—তা অসম্ভব। সে সুখ-ইন্দ্রিয় জানে, সুখ-ইন্দ্রিয়ের সমুদয় জানে, সুখ-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জানে, আর যেরূপে উৎপন্ন সুখ-ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয় তাও প্রকৃষ্টরূপে জানে। উৎপন্ন সুখ-ইন্দ্রিয় কীরূপে সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু প্রীতিতে বিরাগ উৎপন্ন করে উপেক্ষাশীল হয়ে অবস্থান করে। স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে কায়িক সুখ অনুভব করে। যে অবস্থায় থাকলে আর্যগণ 'উপেক্ষাশীল স্মৃতিমান সুখ-বিহারী' বলে অভিহিত করেন, সেই তৃতীয় ধ্যানস্তর লাভ করে অবস্থান করে। এরূপেই উৎপন্ন সুখ-ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলে 'ভিক্ষু সুখ-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জ্ঞাত হলো, তজ্জন্য চিত্তকে কেন্দ্রীভূত করেছে'।

৪. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও প্রেষিতাত্ম হয়ে অবস্থান করার সময় ভিক্ষুর নিকট সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। সে এরূপ জ্ঞাত হয়—

'আমার এই উৎপন্ন সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় সনিমিত্ত, সনিদান, সসংস্কার ও সপ্রত্যয়। সেই অনিমিত্ত, অনিদান, অসংস্কার ও অপ্রত্যয় সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হবে—তা অসম্ভব। সে সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় জানে, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়ের সমুদয় জানে, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জানে, আর যেরূপে উৎপন্ন সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয় তাও প্রকৃষ্টরূপে জানে। উৎপন্ন সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় কীরূপে সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু শারীরিক সুখ-দুঃখ প্রহান করে এবং পূর্বেই মানসিক সৌমনস্য ও মানসিক দৌর্মনস্যের বিনাশসাধন করে সুখ-দুঃখহীন 'উপেক্ষা-স্মৃতি-পরিশুদ্ধি' নামক চতুর্থ ধ্যানস্তর লাভ করে অবস্থান করে। এরূপেই উৎপন্ন সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলে 'ভিক্ষু সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জ্ঞাত হলো, তজ্জন্য চিত্তকে কেন্দ্রীভূত করেছে'।

৫. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও প্রেষিতাত্ম হয়ে অবস্থান করার সময় ভিক্ষুর নিকট উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। সে এরূপ জ্ঞাত হয়—'আমার এই উৎপন্ন উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় সনিমিত্ত, সনিদান, সসংস্কার ও সপ্রত্যয়। সেই অনিমিত্ত, অনিদান, অসংস্কার ও অপ্রত্যয় উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হবে—তা অসম্ভব। সে উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় জানে, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়ের সমুদয় জানে, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জানে, আর যেরূপে উৎপন্ন উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয় তাও প্রকৃষ্টরূপে জানে। উৎপন্ন উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় কীরূপে সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু সম্পূর্ণরূপে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন[১] অতিক্রম করে সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ[২] লাভ করে অবস্থান করে। এরূপেই উৎপন্ন উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলে 'ভিক্ষু উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জ্ঞাত হলো, তজ্জন্য চিত্তকে কেন্দ্রীভূত করেছে।'" দশম সূত্র।

সুখিন্দ্রিয় বর্গ সমাপ্ত।

১। ইহা অরূপ ব্রহ্মলোকের ঊর্ধ্বতম ৪র্থ স্তর, এবং সমাপত্তি-ধ্যানের মধ্যে অষ্টম সমাপত্তি ধ্যানাবস্থা।—শান্তরক্ষিত মহাস্থবিরের পালি-বাংলা অভিধান প্রথম খণ্ড; পৃ. ৮৯৫। এই ব্রহ্মবাসীর পরমায়ু চুরাশি হাজার কল্প। নিম্নতম অবিচি নরক হতে উচ্চতম নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন এই যে অরূপ ব্রহ্মলোক তা ভবাগ্র নামে অভিহিত হয়। এতদভ্যন্তরে যে ৩১টি লোকভূমি তা জীবগণের সংসরণ ভূমি।—পটিচ্চ-সমুপ্পাদ, পৃ. ৩০, শ্রী প্রজ্ঞালোক স্থবির।

২। সংজ্ঞা আছে কিন্তু ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি গ্রহণ করা হয় না এরূপ অবস্থায় নিরোধ বা উপশম।—শান্তরক্ষিত মহাস্থবিরের পালি-বাংলা অভিধান দ্বিতীয় খণ্ড; পৃ. ১৫৯০।

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

শুদ্ধি, স্রোতা, অর্হৎ, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দ্বয়;
বিভঙ্গ ত্রয় উক্ত, কাষ্ঠ, উপ্পটিপাটিক সূত্র হয়॥

৫. জরা বর্গ

১. জরাধর্ম সূত্র

৫১১.১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর পূর্বারামে মিগারমাতা প্রাসাদে অবস্থান করছিলেন। সে-সময় ভগবান সায়াহ্ন সময়ে নির্জন স্থান হতে উঠে পৃষ্ঠদেশ উত্তপ্ত করার জন্য পশ্চিম দিকে রৌদ্রে উপবিষ্ট ছিলেন।

২. অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক ভগবানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হস্ত দ্বারা মর্দন করতে করতে ভগবানকে এরূপ বললেন, "আশ্চর্য! ভন্তে, অদ্ভুত! ভন্তে, ভগবানের সেই পরিশুদ্ধ ও নির্মল দেহবর্ণ এখন আর নেই। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল শিথিল ও কুঞ্চিত হয়েছে। শরীর সম্মুখে ঝুঁকে পড়েছে এবং চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয় ও কায়-ইন্দ্রিয়সমূহের পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে।"

৩. "হে আনন্দ, এরূপই হয়—যৌবনের পরিণতি জরাধর্ম, আরোগ্যের পরিণতি ব্যাধিধর্ম এবং জীবনের পরিণতি মরণধর্ম। জরায় গ্রাস করলে সেই দেহবর্ণ আর পরিশুদ্ধ ও নির্মল থাকে না। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল শিথিল ও কুঞ্চিত হয়। শরীর সম্মুখে ঝুঁকে পড়ে এবং চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয় ও কায়-ইন্দ্রিয়সমূহের পরিবর্তন দৃষ্ট হয়।"

ভগবান এরূপ বললেন। অতঃপর সুগত এরূপ বলে শাস্তা আবার এই গাথাদ্বয় ভাষণ করলেন :

"ধিক্ সেই শোচনীয় জরায়, যাতে সবে বিবর্ণ;
মনোরম দেহবর্ণকেও জরায় করে জীর্ণ-শীর্ণ॥
শত বর্ষ আয়ু যার, সেও মৃত্যুপরবশ;
মুক্তি নাহি মরণ হতে, সবেই মৃত্যুর অনুবশ॥" প্রথম সূত্র।

২. উণ্ণাভ ব্রাহ্মণ সূত্র

৫১২.১. শ্রাবস্তী নিদান। অতঃপর উণ্ণাভ ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে সম্বোধন করলেন। সম্বোধনীয় কথা ও কুশল-

বিনিময় করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট উণ্নাভ ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "ভো গৌতম, নানা বিষয় ও নানা গোচরের পঞ্চেন্দ্রিয় আছে, যা পরস্পরের গোচর-বিষয় জ্ঞাত হয় না। সেই পঞ্চেন্দ্রিয় কী কী? চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয় ও কায়-ইন্দ্রিয়। পরস্পরের গোচর-বিষয় জ্ঞাত হতে অক্ষম এই নানা বিষয় ও নানা গোচরের পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রতিশরণ (আশ্রয় স্থল) কি? এই গোচর-বিষয় কে জ্ঞাত হয়?"

৩. "হে ব্রাহ্মণ, নানা বিষয় ও নানা গোচরের পঞ্চেন্দ্রিয় আছে, যা পরস্পরের গোচর-বিষয় জ্ঞাত হয় না। সেই পঞ্চেন্দ্রিয় কী কী? চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয় ও কায়-ইন্দ্রিয়। পরস্পরের গোচর-বিষয় জ্ঞাত হতে অক্ষম এই নানা বিষয় ও নানা গোচরের পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রতিশরণ (আশ্রয়স্থল) হচ্ছে মন। মনই এই গোচর-বিষয় জ্ঞাত হয়।"

৪. "ভো গৌতম, মনের প্রতিশরণ কী?"

"ব্রাহ্মণ, স্মৃতিই হচ্ছে মনের প্রতিশরণ।"

"ভো গৌতম, স্মৃতির প্রতিশরণ কী?"

"ব্রাহ্মণ, বিমুক্তিই স্মৃতির প্রতিশরণ।"

"ভো গৌতম, বিমুক্তির প্রতিশরণ কী?"

"ব্রাহ্মণ, নির্বাণই হচ্ছে বিমুক্তির প্রতিশরণ।"

"ভো গৌতম, নির্বাণের প্রতিশরণ কী?"

"হে ব্রাহ্মণ, তুমি প্রশ্নের সীমা অতিক্রম করেছ, আমি তোমার শেষ প্রশ্ন গ্রহণ করতে পারলাম না। ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপনের লক্ষ্যই হচ্ছে নির্বাণোগধ (নির্বাণে বিজরিত), নির্বাণপরায়ণ ও নির্বাণে পর্যাবসান হওয়া।"

৫. অতঃপর উণ্নাভ ব্রাহ্মণ ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন ও অনুমোদন করে আসন হতে উঠে ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন।

৬. অনন্তর ভগবান উণ্নাভ ব্রাহ্মণ প্রস্থানের অনতিবিলম্বে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, "হে ভিক্ষুগণ, যেমন কূটাগারে বা কূটাগার শালায় পূর্বদিকস্থ জানালার দিকে সূর্যোদয়ের সময় জানালা দিয়ে সূর্য রশ্মি প্রবেশ করলে কোন দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়?"

"ভন্তে, পশ্চিম দিকের দেয়ালে।"

"ভিক্ষুগণ, ঠিক এরূপেই উণ্নাভ ব্রাহ্মণের তথাগতের প্রতি যে শ্রদ্ধা নিবিষ্ট হয়েছে ও দৃঢ়ভাবে মূলজাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেব, মার, ব্রহ্মা এবং জগতে কারও দ্বারা বিনষ্ট হবে না। যদি উণ্নাভ ব্রাহ্মণ এই

মুহূর্তে মৃত্যুবরণ করে, তবে এমন কোনো সংযোজন তার নিকট বিদ্যমান নেই, যেই সংযোজনের দ্বারা সংযুক্ত হয়ে সে পুনরায় ইহজগতে আগমন করবে।” দ্বিতীয় সূত্র।

৩. সাকেত সূত্র

৫১৩.১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান সাকেতে অঞ্জবনের মৃগদায়ে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, “হে ভিক্ষুগণ, এমন কোনো পর্যায় (পদ্ধতি) আছে কী, যদ্দরুন পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চবলে পরিণত হয় এবং পঞ্চবল পঞ্চেন্দ্রিয়ে পরিণত হয়?”

২. “ভন্তে, ভগবান হচ্ছেন আমাদের মূল, ধর্ম-উপদেষ্টা ও প্রতিশরণ। ভন্তে, তা উত্তম হয়, যদি ভগবান এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ প্রতিভাত (প্রকাশ) করেন। ভগবান হতে শ্রবণ করে ভিক্ষুগণ তা ধারণ করবেন।”

“ভিক্ষুগণ, এমন পর্যায় আছে, যদ্দরুন পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চবলে পরিণত হয় এবং পঞ্চবল পঞ্চেন্দ্রিয়ে পরিণত হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, সেই পর্যায় কীরূপ, যদ্দরুন পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চবলে পরিণত হয় এবং পঞ্চবল পঞ্চেন্দ্রিয়ে পরিণত হয়? যা শ্রদ্ধেন্দ্রিয় তাই শ্রদ্ধাবল ও যা শ্রদ্ধাবল তাই শ্রদ্ধেন্দ্রিয়; যা বীর্যেন্দ্রিয় তাই বীর্যবল, যা বীর্যবল তাই বীর্যেন্দ্রিয়; যা স্মৃতিন্দ্রিয় তাই স্মৃতিবল ও যা স্মৃতিবল তাই স্মৃতিন্দ্রিয়; যা সমাধিন্দ্রিয় তাই সমাধিবল, যা সমাধিবল তাই সমাধিন্দ্রিয় এবং যা প্রজ্ঞেন্দ্রিয় তাই প্রজ্ঞাবল ও যা প্রজ্ঞাবল তাই প্রজ্ঞেন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, যেমন পূর্বদিকে প্রবাহিত, পূর্বাভিমুখী, পূর্বদিকে ক্রমাবনত নদী যার মাঝখানে দ্বীপ আছে। এমন পর্যায় আছে, যদ্দরুন সেই নদীতে একটিমাত্র স্রোত বিদ্যমান বলে প্রতীত হয়। আবার এমন পর্যায় আছে, যদ্দরুন সেই নদীতে দুটি স্রোত বিদ্যমান বলে বিবেচিত হয়।

৪. ভিক্ষুগণ, কীরূপ পর্যায় আছে, যদ্দরুন সেই নদীতে একটিমাত্র স্রোত বিদ্যমান বলে প্রতীত হয়? যেমন সেই দ্বীপের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের জল মিলে একটিমাত্র স্রোত বলে অনুমিত হয়। ইহাই হচ্ছে পর্যায়, যদ্দরুন সেই নদীর একটিমাত্র স্রোত বিদ্যমান বলে বিবেচিত হয়।

৫. ভিক্ষুগণ, কীরূপ পর্যায় আছে, যদ্দরুন সেই নদীতে দুটি স্রোত বিদ্যমান বলে প্রতীত হয়? যেমন সেই দ্বীপের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তের জল মিলে দুটি স্রোত বলে অনুমিত হয়। ইহাই হচ্ছে পর্যায়, যদ্দরুন সেই নদীর দুটি স্রোত বিদ্যমান বলে বিবেচিত হয়। এরূপেই ভিক্ষুগণ, যা শ্রদ্ধেন্দ্রিয়

তাই শ্রদ্ধাবল ও যা শ্রদ্ধাবল তাই শ্রদ্ধেন্দ্রিয়; যা বীর্যেন্দ্রিয় তাই বীর্যবল আর যা বীর্যবল তাই বীর্যেন্দ্রিয়; যা স্মৃতিন্দ্রিয় তাই স্মৃতিবল ও যা স্মৃতিবল তাই স্মৃতিন্দ্রিয়; যা সমাধিন্দ্রিয় তাই সমাধিবল আর যা সমাধিবল তাই সমাধিন্দ্রিয় এবং যা প্রজ্ঞেন্দ্রিয় তাই প্রজ্ঞাবল ও যা প্রজ্ঞাবল তাই প্রজ্ঞেন্দ্রিয়। পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয়ে অনাসব হয় এবং চিত্তবিমুক্ত ও প্রজ্ঞাবিমুক্ত হয়ে ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ ও লাভ করে অবস্থান করে।" তৃতীয় সূত্র।

৪. পূর্বকোষ্ঠক সূত্র

৫১৪.১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর পূর্বকোষ্ঠকে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে আহ্বান করলেন, "হে সারিপুত্র, তুমি কী এরূপে শ্রদ্ধা উৎপন্ন কর; যথা—শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ (অমৃতে বিজরিত), অমৃতপরায়ণ ও অমৃতে পর্যাবসান হয়? অনুরূপভাবে বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃতেই পর্যাবসান হয়?"

২. "ভন্তে, এই বিষয়ে আমি ভগবানের প্রতি শুধু এরূপে শ্রদ্ধান্বিত হই[১] না; যথা—শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃতে পর্যাবসান হয়। অনুরূপভাবে বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃতেই পর্যাবসান হয়। ভন্তে, যাদের এ বিষয় প্রজ্ঞাযোগে অজ্ঞাত, অদৃষ্ট, অবিদিত, অসাক্ষাৎকৃত ও অস্পৃষ্ট, তারা এরূপে অপরের বাক্যে মাত্র শ্রদ্ধান্বিত হয়। যথা—শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃতে পর্যাবসান হয়। অনুরূপভাবে বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃতেই পর্যাবসান হয়। আর ভন্তে, যাদের ইহা প্রজ্ঞাযোগে জ্ঞাত, দৃষ্ট, বিদিত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পৃষ্ট, তারা সে বিষয়ে এরূপে সন্দেহ ও বিচিকিৎসাহীন; যথা—শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃতে পর্যাবসান হয়। অনুরূপভাবে বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ,

---

[১]। সদ্ধায গচ্ছামি। অর্থকথায় 'সদ্ধহিত্বা'।

অমৃতপরায়ণ ও অমৃতেই পর্যাবসান হয়। ভন্তে, আমারও এ বিষয় প্রজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত, দৃষ্ট, বিদিত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পৃষ্ট।" আমি সন্দেহ ও বিচিকিৎসাহীন হয়ে এরূপ ভাব পোষণ করি; যথা—শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃতে পর্যাবসান হয়। অনুরূপভাবে বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃতেই পর্যাবসান হয়।"

৩. "সাধু, সাধু, সারিপুত্র, যাদের এ বিষয় প্রজ্ঞাযোগে অজ্ঞাত, অদৃষ্ট, অবিদিত, অসাক্ষাৎকৃত ও অস্পৃষ্ট, তারা এরূপে অপরের বাক্যে মাত্র শ্রদ্ধান্বিত হয়। যথা—শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃতে পর্যাবসান হয়। অনুরূপভাবে বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃতেই পর্যাবসান হয়। আর সারিপুত্র, যাদের ইহা প্রজ্ঞাযোগে জ্ঞাত, দৃষ্ট, বিদিত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পৃষ্ট, তারা সে বিষয়ে এরূপে সন্দেহ ও বিচিকিৎসাহীন; যথা—শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃতে পর্যাবসান হয়। অনুরূপভাবে বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃতেই পর্যাবসান হয়।" চতুর্থ সূত্র।

৫. প্রথম পূর্বারাম সূত্র

৫১৫.১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর পূর্বারামে মিগারমাতা প্রাসাদে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, কয়টি ইন্দ্রিয়ে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম ক্ষীণাসব ভিক্ষু নিজ অর্হত্ত্বফল সম্পর্কে এরূপে প্রকাশ করে যে—'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখমুক্তির জন্য আর অন্য কোনো কর্তব্য নেই তা সম্যকরূপে অবগত আছি?'"

৩. "ভন্তে, ভগবান হচ্ছেন আমাদের মূল, ধর্ম-উপদেষ্টা ও প্রতিশরণ। ভন্তে, তা উত্তম হয়, যদি ভগবান এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ প্রতিভাত করেন। ভগবান হতে শ্রবণ করে ভিক্ষুগণ তা ধারণ করবেন।"

৪. ভিক্ষুগণ, একটিমাত্র ইন্দ্রিয়ে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম ক্ষীণাসব ভিক্ষু নিজ অর্হত্ত্বফল সম্পর্কে এরূপে প্রকাশ করে যে—'আমার জন্ম ক্ষীণ

হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখমুক্তির জন্য আর অন্য কোনো কর্তব্য নেই তা সম্যকরূপে অবগত আছি'। সেই এক প্রকার ইন্দ্রিয় কী? ভিক্ষুগণ, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়সম্পন্ন ও প্রজ্ঞাবান আর্যশ্রাবকের নিকট তদনুযায়ী (প্রজ্ঞা অনুযায়ী) শ্রদ্ধা থাকে, তদনুযায়ী বীর্য, স্মৃতি ও সমাধি বিদ্যমান থাকে। এই একটিমাত্র ইন্দ্রিয়ে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম ক্ষীণাসব ভিক্ষু নিজ অর্হত্ত্বফল সম্পর্কে এরূপে প্রকাশ করে যে—'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখমুক্তির জন্য আর অন্য কোনো কর্তব্য নেই তা সম্যকরূপে অবগত আছি।'" পঞ্চম সূত্র।

৬. দ্বিতীয় পূর্বারাম সূত্র

৫১৬.১. পূর্ববৎ নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, কয়টি ইন্দ্রিয়ে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম ক্ষীণাসব ভিক্ষু নিজ অর্হত্ত্বফল সম্পর্কে এরূপে প্রকাশ করে যে—'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখমুক্তির জন্য আর অন্য কোনো কর্তব্য নেই তা সম্যকরূপে অবগত আছি?'"

২. "ভন্তে, ভগবান হচ্ছেন আমাদের মূল, ধর্ম-উপদেষ্টা ও প্রতিশরণ। ভন্তে, তা উত্তম হয়, যদি ভগবান এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ প্রতিভাত করেন। ভগবান হতে শ্রবণ করে ভিক্ষুগণ তা ধারণ করবেন।"

৩. ভিক্ষুগণ, দুইটি ইন্দ্রিয়ে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম ক্ষীণাসব ভিক্ষু নিজ অর্হত্ত্বফল সম্পর্কে এরূপে প্রকাশ করে যে—'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখমুক্তির জন্য আর অন্য কোনো কর্তব্য নেই তা সম্যকরূপে অবগত আছি'। সেই দ্বিবিধ ইন্দ্রিয় কী কী? আর্যপ্রজ্ঞা ও আর্যবিমুক্তি। যা আর্যপ্রজ্ঞা তা হচ্ছে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ও যা আর্যবিমুক্তি তা হচ্ছে সমাধিন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, এই দুইটি ইন্দ্রিয়ে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম ক্ষীণাসব ভিক্ষু নিজ অর্হত্ত্বফল সম্পর্কে এরূপে প্রকাশ করে যে—'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখমুক্তির জন্য আর অন্য কোনো কর্তব্য নেই তা সম্যকরূপে অবগত আছি।'" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. তৃতীয় পূর্বারাম সূত্র

৫১৭.১. পূর্ববৎ নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, কয়টি ইন্দ্রিয়ে ভাবিতাত্ম ও

বহুলীকৃতাত্ম ক্ষীণাসব ভিক্ষু নিজ অর্হত্ত্বফল সম্পর্কে এরূপে প্রকাশ করে যে—'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখমুক্তির জন্য আর অন্য কোনো কর্তব্য নেই তা সম্যকরূপে অবগত আছি?'"

২. "ভন্তে, ভগবান হচ্ছেন আমাদের মূল, ধর্ম-উপদেষ্টা ও প্রতিশরণ। ভন্তে, তা উত্তম হয়, যদি ভগবান এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ প্রতিভাত করেন। ভগবান হতে শ্রবণ করে ভিক্ষুগণ তা ধারণ করবেন।"

৩. "ভিক্ষুগণ, চারটি ইন্দ্রিয়ে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম ক্ষীণাসব ভিক্ষু নিজ অর্হত্ত্বফল সম্পর্কে এরূপে প্রকাশ করে যে—'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখমুক্তির জন্য আর অন্য কোনো কর্তব্য নেই তা সম্যকরূপে অবগত আছি'। সেই চারিবিধ ইন্দ্রিয় কী কী? বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, এই চারিবিধ ইন্দ্রিয়ে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম ক্ষীণাসব ভিক্ষু নিজ অর্হত্ত্বফল সম্পর্কে এরূপে প্রকাশ করে যে—'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখমুক্তির জন্য আর অন্য কোনো কর্তব্য নেই তা সম্যকরূপে অবগত আছি।'" সপ্তম সূত্র।

৮. চতুর্থ পূর্বারাম সূত্র

৫১৮.১. পূর্ববৎ নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, কয়টি ইন্দ্রিয়ে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম ক্ষীণাসব ভিক্ষু নিজ অর্হত্ত্বফল সম্পর্কে এরূপে প্রকাশ করে যে—'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখমুক্তির জন্য আর অন্য কোনো কর্তব্য নেই তা সম্যকরূপে অবগত আছি?'"

২. "ভন্তে, ভগবান হচ্ছেন আমাদের মূল, ধর্ম-উপদেষ্টা ও প্রতিশরণ। ভন্তে, তা উত্তম হয়, যদি ভগবান এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ প্রতিভাত করেন। ভগবান হতে শ্রবণ করে ভিক্ষুগণ তা ধারণ করবেন।"

৩. ভিক্ষুগণ, পঞ্চেন্দ্রিয়ে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম ক্ষীণাসব ভিক্ষু নিজ অর্হত্ত্বফল সম্পর্কে এরূপে প্রকাশ করে যে—'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখমুক্তির জন্য আর অন্য কোনো কর্তব্য নেই তা সম্যকরূপে অবগত আছি'। সেই পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয় কী কী? শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও

প্রজ্ঞেন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চেন্দ্রিয়ে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম ক্ষীণাসব ভিক্ষু নিজ অর্হত্ত্বফল সম্পর্কে এরূপে প্রকাশ করে যে—'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখমুক্তির জন্য আর অন্য কোনো কর্তব্য নেই তা সম্যকরূপে অবগত আছি।'" অষ্টম সূত্র।

৯. পিণ্ডোল ভারদ্বাজ সূত্র

৫১৯.১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান কৌশাম্বীর ঘোষিতারামে অবস্থান করছিলেন। সে-সময় আয়ুষ্মান পিণ্ডোল ভারদ্বাজ কর্তৃক নিজ অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির বিষয় এরূপে ব্যাখ্যাত হলো যে—'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখমুক্তির জন্য আর অন্য কোনো কর্তব্য নেই তা সম্যকরূপে অবগত আছি'। অতঃপর বহুসংখ্যক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "ভন্তে, আয়ুষ্মান পিণ্ডোল ভারদ্বাজ কর্তৃক নিজ অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির বিষয় এরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে যে—'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখমুক্তির জন্য আর অন্য কোনো কর্তব্য নেই তা সম্যকরূপে অবগত আছি'। কোন অর্থবশে, কী দর্শন করে আয়ুষ্মান পিণ্ডোল ভারদ্বাজ কর্তৃক নিজ অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির বিষয় এরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে যে—'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখমুক্তির জন্য আর অন্য কোনো কর্তব্য নেই তা সম্যকরূপে অবগত আছি?'"

৩. "হে ভিক্ষুগণ, ত্রিবিধ ইন্দ্রিয়ের ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম পিণ্ডোল ভারদ্বাজ ভিক্ষু কর্তৃক নিজ অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির বিষয় এরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে যে—'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখমুক্তির জন্য আর অন্য কোনো কর্তব্য নেই তা সম্যকরূপে অবগত আছি'। সেই ত্রিবিধ ইন্দ্রিয় কী কী? স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়। এই ত্রিবিধ ইন্দ্রিয়ের ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম পিণ্ডোল ভারদ্বাজ ভিক্ষু কর্তৃক নিজ অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির বিষয় এরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে যে—'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখমুক্তির জন্য আর অন্য কোনো কর্তব্য নেই

তা সম্যকরূপে অবগত আছি’। এই ত্রিবিধ ইন্দ্রিয়ের অন্ত কী? ক্ষয় করা। কী ক্ষয় করা? জন্ম, জরা ও মরণ। ‘আমার জন্ম, জরা ও মরণ ক্ষয় হয়েছে’ ইহা অবগত হয়ে পিণ্ডোল ভারদ্বাজ ভিক্ষু কর্তৃক নিজ অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির বিষয় এরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে যে—‘আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখমুক্তির জন্য আর অন্য কোনো কর্তব্য নেই তা সম্যকরূপে অবগত আছি।’” নবম সূত্র।

১০. আপণ সূত্র

৫২০.১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান অঙ্গের মধ্যে আপণ নামক অঙ্গদের গ্রামে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে আহ্বান করে বললেন :

২. “হে সারিপুত্র, যেই আর্যশ্রাবক তথাগতের প্রতি একান্তগত ও অত্যন্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সে কী তথাগত[১] বা তথাগতের শাসনে সন্দেহ কিংবা বিচিকিৎসা উৎপন্ন করে না?”

৩. “ভন্তে, যেই আর্যশ্রাবক তথাগতের প্রতি একান্তগত ও অত্যন্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সে তথাগত বা তথাগতের শাসনে সন্দেহ কিংবা বিচিকিৎসা উৎপন্ন করে না। শ্রদ্ধাবান আর্যশ্রাবকের নিকট এরূপই প্রত্যাশিত যে, সে অকুশলধর্মসমূহ প্রহানের জন্য এবং কুশলধর্মসমূহ অর্জনের জন্য বলবান ও দৃঢ়পরাক্রমী হয়ে এবং কুশলধর্মসমূহের পথ ত্যাগ না করে আরব্ধবীর্য হয়ে অবস্থান করে। ভন্তে, তার সেরূপ বীর্যই হচ্ছে বীর্যেন্দ্রিয়।

ভন্তে, শ্রদ্ধাবান আর্যশ্রাবক ও আরব্ধবীর্যের নিকট এরূপই প্রত্যাশিত যে, সে স্মৃতিমান হবে এবং পরম স্মৃতিতে (প্রজ্ঞায়) সমৃদ্ধ হয়ে সুদীর্ঘকাল পূর্বের কৃতকর্ম ও কথিত বিষয় অনুস্মরণ করতে পারবে। ভন্তে, তার সেরূপ স্মৃতিই হচ্ছে স্মৃতিন্দ্রিয়।

ভন্তে, শ্রদ্ধাবান আর্যশ্রাবক, আরব্ধবীর্য ও একাগ্রমনার (উপস্থাপিত স্মৃতিমানের) নিকট এরূপই প্রত্যাশিত যে, সে আলম্বন পরিত্যাগ করে সমাধি ও চিত্তের একাগ্রতা লাভ করে। ভন্তে, তার সেরূপ সমাধিই হচ্ছে সমাধিন্দ্রিয়।

---

[১]। ‘তথাগত’ শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ‘তথাগত’ বলতে বুঝায় পূর্ব পূর্ব কল্পের বুদ্ধগণের মতো যিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনিই তথাগত (তথা আগত) বা পূর্ব পূর্ব কল্পের বুদ্ধগণের মতো যিনি মহাপরিনির্বাণ লাভ করেছিলেন তিনিই তথাগত (তথা গত)।—ধর্মপদ, মিহিরগুপ্ত।

ভন্তে, শ্রদ্ধাবান আর্যশ্রাবক, আরব্ধবীর্য, একাগ্রমনা ও সমাহিতচিত্ত ব্যক্তির নিকট এরূপই প্রত্যাশিত যে, সে সংসার সৃষ্টির আদি ও অন্ত যে অচিন্তনীয় তা উত্তমরূপে জানবে। অবিদ্যা, নীবরণ, তৃষ্ণা ও সংযোজনের মাধ্যমে দেহান্তর প্রাপ্ত ও পুনর্জন্ম গ্রহণকারী সত্ত্বগণের নিকট এই বিষয় উত্তমরূপে উপলব্ধ হয় না। অবিদ্যা ও অশুচিকায়ের সম্পূর্ণরূপে বিরাগ এবং নিরোধ হচ্ছে শান্তিপদ (নির্বাণ) ও উত্তমপদ; যথা—সর্ব সংস্কারের নিবৃত্তি, সকল উপধির (উপাদান) পরিত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয় ও বিরাগ নিরোধই নির্বাণ। ভন্তে, তার সেরূপ প্রজ্ঞাই হচ্ছে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়।

৪. ভন্তে, সেই শ্রদ্ধাবান আর্যশ্রাবক এরূপে বারংবার উদ্যম করে, সম্মুখে অগ্রসর হয়ে, মনকে কেন্দ্রীভূত করে এবং উত্তমরূপে জ্ঞাত হয়ে এরূপ অভিপ্রসন্ন হয় যে—'এই সেই ধর্ম যাতে আমি পূর্বে শুধুমাত্র শ্রুতবান ছিলাম। কিন্তু এখন আমি এই কায়েই তা উপলব্ধি করে অবস্থান করছি ও প্রজ্ঞা দ্বারা বিস্তৃতভাবে জ্ঞাত আছি। ভন্তে, তার সেরূপ শ্রদ্ধাই হচ্ছে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়।"

৫. "সাধু, সাধু, সারিপুত্র, যেই আর্যশ্রাবক তথাগতের প্রতি একান্তগত ও অত্যন্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সে তথাগত বা তথাগতের শাসনে সন্দেহ কিংবা বিচিকিৎসা উৎপন্ন করে না। শ্রদ্ধাবান আর্যশ্রাবকের নিকট এরূপই প্রত্যাশিত যে, সে অকুশলধর্মসমূহ প্রহানের জন্য এবং কুশলধর্মসমূহ অর্জনের জন্য বলবান ও দৃঢ়পরাক্রমী হয়ে এবং কুশলধর্মসমূহের পথ ত্যাগ না করে আরব্ধবীর্য হয়ে অবস্থান করে। সারিপুত্র, তার সেরূপ বীর্যই হচ্ছে বীর্যেন্দ্রিয়।

সারিপুত্র, শ্রদ্ধাবান আর্যশ্রাবক ও আরব্ধবীর্যের নিকট এরূপই প্রত্যাশিত যে, সে স্মৃতিমান হবে এবং পরম স্মৃতিতে (প্রজ্ঞায়) সমৃদ্ধ হয়ে সুদীর্ঘকাল পূর্বের কৃতকর্ম ও কথিত বিষয় অনুস্মরণ করতে পারবে। সারিপুত্র, তার সেরূপ স্মৃতিই হচ্ছে স্মৃতিন্দ্রিয়।

সারিপুত্র, শ্রদ্ধাবান আর্যশ্রাবক, আরব্ধবীর্য ও একাগ্রমনার (উপস্থাপিত স্মৃতিমানের) নিকট এরূপই প্রত্যাশিত যে, সে আরম্মণ পরিত্যাগ করে সমাধি ও চিত্তের একাগ্রতা লাভ করে। সারিপুত্র, তার সেরূপ সমাধিই হচ্ছে সমাধিন্দ্রিয়।

সারিপুত্র, শ্রদ্ধাবান আর্যশ্রাবক, আরব্ধবীর্য, একাগ্রমনা ও সমাহিতচিত্ত ব্যক্তির নিকট এরূপই প্রত্যাশিত যে, সে সংসার সৃষ্টির আদি ও অন্ত যে অচিন্তনীয় তা উত্তমরূপে জানবে। অবিদ্যা, নীবরণ, তৃষ্ণা ও সংযোজনের

মাধ্যমে দেহান্তর প্রাপ্ত ও পুনর্জন্ম গ্রহণকারী সত্ত্বগণের নিকট এই বিষয় উত্তমরূপে উপলব্ধি হয় না। অবিদ্যা ও অশুচিকায়ের সম্পূর্ণরূপে বিরাগ এবং নিরোধ হচ্ছে শান্তিপদ (নির্বাণ) ও উত্তমপদ; যথা—সর্ব সংস্কারের নিবৃত্তি, সকল উপধির (উপাদান) পরিত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয় ও বিরাগ নিরোধই নির্বাণ। সারিপুত্র, তার সেরূপ প্রজ্ঞাই হচ্ছে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়।

৪. সারিপুত্র, সেই শ্রদ্ধাবান আর্যশ্রাবক এরূপে বারংবার উদ্যম করে, সম্মুখে অগ্রসর হয়ে, মনকে কেন্দ্রীভূত করে এবং উত্তমরূপে জ্ঞাত হয়ে এরূপ অভিপ্রসন্ন হয় যে—'এই সেই ধর্ম যাতে আমি পূর্বে শুধুমাত্র শ্রুতবান ছিলাম। কিন্তু এখন আমি এই কায়েই তা উপলব্ধি করে অবস্থান করছি ও প্রজ্ঞা দ্বারা বিস্তৃতভাবে জ্ঞাত আছি। সারিপুত্র, তার সেরূপ শ্রদ্ধাই হচ্ছে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়।" দশম সূত্র।

জরা বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

জরা, উণ্ণাভ ব্রাহ্মণ, সাকেত, পূর্বকোষ্ঠক;
চারি পূর্বারাম, পিণ্ডোল, আপণে ইতি॥

৬. শূকরখত বর্গ

১. শালা সূত্র

৫২১.১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান কোশলরাজ্যে ব্রাহ্মণ গ্রামের শালায় অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, তির্যককুলে জন্মগ্রহণ করা প্রাণীদের মধ্যে বল, বেগ ও সাহসে পশুরাজ সিংহই শ্রেষ্ঠরূপে বিবেচিত হয়। ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ, যেকোনো বোধিপক্ষীয় ধর্ম[১] হতে বোধি বা জ্ঞানের দরুন প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অগ্রগণ্য হয়।

---

[১]। বোধিপক্ষীয় ধর্ম হচ্ছে বোধিজ্ঞান লাভের গুণ বা উপাদান। ইহা ৩৭ প্রকার; যথা—চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যক প্রচেষ্টা, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চবল, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়, সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। আর 'নেত্তি প্রকরণে' অনিত্যসংজ্ঞা, দুঃখসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, প্রহাণসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা ও নিরোধসংজ্ঞাসহ ৪৩ প্রকার উক্ত হয়েছে।—শান্তরক্ষিত মহাস্থবিরের পালি-বাংলা অভিধান দ্বিতীয় খণ্ড; পৃ. ১১৬৬।

৩. সেই বোধিপক্ষীয় ধর্মসমূহ কী কী? শ্রদ্ধেন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম জ্ঞান লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। বীর্যেন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম, স্মৃতিন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম, সমাধিন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্মও জ্ঞান লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। ভিক্ষুগণ, যেমন, তির্যককুলে জন্মগ্রহণ করা প্রাণীদের মধ্যে বল, বেগ ও সাহসে পশুরাজ সিংহই শ্রেষ্ঠরূপে বিবেচিত হয়। ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ, যেকোনো বোধিপক্ষীয় ধর্ম হতে বোধি বা জ্ঞানের দরুন প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অগ্রগণ্য হয়।" প্রথম সূত্র।

২. মল্লিক সূত্র

৫২২.১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান মল্ল নগরীর মধ্যে উরুবেলাকপ্প নামক মল্লদের গ্রামে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, যতক্ষণ পর্যন্ত আর্যশ্রাবকের আর্যজ্ঞান উৎপন্ন না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট চারিবিধ ইন্দ্রিয়ের স্থায়িত্ব ও অবস্থিতি হয় না। আর যখন হতে আর্যশ্রাবকের আর্যজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন তার নিকট চারিবিধ ইন্দ্রিয়ের স্থায়িত্ব ও অবস্থিতি হয়।

৩. "ভিক্ষুগণ, যেমন, কূটাগারের কূট (চূড়া) যাবৎ স্থাপিত না হয় তাবৎ চালের অন্যান্য বিমগুলো স্থায়িত্ব ও অবস্থিতি থাকে না। আর যখন কূটাগারের কূট স্থাপিত হয় তখন চালের অন্যান্য বিমগুলোও স্থায়িত্ব ও অবস্থিতি হয়। ঠিক ভিক্ষুগণ, যতক্ষণ পর্যন্ত আর্যশ্রাবকের আর্যজ্ঞান উৎপন্ন না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট চারিবিধ ইন্দ্রিয়ের স্থায়িত্ব ও অবস্থিতি হয় না। আর যখন হতে আর্যশ্রাবকের আর্যজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন তার নিকট চারিবিধ ইন্দ্রিয়ের স্থায়িত্ব ও অবস্থিতি হয়।

৪. সেই চারিবিধ ইন্দ্রিয় কী কী? শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয় ও সমাধিন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাবান আর্যশ্রাবকের তদনুযায়ী শ্রদ্ধা থাকে, তদনুযায়ী বীর্য, স্মৃতি ও সমাধি থাকে।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. শৈক্ষ্য সূত্র

৫২৩.১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান কৌশাম্বীর ঘোষিতারামে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, এমন কোনো পর্যায় বা পদ্ধতি আছে কী, যদ্দরুন

শৈক্ষ্য ভিক্ষু শৈক্ষ্যভূমিতে স্থিত হয়ে নিজেকে 'আমি শৈক্ষ্য' বলে জানতে পারে এবং অশৈক্ষ্য ভিক্ষু অশৈক্ষ্যভূমিতে স্থিত হয়ে নিজেকে 'আমি অশৈক্ষ্য' বলে জানতে পারে?"

৩. "ভন্তে, ভগবান হচ্ছেন আমাদের মূল, ধর্ম-উপদেষ্টা ও প্রতিশরণ। ভন্তে, তা উত্তম হয়, যদি ভগবান এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ প্রতিভাত (প্রকাশ) করেন। ভগবান হতে শ্রবণ করে ভিক্ষুগণ তা ধারণ করবেন।"

৪. "ভিক্ষুগণ, এমন পর্যায় বা পদ্ধতি আছে, যদ্দরুন শৈক্ষ্য ভিক্ষু শৈক্ষ্যভূমিতে স্থিত হয়ে নিজেকে 'আমি শৈক্ষ্য' বলে জানতে পারে এবং অশৈক্ষ্য ভিক্ষু অশৈক্ষ্যভূমিতে স্থিত হয়ে নিজেকে 'আমি অশৈক্ষ্য' বলে জানতে পারে।"

৫. "ভিক্ষুগণ, কোন পর্যায় বা পদ্ধতির দরুন শৈক্ষ্য ভিক্ষু শৈক্ষ্যভূমিতে স্থিত হয়ে নিজেকে 'আমি শৈক্ষ্য' বলে জানতে পারে? এক্ষেত্রে শৈক্ষ্য ভিক্ষু 'ইহা দুঃখ' তা যথার্থরূপে অবগত হয়। 'ইহা দুঃখ-সমুদয়' 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' ও 'ইহা দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপদা (উপায়)' তাও যথার্থরূপে অবগত হয়। ভিক্ষুগণ, এই পর্যায়ের দরুন শৈক্ষ্য ভিক্ষু শৈক্ষ্যভূমিতে স্থিত হয়ে নিজেকে 'আমি শৈক্ষ্য' বলে জানতে পারে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, শৈক্ষ্য ভিক্ষু এরূপে প্রভেদ করে—'এই ধর্ম-বিনয়ের বাইরে অন্য কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ আছে কী, যে ভগবানের ন্যায় এরূপে সত্য; যথার্থ ও নির্বাণপ্রদ ধর্মদেশনা করতে সক্ষম?' সে এরূপ জ্ঞাত হয়—'এই ধর্ম-বিনয়ের বাইরে অন্য কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ নেই, যে ভগবানের ন্যায় এরূপে সত্য; যথার্থ ও নির্বাণপ্রদ ধর্মদেশনা করতে সক্ষম।' এই পর্যায়ের দরুনও শৈক্ষ্য ভিক্ষু শৈক্ষ্যভূমিতে স্থিত হয়ে নিজেকে 'আমি শৈক্ষ্য' বলে জানতে পারে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, শৈক্ষ্য ভিক্ষু পঞ্চেন্দ্রিয় প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হয়; যথা—শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়। কিন্তু তৎ সমস্তের যে গতি, পরমপ্রাপ্তি, যে ফল ও যেই পর্যাবসান, তা কখনো সে কায় দ্বারা উপলব্ধি করে অবস্থান করে না; শুধুমাত্র প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে দর্শন করে মাত্র। এই পর্যায়ের দরুনও শৈক্ষ্য ভিক্ষু শৈক্ষ্যভূমিতে স্থিত হয়ে নিজেকে 'আমি শৈক্ষ্য' বলে জানতে পারে।

৬. ভিক্ষুগণ, কোন পর্যায় বা পদ্ধতির দরুন অশৈক্ষ্য ভিক্ষু অশৈক্ষ্যভূমিতে স্থিত হয়ে নিজেকে 'আমি অশৈক্ষ্য' বলে জানতে পারে? এক্ষেত্রে অশৈক্ষ্য ভিক্ষু পঞ্চেন্দ্রিয় প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হয়; যথা—শ্রদ্ধেন্দ্রিয়,

বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়। আর তৎ সমস্তের যে গতি, পরমপ্রাপ্তি, যে ফল ও যেই পর্যাবসান, তা সে নিজ কায় দ্বারা উপলব্ধি করে অবস্থান করে এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে দর্শন করে। ভিক্ষুগণ, এই পর্যায়ের দরুন অশৈক্ষ্য ভিক্ষু অশৈক্ষ্যভূমিতে স্থিত হয়ে নিজেকে 'আমি অশৈক্ষ্য' বলে জানতে পারে।

"পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, অশৈক্ষ্য ভিক্ষু ষড়-ইন্দ্রিয় জ্ঞাত হয়। চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়, কায়-ইন্দ্রিয় ও মনো-ইন্দ্রিয়; এই সকল ষড়-ইন্দ্রিয় সর্বক্ষেত্রে সর্বদা ও সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হবে এবং অপর ষড়-ইন্দ্রিয় কোথাও কোনো বিষয়ে উৎপন্ন হবে না, তা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হয়। ভিক্ষুগণ, এই পর্যায়ের দরুনও অশৈক্ষ্য ভিক্ষু অশৈক্ষ্যভূমিতে স্থিত হয়ে নিজেকে 'আমি অশৈক্ষ্য' বলে জানতে পারে।" তৃতীয় সূত্র।

৪. পদ সূত্র

৫২৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, যে-সকল পদচিহ্নবিশিষ্ট জঙ্গলের প্রাণী আছে, তাদের সকলের পদচিহ্ন হস্তীপদচিহ্নের মধ্যে সংকুলান হয় এবং হস্তী পদচিহ্ন বৃহৎ বিধায় অন্যান্য প্রাণীর পদচিহ্ন হতে তা শ্রেষ্ঠরূপে বিবেচিত হয়। ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ, যে-সকল পদ (তত্ত্ব) জ্ঞান লাভের জন্য সংবর্তিত হয়, তাদের মধ্যে বোধি বা জ্ঞানের দরুন প্রজ্ঞেন্দ্রিয় পদই অগ্রগণ্য হয়। কয় প্রকার পদ জ্ঞান লাভের জন্য সংবর্তিত হয়? যথা—শ্রদ্ধেন্দ্রিয় পদ জ্ঞান লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। বীর্যেন্দ্রিয় পদ, স্মৃতিন্দ্রিয় পদ, সমাধিন্দ্রিয় পদ এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় পদও জ্ঞান লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। ভিক্ষুগণ, যেমন, যে-সকল পদচিহ্নবিশিষ্ট জঙ্গলের প্রাণী আছে, তাদের সকলের পদচিহ্ন হস্তী পদচিহ্নের মধ্যে সংকুলান হয় এবং হস্তী পদচিহ্ন বৃহৎ বিধায় অন্যান্য প্রাণীর পদচিহ্ন হতে তা শ্রেষ্ঠরূপে বিবেচিত হয়। ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ, যে-সকল পদ (তত্ত্ব) জ্ঞান লাভের জন্য সংবর্তিত হয়, তাদের মধ্যে বোধি বা জ্ঞানের দরুন প্রজ্ঞেন্দ্রিয় পদই অগ্রগণ্য হয়।" চতুর্থ সূত্র।

৫. সার সূত্র

৫২৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, যেকোনো সারগন্ধের মধ্যে রক্তচন্দনের গন্ধ শ্রেষ্ঠরূপে আখ্যায়িত হয়; ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ, যেকোনো বোধিপক্ষীয় ধর্মের মধ্যে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় বোধি বা জ্ঞানের দরুন অগ্রগণ্য হয়। সেই বোধিপক্ষীয় ধর্মসমূহ কী কী? শ্রদ্ধেন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম জ্ঞান লাভের জন্য

সংবর্তিত হয়। বীর্যেন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম, স্মৃতিন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম, সমাধিন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্মও জ্ঞান লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। ভিক্ষুগণ, যেমন, যেকোনো সারগন্ধের মধ্যে রক্তচন্দনের গন্ধ শ্রেষ্ঠরূপে আখ্যায়িত হয়; ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ, যেকোনো বোধিপক্ষীয় ধর্মের মধ্যে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় বোধি বা জ্ঞানের দরুন অগ্রগণ্য হয়।" পঞ্চম সূত্র।

৬. প্রতিষ্ঠিত সূত্র

৫২৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, একটিমাত্র ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুর পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত ও সুভাবিত হয়। সেই একটি ধর্ম কী? অপ্রমাদ। অপ্রমাদ কীরূপ? এক্ষেত্রে ভিক্ষু আসব ও আসবযুক্ত ধর্মের মধ্যে চিত্তকে রক্ষা করে। চিত্তকে আসব ও আসবযুক্ত ধর্মের মধ্যে রক্ষা করার সময় তার শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবনা পরিপূর্ণ হয়। বীর্যেন্দ্রিয় ভাবনা, স্মৃতিন্দ্রিয় ভাবনা, সমাধিন্দ্রিয় ভাবনা এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবনাও পরিপূর্ণ হয়। ভিক্ষুগণ, এরূপেই একটিমাত্র ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুর পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত ও সুভাবিত হয়।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. সহম্পতি ব্রহ্মা সূত্র

৫২৭.১. অভিসম্বুদ্ধ লাভের পর একসময় ভগবান উরুবেলায় নৈরঞ্জনা নদীর তীরে অজপাল নিগ্রোধ বৃক্ষমূলে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর নির্জনে, একাকী অবস্থান করার সময় ভগবানের চিত্তে এরূপ পরিবিতর্ক উৎপন্ন হলো—"পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃতে পর্যাবসান হয়। সেই পঞ্চেন্দ্রিয় কী কী? শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃতে পর্যাবসান হয়। অনুরূপভাবে বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃতেই পর্যাবসান হয়। এই পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃতে পর্যাবসান হয়।"

২. অনন্তর ব্রহ্মা সহম্পতি ভগবানের চিত্ত-পরিবিতর্ক জ্ঞাত হয়ে, বলবান পুরুষ যেমন সঙ্কুচিত বাহু প্রসারণ করে, প্রসারিত বাহু সঙ্কোচন করে; ঠিক সেরূপেই ব্রহ্মালোকে অন্তর্হিত হয়ে ভগবানের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হলেন। অতঃপর ব্রহ্মা সহম্পতি উত্তরীয় বস্ত্র একাংশ করে ভগবানের দিকে প্রণাম করে ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভগবান, তা এরূপ, সুগত, তা এরূপই যে—"পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও

অমৃতে পর্যাবসান হয়। সেই পঞ্চেন্দ্রিয় কী কী? শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃতে পর্যাবসান হয়। অনুরূপভাবে বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃতেই পর্যাবসান হয়। এই পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃতে পর্যাবসান হয়।"

৩. "ভন্তে, পূর্বে আমি কাশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধের নিকট ব্রহ্মচর্য আচরণ করেছিলাম। তথায় আমাকে 'সহক ভিক্ষু, সহক ভিক্ষু' নামে জানতেন। ভন্তে, তখন আমি এই পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত করে, কামসমূহের (কামনা) মধ্যে কামচ্ছন্দ পরিত্যক্ত করে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়েছি। তথায় আমাকে 'ব্রহ্মা সহম্পতি, ব্রহ্মা সহম্পতি' নামে সকলে জানেন। ভগবান, এরূপই, সুগত, এরূপই, আমি ইহা জানি ও দর্শন করি, যেমন—এই পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃতে পর্যাবসান হয়।" সপ্তম সূত্র।

৮. শূকরখত সূত্র

৫২৮.১. একসময় ভগবান রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতে শূকরখতে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে আহ্বান করে বললেন :

২. "হে সারিপুত্র, কী কারণ দর্শন করে ক্ষীণাসব ভিক্ষু তথাগত বা তথাগত শাসনের প্রতি পরম বিনীতভাব প্রদর্শন করে?"

"ভন্তে, অনুত্তর যোগক্ষেম দর্শন করে ক্ষীণাসব ভিক্ষু তথাগত বা তথাগতের শাসনের প্রতি পরম বিনীতভাব প্রদর্শন করে।"

"সাধু, সাধু, সারিপুত্র, অনুত্তর যোগক্ষেম দর্শন করে ক্ষীণাসব ভিক্ষু তথাগত বা তথাগত শাসনের প্রতি পরম বিনীতভাব প্রদর্শন করে।"

৩. "হে সারিপুত্র, কীরূপে অনুত্তর যোগক্ষেম দর্শন করে ক্ষীণাসব ভিক্ষু তথাগত বা তথাগত শাসনের প্রতি পরম বিনীতভাব প্রদর্শন করে?"

"ভন্তে, এক্ষেত্রে ক্ষীণাসব ভিক্ষু শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবিত করে উপশম ও সম্বোধিজ্ঞান প্রাপ্ত হয়। বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবিত করে উপশম ও সম্বোধিজ্ঞান প্রাপ্ত হয়। ভন্তে, এরূপে অনুত্তর যোগক্ষেম দর্শন করে ক্ষীণাসব ভিক্ষু তথাগত বা তথাগত শাসনের প্রতি পরম বিনীতভাব প্রদর্শন করে।"

"সাধু, সাধু, সারিপুত্র, এই অনুত্তর যোগক্ষেম দর্শন করেই ক্ষীণাসব

ভিক্ষু তথাগত বা তথাগত শাসনের প্রতি পরম বিনীতভাব প্রদর্শন করে।"

৪. "সারিপুত্র, পরম বিনীতভাব প্রদর্শনকারী ক্ষীণাসব ভিক্ষু কীরূপে তথাগত বা তথাগত শাসনের প্রতি পরম বিনীতভাব প্রদর্শন করে?"

"ভন্তে, এক্ষেত্রে ক্ষীণাসব ভিক্ষু শাস্তার প্রতি গৌরবী ও বিনয়ী হয়ে অবস্থান করে। ধর্মের প্রতি আর সংঘের প্রতি গৌরবী ও বিনয়ী হয়ে অবস্থান করে। শিক্ষার প্রতি এবং সমাধির প্রতিও গৌরবী ও বিনয়ী হয়ে অবস্থান করে। ভন্তে, পরম বিনীতভাব প্রদর্শনকারী ক্ষীণাসব ভিক্ষু এরূপেই তথাগত বা তথাগত শাসনের প্রতি পরম বিনীতভাব প্রদর্শন করে।"

"সাধু, সাধু, সারিপুত্র, এই অনুত্তর যোগক্ষেম দর্শন করেই ক্ষীণাসব ভিক্ষু তথাগত বা তথাগত শাসনের প্রতি পরম বিনীতভাব প্রদর্শন করে।" অষ্টম সূত্র।

৯. প্রথম উৎপাদ সূত্র

৫২৯.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অনুৎপন্ন থাকলে উৎপন্ন হয়, কিন্তু তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ ব্যতীত অন্যত্র প্রাদুর্ভূত হয় না। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অনুৎপন্ন থাকলে উৎপন্ন হয়, কিন্তু তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ ব্যতীত অন্যত্র প্রাদুর্ভূত হয় না।" নবম সূত্র।

১০. দ্বিতীয় উৎপাদ সূত্র

৫৩০.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চেন্দ্রিয়[১] ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অনুৎপন্ন থাকলে উৎপন্ন হয়, কিন্তু সুগতবিনয় (বুদ্ধের শিক্ষা) ব্যতীত অন্যত্র উৎপন্ন হয় না। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অনুৎপন্ন থাকলে উৎপন্ন হয়, কিন্তু সুগতবিনয় ব্যতীত তা অন্যত্র উৎপন্ন হয় না।" দশম সূত্র।

শূকরখত বর্গ সমাপ্ত।

---

[১]। বোধি বা পরম জ্ঞান লাভের পথে শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা এ পাঁচটি ইন্দ্রত্ব করে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে বলে এগুলোকে পঞ্চেন্দ্রিয় বলা হয়। দীর্ঘনিকায় তৃতীয় খণ্ডের দসুত্তর সূত্রে এই পঞ্চেন্দ্রিয়কে বিশেষ-ভাগীয় বলা হয়েছে।

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

শালা, মল্লিক, শৈক্ষ্য, পদ, সার, প্রতিষ্ঠিত;
ব্রহ্মা, শূকরখত, অপর উৎপাদদ্বয়॥

৭. বোধিপক্ষীয় বর্গ

১. সংযোজন সূত্র

৫৩১.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা সংযোজন প্রহানের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই পঞ্চবিধ কী কী? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা সংযোজন প্রহানের জন্য সংবর্তিত হয়।" প্রথম সূত্র।

২. অনুশয় সূত্র

৫৩২.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অনুশয়[১] সমুৎপাটনের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই পঞ্চবিধ কী কী? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অনুশয় সমুৎপাটনের জন্য সংবর্তিত হয়।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. পরিজ্ঞান সূত্র

৫৩৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা বিস্তৃত পরিজ্ঞান লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই পঞ্চবিধ কী কী? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা বিস্তৃত পরিজ্ঞান লাভের জন্য সংবর্তিত হয়।" তৃতীয় সূত্র।

৪. আসবক্ষয় সূত্র

৫৩৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা

---

[১]। অনুশয়ন করে এ অর্থে অনুশয়। অনুশয় হচ্ছে মনের সুপ্ত অকুশল-চৈতসিক বা পাপ-মনোবৃত্তি, যা চিত্তপ্রবাহে প্রচ্ছন্ন থাকে বা সুপ্ত থাকে। অনুশয় সপ্তবিধ; যথা—কামরাগ, ভবরাগ, প্রতিঘ, মান, দৃষ্টি, বিচিকিৎসা ও অবিদ্যানুশয়।

আসবক্ষয়ের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই পঞ্চবিধ কী কী? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা আসবক্ষয়ের জন্য সংবর্তিত হয়।”

২. ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা সংযোজন প্রহানের জন্য, অনুশয় সমুৎপাটনের জন্য, বিস্তৃত পরিজ্ঞান লাভের জন্য ও আসবক্ষয়ের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই পঞ্চবিধ কী কী? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা সংযোজন প্রহানের জন্য, অনুশয় সমুৎপাটনের জন্য, বিস্তৃত পরিজ্ঞান লাভের জন্য এবং আসবক্ষয়ের জন্য সংবর্তিত হয়।” চতুর্থ সূত্র।

৫. প্রথম ফল সূত্র

৫৩৫.১. “হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় আছে। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। এগুলোই হচ্ছে পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ইহজন্মে অর্হত্ত্ব কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী এই দুটি ফলের মধ্যে যেকোনো একটির প্রত্যাশিত হয়।” পঞ্চম সূত্র।

৬. দ্বিতীয় ফল সূত্র

৫৩৬.১. “হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় আছে। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। এগুলোই হচ্ছে পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্তফল ও সপ্ত আনিশংস (সুফল) প্রত্যাশিত হয়। সেই সপ্তফল ও সপ্ত আনিশংস কী কী? কেউ কেউ ইহজীবনেই অর্হত্ত্বফল লাভ করে। কেউ কেউ ইহজীবনে অর্হত্ত্বফল লাভ করতে না পারলে মৃত্যুকালে হলেও অর্হত্ত্বফল লাভ করে। আর যদি ইহজীবনে এবং মরণকালেও অর্হত্ত্বফল লাভ করতে না পারে তবে পঞ্চবিধ অধোভাগীয় সংযোজন পরিক্ষয় করে অন্তরা-পরিনির্বাণলাভী হয়। উপহচ্চ-পরিনির্বাণলাভী, অসংস্কার-পরিনির্বাণলাভী ও সসংস্কার পরিনির্বাণলাভী হয় এবং ঊর্ধ্বস্রোতা-অকনিষ্ঠগামী হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে এই সপ্তফল ও সপ্ত আনিশংস প্রত্যাশিত হয়।” ষষ্ঠ সূত্র।

৭. প্রথম বৃক্ষ সূত্র

৫৩৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, জম্বুদ্বীপের যেকোনো বৃক্ষ হতে যেমন জম্বুবৃক্ষ[১] শ্রেষ্ঠরূপে আখ্যায়িত হয়; ঠিক এরূপেই যে-সকল বোধিপক্ষীয় ধর্ম আছে তন্মধ্যে বোধি বা জ্ঞান লাভের জন্য প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অগ্রগণ্য হয়। বোধিপক্ষীয় ধর্মসমূহ কী কী? শ্রদ্ধেন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম জ্ঞান লাভের জন্য সংবর্তিত হয়; বীর্যেন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম, স্মৃতিন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম, সমাধিন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্মও জ্ঞান লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। জম্বুদ্বীপের যেকোনো বৃক্ষ হতে যেমন জম্বুবৃক্ষ শ্রেষ্ঠরূপে আখ্যায়িত হয়; ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ, যে-সকল বোধিপক্ষীয় ধর্ম আছে তন্মধ্যে বোধি বা জ্ঞান লাভের জন্য প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অগ্রগণ্য হয়।" সপ্তম সূত্র।

৮. দ্বিতীয় বৃক্ষ সূত্র

৫৩৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, তাবতিংস[২] দেবগণের যেকোনো বৃক্ষ হতে যেমন পারিজাত বৃক্ষ শ্রেষ্ঠরূপে আখ্যায়িত হয়; ঠিক এরূপেই যে-সকল বোধিপক্ষীয় ধর্ম আছে তন্মধ্যে বোধি বা জ্ঞান লাভের জন্য প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অগ্রগণ্য হয়। বোধিপক্ষীয় ধর্মসমূহ কী কী? শ্রদ্ধেন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম জ্ঞান লাভের জন্য সংবর্তিত হয়; বীর্যেন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম, স্মৃতিন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম, সমাধিন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয়

---

[১]। এই মহাজম্বুবৃক্ষ ১৫ যোজন প্রমাণ স্কন্ধযুক্ত, শাখার পরিধি চতুর্দিকে ৫০ যোজন বিস্তীর্ণ ও উচ্চতা ১০০ যোজন। এই বৃক্ষের মূলশাখা সহ মহাশাখা ৫টি। "জম্বুরুক্খস্সানুভাবেন জম্বুদীপো পকাসিতো" অর্থাৎ সেই জম্বুবৃক্ষের প্রভাবে শকটাকৃতি দশ হাজার যোজন পরিমিত স্থান জম্বুদ্বীপ নামে বিখ্যাত হয়েছে। আর বলা হয়েছে—"ততো এব জম্বুনদিযং নিব্বত্তত্তা, জম্বুনদন্তি তং সুবণ্ণং বুচ্চতি"—যার অর্থ সেই বৃক্ষ হতে জম্বুফল নদীতে পড়ে ক্রমে 'জম্বুনদ' সুবর্ণ নামে কথিত হয়।—সদ্ধর্ম রত্নাকর, পৃ. ২৩; বিশুদ্ধিমার্গ, পৃ. ২৪৬; সূত্র-সংগ্রহ, পৃ. ২৭৪, জিনবংশ মহাথের।

[২]। ত্রিপিটক গ্রন্থে ৬ প্রকার স্বর্গের বর্ণনা আছে। তৎমধ্যে তাবতিংসটি দ্বিতীয় স্বর্গ, ইহা ইন্দ্রভবন। ইহাকে 'ত্রয়োত্রিংশ' বা 'স্ত্রয়োতিংশ'ও বলা হয়। কারণ 'মঘবা' নামক প্রভৃতি ৩৩ জন পুরুষ নতুন রাস্তা নির্মাণ, পুরাতন রাস্তা মেরামত, জঙ্গলাকীর্ণস্থান পরিষ্কার ও ধর্মশালা প্রভৃতি নির্মাণ করে স্বর্গগামী হন। সেই ৩৩ জনের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত 'ত্রয়োতিংশ বা তাবতিংস' স্বর্গ নামে আখ্যা প্রাপ্ত হয়েছে।—থেরগাথা, পৃ. ৫৪৮। সদ্ধর্ম-রত্নাকর গ্রন্থে তাবতিংস স্বর্গ বর্ণনায় ৪০২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, মনুষ্যগণের একশত বৎসরে 'তাবতিংস' দেবগণের এক দিবা-রাত্রি। এই দেবলোকবাসীর গণনার তাঁদের পরমায়ু ১০০০ বছর। কিন্তু মনুষ্য গণনার ৩ কোটি, ৬০ লক্ষ বছর।

ধর্মও জ্ঞান লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। তাবতিংস দেবগণের যেকোনো বৃক্ষ হতে যেমন পারিজাত বৃক্ষ শ্রেষ্ঠরূপে আখ্যায়িত হয়; ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ, যে-সকল বোধিপক্ষীয় ধর্ম আছে তন্মধ্যে বোধি বা জ্ঞান লাভের জন্য প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অগ্রগণ্য হয়।" অষ্টম সূত্র।

৯. তৃতীয় বৃক্ষ সূত্র

৫৩৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, অসুরগণের যেকোনো বৃক্ষ হতে যেমন চিত্রপাটলি[১] বৃক্ষ শ্রেষ্ঠরূপে আখ্যায়িত হয়; ঠিক এরূপেই যে-সকল বোধিপক্ষীয় ধর্ম আছে তন্মধ্যে বোধি বা জ্ঞান লাভের জন্য প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অগ্রগণ্য হয়। বোধিপক্ষীয় ধর্মসমূহ কী কী? শ্রদ্ধেন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম জ্ঞান লাভের জন্য সংবর্তিত হয়; বীর্যেন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম, স্মৃতিন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম, সমাধিন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্মও জ্ঞান লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। অসুরগণের[২] যেকোনো বৃক্ষ হতে যেমন চিত্রপাটলি বৃক্ষ শ্রেষ্ঠরূপে আখ্যায়িত হয়; ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ, যে-সকল বোধিপক্ষীয় ধর্ম আছে তন্মধ্যে বোধি বা জ্ঞান লাভের জন্য প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অগ্রগণ্য হয়।" নবম সূত্র।

১০. চতুর্থ বৃক্ষ সূত্র

৫৪০.১. "হে ভিক্ষুগণ, সুপর্ণদের[৩] (গরুড়পক্ষী) যেকোনো বৃক্ষ হতে যেমন কূটসিম্বলী বৃক্ষ শ্রেষ্ঠরূপে আখ্যায়িত হয়; ঠিক এরূপেই যে-সকল বোধিপক্ষীয় ধর্ম আছে তন্মধ্যে বোধি বা জ্ঞান লাভের জন্য প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অগ্রগণ্য হয়। বোধিপক্ষীয় ধর্মসমূহ কী কী? শ্রদ্ধেন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম জ্ঞান

---

[১]। এই অসুরগণের চিত্রপাটলী, সুপর্ণদের কূটসিম্বলী ও তাবতিংসের পারিজাত বৃক্ষের স্কন্ধ, শাখার পরিধি, বিস্তীর্ণ আর উচ্চতাও জম্বুবৃক্ষ প্রমাণ।—বিশুদ্ধিমার্গ, পৃ. ২৪৬; সূত্র-সংগ্রহ, পৃ. ২৭৪, জিনবংশ মহাথের।

[২]। অসুরদের নিবাস সিনেরু পর্বতের পাদদেশে। এদের জন্য পৃথক পুরী নির্দিষ্ট আছে। দীর্ঘনিকায়ে অসুরের বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছে। অসুর পুরীর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ হিসাবে দশ সহস্র যোজন। দেবগণের সহিত অসুরগণের সংগ্রাম 'ধ্বজাগ্র সূত্রে' বর্ণিত হয়েছে। অসুরগণ দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত সংগ্রামে পরাজিত হয়ে সিনেরুর পাদদেশে স্থান গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। 'সার-সংগ্রহ' গ্রন্থে এদের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।—পটিচ্চ-সমুপ্পাদ, পৃ. ১০, শ্রী প্রজ্ঞালোক স্থবির।

[৩]। অণ্ডজ, জরায়ুজ, সংস্বেদজ ও উপপাতিক ভেদে সুপর্ণ চারিবিধ। সুপর্ণ সম্পর্কে সংযুক্তনিকায় তৃতীয় খণ্ডের 'সুপর্ণ সংযুক্তে' বিস্তারিত দ্রষ্টব্য।

লাভের জন্য সংবর্তিত হয়; বীর্যেন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম, স্মৃতিন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম, সমাধিন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্মও জ্ঞান লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। সুপর্ণদের যেকোনো বৃক্ষ হতে যেমন কূটসিম্বলী বৃক্ষ শ্রেষ্ঠরূপে আখ্যায়িত হয়; ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ, যে-সকল বোধিপক্ষীয় ধর্ম আছে তন্মধ্যে বোধি বা জ্ঞান লাভের জন্য প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অগ্রগণ্য হয়।" দশম সূত্র।

বোধিপক্ষীয় বর্গ সপ্তম সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

সংযোজন, অনুশয়, পরিজ্ঞান ও আসবক্ষয়;
দ্বয় ফল, চারি বৃক্ষ, তা দ্বারা বর্গ বলা হয়॥

৮. গঙ্গাপেয়্যাল (গঙ্গা পুনরুক্তি) বর্গ

১-১২. পূর্বদিকাদি সূত্র দ্বাদশ

৫৪১-৫৫২.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন গঙ্গানদী পূর্বদিকে প্রবাহিত, পূর্বাভিমুখী ও পূর্বদিকে ক্রমাবনত; ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ, পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ভিক্ষু নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়। পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ভিক্ষু কীরূপে নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত (আশ্রিত), বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ভিক্ষু নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়।" দ্বাদশ সূত্র।

গঙ্গাপেয়্যাল বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

ছয় পূর্বদিকে নিম্ন হয়, সমুদ্রে নিম্ন ছয়;
ছয় দুগুণে দ্বাদশ হয়, তা দ্বারা বর্গ বলা হয়॥

অপ্রমাদ বর্গ বিস্তৃতব্য।

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

তথাগত, পদ, কূট, মূল, সার, বস্‌সিক উক্ত;
রাজা, চন্দ্র-সূর্য ও বস্ত্রে দশটি পদ যুক্ত॥
বলকরণীয় বর্গ বিস্তৃতব্য।

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

বল, বীজ, নাগ, বৃক্ষ, কুম্ভ ও সূক হয় উক্ত;
আকাশ, মেঘ দ্বয়, নৌকা, আগন্তুক ও নদী যুক্ত॥
এষণা বর্গ বিস্তৃতব্য।

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

এষণা, অহংকার, আসব, ভব, দুঃখ ত্রয়;
খিল, মল, দুঃখ, বেদনা, তৃষ্ণা, প্রার্থনায় শেষ হয়॥

১২. ওঘ (স্রোত) বর্গ

১-১০. ওঘাদি সূত্র দশক

৫৮৭-৫৯৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন আছে। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? রূপরাগ, অরূপরাগ, মান (অহংকার), ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা। এগুলোই হচ্ছে পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় (ধ্বংস) ও প্রহান করে পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত করা উচিত। সেই পঞ্চবিধ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত (আশ্রিত), বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় (ধ্বংস) ও প্রহান করে পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত করা উচিত।" দশম সূত্র।

(মার্গসংযুক্তের ন্যায় বিস্তৃতব্য)

ওঘ বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

ওঘ, যোগ, উপাদান, গ্রন্থি, অনুশয়;
কামগুণ, নীবরণ, স্কন্ধ, অধো-ঊর্ধ্বভাগীয় হয়॥

১৩. গঙ্গাপেয়্যাল (গঙ্গা পুনরুক্তি) বর্গ

১-১২. পূর্বদিকাদি সূত্র দ্বাদশ

৫৯৭-৬০৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন গঙ্গানদী পূর্বদিকে প্রবাহিত, পূর্বাভিমুখী ও পূর্বদিকে ক্রমাবনত; ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ, পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ভিক্ষু নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়। পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ভিক্ষু কীরূপে নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় ও নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় এবং মোহবিনয় পর্যাবসান করে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ভিক্ষু নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়।" দ্বাদশ সূত্র।

গঙ্গাপেয়্যাল বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

ছয় পূর্বদিকে নিম্ন হয়, সমুদ্রে নিম্ন ছয়;
ছয় দুগুণে দ্বাদশ হয়, তা দ্বারা বর্গ বলা হয়॥
অপ্রমাদ বর্গ, বলকরণীয় বর্গ ও এষণা বর্গ বিস্তৃতব্য।

১৭. ওঘ (স্রোত) বর্গ

১-১০. ওঘাদি সূত্র দশক

৬৪১-৬৫০.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন আছে। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? রূপরাগ, অরূপরাগ, মান (অহংকার), ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা। এগুলোই হচ্ছে পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় (ধ্বংস) ও

প্রহান করে পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত করা উচিত। সেই পঞ্চবিধ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় এবং মোহবিনয় পর্যাবসান করে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহান করে পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত করা উচিত।”

ওঘ বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

ওঘ, যোগ, উপাদান, গ্রন্থি, অনুশয়;
কামগুণ, নীবরণ, স্কন্ধ ও অধো-ঊর্ধ্বভাগীয় হয়॥

ইন্দ্রিয় সংযুক্ত চতুর্থ সমাপ্ত।

৫. সম্যক প্রধান[১] সংযুক্ত

১. গঙ্গাপেয়্যাল (গঙ্গাপুনরুক্তি) বর্গ

১-১২. পূর্বদিকাদি সূত্র দ্বাদশ

৬৫১-৬৬২.১. শ্রাবস্তী নিদান। তথায় ভগবান এরূপ বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, চারি প্রকার সম্যক প্রধান আছে। সেই চারিবিধ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু অনুৎপন্ন পাপ ও অনুৎপন্ন অকুশলধর্মসমূহ অনুৎপন্নের জন্য, উৎপন্ন পাপ ও উৎপন্ন অকুশলধর্মসমূহ প্রহানের জন্য, অনুৎপন্ন কুশলধর্মসমূহ উৎপন্নের জন্য এবং উৎপন্ন কুশলধর্মসমূহের স্থিতি, সুরক্ষা, বৃদ্ধি, বৈপুল্য, বর্ধন ও পূর্ণতার জন্য ইচ্ছা, চেষ্টা ও উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। এগুলোই হচ্ছে চারিবিধ সম্যক প্রধান।"

২. "ভিক্ষুগণ, যেমন গঙ্গানদী পূর্বদিকে প্রবাহিত, পূর্বাভিমুখী ও পূর্বদিকে ক্রমাবনত; ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ, চারি সম্যক প্রধান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ভিক্ষু নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়। চারি সম্যক প্রধান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ভিক্ষু কীরূপে নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় ও নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু অনুৎপন্ন পাপ ও অনুৎপন্ন অকুশলধর্মসমূহ অনুৎপন্নের জন্য, উৎপন্ন পাপ ও উৎপন্ন অকুশলধর্মসমূহ প্রহানের জন্য, অনুৎপন্ন কুশলধর্মসমূহ উৎপন্নের জন্য এবং উৎপন্ন কুশলধর্মসমূহের স্থিতি, সুরক্ষা, বৃদ্ধি, বৈপুল্য, বর্ধন ও পূর্ণতার জন্য ইচ্ছা, চেষ্টা ও উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই চারি সম্যক প্রধান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ভিক্ষু নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়।" দ্বাদশ সূত্র।

(সম্যক প্রধান সংযুক্তের গঙ্গাপেয়্যালী সম্যক প্রধানের ন্যায় বিস্তৃতব্য)

গঙ্গাপেয়্যাল বর্গ সমাপ্ত।

---

[১]। 'ভুসংদহতি বহতী'তি পধানং, সম্মদেব পধানং সম্মপ্পধানং' অর্থাৎ সমস্ত দুশ্চরিত ক্লেশ দহন করে নির্বাণমার্গে বহন করে বলে এই অর্থে প্রধান; আর সম্যকরূপে প্রধান বলে এর নাম সম্যকপ্রধান।—আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, পৃ. ৫৯, শ্রী বীরেন্দ্রলাল বড়ুয়া।

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

ছয় পূর্বদিকে নিম্ন হয়, সমুদ্রে নিম্ন ছয়;
ছয় দুগুণে দ্বাদশ হয়, তা দ্বারা বর্গ বলা হয়॥

২. অপ্রমাদ বর্গ

(অপ্রমাদ বর্গ সম্যক প্রধানের ন্যায় বিস্তৃতব্য)

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

তথাগত, পদ, কূট, মূল, সার, বস্‌সিক উক্ত;
রাজা, চন্দ্র-সূর্য ও বস্ত্রে দশটি পদ যুক্ত॥

৩. বলকরণীয় বর্গ

১-১২. বলকরণীয়াদি সূত্র দ্বাদশ

৬৭৩-৬৮৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, যে-সমস্ত করণীয় কর্ম শক্তি প্রয়োগ করে করা হয়, তৎ-সমস্ত কর্ম পৃথিবীকে আশ্রয় করে ও পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে করা হয়। ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শীলকে নিশ্রয় করে ও শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চারি সম্যক প্রধান ভাবিত এবং বহুলীকৃত করে। কীরূপে ভিক্ষু শীলকে নিশ্রয় করে ও শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চারি সম্যক প্রধান ভাবিত এবং বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু অনুৎপন্ন পাপ ও অনুৎপন্ন অকুশলধর্মসমূহ অনুৎপন্নের জন্য, উৎপন্ন পাপ ও উৎপন্ন অকুশলধর্মসমূহ প্রহানের জন্য, অনুৎপন্ন কুশলধর্মসমূহ উৎপন্নের জন্য এবং উৎপন্ন কুশলধর্মসমূহের স্থিতি, সুরক্ষা, বৃদ্ধি, বৈপুল্য, বর্ধন ও পূর্ণতার জন্য ইচ্ছা, চেষ্টা ও উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। এরূপেই ভিক্ষু শীলকে নিশ্রয় করে ও শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চারি সম্যক প্রধান ভাবিত এবং বহুলীকৃত করে।"

(এই বলকরণীয় বর্গ সম্যক প্রধানের ন্যায় বিস্তৃতব্য) দ্বাদশ সূত্র।

বলকরণীয় বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

বল, বীজ, নাগ, বৃক্ষ, কুম্ভ ও সূক হয় উক্ত;
আকাশ, মেঘ দ্বয়, নৌকা, আগন্তুক ও নদী যুক্ত॥

৪. এষণা (অন্বেষণ) বর্গ

১-১০. এষণাদি সূত্র দশক

৬৮৫-৬৯৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার এষণা (অন্বেষণ) বিদ্যমান আছে। সেই ত্রিবিধ কী কী? কাম-এষণা, ভব-এষণা ও ব্রহ্মচর্য-এষণা। এগুলোই হচ্ছে ত্রিবিধ এষণা। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ এষণার অভিজ্ঞান ও পরিজ্ঞানের জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য চারি সম্যক প্রধান ভাবিত করা উচিত। সেই চারিবিধ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু অনুৎপন্ন পাপ ও অনুৎপন্ন অকুশলধর্মসমূহ অনুৎপন্নের জন্য, উৎপন্ন পাপ ও উৎপন্ন অকুশলধর্মসমূহ প্রহানের জন্য, অনুৎপন্ন কুশলধর্মসমূহ উৎপন্নের জন্য এবং উৎপন্ন কুশলধর্মসমূহের স্থিতি, সুরক্ষা, বৃদ্ধি, বৈপুল্য, বর্ধন ও পূর্ণতার জন্য ইচ্ছা, চেষ্টা ও উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ এষণার অভিজ্ঞান ও পরিজ্ঞানের জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য চারি সম্যক প্রধান ভাবিত করা উচিত।" (বিস্তৃতব্য) দশম সূত্র।

এষণা বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

এষণা, অহংকার, আসব, ভব, দুঃখ ত্রয়;
খিল, মল, দুঃখ, বেদনা, তৃষ্ণা, প্রার্থনায় শেষ হয়॥

৫. ওঘ বর্গ

১-১০. ওঘাদি সূত্র দশক

৬৯৫-৭০৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন আছে। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? রূপরাগ, অরূপরাগ, মান (অহংকার), ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা। এগুলোই হচ্ছে পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজনের অভিজ্ঞান ও পরিজ্ঞানের জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য চারি সম্যক প্রধান ভাবিত করা উচিত। সেই চারিবিধ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু অনুৎপন্ন পাপ ও অকুশলধর্মসমূহ অনুৎপন্নের জন্য, উৎপন্ন পাপ ও অকুশলধর্মসমূহ প্রহানের জন্য, অনুৎপন্ন কুশলধর্মসমূহ উৎপন্নের জন্য এবং উৎপন্ন কুশলধর্মসমূহের স্থিতি, সুরক্ষা, বৃদ্ধি, বৈপুল্য, বর্ধন ও পূর্ণতার জন্য ইচ্ছা, চেষ্টা ও উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ

ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজনের অভিজ্ঞান ও পরিজ্ঞানের জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য চারি সম্যক প্রধান ভাবিত করা উচিত।” (বিস্তৃতব্য)। দশম সূত্র।

ওঘ বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

ওঘ, যোগ, উপাদান, গ্রন্থি, অনুশয়;
কামগুণ, নীবরণ, স্কন্ধ, অধো-ঊর্ধ্বভাগীয় হয়॥

সম্যক প্রধান সংযুক্ত সমাপ্ত।

৬. বল সংযুক্ত

১৩. গঙ্গাপেয্যাল (গঙ্গা পুনরুক্তি) বর্গ

১-১২. বলাদি সূত্র দ্বাদশ

৭০৫-৭১৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার বল আছে। সেই পঞ্চবিধ কী কী? শ্রদ্ধাবল. বীর্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল ও প্রজ্ঞাবল। এগুলোই হচ্ছে পঞ্চবল। যেমন, ভিক্ষুগণ, গঙ্গানদী পূর্বদিকে প্রবাহিত, পূর্বাভিমুখী ও পূর্বদিকে ক্রমাবনত; ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু পঞ্চবল ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়। কীরূপে ভিক্ষু পঞ্চবল ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী শ্রদ্ধাবল ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী বীর্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল ও প্রজ্ঞাবল ভাবিত করে। এরূপেই ভিক্ষু পঞ্চবল ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়।" দ্বাদশ সূত্র।

গঙ্গাপেয়্যাল বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

ছয় পূর্বদিকে নিম্ন হয়, সমুদ্রে নিম্ন ছয়;
ছয় দুগুণে দ্বাদশ হয়, তা দ্বারা বর্গ বলা হয়॥

২. অপ্রমাদ বর্গ

অপ্রমাদ বর্গ বিস্তৃতব্য।

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

তথাগত, পদ, কূট, মূল, সার, বস্‌সিক উক্ত;
রাজা, চন্দ্র-সূর্য ও বস্ত্রে দশটি পদ যুক্ত॥
বলকরণীয় বর্গ বিস্তৃতব্য।

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

বল, বীজ, নাগ, বৃক্ষ, কুম্ভ ও সূক হয় উক্ত;
আকাশ, মেঘ দ্বয়, নৌকা, আগন্তুক ও নদী যুক্ত॥

এষণা বর্গ বিস্তৃতব্য।

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

এষণা, অহংকার, আসব, ভব, দুঃখ ত্রয়;
খিল, মল, দুঃখ, বেদনা, তৃষ্ণা, প্রার্থনায় শেষ হয়॥

৫. ওঘ (স্রোত) বর্গ

১-১০. ওঘাদি সূত্র দশক

৭৪৯-৭৫৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন বিদ্যমান আছে। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? রূপরাগ, অরূপরাগ, মান (অহংকার), ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা। এগুলোই হচ্ছে পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজনের অভিজ্ঞান ও পরিজ্ঞানের জন্য এবং পরিক্ষয় (ধ্বংস) ও প্রহানের জন্য পঞ্চবল ভাবিত করা উচিত। সেই পঞ্চবিধ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত (আশ্রিত), বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী শ্রদ্ধাবল ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী বীর্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল এবং প্রজ্ঞাবল ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজনের অভিজ্ঞান ও পরিজ্ঞানের জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য পঞ্চবল ভাবিত করা উচিত।" দশম সূত্র।

ওঘ বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

ওঘ, যোগ, উপাদান, গ্রন্থি, অনুশয়;
কামগুণ, নীবরণ, স্কন্ধ, অধো-ঊর্ধ্বভাগীয় হয়॥

৬. গঙ্গাপেয়্যাল (গঙ্গা পুনরুক্তি) বর্গ

১-১২. পূর্বদিকাদি সূত্র দ্বাদশ

৭৫৯-৭৭০.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন গঙ্গানদী পূর্বদিকে প্রবাহিত, পূর্বাভিমুখী ও পূর্বদিকে ক্রমাবনত; ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ, পঞ্চবল ভাবিত

ও বহুলীকৃত করে ভিক্ষু নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়। পঞ্চবল ভাবিত ও বহুলীকৃত করে ভিক্ষু কীরূপে নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় ও নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় এবং মোহবিনয় পর্যাবসান করে শ্রদ্ধাবল ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে বীর্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল এবং প্রজ্ঞাবল ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই পঞ্চবল ভাবিত ও বহুলীকৃত করে ভিক্ষু নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়।” (বিস্তৃতব্য)। দ্বাদশ সূত্র।

গঙ্গাপেয়্যাল বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

ছয় পূর্বদিকে নিম্ন হয়, সমুদ্রে নিম্ন ছয়;
ছয় দুগুণে দ্বাদশ হয়, তা দ্বারা বর্গ বলা হয়॥
অপ্রমাদ বর্গ ও বলকরণীয় বর্গ বিস্তৃতব্য।

৯. এষণা (অন্বেষণ) বর্গ

১-১২. এষণাদি সূত্র দ্বাদশ

৭৯২-৮০২.১. এরূপে এষণা সূত্রাদি বিস্তৃতব্য। যথা—রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয়...।

এষণা বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

এষণা, অহংকার, আসব, ভব আর দুঃখ ত্রয়;
খিল, মল, দুঃখ, বেদনা, তৃষ্ণা, প্রার্থনায় শেষ হয়॥

১০. ওঘ (স্রোত) বর্গ

১-১০. ওঘাদি সূত্র দশক

৮০৩-৮১২.১. “হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন আছে। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? রূপরাগ, অরূপরাগ, মান (অহংকার), ঔদ্ধত্য ও

অবিদ্যা। এগুলোই হচ্ছে পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজনের অভিজ্ঞান ও পরিজ্ঞান লাভের জন্য, পরিক্ষয় (ধ্বংস) এবং প্রহানের জন্য পঞ্চবল ভাবিত করা উচিত। সেই পঞ্চবিধ কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় এবং মোহবিনয় পর্যাবসান করে শ্রদ্ধাবল ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে বীর্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল এবং প্রজ্ঞাবল ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজনের অভিজ্ঞান ও পরিজ্ঞানের জন্য এবং পরিক্ষয় ও প্রহানের জন্য পঞ্চবল ভাবিত করা উচিত।" দশম সূত্র।

ওঘ বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

ওঘ, যোগ, উপাদান, গ্রন্থি, অনুশয়;
কামগুণ, নীবরণ, স্কন্ধ, অধো-ঊর্ধ্বভাগীয় হয়॥

বল সংযুক্ত সমাপ্ত।

৭. ঋদ্ধিপাদ সংযুক্ত

১. চাপাল বর্গ

১. অপার সূত্র

৮১৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অপর পার বা নির্বাণতীরে গমনের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই চারি প্রকার কী কী?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত (অনুশীলন) করে, এভাবে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ বীর্য ঋদ্ধিপাদ, চিত্ত ঋদ্ধিপাদ ও মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা নির্বাণতীরে গমনের জন্য সংবর্তিত হয়।" প্রথম সূত্র।

২. বিরদ্ধ সূত্র

৮১৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, চারি ঋদ্ধিপাদ যাদের উপেক্ষিত, তাদের পক্ষে সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর আর্যমার্গ লাভ করা অসম্ভব। আর ভিক্ষুগণ, চারি ঋদ্ধিপাদ যাদের ভাবিত হয়েছে, তাদের পক্ষে সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর আর্যমার্গ লাভ করা সম্ভব। সেই চারি প্রকার কী কী?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত (অনুশীলন) করে, এভাবে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ বীর্য ঋদ্ধিপাদ, চিত্ত ঋদ্ধিপাদ ও মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, চারি ঋদ্ধিপাদ যাদের উপেক্ষিত, তাদের পক্ষে সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর আর্যমার্গ লাভ করা অসম্ভব। অধিকন্তু, ভিক্ষুগণ, চারি ঋদ্ধিপাদ যাদের ভাবিত হয়েছে, তাদের পক্ষে সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর আর্যমার্গ লাভ করা সম্ভব।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. আর্য সূত্র

৬১৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, আর্য মুক্তিদায়ক চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা তত্রস্থকর্মীর সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়ের জন্য পরিচালিত হয়। সেই চারি প্রকার কী কী?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত (অনুশীলন) করে, এভাবে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ বীর্য

ঋদ্ধিপাদ, চিত্ত ঋদ্ধিপাদ ও মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, আর্য মুক্তিদায়ক চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা তত্রস্থকর্মীর সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়ের জন্য পরিচালিত হয়।" তৃতীয় সূত্র।

৪. নির্বেদ সূত্র

৮১৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা শুধুমাত্র নির্বেদ লাভের জন্য, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই চারি প্রকার কী কী?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত (অনুশীলন) করে সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ বীর্য ঋদ্ধিপাদ, চিত্ত ঋদ্ধিপাদ এবং মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত (অনুশীলন) করে। ভিক্ষুগণ, এই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত, বহুলীকৃত হলে তা শুধুমাত্র নির্বেদ লাভের জন্য, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য সংবর্তিত হয়।" চতুর্থ সূত্র।

৫. ঋদ্ধিপদেস সূত্র

৮১৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, অতীতে যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আংশিক পরিমাণেও ঋদ্ধিশক্তি লাভ করেছিলেন, তাদের সকলেরই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত ছিল। ভিক্ষুগণ, অনাগতে যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আংশিক পরিমাণও ঋদ্ধিশক্তি লাভ করবেন, তারা সকলেই চারি ঋদ্ধিপাদে ভাবিত ও বহুলীকৃত হবেন। ভিক্ষুগণ, বর্তমানে যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আংশিক পরিমাণেও ঋদ্ধিশক্তি লাভ করেছেন, তাদের সকলেরই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত।

২. সেই চারি প্রকার কী কী? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে, এভাবে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ বীর্য ঋদ্ধিপাদ, চিত্ত ঋদ্ধিপাদ এবং মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।"

৩. ভিক্ষুগণ, অতীতে যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আংশিক পরিমাণেও ঋদ্ধিশক্তি লাভ করেছিলেন, তাদের সকলেরই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত ছিল। ভিক্ষুগণ, অনাগতে যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আংশিক পরিমাণও ঋদ্ধিশক্তি লাভ করবেন, তারা সকলেই চারি ঋদ্ধিপাদে ভাবিত ও বহুলীকৃত হবেন। ভিক্ষুগণ, বর্তমানে যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আংশিক

পরিমানেও ঋদ্ধিশক্তি লাভ করেছেন, তাদের সকলেরই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত।" পঞ্চম সূত্র।

৬. সমত্ত (পরিপূর্ণরূপে) সূত্র

৮১৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, অতীতে যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পরিপূর্ণরূপে ঋদ্ধিশক্তি লাভ করেছিলেন, তাদের সকলেরই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত ছিল। ভিক্ষুগণ, অনাগতে যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পরিপূর্ণরূপে ঋদ্ধিশক্তি লাভ করবেন, তারা সকলেই চারি ঋদ্ধিপাদে ভাবিত ও বহুলীকৃত হবেন। ভিক্ষুগণ, বর্তমানে যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পরিপূর্ণরূপে ঋদ্ধিশক্তি লাভ করেছেন, তাদের সকলেরই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত।

২. সেই চারি প্রকার কী কী? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ বীর্য, চিত্ত এবং মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।

৩. ভিক্ষুগণ, অতীতে যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পরিপূর্ণরূপে ঋদ্ধিশক্তি লাভ করেছিলেন, তাদের সকলেরই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত ছিল। ভিক্ষুগণ, অনাগতে যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পরিপূর্ণরূপে ঋদ্ধিশক্তি লাভ করবেন, তারা সকলেই চারি ঋদ্ধিপাদে ভাবিত ও বহুলীকৃত হবেন। ভিক্ষুগণ, বর্তমানে যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পরিপূর্ণরূপে ঋদ্ধিশক্তি লাভ করেছেন, তাদের সকলেরই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত।" পঞ্চম সূত্র।

৭. ভিক্ষু সূত্র

৮১৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, অতীতে যে-সকল ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয়ে অনাসব হয়ে ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি আর প্রজ্ঞাবিমুক্তি উপলব্ধি ও লাভ করে অবস্থান করেছিলেন, তাদের সকলেরই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত ছিল। ভিক্ষুগণ, অনাগতে যে-সকল ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয়ে অনাসব হয়ে ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি আর প্রজ্ঞাবিমুক্তি উপলব্ধি ও লাভ করে অবস্থান করবেন, তাদের সকলেরই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত হবে। ভিক্ষুগণ এবং বর্তমানেও যে-সকল ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয়ে অনাসব হয়ে ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি আর প্রজ্ঞাবিমুক্তি উপলব্ধি ও লাভ করে অবস্থান করছেন, তাদের সকলেরই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত ছিল।

২. সেই চারি ঋদ্ধিপাদ কী কী? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে সমাধি-প্রধান সংস্কারসমৃদ্ধ, বীর্য ঋদ্ধিপাদ, চিত্ত ঋদ্ধিপাদ ও মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে (অনুশীলন করে)। ভিক্ষুগণ, অতীতে যে-সকল ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয়ে অনাসব হয়ে ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি আর প্রজ্ঞাবিমুক্তি উপলব্ধি ও লাভ করে অবস্থান করেছিলেন, তাদের সকলেরই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত ছিল। ভিক্ষুগণ, অনাগতে যে-সকল ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয়ে অনাসব হয়ে ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি আর প্রজ্ঞাবিমুক্তি উপলব্ধি ও লাভ করে অবস্থান করবেন, তাদের সকলেরই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত হবে। ভিক্ষুগণ, বর্তমানে যে-সকল ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয়ে অনাসব হয়ে ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি আর প্রজ্ঞাবিমুক্তি উপলব্ধি ও লাভ করে অবস্থান করছেন, তাদের সকলেরই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত।” সপ্তম সূত্র।

৮. বুদ্ধ সূত্র

৮২০.১. “হে ভিক্ষুগণ, ঋদ্ধিপাদ চারি প্রকার। সেই চারি প্রকার কী কী? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত (অনুশীলন) করে। এভাবে ভিক্ষু বীর্য ঋদ্ধিপাদ, চিত্ত ঋদ্ধিপাদ ও মীমাংসা ঋদ্ধিপাদও ভাবিত করে। এগুলোই হচ্ছে চারিবিধ ঋদ্ধিপাদ। ভিক্ষুগণ, এই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত বিধায় তথাগতকে ‘অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ’ বলা হয়।” অষ্ঠম সূত্র।

৯. জ্ঞান সূত্র

৮২১.১. “হে ভিক্ষুগণ, ‘ইহা সমাধি-প্রধান সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ’—এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছিল এবং বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। ভিক্ষুগণ, সেই সমাধি-প্রধান সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করা উচিত—এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, এভাবে জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছিল এবং বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল।

২. ভিক্ষুগণ, ‘ইহা সমাধি-প্রধান সংস্কারসমৃদ্ধ বীর্য-ঋদ্ধিপাদ’—এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল, প্রজ্ঞা

উৎপন্ন হয়েছিল এবং বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। ভিক্ষুগণ, সেই সমাধি-প্রধান সংস্কারসমৃদ্ধ বীর্য-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করা উচিত—এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, এভাবে জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছিল এবং বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল।

৩. ভিক্ষুগণ, 'ইহা সমাধি-প্রধান সংস্কারসমৃদ্ধ চিত্ত-ঋদ্ধিপাদ'—এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছিল এবং বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। ভিক্ষুগণ, সেই সমাধি-প্রধান সংস্কারসমৃদ্ধ চিত্ত-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করা উচিত—এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, এভাবে জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছিল এবং বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল।

৪. ভিক্ষুগণ, 'ইহা সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ'—এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছিল এবং বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। ভিক্ষুগণ, সেই সমাধি-প্রধান সংস্কারসমৃদ্ধ মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করা উচিত—এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, এভাবে জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছিল এবং বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল।" নবম সূত্র।

১০. চৈত্য সূত্র

৮২২.১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান বৈশালী মহাবনে কূটাগার শালায় অবস্থান করছিলেন। অতঃপর ভগবান পূর্বাহ্ণ সময়ে পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করে পাত্র-চীবর গ্রহণপূর্বক বৈশালীতে পিণ্ডচারণের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করলেন। আহার কার্য শেষ করে আয়ুষ্মান আনন্দকে বললেন, "আনন্দ, বসার আসন নাও। দিবাবিহারার্থ চাপাল চৈত্যে যাব। সাধু ভন্তে, বলে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের আদেশে সম্মত হয়ে আসন গ্রহণপূর্বক ভগবানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুবর্ত্তী হলেন। অতঃপর ভগবান যেথায় চাপাল চৈত্য তথায় উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ ও ভগবানকে অভিবাদন করে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দকে ভগবান এরূপ বললেন :

২. "হে আনন্দ, বৈশালী নগরী অতি রমণীয়, উদেন-চৈত্য, গৌতমক-চৈত্য, সত্তম্ব-চৈত্য, বহুপুত্র-চৈত্য, আনন্দ-চৈত্য এবং চাপাল-চৈত্যও রমণীয়। আনন্দ, যার চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত (বর্ধিত) ও বহুলীকৃত, অর্জিত,

সম্যকরূপে আয়ত্ত, অভ্যস্ত, পরিচিত এবং সম্যকরূপে গৃহীত হয়েছে, তাঁর ইচ্ছা হলে কল্পকাল অথবা অবশিষ্ট কল্পকাল পর্যন্ত অবস্থান করতে পারে। আনন্দ, তথাগতের চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত, অর্জিত, সম্যকরূপে আয়ত্ত, অভ্যস্ত, পরিচিত এবং সম্যকরূপে গৃহীত হয়েছে। আনন্দ, সে কারণে তথাগত ইচ্ছা করলে কল্পকাল অথবা অবশিষ্ট কল্পকাল পর্যন্ত অবস্থান করতে পারেন।"

৩. আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবান কর্তৃক এরূপ স্পষ্টভাবে নিমিত্ত প্রকাশিত হলেও এবং স্পষ্ট আভাস প্রদত্ত হলেও তিনি বুঝতে সক্ষম হলেন না। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করলেন না যে—ভন্তে ভগবান, আপনি কল্পকাল অবস্থান করুন। হে সুগত, বহুজনের হিত-সুখের জন্য, জীবগণের প্রতি অনুকম্পাপূর্বক, দেব-মানবগণের হিত-মঙ্গল-সুখার্থে কল্পকাল অবস্থান করুন। কেননা, তখন তার চিত্ত মার কর্তৃক অভিভূত ছিল।

৪. এভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারও ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করে বললেন, "হে আনন্দ, বৈশালী নগরী অতি রমণীয়, উদেন-চৈত্য, গৌতমক-চৈত্য, সত্তম্ব-চৈত্য, বহুপুত্র-চৈত্য, আনন্দ-চৈত্য এবং চাপাল-চৈত্যও রমণীয়। আনন্দ, যাহার চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত (বর্ধিত) ও বহুলীকৃত, অর্জিত, সম্যকরূপে আয়ত্ত, অভ্যস্ত, পরিচিত এবং সম্যকরূপে গৃহীত হয়েছে, তাঁর ইচ্ছা হলে তিনি কল্পকাল অথবা অবশিষ্ট কল্পকাল পর্যন্ত অবস্থান করতে পারেন। আনন্দ, তথাগতের চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত, অর্জিত, সম্যকরূপে আয়ত্ত, অভ্যস্ত, পরিচিত এবং সম্যকরূপে গৃহীত হয়েছে। আনন্দ সে কারণে তথাগত ইচ্ছা করলে কল্পকাল অথবা অবশিষ্ট কল্পকাল পর্যন্ত অবস্থান করতে পারেন।"

৫. আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবান কর্তৃক এরূপ স্পষ্টভাবে নিমিত্ত প্রকাশিত হলেও এবং স্পষ্ট আভাষ প্রদত্ত হলেও তিনি বুঝতে সক্ষম হলেন না। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করলেন না যে—'ভন্তে ভগবান, আপনি কল্পকাল অবস্থান করুন। হে সুগত, বহুজনের হিত-সুখের জন্য, জীবগণের প্রতি অনুকম্পাপূর্বক, দেব-মানবগণের হিত, মঙ্গল ও সুখার্থে কল্পকাল অবস্থান করুন'। কেননা তার চিত্ত মার কর্তৃক তখন অভিভূত ছিল।

৬. অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করে বললেন, "যাও, আনন্দ, এখন যথেচ্ছা সময় বুঝে কাজ কর। "সাধু ভন্তে," বলে আয়ুষ্মান আনন্দ প্রত্যুত্তর দিয়ে আসন হতে উঠলেন এবং ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে নিকটস্থ এক বৃক্ষমূলে গিয়ে বসলেন। অতঃপর পাপমতি মার

আয়ুষ্মান আনন্দের প্রস্থানের পরই ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে একপাশে দাঁড়াল। সে একপাশে দাঁড়িয়ে ভগবানকে এরূপ বলল, "ভন্তে ভগবান, এখনি আপনি পরিনির্বাপিত হোন! হে সুগত, পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হোন। ভন্তে, ভগবানের এখন পরিনির্বাণের সময় হয়েছে। ভন্তে, ভগবান কর্তৃক এরূপ ভাষিত হয়েছিল যে—'ওহে পাপমতি, তাবৎ আমি পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হবো না, যাবৎ আমার ভিক্ষু শ্রাবকগণ আর্যমার্গ লাভ করে নিপুণ, বিনীত, বিশারদ, বহুশ্রুত, ধর্মধারী, ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন, সমীচীন-পথে প্রতিপন্ন, অনুধর্মচারী (যথাধর্ম পালনকারী) হবে না। স্বীয় আচার্যবাদ (সম্যকসম্বুদ্ধেরবাদ) শিক্ষা করে জন সমাজে প্রচার, ধর্মদেশনা ও নানাভাবে অপরকে ধর্ম জ্ঞাপন করতে পারবে না, অজ্ঞাতরূপ প্রসার ঢাকনা টেনে ধর্ম খুলে দিতে, ভাগ করে দেখাতে ও সবল করে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হবে না। উৎপন্ন পরনিন্দার ধর্মত প্রতিবাদ, ভালোরূপে নিগ্রহ করতে, চিত্তাকর্ষক, পাপনাশক ও অধর্ম ধ্বংসকারক ধর্মদেশনা করতে সমর্থ হবে না।'

৭. ভন্তে, এখন ভগবানের ভিক্ষু শ্রাবকগণ আর্যমার্গ লাভে পটু, বিনীত, বিশারদ, বহুশ্রুত, ধর্মধারী, ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন, সমীচীন-পথে প্রতিপন্ন, অনুধর্মচারী (যথাধর্ম পালনকারী) হয়েছেন। তাঁরা স্বীয় আচার্যবাদ (সম্যকসম্বুদ্ধের মতবাদ) শিক্ষা করে জনসমাজের ধর্ম প্রচার, জ্ঞাপন, স্থাপন, উন্মোচন, ধর্ম বিভাগ করে সরলভাবে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়েছেন; উৎপন্ন পরনিন্দাকে ধর্মত সুনিগ্রহ করে পাপবিতারক, পাপ ধ্বংসকারক ধর্মদেশনা করতে সমর্থতা লাভ করেছেন। ভন্তে ভগবান, এখন আপনি পরিনির্বাপিত হোন! হে সুগত, এখন আপনি পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হোন।

৮. ভন্তে, ভগবান কর্তৃক এরূপ উক্ত হয়েছিল যে—'পাপমতি, যাবৎ আমার ভিক্ষুণী শ্রাবিকাগণ আর্যমার্গ লাভ করে নিপুণা, বিনীতা, বিশারদা, বহুশ্রুতা, ধর্মধারিণী, ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্না, সমীচীন-পথে প্রতিপন্না, অনুধর্মচারিণী (যথাধর্ম পালনকারিণী) না হবেন; যাবৎ তারা স্বীয় আচার্যবাদ (সম্যকসম্বুদ্ধের মতবাদ) শিক্ষা করে জনসমাজে ধর্মপ্রচার, ধর্মদেশনা, স্থাপন, প্রজ্ঞাপন, উন্মোচন ও নানা প্রকারে ধর্ম বিভাগ করতে সমর্থা না হবেন; যাবৎ ধর্ম সরলভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝাতে সক্ষম না হবেন; বিধর্মীদের সকল মিথ্যা-অপবাদ ধর্মত নিগ্রহ করে পাপ প্রতিহারক ধর্মদেশনা করতে সমর্থ না হবেন, হে পাপমতি মার, তাবৎকাল পর্যন্ত আমি পরিনির্বাপিত হবো না।'

৯. ভন্তে, ভগবান, এখন আপনার ভিক্ষুণী শ্রাবিকাগণ আর্যমার্গ লাভ করে

নিপুণা, বিনীতা, বিশারদা, বহুশ্রুতা, ধর্মধারিণী, ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্না, সমীচীন-পথে প্রতিপন্না, অনুধর্মচারিণী (যথাধর্ম পালনকারিণী) হয়েছেন। এখন তাঁরা স্বীয় আচার্যবাদ (সম্যকসম্বুদ্ধের মতবাদ) শিক্ষা করে জনসমাজে ধর্মপ্রচার, ধর্মদেশনা, স্থাপন, প্রজ্ঞাপন, উন্মোচন ও নানা প্রকারে ধর্ম বিভাগ করতে সমর্থা হয়েছেন। এখন তাঁরা ধর্ম বিভাগ করে সহজ সরলভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝাতে দক্ষতা লাভ করেছেন। এখন তারা অপরের সকল মিথ্যা অপবাদ ধর্মত সুনিগ্রহ করে পাপ বিতারক, পাপনাশক ধর্মদেশনা করতে সমর্থতা লাভ করেছেন। ভন্তে ভগবান, এখন আপনি পরিনির্বাপিত হোন! সুগত, আপনি পরিনির্বাপিত হোন! ভন্তে, এখন ভগবানের পরিনির্বাণের সময় হয়েছে।

১০. ভন্তে, ভগবান কর্তৃক এরূপ উক্ত হয়েছিল—'হে পাপমতি মার, যাবৎ আমার গৃহী উপাসকগণ আর্যমার্গ লাভ করে নিপুণ, বিনিত, বিশারদ, বহুশ্রুত, ধর্মধারী, ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন, সমীচীন-পথে প্রতিপন্ন, অনুধর্মচারী (যথাধর্ম পালনকারী) না হবেন; যাবৎ তাঁরা স্বীয় আচার্যবাদ (সম্যকসম্বুদ্ধের মতবাদ) শিক্ষা করে জনসমাজে ধর্মপ্রচার, ধর্মদেশনা, স্থাপন, প্রজ্ঞাপন, উন্মোচন ও নানা প্রকারে ধর্ম বিভাগ করতে সমর্থ না হবেন; যাবৎ ধর্ম সরলভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝাতে সক্ষম না হবেন; বিধর্মীদের মিথ্যা-অপবাদ সকল ধর্মত নিগ্রহপূর্বক পাপ প্রতিহারক ধর্মদেশনা করতে সমর্থ না হবেন, তাবৎকাল পর্যন্ত আমি পরিনির্বাপিত হবো না।'

১১. ভন্তে, এখন ভগবানের গৃহী উপাসকগণ আর্যমার্গ লাভ করে নিপুণ, বিনীত, বিশারদ, বহুশ্রুত, ধর্মধারী, ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন, সমীচীন-পথে প্রতিপন্ন, অনুধর্মচারী (যথাধর্ম পালনকারী) হয়েছেন; এখন তারা স্বীয় আচার্যবাদ (সম্যকসম্বুদ্ধের মতবাদ) শিক্ষা করে জনসমাজে ধর্মপ্রচার, ধর্মদেশনা, স্থাপন, প্রজ্ঞাপন, উন্মোচন ও নানা প্রকারে ধর্ম বিভাগ করতে সমর্থ হয়েছেন; এখন তাঁরা ধর্ম বিভাগ করে সহজ ও সরলভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝাতে দক্ষতা লাভ করেছেন। এখন তাঁরা অপরের মিথ্যা-অপবাদ সকল ধর্মত সুনিগ্রহ করে পাপ বিতারক, পাপনাশক ধর্মদেশনা করতে সমর্থতা লাভ করেছেন। ভন্তে, ভগবান, এখন আপনি পরিনির্বাপিত হোন! সুগত, এখন পরিনির্বাপিত হোন! ভন্তে, এখন ভগবানের পরিনির্বাণের সময় হয়েছে।

১২. ভন্তে, ভগবান কর্তৃক এরূপ উক্ত হয়েছিল—'হে পাপমতি মার, যাবৎ আমার গৃহী উপাসিকাগণ আর্যমার্গ লাভ করে নিপুণা, বিনীতা,

বিশারদা, বহুশ্রুতা, ধর্মধারিণী, ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্না, সমীচীন-পথে প্রতিপন্না, অনুধর্মচারিণী (যথাধর্ম পালনকারিণী) না হবেন; যাবৎ তাঁরা স্বীয় আচার্যবাদ (সম্যকসম্বুদ্ধের মতবাদ) শিক্ষা করে জনসমাজে ধর্মপ্রচার, ধর্মদেশনা, স্থাপন, প্রজ্ঞাপন, উন্মোচন ও নানা প্রকারে ধর্ম বিভাগ করতে সমর্থ না হবেন; যাবৎ ধর্ম সরলভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝাতে সক্ষম না হবেন; বিধর্মীদের মিথ্যা-অপবাদ সকল ধর্মত নিগ্রহপূর্বক পাপ প্রতিহারক ধর্মদেশনা করতে সমর্থা না হবেন, তাবৎকাল পর্যন্ত আমি পরিনির্বাপিত হবো না।'

১৩. ভন্তে, এখন ভগবানের গৃহী উপাসিকাগণ আর্যমার্গ লাভ করে নিপুণা, বিনয়িতা, বিশারদা, বহুশ্রুতা, ধর্মধারিণী, ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্না, সমীচীন-পথে প্রতিপন্না, অনুধর্মচারিণী (যথাধর্ম পালনকারিণী) হয়েছেন। এখন তাঁরা স্বীয় আচার্যবাদ (সম্যকসম্বুদ্ধের মতবাদ) শিক্ষা করে জনসমাজে ধর্মপ্রচার, ধর্মদেশনা, স্থাপন, প্রজ্ঞাপন, উন্মোচন ও নানা প্রকারে ধর্ম বিভাগ করতে সমর্থা হয়েছেন। এখন তাঁরা ধর্ম বিভাগ করে সহজ সরলভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝাতে দক্ষতা লাভ করেছেন। এখন তাঁরা অপরের মিথ্যা-অপবাদ সকল ধর্মত সুনিগ্রহ করে পাপবিতারক, পাপনাশক ধর্মদেশনা করতে সমর্থতা লাভ করেছেন। ভন্তে, ভগবান, এখনি আপনি পরিনির্বাপিত হোন! সুগত, আপনি পরিনির্বাপিত হোন! ভন্তে, এখন ভগবানের পরিনির্বাণের সময় হয়েছে।

১৪. ভন্তে, ভগবান কর্তৃক এরূপ উক্ত হয়েছিল—'হে পাপমতি মার, যতদিন পর্যন্ত আমার এই ব্রহ্মচর্য শাসন সমৃদ্ধিযুক্ত, বর্ধিত, বিস্তৃত, বহুজন জ্ঞাত, সর্বাকারে বিপুলভাব প্রাপ্ত হবে না ও যতদিন দেব-মানবগণের নিকট সুপ্রকাশিত হবে না, ততদিন যাবৎ আমি পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হবো না।'

১৫. ভন্তে, এখন ভগবানের ব্রহ্মচর্য শাসন সমৃদ্ধিযুক্ত, বর্ধিত, বিস্তৃত, বহুজনজ্ঞাত, সর্বাকারে বিপুলভাব প্রাপ্ত হয়েছে এবং দেব-মানবগণের নিকট সুপ্রকাশিত হয়েছে। অতএব ভন্তে ভগবান, এখন আপনি পরিনির্বাপিত হোন! হে সুগত, আপনি পরিনির্বাপিত হোন। ভন্তে, এখন ভগবানের পরিনির্বাণের যথোচিত সময় হয়েছে।

১৬. এভাবে উক্ত হলে ভগবান পাপমতি মারকে এরূপ বললেন, 'হে পাপমতি মার, তুমি এখন নিশ্চিন্ত হও। অচিরেই তথাগত পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হবেন। অদ্য হতে তিন মাস পরে তথাগত পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হবেন।'

১৭. অতঃপর ভগবান চাপাল-চৈত্যে স্মৃতি ও জ্ঞানযোগে (সম্প্রজ্ঞান অবস্থায়) স্বীয় আয়ুসংস্কার বিসর্জন করলেন। (অর্থাৎ এখন হতে তিন মাসের

পর বৈশাখী পূর্ণিমা পর্যন্ত আমার প্রাণবায়ু সচল থাকুক; তারপর নিরুদ্ধ হোক বলে অধিষ্ঠান করলেন) ভগবান আয়ুসংস্কার বিসর্জন করলে, অতি ভীষণ লোমহর্ষক ভূমিকম্প আরম্ভ হলো এবং দেবদুন্দুভি ধ্বনিত হলো। অতঃপর ভগবান সংস্কারে অনিত্যতাসূচক অর্থ বিদিত হয়ে তৎকালে এই প্রীতি গাথা ভাষণ করলেন :

“তুলাতুল ভবসংস্কার সম্ভবের হেতুভূত,
বিসর্জিলেন মহামুনি আধ্যাত্মিক রত;
আত্ম সঞ্জাত ক্লেশ বিদারিলেন সেই সমাহিত।” দশম সূত্র।

চাপাল বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

অপার, বিরুদ্ধ, আর্য আর নির্বেদ সূত্র;
প্রদেশ, সমত্ত, ভিক্ষু, বুদ্ধ, জ্ঞান ও চৈত্য সূত্র॥

২. প্রাসাদ কম্পন বর্গ

১. পূর্ব সূত্র

৮২৩.১. শ্রাবস্তী নিদান। “হে ভিক্ষুগণ, সম্বোধিলাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ তথা বোধিসত্ত্বাবস্থায় আমার মনে এরূপ চিন্তার উদয় হয়েছিল—‘ঋদ্ধিপাদ ভাবনার কারণ কী এবং হেতুই বা কী?’

২. ভিক্ষুগণ, তখন আমার মনে এরূপ ভাবোদয় হয়েছিল—ভিক্ষুগণ, ‘এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে—আমার এই ছন্দ অতিলীন (অতিমৃদু) হবে না, আবার অত্যন্ত প্রবলও হবে না, অধ্যাত্মে (ভেতরে) সংক্ষিপ্ত হবে না এবং বাইরেও বিক্ষিপ্ত হবে না। পূর্বে ও পরে সে সজ্ঞানে অবস্থান করে—যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাৎ, পশ্চাৎ যেমন তেমনই পূর্ব; যেমন অধো (নিচ) তেমন ঊর্ধ্ব, ঊর্ধ্ব যেমন, তেমই অধো; যেমন দিন, তেমন রাত্রি এবং রাত্রি যেমন তেমনই দিন; এরূপে সে পূর্বাপর-সংজ্ঞী হয়। এবং সে উন্মুক্ত, অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত প্রভাবিত করে।’

২. ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান সংস্কারসমৃদ্ধ বীর্য-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে—আমার এই বীর্য অতিলীন হবে না, আবার অত্যন্ত প্রবলও হবে না, অধ্যাত্মে সংক্ষিপ্ত হবে না এবং বাইরেও বিক্ষিপ্ত হবে না। পূর্বে ও

পরে সে সজ্ঞানে অবস্থান করে—যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাৎ, পশ্চাৎ যেমন তেমনই পূর্ব; যেমন অধো তেমন ঊর্ধ্ব, ঊর্ধ্ব যেমন, তেমই অধো; যেমন দিন, তেমন রাত্রি এবং রাত্রি যেমন তেমনই দিন; এরূপে সে পূর্বাপর-সংজ্ঞী হয়। এবং সে উন্মুক্ত, অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত প্রভাবিত করে।

৩. ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান সংস্কারসমৃদ্ধ চিত্ত-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে—আমার এই চিত্ত অতিলীন হবে না, আবার অত্যন্ত প্রবলও হবে না, অধ্যাত্মে সংক্ষিপ্ত হবে না এবং বাইরেও বিক্ষিপ্ত হবে না। পূর্বে ও পরে সে সজ্ঞানে অবস্থান করে—যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাৎ, পশ্চাৎ যেমন তেমনই পূর্ব; যেমন অধো তেমন ঊর্ধ্ব, ঊর্ধ্ব যেমন, তেমই অধো; যেমন দিন, তেমন রাত্রি এবং রাত্রি যেমন তেমনই দিন; এরূপে সে পূর্বাপর-সংজ্ঞী হয়। এবং সে উন্মুক্ত, অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত প্রভাবিত করে।

৪. ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান সংস্কারসমৃদ্ধ মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে—আমার এই মীমাংসা অতিলীন হবে না, আবার অত্যন্ত প্রবলও হবে না, অধ্যাত্মে সংক্ষিপ্ত হবে না এবং বাইরেও বিক্ষিপ্ত হবে না। পূর্বে ও পরে সে সজ্ঞানে অবস্থান করে—যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাৎ, পশ্চাৎ যেমন তেমনই পূর্ব; যেমন অধো তেমন ঊর্ধ্ব, ঊর্ধ্ব যেমন, তেমই অধো; যেমন দিন, তেমন রাত্রি এবং রাত্রি যেমন তেমনই দিন; এরূপে সে পূর্বাপর-সংজ্ঞী হয়। এবং সে উন্মুক্ত, অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত প্রভাবিত করে।

৫. এরূপে ভিক্ষু চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে। সেই ভিক্ষু বহু প্রকারে ঋদ্ধিশক্তি লাভ করে, যেমন—এক হয়ে বহুসংখ্যক হয়, বহু হয়ে পুনঃ একজন হয়, আবির্ভাব, তিরোভাব (অন্তর্ধান) করে, দেয়াল (প্রাচীর) এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করে; মাটিতে জলের ন্যায় ভাসে ও ডুবে, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করে; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করে, এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করে এবং যতদূর ব্রহ্মালোক রয়েছে ততদূর আপন কায় বশীভূত করে।

৬. এরূপে ভিক্ষু চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে। সেই ভিক্ষু বিশুদ্ধ, অমানুষিক, দিব্যকর্ণ দ্বারা দূরবর্তী ও সমীপস্থ দেব ও মনুষ্য উভয় শব্দ শ্রবণ করে।

৭. এরূপে ভিক্ষু চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে। সেই ভিক্ষু নিজের চিত্ত দ্বারা অপর সত্ত্ব ও ব্যক্তিদের চিত্ত স্বচিত্তে পরীক্ষা করে জানে।

সে সরাগ-চিত্তকে (কামলালসাপূর্ণ) 'সরাগ-চিত্তরূপে' জানে; বীতরাগ (কামলালসাহীন) চিত্তকে 'বীতরাগ-চিত্তরূপে' জানে; সদ্বেষ-চিত্তকে 'সদ্বেষ-চিত্তরূপে' জানে; বীতদ্বেষ (দ্বেষহীন)-চিত্তকে 'বীতদ্বেষ-চিত্তরূপে' জানে; সমোহ (মোহাচ্ছন্ন)-চিত্তকে 'সমোহ-চিত্তরূপে' জানে; বীতমোহ (মোহহীন) চিত্তকে 'বীতমোহ-চিত্তরূপে' জানে; বিক্ষিপ্ত চিত্তকে 'বিক্ষিপ্ত চিত্তরূপে' জানে; সংক্ষিপ্ত (একাগ্র) চিত্তকে 'সংক্ষিপ্ত-চিত্তরূপে' জানে; মহদ্গত (অত্যুচ্চ) চিত্তকে 'মহদ্গত চিত্তরূপে' জানে; অমহদ্গত চিত্তকে 'অমহদ্গত-চিত্তরূপে' জানে; সউত্তর (উচ্চতর)-চিত্তকে 'সউত্তর-চিত্তরূপে' জানে; অনুত্তর (অতুল্য)-চিত্তকে 'অনুত্তর-চিত্তরূপে' জানে; সমাহিত-চিত্তকে 'সমাহিত-চিত্তরূপে' জানে; অসমাহিত-চিত্তকে 'অসমাহিত-চিত্তরূপে' জানে; বিমুক্তচিত্তকে 'বিমুক্তচিত্তরূপে' জানে এবং অবিমুক্তচিত্তকে 'অবিমুক্তচিত্তরূপে' জানে।

৮. ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষু চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে। সেই ভিক্ষু বহু প্রকারে পূর্বনিবাস স্মৃতি সম্পর্কে জানতে পারে। যেমন—এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, শত সহস্র (লক্ষ) জন্ম, এমনকি বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প ও বহু সংবর্তিত কল্পে—'অমুক জন্মে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এরূপ আহার, এরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ এবং এই পরিমাণ আয়ু ছিল। সেখান হতে চ্যুত হয়ে এস্থানে জন্মগ্রহণ করেছি। এরূপে সে অপরজন সম্বন্ধেও জানতে পারে যে—'অমুক জন্মে তার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এরূপ আহার, এরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ এবং এই পরিমাণ আয়ু ছিল। সেখান হতে চ্যুত হয়ে সে এস্থানে জন্মগ্রহণ করেছে। এরূপ আকার ও গতিসহ বহু প্রকার পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করে।

৯. এরূপে ভিক্ষু চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে। সেই ভিক্ষু বিশুদ্ধ, লোকাতীত দিব্য-চক্ষু দ্বারা হীন-প্রণীত, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত সত্ত্বদের চ্যুতি ও উৎপত্তির সময় দেখতে পায়। 'এসকল সত্ত্বগণ কায়-বাক্য ও মনদুশ্চরিত্রসমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন এবং মিথ্যাদৃষ্টি-সম্ভূত কর্ম করার দরুন কায়ভেদে মৃত্যুর পর বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছে। পক্ষান্তরে, এসকল সত্ত্বগণ কায়-বাক্য ও মনসুচরিতসমন্বিত, আর্যগণের প্রশংসাকারী, সম্যক দৃষ্টিপরায়ণ ও সম্যক দৃষ্টিজাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে। স্ব স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত সত্ত্বদের চ্যুতি ও

উৎপত্তির সময় বিশুদ্ধ, লোকাতীত বিদ্যচক্ষু দ্বারা সে প্রকৃষ্টরূপে জানে।

১০. ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষু চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে আসবসমূহের ক্ষয়ে অনাসব হয়ে এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি উপলব্ধি ও লাভ করে অবস্থান করে।” প্রথম সূত্র।

২. মহাফল সূত্র

৮২৪.১. “হে ভিক্ষুগণ, এই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়। ভিক্ষুগণ, কীরূপে চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে—‘আমার এই ছন্দ অতিলীন (অতিমৃদু) আবার অত্যন্ত প্রবলও হবে না এবং অধ্যাত্মে (ভেতরে) সংক্ষিপ্ত ও বাইরে বিক্ষিপ্ত হবে না’। পূর্বে ও পরে সে সজ্ঞানে অবস্থান করে—যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাৎ, পশ্চাৎ যেমন তেমনই পূর্ব; যেমন অধো (নিচ) তেমন ঊর্ধ্ব, ঊর্ধ্ব যেমন তেমনই অধো; যেমন দিন, তেমন রাত্রি এবং রাত্রি যেমন তেমনই দিন; এরূপে সে পূর্বাপর-সংজ্ঞী হয়। এবং সে উন্মুক্ত, অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত প্রভাবিত করে।

৩. ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান সংস্কারসমৃদ্ধ বীর্য-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে—‘আমার এই বীর্য অতিলীন হবে না, আবার অত্যন্ত প্রবলও হবে না, অধ্যাত্মে সংক্ষিপ্ত হবে না এবং বাইরেও বিক্ষিপ্ত হবে না’। পূর্বে ও পরে সে সজ্ঞানে অবস্থান করে—যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাৎ, পশ্চাৎ যেমন তেমনই পূর্ব; যেমন অধো তেমন ঊর্ধ্ব, ঊর্ধ্ব যেমন, তেমনই অধো; যেমন দিন, তেমন রাত্রি এবং রাত্রি যেমন তেমনই দিন; এরূপে সে পূর্বাপর-সংজ্ঞী হয়। এবং সে উন্মুক্ত, অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত প্রভাবিত করে।

৪. ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান সংস্কারসমৃদ্ধ চিত্ত-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে—‘আমার এই চিত্ত অতিলীন হবে না, আবার অত্যন্ত প্রবলও হবে না, অধ্যাত্মে সংক্ষিপ্ত হবে না এবং বাইরেও বিক্ষিপ্ত হবে না’। পূর্বে ও পরে সে সজ্ঞানে অবস্থান করে—যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাৎ, পশ্চাৎ যেমন তেমনই পূর্ব; যেমন অধো তেমন ঊর্ধ্ব, ঊর্ধ্ব যেমন, তেমনই অধো; যেমন দিন, তেমন রাত্রি এবং রাত্রি যেমন তেমনই দিন; এরূপে সে পূর্বাপর-সংজ্ঞী হয়। এবং সে উন্মুক্ত, অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত প্রভাবিত করে।

৫. ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান সংস্কারসমৃদ্ধ মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে—'আমার এই মীমাংসা অতিলীন হবে না, আবার অত্যন্ত প্রবলও হবে না, অধ্যাত্মে সংক্ষিপ্ত হবে না এবং বাইরেও বিক্ষিপ্ত হবে না'। পূর্বে ও পরে সে সজ্ঞানে অবস্থান করে—যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাৎ, পশ্চাৎ যেমন তেমনই পূর্ব; যেমন অধো তেমন ঊর্ধ্ব, ঊর্ধ্ব যেমন, তেমনই অধো; যেমন দিন, তেমন রাত্রি এবং রাত্রি যেমন তেমনই দিন; এরূপে সে পূর্বাপর-সংজ্ঞী হয়। এবং সে উন্মুক্ত, অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত প্রভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়।

৬. ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষু চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে। সেই ভিক্ষু বহু প্রকারে ঋদ্ধিশক্তি লাভ করে, যেমন—এক হয়ে বহুসংখ্যক হয়, বহু হয়ে পুনঃ একজন হয়, আবির্ভাব, তিরোভাব (অন্তর্ধান) করে, দেয়াল (প্রাচীর) এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করে; মাটিতে জলের ন্যায় ভাসে ও ডুবে, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করে; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করে, এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করে এবং যতদূর ব্রহ্মলোক রয়েছে ততদূর আপন কায় বশীভূত করে।

৭. এরূপে ভিক্ষু চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে। সেই ভিক্ষু বিশুদ্ধ, অমানুষিক, দিব্যকর্ণ দ্বারা দূরবর্তী ও সমীপস্থ দেব ও মনুষ্য উভয় শব্দ শ্রবণ করে।

৮. এরূপে ভিক্ষু চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে। সেই ভিক্ষু নিজের চিত্ত দ্বারা অপর সত্ত্ব ও ব্যক্তিদের চিত্ত স্বচিত্তে পরীক্ষা করে জানে। সে সরাগ-চিত্তকে (কামলালসাপূর্ণ) 'সরাগ-চিত্তরূপে' জানে; বীতরাগ (কামলালসাহীন) চিত্তকে 'বীতরাগ-চিত্তরূপে' জানে; সদ্বেষ-চিত্তকে 'সদ্বেষ-চিত্তরূপে' জানে; বীতদ্বেষ (দ্বেষহীন)-চিত্তকে 'বীতদ্বেষ-চিত্তরূপে' জানে; সমোহ (মোহাচ্ছন্ন)-চিত্তকে 'সমোহ-চিত্তরূপে' জানে; বীতমোহ (মোহহীন) চিত্তকে 'বীতমোহ-চিত্তরূপে' জানে; বিক্ষিপ্ত চিত্তকে 'বিক্ষিপ্ত চিত্তরূপে' জানে; সংক্ষিপ্ত (একাগ্র) চিত্তকে 'সংক্ষিপ্ত-চিত্তরূপে' জানে; মহদ্গত (অত্যুচ্চ) চিত্তকে 'মহদ্গত চিত্তরূপে' জানে; অমহদ্গত চিত্তকে 'অমহদ্গত-চিত্তরূপে' জানে; সউত্তর (উচ্চতর)-চিত্তকে 'সউত্তর-চিত্তরূপে' জানে; অনুত্তর (অতুল্য)-চিত্তকে 'অনুত্তর-চিত্তরূপে' জানে; সমাহিত-চিত্তকে 'সমাহিত-চিত্তরূপে' জানে; অসমাহিত-চিত্তকে 'অসমাহিত-চিত্তরূপে' জানে;

বিমুক্তচিত্তকে 'বিমুক্তচিত্তরূপে' জানে এবং অবিমুক্তচিত্তকে 'অবিমুক্তচিত্তরূপে' জানে।

৯. ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষু চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে। সেই ভিক্ষু বহু প্রকারে পূর্বনিবাস স্মৃতি সম্পর্কে জানতে পারে। যেমন—এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, শত সহস্র (লক্ষ) জন্ম, এমনকি বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প ও বহু সংবর্তিত কল্পে—'অমুক জন্মে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এরূপ আহার, এরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ এবং এই পরিমাণ আয়ু ছিল। সেখান হতে চ্যুত হয়ে এস্থানে জন্মগ্রহণ করেছি। এরূপে সে অপরজন সম্বন্ধেও জানতে পারে যে—'অমুক জন্মে তার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এরূপ আহার, এরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ এবং এই পরিমাণ আয়ু ছিল। সেখান হতে চ্যুত হয়ে সে এস্থানে জন্মগ্রহণ করেছে। এরূপ আকার ও গতিসহ বহু প্রকার পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করে।

১০. এরূপে ভিক্ষু চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে। সেই ভিক্ষু বিশুদ্ধ, লোকাতীত দিব্য-চক্ষু দ্বারা হীন-প্রণীত, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত সত্ত্বদের চ্যুতি ও উৎপত্তির সময় দেখতে পায়। 'এসকল সত্ত্বগণ কায়-বাক্য ও মনদুশ্চরিত্র-সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন এবং মিথ্যাদৃষ্টি-সম্ভূত কর্ম করার দরুন কায়ভেদে মৃত্যুর পর বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছে। পক্ষান্তরে, এসকল সত্ত্বগণ কায়-বাক্য ও মনসুচরিতসমন্বিত, আর্যগণের প্রশংসাকারী, সম্যক দৃষ্টিপরায়ণ ও সম্যক দৃষ্টিজাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে। স্ব স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত সত্ত্বদের চ্যুতি ও উৎপত্তির সময় বিশুদ্ধ, লোকাতীত বিদ্যচক্ষু দ্বারা সে প্রকৃষ্টরূপে জানে।

১১. ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষু চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে আসবসমূহের ক্ষয়ে অনাসব হয়ে এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি উপলব্ধি ও লাভ করে অবস্থান করে।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. ছন্দসমাধি সূত্র

৮২৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু ছন্দকে (ইচ্ছাকে) নিশ্রয় করে সমাধি ও চিত্তের একাগ্রতা লাভ করে; ইহাকে 'ছন্দসমাধি' বলা হয়। সে অনুৎপন্ন পাপ-অকুশলধর্মসমূহ অনুৎপাদনের জন্য, উৎপন্ন পাপ-অকুশলধর্মসমূহ

পরিত্যাগের জন্য, অনুৎপন্ন কুশলধর্মসমূহ উৎপত্তির জন্য এবং উৎপন্ন কুশলধর্মসমূহ স্থিতি, সুরক্ষা, বৃদ্ধি, বৈপুল্য, বর্ধন ও পূর্ণতার জন্য ইচ্ছা, প্রচেষ্টা ও প্রয়াস করে এবং চিত্তকে তৎবিষয়ে নমিত ও সাগ্রহে চেষ্টা করে। ইহাকে 'প্রধান সংস্কার' বলা হয়। ভিক্ষুগণ, এরূপে এই ছন্দ, ছন্দসমাধি এবং প্রধান সংস্কারকে বলা হয়—'সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ'।

২. ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু বীর্যকে নিশ্রয় করে সমাধি ও চিত্তের একাগ্রতা লাভ করে; ইহাকে 'বীর্য-সমাধি' বলা হয়। সে অনুৎপন্ন পাপ-অকুশলধর্মসমূহ অনুৎপাদনের জন্য, উৎপন্ন পাপ-অকুশলধর্মসমূহ পরিত্যাগের জন্য, অনুৎপন্ন কুশলধর্মসমূহ উৎপত্তির জন্য এবং উৎপন্ন কুশলধর্মসমূহ স্থিতি, সুরক্ষা, বৃদ্ধি, বৈপুল্য, বর্ধন ও পূর্ণতার জন্য ইচ্ছা, প্রচেষ্টা ও প্রয়াস করে এবং চিত্তকে তদ্বিষয়ে নমিত ও সাগ্রহে চেষ্টা করে। ইহাকে 'প্রধান সংস্কার' বলা হয়। ভিক্ষুগণ, এরূপে এই বীর্য, বীর্যসমাধি এবং প্রধান সংস্কারকে বলা হয়—'সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ বীর্য-ঋদ্ধিপাদ'।

৩. ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু চিত্তকে নিশ্রয় করে সমাধি ও চিত্তের একাগ্রতা লাভ করে; ইহাকে 'চিত্তসমাধি' বলা হয়। সে অনুৎপন্ন পাপ-অকুশলধর্মসমূহ অনুৎপাদনের জন্য, উৎপন্ন পাপ-অকুশলধর্মসমূহ পরিত্যাগের জন্য, অনুৎপন্ন কুশলধর্মসমূহ উৎপত্তির জন্য এবং উৎপন্ন কুশলধর্মসমূহ স্থিতি, সুরক্ষা, বৃদ্ধি, বৈপুল্য, বর্ধন ও পূর্ণতার জন্য ইচ্ছা, প্রচেষ্টা ও প্রয়াস করে এবং চিত্তকে তৎবিষয়ে নমিত ও সাগ্রহে চেষ্টা করে। ইহাকে 'প্রধান সংস্কার' বলা হয়। ভিক্ষুগণ, এরূপে এই চিত্ত, চিত্তসমাধি এবং প্রধান সংস্কারকে বলা হয়—'সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ চিত্ত-ঋদ্ধিপাদ'।

৪. ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু মীমাংসাকে নিশ্রয় করে সমাধি ও চিত্তের একাগ্রতা লাভ করে; ইহাকে 'মীমাংসা-সমাধি' বলা হয়। সে অনুৎপন্ন পাপ-অকুশলধর্মসমূহ অনুৎপাদনের জন্য, উৎপন্ন পাপ-অকুশলধর্মসমূহ পরিত্যাগের জন্য, অনুৎপন্ন কুশলধর্মসমূহ উৎপত্তির জন্য এবং উৎপন্ন কুশলধর্মসমূহ স্থিতি, সুরক্ষা, বৃদ্ধি, বৈপুল্য, বর্ধন ও পূর্ণতার জন্য ইচ্ছা, প্রচেষ্টা ও প্রয়াস করে এবং চিত্তকে তৎবিষয়ে নমিত ও সাগ্রহে চেষ্টা করে। ইহাকে 'প্রধান সংস্কার' বলা হয়। ভিক্ষুগণ, এরূপে এই মীমাংসা, মীমাংসা সমাধি এবং প্রধান সংস্কারকে বলা হয়—'সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ।'" তৃতীয় সূত্র।

৪. মৌদ্গাল্লায়ন সূত্র

৮২৬.১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর মিগারমাতার পূর্বারাম বিহারে অবস্থান করছিলেন। সেই সময়ে বহু ভিক্ষু অবিনীত উদ্ধত, চপল, মুখরা, বাচাল, বিস্মৃতিপ্রবণ, অসম্প্রজ্ঞানী, অসমাহিত, বিক্ষিপ্তচিত্ত ও স্থূলইন্দ্রিয় হয়ে মিগারমাতার বিহারে নিচ তলায় অবস্থান করছিলেন।

২. অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নকে সম্বোধন করে বললেন, "হে মৌদ্গাল্লায়ন, তোমার সব্রহ্মচারীগণ অবিনীত উদ্ধত, চপল, মুখরা, বাচাল, বিস্মৃতিপ্রবণ, অসম্প্রজ্ঞানী, অসমাহিত, বিক্ষিপ্ত চিত্ত ও স্থূলইন্দ্রিয় হয়ে মিগারমাতার বিহারে নিচ তলায় অবস্থান করছে। যাও মৌদ্গাল্লায়ন তাদের সংবেগ উৎপাদন করে ধর্মবোধ সৃষ্টি করো।"

৩. "তথাস্তু ভন্তে," এরূপ বলে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন ভগবানের কথায় সম্মত হয়ে এমন ঋদ্ধিশক্তি প্রয়োগ করলেন, যদ্দরুন তিনি নিজ পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা মিগারমাতার প্রাসাদ প্রকম্পিত ও সঞ্চারিত করলেন। অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ উদ্বিগ্ন ও রোমাঞ্চিত হয়ে একপাশে দাঁড়ালেন—"কী আশ্চর্য! কী অদ্ভুত! মিগারমাতার প্রাসাদ বাতাস হতে সুরক্ষিত, দৃঢ়, সুস্থির, অচল এবং অপ্রকম্পিত। অথচ এখন আন্দোলিত, প্রকম্পিত ও সঞ্চারিত হচ্ছে!"

৪. অতঃপর ভগবান সেই ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ বললেন, ভিক্ষুগণ, তোমরা কীজন্য উদ্বিগ্ন, রোমাঞ্চিত হয়ে একপার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছ?" "ভন্তে, কী আশ্চর্য! কী অদ্ভুত! মিগারমাতার প্রাসাদ বাতাস হতে সুরক্ষিত, দৃঢ়, সুস্থির, অচল এবং অপ্রকম্পিত। অথচ এখন আন্দোলিত, প্রকম্পিত ও সঞ্চারিত হচ্ছে!" "ভিক্ষুগণ, তোমাদের সংবেগ উৎপত্তির কামনায় আয়ুষ্মান মৌদ্গাল্লায়ন ভিক্ষু কর্তৃক বৃদ্ধাঙ্গুলের দ্বারা মিগারমাতার প্রাসাদ আন্দোলিত, প্রকম্পিত ও সঞ্চাতির হয়েছে।

৫. ভিক্ষুগণ, তোমরা তা কী মনে কর? "কত প্রকার ধর্মের ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম মৌদ্গাল্লায়ন ভিক্ষু এরূপ মহাঋদ্ধিমান ও মহানুভবসম্পন্ন হয়েছে? ভন্তে, ভগবানই আমাদের মূল উপদেষ্টা, ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ভন্তে, ভগবানই এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ প্রতিভাত করুন। ভগবানের নিকট শ্রবণ করে ভিক্ষুগণ তা ধারণ করবেন।"

৬. ভিক্ষুগণ, তাহলে তোমরা শোন। চারি ঋদ্ধিপাদে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম মৌদ্গাল্লায়ন ভিক্ষু এরূপ মহাঋদ্ধিমান ও মহানুভবসম্পন্ন হয়েছে। সেই চারি প্রকার কী কী?

৭. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে—'আমার এই ছন্দ অতিলীন (অতিমৃদু) আবার অত্যন্ত প্রবলও হবে না এবং অধ্যাত্মে (ভিতরে) সংক্ষিপ্ত ও বাইরে বিক্ষিপ্ত হবে না'। পূর্বে ও পরে সে সজ্ঞানে অবস্থান করে—যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাৎ, পশ্চাৎ যেমন তেমনই পূর্ব; যেমন অধো (নিচ) তেমন ঊর্ধ্ব, ঊর্ধ্ব যেমন, তেমনই অধো; যেমন দিন, তেমন রাত্রি এবং রাত্রি যেমন তেমনই দিন; এরূপে সে পূর্বাপর-সংজ্ঞী হয়। এবং সে উন্মুক্ত, অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত প্রভাবিত করে।

৮. ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান সংস্কারসমৃদ্ধ বীর্য-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে—'আমার এই বীর্য অতিলীন হবে না, আবার অত্যন্ত প্রবলও হবে না, অধ্যাত্মে সংক্ষিপ্ত হবে না এবং বাইরেও বিক্ষিপ্ত হবে না'। পূর্বে ও পরে সে সজ্ঞানে অবস্থান করে—যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাৎ, পশ্চাৎ যেমন তেমনই পূর্ব; যেমন অধো তেমন ঊর্ধ্ব, ঊর্ধ্ব যেমন, তেমনই অধো; যেমন দিন, তেমন রাত্রি এবং রাত্রি যেমন তেমনই দিন; এরূপে সে পূর্বাপর-সংজ্ঞী হয়। এবং সে উন্মুক্ত, অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত প্রভাবিত করে।

৯. ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান সংস্কারসমৃদ্ধ চিত্ত-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে—'আমার এই চিত্ত অতিলীন হবে না, আবার অত্যন্ত প্রবলও হবে না, অধ্যাত্মে সংক্ষিপ্ত হবে না এবং বাইরেও বিক্ষিপ্ত হবে না'। পূর্বে ও পরে সে সজ্ঞানে অবস্থান করে—যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাৎ, পশ্চাৎ যেমন তেমনই পূর্ব; যেমন অধো তেমন ঊর্ধ্ব, ঊর্ধ্ব যেমন, তেমনই অধো; যেমন দিন, তেমন রাত্রি এবং রাত্রি যেমন তেমনই দিন; এরূপে সে পূর্বাপর-সংজ্ঞী হয়। এবং সে উন্মুক্ত, অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত প্রভাবিত করে।

১০. ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান সংস্কারসমৃদ্ধ মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে—'আমার এই মীমাংসা অতিলীন হবে না, আবার অত্যন্ত প্রবলও হবে না, অধ্যাত্মে সংক্ষিপ্ত হবে না এবং বাইরেও বিক্ষিপ্ত হবে না'। পূর্বে ও পরে সে সজ্ঞানে অবস্থান করে—যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাৎ, পশ্চাৎ যেমন তেমনই পূর্ব; যেমন অধো তেমন ঊর্ধ্ব, ঊর্ধ্ব যেমন, তেমনই অধো; যেমন দিন, তেমন রাত্রি এবং রাত্রি যেমন তেমনই দিন। সে উন্মুক্ত ও অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত প্রভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এই চারি ঋদ্ধিপাদে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম মৌদ্গাল্লায়ন ভিক্ষু এরূপ মহাঋদ্ধিমান ও মহানুভবসম্পন্ন হয়েছে।

১১. ভিক্ষুগণ, এই চারি ঋদ্ধিপাদে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম

মৌদ্গাল্লায়ন ভিক্ষু এরূপে বহু প্রকারে ঋদ্ধিশক্তি লাভ করে; যথা—এক হয়ে বহুসংখ্যক হয়, বহু হয়ে পুনঃ একজন হয়, আবির্ভাব, তিরোভাব (অন্তর্ধান) করে, দেয়াল (প্রাচীর) এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করে; মাটিতে জলের ন্যায় ভাসে ও ডুবে, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করে; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করে, এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করে এবং যতদূর ব্রহ্মালোক রয়েছে ততদূর আপন কায় বশীভূত করে।

১২. এরূপে মৌদ্গাল্লায়ন ভিক্ষু চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে। মৌদ্গাল্লায়ন ভিক্ষু বিশুদ্ধ, অমানুষিক, দিব্যকর্ণ দ্বারা দূরবর্তী ও সমীপস্থ দেব ও মনুষ্য উভয় শব্দ শ্রবণ করে।

১৩. এরূপে মৌদ্গাল্লায়ন ভিক্ষু চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে। মৌদ্গাল্লায়ন ভিক্ষু নিজের চিত্ত দ্বারা অপর সত্ত্ব ও ব্যক্তিদের চিত্ত স্বচিত্তে পরীক্ষা করে জানে। সে সরাগ-চিত্তকে (কামলালসাপূর্ণ) 'সরাগ-চিত্তরূপে' জানে; বীতরাগ (কামলালসাহীন) চিত্তকে 'বীতরাগ-চিত্তরূপে' জানে; সদ্বেষ-চিত্তকে 'সদ্বেষ-চিত্তরূপে' জানে; বীতদ্বেষ (দ্বেষহীন)-চিত্তকে 'বীতদ্বেষ-চিত্তরূপে' জানে; সমোহ (মোহাচ্ছন্ন)-চিত্তকে 'সমোহ-চিত্তরূপে' জানে; বীতমোহ (মোহহীন) চিত্তকে 'বীতমোহ-চিত্তরূপে' জানে; বিক্ষিপ্ত চিত্তকে 'বিক্ষিপ্ত চিত্তরূপে' জানে; সংক্ষিপ্ত (একাগ্র) চিত্তকে 'সংক্ষিপ্ত-চিত্তরূপে' জানে; মহদ্গত (অত্যুচ্চ) চিত্তকে 'মহদ্গত চিত্তরূপে' জানে; অমহদ্গত চিত্তকে 'অমহদ্গত-চিত্তরূপে' জানে; সউত্তর (উচ্চতর)-চিত্তকে 'সউত্তর-চিত্তরূপে' জানে; অনুত্তর (অতুল্য)-চিত্তকে 'অনুত্তর-চিত্তরূপে' জানে; সমাহিত-চিত্তকে 'সমাহিত-চিত্তরূপে' জানে; অসমাহিত-চিত্তকে 'অসমাহিত-চিত্তরূপে' জানে; বিমুক্তচিত্তকে 'বিমুক্তচিত্তরূপে' জানে এবং অবিমুক্তচিত্তকে 'অবিমুক্তচিত্তরূপে' জানে।

১৪. ভিক্ষুগণ, এরূপে মৌদ্গাল্লায়ন ভিক্ষু চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে। সেই ভিক্ষু বহু প্রকারে পূর্বনিবাস স্মৃতি সম্পর্কে জানতে পারে। যেমন—এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, শত সহস্র (লক্ষ) জন্ম, এমনকি বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প ও বহু সংবর্তিত কল্পে—'অমুক জন্মে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এরূপ আহার, এরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ এবং এই পরিমাণ আয়ু ছিল। সেখান হতে

চ্যুত হয়ে এস্থানে জন্মগ্রহণ করেছি। এরূপে সে অপরজন সম্বন্ধেও জানতে পারে যে—'অমুক জন্মে তার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এরূপ আহার, এরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ এবং এই পরিমাণ আয়ু ছিল। সেখান হতে চ্যুত হয়ে সে এস্থানে জন্মগ্রহণ করেছে। এরূপ আকার ও গতিসহ বহু প্রকার পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করে।

১৫. এরূপে মৌদ্গাল্লায়ন ভিক্ষু চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে। মৌদ্গাল্লায়ন ভিক্ষু বিশুদ্ধ, লোকাতীত দিব্য-চক্ষু দ্বারা হীন-প্রণীত, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত সত্ত্বদের চ্যুতি ও উৎপত্তির সময় দেখতে পায়। 'এসকল সত্ত্বগণ কায়-বাক্য ও মনদুশ্চরিত্রসমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন এবং মিথ্যাদৃষ্টি-সম্ভূত কর্ম করার দরুন কায়ভেদে মৃত্যুর পর বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছে। পক্ষান্তরে, এসকল সত্ত্বগণ কায়-বাক্য ও মনসুচরিতসমন্বিত, আর্যগণের প্রশংসাকারী, সম্যক দৃষ্টিপরায়ণ ও সম্যক দৃষ্টিজাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে। স্ব স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত সত্ত্বদের চ্যুতি ও উৎপত্তির সময় বিশুদ্ধ, লোকাতীত বিদ্যচক্ষু দ্বারা সে প্রকৃষ্টরূপে জানে।

১৬. ভিক্ষুগণ, এই চারি ঋদ্ধিপাদে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম মৌদ্গাল্লায়ন ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয়ে অনাসব হয়ে ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি আর প্রজ্ঞাবিমুক্তি উপলব্ধি ও লাভ করে অবস্থান করে।" চতুর্থ সূত্র।

৫. উণ্ণাভ ব্রাহ্মণ সূত্র

৮২৭.১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় আয়ুষ্মান আনন্দ কৌশাম্বীর ঘোষিতারামে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর উণ্ণাভ ব্রাহ্মণ আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দের সাথে কুশল-বিনিময় করলেন। কুশল-বিনিময় ও প্রীত্যালাপের পর একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট উণ্ণাভ ব্রাহ্মণ আয়ুষ্মান আনন্দকে এরূপ বলতে লাগলেন—"হে আনন্দ, কী কারণে শ্রমণ গৌতমের নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়?" "হে ব্রাহ্মণ, ছন্দ প্রহানের জন্য ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়।"

২. "ভো আনন্দ, এই ছন্দ প্রহানের জন্য কোনো মার্গ ও প্রতিপদ আছে কি?" "হ্যাঁ ব্রাহ্মণ, "ছন্দ প্রহানের জন্য মার্গ ও প্রতিপদ আছে।"

৩. "ভো আনন্দ, এই ছন্দ প্রহানের জন্য কয়টি মার্গ ও কয়টি প্রতিপদ আছে? "ব্রাহ্মণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। এরূপে বীর্য, চিত্ত ও মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। ব্রাহ্মণ, ইহাই হচ্ছে ছন্দ প্রহানের জন্য মার্গ ও প্রতিপদ।"

৪. "ভো আনন্দ, যদি তাই হয়, তাহলে তা একটি অনন্ত বিষয়, সীমাবদ্ধ বিষয় নয়। এরূপে কেউ এক ছন্দের দ্বারা অপর ছন্দ পরিত্যাগ করবে—তা অসম্ভব।" "তাহলে, হে ব্রাহ্মণ, আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি, আপনি যেরূপ মনে করেন, সেরূপ উত্তর দিন। ব্রাহ্মণ, তা আপনি কীরূপ মনে করেন, পূর্বে আপনার এরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হয়েছিল কি—'আমি আরামে (বিহারে) যাব?' এরূপে আরামে যাওয়ার পর আপনার সেই পূর্বের ছন্দ (ইচ্ছা) নির্মূল হয়েছিল কি? 'হ্যাঁ ভন্তে।' পূর্বে আপনার এরূপ বীর্য উৎপন্ন হয়েছিল কি, আমি আরামে (বিহারে) যাব?' এরূপে আরামে যাওয়ার পর আপনার সেই পূর্বের বীর্য নির্মূল হয়েছিল কি? 'হ্যাঁ ভন্তে।' পূর্বে আপনার এরূপ চিত্ত উৎপন্ন হয়েছিল কি, আমি আরামে যাব?' এরূপে আরামে যাওয়ার পর আপনার সেই পূর্বের চিত্ত নির্মূল হয়েছিল কি? 'হ্যাঁ ভন্তে।' পূর্বে আপনার এরূপ মীমাংসা (অনুসন্ধান) উৎপন্ন হয়েছিল কি, আমি আরামে (বিহারে) যাব?' এরূপে আরামে যাওয়ার পর আপনার সেই পূর্বের মীমাংসা নির্মূল হয়েছিল কি? 'হ্যাঁ ভন্তে।'

৫. "ব্রাহ্মণ, এরূপেই যেই ভিক্ষু অর্হৎ, ক্ষীণাসব, উদ্‌যাপিত জীবন, যার করণীয়কৃত, ভার অপসৃত, নিজ কল্যাণপ্রাপ্ত, ভবসংযোজন পরিক্ষীণ ও সম্যকরূপে বিমুক্ত, তাঁর অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির পূর্বে যেই ছন্দ (ইচ্ছা) ছিল, সেই পূর্বেকার ইচ্ছা অর্হত্ত্ব প্রাপ্তিহেতু তা নির্মূল হয়। অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির পূর্বে যেই বীর্য ছিল, সেই পূর্বেকার বীর্য অর্হত্ত্ব প্রাপ্তিহেতু তা নির্মূল হয়। অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির পূর্বে যেই চিত্ত ছিল, সেই পূর্বেকার চিত্ত অর্হত্ত্ব প্রাপ্তিহেতু তা নির্মূল হয়। ও অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির পূর্বে যেই মীমাংসা ছিল, সেই পূর্বেকার মীমাংসা অর্হত্ত্ব প্রাপ্তি হেতু তা নির্মূল হয়। ব্রাহ্মণ, তা আপনি কি মনে করেন, যদি তা এরূপ হয়, তাহলে তা একটি অনন্ত বিষয় বা সীমাবদ্ধ বিষয় নয় কি?"

৬. "ভো আনন্দ, নিশ্চয় ইহা একটি নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ বিষয়, ইহা অনন্ত বিষয় নয়।" "আনন্দ, কী আশ্চর্য! কী অদ্ভুত! যেমন কেউ অধোমুখীকে উন্মুখী (ঊর্ধ্বমুখী) করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, বিমূঢ়কে পথ নির্দেশ করে কিংবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপসমূহ দেখতে পায়; ঠিক এরূপেই মাননীয় আনন্দ কর্তৃক বহু পর্যায়ে ও বিবিধ

যুক্তিতে ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। ভো আনন্দ, এখনি আমি সেই ভবৎ গৌতমের শরণ গ্রহণ করছি আর ধর্ম এবং ভিক্ষুসংঘেরও শরণাগত হচ্ছি। হে মহানুভব আনন্দ, আজ হতে আমাকে আমরণ ত্রিশরণে শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।” পঞ্চম সূত্র।

৬. প্রথম শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সূত্র

৮২৮.১. “হে ভিক্ষুগণ, অতীতে যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মহাঋদ্ধিমান ও মহানুভবসম্পন্ন ছিলেন, তাদের সকলেরই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত ছিল। অনাগতে যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মহাঋদ্ধিমান ও মহানুভবসম্পন্ন হবেন, তাদের সকলেরই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত হবে। এবং বর্তমানে যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মহাঋদ্ধিমান ও মহানুভবসম্পন্ন, তাদের সকলেরই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত।

২. সেই চারি প্রকার কী কী? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। এভাবে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ বীর্য, চিত্ত ও মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, অতীতে যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মহাঋদ্ধিমান ও মহানুভবসম্পন্ন ছিলেন, তাদের সকলেরই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত ছিল। অনাগতে যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মহাঋদ্ধিমান ও মহানুভবসম্পন্ন হবেন, তাদের সকলেরই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত হবে। এবং বর্তমানে যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মহাঋদ্ধিমান ও মহানুভবসম্পন্ন, তাদের সকলেরই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত।” ষষ্ঠ সূত্র।

৭. দ্বিতীয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সূত্র

৮২৯.১. “হে ভিক্ষুগণ, অতীতে যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বহু প্রকারে ঋদ্ধিশক্তি লাভ করেছিল, যেমন—এক হয়ে বহুসংখ্যক হয়েছিল, বহু হয়ে একসংখ্যক হয়েছিল, আবির্ভাব ও তিরোভাব (অন্তর্ধান) হয়েছিল, দেয়াল, প্রাকার (প্রাচীর) এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করেছিল, মাটিতে জলের ন্যায়) ভেসেছিল ও ডুবেছিল, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করেছিল; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করেছিল। এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করেছিল; এবং যতদূর ব্রহ্মলোক রয়েছে ততদূর আপন কায় বশীভূত করেছিল। তাদের সকলেরই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও

বহুলীকৃত ছিল।

২. ভিক্ষুগণ, অনাগতে যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বহু প্রকারে ঋদ্ধিশক্তি লাভ করবে, যেমন—এক হয়ে বহুসংখ্যক হবে, বহু হয়ে একসংখ্যক হবে, আবির্ভাব ও তিরোভাব (অন্তর্ধান) হবে, দেয়াল, প্রাকার (প্রাচীর) এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করবে, মাটিতে জলের ন্যায় ভাসবে ও ডুববে, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করবে; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করবে। এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করবে; এবং যতদূর ব্রহ্মলোক রয়েছে ততদূর আপন কায় বশীভূত করবে। তারা সকলেই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

৩. ভিক্ষুগণ, বর্তমানে যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বহু প্রকারে ঋদ্ধিশক্তি লাভ করেছে, যেমন—এক হয়ে বহুসংখ্যক হয়, বহু হয়ে একসংখ্যক হয়, আবির্ভাব ও তিরোভাব (অন্তর্ধান) হয়, দেয়াল, প্রাকার (প্রাচীর) এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করে, মাটিতে জলের ন্যায় ভাসে ও ডুবে, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করে; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করে। এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করে; এবং যতদূর ব্রহ্মলোক রয়েছে ততদূর আপন কায় বশীভূত করে। তারা সকলেই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত।

৪. সেই চারি প্রকার কী কী? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। এভাবে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ বীর্য, চিত্ত ও মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, অতীতে যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বহু প্রকারে ঋদ্ধিশক্তি লাভ করেছিল, যেমন—এক হয়ে বহুসংখ্যক, বহু হয়ে একসংখ্যক হয়েছিল, আবির্ভাব ও তিরোভাব (অন্তর্ধান) হয়েছিল, দেয়াল, প্রাকার (প্রাচীর) এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করেছিল, মাটিতে জলের ন্যায়) ভেসেছিল ও ডুবেছিল, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করেছিল; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করেছিল। এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করেছিল; এবং যতদূর ব্রহ্মলোক রয়েছে ততদূর আপন কায় বশীভূত করেছিল। তাদের সকলেরই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত ছিল।

৫. ভিক্ষুগণ, অনাগতে যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বহু প্রকারে ঋদ্ধিশক্তি লাভ

করবে, যেমন—এক হয়ে বহুসংখ্যক হবে, বহু হয়ে একসংখ্যক হবে, আবির্ভাব ও তিরোভাব (অন্তর্ধান) হবে, দেয়াল, প্রাকার (প্রাচীর) এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করবে, মাটিতে ও জলের ন্যায় ভাসবে ও ডুববে, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করবে; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করবে। এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করবে; এবং যতদূর ব্রহ্মালোক রয়েছে ততদূর আপন কায় বশীভূত করবে। তারা সকলেই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

৬. ভিক্ষুগণ, বর্তমানে যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বহু প্রকারে ঋদ্ধিশক্তি লাভ করেছে, যেমন—এক হয়ে বহুসংখ্যক, বহু হয়ে একসংখ্যক হয়, আবির্ভাব ও তিরোভাব (অন্তর্ধান) হয়, দেয়াল, প্রাকার (প্রাচীর) এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করে, মাটিতে জলের ন্যায় ভাসে ও ডুবে, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করে; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করে। এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করে; এবং যতদূর ব্রহ্মালোক রয়েছে ততদূর আপন কায় বশীভূত করে। তারা সকলেই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত।” সপ্তম সূত্র।

৮. ভিক্ষু সূত্র

৮৩০.১. “হে ভিক্ষুগণ, চারি ঋদ্ধিপাদে ভাবিত ও বহুলীকৃত ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয়ে অনাসব হয়ে ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি আর প্রজ্ঞাবিমুক্তি উপলব্ধি ও লাভ করে অবস্থান করে।

২. সেই চারি প্রকার কী কী? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। এভাবে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ বীর্য, চিত্ত ও মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এই চারি ঋদ্ধিপাদে ভাবিত ও বহুলীকৃত ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয়ে অনাসব হয়ে ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি আর প্রজ্ঞাবিমুক্তি উপলব্ধি ও লাভ করে অবস্থান করে।” অষ্ঠম সূত্র।

৯. ঋদ্ধিআদি দেশনা সূত্র

৮৩১.১. “হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের ঋদ্ধি, ঋদ্ধিপাদ, ঋদ্ধিপাদ ভাবনা এবং ঋদ্ধিপাদ ভাবনার উপায় সম্পর্কে দেশনা করব; তা তোমরা

শোন।

২. ভিক্ষুগণ, ঋদ্ধি কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু বহু প্রকারে ঋদ্ধিশক্তি লাভ করে, যেমন—এক হয়ে বহুসংখ্যক হয়, বহু হয়ে পুনঃ একজন হয়, আবির্ভাব ও তিরোভাব (অন্তর্ধান) হয়, দেয়াল (প্রাচীর) এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করে; মাটিতে জলের ন্যায় ভাসে ও ডুবে, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করে; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করে, এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করে, এভাবে যতদূর ব্রহ্মালোক রয়েছে ততদূর আপন কায় বশীভূত করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় ঋদ্ধি।

৩. ভিক্ষুগণ, ঋদ্ধিপাদ কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, যে মার্গ ও প্রতিপদ ঋদ্ধি লাভের জন্য এবং ঋদ্ধি প্রতিলাভের জন্য সংবর্তিত হয়, তাকে ঋদ্ধিপাদ বলা হয়।

৪. ভিক্ষুগণ, ঋদ্ধিপাদ ভাবনা কাকে বলে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। এভাবে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ বীর্য, চিত্ত ও মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। ইহাকে বলা হয় ঋদ্ধিপাদ ভাবনা।

৫. ভিক্ষুগণ, ঋদ্ধিপাদ ভাবনার মার্গ (উপায়) কাকে বলে? ইহাই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যেমন—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ইহাকে ঋদ্ধিপাদ ভাবনার মার্গ (উপায়) বলা হয়।" নবম সূত্র।

১০. বিভঙ্গ সূত্র

৮৩২.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল, মহানিশংস হয়।

২. ভিক্ষুগণ, কীরূপে চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল, মহানিশংস হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে যে—'আমার এই ছন্দ অতিলীন (অতিমৃদু) হবে না, আবার অত্যন্ত প্রবলও হবে না, অধ্যাত্মে (ভিতরে) সংক্ষিপ্ত হবে না এবং বাইরেও বিক্ষিপ্ত হবে না। পূর্বে ও পরে সে সজ্ঞানে অবস্থান করে, যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাৎ, পশ্চাৎ যেমন তেমনই পূর্ব; যেমন অধো (নিচ) তেমন ঊর্ধ্ব, ঊর্ধ্ব যেমন, তেমনই অধো; যেমন দিন, তেমন রাত্রি এবং রাত্রি যেমন তেমনই

দিন; এরূপে সে পূর্বাপর-সংজ্ঞী হয়। এরূপে সে উন্মুক্ত, অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত প্রভাবিত করে। এভাবে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান সংস্কারসমৃদ্ধ বীর্য, চিত্ত ও মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে যে—'আমার এই বীর্য, চিত্ত ও মীমাংসা অতিলীন হবে না, আবার অত্যন্ত প্রবলও হবে না, অধ্যাত্মে সংক্ষিপ্ত হবে না এবং বাইরেও বিক্ষিপ্ত হবে না। পূর্বে পরে সে সজ্ঞানে অবস্থান করে, যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাৎ, পশ্চাৎ যেমন তেমনই পূর্ব; যেমন অধো তেমন ঊর্ধ্ব, ঊর্ধ্ব যেমন, তেমনই অধো, যেমন দিন, তেমন রাত্রি এবং রাত্রি যেমন তেমনই দিন; এরূপে সে পূর্বাপর-সংজ্ঞী হয়। এরূপে সে উন্মুক্ত ও অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত ভাবিত করে।

৩. ভিক্ষুগণ, অতিলীন ছন্দ কাকে বলে? যে ছন্দ আলস্যসংশ্লিষ্ট ও আলস্য-সম্পর্কযুক্ত; ইহাকে অতিলীন ছন্দ বলা হয়।

৪. ভিক্ষুগণ, অতিপ্রগ্রহিত ছন্দ কাকে বলে? যে ছন্দ ঔদ্ধত্যসংশ্লিষ্ট ও ঔদ্ধত্য-সম্পর্কযুক্ত, ইহাকে বলা হয় অতিপ্রগ্রহিত ছন্দ।

৫. ভিক্ষুগণ, অধ্যাত্ম-সংক্ষিপ্ত ছন্দ কাকে বলে? যে ছন্দ আলস্য-তন্দ্রাসংশ্লিষ্ট ও আলস্য-তন্দ্রা-সম্পর্কযুক্ত; তাকে বলা হয় অধ্যাত্ম সংক্ষিপ্ত ছন্দ।

৬. ভিক্ষুগণ, বাহ্যিক (বাইরে) বিক্ষিপ্ত ছন্দ কাকে বলে? যে ছন্দ বাইরে পঞ্চ কামগুণকে কেন্দ্র করে বিক্ষিপ্ত ও ব্যাপ্ত হয়, তাকেই বাহ্যিক বিক্ষিপ্ত ছন্দ বলে।

৭. ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাৎ, পশ্চাৎ যেমন তেমনই পূর্ব, এরূপে পূর্বাপর-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে?। এক্ষেত্রে ভিক্ষুর পূর্বাপর-সংজ্ঞা সংগৃহীত হয়, উত্তমরূপে মননকৃত হয়, সুবিবেচিত হয় এবং প্রজ্ঞার দ্বারা উত্তমরূপে উপলব্ধ হয়। এরূপেই ভিক্ষু যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাৎ, পশ্চাৎ যেমন তেমনই পূর্ব এবং এরূপেই পূর্বাপর-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে।

৮. ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু অধো যেমন তেমনই ঊর্ধ্ব এবং ঊর্ধ্ব যেমন তেমনই অধো হয়ে অবস্থান করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু দেহের নিম্নে পদতল হতে ঊর্ধ্ব কেশাগ্র পর্যন্ত চর্মাবৃত, সম্পূর্ণদেহে নানা প্রকার অশুচি প্রত্যবেক্ষণ করে; যথা—'এই দেহে আছে কেশ, চুল, নখ, দাত, চর্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, বৃক্ক, হৃদয়, যকৃত, ক্লোমা, প্লীহা, ফুসফুস, বড় অন্ত্র, ক্ষুদ্র অন্ত্র, উদর, মল, মস্তকমজ্জা, পিত্ত, শ্লেস্মা, পূয, রক্ত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, বসা, ক্ষেড়, সিকনি, লাসিকা ও মূত্র।' ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু অধো যেমন

তেমনই ঊর্ধ্ব এবং ঊর্ধ্ব যেমন তেমনই অধো হয়ে অবস্থান করে।

৯. ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু দিন যেমন রাত্রি তেমন এবং রাত্রি যেমন দিনও তেমন হয়ে অবস্থান করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু যে আকৃতি, চিহ্ন ও পূর্বাভাস দ্বারা দিনে সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে এবং সে আকৃতি, চিহ্ন ও পূর্বাভাস দ্বারা রাত্রে সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। এবং যে আকৃতি, চিহ্ন ও পূর্বাভাস দ্বারা রাত্রে সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে, সেই আকৃতি, চিহ্ন আর পূর্বাভাস দ্বারা দিনেও সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। এরূপেই ভিক্ষু দিন যেমন রাত্রি তেমন এবং রাত্রি যেমন দিনও তেমন হয়ে অবস্থান করে।

১০. ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু উন্মুক্ত, অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত ভাবিত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষুর আলোক-সংজ্ঞা উত্তমরূপে গৃহীত হয় এবং দিবা-সংজ্ঞা রক্ষিত হয়। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু উন্মুক্ত, অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত ভাবিত করে।

১২. ভিক্ষুগণ, অতিলীন (অতিমৃদু) বীর্য কাকে বলে? যে বীর্য আলস্যসংশ্লিষ্ট ও আলস্য-সম্পর্কযুক্ত হয়, তাকে অতিলীন (অতিমৃদু) বীর্য বলা হয়।

১৩. ভিক্ষুগণ, অতিপ্রগ্রহিত বীর্য কাকে বলে? যে বীর্য ঔদ্ধত্যসংশ্লিষ্ট ও ঔদ্ধত্য-সম্পর্কযুক্ত হয়, তাকে অতিপ্রগ্রহিত বীর্য বলা হয়।

১৪. ভিক্ষুগণ, আধ্যাত্মিক সংক্ষিপ্ত বীর্য ককে বলে? যে বীর্য আলস্য-তন্দ্রা-সংশ্লিষ্ট ও স্ত্যানমিদ্ধ-সম্পর্কযুক্ত হয়, তাকে আধ্যাত্মিক সংক্ষিপ্ত বীর্য বলা হয়।

১৫. ভিক্ষুগণ, বাহ্যিক বিক্ষিপ্ত বীর্য কাকে বলে? যে বীর্য বাহ্যিক পঞ্চ কামগুণকে কেন্দ্র করে বিক্ষিপ্ত ও ব্যপ্ত হয়, তাকেই বাহ্যিক বিক্ষিপ্ত বীর্য বলা হয়।

১৬. ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু উন্মুক্ত, অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত ভাবিত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষুর আলোক-সংজ্ঞা উত্তমরূপে গৃহীত হয় এবং দিবা-সংজ্ঞা রক্ষিত হয়। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু উন্মুক্ত, অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত ভাবিত করে।

১৭. ভিক্ষুগণ, অতিলীন (অতিমৃদু) চিত্ত কাকে বলে? যে বীর্য আলস্যসংশ্লিষ্ট ও আলস্য-সম্পর্কযুক্ত হয়, তাকে অতিলীন (অতিমৃদু) চিত্ত বলা হয়।

১৮. ভিক্ষুগণ, অতিপ্রগ্রহিত চিত্ত কাকে বলে? যে চিত্ত ঔদ্ধত্যসংশ্লিষ্ট ও ঔদ্ধত্য-সম্পর্কযুক্ত হয়, তাকে অতিপ্রগ্রহিত চিত্ত বলা হয়।

১৯. ভিক্ষুগণ, আধ্যাত্মিক সংক্ষিপ্ত-চিত্ত ককে বলে? যে চিত্ত আলস্য-তন্দ্রা-সংশ্লিষ্ট ও স্ত্যানমিদ্ধ-সম্পর্কযুক্ত হয়, তাকে আধ্যাত্মিক সংক্ষিপ্ত-চিত্ত বলা হয়।

২০. ভিক্ষুগণ, বাহ্যিক বিক্ষিপ্ত চিত্ত কাকে বলে? যে চিত্ত বাহ্যিক পঞ্চ কামগুণকে কেন্দ্র করে বিক্ষিপ্ত ও ব্যপ্ত হয়, তাকেই বাহ্যিক বিক্ষিপ্ত চিত্ত বলা হয়।

২১. ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাৎ, পশ্চাৎ যেমন তেমনই পূর্ব, এরূপে পূর্বাপর-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষুর পূর্বাপর-সংজ্ঞা সংগৃহীত হয়, উত্তমরূপে মনবৃত্ত হয়, সুবিবেচিত হয় এবং প্রজ্ঞার দ্বারা উত্তমরূপে উপলব্ধ হয়। এরূপেই ভিক্ষু যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাৎ, পশ্চাৎ যেমন তেমনই পূর্ব এবং এরূপেই পূর্বাপর-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে।

২২. ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু অধো যেমন তেমনই ঊর্ধ্ব এবং ঊর্ধ্ব যেমন তেমনই অধো হয়ে অবস্থান করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু দেহের নিম্নে পদতল হতে ঊর্ধ্ব কেশাগ্র পর্যন্ত চর্মাবৃত, সম্পূর্ণদেহে নানা প্রকার অশুচি প্রত্যবেক্ষণ করে; যথা—'এই দেহে আছে কেশ, চুল, নখ, দাত, চর্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, বৃক্ক, হৃদয়, যকৃত, ক্লোমা, প্লীহা, ফুসফুস, বড় অন্ত্র, ক্ষুদ্র অন্ত্র, উদর, মল, মস্তকমজ্জা, পিত্ত, শ্লেস্মা, পূয, রক্ত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, বসা, ক্ষেড়, সিকনি, লাসিকা ও মূত্র।' ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু অধো যেমন তেমনই ঊর্ধ্ব এবং ঊর্ধ্ব যেমন তেমনই অধো হয়ে অবস্থান করে।

২৩. ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু দিন যেমন রাত্রি তেমন এবং রাত্রি যেমন দিনও তেমন হয়ে অবস্থান করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু যে আকৃতি, চিহ্ন ও পূর্বাভাস দ্বারা দিনে সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে এবং সে আকৃতি, চিহ্ন ও পূর্বাভাস দ্বারা রাত্রে সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। এবং যে আকৃতি, চিহ্ন ও পূর্বাভাস দ্বারা রাত্রে সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে, সেই আকৃতি, চিহ্ন আর পূর্বাভাস দ্বারা দিনেও সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। এরূপেই ভিক্ষু দিন যেমন রাত্রি তেমন এবং রাত্রি যেমন দিনও তেমন হয়ে অবস্থান করে।

২৪. ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু উন্মুক্ত, অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর

চিত্ত ভাবিত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষুর আলোক-সংজ্ঞা উত্তমরূপে গৃহীত হয় এবং দিবা-সংজ্ঞা রক্ষিত হয়। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু উন্মুক্ত, অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত ভাবিত করে।

২৫. ভিক্ষুগণ, অতিলীন (অতিমৃদু) মীমাংসা কাকে বলে? যে মীমাংসা আলস্যসংশ্লিষ্ট ও আলস্য-সম্পর্কযুক্ত হয়, তাকে অতিলীন মীমাংসা বলা হয়।

২৬. ভিক্ষুগণ, অতিপ্রগ্রহিত মীমাংসা কাকে বলে? যে মীমাংসা ঔদ্ধত্যসংশ্লিষ্ট ও ঔদ্ধত্য-সম্পর্কযুক্ত হয়, তাকে অতিপ্রগ্রহিত মীমাংসা বলা হয়।

২৭. ভিক্ষুগণ, আধ্যাত্মিক সংক্ষিপ্ত মীমাংসা কাকে বলে? যে মীমাংসা আলস্য-তন্দ্রা-সংশ্লিষ্ট ও স্ত্যানমিদ্ধ-সম্পর্কযুক্ত হয়, তাকে আধ্যাত্মিক মীমাংসা বলা হয়।

২৮. ভিক্ষুগণ, বাহ্যিক বিক্ষিপ্ত মীমাংসা কাকে বলে? যে মীমাংসা বাহ্যিক পঞ্চ কামগুণকে কেন্দ্র করে বিক্ষিপ্ত ও ব্যপ্ত হয়, তাকেই বাহ্যিক বিক্ষিপ্ত মীমাংসা বলা হয়।

২৯. ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাৎ, পশ্চাৎ যেমন তেমনই পূর্ব, এরূপে পূর্বাপর-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষুর পূর্বাপর-সংজ্ঞা সংগৃহীত হয়, উত্তমরূপে মনবৃত্ত হয়, সুবিবেচিত হয় এবং প্রজ্ঞার দ্বারা উত্তমরূপে উপলব্ধ হয়। এরূপেই ভিক্ষু যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাৎ, পশ্চাৎ যেমন তেমনই পূর্ব এবং এরূপেই পূর্বাপর-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে।

৩০. ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু অধো যেমন তেমনই ঊর্ধ্ব এবং ঊর্ধ্ব যেমন তেমনই অধো হয়ে অবস্থান করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু দেহের নিম্নে পদতল হতে ঊর্ধ্ব কেশাগ্র পর্যন্ত চর্মাবৃত, সম্পূর্ণ দেহ নানা প্রকার অশুচি প্রত্যবেক্ষণ করে; যথা—‘এই দেহে আছে কেশ, চুল, নখ, দাত, চর্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, বৃক্ক, হৃদয়, যকৃত, ক্লোমা, প্লীহা, ফুসফুস, বড় অন্ত্র, ক্ষুদ্র অন্ত্র, উদর, মল, মস্তকমজ্জা, পিত্ত, শ্লেস্মা, পূয, রক্ত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, বসা, ক্ষেড়, সিকনি, লাসিকা ও মূত্র।’ ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু অধো যেমন তেমনই ঊর্ধ্ব এবং ঊর্ধ্ব যেমন তেমনই অধো হয়ে অবস্থান করে।

৩১. ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু দিন যেমন রাত্রি তেমন এবং রাত্রি যেমন দিনও তেমন হয়ে অবস্থান করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু যে আকৃতি, চিহ্ন ও পূর্বাভাস দ্বারা দিনে সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে

এবং সে আকৃতি, চিহ্ন ও পূর্বাভাস দ্বারা রাত্রে সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। এবং যে আকৃতি, চিহ্ন ও পূর্বাভাস দ্বারা রাত্রে সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে, সেই আকৃতি, চিহ্ন আর পূর্বাভাস দ্বারা দিনেও সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। এরূপেই ভিক্ষু দিন যেমন রাত্রি তেমন এবং রাত্রি যেমন দিনও তেমন হয়ে অবস্থান করে।

৩২. ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু উন্মুক্ত, অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত ভাবিত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষুর আলোক-সংজ্ঞা উত্তমরূপে গৃহীত হয় এবং দিবা-সংজ্ঞা রক্ষিত হয়। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু উন্মুক্ত, অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত ভাবিত করে। এরূপেই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহা-আনিশংস লাভ হয়।

৩৩. ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষু চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে বহু প্রকারে ঋদ্ধিশক্তি লাভ (উৎপন্ন) করে; যথা—এক হয়ে বহুসংখ্যক হয়, বহুসংখ্যক হয়ে পুনঃ একজন হয়, আবির্ভাব ও তিরোভাব (অন্তর্ধান) হয়, দেয়াল (প্রাচীর) এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করে; মাটিতে জলের ন্যায় ভাসে ও ডুবে, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করে; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করে। এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করে এবং যতদূর ব্রহ্মলোক রয়েছে ততদূর আপন কায় বশীভূত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত কওে আসবসমূহের ক্ষয়ে অনাসব হয়ে ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি আর প্রজ্ঞাবিমুক্তি উপলব্ধি ও লাভ করে অবস্থান করে।” দশম সূত্র।

প্রাসাদ কম্পন বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

পূর্ব, মহাফল, ছন্দ, মৌদ্গাল্লায়ন ও উণ্ণাভ;
দুই শ্রমণ-ব্রহ্মণ, ভিক্ষু, দেশনা ও বিভঙ্গ॥

৩. অয়োগুল বর্গ

১. মার্গ সূত্র

৮৩৩.১. শ্রাবস্তী নিদান। “হে ভিক্ষুগণ, সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ তথা বোধিসত্ত্বাবস্থায় আমার মনে এরূপ ভাবোদয় হয়েছিল—‘ঋদ্ধিপাদ

ভাবনার মার্গ কী এবং প্রতিপদাই বা কী?'

২. ভিক্ষুগণ, তখন আমার মনে এরূপ ভাবোদয় হয়েছিল—'এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে যে—আমার এই ছন্দ অতিলীন (অতিমৃদু) হবে না, আবার অত্যন্ত প্রবলও হবে না, অধ্যাত্মে (ভেতরে) সংক্ষিপ্ত হবে না এবং বাইরেও বিক্ষিপ্ত হবে না।' 'যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাৎ, পশ্চাৎ যেমন তেমনই পূর্ব; যেমন অধো (নিচ) তেমন ঊর্ধ্ব, ঊর্ধ্ব যেমন তেমনই অধো; যেমন দিন তেমন রাত্রি রাত্রি যেমন তেমনই দিন' এরূপে সে পূর্বাপর-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। এরূপে সে উন্মুক্ত, অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত ভাবিত করে।

এভাবে সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ বীর্য, চিত্ত ও মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে যে, আমার এই বীর্য, চিত্ত ও মীমাংসা অতিলীন হবে না, আবার অত্যন্ত প্রবলও হবে না, অধ্যাত্মে সংক্ষিপ্ত হবে না এবং বাইরেও বিক্ষিপ্ত হবে না। 'যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাৎ, পশ্চাৎ যেমন তেমনই পূর্ব; যেমন অধো তেমন ঊর্ধ্ব, ঊর্ধ্ব যেমন তেমনই অধো; যেমন দিন তেমন রাত্রি রাত্রি যেমন তেমনই দিন' এরূপে সে পূর্বাপর-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। আর এরূপেই সে উন্মুক্ত ও অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত ভাবিত করে।

৩. ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষু চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে বহু প্রকারে ঋদ্ধিশক্তি লাভ করে, যেমন—এক হয়ে বহুসংখ্যক হয়, বহুসংখ্যক হয়ে পুনঃ একজন হয় এবং যতদূর ব্রহ্মলোক রয়েছে ততদূর আপন কায় বশীভূত করে।

৪. ভিক্ষুগণ, এরূপে চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে ভিক্ষু আসবসমূহ ক্ষয়ে অনাসব হয়ে ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি আর প্রজ্ঞাবিমুক্তি উপলব্ধি ও লাভ করে অবস্থান করে।" প্রথম সূত্র।

(ছয় প্রকার অভিজ্ঞাসমূহও অনুরূপ বিস্তারিতভাবে জ্ঞাতব্য)

২. অয়োগুল (লৌহগোলক) সূত্র

৮৩৪.১. শ্রাবস্তী নিদান। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বলতে লাগলেন—"ভন্তে, ঋদ্ধি দ্বারা মনোময় কায় সৃষ্টি করে ব্রহ্মলোকে কীভাবে অভিগমন করা যায় তা কী ভগবান জ্ঞাত আছেন?

২. "আনন্দ, ঋদ্ধি দ্বারা মনোময় কায় সৃষ্টি করে ব্রহ্মলোকে কীভাবে

অভিগমন করা যায় তা আমি জ্ঞাত আছি।” “ভন্তে, এই চারি মহাভূত কায়ে ব্রহ্মলোকে কীভাবে অভিগমন করা যায় তা কী ভগবান জ্ঞাত থাকেন?” “আনন্দ, ঋদ্ধি দ্বারা এই চারি মহাভূত কায়ে ব্রহ্মলোকে কীভাবে অভিগমন করা যায় তা আমি জ্ঞাত আছি।”

৩. “ভন্তে, এই যে ভগবান ঋদ্ধি দ্বারা মনোময় কায় সৃষ্টি করে ব্রহ্মলোকে অভিগমন করতে সক্ষম এবং ঋদ্ধি দ্বারা চারিমহাভূত কায়েও ব্রহ্মলোকে অভিগমন করার উপায় জ্ঞাত আছেন, তা সত্যিই ভগবানের আশ্চর্য ও অদ্ভুত গুণ।” “আনন্দ, তথাগতগণ আশ্চর্যকর ও আশ্চর্যগুণ-বিমণ্ডিত এবং তথাগতগণ অদ্ভুত আর অদ্ভুত গুণেও বিমণ্ডিত।”

৪. “আনন্দ, যে-সময় তথাগত কায়কে চিত্তের দিকে এবং চিত্তকে কায় মধ্যে কেন্দ্রীভূত করেন এবং কায়িক সুখানুভূতি ও কায়িক লঘুত্ব অতিক্রম করে অবস্থান করেন; সেই সময়ে ভগবানের কায় লঘুতর হয়, মৃদু, কর্মনীয় এবং অত্যন্ত প্রভাস্বর হয়।

৫. যেমন, আনন্দ, দিনে লোহার গোলক উত্তপ্ত হলে লঘু, মৃদু, কর্মনীয় এবং প্রভাস্বর হয়; সেরূপ আনন্দ, যে-সময় তথাগত কায়কে চিত্তের দিকে এবং চিত্তকে কায় মধ্যে কেন্দ্রীভূত করেন এবং কায়িক সুখানুভূতি ও কায়িক লঘুত্ব অতিক্রম করে অবস্থান করেন; সে-সময় ভগবানের কায় লঘু, মৃদু, কর্মনীয় এবং অত্যন্ত প্রভাস্বর হয়।

৬. আনন্দ, যে-সময় তথাগত কায়কে চিত্তের দিকে এবং চিত্তকে কায় মধ্যে কেন্দ্রীভূত করেন এবং কায়িক সুখানুভূতি ও কায়িক লঘুত্ব অতিক্রম করে অবস্থান করেন; সে-সময় তথাগতের কায় অনায়াসেই পৃথিবী হতে আকাশে উত্থিত হতে পারে এবং তখন বহু প্রকারে ঋদ্ধিশক্তি লাভ করেন, যেমন—এক হয়ে বহুসংখ্যক হন, বহুসংখ্যক হয়ে পুনঃ একজন হন, আবির্ভাব ও তিরোভাব (অন্তর্ধান) হন, দেয়াল (প্রাচীর) এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করেন; মাটিতে জলের ন্যায় ভাসেন ও ডুবেন, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করেন; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করেন, এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করেন এবং যতদূর ব্রহ্মলোক রয়েছে ততদূর আপন কায় বশীভূত করেন।

৭. আনন্দ, তুলা ও কার্পাস যেমন হালকা বাতাসে সহজেই পৃথিবী (ভূমি) হতে আকাশে বিকীর্ণ হয়; এরূপেই যেই সময়ে তথাগত কায়কে চিত্তের দিকে এবং চিত্তকে কায় মধ্যে কেন্দ্রীভূত করেন এবং কায়িক

সুখানুভূতি ও কায়িক লঘুত্ব অতিক্রম করে অবস্থান করেন; সেই সময়ে আনন্দ, তথাগতের কায় অনায়াসেই পৃথিবী হতে আকাশে উত্থিত হতে পারে এবং তখন বহু প্রকারে ঋদ্ধিশক্তি লাভ করেন, যেমন—এক হয়ে বহুসংখ্যক হন, বহুসংখ্যক হয়ে পুনঃ একজন হন, আবির্ভাব ও তিরোভাব (অন্তর্ধান) হন, দেয়াল (প্রাচীর) এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করেন; মাটিতে জলের ন্যায় ভাসেন ও ডুবেন, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করেন; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করেন, এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করেন এবং যতদূর ব্রহ্মলোক রয়েছে ততদূর আপন কায় বশীভূত করেন।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. ভিক্ষু সূত্র

৮৩৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, চারি প্রকার ঋদ্ধিপাদ আছে। সেই চারি প্রকার কী কী?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। এভাবে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ বীর্য ঋদ্ধিপাদ, চিত্ত ঋদ্ধিপাদ ও মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, ইহাই হচ্ছে চারিবিধ ঋদ্ধিপাদ। ভিক্ষুগণ, এই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয়ে অনাসব হয়ে ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি আর প্রজ্ঞাবিমুক্তি উপলব্ধি ও লাভ করে অবস্থান করে।" তৃতীয় সূত্র।

৪. সুদ্ধি সূত্র

৮৩৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, চারি প্রকার ঋদ্ধিপাদ আছে। সেই চারি প্রকার কী কী?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। এভাবে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ বীর্য ঋদ্ধিপাদ, চিত্ত ঋদ্ধিপাদ ও মীমাংসা ঋদ্ধিপাদও ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, ইহাই হচ্ছে চারিবিধ ঋদ্ধিপাদ।" চতুর্থ সূত্র।

৫. প্রথম ফল সূত্র

৮৩৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, চারি প্রকার ঋদ্ধিপাদ আছে। সেই চারি প্রকার কী কী?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। এভাবে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ বীর্য ঋদ্ধিপাদ, চিত্ত ঋদ্ধিপাদ ও মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, ইহাই হচ্ছে চারিবিধ ঋদ্ধিপাদ। ভিক্ষুগণ, এই চারি ঋদ্ধিপাদে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম ভিক্ষু 'ইহজীবনে অর্হত্ত্ব কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী' এই দুইটি ফলের মধ্যে যেকোনো একটি ফলই প্রত্যাশিত হয়।" পঞ্চম সূত্র।

৬. দ্বিতীয় ফল সূত্র

৮৩৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, চারি প্রকার ঋদ্ধিপাদ আছে। সেই চারি প্রকার কী কী?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। এভাবে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ বীর্য, চিত্ত ও মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, ইহাই হচ্ছে চারিবিধ ঋদ্ধিপাদ। ভিক্ষুগণ, এই চারি ঋদ্ধিপাদে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম জনের সপ্তফল এবং সপ্ত-আনিশংস প্রত্যাশিত হয়।

৩. সেই সপ্তফল এবং সপ্ত-আনিশংস কী কী? কেউ কেউ ইহজীবনেই অর্হত্ত্বফল লাভ করে। কেউ কেউ ইহজীবনে অর্হত্ত্বফল লাভ করতে না পারলে মৃত্যুকালে হলেও অর্হত্ত্বফল লাভ করে। যদি ইহজীবনে এবং মরণকালেও অর্হত্ত্বফল লাভ করতে না পারে তবে পঞ্চবিধ অধোভাগীয় সংযোজন পরিক্ষয় করে অন্তরা-পরিনির্বাণলাভী হয়; উপহচ্চ-পরিনির্বাণলাভী, অসংস্কার-পরিনির্বাণলাভী ও সসংস্কার পরিনির্বাণলাভী হয় এবং ঊর্ধ্বস্রোতা-অকনিষ্ঠগামী হয়। ভিক্ষুগণ, চারি ঋদ্ধিপাদে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম জনের এই সপ্তফল ও সপ্ত-আনিশংস বা সুফলই প্রত্যাশিত।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. প্রথম আনন্দ সূত্র

৮৩৯.১. শ্রাবস্তী নিদান। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "ভন্তে, ঋদ্ধি, ঋদ্ধিপাদ ও ঋদ্ধিপাদ ভাবনা কাকে বলে? আর ঋদ্ধিপাদ ভাবনার উপায় বা কী?"

৩. "আনন্দ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু বহু প্রকারে ঋদ্ধিশক্তি লাভ করে, যেমন—

এক হয়ে বহুসংখ্যক হয়, বহু হয়ে পুনঃ একজন হয়, আবির্ভাব ও তিরোভাব (অন্তর্ধান) হয়, দেয়াল (প্রাচীর) এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করে; মাটিতে জলের ন্যায় ভাসে ও ডুবে, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করে; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করে, এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করে এবং যতদূর ব্রহ্মালোক রয়েছে ততদূর আপন কায় বশীভূত করে। ইহাকে বলা হয় ঋদ্ধি।

৩. আনন্দ, ঋদ্ধিপাদ কাকে বলে? যে মার্গ ও প্রতিপদ ঋদ্ধি লাভের জন্য এবং ঋদ্ধি প্রতিলাভের জন্য সংবর্তিত হয়; ইহাকে ঋদ্ধিপাদ বলা হয়।

৪. আনন্দ, ঋদ্ধিপাদ ভাবনা কাকে বলে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। এভাবে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ বীর্য, চিত্ত ও মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। ইহাকে বলা হয় ঋদ্ধিপাদ ভাবনা।

৫. আনন্দ, ঋদ্ধিপাদ ভাবনার উপায় কাকে বলে? তা হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যেমন—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ইহাকে বলা হয় ঋদ্ধিপাদ ভাবনার মার্গ বা প্রতিপদ।" সপ্তম সূত্র।

৮. দ্বিতীয় আনন্দ সূত্র

৮৪০.১. একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দকে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন—"আনন্দ, ঋদ্ধি, ঋদ্ধিপাদ ও ঋদ্ধিপাদ ভাবনা কাকে বলে? আর ঋদ্ধিপাদ ভাবনার উপায় বা কী?"

"ভন্তে, ভগবান হচ্ছেন আমাদের মূল উপদেষ্টা আর ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ভন্তে, ভগবানই এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ উত্তমরূপে প্রতিভাত করুন। ভগবানের নিকট শ্রবণ করে তা ভিক্ষুগণ ধারণ করবেন।"

২. "হে আনন্দ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবিধ প্রকার ঋদ্ধিশক্তি লাভ করে, যেমন—এক হয়ে বহুসংখ্যক হয়, বহু হয়ে পুনঃ একজন হয়, আবির্ভাব ও তিরোভাব (অন্তর্ধান) হয়, দেয়াল (প্রাচীর) এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করে; মাটিতে জলের ন্যায় ভাসে ও ডুবে, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করে; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করে, এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করে এবং যতদূর ব্রহ্মালোক রয়েছে ততদূর আপন কায়

বশীভূত করে। ইহাকে বলা হয় ঋদ্ধি।

৩. আনন্দ, ঋদ্ধিপাদ কাকে বলে? যে মার্গ ও প্রতিপদ ঋদ্ধি লাভের জন্য এবং ঋদ্ধি প্রতিলাভের জন্য সংবর্তিত হয়; ইহাকে ঋদ্ধিপাদ বলা হয়।

৪. আনন্দ, ঋদ্ধিপাদ ভাবনা কাকে বলে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। এভাবে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ বীর্য, চিত্ত ও মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। ইহাকে বলা হয় ঋদ্ধিপাদ ভাবনা।

৫. আনন্দ, ঋদ্ধিপাদ ভাবনার উপায় কাকে বলে? তা হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যেমন—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ইহাকে বলা হয় ঋদ্ধিপাদ ভাবনার মার্গ বা প্রতিপদ।" অষ্ঠম সূত্র।

৯. প্রথম ভিক্ষু সূত্র

৮৪১.১. অতঃপর বহুসংখ্যক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এরূপ বলতে লাগলেন—"ভন্তে, ঋদ্ধি, ঋদ্ধিপাদ ও ঋদ্ধিপাদ ভাবনা কাকে বলে? আর ঋদ্ধিপাদ ভাবনার প্রতিপদ (উপায়) বা কী?"

২. "ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবিধ প্রকার ঋদ্ধিশক্তি লাভ করে, যেমন—এক হয়ে বহুসংখ্যক হয়, বহু হয়ে পুনঃ একজন হয়, আবির্ভাব ও তিরোভাব (অন্তর্ধান) হয়, দেয়াল (প্রাচীর) এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করে; মাটিতে জলের ন্যায় ভাসে ও ডুবে, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করে; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করে, এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করে এবং যতদূর ব্রহ্মলোক রয়েছে ততদূর আপন কায় বশীভূত করে। ইহাকে বলা হয় ঋদ্ধি।

৩. ভিক্ষুগণ, ঋদ্ধিপাদ কাকে বলে? যে মার্গ ও প্রতিপদ ঋদ্ধি লাভের জন্য এবং ঋদ্ধি প্রতিলাভের জন্য সংবর্তিত হয়; ইহাকে ঋদ্ধিপাদ বলা হয়।

৪. ভিক্ষুগণ, ঋদ্ধিপাদ ভাবনা কাকে বলে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। এভাবে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ বীর্য, চিত্ত ও মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। ইহাকে বলা হয় ঋদ্ধিপাদ ভাবনা।

৫. ভিক্ষুগণ, ঋদ্ধিপাদ ভাবনার প্রতিপদ বা উপায় কাকে বলে? তা হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যেমন—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ইহাকে বলা হয় ঋদ্ধিপাদ ভাবনার প্রতিপদ বা উপায়।" নবম সূত্র।

১০. দ্বিতীয় ভিক্ষু সূত্র

৮৪২.১. অতঃপর বহুসংখ্যক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণকে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন—"হে ভিক্ষুগণ, ঋদ্ধি, ঋদ্ধিপাদ ও ঋদ্ধিপাদ ভাবনা কাকে বলে? আর ঋদ্ধিপাদ ভাবনার প্রতিপদ বা উপায় কী?

"ভন্তে, ভগবান হচ্ছেন আমাদের মূল উপদেষ্টা, আমাদের আশ্রয়। ভন্তে, ভগবানই এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ উত্তমরূপে প্রতিভাত করুক। ভগবানের নিকট শ্রবণ করে তা ভিক্ষুগণ ধারণ করবেন।"

২. "ভিক্ষুগণ, ঋদ্ধি কাকে বলে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বহুবিধ ঋদ্ধিশক্তি লাভ করে, যেমন—এক হয়ে বহুসংখ্যক হয়, বহু হয়ে পুনঃ একজন হয়, আবির্ভাব ও তিরোভাব (অন্তর্ধান) হয়, দেয়াল (প্রাচীর) এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করে; মাটিতে জলের ন্যায় ভাসে ও ডুবে, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করে; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করে, এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করে এবং যতদূর ব্রহ্মালোক রয়েছে ততদূর আপন কায় বশীভূত করে। ইহাকে বলা হয় ঋদ্ধি।

৩. ভিক্ষুগণ, ঋদ্ধিপাদ কাকে বলে? যে মার্গ ও প্রতিপদ ঋদ্ধি লাভের জন্য এবং ঋদ্ধি প্রতিলাভের জন্য সংবর্তিত হয়; ইহাকে ঋদ্ধিপাদ বলা হয়।

৪. ভিক্ষুগণ, ঋদ্ধিপাদ ভাবনা কাকে বলে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। এভাবে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ বীর্য, চিত্ত ও মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। ইহাকে বলা হয় ঋদ্ধিপাদ ভাবনা।

৫. ভিক্ষুগণ, ঋদ্ধিপাদ ভাবনার প্রতিপদ বা উপায় কাকে বলে? তা হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যেমন—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ইহাকে বলা হয় ঋদ্ধিপাদ ভাবনার প্রতিপদ বা উপায়।" দশম সূত্র।

১১. মৌদ্গাল্লায়ন সূত্র

৮৪৩.১. তথায় ভগবান ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা তা কী মনে কর, কত প্রকার ধর্মে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম মৌদ্গাল্লায়ন ভিক্ষু এরূপ মহাঋদ্ধিমান ও মহানুভবসম্পন্ন?"

"ভন্তে, ভগবান হচ্ছে আমাদের মূল উপদেষ্টা, আমাদের আশ্রয়। ভন্তে, ভগবানই এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ প্রতিভাত করুন। ভগবানের নিকট শ্রবণ করে তা ভিক্ষুগণ ধারণ করবেন। "ভিক্ষুগণ, চারি ঋদ্ধিপাদে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম বিধায় মৌদ্গাল্লায়ন ভিক্ষু এরূপ মহাঋদ্ধিমান ও মহাঋদ্ধিসম্পন্ন।"

২. "সেই চারি প্রকার কী কী? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে মৌদ্গাল্লায়ন ভিক্ষু সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে—'আমার এই ছন্দ অতিলীন (অতিমৃদু) হবে না, আবার অত্যন্ত প্রবলও হবে না, অধ্যাত্মে (ভেতরে) সংক্ষিপ্ত হবে না এবং বাইরেও বিক্ষিপ্ত হবে না। 'যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাৎ; পশ্চাৎ যেমন তেমনই পূর্ব; যেমন অধো (নিচ) তেমন ঊর্ধ্ব; ঊর্ধ্ব যেমন, তেমই অধো; যেমন দিন, তেমন রাত্রি এবং রাত্রি যেমন তেমনই দিন;' এরূপে সে পূর্বাপর-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। সে উন্মুক্ত ও অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত প্রভাবিত করে।

৩. এরূপে মৌদ্গাল্লায়ন ভিক্ষু সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ বীর্য, চিত্ত ও মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে—'আমার এই বীর্য, চিত্ত ও মীমাংসা অতিলীন (অতিমৃদু) হবে না, আবার অত্যন্ত প্রবলও হবে না, অধ্যাত্মে সংক্ষিপ্ত হবে না এবং বাইরেও বিক্ষিপ্ত হবে না। 'যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাৎ; পশ্চাৎ যেমন তেমনই পূর্ব; যেমন অধো তেমন ঊর্ধ্ব; ঊর্ধ্ব যেমন, তেমনই অধো; যেমন দিন, তেমন রাত্রি এবং রাত্রি যেমন তেমনই দিন;' এরূপে সে পূর্বাপর-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। সে উন্মুক্ত ও অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এই চারি ঋদ্ধিপাদে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম বিধায় মৌদ্গাল্লায়ন ভিক্ষু এরূপ মহাঋদ্ধিমান ও মহাঋদ্ধিসম্পন্ন।

৪. ভিক্ষুগণ, এই চারি ঋদ্ধিপাদে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম বিধায় মৌদ্গাল্লায়ন ভিক্ষু এরূপে বহু প্রকারে ঋদ্ধিশক্তি লাভ করে, যেমন—এক হয়ে বহুসংখ্যক হয়, বহু হয়ে পুনঃ একজন হয়, আবির্ভাব ও তিরোভাব (অন্তর্ধান) হয়, দেয়াল (প্রাচীর) এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করে; মাটিতে জলের ন্যায় ভাসে ও ডুবে, মাটির ন্যায় জলে

অনার্দ্রভাবে গমন করে; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করে, এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করে এবং যতদূর ব্রহ্মলোক রয়েছে ততদূর আপন কায় বশীভূত করে। ভিক্ষুগণ, মৌদ্গল্লায়ন ভিক্ষু এই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে আসবসমূহের ক্ষয়ে অনাসব হয়ে ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি আর প্রজ্ঞাবিমুক্তি উপলব্ধি ও লাভ করে অবস্থান করে।” একাদশ সূত্র।

১২. তথাগত সূত্র

৮৪৪.১. তথায় ভগবান ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, তোমরা তা কী মনে কর, কত প্রকার ধর্মে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম তথাগত এরূপ মহাঋদ্ধিমান ও মহানুভবসম্পন্ন?”

“ভন্তে, ভগবান হচ্ছেন আমাদের মূল উপদেষ্টা, আমাদের আশ্রয়। ভন্তে, ভগবানই এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ প্রতিভাত করুন। ভগবানের নিকট শ্রবণ করে তা ভিক্ষুগণ ধারণ করবেন। “ভিক্ষুগণ, চারি ঋদ্ধিপাদে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম বিধায় তথাগত এরূপ মহাঋদ্ধিমান ও মহাঋদ্ধিসম্পন্ন।”

২. “সেই চারি প্রকার কী কী? এক্ষেত্রে তথাগত সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে—‘আমার এই ছন্দ অতিলীন (অতিমৃদু) হবে না, আবার অত্যন্ত প্রবলও হবে না, অধ্যাত্মে (ভেতরে) সংক্ষিপ্ত হবে না এবং বাইরেও বিক্ষিপ্ত হবে না। যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাৎ; পশ্চাৎ যেমন তেমনই পূর্ব; যেমন অধো, (নিচ) তেমন ঊর্ধ্ব; ঊর্ধ্ব যেমন, তেমই অধো; যেমন দিন, তেমন রাত্রি এবং রাত্রি যেমন তেমনই দিন;’ এরূপে তথাগত পূর্বাপর-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন। তিনি উন্মুক্ত ও অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত প্রভাবিত করেন।

৩. এরূপে তথাগত সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ বীর্য, চিত্ত ও মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করেন—‘আমার এই বীর্য, চিত্ত ও মীমাংসা অতিলীন হবে না, আবার অত্যন্ত প্রবলও হবে না, অধ্যাত্মে সংক্ষিপ্ত হবে না এবং বাইরেও বিক্ষিপ্ত হবে না।’ ‘যেমন পূর্ব, তেমন পশ্চাৎ; পশ্চাৎ যেমন, তেমনই পূর্ব; যেমন অধো, তেমন ঊর্ধ্ব; ঊর্ধ্ব যেমন, তেমনই অধো; যেমন দিন, তেমন রাত্রি এবং রাত্রি যেমন, তেমনই দিন;’ এরূপে তথাগত পূর্বাপর-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন। তিনি উন্মুক্ত ও অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত ভাবিত করেন। ভিক্ষুগণ, এই চারি ঋদ্ধিপাদে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম বিধায়

তথাগত এরূপ মহাঋদ্ধিমান ও মহাঋদ্ধিসম্পন্ন।

৪. ভিক্ষুগণ, এই চারি ঋদ্ধিপাদে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম বিধায় তথাগত এরূপে বহু প্রকারে ঋদ্ধিশক্তি লাভ করেন, যেমন—এক হয়ে বহুসংখ্যক হন, বহু হয়ে পুনঃ একজন হন, আবির্ভাব ও তিরোভাব (অন্তর্ধান) হন, দেয়াল (প্রাচীর) এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করেন; মাটিতে জলের ন্যায় ভাসেন ও ডুবেন, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করেন; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করেন, এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করেন এবং যতদূর ব্রহ্মালোক রয়েছে ততদূর আপন কায় বশীভূত করেন। ভিক্ষুগণ, এরূপে চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে তথাগত আসবসমূহের ক্ষয়ে অনাসব হয়ে ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি আর প্রজ্ঞাবিমুক্তি উপলব্ধি ও লাভ করে অবস্থান করেন।" দ্বাদশ সূত্র।

(ছয় প্রকার অভিজ্ঞাও অনুরূপভাবে বিস্তারিতব্য)

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

মার্গ, লৌহগোলক, ভিক্ষু, সুদ্ধিসহ দ্বিবিধ ফল সূত্র;
আনন্দদ্বয়, ভিক্ষুদ্বয়, মৌদ্গাল্লায়ন ও তথাগত সূত্র॥

৪. গঙ্গাপেয়্যাল বর্গ

১-১২. গঙ্গানদী প্রভৃতি দ্বাদশ সূত্র

৮৪৫-৮৫৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেমন, গঙ্গানদী পূর্বদিকে প্রবাহিত, পূর্বদিকেই বয়ে চলে এবং পূর্বদিকে ক্রমাবনত, ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়। কীরূপে ভিক্ষু চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান ও সংস্কারবিমণ্ডিত ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান ও সংস্কারবিমণ্ডিত বীর্য, চিত্ত ও মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে।

২. ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়।" দ্বাদশ

সূত্র।

গঙ্গাপেয়্যাল বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

পূর্বদিকে ছয় নিম্ন, সমুদ্রে নিম্ন ছয়;
ছয় দুগুণে দ্বাদশ হয় তা দ্বারা বর্গ বলা হয়॥

৫. অপ্রমাদ বর্গ

(অপ্রমাদ বর্গও অনুরূপ বিস্তারিতব্য)

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

তথাগত, পদ, কূট, মূল, সার ও বস্সিক সূত্র;
রাজা, চন্দ্র, সূর্য ও বস্ত্র সূত্রে দশটি পদ উক্ত॥

৬. বলকরণীয় বর্গ

(বলকরণীয় বর্গও অনুরূপ বিস্তারিতব্য)

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

ফল, বীজ, নাগ, বৃক্ষ, কলসী ও গম সূত্র;
আকাশ, মেঘ দ্বয়, নৌকা, আগুন্তুক ও নদী সূত্র॥

৭. এষণা বর্গ

(এষণা বর্গ অনুরূপ বিস্তারিতব্য)

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

এষণা, মান, আসব, ভব, দুঃখতা ত্রিবিধ সূত্র;
খিল, মল, দুঃখ, বেদনা, তৃষ্ণা ও প্রার্থনা সূত্র॥

৮. ওঘ বর্গ

১-১০. ওঘ প্রভৃতি দশ সূত্র

৮৮৯-৮৯৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন (আছে)। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? যথা—রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য

ও অবিদ্যা। ইহাই পাঁচ প্রকার ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহান করে চারিবিধ ঋদ্ধিপাদ অনুশীলন করা উচিত।

২. সেই চারি প্রকার কী কী? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। একইভাবে সমাধি-প্রধান ও সংস্কারসমৃদ্ধ বীর্য, চিত্ত ও মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজনসমূহের অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহান করে এই চারিবিধ ঋদ্ধিপাদ অনুশীলন করা উচিত।" দশম সূত্র।

(মার্গ সংযুক্তের ন্যায় বিস্তারিতব্য)

ওঘ বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

ওঘ, যোগ, উপাদান, গন্থি, অনুশয়;
কামগুণ, নীবরণ, স্কন্ধ ও অধো-ঊর্ধ্বভাগীয় হয়॥

ঋদ্ধিপাদ সংযুক্ত সমাপ্ত।

৮. অনুরুদ্ধ সংযুক্ত[১]

১. নির্জনগত বর্গ

১. প্রথম নির্জনগত সূত্র

৮৯৯.১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের নির্মিত বিহারে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের একাকী নির্জনে অবস্থানের সময় এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হয়েছিল—"চারি স্মৃতিপ্রস্থান যাদের উপেক্ষিত তাদের পক্ষে সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর আর্যমার্গ লাভ করা অসম্ভব এবং চারি স্মৃতিপ্রস্থান যাদের গৃহীত (আরম্ভিত), তাদের পক্ষে সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর আর্যমার্গ লাভ করা সম্ভব।"

২. অতঃপর আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের চিত্ত-পরিবিতর্ক জ্ঞাত হয়ে, যেমনি বলবান ব্যক্তি সংকোচিত বাহু প্রসারণ করে কিংবা প্রসারিত বাহু সংকোচনের ন্যায় অল্প সময়ের মধ্যে আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত (প্রাদুর্ভাব) হলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে এরূপ বলতে লাগলেন—"আবুসো অনুরুদ্ধ, কী কারণে (বা কিরূপে) ভিক্ষুদের চারি স্মৃতিপ্রস্থান আরব্ধ (লাভ) হয়?"

৩. "আবুসো, এক্ষেত্রে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে অধ্যাত্ম-কায়ে সমুদয় (উৎপত্তি)-ধর্মানুদর্শী, বিলয়-ধর্মানুদর্শী ও সমুদয়-বিলয়-ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। বাহ্যিক-কায়ে সমুদয়-ধর্মানুদর্শী, বিলয়-ধর্মানুদর্শী ও সমুদয়-বিলয়-ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। অধ্যাত্ম-বাহ্যিক-কায়েও সমুদয়-ধর্মানুদর্শী, বিলয়-ধর্মানুদর্শী এবং সমুদয়-বিলয়-ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন।

৪. যদি তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন—'আমি অপ্রতিকূলে প্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করব' তথায় তিনি প্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন। আর যদি আকাঙ্ক্ষা করেন—'আমি প্রতিকূলে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করব'

---

[১]। আলোচ্য সংযুক্তে সন্নিবেশিত সব সূত্রাদি আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ কর্তৃক উচ্চারিত। তাই সংযুক্তের নামকরণটিও হয়েছে অনুরুদ্ধের নাম অনুযায়ী।

তথায় তিনি অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন। এবং তিনি যদি এরূপ আকাঙ্ক্ষা করেন—'আমি অপ্রতিকূলে-প্রতিকূলে প্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করব' তবে তথায় তিনি প্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন। যদি তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন—'প্রতিকূলে-অপ্রতিকূলে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করব' তবে তথায়ও তিনি অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন। যদি আকাঙ্ক্ষা করেন—'আমি অপ্রতিকূল এবং প্রতিকূল উভয়ই পরিত্যাগ করে উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করব' তবে তথায় তিনি উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করেন।

৫. ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে অধ্যাত্ম-বেদনায় সমুদয় (উৎপত্তি)-ধর্মানুদর্শী, বিলয়-ধর্মানুদর্শী ও সমুদয়-বিলয়-ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। বাহ্যিক-বেদনায় সমুদয়-ধর্মানুদর্শী, বিলয়-ধর্মানুদর্শী ও সমুদয়-বিলয়-ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। অধ্যাত্ম-বাহ্যিক-বেদনায়ও সমুদয়-ধর্মানুদর্শী, বিলয়-ধর্মানুদর্শী এবং সমুদয়-বিলয়-ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন।

৬. যদি তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন—'আমি অপ্রতিকূলে প্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করব' তথায় তিনি প্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন। আর যদি আকাঙ্ক্ষা করেন—'আমি প্রতিকূলে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করব' তথায় তিনি অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন। এবং তিনি যদি এরূপ আকাঙ্ক্ষা করেন—'আমি অপ্রতিকূলে-প্রতিকূলে প্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করব' তবে তথায় তিনি প্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন। যদি তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন—'প্রতিকূলে-অপ্রতিকূলে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করব' তবে তথায়ও তিনি অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন। যদি আকাঙ্ক্ষা করেন—'আমি অপ্রতিকূল এবং প্রতিকূল উভয়ই পরিত্যাগ করে উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করব' তবে তথায় তিনি উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করেন।

৭. ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে অধ্যাত্ম-চিত্তে সমুদয় (উৎপত্তি)-ধর্মানুদর্শী, বিলয়-ধর্মানুদর্শী ও সমুদয়-বিলয়-ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। বাহ্যিক-চিত্তে সমুদয়-ধর্মানুদর্শী, বিলয়-ধর্মানুদর্শী ও সমুদয়-বিলয়-ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। অধ্যাত্ম-বাহ্যিক-চিত্তেও সমুদয়-ধর্মানুদর্শী, বিলয়-ধর্মানুদর্শী এবং সমুদয়-বিলয়-ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন।

৮. যদি তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন—'আমি অপ্রতিকূলে প্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে

অবস্থান করব’ তথায় তিনি প্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন। আর যদি আকাঙ্ক্ষা করেন—‘আমি প্রতিকূলে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করব’ তথায় তিনি অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন। এবং তিনি যদি এরূপ আকাঙ্ক্ষা করেন—‘আমি অপ্রতিকূলে-প্রতিকূলে প্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করব’ তবে তথায় তিনি প্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন। যদি তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন—‘প্রতিকূলে-অপ্রতিকূলে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করব’ তবে তথায়ও তিনি অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন। যদি আকাঙ্ক্ষা করেন—‘আমি অপ্রতিকূল এবং প্রতিকূল উভয়ই পরিত্যাগ করে উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করব’ তবে তথায় তিনি উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করেন।

৯. ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে অধ্যাত্ম-ধর্মে সমুদয় (উৎপত্তি)-ধর্মানুদর্শী, বিলয়-ধর্মানুদর্শী ও সমুদয়-বিলয়-ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। বাহ্যিক-ধর্মে সমুদয়-ধর্মানুদর্শী, বিলয়-ধর্মানুদর্শী ও সমুদয়-বিলয়-ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। অধ্যাত্ম-বাহ্যিক-ধর্মেও সমুদয়-ধর্মানুদর্শী, বিলয়-ধর্মানুদর্শী এবং সমুদয়-বিলয়-ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন।

১০. যদি তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন—‘আমি অপ্রতিকূলে প্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করব’ তথায় তিনি প্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন। আর যদি আকাঙ্ক্ষা করেন—‘আমি প্রতিকূলে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করব’ তথায় তিনি অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন। এবং তিনি যদি এরূপ আকাঙ্ক্ষা করেন—‘আমি অপ্রতিকূলে-প্রতিকূলে প্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করব’ তবে তথায় তিনি প্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন। যদি তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন—‘প্রতিকূলে-অপ্রতিকূলে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করব’ তবে তথায়ও তিনি অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন। যদি আকাঙ্ক্ষা করেন—‘আমি অপ্রতিকূল এবং প্রতিকূল উভয়ই পরিত্যাগ করে উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করব’ তবে তথায় তিনি উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করেন। আবুসো, এরূপেই একজন ভিক্ষুর চারি স্মৃতিপ্রস্থান আরব্ধ হয়।” প্রথম সূত্র।

২. দ্বিতীয় নির্জনগত সূত্র

৯০০.১. শ্রাবস্তী নিদান। অতঃপর আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের একাকী নির্জনে অবস্থানের সময় এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হয়েছিল—“চারি স্মৃতিপ্রস্থান যাদের

উপেক্ষিত তাদের পক্ষে সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর আর্যমার্গ লাভ করা অসম্ভব এবং চারি স্মৃতিপ্রস্থান যাদের গৃহীত (আরম্ভিত), তাদের পক্ষে সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর আর্যমার্গ লাভ করা সম্ভব।”

২. অতঃপর আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্লায়ন আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের চিত্ত-পরিবিতর্ক জ্ঞাত হয়ে যেমনি বলবান ব্যক্তি সংকোচিত বাহু প্রসারণ করে কিংবা প্রসারিত বাহু সংকোচনের ন্যায় অল্প সময়ের মধ্যে আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত (প্রাদুর্ভাব) হলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্লায়ন আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে এরূপ বলতে লাগলেন—“আবুসো অনুরুদ্ধ, কী কারণে (বা কীরূপে) ভিক্ষুদের চারি স্মৃতিপ্রস্থান আরব্ধ (লাভ) হয়?”

৩. “আবুসো, এক্ষেত্রে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে অধ্যাত্ম-কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। বাহ্যিক-কায়ে কায়ানুদর্শী এবং অধ্যাত্ম-বাহ্যিক-কায়েও কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন।

৪. ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে অধ্যাত্ম-বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। বাহ্যিক-বেদনায় বেদনানুদর্শী এবং অধ্যাত্ম-বাহ্যিক-বেদনায়ও বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন।

৫. ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে অধ্যাত্ম-চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। বাহ্যিক-চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং অধ্যাত্ম-বাহ্যিক-চিত্তেও চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন।

৬. ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে অধ্যাত্ম-ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। বাহ্যিক-ধর্মে ধর্মানুদর্শী এবং অধ্যাত্ম-বাহ্যিক-ধর্মেও ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। আবুসো, এরূপেই একজন ভিক্ষুর চারি স্মৃতিপ্রস্থান আরব্ধ হয়।” দ্বিতীয় সূত্র।

৩. সুতনু সূত্র

৯০১.১. একসময় আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ শ্রাবস্তীর সুতনুতীরে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর বহুসংখ্যক ভিক্ষু আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের সাথে প্রীতি-সম্ভাষণ ও কুশল-বিনিময় করলেন।

প্রীতি-সম্ভাষণ ও কুশল বিনিময়ের পর একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট হয়ে সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে এরূপ বললেন, "হে আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ, কত প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত করে আপনি মহাভিজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছেন?"

২. হে আবুসোগণ, আমি চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে মহাভিজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছি। সেই চারি প্রকার কী কী? আবুসোগণ, এক্ষেত্রে আমি উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করি। এভাবে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মেও ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করি।

৩. আবুসোগণ, আমি এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে মহাভিজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছি। আবুসোগণ, আমি এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে হীনধর্মকে হীনধর্মরূপে, মধ্যম ধর্মকে মধ্যম ধর্মরূপে এবং প্রণীত ধর্মকে প্রণীত ধর্মরূপে জানতে পেরেছি।" তৃতীয় সূত্র।

৪. প্রথম কণ্ডকী সূত্র

৯০২.১. একসময় আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ, সারিপুত্র ও মহামৌদ্গাল্লায়ন সাকেতে কণ্ডকীবনে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র ও মহামৌদ্গাল্লায়ন সন্ধ্যার সময়ে নির্জনতা বা ধ্যান হতে উঠে যেথায় আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ আছেন তথায় উপস্থিত হয়ে অনুরুদ্ধের সাথে প্রীতি-সম্ভাষণ করলেন। প্রীতি-সম্ভাষণ ও কুশল বিনিময়ের পর একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সারিপুত্র আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে এরূপ বললেন, "আবুসো অনুরুদ্ধ, শৈক্ষ্য ভিক্ষু কর্তৃক কত প্রকার ধর্ম লাভ করে অবস্থান করা উচিত?"

২. "আবুসো সারিপুত্র, শৈক্ষ্য ভিক্ষু কর্তৃক চারি স্মৃতিপ্রস্থান লাভ করে অবস্থান করা উচিত। সেই চারি প্রকার কী কী? আবুসো, এক্ষেত্রে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। আবুসো সারিপুত্র, শৈক্ষ্য ভিক্ষু কর্তৃক এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান লাভ করে অবস্থান করা উচিত।" চতুর্থ সূত্র।

৫. দ্বিতীয় কণ্ডকী সূত্র

৯০৩.১. সাকেত নিদান। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সারিপুত্র আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে এরূপ বলতে লাগলেন—"আবুসো অনুরুদ্ধ, অশৈক্ষ্য ভিক্ষু কর্তৃক কত প্রকার ধর্ম লাভ করে অবস্থান করা উচিত?"

২. "আবুসো সারিপুত্র, অশৈক্ষ্য ভিক্ষু কর্তৃক চারি স্মৃতিপ্রস্থান লাভ করে অবস্থান করা উচিত? সেই চারি প্রকার কী কী? আবুসো, এক্ষেত্রে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মেও ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। আবুসো সারিপুত্র, অশৈক্ষ্য ভিক্ষু কর্তৃক এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান লাভ করে অবস্থান করা উচিত।" পঞ্চম সূত্র।

৬. তৃতীয় কণ্ডকী সূত্র

৯০৪.১. সাকেত নিদান। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সারিপুত্র আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে এরূপ বললেন, "আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ, কত প্রকার ধর্মে ভাবিত ও বহুলীকৃত হয়ে আপনি মহাভিজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছেন?"

২. "আবুসো, আমি চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে মহাভিজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছি। সেই চারি প্রকার কী কী? আবুসো, এক্ষেত্রে আমি উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করি। এভাবে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মেও ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করি। আমি এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে মহাভিজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছি। আবুসো, আমি এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে সহস্র লোক সম্পর্কে জ্ঞাত আছি।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. তৃষ্ণাক্ষয় সূত্র

৯০৫.১. শ্রাবস্তী নিদান। তথায় আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ "হে আবুসো ভিক্ষুগণ," বলে ভিক্ষুদের আহ্বান করলেন। "হ্যাঁ আবুসো," বলে সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে প্রত্যুত্তর দিলেন। তখন আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "আবুসোগণ, এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে

তৃষ্ণাক্ষয়ের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই চারি প্রকার কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। এভাবে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মেও ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। আবুসোগণ, এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা তৃষ্ণাক্ষয়ের জন্য সংবর্তিত হয়।" সপ্তম সূত্র।

৮. শাল্লাগার সূত্র

৯০৬.১. একসময় আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ শ্রাবস্তীতে শাল্লাগারে অবস্থান করছিলেন। তথায় আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ "হে আবুসো ভিক্ষুগণ," বলে ভিক্ষুদের আহ্বান করলেন। "হ্যাঁ আবুসো," বলে সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে প্রত্যুত্তর দিলেন। তখন আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "আবুসোগণ, যেমন গঙ্গানদী পূর্বদিকে প্রবাহিত, পূর্বদিকে নিম্নাভিমুখী ও পূর্বদিকেই ক্রমাবনত। অতঃপর বহুসংখ্যক লোক শাবল, কোদাল নিয়ে এই ভেবে আগমন করতে পারে—'আমরা এই গঙ্গানদীকে পশ্চিম দিকে প্রবাহমান করব, পশ্চিমাভিমুখী করব ও পশ্চিম দিকে ক্রমাবনত করব।' আবুসোগণ, তোমরা তা কী মনে কর, সেই বহুসংখ্যক লোক কি গঙ্গানদীকে পশ্চিম দিকে প্রবাহমান, পশ্চিমাভিমুখী ও পশ্চিম দিকে ক্রমাবনত করতে পারবে?"

"আবুসো, তা অসম্ভব।"

"তা কী কারণে? আবুসোগণ, গঙ্গানদী পূর্বদিকে প্রবাহিত, পূর্বাভিমুখী ও পূর্ব দিকেই ক্রমাবনত। সেই গঙ্গানদীকে পশ্চিম দিকে প্রবাহমান, পশ্চিমাভিমুখী ও পশ্চিম দিকে ক্রমাবনত করা সহজতর নয়। শুধুমাত্র সেই বহুসংখ্যক জনতা পরিশ্রান্ত ও কষ্টের ভাগী হবে।"

৩. "আবুসোগণ, এরূপেই চারি স্মৃতিপ্রস্থানে ভাবিত ও বহুলীকৃত ভিক্ষুকে রাজা রাজমন্ত্রী, মিত্র, অমাত্য, জ্ঞাতি ও সগোত্র ভোগসম্পত্তি দ্বারা প্রলোভন দেখিয়ে আহ্বান করতে পারে—'হে প্রভু, আসুন! সেই গৌরিক বস্ত্র কেন ত্যাগ করছেন না? কেন মুণ্ডিত মস্তকে ভিক্ষাচরণ করছেন? গৃহীজীবনে ফিরে আসুন, ভোগসম্পত্তি ভোগ করে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করুন।'

৪. আবুসোগণ, সেই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত ভিক্ষু (ধর্ম-বিনয়) শিক্ষা প্রত্যাখান করে গৃহীজীবনে ফিরে যাবে; তা অসম্ভব। তার কারণ কী? আবুসো, যেই ভিক্ষুর চিত্ত দীর্ঘরাত্রি বিবেকে (নির্জনতায়)

প্রবাহমান, বিবেকে নিম্নাভিমুখী ও বিবেকেই ক্রমাবনত, সেই ভিক্ষু গৃহীজীবনে ফিরে যাবে; তা অসম্ভব।

৫. আবুসোগণ, কীরূপে ভিক্ষু চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। একইভাবে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মেও ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। আবুসোগণ, এরূপেই ভিক্ষু চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" অষ্টম সূত্র।

৯. আম্রপালি বন সূত্র

৯০৭.১. একসময় আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ এবং আয়ুষ্মান সারিপুত্র বৈশালীর[১] আম্রপালি বনে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র সন্ধ্যা-সময়ে নির্জনতা (ধ্যান) হতে উঠে আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের সাথে সম্বোধন করলেন। সম্বোধনীয় কথা ও কুশল-বিনিময় করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সারিপুত্র আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে এরূপ বললেন :

২. "হে আবুসো, আপনার ইন্দ্রিয়সমূহ অত্যন্ত প্রসন্ন, মুখচ্ছবিও পরিশুদ্ধ ও বিশুদ্ধ। আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ, আপনি কীরূপ অবস্থানের মাধ্যমে সময় অতিবাহিত করেন?"

"আবুসো, আমি চারি স্মৃতিপ্রস্থানে সুপ্রতিস্থিত চিত্ত হয়ে অবস্থান করছি। সেই চারি প্রকার কী কী?

৩. এক্ষেত্রে আবুসো, আমি উদ্যমশীল সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করি। একইভাবে আমি উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী

---

[১]। বজ্জী অর্থাৎ লিচ্ছবী রাজাদের অতি সমৃদ্ধিশালী রাজধানী ছিল এই বৈশালী। একসময় তথায় মহামারী, অমনুষ্য ও দুর্ভিক্ষ—এই তিনটি উপদ্রব উপস্থিত হলে সেখানকার রাজা ভগবান বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ভগবানের আগমনে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে পঁচা শবাদি ভাসিয়ে নিয়ে গেলে ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে দিয়ে বৈশালীর চতুর্দিকে 'রত্ন সূত্র' পাঠ করান। আয়ুষ্মান আনন্দের 'রত্ন সূত্র' পাঠান্তে ত্রিবিধ উপদ্রব উপশম হয়ে যায়।—বিস্তৃত দ্রষ্টব্য, মহাপরিনির্বাণ সুত্র, পৃ. ২৩৭-২৩৮, রাজগুরু ধর্মরত্ন মহাস্থবির।

এবং ধর্মেও ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করি। আবুসো, এরূপে আমি চারি স্মৃতিপ্রস্থানে সুপ্রতিস্থিত চিত্ত হয়ে অবস্থান করছি। আবুসো, যেই ভিক্ষু অর্হৎ, ক্ষীণাসব, উদ্‌যাপিত জীবন, যার করণীয়কৃত, ভার অপসৃত, নিজ কল্যাণপ্রাপ্ত, ভব সংযোজন পরিক্ষীণ ও সম্যকরূপে বিমুক্ত, তিনিও এই চারি স্মৃতিপ্রস্থানে সুপ্রতিস্থিত চিত্ত হয়ে অবস্থান করেন।"

"আবুসো, তা আমাদের সত্যিই লাভ, সত্যিই সুলব্ধ যে আমরা আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের শ্রেষ্ঠ বাক্য ভাষণকালে তার সম্মুখেই তা শ্রবণ করলাম।" নবম সূত্র।

১০. অত্যন্ত পীড়িত সূত্র

৯০৮.১. একসময় আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ শ্রাবস্তীর অন্ধবনে রুগ্ন, পীড়ায় পীড়িত এবং অতিশয় অসুস্থ হয়ে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর বহুসংখ্যক ভিক্ষু আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে এরূপ বললেন :

২. "আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের কীরূপ অবস্থানের দরুন তার উৎপন্ন শারীরিক দুঃখবেদনা চিত্তকে প্রভাবিত না করে স্থিত হয়?"

৩. "হে আবুসোগণ, চারি স্মৃতিপ্রস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্তে অবস্থানকালে আমার উৎপন্ন শারীরিক দুঃখবেদনা চিত্তকে প্রভাবিত না করে স্থিত হয়। সেই চারি প্রকার কী কী? এক্ষেত্রে আমি উদ্যমশীল সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করি। একইভাবে আমি বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মেও ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করি। আবুসোগণ, এই চারি স্মৃতিপ্রস্থানে সুপ্রতিস্থিত চিত্তে অবস্থানকালে আমার উৎপন্ন শারীরিক দুঃখবেদনা চিত্তকে প্রভাবিত না করে স্থিত হয়।"

নির্জনগত বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

নির্জনাগত দুয়ে কথিত, সুতনু, কণ্ডকী ত্রয়;
তৃষ্ণাক্ষয় শাল্লাগার, আম্রপালি ও পীড়িত যোগে বর্গ হয়॥

২. দ্বিতীয় বর্গ

১. সহস্র কল্প সূত্র

৯০৯.১. একসময় আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের নির্মিত বিহারে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর বহুসংখ্যক ভিক্ষু আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের সাথে প্রীতি-সম্ভাষণ করলেন। প্রীতি-সম্ভাষণ ও কুশল-বিনিময় করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে এরূপ বললেন :

২. "আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ কত প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত করে মহাভিজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছেন?"

৩. "হে আবুসোগণ, আমি চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে মহাভিজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছি। সেই চারি প্রকার কী কী? এক্ষেত্রে আমি উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করি। একইভাবে আমি উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মেও ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করি। আবুসোগণ, এরূপেই আমি এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে মহাভিজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছি। আমি এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে সহস্র কল্প পর্যন্ত অনুস্মরণ করতে পারি।" প্রথম সূত্র।

২. বিবিধ ঋদ্ধি সূত্র

৯১০.১. "হে আবুসোগণ, আমি এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে বহু প্রকারে বিবিধ ঋদ্ধিশক্তি লাভ করি। যেমন—এক হয়ে বহুসংখ্যক হই, বহু হয়ে পুনঃ একজন হই, আবির্ভাব ও তিরোভাব (অন্তর্ধান) হই, দেয়াল (প্রাচীর) এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করি; মাটিতে জলের ন্যায় ভাসি ও ডুবি, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করি; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করি, এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করি, এভাবে যতদূর ব্রহ্মলোক রয়েছে ততদূর আপন কায় বশীভূত করি।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. দিব্য-শ্রোত্র সূত্র

৯১১.১. "হে আবুসোগণ, আমি এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও

বহুলীকৃত করে দিব্য-শ্রোত্রধাতু দ্বারা বিশুদ্ধ, অতিমানবীয়, দূরবর্তী এবং সমীপস্থ দিব্য-মনুষ্য উভয় শব্দ শ্রবণ করি।" তৃতীয় সূত্র।

৪. চিত্ত ধর্ম (স্বভাব) সূত্র

৯১২.১. "হে আবুসোগণ, আমি এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে অপর সত্ত্ব ও পুদ্গালের (ব্যক্তি) চিত্তস্বভাব সম্বন্ধে স্বীয় চিত্ত দ্বারা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে জানতে পারি। যেমন—সরাগ-চিত্তকে (কামলালসাপূর্ণ) সরাগ-চিত্তরূপে প্রকৃষ্টরূপে জানি, বীতরাগ (কামলালসাহীন) চিত্তকে বীতরাগ-চিত্তরূপে প্রকৃষ্টরূপে জানি, সদ্বেষ-চিত্তকে সদ্বেষ-চিত্তরূপে জানি, বীতদ্বেষ (দ্বেষহীন)-চিত্তকে বীতদ্বেষ-চিত্তরূপে জানি, সমোহ (মোহাচ্ছন্ন)-চিত্তকে সমোহ-চিত্তরূপে প্রকৃষ্টরূপে জানি, বীতমোহ (মোহহীন) চিত্তকে বীতমোহ-চিত্তরূপে প্রকৃষ্টরূপে জানি, বিক্ষিপ্ত-চিত্তকে বিক্ষিপ্ত-চিত্তরূপে প্রকৃষ্টরূপে জানি, সংক্ষিপ্ত (একাগ্র)-চিত্তকে সংক্ষিপ্ত-চিত্তরূপে প্রকৃষ্টরূপে জানি, মহদ্গাত (অত্যুচ্চ)-চিত্তকে মহদ্গাত-চিত্তরূপে প্রকৃষ্টরূপে জানি, অমহদ্গাত-চিত্তকে অমহদ্গাত-চিত্তরূপে জানি, সউত্তর (উচ্চতর)-চিত্তকে সউত্তর-চিত্তরূপে প্রকৃষ্টরূপে জানি, অনুত্তর (অতুল্য)-চিত্তকে অনুত্তর-চিত্তরূপে প্রকৃষ্টরূপে জানি, সমাহিত-চিত্তকে সমাহিত-চিত্তরূপে প্রকৃষ্টরূপে জানি, অসমাহিত-চিত্তকে অসমাহিত-চিত্তরূপে প্রকৃষ্টরূপে জানি, বিমুক্ত-চিত্তকে বিমুক্ত-চিত্তরূপে প্রকৃষ্টরূপে জানি এবং অবিমুক্ত-চিত্তকে অবিমুক্ত-চিত্তরূপে প্রকৃষ্টরূপে জানি।" চতুর্থ সূত্র।

৫. স্থান সূত্র

৯১৩.১. "হে আবুসোগণ, আমি এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে স্থান হতে স্থান এবং অস্থান হতে অস্থান পর্যন্ত যথার্থরূপে জানি।" পঞ্চম সূত্র।

৬. কর্ম সমাদান সূত্র

৯১৪.১. "হে আবুসোগণ, আমি এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে অতীত-অনাগতের উৎপন্ন কর্মসমাদানের (নিজ কার্য প্রাপ্তির) স্থান, হেতু ও বিপাক (ফল) সম্পর্কে যথাযথরূপে জানি।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. সর্বত্রগামিনী সূত্র

৯১৫.১. "হে আবুসোগণ, আমি এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও

বহুলীকৃত করে সর্বত্রগামিনী প্রতিপদা যথাযথরূপে জানি।” সপ্তম সূত্র।

৮. বিবিধ ধাতু সূত্র

৯১৬.১. “হে আবুসোগণ, আমি এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে জগতে বহু প্রকারে বিবিধ ধাতু সম্পর্কে যথাযথরূপে জানি।” অষ্ঠম সূত্র।

৯. নানাধিমুক্তি সূত্র

৯১৭.১. “হে আবুসোগণ, আমি এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে সত্ত্বগণের অর্জিত নানাধিমুক্ত সম্বন্ধে যথার্থরূপে জানি।” নবম সূত্র।

১০. পরচিত্ত জ্ঞান সূত্র

৯১৮.১. “হে আবুসোগণ, আমি এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে পরসত্ত্ব ও অপর ব্যক্তিদের (পুদ্গালের) চিত্তাবস্থা বা মনোভাব যথার্থরূপে জানি।” দশম সূত্র।

১১. ধ্যানাদি সূত্র

৯১৯.১. “হে আবুসোগণ, আমি এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি, সমাপত্তি, সংক্লেশ, বেদনা ও উত্থান সম্বন্ধে যথার্থরূপে জানি।” একাদশ সূত্র।

১২. পূর্বনিবাস সূত্র

৯২০.১. “হে আবুসোগণ, আমি এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে পূর্বনিবাস স্মৃতি অনুস্মরণ করি, যেমন—এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, শত সহস্র (লক্ষ) জন্ম, এমনকি সংবর্ত কল্প এবং বহু সংবর্ত-বিবর্ত কল্পে অমুক জন্মে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এরূপ আহার, এরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ ও এই পরিমাণ আয়ু ছিল। সেখান হতে চ্যুত হয়ে ওই স্থানে জন্মগ্রহণ করেছি। সেখানেও এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এরূপ আহার, এরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ ও এই পরিমাণ আয়ু ছিল। আবার সেই স্থান হতে চ্যুত হয়ে এখানে জন্ম হয়েছি। আবুসোগণ, এরূপেই আমি বহু প্রকারে নিজের আকার আকৃতি ও পূর্বনিবাস স্মৃতি

অনুস্মরণ করি।” দ্বাদশ সূত্র।

১৩. দিব্য-চক্ষু সূত্র

৯২১.১. “হে আবুসোগণ, আমি এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে বিশুদ্ধ, অতিমানবীয় দিব্য-চক্ষু দ্বারা সত্ত্বদের চ্যুতি ও উৎপত্তিকালে দর্শন করি এবং হীন-প্রণীত, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত, সত্ত্বদের চ্যুতির সময় ও উৎপত্তির সময় দর্শন করি। এই যে-সকল সত্ত্বগণ কায়-বাক ও মন দুশ্চরিত্রসমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টি-সম্ভূত কর্ম পরিগ্রাহী হওয়ার দরুন দেহান্তে বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছে। পক্ষান্তরে এই সকল সত্ত্বগণ কায়-বাক ও মনোদুশ্চরিত্র-সমন্বিত, আর্যগণের প্রশংসাকারী, সম্যক দৃষ্টিপরায়ণ, সম্যক দৃষ্টিজাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছেন। এরূপে আমি বিশুদ্ধ, অতিমানবীয় দিব্য-চক্ষু দ্বারা সত্ত্বদের স্বীয় কর্মানুসারে গতি (জন্ম) সম্বন্ধে যথার্থরূপে জানি।” ত্রয়োদশ সূত্র।

১৪. আসবক্ষয় সূত্র

৯২২.১. “হে আবুসোগণ, আমি এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে আসবসমূহ ক্ষয় করে অনাসব হয়ে চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা সাক্ষাৎ ও লাভ করে অবস্থান করি।” চর্তুদশ সূত্র।

দ্বিতীয় বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

মহাভিজ্ঞা, ঋদ্ধি, দিব্য, চিত্তস্বভাব, স্থান আর কর্ম সূত্র;
সর্বত্র, ধাতু, অধিমুক্তি, ইন্দ্রিয়, ধ্যান ও ত্রিবিদ্যা সূত্র॥

অনুরুদ্ধ সংযুক্ত অষ্টম সমাপ্ত।

৯. ধ্যান সংযুক্ত

১. গঙ্গাপেয়্যাল বর্গ

১-১২. ধ্যানাদি সূত্র দ্বাদশ

৯২৩-৯৩৪.১. শ্রাবস্তী নিদান। “হে ভিক্ষুগণ, চারি প্রকার ধ্যান রয়েছে। সেই চারি প্রকার কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু কামনা ও অকুশলধর্মসমূহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিতর্ক, বিচার ও নির্জনতাজনিত প্রীতি-সুখসমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে বিতর্ক ও বিচারের উপশমে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদী ও চিত্তের একাগ্রতা আনয়নকারী বিতর্ক ও বিচারাতীত সমাধিজনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে প্রীতিতে বিরাগ উৎপন্ন করে উপেক্ষাশীল হয়ে অবস্থান করে এবং স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে দৈহিক সুখ অনুভব করে। যে অবস্থায় থাকলে আর্যগণ কাহাকেও ‘উপেক্ষাশীল, স্মৃতিমান, সুখবিহারী’ বলে সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সর্ববিধ দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য অস্তমিত করে না-দুঃখ-না-সুখরূপ ‘উপেক্ষা-স্মৃতি-পরিশুদ্ধি’ নামক চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। এগুলোই হচ্ছে চারিবিধ ধ্যান।

২. হে ভিক্ষুগণ, যেমন, গঙ্গানদী পূর্বদিকে প্রবাহিত, পূর্বদিকে বয়ে চলে এবং পূর্বদিকেই ক্রমাবনত; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুও চারিবিধ ধ্যান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়। ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু চারিবিধ ধ্যান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু কামনা ও অকুশলধর্মসমূহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিতর্ক, বিচার ও নির্জনতাজনিত প্রীতি-সুখসমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে বিতর্ক ও বিচারের উপশমে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদী ও চিত্তের একাগ্রতা আনয়নকারী বিতর্ক ও বিচারাতীত সমাধিজনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে প্রীতিতে বিরাগ উৎপন্ন করে উপেক্ষাশীল হয়ে অবস্থান করে এবং স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে দৈহিক সুখ অনুভব করে। যে অবস্থায় থাকলে আর্যগণ কাকেও ‘উপেক্ষাশীল, স্মৃতিমান, সুখবিহারী’ বলে সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সর্ববিধ দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে পূর্বেই সৌমনস্য-

দৌর্মনস্য অস্তমিত করে না-দুঃখ-না-সুখরূপ ‘উপেক্ষা-স্মৃতি-পরিশুদ্ধি’ নামক চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু চারিবিধ ধ্যান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়।” দ্বাদশ সূত্র।

গঙ্গাপেয়্যাল বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

পূর্বদিকে ছয় নিম্ন হয়, ছয় নিম্ন হয় সমুদ্রেতে;
ছয় দুগুণে দ্বাদশ হয় তা দ্বারা বর্গ বলা হয়॥
অপ্রমাদ বর্গ বিস্তারিতব্য।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

তথাগত, পদ, কূট, মূল, সার ও বস্সিক সূত্র;
রাজা, চন্দ্র, সূর্য ও বস্ত্র সূত্রে দশটি পদ উক্ত॥
বলকরণীয় বর্গ বিস্তারিতব্য।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

বল, বীজ, নাগ, বৃক্ষ, কলসী ও সূক (গম) সূত্র;
আকাশ, মেঘ দ্বয়, নৌকা, আগুন্তুক ও নদী সূত্র॥
এষণা বর্গ বিস্তারিতব্য।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

এষণা, অহংকার, আসব, ভব, দুঃখতা ত্রিবিধ সূত্র;
খিল, মল, দুঃখ, বেদনা, তৃষ্ণা ও উক্ত প্রার্থনা সূত্র॥

৫. ওঘ বর্গ

১-১০. ওঘাদি সূত্র

৯৬৭-৯৭৬.১. হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন আছে। “সেই পাঁচ প্রকার কী কী? যথা—রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা। ইহাই হচ্ছে পাঁচ প্রকার ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও

প্রহান করে চারি প্রকার ধ্যান অনুশীলন করা উচিত। সেই চারি প্রকার কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষু কামনা ও অকুশলধর্মসমূহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিতর্ক, বিচার ও নির্জনতাজনিত প্রীতি-সুখসমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে বিতর্ক ও বিচারের উপশমে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদী ও চিত্তের একাগ্রতা আনয়নকারী বিতর্ক ও বিচারাতীত সমাধিজনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে প্রীতিতে বিরাগ উৎপন্ন করে উপেক্ষাশীল হয়ে অবস্থান করে এবং স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে দৈহিক সুখ অনুভব করে। যে অবস্থায় থাকলে আর্যগণ কাকেও 'উপেক্ষাশীল, স্মৃতিমান, সুখবিহারী' বলে সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সর্ববিধ দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য অস্তমিত করে না-দুঃখ-না-সুখরূপ 'উপেক্ষা-স্মৃতি-পরিশুদ্ধি' নামক চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহান করে এই চারি প্রকার ধ্যান অনুশীলন করা উচিত।" দশম সূত্র।

(মার্গ সংযুক্তের ন্যায় বিস্তারিতব্য)।

ওঘ বর্গ পঞ্চম সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

ওঘ, যোগ, উপাদান, গন্থি অনুশয়;
কামগুণ, নীবরণ, স্কন্ধ ও অধো-ঊর্ধ্বভাগীয়॥

ধ্যান সংযুক্ত সমাপ্ত।

১০. আনাপান সংযুক্ত

১. একধর্ম বর্গ

১. একধর্ম সূত্র

৯৭৭.১. শ্রাবস্তী নিদান। তথায় ভগবান ভিক্ষুদের আহ্বান করে এরূপ বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, একটিমাত্র ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়। সেই একধর্ম কী? তা হচ্ছে—'আনাপানস্মৃতি'। ভিক্ষুগণ, কীরূপে আনাপানস্মৃতি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু অরণ্যে, বৃক্ষমূলে অথবা কোনো নির্জনগৃহে গিয়ে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে পদ্মাসনে উপবেশন করে, তদাবস্থায় সে স্মৃতিমান হয়ে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করলে 'দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলে 'দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করলে 'হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করলে 'হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করছি' বলেও সে প্রকৃষ্টরূপে জানে; এবং 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; আর 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এবং 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'সুখানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব', 'চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' এবং 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব', 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব',

'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' ও 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে।

৩. ভিক্ষুগণ, এরূপেই আনাপানস্মৃতি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়।" প্রথম সূত্র।

২. বোজ্ঝাঙ্গ সূত্র

৯৭৮. "হে ভিক্ষুগণ, আনাপানস্মৃতি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়। কীরূপে আনাপানস্মৃতি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী আনাপানস্মৃতিসহগত স্মৃতি-সম্বোধ্যাঙ্গ ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী আনাপানস্মৃতিসহগত ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যাঙ্গ, বীর্য-সম্বোধ্যাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোধ্যাঙ্গ, প্রশান্তি সম্বোধ্যাঙ্গ, সমাধি-সম্বোধ্যাঙ্গ ও উপেক্ষা-সম্বোধ্যাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই আনাপানস্মৃতি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. শুদ্ধি সূত্র

৯৭৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, আনাপানস্মৃতি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়। কীরূপে আনাপানস্মৃতি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু অরণ্যে, বৃক্ষমূলে অথবা কোনো নির্জনগৃহে গিয়ে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে পদ্মাসনে উপবেশন করে। তদাবস্থায় সে স্মৃতিমান হয়ে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করলে 'দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলে 'দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করলে 'হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করলে 'হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করছি' বলেও সে প্রকৃষ্টরূপে জানে; এবং 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও

‘কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপ শিক্ষা করে; ‘প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব’ এবং ‘প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপও শিক্ষা করে; ‘সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব’ ও ‘সুখানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপ শিক্ষা করে; ‘চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব’, ‘চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপ শিক্ষা করে; এবং ‘চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব’, ‘চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব’, ‘চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব’ ও ‘চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপও শিক্ষা করে; ‘উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব’ এবং ‘উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপ শিক্ষা করে; ‘একাগ্র চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব’ ও ‘একাগ্র চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপও শিক্ষা করে; ‘বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব’, ‘বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপ শিক্ষা করে; ‘অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব’ ও ‘অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপ শিক্ষা করে; এবং ‘বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব’, ‘বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব’ ও ‘নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব’ এরূপ শিক্ষা করে; ‘নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপ শিক্ষা করে; এবং ‘ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব’ ও ‘ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপও শিক্ষা করে।

৩. ভিক্ষুগণ, এরূপেই আনাপানস্মৃতি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়।” তৃতীয় সূত্র।

৪. প্রথম ফল সূত্র

৯৮০.১. “হে ভিক্ষুগণ, আনাপানস্মৃতি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়। কীরূপে আনাপানস্মৃতি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু অরণ্যে, বৃক্ষমূলে অথবা কোনো নির্জনগৃহে গিয়ে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে পদ্মাসনে উপবেশন করে। তদাবস্থায় সে স্মৃতিমান হয়ে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করলে ‘দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করছি’ বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলে ‘দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছি’ বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করলে ‘হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করছি’ বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করলে ‘হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করছি’ বলেও সে প্রকৃষ্টরূপে জানে; এবং ‘সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব’ এরূপ শিক্ষা করে; ‘সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ

করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এবং 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'সুখানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব', 'চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' এবং 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব', 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব', 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' ও 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে।

৩. ভিক্ষুগণ, এরূপেই আনাপানস্মৃতি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়। আর ভিক্ষুগণ, এরূপে আনাপানস্মৃতি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে 'ইহজন্মে অর্হত্ত্ব কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী' এই দুইয়ের মধ্যে যেকোনো একটির প্রত্যাশিত হয়।" চতুর্থ সূত্র।

৫. দ্বিতীয় ফল সূত্র

৯৮১.১. "হে ভিক্ষুগণ, আনাপানস্মৃতি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়। কীরূপে আনাপানস্মৃতি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু অরণ্যে, বৃক্ষমূলে অথবা কোনো নির্জনগৃহে গিয়ে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে পদ্মাসনে উপবেশন করে। তদাবস্থায় সে স্মৃতিমান হয়ে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করলে 'দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলে 'দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ

করলে 'হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করলে 'হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করছি' বলেও সে প্রকৃষ্টরূপে জানে; এবং 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এবং 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'সুখানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' আর 'চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' এবং 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব', 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব', 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' ও 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই আনাপানস্মৃতি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, আনাপানস্মৃতি এরূপে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্তফল ও সপ্ত-আনিশংস প্রত্যাশা করা যায়। সেই সপ্তফল এবং সপ্ত-আনিশংস কী কী? কেউ কেউ ইহজীবনেই অর্হত্ত্বফল লাভ করে। কেউ কেউ ইহজীবনে অর্হত্ত্বফল লাভ করতে না পারলে মৃত্যুকালে হলেও অর্হত্ত্বফল লাভ করে। আর যদি ইহজীবনে এবং মরণকালেও অর্হত্ত্বফল লাভ করতে না পারে তবে পঞ্চবিধ অধোভাগীয় সংযোজন পরিক্ষয় করে অন্তরা-পরিনির্বাণলাভী হয়; উপহচ্চ-পরিনির্বাণলাভী, অসংস্কার-পরিনির্বাণলাভী ও সসংস্কার পরিনির্বাণলাভী হয় এবং ঊর্ধ্বস্রোতা-অকনিষ্ঠগামী হয়। ভিক্ষুগণ, আনাপানস্মৃতি এরূপে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্তফল ও সপ্ত-আনিশংস প্রত্যাশা করা যায়।" পঞ্চম সূত্র।

৬. অরিষ্ঠ সূত্র

৯৮২.১. শ্রাবস্তী নিদান। তথায় ভগবান ভিক্ষুদের এরূপ বলতে লাগলেন—"হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি আনাপানস্মৃতি ভাবনা অনুশীলন কর না? এরূপ উক্ত হলে আয়ুষ্মান অরিষ্ঠ ভগবানকে এরূপ বলতে লাগলেন—ভন্তে, "আমি আনাপানস্মৃতি ভাবনা অনুশীলন করি।"

"হে অরিষ্ঠ, কীরূপে তুমি আনাপানস্মৃতি (ভাবনা) অনুশীলন কর?"

২. "ভন্তে, পূর্বকার কামসমূহের (ভোগ বিষয়ের) প্রতি আমার কামচ্ছন্দ প্রহীন হয়েছে, অনাগতে কামসমূহের প্রতি আমার কামচ্ছন্দ বিগত হয়েছে এবং আমার আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক ধর্মসমূহের মধ্যে প্রতিঘসংজ্ঞা সুরূপে বিনীত বা বশীভূত হয়েছে। তাই আমি স্মৃতিমান হয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করি। ভন্তে, এরূপেই আমি আনাপানস্মৃতি ভাবনা অনুশীলন করি।"

৩. "হে অরিষ্ঠ, এরূপেও আনাপানস্মৃতি করা যায়, করা যায় না তা বলছি না। অধিকন্তু অরিষ্ঠ, যেরূপে আনাপানস্মৃতি বিস্তৃতভাবে ভাবনা করলে পরিপূর্ণ হয় তা শ্রবণ কর, আমি ভাষণ করছি। "এরূপ হোক ভন্তে," বলে আয়ুষ্মান অরিষ্ঠ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। তখন ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

৪. অরিষ্ঠ, কীরূপে আনাপানস্মৃতি বিস্তৃতভাবে পরিপূর্ণ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু অরণ্যে, বৃক্ষমূলে অথবা কোনো নির্জনগৃহে গিয়ে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে পদ্মাসনে উপবেশন করে। তদাবস্থায় সে স্মৃতিমান হয়ে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করলে 'দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলে 'দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করলে 'হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; আর হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করলে 'হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করছি' বলেও সে প্রকৃষ্টরূপে জানে; এবং 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; আর 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এবং 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'সুখানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ

করব', 'চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' এবং 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব', 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' ও 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; আর 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। অরিষ্ঠ, এরূপেই আনাপানস্মৃতি বিস্তৃতভাবে পরিপূর্ণ হয়।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. মহাকপ্পিন সূত্র

৯৮৩.১. শ্রাবস্তী নিদান। সেই সময়ে আয়ুষ্মান মহাকপ্পিন ভগবানের অনতিদূরে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে পদ্মাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। ভগবান আয়ুষ্মান মহাকপ্পিনকে অনতিদূরে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে পদ্মাসনে উপবিষ্টাবস্থায় দেখতে পেলেন। এরূপ দেখে ভগবান ভিক্ষুদের ডাকলেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা ওই ভিক্ষুর দেহের অস্থির, স্পন্দনভাব দেখতে পাচ্ছ না?" "ভন্তে, যখন হতে সেই আয়ুষ্মানকে আমরা সংঘমধ্যে একপাশে নির্জনে বসে থাকতে দেখতে পাচ্ছি, তখন হতে আমরা সেই আয়ুষ্মানের কোনো প্রকার কায়িক ইতস্তত, স্পন্দনভাব দেখতে পাচ্ছি না।"

৩. "ভিক্ষুগণ, যে সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে কায় ও চিত্তের অস্থির স্পন্দনভাব সৃষ্টি হয় না, এই ভিক্ষু সেরূপ সমাধির নিকামলাভী (অনায়াসে লাভী), অকৃত্যলাভী (বিনাকষ্টে লাভী) এবং অকসিরলাভী (সহজেই লাভী)। ভিক্ষুগণ, কীরূপ সমাধির ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে দেহ ও চিত্তের অস্থির, স্পন্দনভাব সৃষ্টি হয় না?

৪. ভিক্ষুগণ, আনাপানস্মৃতি-সমাধির ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে দেহ ও চিত্তের অস্থির, স্পন্দনভাব সৃষ্টি হয় না। কীরূপে আনাপানস্মৃতি-সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে দেহ ও চিত্তের অস্থির, স্পন্দনভাব সৃষ্টি হয় না?

৫. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু অরণ্যে, বৃক্ষমূলে অথবা কোনো নির্জনগৃহে

গিয়ে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে পদ্মাসনে উপবেশন করে। তদাবস্থায় সে স্মৃতিমান হয়ে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করলে 'দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলে 'দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করলে 'হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করলে 'হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করছি' বলেও সে প্রকৃষ্টরূপে জানে; এবং 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'সুখানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' আর 'চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' এবং 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব', 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' ও 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই আনাপানস্মৃতি-সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে দেহ ও চিত্তের অস্থির, স্পন্দনভাব সৃষ্টি হয় না।" সপ্তম সূত্র।

৮. প্রদীপোপম সূত্র

৯৮৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, আনাপানস্মৃতি-সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়। কীরূপে আনাপানস্মৃতি-সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু অরণ্যে, বৃক্ষমূলে অথবা কোনো নির্জনগৃহে গিয়ে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে পদ্মাসনে উপবেশন করে। তদাবস্থায় সে স্মৃতিমান হয়ে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করলে 'দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলে 'দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে,হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করলে 'হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করলে 'হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করছি' বলেও সে প্রকৃষ্টরূপে জানে; এবং 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'সুখানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব', 'চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' এবং 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব', 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' ও 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই আনাপানস্মৃতি-সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, সম্বোধিলাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ তথা বোধিসত্ত্বাবস্থায় আমিও এরূপ অবস্থানের দ্বারা বহুরূপে অবস্থান করেছি। এরূপ বহুলরূপে অবস্থানকালে আমার দেহ পরিশ্রান্ত (অবসন্ন) হতো না, চক্ষুদ্বয়ও অবসন্ন হতো না, আমার চিত্ত ইন্ধনবিহীন হয়ে আসবসমূহ হতে মুক্ত হয়েছিল।

৪. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি যদি এরূপ প্রত্যাশী হয়—'আমার দেহ

পরিশ্রান্ত বা অবসন্ন না হোক, চক্ষুদ্বয়ও অবসন্ন না হোক, আমার চিত্ত ইন্ধনবিহীন হয়ে আসবসমূহ হতে মুক্ত হোক', তাহলে এই আনাপানস্মৃতি-সমাধি তার উত্তমরূপে মনন করা উচিত।

৫. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি যদি এরূপ প্রত্যাশী হয়—'আমার গৃহাশ্রিত যে চিন্তা ভাবনা তা প্রহীন হোক', তাহলে এই আনাপানস্মৃতি-সমাধি তার উত্তমরূপে মনন করা উচিত।

৬. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি যদি এরূপ প্রত্যাশী হয়—'আমি অপ্রতিকূলে প্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করব', তাহলে এই আনাপানস্মৃতি-সমাধি তার উত্তমরূপে মনন করা উচিত।

৭. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি যদি এরূপ প্রত্যাশী হয়—'আমি প্রতিকূলে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করব', তাহলে এই আনাপানস্মৃতি-সমাধি তার উত্তমরূপে মনন করা উচিত।

৮. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি যদি এরূপ প্রত্যাশী হয়—'আমি প্রতিকূলে ও অপ্রতিকূলে প্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করব', তাহলে এই আনাপানস্মৃতি-সমাধি তার উত্তমরূপে মনন করা উচিত।

৯. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি যদি এরূপ প্রত্যাশী হয়—'আমি প্রতিকূলে এবং অপ্রতিকূলে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করব', তাহলে এই আনাপানস্মৃতি-সমাধি তার উত্তমরূপে মনন করা উচিত।

১০. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি যদি এরূপ প্রত্যাশী হয়—'আমি অপ্রতিকূল এবং প্রতিকূল তথা উভয় কুল পরিহারপূর্বক উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করব', তাহলে এই আনাপানস্মৃতি-সমাধি তার উত্তমরূপে মনন করা উচিত।

১১. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি যদি এরূপ প্রত্যাশী হয়—'আমি কামনা ও অকুশলধর্মসমূহ হতে বিবিক্ত (বিচ্ছিন্ন) হয়ে সবিতর্ক, সবিচার ও নির্জনতাজনিত প্রীতিসুখবিমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করব', তাহলে এই আনাপানস্মৃতি-সমাধি তার উত্তমরূপে মনন করা উচিত।

১২. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি যদি এরূপ প্রত্যাশী হয়—'আমি বিতর্ক ও বিচার প্রশমিত করে অভ্যন্তরীণ সম্প্রসাদ ও চিত্তের একাগ্রতাযুক্ত অবিতর্ক ও অবিচার এবং সমাধিজনিত প্রীতিসুখমণ্ডিত, দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করব', তাহলে এই আনাপানস্মৃতি-সমাধি তার উত্তমরূপে মনন করা উচিত।

১৩. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি যদি এরূপ প্রত্যাশী হয়—'আমি প্রীতির

প্রতি ও বিরাগ হেতু উপেক্ষাশীল, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করব, কায়িক সুখ অনুভব করব, যে অবস্থায় থাকলে আর্যগণ 'উপেক্ষাশীল, স্মৃতিমান ও সুখবিহারী' বলে অভিহিত করেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করব', তাহলে এই আনাপানস্মৃতি-সমাধি তার উত্তমরূপে মনন করা উচিত।

১৪. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি যদি এরূপ প্রত্যাশী হয়—'আমি সুখ-দুঃখ প্রহানপূর্বক পূর্বের সৌমনস্য-দৌর্মনস্যসমূহের বিনাশসাধন করে 'অদুঃখ-অসুখ, 'উপেক্ষা-স্মৃতি-পরিশুদ্ধি' নামক চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করব', তাহলে এই আনাপানস্মৃতি-সমাধি তার উত্তমরূপে মনন করা উচিত।

১৫. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি যদি এরূপ প্রত্যাশী হয়—'আমি সর্ববিধ রূপসংজ্ঞা (অতিক্রম) করে প্রতিঘসংজ্ঞা অস্তগমন করে ও নানাত্ব-সংজ্ঞায় মনোনিবেশ না করে 'আকাশ অনন্ত' এরূপ আকাশ অনন্তায়তন ধ্যান লাভ করে অবস্থান করব', তাহলে এই আনাপানস্মৃতি-সমাধি তার উত্তমরূপে মনন করা উচিত।

১৬. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি যদি এরূপ প্রত্যাশী হয়—'আমি সর্ববিধ আকাশানন্তায়তন[১] অতিক্রম করে 'বিজ্ঞান অনন্ত' এরূপ বিজ্ঞান অনন্তায়তন ধ্যান লাভ করে অবস্থান করব', তাহলে এই আনাপানস্মৃতি-সমাধি তার উত্তমরূপে মনন করা উচিত।

১৭. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি যদি এরূপ প্রত্যাশী হয়—'আমি সমস্ত বিজ্ঞানায়তন অতিক্রম করে 'কিছুই নেই' এরূপ আকিঞ্চনায়তন ধ্যান লাভ করে অবস্থান করব', তাহলে এই আনাপানস্মৃতি-সমাধি তার উত্তমরূপে মনন করা উচিত।

১৮. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি যদি এরূপ প্রত্যাশী হয়—'আমি সমস্ত আকিঞ্চনায়তন অতিক্রম করে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন ধ্যান লাভ করে অবস্থান করব', তাহলে এই আনাপানস্মৃতি-সমাধি তার উত্তমরূপে মনন করা

---

[১]। যার অন্ত নেই অর্থাৎ উৎপত্তি ও ধ্বংস নেই তাই অনন্ত। আকাশ উৎপত্তি ও বিলয়হীন বলে আকাশও অনন্ত। এই অনন্ত আকাশকে অবলম্বন করে যে কুশল চিত্ত উৎপন্ন হয় তাহাই আকাশ-অনন্ত-আয়তন। যেই সাধকগণ অরূপ ভাবনা করে ধ্যানের গুণানুসারে এই অরূপলোকে জন্মগ্রহণ করেন, সেই ব্রহ্মবাসীর পরমায়ু বিংশতি সহস্র কল্প। এই প্রথম অরূপলোক হতে ৫৫ লক্ষ ৮ সহস্র যোজন উপরে বিজ্ঞান-অনন্তায়তন অবস্থিত।—পটিচ্চ-সমুপ্পাদ, পৃ. ২৭, শ্রী প্রজ্ঞালোক স্থবির।

উচিত।

১৯. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি যদি এরূপ প্রত্যাশী হয়—'আমি সমস্ত নৈবসংজ্ঞা-না-সংজ্ঞায়তন অতিক্রম করে সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ (অবস্থা) লাভ করে অবস্থান করব', তাহলে এই আনাপানস্মৃতি-সমাধি তার উত্তমরূপে মনন করা উচিত।

২০. ভিক্ষুগণ, এরূপে সে আনাপানস্মৃতি-সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত করে সুখ-বেদনা অনুভব করলে তা 'অনিত্য, অসার ও অনভিনন্দিতরূপে (আনন্দহীনভাবে)' যথাযথভাবে জানতে পারে; দুঃখ-বেদনা অনুভব করলেও তা 'অনিত্য, অসার ও অনভিনন্দিতরূপে' যথাযথভাবে জানতে পারে; এবং অদুঃখ-অসুখ (সুখ-দুঃখহীন)-বেদনা অনুভব করলেও তা সে 'অনিত্য, অসার ও অনভিনন্দিতরূপে' যথাযথভাবে জানতে পারে। সুখ-বেদনা অনুভব করলে তা বিসংযুক্তভাবেই অনুভব হয়, দুঃখ-বেদনা ও অদুঃখ-অসুখ-বেদনা অনুভব করলেও তা বিসংযুক্তভাবেই অনুভূত হয়। যদি সে অনুভব করে যে—'আমার কায় চরম সীমায় পৌঁছেছে', তখন সে তা প্রকৃষ্ঠরূপে জানতে পারে; যখন সে অনুভব করে যে—'আমার জীবন চরম সীমায় পৌঁছেছে', তখন সে প্রকৃষ্ঠরূপে জানতে পারে। 'কায়ভেদে, জীবনে ইন্ধন শেষে আমার সকল জাগতিক অনুভূত অভিজ্ঞতা তার প্রলোভন হারাবে এবং প্রশান্ত হবে' এরূপে জানতে পারে।

২১. ভিক্ষুগণ, তৈল ও সলিতার কারণে যেমনি তৈল-প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয়, ঠিক তেমনি তৈল ও সলিতার নিঃশেষে পুনরায় ইন্ধনের অভাবে তৈল-প্রদীপ নিভে যায়। ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুটি অনুভব করে যে—'আমার কায় চরম সীমায় পৌঁছেছে', তখন সে তা প্রকৃষ্ঠরূপে জানতে পারে; যখন সে অনুভব করে যে—'আমার জীবন চরম সীমায় পৌঁছেছে', তখন সে প্রকৃষ্ঠরূপে জানতে পারে। 'কায়ভেদে, জীবনে ইন্ধন শেষে আমার সকল জাগতিক অনুভূত অভিজ্ঞতা তার প্রলোভন হারাবে এবং প্রশান্ত হবে' এরূপে জানতে পারে।" অষ্টম সূত্র।

৯. বৈশালী সূত্র

৯৮৫.১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান বৈশালীর মহাবনে কূটাগারশালায় অবস্থান করছিলেন। সেই সময়ে ভগবান ভিক্ষুদের বিভিন্ন পর্যায়ে অশুভ কথা বলছিলেন, অশুভ কথার প্রশংসা করছিলেন এবং অশুভ ভাবনার কথা প্রশংসা করছিলেন।

২. অতঃপর ভগবান ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি অর্ধমাস নির্জনে থাকতে ইচ্ছা করছি। আমার জন্য পিণ্ডপাত আনয়নকারী শুধুমাত্র একজন ব্যতীত অন্য কারও তখন আমার নিকট উপস্থিত হওয়া উচিত হবে না।" "তাই হোক ভন্তে," বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় সম্মত হলেন এবং পিণ্ডপাত সরবরাহকারী একজন ব্যতীত অন্য কেউ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন না।

৩. অনন্তর ভগবান সেই ভিক্ষুগণকে নানাভাবে অশুভ বিষয়ক দেশনা দিলেন, অশুভ বিষয়ে প্রশংসা করলেন এবং অশুভ ভাবনারও প্রশংসা করলেন।" তখন সেই ভিক্ষুগণ বিভিন্ন প্রকারে জ্ঞাত অশুভ ভাবনায় মনোযোগ স্থাপন করে এবং রত হয়ে অবস্থান করতে লাগলেন। তারা এই দেহের প্রতি চিন্তাগ্রস্ত, অত্যন্ত বিরক্ত এবং ঘৃণা উৎপন্ন করে ছুড়ি (তলোয়ার) খুঁজতে লাগলেন অঙ্গ হননের জন্য। এক দিবসেই দশজন ভিক্ষু আত্মহত্যা করলেন, দেখা গেল বিশজন এমনকি ত্রিশজন পর্যন্ত ভিক্ষু এক দিবসেই আত্মহত্যা করলেন।

৪. অতঃপর ভগবান সেই অর্ধমাস সমাপনে নির্জনতাজনিত ধ্যান হতে উঠে আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করলেন—"হে আনন্দ, ভিক্ষুসংঘের সংখ্যা আগের চেয়ে কম মনে হচ্ছে কেন?" "ভন্তে, যখন ভগবান ভিক্ষুদের বিভিন্ন পর্যায়ে অশুভ কথা বললেন, অশুভ বিষয়ে প্রশংসা করলেন ও অশুভ ভাবনার প্রশংসা করলেন; তখন ভিক্ষুগণ বিভিন্ন প্রকারে জ্ঞাত অশুভ ভাবনায় মনোযোগ স্থাপন করে এবং রত হয়ে অবস্থান করতে লাগলেন। তারা এই দেহের প্রতি চিন্তাগ্রস্ত, অত্যন্ত বিরক্ত এবং ঘৃণা উৎপন্ন করে ছুড়ি (তলোয়ার) খুঁজতে লাগলেন অঙ্গ হননের জন্য। এক দিবসেই দশজন ভিক্ষু আত্মহত্যা করলেন, দেখা গেল বিশজন এমনকি ত্রিশজন পর্যন্ত ভিক্ষু এক দিবসেই আত্মহত্যা করলেন। ভন্তে, তা উত্তম হয়, যদি ভগবান অন্য কোনো ধর্মপর্যায় বর্ণনা করেন, যাতে ভিক্ষুসংঘ অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়।"

৫. আনন্দ, তাহলে যে-সকল ভিক্ষু বৈশালীকে উপনিশ্রয় করে অবস্থান করছে, তাদের সবাইকে উপস্থানশালায় একত্রিত কর।" "তাই হোক ভন্তে," বলে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিয়ে যে-সকল ভিক্ষু বৈশালীকে উপনিশ্রয় করে অবস্থান করছে, তাদের সবাইকে উপস্থানশালায় একত্রিত করায়ে ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ বললেন, "ভন্তে, ভিক্ষুসংঘ একত্রিত হয়েছেন। ভন্তে, ভগবান এখন যা উপযুক্ত সময় মনে করেন।"

৬. অতঃপর ভগবান সেই উপস্থানশালায় উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে

বসলেন। প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবিষ্ট ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, "ভিক্ষুগণ, এই শান্ত, প্রণীত ও অতিশয় তৃপ্তিকর আনাপানস্মৃতি-সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সুখে অবস্থানের জন্য সহায়ক হয় এবং উৎপন্ন-অনুৎপন্ন পাপ ও অকুশলধর্মসমূহ ক্ষণেককালেই অন্তর্হিত ও উপশম লাভ করে।

৭. ভিক্ষুগণ, গ্রীষ্মকালের শেষ মাসে পুঞ্জীভূত ধুলোবালি যেমন মহা-অকাল মেঘের দ্বারা ক্ষণেককালেই অপসৃত হয়; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, শান্ত, প্রণীত ও অতিশয় তৃপ্তিকর আনাপানস্মৃতি-সমাধি ও ভাবিত, বহুলীকৃত হলে সুখে অবস্থানের জন্য সহায়ক হয় এবং উৎপন্ন-অনুৎপন্ন পাপ ও অকুশলধর্মসমূহ ক্ষণেককালেই অন্তর্হিত ও উপশম লাভ করে। ভিক্ষুগণ, কীরূপে শান্ত, প্রণীত ও অতিশয় তৃপ্তিকর এই আনাপানস্মৃতি-সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা সুখে অবস্থানের জন্য সহায়ক হয়? আর উৎপন্ন-অনুৎপন্ন পাপ ও অকুশলধর্মসমূহ ক্ষণেককালেই অন্তর্হিত ও প্রশান্ত হয়?

৮. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু অরণ্যে, বৃক্ষমূলে অথবা কোনো নির্জনগৃহে গিয়ে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে পদ্মাসনে উপবেশন করে। তদাবস্থায় সে স্মৃতিমান হয়ে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করলে 'দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলে 'দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করলে 'হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করলে 'হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করছি' বলেও সে প্রকৃষ্টরূপে জানে; এবং 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'সুখানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' আর 'চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' এবং 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'বিমুক্ত চিত্তে

শ্বাস গ্রহণ করব', 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব', 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' ও 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই শান্ত, প্রণীত ও অতিশয় তৃপ্তিকর আনাপানস্মৃতি-সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা সুখে অবস্থানের জন্য সহায়ক হয় এবং উৎপন্ন-অনুৎপন্ন পাপ ও অকুশলধর্মসমূহ ক্ষণেককালেই অন্তর্হিত ও উপশম লাভ করে।" নবম সূত্র।

১০. কিমিল সূত্র

৯৮৬.১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান কিমিলের বেলুবনে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান আয়ুষ্মান কিমিলকে আহ্বান করে বললেন, "হে কিমিল, কীরূপে আনাপানস্মৃতি-সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়?"

২. ভগবান এরূপ বললে আয়ুষ্মান কিমিল নিরব রইলেন। ভগবান এরূপে দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারও আয়ুষ্মান কিমিলকে আহ্বান করে বললেন, "হে কিমিল, কীরূপে আনাপানস্মৃতি-সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়?" এরূপে দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারেও আয়ুষ্মান কিমিল নিরব রইলেন।

৩. এরূপ বলার পর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বললেন, "ভগবান, ভগবান কর্তৃক সেই আনাপানস্মৃতি-সমাধি ভাষণ করার এখন উপযুক্ত সময়; সুগত, এখনই উপযুক্ত সময় হয়েছে। ভগবানের নিকট শুনে ভিক্ষুগণ তা উত্তমরূপে মনে ধারণ করবেন।"

৪. "হে আনন্দ, তাহলে তুমি শুন, উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর; আমি ভাষণ করব।" "ভন্তে, তাই হোক" বলে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। তারপর ভগবান এরূপ বললেন :

৫. "আনন্দ, কীরূপে আনাপানস্মৃতি-সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়? আনন্দ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু অরণ্যে, বৃক্ষমূলে অথবা কোনো নির্জনগৃহে গিয়ে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে পদ্মাসনে উপবেশন করে। তদাবস্থায় সে স্মৃতিমান হয়ে

শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করলে 'দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করলে 'দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করলে 'হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; আর হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করলে 'হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করছি' বলেও সে প্রকৃষ্টরূপে জানে; এবং 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'সুখানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব', 'চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' এবং 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব', 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব', 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' ও 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। আনন্দ, এরূপেই আনাপানস্মৃতি-সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়।

৬. আনন্দ, যে-সময় ভিক্ষুটি দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করে তখন 'দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; দীর্ঘশ্বাস ত্যাগকালে 'দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণকালে 'হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; আর হ্রস্ব শ্বাস ত্যাগকালে 'হ্রস্ব শ্বাস ত্যাগ করছি' বলেও সে প্রকৃষ্টরূপে জানে; এবং 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপে শিক্ষা করে; 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপেও শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপে শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার

প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপেও শিক্ষা করে। আনন্দ, সেই সময়ে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদনপূর্বক কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। তা কী কারণে? কারণ আনন্দ, এই নিশ্বাস-প্রশ্বাসকে আমি কায়িক অপরিহার্য বিষয় বলি। তদ্ধেতু আনন্দ, ভিক্ষুটি সেই সময়ে উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদনপূর্বক কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

৭. আনন্দ, যে-সময়ে ভিক্ষুটি 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'সুখানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। আনন্দ, সেই সময়ে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদনপূর্বক বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। তা কী কারণে? কারণ আনন্দ, এই নিশ্বাস-প্রশ্বাসের উত্তম মনোনিবেশকে আমি বেদনার অপরিহার্য বিষয় বলি। তদ্ধেতু আনন্দ, ভিক্ষুটি সেই সময়ে উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদনপূর্বক বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

৮. আনন্দ, যেই সময়ে ভিক্ষুটি 'চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'উৎফুল্ল চিত্তে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'উৎফুল্ল চিত্তে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'একাগ্র চিত্তে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'একাগ্র চিত্তে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে এবং 'বিমুক্ত চিত্তে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'বিমুক্ত চিত্তে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। আনন্দ, সেই সময়ে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদনপূর্বক চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। তা কী কারণে? কারণ আনন্দ, আমি বলি এই আনাপানস্মৃতি-সমাধি বিস্মরণশীল ও অসম্প্রজ্ঞানী নয়। তদ্ধেতু আনন্দ, ভিক্ষুটি সেই সময়ে উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদনপূর্বক চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

৯. আনন্দ, যেই সময়ে ভিক্ষুটি 'আমি অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। আনন্দ, সেই সময়ে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদনপূর্বক ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। সে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদির প্রহান করে ও প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করে তার প্রতি সম্পূর্ণরূপে আগ্রহহীন হয়। তদ্ধেতু আনন্দ, ভিক্ষুটি সেই সময়ে উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদনপূর্বক ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

১০. আনন্দ, যেমন মনে কর, চৌরাস্তার সন্ধিস্থলে একটি বিশাল ময়লার স্তুপ রয়েছে। সেখানে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিক হতে শকট বা রথ ময়লারাশি অপসারনের জন্য আসতে পারে। ঠিক তদ্রুপ আনন্দ, ভিক্ষুটি কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থানকালে পাপ ও অকুশলধর্মসমূহ প্রহীন করে। একইভাবে ভিক্ষুটি বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থানকালে পাপ ও অকুশলধর্মসমূহ প্রহীন করে।" দশম সূত্র।

একধর্ম বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

একধর্ম, বোজ্ঝাঙ্গ, শুদ্ধি ও ফল সূত্রদ্বয়;
অরিষ্ঠ, কপ্পিন, প্রদীপ, বৈশালী ও কিমিল সূত্র হয়॥

২. দ্বিতীয় বর্গ

১. ইচ্ছানঙ্গল সূত্র

৯৮৭.১. একসময় ভগবান ইচ্ছানঙ্গলের বনসণ্ডে[১] অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, তিনমাস

[১]। ইচ্ছানঙ্গল কোশলরাজ্যের অন্তর্গত একটি ব্রাহ্মণ গ্রাম। এই ইচ্ছানঙ্গল বনসণ্ডেই ভগবান অঙ্গুত্তর-নিকায় ষষ্ঠক নিপাতের 'নাগিত সূত্র' ও দীর্ঘনিকায় প্রথম খণ্ডের 'অম্বট্ঠ সূত্র' দেশনা করেন।—দ্রষ্টব্য : অঙ্গুত্তরনিকায় ষষ্ঠক নিপাত, পৃ. ৮৮-৯১, প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু।

নির্জনে অবস্থান করতে আমার ইচ্ছা হচ্ছে, আমার জন্য পিণ্ডপাত আনায়নকারী শুধুমাত্র একজন ব্যতীত অন্য কারও তখন আমার নিকট উপস্থিত হওয়া উচিত হবে না।” “তাই হোক ভন্তে,” বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় সম্মত হলেন এবং পিণ্ডপাত সরবরাহকারী একজন ব্যতীত অন্য কেউ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন না।

২. অতঃপর ভগবান সেই তিন মাস সমাপনে নির্জনতাজনিত ধ্যান হতে উঠে ভিক্ষুদের আহ্বান করলেন, “হে ভিক্ষুগণ, যদি অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ তোমাদের এরূপ জিজ্ঞাসা করে—‘বন্ধুগণ, কীরূপে অবস্থানের দ্বারা শ্রমণ গৌতম বর্ষাবাস অতিক্রম করেন?’ এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তোমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের এরূপ ব্যাখ্যা করবে—‘বন্ধুগণ, আনাপানস্মৃতি-সমাধির মাধ্যমে ভগবান বর্ষাবাস অতিক্রম করেন।’

৩. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে আমি স্মৃতিযোগে শ্বাস গ্রহণ করি এবং স্মৃতি যোগে শ্বাস ত্যাগ করি। দীর্ঘশ্বাস গ্রহণকালে ‘দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করছি’ বলে প্রকৃষ্টরূপে জানি; দীর্ঘশ্বাস ত্যাগকালে ‘দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছি’ বলে প্রকৃষ্টরূপে জানি; হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণকালে ‘হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণ করছি’ বলে প্রকৃষ্টরূপে জানি, হ্রস্ব শ্বাস ত্যাগকালে ‘হ্রস্ব শ্বাস ত্যাগ করছি’ বলেও আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি; এবং ‘সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব’ এরূপে শিক্ষা করি; ‘সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপেও শিক্ষা করি; ‘কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব’ ও ‘কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপে শিক্ষা করি; ‘প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব’, ‘প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপেও শিক্ষা করি; ‘সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব’ এরূপে শিক্ষা করি; ‘সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব’ এরূপেও শিক্ষা করি; এবং ‘চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব’ ও ‘চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপে শিক্ষা করি; ‘চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব’ আর ‘চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপেও শিক্ষা করি; ‘চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব’ এরূপে শিক্ষা করি; ‘চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপেও শিক্ষা করি; এবং ‘উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব’ ও ‘উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপে শিক্ষা করি; ‘একাগ্র চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব’ এরূপে শিক্ষা করি; ‘একাগ্র চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপেও শিক্ষা করি; ‘বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব’ এরূপে শিক্ষা করি; ‘বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপেও শিক্ষা করি; ‘অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব’ ও ‘অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপে শিক্ষা

করি; 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপেও শিক্ষা করি; এবং 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপে শিক্ষা করি; 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব', ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' এবং 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপেও শিক্ষা করি।

৪. ভিক্ষুগণ, তাই কেউ মন্তব্য করার সময় এ বিষয়ে যথার্থই বলে যে, ইহা 'আর্যবিহার', ইহা 'ব্রহ্মবিহার' ও ইহাই 'তথাগত বিহার'। তাহলে আনাপানস্মৃতি-সমাধি সম্পর্কেও সে যথার্থরূপে বলে যে, ইহা 'আর্যবিহার', ইহা 'ব্রহ্মবিহার' ও ইহাই 'তথাগত বিহার'। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষুগণ শৈক্ষ্য, এখনো লক্ষ্য অর্জন করেনি এবং অনুত্তর যোগক্ষেম প্রার্থনা করতে করতে অবস্থান করে, তাদের আনাপানস্মৃতি-সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে আসবসমূহ ক্ষয়ের জন্য তা সংবর্তিত হয়। আর ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু অর্হৎ, ক্ষীণাসব, উদ্‌যাপিত জীবন, করণীয়কৃত, ভার অবনমিত, নিজ কল্যাণপ্রাপ্ত ও ভবসংযোজন পরিক্ষীণ করে সম্যকরূপে বিমুক্ত হয়েছে, তাদের আনাপানস্মৃতি-সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা ইহজীবনে সুখে অবস্থানের জন্য এবং স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানতার জন্যই সংবর্তিত হয়।

৫. ভিক্ষুগণ, তাই কেউ মন্তব্য করার সময় যথার্থই বলে যে, ইহা 'আর্যবিহার', ইহা 'ব্রহ্মবিহার' ও ইহাই 'তথাগত বিহার'। তাহলে আনাপানস্মৃতি-সমাধি সম্পর্কেও সে যথার্থরূপে বলে যে, ইহা 'আর্যবিহার', ইহা 'ব্রহ্মবিহার' ও ইহাই 'তথাগত বিহার।'" প্রথম সূত্র।

২. সন্দেহ সূত্র

৯৮৮.১. একসময় লোমসকংভিয় কপিলবাস্তুর[১] নিগ্রোধারামে[২] শাক্যদের মধ্যে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর মহানাম শাক্য যেথায় লোমসকংভিয় আছেন তথায় উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান লোমসকংভিয়কে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট হয়ে মহানাম শাক্য

---

[১]। সিদ্ধার্থের পিতা শুদ্ধোধনের রাজধানী হচ্ছে এই কপিলবাস্তু। শাক্যরা তথায় রাজত্ব করতেন। নেপালের অন্তর্গত লুম্বিনী অথবা বি. এন. ডব্লু রেলওয়ের সোহরটগর ষ্টেশন হতে সেখানে যেতে হয়।—মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃ. ২৩৯। আরো দেখুন, অঙ্গুত্তরনিকায় ষষ্ঠক নিপাতের পাদটীকায়, পৃ. ১০, প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু।

[২]। নিগ্রোধারামের সংক্ষিপ্ত পরিচয় অঙ্গুত্তর-নিকায় ষষ্ঠক নিপাত-এর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ১০।

আয়ুষ্মান লোমসকংভিয়কে এরূপ বললেন, "ভন্তে, শৈক্ষ্য বিহার ও তথাগত বিহার কি একই, অথবা শৈক্ষ্য বিহার ও তথাগত বিহার কী পরস্পর ভিন্ন?"

২. "হে আবুসো মহানাম, শৈক্ষ্য বিহার ও তথাগত বিহার একই নয়। মহানাম, শৈক্ষ্য বিহার ও তথাগত বিহার পরস্পর ভিন্ন। আবুসো মহানাম, যে ভিক্ষুরা শৈক্ষ্য, এখনো লক্ষ্য অর্জন করতে পারেননি এবং অনুত্তর যোগক্ষেম প্রার্থনা করতে করতে অবস্থান করেন, তাঁরা পঞ্চ নীবরণ ত্যাগ করে অবস্থান করেন। সেই পঞ্চ নীবরণ কী কী? যথা—কামচ্ছন্দ-নীবরণ, ব্যাপাদ-নীবরণ, স্ত্যানমিদ্ধ-নীবরণ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য-নীবরণ এবং বিচিকিৎসা-নীবরণ ত্যাগ করে অবস্থান করেন।

৩. আবুসো মহানাম, যে ভিক্ষুগণ শৈক্ষ্য, এখনো লক্ষ্য অর্জন করতে পারেননি এবং অনুত্তর যোগক্ষেম প্রার্থনা করতে করতে অবস্থান করেন, তাঁরা সকলেই এই পঞ্চ নীবরণ ত্যাগ করে অবস্থান করেন।

৪. আবুসো মহানাম, যে ভিক্ষুগণ অর্হৎ, ক্ষীণাসব, উদ্‌যাপিত জীবন, করণীয়কৃত, ভার অপসৃত, সদর্থপ্রাপ্ত, ভবসংযোজন পরিক্ষীণ ও সম্যকরূপে বিমুক্ত; তাদের সকলের পঞ্চ নীবরণ প্রহীন হয়েছে, মূল উচ্ছিন্ন হয়েছে, তাল বৃক্ষের উপরিভাগ ছেদনের ন্যায় হয়েছে, চরম বিনাশ সাধিত হয়েছে এবং তৎ-সমস্ত ভবিষ্যতে অনুৎপাদধর্মী। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? যথা : কামচ্ছন্দ-নীবরণ প্রহীন হয়েছে, মূল উচ্ছিন্ন হয়েছে, তাল বৃক্ষের উপরিভাগ ছেদনের ন্যায় চরম বিনাশ সাধিত হয়েছে এবং তৎ-সমস্ত অনুৎপাদধর্মী। একইভাবে ব্যাপাদ-নীবরণ, স্ত্যানমিদ্ধ-নীবরণ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য-নীবরণ এবং বিচিকিৎসা-নীবরণ প্রহীন হয়েছে, মূল উচ্ছিন্ন হয়েছে, তাল বৃক্ষের উপরিভাগ ছেদনের ন্যায় চরম বিনাশ সাধিত হয়েছে এবং তৎ-সমস্ত অনুৎপাদধর্মী।

৫. আবুসো মহানাম, যে ভিক্ষুগণ অর্হৎ, ক্ষীণাসব, উদ্‌যাপিত জীবন, করণীয়কৃত, ভার অপসৃত, সদর্থপ্রাপ্ত, যাদের ভবসংযোজন পরিক্ষীণ ও যারা সম্যকরূপে বিমুক্ত, তাদের সকলের পঞ্চ নীবরণ প্রহীন হয়েছে, মূল উচ্ছিন্ন হয়েছে, তাল বৃক্ষের উপরিভাগ ছেদনের ন্যায় হয়েছে চরম বিনাশ সাধিত হয়েছে এবং তৎ-সমস্ত ভবিষ্যতে অনুৎপাদধর্মী। আবুসো মহানাম, তাই এই ধর্মপর্যায় আপনার এরূপে জ্ঞাতব্য; যথা : শৈক্ষ্য বিহার এক রকম এবং তথাগত বিহার আরেক রকম।

৬. আবুসো মহানাম, একসময় ভগবান ইচ্ছানঙ্গলে বনসণ্ডে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন, 'হে ভিক্ষুগণ, তিন মাস নির্জনে অবস্থান করতে আমার ইচ্ছা হচ্ছে। আমার জন্য পিণ্ডপাত

আনায়নকারী শুধুমাত্র একজন ব্যতীত অন্য কারও তখন আমার নিকট উপস্থিত হওয়া উচিত হবে না।' 'তাই হোক ভন্তে,' বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় সম্মত হলেন এবং পিণ্ডপাত সরবরাহকারী একজন ব্যতীত অন্য কেউ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন না।

৭. অতঃপর ভগবান সেই তিন মাস সমাপনে নির্জনতাজনিত ধ্যান হতে উঠে ভিক্ষুদের আহ্বান করলেন, 'ভিক্ষুগণ, যদি অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ তোমাদের এরূপ জিজ্ঞাসা করে—বন্ধুগণ, কীরূপে অবস্থানের দ্বারা শ্রমণ গৌতম বর্ষাবাস অতিক্রম করেন? এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে ভিক্ষুগণ, তোমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের এরূপ ব্যাখ্যা করবে—'বন্ধুগণ, আনাপানস্মৃতি-সমাধির মাধ্যমে ভগবান বর্ষাবাস অতিক্রম করেন।'

৮. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে আমি স্মৃতিযোগে শ্বাস গ্রহণ করি এবং স্মৃতিযোগে শ্বাস ত্যাগ করি। দীর্ঘশ্বাস গ্রহণকালে 'দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানি; দীর্ঘশ্বাস ত্যাগকালে 'দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানি; হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণকালে 'হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানি, হ্রস্ব শ্বাস ত্যাগকালে 'হ্রস্ব শ্বাস ত্যাগ করছি' বলেও আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি; এবং 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপে শিক্ষা করি; 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপেও শিক্ষা করি; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপে শিক্ষা করি; 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপেও শিক্ষা করি; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপে শিক্ষা করি; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপেও শিক্ষা করি; এবং 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপে শিক্ষা করি; 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপেও শিক্ষা করি; 'চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপে শিক্ষা করি; 'চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপেও শিক্ষা করি; এবং 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপে শিক্ষা করি; 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপে শিক্ষা করি; 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপেও শিক্ষা করি; 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপে শিক্ষা করি; 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপেও শিক্ষা করি; 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপে শিক্ষা করি; 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপেও

শিক্ষা করি; এবং 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপে শিক্ষা করি; 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব', ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' এবং 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপেও শিক্ষা করি।

৯. ভিক্ষুগণ, তাই কেউ মন্তব্য করার সময় এ বিষয়ে যথার্থই বলে যে, ইহা 'আর্যবিহার', ইহা 'ব্রহ্মবিহার' ও ইহাই 'তথাগত বিহার'। তাহলে আনাপানস্মৃতি-সমাধি সম্পর্কেও সে যথার্থরূপে বলে যে—ইহা 'আর্যবিহার', ইহা 'ব্রহ্মবিহার' ও ইহাই 'তথাগত বিহার'।

১০. ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষুগণ শৈক্ষ্য, এখনো লক্ষ্য অর্জন করেনি এবং অনুত্তর যোগক্ষেম প্রার্থনা করতে করতে অবস্থান করে, তাদের আনাপানস্মৃতি-সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে আসবসমূহ ক্ষয়ের জন্য তা সংবর্তিত হয়।

১১. ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষুগণ অর্হৎ, ক্ষীণাসব, উদ্‌যাপিত জীবন, করণীয়কৃত, ভার অবনমিত, নিজ কল্যাণপ্রাপ্ত, যাদের ভবসংযোজন পরিক্ষীণ এবং যারা সম্যকরূপে বিমুক্ত, তাদের আনাপানস্মৃতি-সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা ইহজীবনে সুখে অবস্থানের জন্য এবং স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানতার জন্যই সংবর্তিত হয়।

১২. ভিক্ষুগণ, তাই কেউ মন্তব্য করার সময় যথার্থই বলে যে, ইহা 'আর্যবিহার', ইহা 'ব্রহ্মবিহার' ও ইহাই 'তথাগত বিহার'। তাহলে আনাপানস্মৃতি-সমাধি সম্পর্কেও সে যথার্থরূপে বলে যে, ইহা 'আর্যবিহার', ইহা 'ব্রহ্মবিহার' ও ইহাই তথাগত বিহার'। আবুসো মহানাম, এই ধর্মপর্যায় আপনার এরূপে জ্ঞাতব্য; যথা—শৈক্ষ্য বিহার এক রকম এবং তথাগত বিহার আরেক রকম।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. প্রথম আনন্দ সূত্র

৯৮৯.১. শ্রাবস্তী নিদান। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, একধর্ম আছে কি? যা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি ধর্ম পরিপূর্ণ হয়, চারি ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্তধর্ম পরিপূর্ণ হয় এবং সপ্তধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে দুই ধর্ম পরিপূর্ণ হয়?"

২. "হে আনন্দ, একধর্ম আছে যা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি ধর্ম পরিপূর্ণ হয়, সেই চারি ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্তধর্ম পরিপূর্ণ হয়

এবং সপ্তধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে দ্বিবিধ ধর্ম পরিপূর্ণ হয়।"

৩. "ভন্তে, কীরূপ একধর্ম আছে যা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি ধর্ম পরিপূর্ণ হয়, সেই চারি ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্তধর্ম পরিপূর্ণ হয় এবং সপ্তধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে দুই ধর্ম পরিপূর্ণ হয়?"

৪. "হে আনন্দ, আনাপানস্মৃতি-সমাধি হচ্ছে একধর্ম যা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি স্মৃতিপ্রস্থান পরিপূর্ণ হয়। চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ পরিপূর্ণ হয় এবং সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা ও বিমুক্তি পরিপূর্ণ হয়।

৫. আনন্দ, কীরূপে আনাপানস্মৃতি-সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি স্মৃতিপ্রস্থান পরিপূর্ণ হয়? আনন্দ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু অরণ্যে, বৃক্ষমূলে অথবা কোনো নির্জনগৃহে গিয়ে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে পদ্মাসনে উপবেশন করে। তদাবস্থায় সে স্মৃতিমান হয়ে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করলে 'দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করলে 'দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করলে 'হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করলে 'হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করছি' বলেও সে প্রকৃষ্টরূপে জানে; এবং 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'সুখানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব', 'চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' এবং 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব', 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' ও 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস

গ্রহণ করব’ এরূপ শিক্ষা করে; আর ‘নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপ শিক্ষা করে; এবং ‘ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব’ ও ‘ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপও শিক্ষা করে।

৬. আনন্দ, যে-সময় ভিক্ষুটি দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করে তখন ‘দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করছি’ বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; দীর্ঘশ্বাস ত্যাগকালে ‘দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছি’ বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণকালে ‘হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণ করছি’ বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; হ্রস্ব শ্বাস ত্যাগকালে ‘হ্রস্ব শ্বাস ত্যাগ করছি’ বলেও সে প্রকৃষ্টরূপে জানে; এবং ‘সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব’ এরূপে শিক্ষা করে; ‘সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপেও শিক্ষা করে; ‘কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব’ এরূপে শিক্ষা করে; ‘কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপেও শিক্ষা করে। আনন্দ, সেই সময়ে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদনপূর্বক কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। তা কী কারণে? কারণ আনন্দ, এই নিশ্বাস-প্রশ্বাসকে আমি কায়িক অপরিহার্য বিষয় বলি। তদ্ধেতু আনন্দ, ভিক্ষুটি সেই সময়ে উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদনপূর্বক কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

৭. আনন্দ, যে-সময়ে ভিক্ষুটি ‘প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব’ ও ‘প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপ শিক্ষা করে; ‘সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব’, ‘সুখানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপ শিক্ষা করে; এবং ‘চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব’ ও ‘চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপ শিক্ষা করে; ‘চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব’, ‘চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপও শিক্ষা করে। আনন্দ, সেই সময়ে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদনপূর্বক বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। তা কী কারণে? কারণ আনন্দ, এই নিশ্বাস-প্রশ্বাসের উত্তম মনোনিবেশকে আমি বেদনার অপরিহার্য বিষয় বলি। তদ্ধেতু আনন্দ, ভিক্ষুটি সেই সময়ে উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদনপূর্বক বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

৮. আনন্দ, যেই সময়ে ভিক্ষুটি ‘চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব’ ও ‘চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপ শিক্ষা করে; ‘উৎফুল্ল চিত্তে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব’, ‘উৎফুল্ল চিত্তে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপ

শিক্ষা করে; এবং 'একাগ্র চিত্তে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'একাগ্র চিত্তে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে, 'বিমুক্ত চিত্তে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'বিমুক্ত চিত্তে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। আনন্দ, সেই সময়ে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদনপূর্বক চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। তা কী কারণে? কারণ আনন্দ, আমি বলি এই আনাপানস্মৃতি-সমাধি বিস্মরণশীল ও অসম্প্রজ্ঞানী নয়। তদ্ধেতু আনন্দ, ভিক্ষুটি সেই সময়ে উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদনপূর্বক চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

৯. আনন্দ, যেই সময়ে ভিক্ষুটি 'আমি অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব', 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। আনন্দ, সেই সময়ে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদনপূর্বক ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। সে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদির প্রহান করে ও প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করে তার প্রতি সম্পূর্ণরূপে আগ্রহহীন হয়। তদ্ধেতু আনন্দ, ভিক্ষুটি সেই সময়ে উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদনপূর্বক ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

১০. আনন্দ, এরূপেই আনাপানস্মৃতি-সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি স্মৃতিপ্রস্থান পরিপূর্ণ হয়।

১১. হে আনন্দ, কীরূপে চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ পরিপূর্ণ হয়? যেই সময়ে ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে সেই সময়ে একাগ্রমনা ভিক্ষুর স্মৃতি শিথিল হয় না। যেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি উপস্থাপিত হয় এবং শিথিল হয় না, সেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি-সম্বোধ্যাঙ্গ আরব্ধ হয়, সেই সময়ে ভিক্ষু স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত (অনুশীলন) করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পূর্ণতা লাভ করে।

১২. সে সেইরূপে স্মৃতিমান হয়ে অবস্থানকালে সেই ধর্মকে (বিষয়কে) প্রজ্ঞা দ্বারা নিরীক্ষণ করে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করে এবং পরীক্ষা (গবেষণা) করে। আনন্দ, যেই সময়ে ভিক্ষু সেইরূপে স্মৃতিমান হয়ে

অবস্থানকালে সেই ধর্মকে প্রজ্ঞা দ্বারা নিরীক্ষণ করে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করে এবং পরীক্ষা করে, সেই সময়ে ভিক্ষুর ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ লাভ হয়। সেই সময়ে ভিক্ষু ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পূর্ণতা লাভ করে।

১৩. তার সেই ধর্ম প্রজ্ঞা দ্বারা নিরীক্ষণ, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে পরীক্ষার দরুন তার বীর্য আরব্ধ ও সক্রিয় হয়। আনন্দ, যেই সময়ে ভিক্ষু সেই ধর্ম প্রজ্ঞা দ্বারা নিরীক্ষণ, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে পরীক্ষার দরুন তার বীর্য আরব্ধ ও সক্রিয় হয়; সেই সময়ে ভিক্ষুর বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ আরব্ধ হয়, সেই সময়ে ভিক্ষু বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পূর্ণতা লাভ করে।

১৪. আরব্ধবীর্যের নিরামিষ প্রীতি উৎপন্ন হয়। আনন্দ, যেই সময়ে আরব্ধবীর্য ভিক্ষুর নিরামিষ প্রীতি উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে তার প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ আরব্ধ হয়; সেই সে প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পূর্ণতা লাভ করে।

১৫. প্রীতিমনার কায় ও চিত্ত উভয়ই প্রশান্ত হয়। আনন্দ, যেই সময়ে প্রীতিমনা ভিক্ষুর কায় ও মন (চিত্ত) উভয়ই প্রশান্ত হয়, সেই সময়ে ভিক্ষুর প্রশান্তি সম্বোজ্ঝাঙ্গ আরব্ধ হয়; সেই সময়ে সে প্রশান্তি সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর প্রশান্তি সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়।

১৬. প্রশান্তকায় সুখী ভিক্ষুর চিত্ত সমাধিস্থ হয়। আনন্দ, যেই সময়ে প্রশান্তকায় সুখী ভিক্ষুর চিত্ত সমাধিস্থ হয়, সেই সময়ে তার সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ আরব্ধ হয়; সেই সময়ে সে সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়।

১৭. সে সেরূপ সমাহিত চিত্তের প্রতি সর্বতোভাবে আগ্রহহীন (অনুৎসাহী) হয়। আনন্দ, যেই সময়ে ভিক্ষু সেরূপ সমাহিত চিত্তের প্রতি সর্বতোভাবে আগ্রহহীন (অনুৎসাহী) হয়, সেই সময়ে তার উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ আরব্ধ হয়; সেই সময়ে সে উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়।

১৮. আনন্দ, যেই সময়ে ভিক্ষু বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, সেই সময়ে একাগ্রমনা ভিক্ষুর স্মৃতি শিথিল হয় না। যেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি উপস্থাপিত হয় এবং শিথিল হয় না, সেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ আরব্ধ হয়; সেই সময়ে ভিক্ষু স্মৃতি-

সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত (অনুশীলন) করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পূর্ণতা লাভ করে।

(প্রথম স্মৃতিপ্রস্থানের ন্যায় বিস্তারিতব্য)

১৯. সে সমাহিত চিত্তের প্রতি সর্বতোভাবে আগ্রহহীন (অনুৎসাহী) হয়। আনন্দ, যেই সময়ে ভিক্ষু সমাহিত চিত্তের প্রতি সর্বতোভাবে আগ্রহহীন হয়, সেই সময়ে তার উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ আরব্ধ হয়; সেই সময়ে সে উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়। আনন্দ, এরূপেই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ পরিপূর্ণ হয়।

২০. আনন্দ, কীরূপে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা ও বিমুক্তি পরিপূর্ণ হয়? আনন্দ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী স্মৃতিসম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। আনন্দ, এরূপেই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা ও বিমুক্তি পরিপূর্ণ হয়।" তৃতীয় সূত্র।

৪. দ্বিতীয় আনন্দ সূত্র

৯৯০.১. অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দকে ভগবান এরূপ বললেন, "হে আনন্দ, একধর্ম আছে কি যা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি ধর্ম পরিপূর্ণ হয়, সেই চারি ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্তধর্ম পরিপূর্ণ হয় এবং সপ্তধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে দ্বিবিধ ধর্ম পরিপূর্ণ হয়?"

২. "ভন্তে, ভগবান হচ্ছেন আমাদের মূল, ধর্ম-উপদেষ্টা ও প্রতিশরণ। ভন্তে, তা উত্তম হয়, যদি ভগবান এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ প্রতিভাত (প্রকাশ) করেন। ভগবান হতে শ্রবণ করে ভিক্ষুগণ তা ধারণ করবেন।"

৩. "হে আনন্দ, একধর্ম আছে যা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি ধর্ম পরিপূর্ণ হয়, সেই চারি ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্তধর্ম পরিপূর্ণ হয় এবং সপ্তধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে দ্বিবিধ ধর্ম পরিপূর্ণ হয়।

৪. আনন্দ, কীরূপ একধর্ম আছে যা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি ধর্ম পরিপূর্ণ হয়, সেই চারি ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্তধর্ম পরিপূর্ণ হয়

এবং সপ্তধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে দ্বিবিধ ধর্ম পরিপূর্ণ হয়? আনন্দ, আনাপানস্মৃতি-সমাধি হচ্ছে একধর্ম যা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি স্মৃতিপ্রস্থান পরিপূর্ণ হয়। চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ পরিপূর্ণ হয় এবং সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা ও বিমুক্তি পরিপূর্ণ হয়।

৫. আনন্দ, কীরূপে আনাপানস্মৃতি-সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি স্মৃতিপ্রস্থান পরিপূর্ণ হয়? আনন্দ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু অরণ্যে, বৃক্ষমূলে অথবা কোনো নির্জনগৃহে গিয়ে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে পদ্মাসনে উপবেশন করে। তদাবস্থায় সে স্মৃতিমান হয়ে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করলে 'দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করলে 'দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করলে 'হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করলে 'হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করছি' বলেও সে প্রকৃষ্টরূপে জানে; এবং 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; আর 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'সুখানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব', 'চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' এবং 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব', 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' ও 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; আর 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে।

৬. আনন্দ, যে-সময় ভিক্ষুটি দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করে তখন 'দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; দীর্ঘশ্বাস ত্যাগকালে 'দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণকালে 'হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; হ্রস্ব শ্বাস ত্যাগকালে 'হ্রস্ব শ্বাস ত্যাগ করছি' বলেও সে প্রকৃষ্টরূপে জানে; এবং 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপে শিক্ষা করে; 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপেও শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপে শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপেও শিক্ষা করে। আনন্দ, সেই সময়ে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদনপূর্বক কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। তা কী কারণে? কারণ আনন্দ, এই নিশ্বাস-প্রশ্বাসকে আমি কায়িক অপরিহার্য বিষয় বলি। তদ্ধেতু আনন্দ, ভিক্ষুটি সেই সময়ে উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদনপূর্বক কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

৭. আনন্দ, যে-সময়ে ভিক্ষুটি 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'সুখানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। আনন্দ, সেই সময়ে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদনপূর্বক বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। তা কী কারণে? কারণ আনন্দ, এই নিশ্বাস-প্রশ্বাসের উত্তম মনোনিবেশকে আমি বেদনার অপরিহার্য বিষয় বলি। তদ্ধেতু আনন্দ, ভিক্ষুটি সেই সময়ে উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদনপূর্বক বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

৮. আনন্দ, যেই সময়ে ভিক্ষুটি 'চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'উৎফুল্ল চিত্তে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'উৎফুল্ল চিত্তে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'একাগ্র চিত্তে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'একাগ্র চিত্তে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে আর 'বিমুক্ত চিত্তে

অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'বিমুক্ত চিত্তে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। আনন্দ, সেই সময়ে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদনপূর্বক চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। তা কী কারণে? কারণ আনন্দ, আমি বলি এই আনাপানস্মৃতি-সমাধি বিস্মরণশীল ও অসম্প্রজ্ঞানী নয়। তদ্ধেতু আনন্দ, ভিক্ষুটি সেই সময়ে উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদনপূর্বক চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

৯. আনন্দ, যেই সময়ে ভিক্ষুটি 'আমি অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব', 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। আনন্দ, সেই সময়ে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদনপূর্বক ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। সে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদির প্রহান করে ও প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করে তার প্রতি সম্পূর্ণরূপে আগ্রহহীন হয়। তদ্ধেতু আনন্দ, ভিক্ষুটি সেই সময়ে উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদনপূর্বক ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

১০. আনন্দ, এরূপেই আনাপানস্মৃতি-সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি স্মৃতিপ্রস্থান পরিপূর্ণ হয়।

১১. হে আনন্দ, কীরূপে চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ পরিপূর্ণ হয়? যেই সময়ে ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে সেই সময়ে একাগ্রমনা ভিক্ষুর স্মৃতি শিথিল হয় না। আর যেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি উপস্থাপিত হয় এবং শিথিল হয় না, সেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি-সম্বোধ্যাঙ্গ আরব্ধ হয়, সেই সময়ে ভিক্ষু স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত (অনুশীলন) করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পূর্ণতা লাভ করে।

১২. সে সেইরূপে স্মৃতিমান হয়ে অবস্থানকালে সেই ধর্মকে (বিষয়কে) প্রজ্ঞা দ্বারা নিরীক্ষণ করে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করে এবং পরীক্ষা (গবেষণা) করে। আনন্দ, যেই সময়ে ভিক্ষু সেইরূপে স্মৃতিমান হয়ে অবস্থানকালে সেই ধর্মকে প্রজ্ঞা দ্বারা নিরীক্ষণ করে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করে এবং পরীক্ষা করে, সেই সময়ে ভিক্ষুর ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ

লাভ হয়। সেই সময়ে ভিক্ষু ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পূর্ণতা লাভ করে।

১৩. তার সেই ধর্ম প্রজ্ঞা দ্বারা নিরীক্ষণ, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে পরীক্ষার দরুন তার বীর্য আরব্ধ ও সক্রিয় হয়। আনন্দ, যেই সময়ে ভিক্ষু সেই ধর্ম প্রজ্ঞা দ্বারা নিরীক্ষণ, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে পরীক্ষার দরুন তার বীর্য আরব্ধ ও সক্রিয় হয়; সেই সময়ে ভিক্ষুর বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ আরব্ধ হয়, সেই সময়ে ভিক্ষু বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর বীর্যসম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পূর্ণতা লাভ করে।

১৪. আরব্ধবীর্যের নিরামিষ প্রীতি উৎপন্ন হয়। আনন্দ, যেই সময়ে আরব্ধবীর্য ভিক্ষুর নিরামিষ প্রীতি উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে তার প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ আরব্ধ হয়; সেই সে প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পূর্ণতা লাভ করে।

১৫. প্রীতিমনার কায় ও চিত্ত উভয়ই প্রশান্ত হয়। আনন্দ, যেই সময়ে প্রীতিমনা ভিক্ষুর কায় ও মন (চিত্ত) উভয়ই প্রশান্ত হয়, সেই সময়ে ভিক্ষুর প্রশান্তি সম্বোজ্ঝাঙ্গ আরব্ধ হয়; সেই সময়ে সে প্রশান্তি সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর প্রশান্তি সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়।

১৬. প্রশান্তকায় সুখী ভিক্ষুর চিত্ত সমাধিস্থ হয়। আনন্দ, যেই সময়ে প্রশান্তকায় সুখী ভিক্ষুর চিত্ত সমাধিস্থ হয়, সেই সময়ে তার সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ আরব্ধ হয়; সেই সময়ে সে সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়।

১৭. সে সেরূপ সমাহিত চিত্তের প্রতি সর্বতোভাবে আগ্রহহীন (অনুৎসাহী) হয়। আনন্দ, যেই সময়ে ভিক্ষু সেরূপ সমাহিত চিত্তের প্রতি সর্বতোভাবে আগ্রহহীন (অনুৎসাহী) হয়, সেই সময়ে তার উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ আরব্ধ হয়; সেই সময়ে সে উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়।

১৮. আনন্দ, যেই সময়ে ভিক্ষু বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, সেই সময়ে একাগ্রমনা ভিক্ষুর স্মৃতি শিথিল হয় না। যেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি উপস্থাপিত হয় এবং শিথিল হয় না, সেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ আরব্ধ হয়; সেই সময়ে ভিক্ষু স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত (অনুশীলন) করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পূর্ণতা লাভ করে।

(প্রথম স্মৃতিপ্রস্থানের ন্যায় বিস্তারিতব্য)

১৯. সে সমাহিত চিত্তের প্রতি সর্বতোভাবে আগ্রহহীন (অনুৎসাহী) হয়। আনন্দ, যেই সময়ে ভিক্ষু সমাহিত চিত্তের প্রতি সর্বতোভাবে আগ্রহহীন হয়, সেই সময়ে তার উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ আরব্ধ হয়; সেই সময়ে সে উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়। আনন্দ, এরূপেই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ পরিপূর্ণ হয়।

২০. আনন্দ, কীরূপে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা ও বিমুক্তি পরিপূর্ণ হয়? আনন্দ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী স্মৃতিসম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। আনন্দ, এরূপেই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা ও বিমুক্তি পরিপূর্ণ হয়।" চতুর্থ সূত্র।

৫. প্রথম ভিক্ষু সূত্র

৯৯১.১. অতঃপর বহুসংখ্যক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, একধর্ম আছে কি যা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি ধর্ম পরিপূর্ণ হয়, সেই চারি ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্তধর্ম পরিপূর্ণ হয় এবং সপ্তধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে দ্বিবিধ ধর্ম পরিপূর্ণ হয়?

২. "হে ভিক্ষুগণ, একধর্ম আছে যা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি ধর্ম পরিপূর্ণ হয়, সেই চারি ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্তধর্ম পরিপূর্ণ হয় এবং সপ্তধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে দ্বিবিধ ধর্ম পরিপূর্ণ হয়।"

৩. "ভন্তে, কীরূপ একধর্ম আছে যা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি ধর্ম পরিপূর্ণ হয়, সেই চারি ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্তধর্ম পরিপূর্ণ হয় এবং সপ্তধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে দুই ধর্ম পরিপূর্ণ হয়?"

৪. "হে ভিক্ষুগণ, আনাপানস্মৃতি-সমাধি হচ্ছে একধর্ম যা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি স্মৃতিপ্রস্থান পরিপূর্ণ হয়। চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ পরিপূর্ণ হয় এবং সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা ও বিমুক্তি পরিপূর্ণ হয়।

৫. ভিক্ষুগণ, কীরূপে আনাপানস্মৃতি-সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি স্মৃতিপ্রস্থান পরিপূর্ণ হয়? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু অরণ্যে, বৃক্ষমূলে অথবা কোনো নির্জনগৃহে গিয়ে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে পদ্মাসনে উপবেশন করে। তদাবস্থায় সে স্মৃতিমান হয়ে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করলে 'দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করলে 'দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করলে 'হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; আর হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করলে 'হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করছি' বলেও সে প্রকৃষ্টরূপে জানে; এবং 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; আর 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'সুখানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব', 'চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' এবং 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব', 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব', 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' ও 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে।

৬. ভিক্ষুগণ, যে-সময় ভিক্ষুটি দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করে তখন 'দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; দীর্ঘশ্বাস ত্যাগকালে 'দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণকালে 'হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; হ্রস্ব শ্বাস ত্যাগকালে 'হ্রস্ব শ্বাস ত্যাগ করছি' বলেও সে

প্রকৃষ্টরূপে জানে; এবং 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপে শিক্ষা করে; 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপেও শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপে শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপেও শিক্ষা করে। ভিক্ষুগণ, সেই সময়ে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদনপূর্বক কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। তা কী কারণে? কারণ ভিক্ষুগণ, এই নিশ্বাস-প্রশ্বাসকে আমি কায়িক অপরিহার্য বিষয় বলি। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি সেই সময়ে উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদনপূর্বক কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

৭. ভিক্ষুগণ, যে-সময়ে ভিক্ষুটি 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'সুখানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। ভিক্ষুগণ, সেই সময়ে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদনপূর্বক বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। তা কী কারণে? কারণ ভিক্ষুগণ, এই নিশ্বাস-প্রশ্বাসের উত্তম মনোনিবেশকে আমি বেদনার অপরিহার্য বিষয় বলি। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি সেই সময়ে উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদনপূর্বক বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

৮. ভিক্ষুগণ, যেই সময়ে ভিক্ষুটি 'চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'উৎফুল্ল চিত্তে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'উৎফুল্ল চিত্তে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'একাগ্র চিত্তে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'একাগ্র চিত্তে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে, 'বিমুক্ত চিত্তে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'বিমুক্ত চিত্তে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। ভিক্ষুগণ, সেই সময়ে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদনপূর্বক চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। তা কী কারণে? কারণ

ভিক্ষুগণ, আমি বলি এই আনাপানস্মৃতি-সমাধি বিস্মরণশীল ও অসম্প্রজ্ঞানী নয়। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি সেই সময়ে উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদনপূর্বক চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

৯. ভিক্ষুগণ, যেই সময়ে ভিক্ষুটি 'আমি অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব', 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। ভিক্ষুগণ, সেই সময়ে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদনপূর্বক ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। সে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদির প্রহান করে ও প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করে তার প্রতি সম্পূর্ণরূপে আগ্রহহীন হয়। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি সেই সময়ে উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদনপূর্বক ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

১০. ভিক্ষুগণ, এরূপেই আনাপানস্মৃতি-সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি স্মৃতিপ্রস্থান পরিপূর্ণ হয়।

১১. হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ পরিপূর্ণ হয়? যেই সময়ে ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে সেই সময়ে একাগ্রমনা ভিক্ষুর স্মৃতি শিথিল হয় না। আর যেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি উপস্থাপিত হয় এবং শিথিল হয় না, সেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি-সম্বোধ্যাঙ্গ আরব্ধ হয়, সেই সময়ে ভিক্ষু স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত (অনুশীলন) করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পূর্ণতা লাভ করে।

১২. সে সেইরূপে স্মৃতিমান হয়ে অবস্থানকালে সেই ধর্মকে (বিষয়কে) প্রজ্ঞা দ্বারা নিরীক্ষণ করে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করে এবং পরীক্ষা (গবেষণা) করে। আনন্দ, যেই সময়ে ভিক্ষু সেইরূপে স্মৃতিমান হয়ে অবস্থানকালে সেই ধর্মকে প্রজ্ঞা দ্বারা নিরীক্ষণ করে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করে এবং পরীক্ষা করে, সেই সময়ে ভিক্ষুর ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ লাভ হয়। সেই সময়ে ভিক্ষু ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পূর্ণতা লাভ করে।

১৩. তার সেই ধর্ম প্রজ্ঞা দ্বারা নিরীক্ষণ, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান এবং

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে পরীক্ষার দরুন তার বীর্য আরব্ধ ও সক্রিয় হয়। আনন্দ, যেই সময়ে ভিক্ষু সেই ধর্ম প্রজ্ঞা দ্বারা নিরীক্ষণ, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে পরীক্ষার দরুন তার বীর্য আরব্ধ ও সক্রিয় হয়; সেই সময়ে ভিক্ষুর বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ আরব্ধ হয়, সেই সময়ে ভিক্ষু বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পূর্ণতা লাভ করে।

১৪. আরব্ধবীর্যের নিরামিষ প্রীতি উৎপন্ন হয়। আনন্দ, যেই সময়ে আরব্ধবীর্য ভিক্ষুর নিরামিষ প্রীতি উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে তার প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ আরব্ধ হয়; সেই সে প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পূর্ণতা লাভ করে।

১৫. প্রীতিমনার কায় ও চিত্ত উভয়ই প্রশান্ত হয়। আনন্দ, যেই সময়ে প্রীতিমনা ভিক্ষুর কায় ও মন (চিত্ত) উভয়ই প্রশান্ত হয়, সেই সময়ে ভিক্ষুর প্রশান্তি সম্বোজ্ঝাঙ্গ আরব্ধ হয়; সেই সময়ে সে প্রশান্তি সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর প্রশান্তি সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়।

১৬. প্রশান্তকায় সুখী ভিক্ষুর চিত্ত সমাধিস্থ হয়। আনন্দ, যেই সময়ে প্রশান্তকায় সুখী ভিক্ষুর চিত্ত সমাধিস্থ হয়, সেই সময়ে তার সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ আরব্ধ হয়; সেই সময়ে সে সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়।

১৭. সে সেরূপ সমাহিত চিত্তের প্রতি সর্বতোভাবে আগ্রহহীন (অনুৎসাহী) হয়। আনন্দ, যেই সময়ে ভিক্ষু সেরূপ সমাহিত চিত্তের প্রতি সর্বতোভাবে আগ্রহহীন (অনুৎসাহী) হয়, সেই সময়ে তার উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ আরব্ধ হয়; সেই সময়ে সে উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়।

১৮. ভিক্ষুগণ, যেই সময়ে ভিক্ষু বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, সেই সময়ে একাগ্রমনা ভিক্ষুর স্মৃতি শিথিল হয় না। যেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি উপস্থাপিত হয় এবং শিথিল হয় না, সেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ আরব্ধ হয়; সেই সময়ে ভিক্ষু স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত (অনুশীলন) করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পূর্ণতা লাভ করে।

(প্রথম স্মৃতিপ্রস্থানের ন্যায় বিস্তারিতব্য)

১৯. সে সমাহিত চিত্তের প্রতি সর্বতোভাবে আগ্রহহীন (অনুৎসাহী) হয়। আনন্দ, যেই সময়ে ভিক্ষু সমাহিত চিত্তের প্রতি সর্বতোভাবে আগ্রহহীন হয়,

সেই সময়ে তার উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ আরব্ধ হয়; সেই সময়ে সে উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়। ভিক্ষুগণ, এরূপেই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ পরিপূর্ণ হয়।

২০. ভিক্ষুগণ, কীরূপে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা ও বিমুক্তি পরিপূর্ণ হয়? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী স্মৃতিসম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা ও বিমুক্তি পরিপূর্ণ হয়।" পঞ্চম সূত্র।

৬. দ্বিতীয় ভিক্ষু সূত্র

৯৯২.১. অতঃপর বহুসংখ্যক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণকে ভগবান এরূপ বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, একধর্ম আছে কি যা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি ধর্ম পরিপূর্ণ হয়, সেই চারি ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্তধর্ম পরিপূর্ণ হয় এবং সপ্তধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে দ্বিবিধ ধর্ম পরিপূর্ণ হয়?"

২. "ভন্তে, ভগবান হচ্ছেন আমাদের মূল, ধর্ম-উপদেষ্টা ও প্রতিশরণ। ভন্তে, তা উত্তম হয়, যদি ভগবান এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ প্রতিভাত (প্রকাশ) করেন। ভগবান হতে শ্রবণ করে ভিক্ষুগণ তা ধারণ করবেন।"

৩. "হে ভিক্ষুগণ, একধর্ম আছে যা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি ধর্ম পরিপূর্ণ হয়, সেই চারি ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্তধর্ম পরিপূর্ণ হয় এবং সপ্তধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে দ্বিবিধ ধর্ম পরিপূর্ণ হয়।

৪. ভিক্ষুগণ, কীরূপ একধর্ম আছে যা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি ধর্ম পরিপূর্ণ হয়, সেই চারি ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্তধর্ম পরিপূর্ণ হয় এবং সপ্তধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে দুই ধর্ম পরিপূর্ণ হয়? ভিক্ষুগণ, আনাপানস্মৃতি-সমাধি হচ্ছে একধর্ম যা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি স্মৃতিপ্রস্থান পরিপূর্ণ হয়। চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ পরিপূর্ণ হয় এবং সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা ও

বিমুক্তি পরিপূর্ণ হয়।

৫. ভিক্ষুগণ, কীরূপে আনাপানস্মৃতি-সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি স্মৃতিপ্রস্থান পরিপূর্ণ হয়? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু অরণ্যে, বৃক্ষমূলে অথবা কোনো নির্জনগৃহে গিয়ে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে পদ্মাসনে উপবেশন করে। তদাবস্থায় সে স্মৃতিমান হয়ে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করলে 'দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করলে 'দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করলে 'হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; আর হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করলে 'হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করছি' বলেও সে প্রকৃষ্টরূপে জানে; এবং 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'সুখানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব', 'চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' এবং 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব', 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব', 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' ও 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; আর 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে।

৬. ভিক্ষুগণ, যে-সময় ভিক্ষুটি দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করে তখন 'দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; দীর্ঘশ্বাস ত্যাগকালে 'দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণকালে 'হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; হ্রস্ব শ্বাস ত্যাগকালে 'হ্রস্ব শ্বাস ত্যাগ করছি' বলেও সে

প্রকৃষ্টরূপে জানে; এবং 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপে শিক্ষা করে; 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপেও শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপে শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপেও শিক্ষা করে। ভিক্ষুগণ, সেই সময়ে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদনপূর্বক কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। তা কী কারণে? কারণ ভিক্ষুগণ, এই নিশ্বাস-প্রশ্বাসকে আমি কায়িক অপরিহার্য বিষয় বলি। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি সেই সময়ে উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদনপূর্বক কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

৭. ভিক্ষুগণ, যে-সময়ে ভিক্ষুটি 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'সুখানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। ভিক্ষুগণ, সেই সময়ে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদনপূর্বক বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। তা কী কারণে? কারণ ভিক্ষুগণ, এই নিশ্বাস-প্রশ্বাসের উত্তম মনোনিবেশকে আমি বেদনার অপরিহার্য বিষয় বলি। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি সেই সময়ে উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদনপূর্বক বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

৮. ভিক্ষুগণ, যেই সময়ে ভিক্ষুটি 'চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'উৎফুল্ল চিত্তে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'উৎফুল্ল চিত্তে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'একাগ্র চিত্তে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'একাগ্র চিত্তে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে আর 'বিমুক্ত চিত্তে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'বিমুক্ত চিত্তে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। ভিক্ষুগণ, সেই সময়ে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদনপূর্বক চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। তা কী কারণে? কারণ

ভিক্ষুগণ, আমি বলি এই আনাপানস্মৃতি-সমাধি বিস্মরণশীল ও অসম্প্রজ্ঞানী নয়। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি সেই সময়ে উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদনপূর্বক চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

৯. ভিক্ষুগণ, যেই সময়ে ভিক্ষুটি 'আমি অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব', 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। ভিক্ষুগণ, সেই সময়ে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদনপূর্বক ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। সে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদির প্রহান করে ও প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করে তার প্রতি সম্পূর্ণরূপে আগ্রহহীন হয়। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি সেই সময়ে উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদনপূর্বক ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

১০. ভিক্ষুগণ, এরূপেই আনাপানস্মৃতি-সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি স্মৃতিপ্রস্থান পরিপূর্ণ হয়।

১১. হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ পরিপূর্ণ হয়? যেই সময়ে ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে সেই সময়ে একাগ্রমনা ভিক্ষুর স্মৃতি শিথিল হয় না। আর যেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি উপস্থাপিত হয় এবং শিথিল হয় না, সেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি-সম্বোধ্যাঙ্গ আরব্ধ হয়, সেই সময়ে ভিক্ষু স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত (অনুশীলন) করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পূর্ণতা লাভ করে।

১২. সে সেইরূপে স্মৃতিমান হয়ে অবস্থানকালে সেই ধর্মকে (বিষয়কে) প্রজ্ঞা দ্বারা নিরীক্ষণ করে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করে এবং পরীক্ষা (গবেষণা) করে। আনন্দ, যেই সময়ে ভিক্ষু সেইরূপে স্মৃতিমান হয়ে অবস্থানকালে সেই ধর্মকে প্রজ্ঞা দ্বারা নিরীক্ষণ করে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করে এবং পরীক্ষা করে, সেই সময়ে ভিক্ষুর ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ লাভ হয়। সেই সময়ে ভিক্ষু ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পূর্ণতা লাভ করে।

১৩. তার সেই ধর্ম প্রজ্ঞা দ্বারা নিরীক্ষণ, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান এবং

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে পরীক্ষার দরুন তার বীর্য আরব্ধ ও সক্রিয় হয়। আনন্দ, যেই সময়ে ভিক্ষু সেই ধর্ম প্রজ্ঞা দ্বারা নিরীক্ষণ, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে পরীক্ষার দরুন তার বীর্য আরব্ধ ও সক্রিয় হয়; সেই সময়ে ভিক্ষুর বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ আরব্ধ হয়, সেই সময়ে ভিক্ষু বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পূর্ণতা লাভ করে।

১৪. আরব্ধবীর্যের নিরামিষ প্রীতি উৎপন্ন হয়। আনন্দ, যেই সময়ে আরব্ধবীর্য ভিক্ষুর নিরামিষ প্রীতি উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে তার প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ আরব্ধ হয়; সেই সে প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পূর্ণতা লাভ করে।

১৫. প্রীতিমনার কায় ও চিত্ত উভয়ই প্রশান্ত হয়। আনন্দ, যেই সময়ে প্রীতিমনা ভিক্ষুর কায় ও মন (চিত্ত) উভয়ই প্রশান্ত হয়, সেই সময়ে ভিক্ষুর প্রশান্তি সম্বোজ্ঝাঙ্গ আরব্ধ হয়; সেই সময়ে সে প্রশান্তি সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর প্রশান্তি সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়।

১৬. প্রশান্তকায় সুখী ভিক্ষুর চিত্ত সমাধিস্থ হয়। আনন্দ, যেই সময়ে প্রশান্তকায় সুখী ভিক্ষুর চিত্ত সমাধিস্থ হয়, সেই সময়ে তার সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ আরব্ধ হয়; সেই সময়ে সে সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়।

১৭. সে সেরূপ সমাহিত চিত্তের প্রতি সর্বতোভাবে আগ্রহহীন (অনুৎসাহী) হয়। আনন্দ, যেই সময়ে ভিক্ষু সেরূপ সমাহিত চিত্তের প্রতি সর্বতোভাবে আগ্রহহীন (অনুৎসাহী) হয়, সেই সময়ে তার উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ আরব্ধ হয়; সেই সময়ে সে উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়।

১৮. ভিক্ষুগণ, যেই সময়ে ভিক্ষু বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, সেই সময়ে একাগ্রমনা ভিক্ষুর স্মৃতি শিথিল হয় না। যেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি উপস্থাপিত হয় এবং শিথিল হয় না, সেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ আরব্ধ হয়; সেই সময়ে ভিক্ষু স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত (অনুশীলন) করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পূর্ণতা লাভ করে।

(প্রথম স্মৃতিপ্রস্থানের ন্যায় বিস্তারিতব্য)

১৯. সে সমাহিত চিত্তের প্রতি সর্বতোভাবে আগ্রহহীন (অনুৎসাহী) হয়। আনন্দ, যেই সময়ে ভিক্ষু সমাহিত চিত্তের প্রতি সর্বতোভাবে আগ্রহহীন হয়,

সেই সময়ে তার উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ আরব্ধ হয়; সেই সময়ে সে উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়। ভিক্ষুগণ, এরূপেই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ পরিপূর্ণ হয়।

২০. ভিক্ষুগণ, কীরূপে সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা ও বিমুক্তি পরিপূর্ণ হয়? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী স্মৃতিসম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক-নিশ্রিত, বিরাগ-নিশ্রিত, নিরোধ-নিশ্রিত ও বিসর্জন-পরিণামী ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ও উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা ও বিমুক্তি পরিপূর্ণ হয়।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. সংযোজন প্রহান সূত্র

৯৯৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, আনাপানস্মৃতি-সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা সংযোজন প্রহানের জন্য সংবর্তিত হয়। ভিক্ষুগণ, কীরূপে আনাপানস্মৃতি-সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা সংযোজন প্রহানের জন্য সংবর্তিত হয়?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু অরণ্যে, বৃক্ষমূলে অথবা কোনো নির্জনগৃহে গিয়ে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে পদ্মাসনে উপবেশন করে। তদাবস্থায় সে স্মৃতিমান হয়ে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করলে 'দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলে 'দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করলে 'হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করলে 'হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করছি' বলেও সে প্রকৃষ্টরূপে জানে; এবং 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'সুখানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত

করে শ্বাস ত্যাগ করব' আর 'চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' এবং 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব', 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব', 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' ও 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই আনাপানস্মৃতি-সমাধি ভাবিত ও বহলীকৃত হলে তা সংযোজন প্রহানের জন্য সংবর্তিত হয়।" সপ্তম সূত্র।

৮. অনুশয় মূলোৎপাটন সূত্র

৯৯৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, আনাপানস্মৃতি-সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অনুশয় মূলোৎপাটনের জন্য সংবর্তিত হয়। ভিক্ষুগণ, কীরূপে আনাপানস্মৃতি-সমাধি ভাবিত ও বহলীকৃত হলে তা অনুশয় মূলোৎপাটনের জন্য সংবর্তিত হয়?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু অরণ্যে, বৃক্ষমূলে অথবা কোনো নির্জনগৃহে গিয়ে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে পদ্মাসনে উপবেশন করে। তদাবস্থায় সে স্মৃতিমান হয়ে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করলে 'দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলে 'দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে,হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করলে 'হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করলে 'হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করছি' বলেও সে প্রকৃষ্টরূপে জানে; এবং 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'সুখানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা

করে; এবং 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' আর 'চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' এবং 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব', 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব', 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' ও 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই আনাপানস্মৃতি-সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অনুশয় মূলোৎপাটনের জন্য সংবর্তিত হয়।" অষ্ঠম সূত্র।

৯. দীর্ঘপথ পরিজ্ঞান সূত্র

৯৯৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, আনাপানস্মৃতি-সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা দীর্ঘপথ (নির্বাণ পথ) উপলব্ধির জন্য সংবর্তিত হয়। ভিক্ষুগণ, কীরূপে আনাপানস্মৃতি-সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা নির্বাণ পথ উপলব্ধির (জানার) জন্য সংবর্তিত হয়?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু অরণ্যে, বৃক্ষমূলে অথবা কোনো নির্জনগৃহে গিয়ে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে পদ্মাসনে উপবেশন করে। তদাবস্থায় সে স্মৃতিমান হয়ে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করলে 'দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলে 'দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে,হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করলে 'হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করলে 'হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করছি' বলেও সে প্রকৃষ্টরূপে জানে; এবং 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'সুখানুভব

করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' আর 'চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' এবং 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব', 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব', 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' ও 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই আনাপানস্মৃতি-সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা নির্বাণ পথ উপলব্ধির (জানার) জন্য সংবর্তিত হয়।" নবম সূত্র।

১০. আসবক্ষয় সূত্র

৯৯৬.১. আসবসমূহ ক্ষয়ের জন্য সংবর্তিত হয়। ভিক্ষুগণ, কীরূপে আনাপানস্মৃতি-সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা সংযোজন প্রহানের জন্য, অনুশয় মূল উৎপাটনের জন্য, নির্বাণ পথ উপলব্ধির (জানার) জন্য ও আসবসমূহ ক্ষয়ের জন্য সংবর্তিত হয়?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু অরণ্যে, বৃক্ষমূলে অথবা কোনো নির্জনগৃহে গিয়ে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে পদ্মাসনে উপবেশন করে। তদাবস্থায় সে স্মৃতিমান হয়ে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করলে 'দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলে 'দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে,হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করলে 'হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করলে 'হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করছি' বলেও সে প্রকৃষ্টরূপে জানে; এবং 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'প্রীতি

অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'সুখানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব', 'চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' এবং 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব', 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' ও 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই আনাপানস্মৃতি-সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা সংযোজন প্রহানের জন্য, অনুশয় মূল উৎপাটনের জন্য, নির্বাণ পথ উপলব্ধি (জানার) জন্য ও আসবসমূহ ক্ষয়ের জন্য সংবর্তিত হয়।" দশম সূত্র।

দ্বিতীয় বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

ইচ্ছানঙ্গল, সন্দেহ ও অপর আনন্দ সূত্রদ্বয়;
ভিক্ষু দ্বয়, সংযোজন, অনুশয়, নির্বাণ পথ ও আসবক্ষয়॥

আনাপান সংযুক্ত সমাপ্ত।

১১. স্রোতাপত্তি সংযুক্ত

১. বেলুদ্বার বর্গ

১. চক্রবর্তী রাজা সূত্র

৯৯৭.১. শ্রাবস্তী নিদান। তথায় ভগবান ভিক্ষুদের আহ্বান করে এরূপ বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, যদিও বা চক্রবর্তী রাজা বিশাল ধন-সম্পত্তির অধিকারী হয়ে চারি দ্বীপে রাজত্ব করে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে তাবতিংস দেবতাদের সহচর্যে উৎপন্ন হন। তিনি সেখানে অপ্সরা পরিবৃত হয়ে দিব্য পঞ্চ কামগুণে সমর্পিত, অলংকৃত হয়ে নিজ চিত্ত বিনোদন করেন। কিন্তু তিনি চারি ধর্মে অসমন্নাগত থাকেন বিধায় তিনি নিরয়, তির্যক, প্রেত এবং অপায় দুর্গতি বিনিপাত হতে মুক্ত হতে পারেন না।

২. ভিক্ষুগণ, পক্ষান্তরে যদিও বা আর্যশ্রাবক শুধুমাত্র ভিক্ষান্নতে জীবনযাপন করে এবং জীর্ণবস্ত্র পরিধান করে, সে চারি ধর্মে গুণান্বিত থাকে বিধায় নিরয়, তির্যক, প্রেত এবং অপায় দুর্গতি বিনিপাত হতে পরিমুক্ত হয়।

৩. সেই চারি প্রকার কী কী? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধায় গুণান্বিত হয়—'সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' তিনি ধর্মের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়—'ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণপ্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সে সংঘের প্রতিও অগাধ শ্রদ্ধাগুণে সমৃদ্ধ হয়—'ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায়-পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন-পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসেবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' সে অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত হয়। সে এই চারি ধর্মে সমৃদ্ধ হয়। ভিক্ষুগণ, যে ব্যক্তি চতুর্দ্বীপ লাভ করেছে এবং পক্ষান্তরে যেই ব্যক্তি এই চারিগুণধর্ম অর্জন করেছে, সেই চতুর্দ্বীপ অর্জন চারি গুণধর্মের ষোলো ভাগের একভাগও হয় না।" প্রথম সূত্র।

২. ব্রহ্মচর্যে নিমগ্ন সূত্র

৯৯৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, চতুর্বিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়।

২. সেই চারি প্রকার কী কী? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধায় গুণান্বিত হয়। 'সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' সে ধর্মের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়—'ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণপ্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সে সংঘের প্রতিও অগাধ শ্রদ্ধাগুণে সমৃদ্ধ হয়—'ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায়-পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন-পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসেবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' সে অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত হয়। ভিক্ষুগণ, এই চতুর্বিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়।

ভগবান এরূপ বললেন। এরূপ বলে অতঃপর সুগত আবার এই গাথা ভাষণ করলেন :

শ্রদ্ধা ও শীল আছে যাদের প্রসাদ ধর্মদর্শনে;
যথাকালে সুখ লভেন তারা ব্রহ্মচর্য আচরণে॥" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. দীর্ঘাবু উপাসক সূত্র

৯৯৯.১. একসময় ভগবান রাজগৃহে কলন্দক-নিবাপে বেলুবনে অবস্থান করছিলেন। সেই সময়ে দীর্ঘাবু উপাসক অসুস্থ, দুঃখিত এবং ভীষণ রোগে পীড়িত ছিলেন। অতঃপর দীর্ঘাবু উপাসক তার পিতা গৃহপতি জ্যোতিককে ডেকে বললেন, "হে পিত, আপনি যেথায় ভগবান আছেন তথায় উপস্থিত হয়ে আমার কথা বলে ভগবানের পায়ে নতশিরে বন্দনা করে বলেন, 'ভন্তে, দীর্ঘাবু উপাসক অসুস্থ, দুঃখিত এবং ভীষণ রোগের যন্ত্রণায় পীড়িত হয়েছে। সে ভগবানের পায়ে নতশিরে বন্দনা করছে।' এরূপ বলার পর ভগবানকে

বলবেন, 'ভন্তে, তা উত্তম হয়, যদি ভগবান অনুকম্পাপূর্বক দীর্ঘাবু উপাসকের নিবাসে গমন করেন।'" "তাই হোক তাত!" বলে গৃহপতি জ্যোতিক দীর্ঘাবু উপাসককে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট গৃহপতি জ্যোতিক ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, দীর্ঘাবু উপাসক অসুস্থ, দুঃখিত এবং ভীষণ রোগের যন্ত্রণায় পীড়িত হয়েছে। সে ভগবানের পায়ে নতশিরে বন্দনা করছে। তিনি আরও এরূপ বললেন, 'ভন্তে, তা উত্তম হয়, যদি ভগবান অনুকম্পাপূর্বক দীর্ঘাবু উপাসকের নিবাসে গমন করেন।'" তখন ভগবান মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

২. অতঃপর ভগবান পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করে ও পাত্র-চীবর সাথে নিয়ে দীর্ঘাবু উপাসকের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। উপবেশনের পর ভগবান দীর্ঘাবু উপাসককে এরূপ বললেন :

৩. "হে দীর্ঘাবু, তোমার রোগ উপশম হচ্ছে কি? আগের চেয়ে সুস্থ লাগছে কি? তোমার দুঃখবেদনা বৃদ্ধি না পেয়ে হ্রাস পাচ্ছে কি? তোমার ব্যাধি বৃদ্ধি না পেয়ে হ্রাস হওয়ার কোনো লক্ষণ কি দেখা যাচ্ছে?"

৪. "ভন্তে, আমার রোগ আরোগ্য হচ্ছে না, আগের চেয়েও সুস্থ অনুভব করছি না, আমার রোগের যাতনা না কমে বাড়ছে আর হ্রাস পাওয়ার কোনো লক্ষণও নেই, বরঞ্চ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।"

৫. "দীর্ঘাবু, তাহলে তোমার এরূপ শিক্ষা করা উচিত—'আমি বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধায় সমন্বিত হব—'ইনি সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' আমি ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হব—'ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণপ্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সংঘের প্রতিও অগাধ শ্রদ্ধাগুণে সমৃদ্ধ হয়—'ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায়-পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন-পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসেবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' আমি অখণ্ড, নিশ্ছিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক

প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত হব। দীর্ঘাবু, তোমার এরূপই শিক্ষা করা উচিত।"

৬. "ভন্তে, ভগবান কর্তৃক যেই চারি স্রোতাপত্তি অঙ্গ দেশিত হয়েছে, সেই ধর্মসমূহ আমার নিকট বিদ্যমান এবং আমি সেই ধর্মসমূহ প্রত্যক্ষ (দর্শন) করি। ভন্তে, আমি বুদ্ধের প্রতি এরূপ অবিচল শ্রদ্ধাসম্পন্ন; যথা—'সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' আমি ধর্মের প্রতিও এরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন—'ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণপ্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সংঘের প্রতিও আমি এরূপ অবিচল শ্রদ্ধাসম্পন্ন—'ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায়-পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন-পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসেবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' আমি অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত।"

৭. "দীর্ঘাবু, তাহলে তুমি এই চারি স্রোতাপত্তি অঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ছয় বিদ্যাভাগীয় ধর্মসমূহ উত্তরোত্তর ভাবনা বা অনুশীলন কর। এক্ষেত্রে তুমি সমস্ত সংস্কারের প্রতি অনিত্যানুদর্শী হয়ে অবস্থান কর, অনিত্যতে দুঃখসংজ্ঞী হও এবং দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞী, প্রহানসংজ্ঞী, বিরাগসংজ্ঞী ও নিরোধসংজ্ঞী হয়ে অবস্থান কর। দীর্ঘাবু, তোমার এরূপই শিক্ষা করা উচিত।"

৮. "ভন্তে, ভগবান কর্তৃক এই যে ছয় বিদ্যাভাগীয় ধর্মসমূহ দেশিত হয়েছে, সেই ধর্মসমূহ আমার নিকট বিদ্যমান। আমি সেই ধর্মসমূহও প্রত্যক্ষ করি। ভন্তে, আমি সকল সংস্কারে অনিত্যানুদর্শী হয়ে অবস্থান করি, অনিত্যতে দুঃখসংজ্ঞী এবং দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞী, প্রহানসংজ্ঞী, বিরাগসংজ্ঞী ও নিরোধসংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করি। ভন্তে, আমার এরূপ চিত্ত উদয় হয়, অধিকন্তু আমার পিতা জ্যোতিক গৃহপতি আমার মৃত্যুর দরুন শোকগ্রস্ত না হোক।"

৯. "তখন পিতা জ্যোতিক বললেন, ওহে তাত দীর্ঘাবু, তুমি এরূপ মানসিকতা পোষণ করো না। তাত দীর্ঘাবু, ভগবান যে উপদেশ দিলেন, তুমি

তাতেই উত্তমরূপে মনোযোগ দাও।”

১০. অতঃপর ভগবান দীর্ঘাবু উপাসককে এই উপদেশ প্রদান করে আসন হতে উঠে চলে গেলেন। এদিকে দীর্ঘাবু উপাসক ভগবান চলে যাওয়ার অনতিবিলম্বে মৃত্যুবরণ করলেন। অনন্তর বহুসংখ্যক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এরূপ বললেন :

১১. “ভন্তে, যে দীর্ঘাবু নামক উপাসক ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্ত উপদেশে উপদিষ্ট হয়েছিলেন, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। ভন্তে, তাঁর কোন গতি হয়েছে এবং কোন লোকে উৎপন্ন হয়েছেন?”

১২. “হে ভিক্ষুগণ, দীর্ঘাবু উপাসক পণ্ডিত ছিল। সে ধর্মানুধর্মে জীবনযাপন করেছিল। সে আমাকে ধর্মাধিকরণের দ্বারা বিরক্ত করেনি। ভিক্ষুগণ, দীর্ঘাবু উপাসক পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন পরিক্ষয় (পরিহার) করে উপপাতিকরূপে জন্মধারণ করেছে এবং অনাবর্তিতধর্মী[১] সেই লোকে (শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে) পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হবে।” তৃতীয় সূত্র।

৪. প্রথম সারিপুত্র সূত্র

১০০০.১. একসময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র এবং আয়ুষ্মান আনন্দ শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের নির্মিত বিহারে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ সন্ধ্যা-সময়ে নির্জনতা (ধ্যান) হতে উঠে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট উপস্থিত হলেন; এবং আয়ুষ্মান সারিপুত্রের সাথে কুশল-বিনিময় ও প্রীতিপূর্ণ আলাপ করলেন। কুশল-বিনিময় ও প্রীত্যালাপের পর একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে এরূপ বললেন :

২. “হে আবুসো, সারিপুত্র, কয়টি গুণধর্মে সমন্নাগত বিধায় এরূপে আমরা ও প্রজাগণ (সত্ত্বগণ) ভগবান কর্তৃক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছি?”

৩. “আবুসো আনন্দ, চারিবিধ গুণধর্মে সমন্নাগত বিধায় এরূপে আমরা ও প্রজাগণ (সত্ত্বগণ) ভগবান কর্তৃক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছি।”

---

[১]। যেই লোকে বা জগতে জন্মগ্রহণ করলে এক জন্ম হতে আর জন্মান্তর বা অন্য জন্মগ্রহণ করায় না তাকে অনাবর্তিতধর্মী বলে। অর্থাৎ শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোককে অনাবর্তিতধর্মী বলা হয়।

৪. সেই চারি প্রকার কী কী? আবুসো, এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধায় গুণান্বিত হয়—'সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়—'ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণপ্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সে সংঘের প্রতিও অগাধ শ্রদ্ধাগুণে সমৃদ্ধ হয়—'ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায়-পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন-পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসেবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' সে অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত হয়। আবুসো, এই চারিবিধ গুণধর্মে সমন্নাগত বিধায় এরূপে আমরা ও প্রজাগণ (সত্ত্বগণ) স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণরূপে ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছি।" চতুর্থ সূত্র।

৫. দ্বিতীয় সারিপুত্র সূত্র

১০০১.১. অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র যেথায় ভগবান আছেন তথায় উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে ভগবান এরূপ বললেন :

২. "হে সারিপুত্র, এই যে, 'স্রোতাপত্তির অঙ্গ, স্রোতাপত্তির অঙ্গ' বলা হয়। সেই স্রোতাপত্তির অঙ্গ কীরূপ?"

৩. "ভন্তে, সৎপুরুষের সংসর্গই হচ্ছে স্রোতাপত্তির অঙ্গ। সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোনিবেশ করা এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ করাও স্রোতাপত্তির অঙ্গ।"

৪. "সাধু, সাধু সারিপুত্র, সৎপুরুষের সংসর্গই হচ্ছে স্রোতাপত্তির অঙ্গ। সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোনিবেশ করা এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ করাও স্রোতাপত্তির অঙ্গ।

৫. সারিপুত্র, এই যে, 'স্রোত, স্রোত' বলা হয়। সেই স্রোত কীরূপ?"

৬. "ভন্তে, এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই হচ্ছে স্রোত, যেমন : সম্যক দৃষ্টি,

সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব (জীবিকা), সম্যক ব্যায়াম (প্রচেষ্টা), সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি।"

৭. "সাধু, সাধু সারিপুত্র, এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই হচ্ছে স্রোত, যেমন : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব (জীবিকা), সম্যক ব্যায়াম (প্রচেষ্টা), সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি।

৮. সারিপুত্র, এই যে 'স্রোতাপন্ন, স্রোতাপন্ন' বলা হয়। সেই স্রোতাপন্ন কীরূপ?"

৯. "ভন্তে, যে এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের দ্বারা সুসমন্নাগত তাকেই স্রোতাপন্ন বলা হয় এবং সেই আয়ুষ্মান এই নাম ও এই গোত্রেই অভিহিত হয়।"

১০. "সাধু, সাধু সারিপুত্র, যে এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের দ্বারা সুসমন্নাগত তাকেই স্রোতাপন্ন বলা হয় এবং সেই আয়ুষ্মান এই নাম ও এই গোত্রেই অভিহিত হয়।" পঞ্চম সূত্র।

৬. স্থপতি সূত্র

১০০২.১. শ্রাবস্তী নিদান। 'চীবর প্রস্তুত হলে ভগবান তিন মাসের পর পর্যটনে গমন করবেন' এই ভেবে সেই সময়ে বহুসংখ্যক ভিক্ষু ভগবানের জন্য চীবর প্রস্তুত করতে লাগলেন। সেই সময়ে ঋষিদত্ত ও পোরাণ এই দুজন স্থপতি কোনো কার্য উপলক্ষ্যে সাধুকে অবস্থান করছিলেন। তারা দুজনে শুনতে পেলেন যে, 'চীবর প্রস্তুত হলে ভগবান তিন মাসের পর পর্যটনের গমন করবেন' এই ভেবে বহুসংখ্যক ভিক্ষু ভগবানের জন্য চীবর প্রস্তুত করছেন।

২. অতঃপর ঋষিদত্ত ও পোরাণ রাস্তায় এক ব্যক্তিকে এই বলে অপেক্ষা করতে বললেন যে—"ওহে পুরুষ, যখন তুমি ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে আগমন করতে দেখবে তখন আমাদের তা জানাবে।" সেই পুরুষ দুই-তিন দিন সেখানে অপেক্ষার পর দূর হতে ভগবানকে আসতে দেখল। ভগবানকে আসতে দেখে ঋষিদত্ত ও পোরাণের নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের এরূপ বলল, "ভন্তে, সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ এদিক আসছেন। এখন আপনারা যা সময় মনে করেন।"

৩. অতঃপর ঋষিদত্ত ও পোরাণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে ভগবানের পিছনে পিছনে অনুস্মরণ করতে লাগলেন। অতঃপর ভগবান রাস্তা হতে নেমে কোনো এক বৃক্ষমূলে গিয়ে

প্রজ্ঞাপ্ত আসনে বসলেন। ঋষিদত্ত ও পোরাণ স্থপতি দ্বয় ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ঋষিদত্ত ও পোরাণ স্থপতি দ্বয় ভগবানকে এরূপ বললেন :

৪. "ভন্তে, যখন আমরা শুনি যে—'ভগবান নাকি শ্রাবস্তী হতে কোশলরাজ্যে ভ্রমণের জন্য গমন করবেন।' সেই সময়ে এই ভেবে আমাদের মন নিরানন্দিত ও দুর্মনা হয় যে—'ভগবান আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যাবেন।' ভন্তে, যখন আমরা শুনি যে—'ভগবান নাকি শ্রাবস্তী হতে কোশলরাজ্যে ভ্রমণের জন্য গমন করছেন।' সেই সময়ে এই ভেবে আমাদের মন নিরানন্দিত ও দুর্মনা হয় যে—'ভগবান আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছেন।'

৫. ভন্তে, যখন আমরা শুনি যে—'ভগবান নাকি কোশলরাজ্য দিয়ে ভ্রমণের জন্য মল্লরাজ্যে গমন করবেন।' সেই সময়ে এই ভেবে আমাদের মন নিরানন্দিত ও দুর্মনা হয় যে—'ভগবান আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যাবেন।' ভন্তে, যখন আমরা শুনি যে—'ভগবান নাকি কোশলরাজ্য দিয়ে ভ্রমণের জন্য মল্লরাজ্যে গমন করছেন।' সেই সময়ে এই ভেবে আমাদের মন নিরানন্দিত ও দুর্মনা হয় যে—'ভগবান আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছেন।'

৬. ভন্তে, যখন আমরা শুনি যে—'ভগবান নাকি মল্লরাজ্যে দিয়ে বজ্জী নগরে ভ্রমণের জন্য গমন করবেন।' সেই সময়ে এই ভেবে আমাদের মন নিরানন্দিত ও দুর্মনা হয় যে—'ভগবান আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যাবেন।' ভন্তে, যখন আমরা শুনি যে—'ভগবান নাকি মল্লরাজ্য দিয়ে বজ্জী নগরে ভ্রমণের জন্য গমন করছেন।' সেই সময়ে এই ভেবে আমাদের মন নিরানন্দিত ও দুর্মনা হয় যে—'ভগবান আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছেন।'

৭. ভন্তে, যখন আমরা শুনি যে—'ভগবান নাকি বজ্জী নগর দিয়ে কাশীনগরে ভ্রমণের জন্য গমন করবেন।' সেই সময়ে এই ভেবে আমাদের মন নিরানন্দিত ও দুর্মনা হয় যে—'ভগবান আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যাবেন।' ভন্তে, যখন আমরা শুনি যে—'ভগবান নাকি বজ্জী নগর দিয়ে কাশীনগরে ভ্রমণের জন্য গমন করছেন।' সেই সময়ে এই ভেবে আমাদের মন নিরানন্দিত ও দুর্মনা হয় যে—'ভগবান আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছেন।'

৮. ভন্তে, যখন আমরা শুনি যে—'ভগবান নাকি কাশীনগর দিয়ে

মগধরাজ্যে ভ্রমণের জন্য গমন করবেন।' সেই সময়ে এই ভেবে আমাদের মন নিরানন্দিত ও দুর্মনা হয় যে—'ভগবান আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যাবেন।' ভন্তে, যখন আমরা শুনি যে—'ভগবান নাকি কাশীনগর দিয়ে মগধরাজ্যে ভ্রমণের জন্য গমন করছেন।' সেই সময়ে এই ভেবে আমাদের মন নিরানন্দিত ও দুর্মনা হয় যে—'ভগবান আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছেন।'

৯. ভন্তে, যখন আমরা শুনি যে—'ভগবান নাকি মগধরাজ্য দিয়ে কাশীনগরে ভ্রমণের জন্য গমন করবেন।' সেই সময়ে এই ভেবে আমাদের মন আনন্দিত ও সৌমনস্যপূর্ণ হয় যে—'ভগবান আমাদের নিকটবর্তী হবেন।' ভন্তে, যখন আমরা শুনি যে—'ভগবান নাকি মগ্ধরাজ্য দিয়ে কাশীনগরে ভ্রমণের জন্য গমন করছেন।' সেই সময়ে এই ভেবে আমাদের মন আনন্দিত ও সৌমনস্যপূর্ণ হয় যে—'ভগবান আমাদের নিকটবর্তী হচ্ছেন।'

১০. ভন্তে, যখন আমরা শুনি যে—'ভগবান নাকি কাশীনগর দিয়ে বজ্জীনগরে ভ্রমণের জন্য গমন করবেন।' সেই সময়ে এই ভেবে আমাদের মন আনন্দিত ও সৌমনস্যপূর্ণ হয় যে—'ভগবান আমাদের নিকটবর্তী হবেন।' ভন্তে, যখন আমরা শুনি যে—'ভগবান নাকি কাশীনগর দিয়ে বজ্জীনগরে ভ্রমণের জন্য গমন করছেন।' সেই সময়ে এই ভেবে আমাদের মন আনন্দিত ও সৌমনস্যপূর্ণ হয় যে—'ভগবান আমাদের নিকটবর্তী হচ্ছেন।'

১১. ভন্তে, যখন আমরা শুনি যে—'ভগবান নাকি বজ্জীনগর দিয়ে মল্লরাজ্যে ভ্রমণের জন্য গমন করবেন।' সেই সময়ে এই ভেবে আমাদের মন আনন্দিত ও সৌমনস্যপূর্ণ হয় যে—'ভগবান আমাদের নিকটবর্তী হবেন।' ভন্তে, যখন আমরা শুনি যে—'ভগবান নাকি বজ্জীনগর দিয়ে মল্লরাজ্যে ভ্রমণের জন্য গমন করছেন।' সেই সময়ে এই ভেবে আমাদের মন আনন্দিত ও সৌমনস্যপূর্ণ হয় যে—'ভগবান আমাদের নিকটবর্তী হচ্ছেন।'

১২. ভন্তে, যখন আমরা শুনি যে—'ভগবান নাকি মল্লরাজ্য দিয়ে কোশলরাজ্যে ভ্রমণের জন্য গমন করবেন।' সেই সময়ে এই ভেবে আমাদের মন আনন্দিত ও সৌমনস্যপূর্ণ হয় যে—'ভগবান আমাদের নিকটবর্তী হবেন।' ভন্তে, যখন আমরা শুনি যে—'ভগবান নাকি মল্লরাজ্য দিয়ে কোশলরাজ্যে ভ্রমণের জন্য গমন করছেন।' সেই সময়ে এই ভেবে আমাদের মন আনন্দিত ও সৌমনস্যপূর্ণ হয় যে—'ভগবান আমাদের নিকটবর্তী

হচ্ছেন।'

১৩. ভন্তে, যখন আমরা শুনি যে—'ভগবান নাকি কোশলরাজ্য দিয়ে শ্রাবস্তীতে ভ্রমণের জন্য গমন করবেন।' সেই সময়ে এই ভেবে আমাদের মন আনন্দিত ও সৌমনস্যপূর্ণ হয় যে—'ভগবান আমাদের নিকটবর্তী হবেন।' ভন্তে, যখন আমরা শুনি যে—'ভগবান নাকি কোশলরাজ্য দিয়ে শ্রাবস্তীতে ভ্রমণের জন্য গমন করছেন।' সেই সময়ে এই ভেবে আমাদের মন আনন্দিত ও সৌমনস্যপূর্ণ হয় যে—'ভগবান আমাদের নিকটবর্তী হচ্ছেন।'"

১৪. "হে স্থপতিগণ, তদ্ধেতু গৃহীজীবন হচ্ছে সম্বাধপূর্ণ (বাধাপূর্ণ) ও আবর্জনাপূর্ণ (স্থান), আর প্রব্রজ্যাজীবন হচ্ছে উন্মুক্ত আকাশের ন্যায়। স্থপতিগণ, তাই তোমাদের অপ্রমত্ত হওয়া উচিত।"

১৫. "ভন্তে, সম্বাধ (বাধা) হতে অন্য সম্বাধ ও সম্বাধতর এবং ভীষণতর সম্বাধতর আমাদের রয়েছে।"

১৬. "স্থপতিগণ, এই যে সম্বাধ (বাধা) হতে অন্য সম্বাধ ও সম্বাধতর এবং ভীষণতর সম্বাধতর তোমাদের রয়েছে, তা কীরূপ?"

১৭. "ভন্তে, এক্ষেত্রে যখন কোশলরাজ প্রসেনজিৎ উদ্যান ভ্রমণে যেতে ইচ্ছুক হন, তখন কোশলরাজ প্রসেনজিতের যে-সকল আরোহনযোগ্য হস্তী আছে তা আমাদের সাজাতে হয়, তার পর রাজার প্রিয় ও মনঃপূত যে পত্নী আছেন তাদের মধ্যে একজনকে সম্মুখে এবং আরেক জনকে পেছনে আমাদেরই বসাতে হয়। সেই ভগ্নিবৃন্দার কায়িক সুগন্ধ এরূপই, যেন সেই রাজকন্যাদের সুগন্ধে প্রসাধনাধার (সুগন্ধি দ্রব্য রাখার পেটরা) উন্মোচিত হয়েছে। সেই ভগ্নিবৃন্দার কায়িক স্পর্শ এরূপই, সুখে বর্ধিত সেই রাজকন্যাগণের স্পর্শ যেন পেঁজা (ধুনিত) তুলা বা কার্পাস তুলার ন্যায় কোমল। ভন্তে, সে-সময়ে আমাদের হস্তী ও সেই ভগ্নিদের রক্ষা করতে হয় এবং নিজেদেরও রক্ষা করতে হয়। সেই ভগ্নিদের প্রতি আমাদের কোনো প্রকার পাপচিত্ত উৎপন্ন হয়েছে বলে আমরা জানি না। ভন্তে, ইহাই হচ্ছে আমাদের সম্বাধ (বাধা) হতে অন্য সম্বাধ ও সম্বাধতর এবং ভীষণতর সম্বাধতর।"

১৮. "তদ্ধেতু স্থপতিগণ, গৃহীজীবন হচ্ছে সম্বাধপূর্ণ (বাধাপূর্ণ) ও আবর্জনাপূর্ণ (স্থান), আর প্রব্রজ্যাজীবন হচ্ছে উন্মুক্ত আকাশের ন্যায়। তাই তোমাদের অপ্রমত্ত হওয়া উচিত। স্থপতিগণ, চারি গুণধর্মের দ্বারা সমন্নাগত আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়।

১৯. সেই চারি প্রকার কী কী? স্থপতিগণ, এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক বুদ্ধের

প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধায় গুণান্বিত হয়—'ইনি সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়—'ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণপ্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সে সংঘের প্রতিও অগাধ শ্রদ্ধাগুণে সমৃদ্ধ হয়—'ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায়-পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন-পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসেবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' সে বিগত মাৎসর্যমল চিত্তে মুক্তহস্ত, উদারহস্ত, দানে রত, যাচঞামাত্র দানে প্রস্তুত এবং দান বন্টনেরত হয়ে গৃহবাস করে। স্থপতিগণ, এই চারি গুণধর্মের দ্বারা সমন্নাগত আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়।

২০. স্থপতিগণ, তোমরা বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধায় সমন্নাগত—'ইনি সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' তোমরা ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধায় সমন্নাগত—'ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণপ্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সংঘের প্রতিও তোমরা অগাধ শ্রদ্ধাগুণে সমন্নাগত—'ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায়-পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন-পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসেবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' তোমাদের কুলগৃহে যা দানযোগ্য বিষয় আছে, সে-সমস্ত শীলবান ও কল্যাণধর্মীদের সাথে অপ্রতি বিভক্তরূপে[১] দান দেয়া হয়। হে স্থপতিগণ, তা তোমরা কীরূপ মনে কর, কোশলরাজ্যে কত প্রকার মানুষ আছে, যারা দান বণ্টনের দিক দিয়ে তোমাদের মতোন?"

---

[১]। অপ্রতিবিভক্ত-এর অর্থ হচ্ছে 'ইহা আমাদের এবং ইহা ভিক্ষুদের জন্য এরূপ না বলে, বিভাগ না করে দান দেয়া।

২১. ভন্তে, তা আমাদের লাভ, তা আমাদের সুলব্ধ যে ভগবান আমাদের এরূপে যথাযথভাবে জানেন।” ষষ্ঠ সূত্র।

৭. বেলুদ্বার সূত্র

১০০৩.১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান মহাভিক্ষুসংঘের সাথে কোশলরাজ্যে পর্যটন করতে করতে যেখানে কোশলদের বেলুদ্বার নামক ব্রাহ্মণ গ্রাম সেখানে পৌঁছালেন। বেলুদ্বারের ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ শুনলেন যে, শাক্যকুল হতে প্রব্রজিত শাক্যপুত্র মাননীয় শ্রমণ গৌতম মহাভিক্ষুসংঘের সাথে কোশলরাজ্যে পর্যটন করতে করতে বেলুদ্বারে উপস্থিত হয়েছেন। সেই ভগবান গৌতমের এরূপ কল্যাণ, যশ ও কীর্তিশব্দ প্রচার হয়েছে যে—‘সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সু-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।’ তিনি এই জগৎ, সদেব, সমার, সব্রহ্মলোক, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, প্রজা (সত্ত্ব) ও দেব-মনুষ্যদের স্বয়ং অভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে প্রকাশ করেন। তিনি এমন ধর্মদেশনা করেন যা আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ, স্বার্থক উপযুক্ত এবং কেবল পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করেন। সেরূপ অর্হতের দর্শন মঙ্গলজনক।

২. অতঃপর বেলুদ্বারের ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে কেউ কেউ ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। কেউ কেউ ভগবানের সঙ্গে প্রীতি-সম্ভাষণ করলেন এবং প্রীতি-সম্ভাষণপূর্বক কুশল-বিনিময় করে একপাশে বসলেন। কেউ কেউ ভগবানের দিকে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে প্রণাম করে একপাশে বসলেন। আর কেউ কেউ ভগবানের নিকট নিজ নাম গোত্র উল্লেখ করে একপাশে বসলেন এবং কেউ কেউ নিরবে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই বেলুদ্বারের ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ ভগবানকে এরূপ বললেন, “মাননীয় গৌতম, আমরা এরূপ কামনা, ইচ্ছা ও অভিপ্রায় পোষণ করি; যথা—পুত্র-সন্তানের ভিড়ে বা ভারাক্রান্ত হয়ে শয়ন ও অবস্থান করতে পারি; কাশীচন্দন লাভ করতে পারি; মালা-সুগন্ধি দ্রব্য বিলেপন ও ব্যবহার করতে পারি; সোনা-রূপাদি লাভ করতে পারি এবং মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গ লোকে উৎপন্ন হতে পারি। মাননীয় গৌতম, আমাদের সেইরূপ ধর্মদেশনা করুন, যাতে আমাদের কামনা, ইচ্ছা ও অভিপ্রায় সফল হয়; যথা—পুত্র সন্তানের ভিড়ে বা ভারাক্রান্ত হয়ে শয়ন ও অবস্থান করতে পারি; কাশীচন্দন লাভ করতে পারি; মালা-সুগন্ধি দ্রব্য বিলেপন ও ব্যবহার করতে

পারি; সোনা-রূপাদি লাভ করতে পারি এবং মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হতে পারি।"

৪. "হে গৃহপতিগণ, আমি তোমাদের আত্ম-উপনায়িক ধর্মপর্যায় দেশনা করব। তা তোমরা উত্তমরূপে শ্রবণ ও মনোনিবেশ কর, আমি ভাষণ করব।"

৫. "হ্যাঁ মাননীয় গৌতম," বলে সেই বেলুদ্বারের ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। তখন ভগবান এরূপ বললেন :

৬. "গৃহপতিগণ, সেই আত্ম উপনায়িক ধর্মপর্যায় কীরূপ? এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক এরূপ বিবেচনা করে—'আমি প্রাণাকাঙ্ক্ষী, অমরণকামী (মরণেচ্ছাহীন), সুখকামী এবং দুঃখ পেতে পরামুখ।' এই যে আমি প্রাণাকাঙ্ক্ষী, অমরণকামী, সুখকামী এবং দুঃখ পেতে পরামুখ, তবুও যদি কেউ আমাকে হত্যা করে তবে তা আমার প্রিয় এবং মনঃপূত হবে না। আমিও যদি কোনো এমন একজন ব্যক্তিকে হত্যা করি—যিনি প্রাণাকাঙ্ক্ষী, অমরণকামী, সুখকামী এবং দুঃখ পেতে পরাঙ্মুখ, তাহলে তা সেই ব্যক্তিটির প্রিয় ও মনঃপূত হবে না। যে বিষয় আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনঃপূত, সেই বিষয় অপরেরও অপ্রিয় এবং অমনঃপূত, তাহলে আমার নিকট যেই বিষয় অপ্রিয় ও অমনঃপূত তা কীরূপে অন্যের উপর চাপিয়ে দেব।' সে এরূপ চিন্তাপূর্বক নিজেকে প্রাণিহত্যা হতে বিরত রাখে এবং অপরকেও প্রাণিহত্যা হতে বিরত থাকতে উপদেশ দেয়। আর প্রাণিহত্যা হতে বিরত হওয়ার সুফল ভাষণ করে। এরূপে সে কায়িক আচরণের দিক হতে ত্রিবিধ পর্যায়ে পরিশুদ্ধ (ত্রিকোটি পরিশুদ্ধ) হয়।

৭. পুনশ্চ, গৃহপতিগণ, আর্যশ্রাবক এরূপ চিন্তা করে—'যে কেউ যদি আমার অদত্তবস্তু চুরি করে, তাহলে তা আমার প্রিয় ও মনোজ্ঞ হবে না। আমিও যদি অপরের অদত্তবস্তু চুরি করি, তাহলে অপরের নিকটও তা অপ্রিয় অমনোজ্ঞ হবে। যেই বিষয় আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ, অপরের নিকটও সেই বিষয় অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। তাহলে আমার নিকট যে বিষয় অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ, তা কীরূপে অন্যের উপর চাপিয়ে দেব।' সে এরূপ চিন্তাপূর্বক নিজেকে অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত রাখে এবং অপরকেও অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত থাকতে উপদেশ দেয়। আর অদত্তবস্তু গ্রহণ করা হতে বিরত হওয়ার সুফল ভাষণ করে। এরূপে সে কায়িক আচরণের দিক হতে ত্রিবিধ পর্যায়ে পরিশুদ্ধ (ত্রিকোটি পরিশুদ্ধ) হয়।

৮. পুনশ্চ, গৃহপতিগণ, আর্যশ্রাবক এরূপ চিন্তা করে—'যে কেউ যদি আমাকে মিথ্যাকামাচারে লিপ্ত করে, তাহলে তা আমার প্রিয় ও মনোজ্ঞ হবে

না। আমিও যদি অপরকে মিথ্যাকামাচারে লিপ্ত করি, তাহলে অপরের নিকটও তা অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হবে। যেই বিষয় আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ, অপরের নিকটও সেই বিষয় অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। তাহলে আমার নিকট যে বিষয় অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ, তা কীরূপে অন্যের উপর চাপিয়ে দেব।' সে এরূপ চিন্তাপূর্বক নিজেকে মিথ্যাকামাচার হতে বিরত রাখে এবং অপরকেও মিথ্যাকামাচার হতে বিরত থাকতে উপদেশ দেয়। আর মিথ্যাকামাচার হতে বিরত হওয়ার সুফল ভাষণ করে। এরূপে সে কায়িক আচরণের দিক হতে ত্রিবিধ পর্যায়ে পরিশুদ্ধ (ত্রিকোটি পরিশুদ্ধ) হয়।

৯. পুনশ্চ, গৃহপতিগণ, আর্যশ্রাবক এরূপ চিন্তা করে—'যে কেউ যদি আমাকে মিথ্যা বাক্য ভাষণ করায়, তাহলে তা আমার প্রিয় ও মনোজ্ঞ হবে না। আমিও যদি অপরকে মিথ্যা বাক্য ভাষণ করাই, তাহলে অপরের নিকটও তা অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হবে। যেই বিষয় আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ, অপরের নিকটও সেই বিষয় অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। তাহলে আমার নিকট যে বিষয় অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ, তা কীরূপে অন্যের উপর চাপিয়ে দেব।' সে এরূপ চিন্তাপূর্বক নিজেকে মিথ্যা বাক্য বলা হতে বিরত রাখে এবং অপরকেও মিথ্যা বাক্য বলা হতে বিরত থাকতে উপদেশ দেয়। আর মিথ্যা বাক্য বলা হতে বিরত হওয়ার সুফল ভাষণ করে। এরূপে সে কায়িক আচরণের দিক হতে ত্রিবিধ পর্যায়ে পরিশুদ্ধ (ত্রিকোটি পরিশুদ্ধ) হয়।

১০. পুনশ্চ, গৃহপতিগণ, আর্যশ্রাবক এরূপ চিন্তা করে—'যে কেউ যদি আমাকে আমার বন্ধুদের সাথে বিভেদমূলক বাক্য দ্বারা ভেদ সৃষ্টি করে দেয়, তাহলে তা আমার প্রিয় ও মনোজ্ঞ হবে না। আমিও যদি অপরের বন্ধুদের সাথে বিভেদমূলক বাক্য দ্বারা ভেদ সৃষ্টি করি, তাহলে অপরের নিকটও তা অপ্রিয় অমনোজ্ঞ হবে। যেই বিষয় আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ, অপরের নিকটও সেই বিষয় অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। তাহলে আমার নিকট যে বিষয় অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ, তা কীরূপে অন্যের উপর চাপিয়ে দেব।' সে এরূপ চিন্তাপূর্বক নিজেকে বিভেদমূলক বাক্য বলা হতে বিরত রাখে এবং অপরকেও বিভেদমূলক বাক্য বলা হতে বিরত থাকতে উপদেশ দেয়। আর বিভেদমূলক বাক্য বলা হতে বিরত হওয়ার সুফল ভাষণ করে। এরূপে সে কায়িক আচরণের দিক হতে ত্রিবিধ পর্যায়ে পরিশুদ্ধ (ত্রিকোটি পরিশুদ্ধ) হয়।

১১. পুনশ্চ, গৃহপতিগণ, আর্যশ্রাবক এরূপ চিন্তা করে—'যে কেউ যদি আমাকে কর্কশ বাক্য ভাষণ করে, তাহলে তা আমার প্রিয় ও মনোজ্ঞ হবে না। আমিও যদি অপরকে কর্কশ বাক্য ভাষণ করি, তাহলে অপরের নিকটও

তা অপ্রিয় অমনোজ্ঞ হবে। যেই বিষয় আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ, অপরের নিকটও সেই বিষয় অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। তাহলে আমার নিকট যে বিষয় অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ, তা কীরূপে অন্যের উপর চাপিয়ে দেব।' সে এরূপ চিন্তাপূর্বক নিজেকে কর্কশ বাক্য বলা হতে বিরত রাখে এবং অপরকেও কর্কশ বাক্য বলা হতে বিরত থাকতে উপদেশ দেয়। আর কর্কশ বাক্য বলা হতে বিরত হওয়ার সুফল ভাষণ করে। এরূপে সে কায়িক আচরণের দিক হতে ত্রিবিধ পর্যায়ে পরিশুদ্ধ (ত্রিকোটি পরিশুদ্ধ) হয়।

১২. পুনশ্চ, গৃহপতিগণ, আর্যশ্রাবক এরূপ চিন্তা করে—'যে কেউ যদি আমাকে সম্প্রলাপ বাক্য ভাষণ করে, তাহলে তা আমার প্রিয় ও মনোজ্ঞ হবে না। আমিও যদি অপরকে সম্প্রলাপ বাক্য ভাষণ করি, তাহলে অপরের নিকটও তা অপ্রিয় অমনোজ্ঞ হবে। যেই বিষয় আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ, অপরের নিকটও সেই বিষয় অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। তাহলে আমার নিকট যে বিষয় অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ, তা কীরূপে অন্যের উপর চাপিয়ে দিব।' সে এরূপ চিন্তাপূর্বক নিজেকে সম্প্রলাপ বাক্য বলা হতে বিরত রাখে এবং অপরকেও সম্প্রলাপ বাক্য বলা হতে বিরত থাকতে উপদেশ দেয়। আর সম্প্রলাপ বাক্য বলা হতে বিরত হওয়ার সুফল ভাষণ করে। এরূপেই সে কায়িক আচরণের দিক হতে ত্রিবিধ পর্যায়ে পরিশুদ্ধ (ত্রিকোটি পরিশুদ্ধ) হয়।

১৩. সে বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধায় গুণান্বিত হয়—'সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' ধর্মের প্রতিও সে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়—'ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণপ্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সে সংঘের প্রতিও অগাধ শ্রদ্ধাগুণে সমৃদ্ধ হয়—'ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায়-পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন-পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসেবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' সে অখণ্ড, নিশ্ছিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত হয়।

১৪. গৃহপতিগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবক এই সপ্তগুণে গুণান্বিত হয়ে এবং

এই চারটি প্রত্যাশিত বিষয়ে সমন্নাগত হয়। তাই সে যদি আকাঙ্ক্ষা করে তবে নিজেকে নিজে এরূপ প্রকাশ করতে পারে যে—'আমার নিরয়, তির্যক, প্রেত ও অপায় দুর্গতি বিনিপাত ক্ষীণ হয়েছে। আমি স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।'"

১৫. এরূপ উক্ত হলে বেলুদ্বারের ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ ভগবানকে এরূপ বললেন, "আশ্চর্য! মাননীয় গৌতম, অদ্ভুত! মাননীয় গৌতম, যেমন কেউ অধোমুখীকে উন্মুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, বিমূঢ়কে পথ নির্দেশ করে, অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপসমূহ দেখতে পায়; ঠিক এরূপেই মহানুভব গৌতম কর্তৃক বহু পর্যায়ে ও বিবিধ যুক্তিতে ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। আমরা এই মহানুভব গৌতমের এবং তৎপ্রবর্তিত ধর্ম ও তৎপ্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হচ্ছি। হে মহানুভব গৌতম, আজ হতে আমাদেরকে আমরণ শরণাগত উপাসকরূপে অবধারণ করুন।" সপ্তম সূত্র।

৮. প্রথম পাকা বাড়ি সূত্র

১০০৪.১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান জ্ঞাতির (নাদিক জ্ঞাতি) ইষ্টক নির্মিত দালানে (পাকা বাড়িতে) অবস্থান করছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "ভন্তে, সাল্‌হো নামক ভিক্ষু মৃত্যুবরণ করেছেন; তার কোন গতি হয়েছে এবং তিনি কোথায় উৎপন্ন হয়েছেন? নন্দা নাম্নী ভিক্ষুণী মৃত্যুবরণ করেছেন; তার কোন গতি হয়েছে এবং তিনি কোথায় পুনর্জন্ম হয়েছেন? সুদত্ত নামক উপাসকও কালগত হয়েছেন; তার কোন গতি হয়েছে এবং তিনি কোথায় পুনর্জন্ম হয়েছেন? আর ভন্তে, সুজাতা নাম্নী উপাসিকাও মৃত্যুবরণ করেছেন; তার কোন গতি হয়েছে এবং তিনি কোথায় পুনর্জন্ম হয়েছেন?"

৩. "হে আনন্দ, কালগত সাল্‌হো ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয়ে অনাসব হয়ে চিত্তবিমুক্তি আর প্রজ্ঞাবিমুক্তি এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞায় সাক্ষাৎ (উপলব্ধি) ও লাভ করে অবস্থান করেছিল। কালগতা নন্দা নাম্নী ভিক্ষুণী পাঁচ প্রকার অধোভাগীয় সংযোজন পরিক্ষয়ে উপপাতিকরূপে উৎপন্ন হয়ে অনাবর্তিতধর্মী সেই লোকে (শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে) পরিনির্বাণ লাভ করবে। প্রয়াত সুদত্ত নামক উপাসক ত্রিবিধ সংযোজন পরিক্ষয় করে এবং রাগ, দ্বেষ

ও মোহের ক্ষীণত্বহেতু (হ্রাসহেতু) সকৃদাগামী হয়েছে। সে ইহলোকে একবারমাত্র আগমন বা জন্মধারণ করে দুঃখ অন্তসাধন করবে। আর কালগত সুজাতা নাম্নী উপাসিকা ত্রিবিধ সংযোজন পরিক্ষয় করে স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়েছে।

৪. আনন্দ, ইহা অদ্ভুত কিছুই নয়; যথা : মানুষ কালগত হলে আমার নিকট অন্যরা উপস্থিত হয়ে সেই সেই কালগতদের ব্যাপারে এরূপ জিজ্ঞাসা করবে। ইহা তথাগতের জন্য বিরক্তিকর। আনন্দ, সেজন্য আমি তোমাদের ধর্মদর্পন নামক ধর্মপর্যায় দেশনা করব। যাতে সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবক আকাঙ্ক্ষা করলে নিজেকে নিজেই এরূপে ব্যাখ্যা করতে পারে যে—'আমার নিরয়, তির্যক, প্রেত ও অপায় দুর্গতি বিনিপাত ক্ষীণ হয়েছে। আমি স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।'

৫. আনন্দ, সেই ধর্মদর্পন নামক ধর্মপর্যায় কীরূপ; যাতে সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবক আকাঙ্ক্ষা করলে নিজেকে নিজেই এরূপে ব্যাখ্যা করতে পারে যে—'আমার নিরয়, তির্যক, প্রেত ও অপায় দুর্গতি বিনিপাত ক্ষীণ হয়েছে। আমি স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ?'

৬. আনন্দ, এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধায় গুণান্বিত হয়—'ইনি সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়—'ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণপ্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সে সংঘের প্রতিও অগাধ শ্রদ্ধাগুণে সমৃদ্ধ হয়—'ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায়-পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন-পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসেবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' সে অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত হয়। আনন্দ, ইহাই হচ্ছে ধর্মদর্পন নামক ধর্মপর্যায়; যাতে সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবক আকাঙ্ক্ষা করলে নিজেকে নিজেই এরূপে ব্যাখ্যা করতে পারে যে—'আমার নিরয়, তির্যক, প্রেত ও অপায় দুর্গতি বিনিপাত ক্ষীণ হয়েছে। আমি স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত

সম্বোধিপরায়ণ।’”

(পাকাবাড়ি তিনটি সূত্রের নিদান একই) অষ্টম সূত্র।

৯. দ্বিতীয় পাকাবাড়ি সূত্র

১০০৫.১. একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন, “ভন্তে, অশোক নামক ভিক্ষু মৃত্যুবরণ করেছেন; তার কোন গতি হয়েছে এবং তিনি কোথায় উৎপন্ন হয়েছেন? অশোকা নাম্নী ভিক্ষুণী মৃত্যুবরণ করেছেন; তার কোন গতি হয়েছে এবং তিনি কোথায় পুনর্জন্ম হয়েছেন? অশোক নামক উপাসকও কালগত হয়েছেন; তার কোন গতি হয়েছে এবং তিনি কোথায় পুনর্জন্ম হয়েছেন? আর ভন্তে, অশোকা নাম্নী উপাসিকাও মৃত্যুবরণ করেছেন; তার কোন গতি হয়েছে এবং তিনি কোথায় পুনর্জন্ম হয়েছেন?”

২. “হে আনন্দ, কালগত অশোক নামক ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয়ে অনাসব হয়ে চিত্তবিমুক্তি আর প্রজ্ঞাবিমুক্তি এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা সাক্ষাৎ (উপলব্ধি) ও লাভ করে অবস্থান করেছিল। কালগত অশোকা নাম্নী ভিক্ষুণী পাঁচ প্রকার অধোভাগীয় সংযোজন পরিক্ষয়ে উপপাতিকরূপে উৎপন্ন হয়ে অনাবর্তিতধর্মী সেই লোকে (শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে) পরিনির্বাণ লাভ করবে। প্রয়াত অশোক নামক উপাসক ত্রিবিধ সংযোজন পরিক্ষয় করে এবং রাগ, দ্বেষ ও মোহের ক্ষীণত্বহেতু (হ্রাসহেতু) সকৃদাগামী হয়েছে। সে ইহলোকে একবারমাত্র আগমন বা জন্মধারণ করে দুঃখের অন্তসাধন করবে। আর কালগত অশোকা নাম্নী উপাসিকা ত্রিবিধ সংযোজন পরিক্ষয় করে স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়েছে।

৩. আনন্দ, ইহা অদ্ভুত কিছুই নয়; যথা মানুষ কালগত হলে আমার নিকট অন্যরা উপস্থিত হয়ে সেই সেই কালগতদের ব্যাপারে এরূপ জিজ্ঞাসা করবে। ইহা তথাগতের জন্য বিরক্তিকর। আনন্দ, সেজন্য আমি তোমাদের ধর্মদর্পন নামক ধর্মপর্যায় দেশনা করব। যাতে সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবক আকাঙ্ক্ষা করলে নিজেকে নিজেই এরূপে ব্যাখ্যা করতে পারে যে—‘আমার নিরয়, তির্যক, প্রেত ও অপায় দুর্গতি বিনিপাত ক্ষীণ হয়েছে। আমি স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।’

৪. আনন্দ, সেই ধর্মদর্পন নামক ধর্মপর্যায় কীরূপ; যাতে সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবক আকাঙ্ক্ষা করলে নিজেকে নিজেই এরূপে ব্যাখ্যা করতে পারে যে—‘আমার নিরয়, তির্যক, প্রেত ও অপায় দুর্গতি বিনিপাত ক্ষীণ হয়েছে।

আমি স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ?'

৫. আনন্দ, এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধায় গুণান্বিত হয়—'ইনি সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়—'ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণপ্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সে সংঘের প্রতিও অগাধ শ্রদ্ধাগুণে সমৃদ্ধ হয়—'ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায়-পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন-পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসেবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' সে অখণ্ড, নিশ্ছিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত হয়। আনন্দ, ইহাই হচ্ছে ধর্মদর্পন নামক ধর্মপর্যায়; যাতে সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবক আকাঙ্ক্ষা করলে নিজেকে নিজেই এরূপে ব্যাখ্যা করতে পারে যে—'আমার নিরয়, তির্যক, প্রেত ও অপায় দুর্গতি বিনিপাত ক্ষীণ হয়েছে। আমি স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।'" নবম সূত্র।

১০. তৃতীয় পাকাবাড়ি সূত্র

১০০৬.১. একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন :

"ভন্তে, ঞাতিতে কক্কটো নামক উপাসক মৃত্যুবরণ করেছেন; তার কোন গতি হয়েছে এবং তিনি কোথায় উৎপন্ন হয়েছেন? ঞাতিতে কলিভো নামক উপাসক মৃত্যুবরণ করেছেন; তার কোন গতি হয়েছে এবং তিনি কোথায় পুনর্জন্ম হয়েছেন? ঞাতিতে নিকতো নামক উপাসকও কালগত হয়েছেন; তার কোন গতি হয়েছে এবং তিনি কোথায় পুনর্জন্ম হয়েছেন? ঞাতিতে কটিস্‌সহো নামক উপাসক মৃত্যুবরণ করেছেন; তার কোন গতি হয়েছে এবং তিনি কোথায় পুনর্জন্ম হয়েছেন? ঞাতিতে তুট্‌ঠো নামক উপাসক মৃত্যুবরণ করেছেন; তার কোন গতি হয়েছে এবং তিনি কোথায় উৎপন্ন হয়েছেন? ঞাতিতে সন্তুট্‌ঠো (সন্তুষ্ট) নামক উপাসকও মৃত্যুবরণ করেছেন; তার কোন

গতি হয়েছে এবং তিনি কোথায় পুনর্জন্ম হয়েছেন? ঞাতিতে ভদ্র নামক উপাসক কালগত হয়েছেন; তার কোন গতি হয়েছে এবং তিনি কোথায় পুনর্জন্ম হয়েছেন? আর ভন্তে, ঞাতিতে সুভদ্র নামক উপাসকও মৃত্যুবরণ করেছেন; তার কোন গতি হয়েছে এবং তিনি কোথায় পুনর্জন্ম হয়েছেন?”

২. “হে আনন্দ, কালগত কক্কটো নামক উপাসক পাঁচ প্রকার অধোভাগীয় সংযোজন পরিক্ষয়ে উপপাতিকরূপে উৎপন্ন হয়েছে এবং অনাবর্তিতধর্মী সেই লোকে (শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে) পরিনির্বাণ লাভ করবে। আর কালগত কলিভো, নিকতো, কটিস্‌সহো, তুট্‌ঠো (তুষ্ট), সন্তুট্‌ঠো (সন্তুষ্ট), ভদ্র ও সুভদ্র নামক উপাসকও পাঁচ প্রকার অধোভাগীয় সংযোজন পরিক্ষয়ে উপপাতিকরূপে উৎপন্ন হয়েছে এবং অনাবর্তিতধর্মী সেই লোকে (শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে) পরিনির্বাণ লাভ করবে।

৩. আনন্দ, ঞাতিতে পঞ্চাশ জনের অধিক কালগত উপাসকগণ পাঁচ প্রকার অধোভাগীয় সংযোজন পরিক্ষয়ে উপপাতিকরূপে উৎপন্ন হয়েছে এবং অনাবর্তিতধর্মী সেই লোকে (শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে) পরিনির্বাণ লাভ করবে। ঞাতিতে নব্বই জনের অধিক কালগত উপাসকগণ ত্রিবিধ সংযোজন পরিক্ষয় করে এবং রাগ, দ্বেষ ও মোহের ক্ষীণত্বহেতু (হ্রাসহেতু) সকৃদাগামী হয়েছে। তারা ইহলোকে একবারমাত্র আগমন বা জন্মধারণ করে দুঃখের অন্তসাধন করবে। আর আনন্দ, ঞাতিতে পঞ্চশত ছয়জনের অধিক কালগত উপাসকগণ ত্রিবিধ সংযোজন পরিক্ষয় করে স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়েছে।

৪. আনন্দ, ইহা অদ্ভুত কিছুই নয়; যথা : মানুষ কালগত হলে আমার নিকট অন্যরা উপস্থিত হয়ে সেই সেই কালগতদের ব্যাপারে এরূপ জিজ্ঞাসা করবে। ইহা তথাগতের জন্য বিরক্তিকর। আনন্দ, সেজন্য আমি তোমাদের ধর্মদর্পন নামক ধর্মপর্যায় দেশনা করব। যাতে সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবক আকাঙ্ক্ষা করলে নিজেকে নিজেই এরূপে ব্যাখ্যা করতে পারে যে—‘আমার নিরয়, তির্যক, প্রেত ও অপায় দুর্গতি বিনিপাত ক্ষীণ হয়েছে। আমি স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।’

৫. আনন্দ, সেই ধর্মদর্পন নামক ধর্মপর্যায় কীরূপ; যাতে সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবক আকাঙ্ক্ষা করলে নিজেকে নিজেই এরূপে ব্যাখ্যা করতে পারে যে—‘আমার নিরয়, তির্যক, প্রেত ও অপায় দুর্গতি বিনিপাত ক্ষীণ হয়েছে। আমি স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ?’

৬. আনন্দ, এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধায়

গুণান্বিত হয়—‘ইনি সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।’ সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়—‘ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণপ্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।’ এবং সে সংঘের প্রতিও অগাধ শ্রদ্ধাগুণে সমৃদ্ধ হয়—‘ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায়-পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন-পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসেবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।’ সে অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত হয়। আনন্দ, ইহাই হচ্ছে ধর্মদর্পণ নামক ধর্মপর্যায়; যাতে সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবক আকাঙ্ক্ষা করলে নিজেকে নিজেই এরূপে ব্যাখ্যা করতে পারে যে—‘আমার নিরয়, তির্যক, প্রেত ও অপায় দুর্গতি বিনিপাত ক্ষীণ হয়েছে। আমি স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।’” দশম সূত্র।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

রাজা, নিমগ্ন, দীর্ঘাবু ও সারিপুত্র সূত্রদ্বয়;
স্থপতি, বেলুদ্বার আর পাকা বাড়ি সূত্রত্রয়॥

২. রাজ উদ্যান বর্গ

১. সহস্র ভিক্ষুণীসংঘ সূত্র

১০০৭.১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর রাজ উদ্যানে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর সহস্র ভিক্ষুণীসংঘ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একাপাশে দাঁড়ালেন। একপাশে স্থিতা সেই ভিক্ষুণীদের ভগবান এরূপ বললেন :

২. “হে ভিক্ষুণীগণ, চতুর্বিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়। সেই চারি প্রকার কী কী? এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধায় গুণান্বিত হয়—

‘ইনি সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।’ ধর্মের প্রতিও সে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়—‘ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণপ্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।’ এবং সে সংঘের প্রতিও অগাধ শ্রদ্ধাগুণে সমৃদ্ধ হয়—‘ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায়-পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন-পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসেবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।’ সে অখণ্ড, নিশ্ছিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত হয়। ভিক্ষুণীগণ, এই চতুর্বিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়।” প্রথম সূত্র।

২. ব্রাহ্মণ সূত্র

১০০৮.১. শ্রাবস্তী নিদান। “হে ভিক্ষুগণ, ব্রাহ্মণেরা উত্থান বা উদয়গামী নামক শিক্ষা প্রজ্ঞাপন করে। তারা নিজ শ্রাবকদের এরূপে উদ্দীপিত (প্রবৃত্ত) করে—“হে পুরুষ, এসো সকালে উঠে তুমি পূর্বদিকে গমন কর। তুমি গর্ত, প্রপাত, খুঁটি (কাটাগাছের গোড়া, গোঁজ), কণ্টকময় স্থান, মলকুণ্ড (ময়লা জলের আধার) ও নোংরা খুদ্র জলাশয় ত্যাগ করো না। যখন তুমি যেখানে পতিত হবে, তখন সেখানেই তোমার মৃত্যুবরণ করা সমুচিত হবে। এরূপেই তুমি কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হতে পারবে।

২. ভিক্ষুগণ, মূর্খ ও মূঢ় ব্রাহ্মণদের এরূপ আচরণ কখনই নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য পরিচালিত করে না। ভিক্ষুগণ, আমিও আর্যবিনয়ে উদয়গামিনী প্রতিপদা প্রজ্ঞাপন করি; যা একান্তই নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য সংবর্তিত হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, সেই উদয়গামিনী প্রতিপদা কীরূপ যা একান্তই নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য সংবর্তিত হয়? এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধায় গুণান্বিত হয়—‘ইনি সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণসম্পন্ন,

সুগত, লোকবিদ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' ধর্মের প্রতিও সে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়—'ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণপ্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সে সংঘের প্রতিও অগাধ শ্রদ্ধাগুণে সমৃদ্ধ হয়—'ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায়-পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন-পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসেবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' সে অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাই সেই উদয়গামিনী প্রতিপদা যা একান্তই নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য সংবর্তিত হয়।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. আনন্দ স্থবির সূত্র

১০০৯.১. একসময় আয়ুষ্মান আনন্দ ও আয়ুষ্মান সারিপুত্র শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক নির্মিত বিহারে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র সন্ধ্যা-সময়ে নির্জনতাজনিত ধ্যান হতে উঠে আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান অনন্দের সাথে সম্বোধন করলেন। সম্বোধনীয় কথা ও কুশল-বিনিময় করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সারিপুত্র আয়ুষ্মান আনন্দকে এরূপ বললেন :

২. "হে আবুসো আনন্দ, কয়টি ধর্ম প্রহানে এবং কয়টি ধর্মে গুণান্বিত হওয়ার কারণে এরূপে আমরা ও প্রজাগণ (স্বত্ত্বগণ) ভগবান কর্তৃক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ বলে ব্যাখ্যাত হয়েছি?"

৩. "আবুসো, চতুর্বিধ ধর্ম প্রহানের দ্বারা এবং চতুর্বিধ ধর্মে গুণান্বিত হওয়ার কারণে এরূপে আমরা ও প্রজাগণ (স্বত্ত্বগণ) ভগবান কর্তৃক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ বলে ব্যাখ্যাত হয়েছি।

৪. সেই চারি প্রকার কী কী? আবুসো, অশ্রুতবান পৃথগ্জন (সাধারণ লোক) বুদ্ধের প্রতি যেরূপ অশ্রদ্ধায় সমৃদ্ধ হয়ে কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়, সেরূপ বুদ্ধের প্রতি অশ্রদ্ধা তার নিকট উৎপন্ন হয় না। শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি যেরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধাগুণে

গুণান্বিত হয়ে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়, বুদ্ধের প্রতি সেরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধা তার মধ্যে থাকে। যথা—'ইনি সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।'

৫. আবুসো, অশ্রুতবান পৃথগ্জন ধর্মের প্রতি যেরূপ অশ্রদ্ধায় সমৃদ্ধ হয়ে কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়, সেরূপ ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা তার নিকট উৎপন্ন হয় না। শ্রুতবান আর্যশ্রাবক ধর্মের প্রতি যেরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধাগুণে গুণান্বিত হয়ে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়, ধর্মের প্রতি সেরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধা তার মধ্যে থাকে। যথা—'ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণপ্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।'

৬. আবুসো, অশ্রুতবান পৃথগ্জন সংঘের প্রতি যেরূপ অশ্রদ্ধায় সমৃদ্ধ হয়ে কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়, সেরূপ সংঘের প্রতি অশ্রদ্ধা তার নিকট উৎপন্ন হয় না। শ্রুতবান আর্যশ্রাবক সংঘের প্রতি যেরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধাগুণে গুণান্বিত হয়ে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়, ধর্মের প্রতি সেরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধা তার মধ্যে থাকে। যথা—'ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায়-পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন-পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসেবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।'

৭. আবুসো, অশ্রুতবান পৃথগ্জন যেরূপ দুঃশীলে সমৃদ্ধ হয়ে কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়, সেরূপ দুঃশীল হয় না। শ্রুতবান আর্যশ্রাবক যেরূপ আর্যকান্তি (আর্যগণের মনোনীত) শীলে গুণান্বিত (সমৃদ্ধ) হয়ে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়, সেরূপ আর্যকান্তি, অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত হয়। আবুসো, এই চতুর্বিধ ধর্ম প্রহানের দ্বারা এবং চর্তুবিধ ধর্মে গুণান্বিত হওয়ার কারণে এরূপে আমরা ও প্রজাগণ (স্বত্বগণ) ভগবান কর্তৃক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ বলে ব্যাখ্যাত হয়েছি।" তৃতীয় সূত্র।

৪. দুর্গতি ভয় সূত্র

১০১০.১. "হে ভিক্ষুগণ, চারিবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবকের সমস্ত দুর্গতি ভয় অতিক্রান্ত হয়। সেই চারি প্রকার কী কী? এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধায় গুণান্বিত হয়—'ইনি সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' ধর্মের প্রতিও সে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়—'ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণপ্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সে সংঘের প্রতিও অগাধ শ্রদ্ধাগুণে সমৃদ্ধ হয়—'ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায়-পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন-পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসেবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' সে অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত হয়। ভিক্ষুগণ, এই চারিবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবকের সমস্ত দুর্গতি ভয় অতিক্রান্ত হয়।" চতুর্থ সূত্র।

৫. দুর্গতি বিনিপাত ভয় সূত্র

১০১১.১. "হে ভিক্ষুগণ, চারিবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবকের সমস্ত দুর্গতি বিনিপাত ভয় অতিক্রান্ত হয়। সেই চারি প্রকার কী কী? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধায় গুণান্বিত হয়—'ইনি সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' ধর্মের প্রতিও সে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়—'ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণপ্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সে সংঘের প্রতিও অগাধ শ্রদ্ধাগুণে সমৃদ্ধ হয়—'ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায়-পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন-পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসেবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য

(দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' সে অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত হয়। ভিক্ষুগণ, এই চারিবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবকের সমস্ত দুর্গতি বিনিপাত ভয় অতিক্রান্ত হয়।" পঞ্চম সূত্র।

৬. প্রথম মিত্র সহচর সূত্র

১০১২.১. "হে ভিক্ষুগণ, যাদের তোমরা অনুকম্পা প্রদর্শন কর এবং যেই মিত্র, সহচর, জ্ঞাতি কিংবা রক্তসম্পর্কিত জ্ঞাতি তোমাদের কথা শ্রবণ করা উচিত বলে মনে করে; তাদের চারি স্রোতাপত্তি অঙ্গে উৎসাহিত বা প্রবৃত্ত করা, নিবিষ্ট এবং প্রতিস্থাপিত করা তোমাদের কর্তব্য। সেই চারি প্রকার কী কী? বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধায় উৎসাহিত করা উচিত, নিবিষ্ট করা এবং প্রতিস্থাপিত করা উচিত; যথা—'ইনি সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধায় উৎসাহিত করা উচিত, নিবিষ্ট করা এবং প্রতিস্থাপিত করা উচিত; যথা—'ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণপ্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সংঘের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধায় উৎসাহিত করা উচিত, নিবিষ্ট করা এবং প্রতিস্থাপিত করা উচিত; যথা—'ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায়-পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন-পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসেবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' আর্যকান্তি (আর্যগণের মনোনীত), অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীল পালনে উৎসাহিত করা উচিত, নিবিষ্ট করা এবং প্রতিস্থাপিত করা উচিত। ভিক্ষুগণ, যাদের তোমরা অনুকম্পা প্রদর্শন কর এবং যেই মিত্র, সহচর, জ্ঞাতি কিংবা রক্তসম্পর্কিত জ্ঞাতি তোমাদের কথা শ্রবণ করা উচিত বলে মনে করে; তাদের চারি স্রোতাপত্তি অঙ্গে উৎসাহিত বা প্রবৃত্ত করা, নিবিষ্ট এবং প্রতিস্থাপিত করা তোমাদের কর্তব্য।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. দ্বিতীয় মিত্র সহচর সূত্র

১০১৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, যাদের তোমরা অনুকম্পা প্রদর্শন কর এবং যেই মিত্র, সহচর, জ্ঞাতি কিংবা রক্তসম্পর্কিত জ্ঞাতি তোমাদের কথা শ্রবণ করা উচিত বলে মনে করে; তাদের চারি স্রোতাপত্তি অঙ্গে উৎসাহিত বা প্রবৃত্ত করা, নিবিষ্ট এবং প্রতিস্থাপিত করা তোমাদের কর্তব্য। সেই চারি প্রকার কী কী? বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা স্থাপনের জন্য তাদের উৎসাহিত করা উচিত, নিবিষ্ট করা এবং প্রতিস্থাপিত করা উচিত; যথা—'ইনি সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।'

২. ভিক্ষুগণ, পৃথিবী, আপ, তেজ ও বায়ুধাতু এই চারি মহাভূতের পরিবর্তন হয়। কিন্তু বুদ্ধের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধায় সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবকের সেরূপ পরিবর্তন হয় না। বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধায় সমৃদ্ধ হয়ে সেই আর্যশ্রাবক নিরয়, তির্যক বা প্রেতলোকে উৎপন্ন হবে, তা অসম্ভব।

৩. ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধা স্থাপনের জন্য তাদের এরূপে উৎসাহিত করা উচিত, নিবিষ্ট করা এবং প্রতিস্থাপিত করা উচিত; যথা—'ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণপ্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' ভিক্ষুগণ, পৃথিবী, আপ, তেজ ও বায়ুধাতু এই চারি মহাভূতের পরিবর্তন হয়। কিন্তু ধর্মের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধায় সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবকের সেরূপ পরিবর্তন হয় না। ধর্মের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধায় সমৃদ্ধ হয়ে সেই আর্যশ্রাবক নিরয়, তির্যক ও প্রেতলোকে উৎপন্ন হবে, তা অসম্ভব।

৪. সংঘের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধা স্থাপনের জন্য তাদের উৎসাহিত করা উচিত, নিবিষ্ট করা এবং প্রতিস্থাপিত করা উচিত; যথা—'ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায়-পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন-পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসেবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' ভিক্ষুগণ, পৃথিবী, আপ, তেজ ও বায়ুধাতু এই চারি মহাভূতের পরিবর্তন হয়। কিন্তু সংঘের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধায় সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবকের সেরূপ পরিবর্তন হয় না। সংঘের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধায় সমৃদ্ধ হয়ে সেই আর্যশ্রাবক নিরয়, তির্যক ও প্রেতলোকে উৎপন্ন হবে, তা অসম্ভব।

৫. আর্যকান্তি (আর্যগণের মনোনীত), অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে উৎসাহিত করা উচিত, নিবিষ্ট করা এবং প্রতিস্থাপিত করা উচিত। ভিক্ষুগণ, পৃথিবী, আপ, তেজ ও বায়ুধাতু এই চারি মহাভূতের পরিবর্তন হয়। কিন্তু আর্যকান্তি, অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত আর্যশ্রাবকের সেরূপ পরিবর্তন হয় না। আর্যকান্তি, অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলাদির প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধায় সমৃদ্ধ হয়ে সেই আর্যশ্রাবক নিরয়, তির্যক ও প্রেতলোকে উৎপন্ন হবে, তা অসম্ভব।

ভিক্ষুগণ, যাদের তোমরা অনুকম্পা প্রদর্শন কর এবং যেই মিত্র, সহচর, জ্ঞাতি কিংবা রক্তসম্পর্কিত জ্ঞাতি তোমাদের কথা শ্রবণ করা উচিত বলে মনে করে; তাদের এই চারি স্রোতাপত্তি অঙ্গে উৎসাহিত বা প্রবৃত্ত করা, নিবিষ্ট এবং প্রতিস্থাপিত করা তোমাদের কর্তব্য।” সপ্তম সূত্র।

৮. প্রথম দেবলোক পর্যটন সূত্র

১০১৪.১. শ্রাবস্তী নিদান। অতঃপর আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন বলবান ব্যক্তির সংকোচিত বাহু প্রসারণ কিংবা প্রসারিত বাহু সংকোচনের ন্যায় অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে জেতবন হতে অন্তর্হিত হয়ে তাবতিংস স্বর্গের দেবতাদের নিকট উপস্থিত (আবির্ভূত) হলেন। অতঃপর তাবতিংস স্বর্গের বহুসংখ্যক দেবতা আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নের নিকট উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নকে অভিবাদন করে একপাশে দাঁড়ালেন। একপাশে স্থিত দেবতাদের আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন এরূপ বললেন :

২. “হে আবুসোগণ, বুদ্ধের প্রতি এরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়; যথা—‘ইনি সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।’ আবুসোগণ, বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন বিধায় এরূপে কোনো কোনো সত্ত্বগণ কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।

৩. আবুসোগণ, ধর্মের প্রতি এরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়; যথা—‘ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য,

কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণপ্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' আবুসোগণ, ধর্মের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন বিধায় এরূপে কোনো কোনো সত্ত্বগণ কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।

৪. আবুসোগণ, সংঘের প্রতি এরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়; যথা—'ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায়-পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন-পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসেবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' আবুসোগণ, সংঘের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন বিধায় এরূপে কোনো কোনো সত্ত্বগণ কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।

৫. আবুসোগণ, আর্যকান্তি, অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়। আবুসোগণ, আর্যকান্তি, অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত বিধায় এরূপে কোনো কোনো সত্ত্বগণ কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গ লোকে উৎপন্ন হয়।"

৬. "(অতঃপর সেই দেবগণ বললেন,) মাননীয় মৌদ্গাল্লায়ন, বুদ্ধের প্রতি এরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়; যথা—'ইনি সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' মাননীয় মৌদ্গাল্লায়ন, বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন বিধায় এরূপে কোনো কোনো সত্ত্বগণ কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গ লোকে উৎপন্ন হয়।

৭. মাননীয় মৌদ্গাল্লায়ন, ধর্মের প্রতি এরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়; যথা—'ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণপ্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' মাননীয় মৌদ্গাল্লায়ন, ধর্মের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন বিধায় এরূপে কোনো কোনো সত্ত্বগণ কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গ লোকে উৎপন্ন হয়।

৮. মাননীয় মৌদ্গাল্লায়ন, সংঘের প্রতি এরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলে

খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়; যথা—'ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায়-পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন-পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসেবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' মাননীয় মৌদ্গাল্লায়ন, সংঘের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন বিধায় এরূপে কোনো কোনো সত্ত্বগণ কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।

৯. মাননীয় মৌদ্গাল্লায়ন, আর্যকান্তি, অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়। মাননীয় মৌদ্গাল্লায়ন, আর্যকান্তি, অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত বিধায় এরূপে কোনো কোনো সত্ত্বগণ কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।" অষ্টম সূত্র।

৯. দ্বিতীয় দেবলোক পর্যটন সূত্র

১০১৫.১. শ্রাবস্তী নিদান। অতঃপর আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন বলবান ব্যক্তির সংকোচিত বাহু প্রসারণ কিংবা প্রসারিত বাহু সংকোচনের ন্যায় অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে জেতবন হতে অন্তর্হিত হয়ে তাবতিংস স্বর্গের দেবতাদের নিকট উপস্থিত (আবির্ভূত) হলেন। অতঃপর তাবতিংস স্বর্গের বহুসংখ্যক দেবতা আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নের নিকট উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নকে অভিবাদন করে একপাশে দাঁড়ালেন। একপাশে স্থিত দেবতাদের আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন এরূপ বললেন :

২. "হে আবুসোগণ, বুদ্ধের প্রতি এরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়; যথা—'ইনি সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' আবুসোগণ, বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন বিধায় এরূপে কোনো কোনো সত্ত্বগণ কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়েছে।

৩. আবুসোগণ, ধর্মের প্রতি এরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়; যথা—'ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য,

কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণপ্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' আবুসোগণ, ধর্মের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন বিধায় এরূপে কোনো কোনো সত্ত্বগণ কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়েছে।

৪. আবুসোগণ, সংঘের প্রতি এরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়; যথা—'ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায়-পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন-পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসেবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' আবুসোগণ, সংঘের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন বিধায় এরূপে কোনো কোনো সত্ত্বগণ কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়েছে।

৫. আবুসোগণ, আর্যকান্তি, অখণ্ড, নিশ্ছিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়। আবুসোগণ, আর্যকান্তি, অখণ্ড, নিশ্ছিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত বিধায় এরূপে কোনো কোনো সত্ত্বগণ কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়েছে।"

৬. "(অতঃপর সেই দেবগণ বললেন,) মাননীয় মৌদ্গাল্লায়ন, বুদ্ধের প্রতি এরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়; যথা—'ইনি সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' মাননীয় মৌদ্গাল্লায়ন, বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন বিধায় এরূপে কোনো কোনো সত্ত্বগণ কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়েছে।

৭. মাননীয় মৌদ্গাল্লায়ন, ধর্মের প্রতি এরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়; যথা—'ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণপ্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' মাননীয় মৌদ্গাল্লায়ন, ধর্মের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন বিধায় এরূপে কোনো কোনো সত্ত্বগণ কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়েছে।

৮. মাননীয় মৌদ্গাল্লায়ন, সংঘের প্রতি এরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলে

খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়; যথা—‘ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায়-পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন-পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসেবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গাল হিসেবে অষ্ট আর্যপুদ্গালই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।’ মাননীয় মৌদ্গাল্লায়ন, সংঘের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন বিধায় এরূপে কোনো কোনো সত্ত্বগণ কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়েছে।

৯. মাননীয় মৌদ্গাল্লায়ন, আর্যকান্তি, অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়। মাননীয় মৌদ্গাল্লায়ন, আর্যকান্তি, অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত বিধায় এরূপে কোনো কোনো সত্ত্বগণ কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়েছে।” নবম সূত্র।

১০. তৃতীয় দেবলোক পর্যটন সূত্র

১০১৬.১. অতঃপর ভগবান বলবান ব্যক্তির সংকোচিত বাহু প্রসারণ কিংবা প্রসারিত বাহু সংকোচনের ন্যায় অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে জেতবন হতে অন্তর্হিত হয়ে তাবতিংস স্বর্গে দেবতাদের নিকট উপস্থিত (আবির্ভূত) হলেন। অতঃপর তাবতিংস স্বর্গের বহুসংখ্যক দেবতা ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে দাঁড়ালেন। একপাশে স্থিত দেবতাদের ভগবান এরূপ বললেন :

২. “হে আবুসোগণ, বুদ্ধের প্রতি এরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়; যথা—‘ইনি সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।’ আবুসোগণ, বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন বিধায় এরূপে কোনো কোনো সত্ত্বগণ স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়।

৩. আবুসোগণ, ধর্মের প্রতি এরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়; যথা—‘ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণপ্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক

জ্ঞাতব্য।' আবুসোগণ, ধর্মের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন বিধায় এরূপে কোনো কোনো সত্ত্বগণ স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়।

৪. আবুসোগণ, সংঘের প্রতি এরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়; যথা—'ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায়-পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন-পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসেবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' আবুসোগণ, সংঘের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন বিধায় এরূপে কোনো কোনো সত্ত্বগণ স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়।

৫. আবুসোগণ, আর্যকান্তি, অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়। আবুসোগণ, আর্যকান্তি, অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত বিধায় এরূপে কোনো কোনো সত্ত্বগণ স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়।"

৬. "(অতঃপর সেই দেবগণ বললেন,) হে প্রভু, বুদ্ধের প্রতি এরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়; যথা—'ইনি সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' প্রভু, বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন বিধায় এরূপে কোনো কোনো সত্ত্বগণ স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়।

৭. প্রভু, ধর্মের প্রতি এরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়; যথা—'ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণপ্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' প্রভু, ধর্মের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন বিধায় এরূপে কোনো কোনো সত্ত্বগণ স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়।

৮. প্রভু, সংঘের প্রতি এরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়; যথা—'ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায়-পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন-পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম

হিসেবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' প্রভু, সংঘের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন বিধায় এরূপে কোনো কোনো সত্ত্বগণ স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়।

৯. প্রভু, আর্যকান্তি, অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়। প্রভু, আর্যকান্তি, অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত বিধায় এরূপে কোনো কোনো সত্ত্বগণ স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়।" দশম সূত্র।

রাজ উদ্যান বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

সহস্র, ব্রাহ্মণ, আনন্দ ও দুর্গতি সূত্রদ্বয়;
মিত্র সহচরদ্বয় ও দেবপর্যটন সূত্রত্রয়॥

৩. সরণানি বর্গ

১. প্রথম মহানাম সূত্র

১০১৭.১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শাক্য রাজ্যে কপিলবাস্তুর নিগ্রোধারামে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর মহানাম শাক্য ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট মহানাম শাক্য ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "ভন্তে, এই কপিলবাস্তু অত্যন্ত সমৃদ্ধ, বহুজন সমৃদ্ধ, জনাকীর্ণ ও বিপুল জনতার সমাবেশে সজ্জিত। আমি ভগবানকে এবং ভাবিতমনা (অর্হৎ) ভিক্ষুদের পূজা করে সন্ধ্যা-সময়ে কপিলবাস্তুতে প্রবেশ করি। ভন্তে, তখন ভ্রমন করতে করতে হস্তী, ঘোড়া রথ, শকট ও পুরুষের সঙ্গে আমার দেখা হয়। সেই সময়ে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘকে উপলক্ষ করে আমার যে স্মৃতি তা বিস্মৃত হয়। তখন আমার এরূপ চিন্তা হয়—'যদি এই সময়ে আমি মৃত্যুবরণ করি, তাহলে আমার কোন গতি হবে এবং কোথায় বা জন্মধারণ করব?'"

৩. "হে মহানাম, ভয় করো না, মহানাম, ভীত হয়ো না, নিষ্পাপ হবে সেরূপ মৃত্যুবরণ, সেরূপে কালগত হলেও তা নিষ্পাপ হবে। মহানাম, যে ব্যক্তির চিত্ত দীর্ঘদিন ধরে শ্রদ্ধা, শীল, শ্রুতি, ত্যাগ ও প্রজ্ঞা পরিভাবিত, তার এই কায় দৃশ্যমান, চারি মহাভৌতিক, মাতৃ-পিতৃজাত, পক্ব অন্নে গঠিত, অনিত্য (ক্ষয়শীল) দেহের মার্জনা স্বভাবী এবং ভঙ্গুর ও বিনাশশীল। সেজন্য ইহা কাক, শকুন, বাজপাখি, কুকুর, শৃগাল এবং বিভিন্ন জাতের কীটপতঙ্গ প্রাণীরাও খায়। যার চিত্ত দীর্ঘদিন ধরে শ্রদ্ধা, শীল, শ্রুতি, ত্যাগ ও প্রজ্ঞায় পরিভাবিত, তার চিত্ত শ্রেষ্ঠতা লাভে অগ্রগামী ও ঊর্ধ্বগামী হয়।

৪. যেমন মহানাম, কোনো পুরুষ গভীর হ্রদে নেমে ঘি ও তৈলের কলসী ভেঙে ফেললে সেই ভগ্ন কলসীর টুকরা ও চাড়া পানিতে তলিয়ে যায় এবং কলসীতে থাকা ঘি ও তৈল ঊর্ধ্বগামী হয় আর তা উপরে ভেসে উঠে; ঠিক তদ্রুপ মহানাম, যে ব্যক্তির চিত্ত দীর্ঘদিন ধরে শ্রদ্ধা, শীল, শ্রুতি, ত্যাগ ও প্রজ্ঞা পরিভাবিত, তার এই কায় দৃশ্যমান, চারি মহাভৌতিক, মাতৃ-পিতৃজাত, পক্ব অন্নে গঠিত, অনিত্য (ক্ষয়শীল) দেহের মার্জনা-স্বভাবী এবং ভঙ্গুর ও বিনাশশীল। সে জন্য ইহা কাক, শকুন, বাজপাখি, কুকুর, শৃগাল এবং বিভিন্ন জাতের কীটপতঙ্গ প্রাণীরাও খায়। যার চিত্ত দীর্ঘদিন ধরে শ্রদ্ধা, শীল, শ্রুতি, ত্যাগ ও প্রজ্ঞায় পরিভাবিত, তার চিত্ত শ্রেষ্ঠতা লাভে অগ্রগামী ও ঊর্ধ্বগামী হয়। মহানাম, তোমার চিত্তও দীর্ঘদিন ধরে শ্রদ্ধা, শীল, শ্রুতি, ত্যাগ ও প্রজ্ঞায় পরিভাবিত। মহানাম, ভয় করো না, মহানাম, ভীত হয়ো না, নিষ্পাপ হবে সেরূপ মৃত্যুবরণ, সেরূপে কালগত হলেও তা নিষ্পাপ হবে।" প্রথম সূত্র।

২. দ্বিতীয় মহানাম সূত্র

১০১৮.১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শাক্য রাজ্যে কপিলবাস্তুর নিগ্রোধারামে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর মহানাম শাক্য ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট মহানাম শাক্য ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "ভন্তে, এই কপিলবাস্তু অত্যন্ত সমৃদ্ধ, বহুজন সমৃদ্ধ, জনাকীর্ণ ও বিপুল জনতার সমাবেশে সজ্জিত। আমি ভগবানকে এবং ভাবিতমনা (অর্হৎ) ভিক্ষুদের পূজা করে সন্ধ্যা-সময়ে কপিলবাস্তুতে প্রবেশ করি। ভন্তে, তখন ভ্রমণ করতে করতে হস্তী, ঘোড়া রথ, শকট ও পুরুষের সঙ্গে আমার দেখা হয়। সেই সময়ে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘকে উপলক্ষ করে আমার যে স্মৃতি তা

বিস্মৃত হয়। তখন আমার এরূপ চিন্তা হয়—'যদি এই সময়ে আমি মৃত্যুবরণ করি, তাহলে আমার কোন গতি হবে এবং কোথায় বা জন্মধারণ করব?'"

৩. "হে মহানাম, ভয় করো না, মহানাম, ভীত হয়ো না, নিষ্পাপ হবে সেরূপ মৃত্যুবরণ, সেরূপে কালগত হলেও তা নিষ্পাপ হবে। মহানাম, চারিবিধ গুণধর্মে সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবক নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমাবনত হয়। সেই চারি প্রকার কী কী?

৪. মহানাম, এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধায় গুণান্বিত হয়—'ইনি সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' ধর্মের প্রতিও সে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়—'ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণপ্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সে সংঘের প্রতিও অগাধ শ্রদ্ধাগুণে সমৃদ্ধ হয়—'ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায়-পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন-পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসেবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' সে অখণ্ড, নিশ্ছিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত হয়। এই চারিবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ হয়।

৫. মহানাম, যেমন মনেকর, পূর্বাভিমুখী, পূর্বদিকে হেলে পড়া এবং পূর্বদিকে অবনত এক বৃক্ষ রয়েছে, যদি সেই বৃক্ষের মূল ছেদন করা হয়, তবে সেই বৃক্ষটি কোন দিকে হেলে পড়বে?"

৬. "ভন্তে, সেই বৃক্ষটি যেদিকে ঝুঁকে পড়েছে, যেদিকে হেলে আছে এবং যেদিকে অবনত, মূল ছেদন হলে সেদিকেই বৃক্ষটি হেলে পড়বে।"

৭. "ঠিক তদ্রুপেই মহানাম, এই চারিবিধ ধর্মে গুণান্বিত আর্যশ্রাবক নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমাবনত হয়।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. গোধ সূত্র

১০১৯.১. কপিলবাস্তু নিদান। অনন্তর মহানাম শাক্য গোধ শাক্যের নিকট

উপস্থিত হয়ে গোধ শাক্যকে এরূপ বললেন :

২. "হে গোধ, অবিনিপাতধর্মী, নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ, স্রোতাপন্ন ব্যক্তিকে কয়টি গুণে গুণান্বিত বলে আপনি অবধারণ করেন?"

"হে মহানাম, অবিনিপাতধর্মী, নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ, স্রোতাপন্ন ব্যক্তিকে আমি তিনটি গুণে গুণান্বিত বলে অবধারণ করি। সেই তিনটি কী কী? যথা : এক্ষেত্রে মহানাম, একজন আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হন, যেমন—'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা ও বুদ্ধ ভগবান।' তিনি ধর্মের প্রতিও অটল শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন; যথা—'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সংঘের প্রতিও সেই আর্যশ্রাবক এরূপে প্রসাদসম্পন্ন হন; যথা—'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণপথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' মহানাম, অবিনিপাতধর্মী, নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ, স্রোতাপন্ন ব্যক্তিকে আমি এই তিনটি গুণে গুণান্বিত বলে অবধারণ করি। আচ্ছা, মহানাম, আপনি অবিনিপাতধর্মী, নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ, স্রোতাপন্ন ব্যক্তিকে কয়টি গুণে গুণান্বিত বলে জানেন?"

৩. "হে গোধ, অবিনিপাতধর্মী, নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ, স্রোতাপন্ন ব্যক্তিকে আমি চারটি গুণে গুণান্বিত বলে অবধারণ করি। সেই চারটি কী কী? যথা : এক্ষেত্রে গোধ, একজন আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হন, যেমন—'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা ও বুদ্ধ ভগবান।' তিনি ধর্মের প্রতিও অটল শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন; যথা—'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সংঘের প্রতিও সেই আর্যশ্রাবক এরূপে প্রসাদসম্পন্ন হন; যথা—'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণপথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য,

আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' তিনি আর্য প্রশংসিত অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞ কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলে বিভূষিত হন।' গোধ, অবিনিপাতধর্মী, নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ, স্রোতাপন্ন ব্যক্তিকে আমি এই চারটি গুণে গুণান্বিত বলে অবধারণ করি।"

"আসুন মহানাম, ভগবানই তা ভাল জানবেন যে স্রোতাপন্ন ব্যক্তি এই এই গুণে গুণান্বিত নাকি নয়।"

"চলুন তাহলে গোধ, আমরা ভগবানের নিকটই যাই। ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে এই বিষয়টি জানাব।"

৪. অতঃপর মহানাম শাক্য ও গোধ শাক্য উভয়েই ভগবানের নিকট গেলেন। ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে বসে মহানাম শাক্য ভগবানকে এরূপ বললেন :

"ভন্তে, আমি গোধ শাক্যের নিকট গিয়ে তাকে এরূপ বলি—'হে গোধ, অবিনিপাতধর্মী, নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ, স্রোতাপন্ন ব্যক্তিকে কয়টি গুণে গুণান্বিত বলে আপনি অবধারণ করেন?' এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে গোধ শাক্য আমাকে বলেন :

"হে মহানাম, অবিনিপাতধর্মী, নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ, স্রোতাপন্ন ব্যক্তিকে আমি তিনটি গুণে গুণান্বিত বলে অবধারণ করি। সেই তিনটি কী কী? যথা : এক্ষেত্রে মহানাম, একজন আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হন, যেমন—'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা ও বুদ্ধ ভগবান।' তিনি ধর্মের প্রতিও অটল শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন; যথা—'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সংঘের প্রতিও সেই আর্যশ্রাবক এরূপে প্রসাদসম্পন্ন হন; যথা—'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণপথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' মহানাম, অবিনিপাতধর্মী, নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ, স্রোতাপন্ন ব্যক্তিকে আমি এই তিনটি গুণে গুণান্বিত বলে অবধারণ করি। আচ্ছা,

মহানাম, আপনি অবিনিপাতধর্মী, নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ, স্রোতাপন্ন ব্যক্তিকে কয়টি গুণে গুণান্বিত বলে জানেন?'

ভন্তে, গোধ শাক্যের প্রশ্নের জবাবে আমি তাকে বলি—'হে গোধ, অবিনিপাতধর্মী, নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ, স্রোতাপন্ন ব্যক্তিকে আমি চারটি গুণে গুণান্বিত বলে অবধারণ করি। সেই চারটি কী কী? যথা : এক্ষেত্রে গোধ, একজন আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হন, যেমন—'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা ও বুদ্ধ ভগবান।' তিনি ধর্মের প্রতিও অটল শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন; যথা—'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সংঘের প্রতিও সেই আর্যশ্রাবক এরূপে প্রসাদসম্পন্ন হন; যথা—'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণপথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' তিনি আর্য প্রশংসিত অখণ্ড, নিশ্ছিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞ কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলে বিভূষিত হন।' গোধ, অবিনিপাতধর্মী, নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ, স্রোতাপন্ন ব্যক্তিকে আমি এই চারটি গুণে গুণান্বিত বলে অবধারণ করি।'

ভন্তে, এরূপ আলোচনার প্রেক্ষিতে গোধ শাক্য আমাকে বলেন :

'আসুন, মহানাম, ভগবানই তা ভাল জানবেন যে স্রোতাপন্ন ব্যক্তি এই এই গুণে গুণান্বিত নাকি নয়।'

৫. এক্ষেত্রে ভন্তে, যদি যেকোনো দুটি বিষয় একত্রে উদ্ভুত হয় যার এক পক্ষে ভগবান এবং অপর পক্ষে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীসংঘ, উপাসক-উপাসিকাবৃন্দা, সমস্ত দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মা, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এবং দেব-মনুষ্যসহ পুরো মানবজাতি, তাহলে ভগবানের পক্ষাবলম্বীই আমি হব। ভন্তে, আমাকে এতদূর প্রসন্ন বলে ভগবান অবধারণ করুক।"

ভগবান বললেন :

"হে গোধ, এরূপ মনোভাব ব্যক্তকারী মহানাম শাক্যের সম্পর্কে তুমি কী বল?"

"ভন্তে, এরূপ মনোভাব ব্যক্তকারী মহানাম শাক্যের সম্পর্কে কল্যাণ,

কুশল ব্যতীত অন্য কিছুই বলার নেই।” তৃতীয় সূত্র।

৪. প্রথম সরণানি শাক্য সূত্র

১০২০.১. কপিলবাস্তু নিদান। সে সময়ে সরণানি শাক্য কালগত হয়েছিলেন। ‘স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ’-রূপে ভগবান কর্তৃক তিনি আখ্যাত হলেন। তা শুনে বহু শাক্য একত্রে মিলিত হয়ে অসন্তোষ ভরে বিড়বিড় করতে লাগলেন, মনমরা হলেন এবং এরূপে প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন যে—“সত্যিই আশ্চর্য! মহাশয়, সত্যিই অদ্ভুত! বর্তমানে কে না স্রোতাপন্ন হতে পারবে! সরণানি শাক্য যখন কালগত হলেন, তখন ভগবান ঘোষণা করলেন যে, সে নাকি ‘স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।’ সরণানি শাক্য তো ছিলেন শিক্ষার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশকারী এক মদ্যপী।”

অতঃপর মহানাম শাক্য ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে বসলেন। একান্তে উপবিষ্ট হয়ে মহানাম শাক্য ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. “ভন্তে, কিছুদিন হলো সরণানি শাক্য কালগত হয়েছেন। ‘স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ’-রূপে ভগবান কর্তৃক তিনি আখ্যাত হয়েছিলেন। তা শুনে বহু শাক্য একত্রে মিলিত হয়ে অসন্তোষ ভরে বিড়বিড় করতে লাগলেন, মনমরা হলেন এবং এরূপে প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন যে—“সত্যিই আশ্চর্য! মহাশয়, সত্যিই অদ্ভুত! বর্তমানে কে না স্রোতাপন্ন হতে পারবে! সরণানি শাক্য যখন কালগত হলেন, তখন ভগবান ঘোষণা করলেন যে সে নাকি ‘স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।’ সরণানি শাক্য তো ছিলেন শিক্ষার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশকারী এক মদ্যপী।”

৩. “হে মহানাম, যে দীর্ঘদিন বুদ্ধের শরণাগত, ধর্মের ও সংঘের শরণাগত উপাসক, সে কীরূপে বিনিপাত নরকে যাবে? মহানাম, যদি কেউ যথার্থরূপে ভাষণকালে বলে যে—‘ইনি দীর্ঘদিন বুদ্ধের শরণাগত, ধর্মের ও সংঘের শরণাগত উপাসক’ তাহলে সরণানি শাক্যের প্রতিই তা যথার্থরূপে বলা চলে। সেই সরণানি শাক্য কীরূপে বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হবে!

৪. এক্ষেত্রে মহানাম, কোনো কোনো ব্যক্তি বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়; যথা—‘ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-

মনুষ্যের শাস্তা ও বুদ্ধ ভগবান।' সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়; যথা—'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সংঘের প্রতিও সেই ব্যক্তি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়; যথা—'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণপথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'; সে হয় তড়িৎ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন এবং বিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। সে আসবসমূহের ক্ষয়ে অনাসব এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি উপলব্ধি করে লাভ করে অবস্থান করে। মহানাম, এই ব্যক্তি নরক হতে মুক্ত, তির্যকযোনি, প্রেতলোক এবং অপায়-দুর্গতি তথা বিনিপাত হতেও বিমুক্ত।

এক্ষেত্রে মহানাম, কোনো কোনো ব্যক্তি বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়; যথা—'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা ও বুদ্ধ ভগবান।' সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়; যথা—'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সংঘের প্রতিও সেই ব্যক্তি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়; যথা—'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণপথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'; সে হয় তড়িৎ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন কিন্তু বিমুক্তিগুণে গুণান্বিত নয়। সে পঞ্চবিধ নিম্নভাগীয় সংযোজনসমূহ পরিক্ষয় করে উপপাতিকরূপে ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়ে সে জগৎ হতে অন্যত্র পুনর্জন্ম লাভ না করে সেখানেই পরিনির্বাণ লাভ করে। মহানাম, এই ব্যক্তিও নরক হতে মুক্ত, তির্যকযোনি, প্রেতলোক এবং অপায়-দুর্গতি তথা বিনিপাত হতেও বিমুক্ত।

এক্ষেত্রে মহানাম, কোনো কোনো ব্যক্তি বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়; যথা—'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-

আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা ও বুদ্ধ ভগবান।' সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়; যথা—'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সংঘের প্রতিও সেই ব্যক্তি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়; যথা—'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণপথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'; কিন্তু সে তড়িৎ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন হয় না এবং বিমুক্তিগুণেও গুণান্বিত হয় না। সে ত্রিবিধ সংযোজন পরিক্ষয় করে রাগ-দ্বেষ ও মোহের লঘুতা সাধন করে সকৃদাগামী হয়। এবং একবারমাত্র এই জগতে জন্মধারণ করে দুঃখের অন্তসাধন করে। মহানাম, এই ব্যক্তিও নরক হতে মুক্ত, তির্যকযোনি, প্রেতলোক এবং অপায়-দুর্গতি তথা বিনিপাত হতেও বিমুক্ত।

এক্ষেত্রে মহানাম, কোনো কোনো ব্যক্তি বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়; যথা—'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা ও বুদ্ধ ভগবান।' সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়; যথা—'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সংঘের প্রতিও সেই ব্যক্তি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়; যথা—'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণপথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'; কিন্তু সে তড়িৎবুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন হয় না এবং বিমুক্তিগুণেও গুণান্বিত হয় না। সে ত্রিবিধ সংযোজন পরিক্ষয় করে অবিনিপাতধর্মী, নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ, স্রোতাপন্ন হয়। মহানাম, এই ব্যক্তিও নরক হতে মুক্ত, তির্যকযোনি, প্রেতলোক এবং অপায়-দুর্গতি তথা বিনিপাত হতেও বিমুক্ত।

এক্ষেত্রে মহানাম, কোনো কোনো ব্যক্তি বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত

প্রসাদসম্পন্ন হয় না; যথা—'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা ও বুদ্ধ ভগবান।' সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয় না; যথা—'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সংঘের প্রতিও সেই ব্যক্তি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয় না; যথা—'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণপথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'; এবং সে তড়িৎ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন হয় না এবং বিমুক্তিগুণেও গুণান্বিত হয় না। কিন্তু তার নিকট শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় বিদ্যমান থাকে। সে তথাগত প্রবর্তিত ধর্মদেশনাদি মাত্র প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে অনুমোদন করে। মহানাম, এই ব্যক্তিও নরকে গমন করে না, তির্যকযোনি, প্রেতলোক এবং অপায়-দুর্গতি তথা বিনিপাতেও গমন করে না।

এক্ষেত্রে মহানাম, কোনো কোনো ব্যক্তি বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয় না; যথা—'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা ও বুদ্ধ ভগবান।' সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয় না; যথা—'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সংঘের প্রতিও সেই ব্যক্তি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয় না; যথা—'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণপথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'; এবং সে তড়িৎ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন হয় না এবং বিমুক্তিগুণেও গুণান্বিত হয় না। কিন্তু তার নিকট শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় বিদ্যমান থাকে। তথাগতের প্রতি তার শুধু শ্রদ্ধা ও প্রেম মাত্রই বিদ্যমান। মহানাম, এই ব্যক্তিও নরকে গমন করে না, তির্যকযোনি, প্রেতলোক এবং অপায়-

দুর্গতি তথা বিনিপাতেও গমন করে না।

মহানাম, এই মহাশাল বৃক্ষসমূহ[১] যদি সুভাষণ ও দুর্ভাষণ সম্পর্কে জ্ঞাত থাকতো তবে মহাশাল বৃক্ষ সম্পর্কেও আমি বলতাম যে—'এরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।' তাহলে সরণানি শাক্য সম্পর্কে কেন অন্যথা হবে! মহানাম, সরণানি শাক্য মরণকালে ত্রিবিধ শিক্ষা[২] পূর্ণ করেছিল। চতুর্থ সূত্র।

৫. দ্বিতীয় সরণানি সূত্র

১০২১.১. কপিলবাস্তু নিদান। সে-সময়ে সরণানি শাক্য কালগত হয়েছিলেন। 'স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ'-রূপে ভগবান কর্তৃক তিনি আখ্যাত হলেন। তা শুনে বহু শাক্য একত্রে মিলিত হয়ে অসন্তোষ ভরে বিড়বিড় করতে লাগলেন, মনমরা হলেন এবং এরূপে প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন যে—"সত্যিই আশ্চর্য! মহাশয়, সত্যিই অদ্ভুত! বর্তমানে কে না স্রোতাপন্ন হতে পারবে! সরণানি শাক্য যখন কালগত হলেন, তখন ভগবান ঘোষণা করলেন যে, সে নাকি 'স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।' সরণানি শাক্য তো ছিলেন শিক্ষা অপরিপূর্ণকারী।"

অতঃপর মহানাম শাক্য ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে বসলেন। একান্তে উপবিষ্ট হয়ে মহানাম শাক্য ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "ভন্তে, কিছুদিন হলো সরণানি শাক্য কালগত হয়েছেন। 'স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ'-রূপে ভগবান কর্তৃক তিনি আখ্যাত হয়েছিলেন। তা শুনে বহু শাক্য একত্রে মিলিত হয়ে অসন্তোষ ভরে বিড়বিড় করতে লাগলেন, মনমরা হলেন এবং এরূপে প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন যে—"সত্যিই আশ্চর্য! মহাশয়, সত্যিই অদ্ভুত! বর্তমানে কে না স্রোতাপন্ন হতে পারবে! সরণানি শাক্য যখন কালগত হলেন, তখন ভগবান ঘোষণা করলেন যে, সে নাকি 'স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।' সরণানি শাক্য তো ছিলেন শিক্ষা অপূর্ণকারী।"

---

[১]। এখানে তথাগত সন্নিকটে দণ্ডায়মান চারটি শালবৃক্ষের কথা তুলে ধরেছেন।—অট্ঠকথা।

[২]। সিক্খং সমাদিযী = তীসু সিক্খাসু পরিপূরকারী অহোসী।—অর্থাৎ ত্রিবিধ শিক্ষা যথা অধিশীল, অধিচিত্ত ও অধিপ্রজ্ঞা পরিপূর্ণ করেছিল।—অট্ঠকথা।

৩. "হে মহানাম, যে দীর্ঘদিন বুদ্ধের শরণাগত, ধর্মের ও সংঘের শরণাগত উপাসক, সে কীরূপে বিনিপাত নরকে যাবে? মহানাম, যদি কেউ যথার্থরূপে ভাষণকালে বলে যে—'ইনি দীর্ঘদিন বুদ্ধের শরণাগত, ধর্মের ও সংঘের শরণাগত উপাসক' তাহলে সরণানি শাক্যের প্রতিই তা যথার্থরূপে বলা চলে। সেই সরণানি শাক্য কীরূপে বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হবে!

৪. এক্ষেত্রে মহানাম, কোনো কোনো ব্যক্তি বুদ্ধের প্রতি এরূপে একান্ত বিশ্বাসী ও অভিপ্রসন্ন হয়; যথা—'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা ও বুদ্ধ ভগবান।' সে ধর্মের প্রতিও একান্ত বিশ্বাসী ও অভিপ্রসন্ন হয়; যথা—'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সংঘের প্রতিও সেই ব্যক্তি এরূপে একান্ত বিশ্বাসী ও অভিপ্রসন্ন হয়; যথা—'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণপথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'; সে হয় তড়িৎ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন এবং বিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। সে আসবসমূহের ক্ষয়ে অনাসব এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি উপলব্ধি করে লাভ করে অবস্থান করে। মহানাম, এই ব্যক্তি নরক হতে মুক্ত, তির্যকযোনি, প্রেতলোক এবং অপায়-দুর্গতি তথা বিনিপাত হতেও বিমুক্ত।

এক্ষেত্রে মহানাম, কোনো কোনো ব্যক্তি বুদ্ধের প্রতি এরূপে একান্ত বিশ্বাসী ও অভিপ্রসন্ন হয়; যথা—'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা ও বুদ্ধ ভগবান।' সে ধর্মের প্রতিও একান্ত বিশ্বাসী ও অভিপ্রসন্ন হয়; যথা—'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সংঘের প্রতিও সেই ব্যক্তি এরূপে একান্ত বিশ্বাসী ও অভিপ্রসন্ন হয়; যথা—'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণপথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য,

অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'; সে হয় তড়িৎ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন কিন্তু বিমুক্তিগুণে গুণান্বিত নয়। সে পঞ্চবিধ নিম্নভাগীয় সংযোজনসমূহ পরিক্ষয় করে অন্তরা-পরিনির্বাণলাভী (অনাগামী) হয়, পুনর্জন্ম ক্ষীণ করে নির্বাণলাভী, অসংস্কার বা অনুৎপত্তিহেতু পরিনির্বাণলাভী, সসংস্কার পরিনির্বাণলাভী হয় এবং অকনিষ্ঠগামী, ঊর্ধ্বস্রোতা হয়। মহানাম, এই ব্যক্তিও নরক হতে মুক্ত, তির্যকযোনি, প্রেতলোক এবং অপায়-দুর্গতি তথা বিনিপাত হতেও বিমুক্ত।

এক্ষেত্রে মহানাম, কোনো কোনো ব্যক্তি বুদ্ধের প্রতি এরূপে একান্ত বিশ্বাসী ও অভিপ্রসন্ন হয়; যথা—'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা ও বুদ্ধ ভগবান।' সে ধর্মের প্রতিও একান্ত বিশ্বাসী ও অভিপ্রসন্ন হয়; যথা—'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সংঘের প্রতিও সেই ব্যক্তি এরূপে একান্ত বিশ্বাসী ও অভিপ্রসন্ন হয়; যথা—'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণপথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'; কিন্তু সে তড়িৎ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন হয় না এবং বিমুক্তিগুণেও গুণান্বিত হয় না। সে ত্রিবিধ সংযোজন পরিক্ষয় করে রাগ-দ্বেষ ও মোহের লঘুতা সাধন করে সকৃদাগামী হয়। এবং একবারমাত্র এই জগতে জন্মধারণ করে দুঃখের অন্তসাধন করে। মহানাম, এই ব্যক্তিও নরক হতে মুক্ত, তির্যকযোনি, প্রেতলোক এবং অপায়-দুর্গতি তথা বিনিপাত হতেও বিমুক্ত।

এক্ষেত্রে মহানাম, কোনো কোনো ব্যক্তি বুদ্ধের প্রতি এরূপে একান্ত বিশ্বাসী ও অভিপ্রসন্ন হয়; যথা—'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা ও বুদ্ধ ভগবান।' সে ধর্মের প্রতিও একান্ত বিশ্বাসী ও অভিপ্রসন্ন হয়; যথা—'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সংঘের প্রতিও সেই ব্যক্তি এরূপে একান্ত বিশ্বাসী ও অভিপ্রসন্ন হয়; যথা—'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে

প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণপথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'; কিন্তু সে তড়িৎ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন হয় না এবং বিমুক্তিগুণেও গুণান্বিত হয় না। সে ত্রিবিধ সংযোজন পরিক্ষয় করে অবিনিপাতধর্মী, নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ, স্রোতাপন্ন হয়। মহানাম, এই ব্যক্তিও নরক হতে মুক্ত, তির্যকযোনি, প্রেতলোক এবং অপায়-দুর্গতি তথা বিনিপাত হতেও বিমুক্ত।

এক্ষেত্রে মহানাম, কোনো কোনো ব্যক্তি বুদ্ধের প্রতি এরূপে একান্ত বিশ্বাসী ও অভিপ্রসন্ন হয় না; যথা—'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা ও বুদ্ধ ভগবান।' সে ধর্মের প্রতিও একান্ত বিশ্বাসী ও অভিপ্রসন্ন হয় না; যথা—'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সংঘের প্রতিও সেই ব্যক্তি এরূপে একান্ত বিশ্বাসী ও অভিপ্রসন্ন হয় না; যথা—'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণপথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'; এবং সে তড়িৎ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন হয় না এবং বিমুক্তিগুণেও গুণান্বিত হয় না। কিন্তু তার নিকট শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় বিদ্যমান থাকে। সে তথাগত প্রবর্তিত ধর্মদেশনাদি মাত্র প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে অনুমোদন করে। মহানাম, এই ব্যক্তিও নরকে গমন করে না, তির্যকযোনি, প্রেতলোক এবং অপায়-দুর্গতি তথা বিনিপাতেও গমন করে না।

এক্ষেত্রে মহানাম, কোনো কোনো ব্যক্তি বুদ্ধের প্রতি এরূপে একান্ত বিশ্বাসী ও অভিপ্রসন্ন হয় না; যথা—'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা ও বুদ্ধ ভগবান।' সে ধর্মের প্রতিও একান্ত বিশ্বাসী ও অভিপ্রসন্ন হয় না; যথা—'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সংঘের প্রতিও সেই ব্যক্তি এরূপে একান্ত বিশ্বাসী ও

অভিপ্রসন্ন হয় না; যথা—'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণপথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'; এবং সে তড়িৎ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন হয় না এবং বিমুক্তিগুণেও গুণান্বিত হয় না। কিন্তু তার নিকট শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় বিদ্যমান থাকে। তথাগতের প্রতি তার শুধু শ্রদ্ধা ও প্রেম মাত্রই বিদ্যমান। মহানাম, এই ব্যক্তিও নরকে গমন করে না, তির্যকযোনি, প্রেতলোক এবং অপায়-দুর্গতি তথা বিনিপাতেও গমন করে না।

৫. যেমন, মহানাম, গোঁজ (কীলক) প্রভৃতি উপড়ে ফেলা হয়নি এমন অনুর্বরা ক্ষেত্রে, চাষের অনুপোযোগী ভূমিতে যদি খণ্ডিত, পচাঁ, বাতাতাপে বিনষ্ট, জীর্ণ বীজাদি বপিত হয় এবং যথাসময়ে বৃষ্টিপাতও না হয়, তবে কি সেই বীজসমূহের অঙ্কুরোদ্গম হওয়া, ক্রমবৃদ্ধি পাওয়া এবং পূর্ণ-উদ্ভিদরূপে বিকশিত হওয়া সম্ভব?"

"না, ভন্তে, অসম্ভব।"

"এরূপেই, মহানাম, এক্ষেত্রে ধর্ম ভুলভাবে ব্যাখ্যাত হয়, দুর্বোধ্য, বিমুক্তিতে উপনীত করায় না, উপশমে সংবর্তিত করে না এবং সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক ঘোষিত হয় না। ইহাকে আমি বলি অনুর্বরা ক্ষেত্র। আর সেরূপ ধর্মে ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন হয়ে, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন হয়ে, অনুধর্মাচারী হয়ে শিষ্যের অবস্থান করাকে আমি বলি 'নষ্টবীজ'।

যেমন, মহানাম, গোঁজ (কীলক) প্রভৃতি উৎপাটিত উর্বরা ক্ষেত্রে, চাষের উপোযোগী ভূমিতে যদি অখণ্ডিত, উত্তম, বাতাতাপে অবিনষ্ট, সরস বীজাদি উত্তমরূপে বপিত হয় এবং যথাসময়ে বৃষ্টিপাতও হয়, তবে কি সেই বীজসমূহের অঙ্কুরোদ্গম হওয়া, ক্রমবৃদ্ধি পাওয়া এবং পূর্ণ উদ্ভিদরূপে বিকশিত হওয়া সম্ভব?"

"হ্যাঁ, ভন্তে, সম্ভব।"

"এরূপেই মহানাম, এক্ষেত্রে ধর্ম উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত হয়, সহজবোধ্য, বিমুক্তিতে উপনয়ন করায়, উপশম লাভে পরিচালিত করায় এবং সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক ঘোষিত হয়। ইহাকে আমি বলি উর্বরা ক্ষেত্র। আর সেরূপ ধর্মে ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন হয়ে, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন হয়ে, অনুধর্মাচারী হয়ে শিষ্যের অবস্থান করাকে আমি বলি 'সুবীজ'। তাহলে সরণানি শাক্য সম্পর্কে

কেন অন্যথা হবে! মহানাম, সরণানি শাক্য মরণকালে শিক্ষাপদ পরিপূর্ণ করেছিল।” পঞ্চম সূত্র।

৬. প্রথম অনাথপিণ্ডিক সূত্র

১০২২.১. শ্রাবস্তী নিদান। সেই সময়ে গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক রোগগ্রস্ত, রোগ-যন্ত্রণায় দুঃখিত ও অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন। অতঃপর গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক জনৈক কর্মচারীকে ডেকে বললেন :

২. “ওহে! এদিক এসো। যেখানে আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভন্তে অবস্থান করছেন সেখানে গিয়ে আমার কথা উল্লেখ করে ভন্তের পাদপদ্মে নতশিরে বন্দনা জানিয়ে বলবে—‘ভন্তে, গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক রোগগ্রস্ত, রোগ-যন্ত্রণায় দুঃখিত ও অত্যন্ত অসুস্থ। তিনি আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভন্তের পাদপদ্মে নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছেন।’ এরূপ বলার পর ভন্তে মহোদয়কে পুনরায় বলবে—‘ভন্তে, তা উত্তম হয় যদি আয়ুষ্মান সারিপুত্র অনুকম্পাপূর্বক গৃহপতি অনাথপিণ্ডিকের গৃহে গমন করেন।’”

‘যথা আজ্ঞা’ বলে সেই গৃহস্থ কর্মচারী গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে সম্মতি দিয়ে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট গেলেন। সারিপুত্রের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবেশনের পর সেই কর্মচারী আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে এরূপ বললেন :

৩. “ভন্তে, গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক রোগগ্রস্ত, রোগ-যন্ত্রণায় দুঃখিত ও অত্যন্ত অসুস্থ। তিনি আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভন্তের পাদপদ্মে নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছেন।’ এবং এরূপ বলেছেন, ‘ভন্তে, তা উত্তম হয় যদি আয়ুষ্মান সারিপুত্র অনুকম্পাপূর্বক গৃহপতি অনাথপিণ্ডিকের গৃহে গমন করেন।’”

আয়ুষ্মান সারিপুত্র নীরবে সম্মত হলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র পূর্বাহ্ণ সময়ে পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করে পাত্র-চীবর সাথে নিয়ে আয়ুষ্মান আনন্দের পশ্চাৎগামী হয়ে গৃহপতি অনাথপিণ্ডিকের গৃহে গেলেন। তথায় উপস্থিত হয়ে নির্ধারিত আসনে বসলেন। আসনে উপবিষ্ট হয়ে আয়ুষ্মান সারিপুত্র গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন :

৫. “হে গৃহপতি, আপনার রোগ উপশম হচ্ছে কি? আগের চেয়ে সুস্থ লাগছে কি? আপনার দুঃখবেদনা বৃদ্ধি না পেয়ে হ্রাস পাচ্ছে কি? আপনার ব্যাধি বৃদ্ধি না পেয়ে হ্রাস পাওয়ার কোনো লক্ষণ কি দেখা যাচ্ছে?”

“ভন্তে, আমার রোগ আরোগ্য হচ্ছে না, আগের চেয়েও সুস্থবোধ করছি না। আমার রোগের যাতনা না কমে বাড়ছে। হ্রাস পাওয়ার কোনো লক্ষণও

নেই, বরঞ্চ দিন দিন তা বাড়ছে।”

৬. “হে গৃহপতি, বুদ্ধের প্রতি যেরূপ অপ্রসন্নতাহেতু অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন (সাধারণজন) কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়, বুদ্ধের প্রতি সেরূপ অপ্রসন্নতা আপনার মধ্যে অবিদ্যমান। অধিকন্তু গৃহপতি, আপনার নিকট বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা বা প্রসন্নতা বিদ্যমান; যথা—‘ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা ও বুদ্ধ ভগবান।’ সেই বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা যদি আপনি নিজ মধ্যে বিদ্যমান দেখতে পান তাহলে আপনার দুঃখবেদনা শীঘ্র উপশম হতে পারে।

গৃহপতি, ধর্মের প্রতি যেরূপ অপ্রসন্নতাহেতু অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন (সাধারণজন) কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়, ধর্মের প্রতি সেরূপ অপ্রসন্নতা আপনার মধ্যে অবিদ্যমান। অধিকন্তু গৃহপতি, আপনার নিকট ধর্মের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা বা প্রসন্নতা বিদ্যমান; যথা—‘ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।’ সেই ধর্মের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা যদি আপনি নিজ মধ্যে বিদ্যমান দেখতে পান তাহলে আপনার দুঃখবেদনা শীঘ্র উপশম হতে পারে।

গৃহপতি, সংঘের প্রতি যেরূপ অপ্রসন্নতাহেতু অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন (সাধারণজন) কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়, সংঘের প্রতি সেরূপ অপ্রসন্নতা আপনার মধ্যে অবিদ্যমান। অধিকন্তু গৃহপতি, আপনার নিকট সংঘের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা বা প্রসন্নতা বিদ্যমান; যথা—‘ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণপথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র’। সেই সংঘের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা যদি আপনি নিজ মধ্যে বিদ্যমান দেখতে পান তাহলে আপনার দুঃখবেদনা শীঘ্র উপশম হতে পারে।

গৃহপতি, যেরূপ দুঃশীলাচারে পূর্ণ অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন (সাধারণজন) কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়, সেরূপ দুঃশীলাচার আপনি করেননি। অধিকন্তু গৃহপতি, আপনার নিকট আর্যগণের প্রশংসিত অখণ্ড, নিশ্ছিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞ

কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহ বিদ্যমান। আর্যগণের প্রশংসিত সেই শীলসমূহ যদি আপনি নিজ মধ্যে বিদ্যমান দেখতে পান তাহলে আপনার দুঃখবেদনা শীঘ্র উপশম হতে পারে।

গৃহপতি, যেরূপ মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যা জ্ঞান এবং মিথ্যা বিমুক্তিতে সমন্নাগত অশ্রুতবান পৃথগ্জন (সাধারণজন) কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়, সেরূপ মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যা জ্ঞান এবং মিথ্যা বিমুক্তি আপনার মধ্যে অবিদ্যমান। অধিকন্তু গৃহপতি, আপনার নিকট সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যকজ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তি বিদ্যমান। সেই সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যকজ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তি যদি আপনি নিজ মধ্যে বিদ্যমান দেখতে পান তাহলে আপনার দুঃখবেদনা শীঘ্র উপশম হতে পারে।"

৭. অতঃপর গৃহপতি অনাথপিণ্ডিকের শীঘ্রই রোগবেদনা বিদূরিত হলো। তারপর গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক স্বয়ং আয়ুষ্মান সারিপুত্র ও আনন্দ ভন্তেকে আহারাদি পরিবেশন করলেন। যখন আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে ভোজনকৃত্য শেষ করে পাত্র হতে হাত সরিয়ে নিতে দেখলেন তখন গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক এক নিচু আসন বিছিয়ে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট অনাথপিণ্ডিক গৃহপতিকে আয়ুষ্মান সারিপুত্র এই গাথার মাধ্যমে অনুমোদন করলেন :

"তথাগতের প্রতি যার শ্রদ্ধা অবিচল,
প্রতিষ্ঠিত শ্রদ্ধা তার বিগত হয় মল।
আর্যগণের প্রশংসিত, মনোজ্ঞ তিনি,
নির্মল শীল পালনে রত আছেন যিনি।
যথাযথভাবে যে করে সংঘকে দর্শন,
সেহেতু লভে সে প্রসাদ, হয় পুণ্য বর্ধন;
অদরিদ্ররূপে তাকে করা যায় অভিহিত,
অব্যর্থ তার জীবনধারণ এ লোকে সতত।
সেহেতু জ্ঞানীজন পালন করুন অনুক্ষণ,
বুদ্ধের শাসন সদা করুন অনুস্মরণ;

শ্রদ্ধা, শীল পালনে আর ধর্মে প্রসাদিত,
নিত্য থাকুন যুক্ত এই তিনে অবিরত।”

অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র অনাথপিণ্ডিক গৃহপতিকে এই গাথার মাধ্যমে অনুমোদন করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন। তারপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবান সমীপে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দকে ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন :

৮. “হে আনন্দ, তুমি এই দিনের বেলায় কোথা হতে আসছ?”

“ভন্তে, আয়ুষ্মান সারিপুত্র কর্তৃক গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক এই এই উপদেশের মাধ্যমে উপদিষ্ট হয়েছেন।”

“আনন্দ, সারিপুত্র পণ্ডিত। এমনি মহাপ্রাজ্ঞ যে, সে স্রোতাপত্তির চারি অঙ্গ দশ প্রকারে[১] বিভাগ করতে পারবে।” ষষ্ঠ সূত্র।

৭. দ্বিতীয় অনাথপিণ্ডিক সূত্র

১০২৩.১. শ্রাবস্তী নিদান। সেই সময়ে গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক রোগগ্রস্ত, রোগ-যন্ত্রণায় দুঃখিত ও অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন। অতঃপর গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক জনৈক কর্মচারীকে ডেকে বললেন :

২. “ওহে! এদিক এসো। যেখানে আয়ুষ্মান আনন্দ ভন্তে অবস্থান করছেন সেখানে গিয়ে আমার কথা উল্লেখ করে ভন্তের পাদপদ্মে নতশিরে বন্দনা জানিয়ে বলবে—‘ভন্তে, গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক রোগগ্রস্ত, রোগ-যন্ত্রণায় দুঃখিত ও অত্যন্ত অসুস্থ। তিনি আয়ুষ্মান আনন্দ ভন্তের পাদপদ্মে নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছেন।’ এরূপ বলার পর ভন্তে মহোদয়কে পুনরায় বলবে—‘ভন্তে, তা উত্তম হয় যদি আয়ুষ্মান আনন্দ অনুকম্পাপূর্বক গৃহপতি অনাথপিণ্ডিকের গৃহে গমন করেন।’”

‘যথা আজ্ঞা’ বলে সেই গৃহস্থ কর্মচারী গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে সম্মতি দিয়ে আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট গেলেন। আনন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবেশনের পর সেই কর্মচারী আয়ুষ্মান আনন্দের এরূপ বললেন :

৩. “ভন্তে, গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক রোগগ্রস্ত, রোগ-যন্ত্রণায় দুঃখিত ও অত্যন্ত অসুস্থ। তিনি আয়ুষ্মান আনন্দ ভন্তের পাদপদ্মে নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছেন।’ এবং এরূপ বলেছেন, ‘ভন্তে, তা উত্তম হয় যদি আয়ুষ্মান

---

[১]। দসাকারেহি—আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ এবং জ্ঞান ও বিমুক্তিযোগে দশ প্রকার।

আনন্দ অনুকম্পাপূর্বক গৃহপতি অনাথপিণ্ডিকের গৃহে গমন করেন।'"

আয়ুষ্মান আনন্দ নিরবে সম্মত হলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ পূর্বাহ্ন সময়ে পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করে পাত্র-চীবর সাথে নিয়ে গৃহপতি অনাথপিণ্ডিকের গৃহে গেলেন। তথায় উপস্থিত হয়ে নির্ধারিত আসনে বসলেন। আসনে উপবিষ্ট হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দ গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন :

৫. "হে গৃহপতি, আপনার রোগ উপশম হচ্ছে কি? আগের চেয়ে সুস্থ লাগছে কি? আপনার দুঃখবেদনা বৃদ্ধি না পেয়ে হ্রাস পাচ্ছে কি? আপনার ব্যাধি বৃদ্ধি না পেয়ে হ্রাস পাওয়ার কোনো লক্ষণ কি দেখা যাচ্ছে?"

"ভন্তে, আমার রোগ আরোগ্য হচ্ছে না, আগের চেয়েও সুস্থবোধ করছি না। আমার রোগের যাতনা না কমে বাড়ছে। হ্রাস পাওয়ার কোনো লক্ষণও নেই বরঞ্চ দিন দিন তা বাড়ছে।"

৬. "হে গৃহপতি, চারটি বিষয়ে সমৃদ্ধ অশ্রুতবান, পৃথগ্‌জন (সাধারণজন) ব্যক্তির নিজ মৃত্যুর পর কি হবে এই ভেবে উত্রাস, ভীতি এবং মরণ-ভয় উৎপন্ন হয়। সেই চার কী কী? এক্ষেত্রে গৃহপতি, অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হয় এবং দুঃশীলে পূর্ণ থাকে। বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘের প্রতি অশ্রদ্ধা নিজ মধ্যে দেখতে পেয়ে এবং নিজকে দুঃশীলরূপে জানতে পেরে তার নিজ মৃত্যুর পর কি হবে এই ভেবে উত্রাস, ভীতি এবং মরণ-ভয় উৎপন্ন হয়।

৭. গৃহপতি, চারটি বিষয়ে সমৃদ্ধ শ্রুতবান, আর্যশ্রাবকের নিজ মৃত্যুর পর কি হবে এই ভেবে উত্রাস, ভীতি এবং মরণ-ভয় উৎপন্ন হয় না। সেই চার কী কী? এক্ষেত্রে গৃহপতি, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়; যথা : 'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা ও বুদ্ধ ভগবান।' সেই বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা নিজ মধ্যে দেখতে পেয়ে তার নিজ মৃত্যুর পর কি হবে এই ভেবে উত্রাস, ভীতি এবং মরণ-ভয় উৎপন্ন হয় না। পুনশ্চ গৃহপতি, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক ধর্মের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়; যথা : 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' সেই ধর্মের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা নিজ মধ্যে দেখতে পেয়ে তার নিজ মৃত্যুর পর কি হবে এই ভেবে উত্রাস, ভীতি এবং মরণ-ভয় উৎপন্ন হয় না। পুনশ্চ, গৃহপতি, শ্রুতবান আর্যশ্রাবকসংঘের প্রতি

এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়; যথা : 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণপথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'। সেই সংঘের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা নিজ মধ্যে দেখতে পেয়ে তার নিজ মৃত্যুর পর কি হবে এই ভেবে উত্রাস, ভীতি এবং মরণ-ভয় উৎপন্ন হয় না। পুনশ্চ গৃহপতি, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক আর্যগণের প্রশংসিত অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞ কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহে বিভূষিত হয়। আর্যগণের প্রশংসিত সেই শীলসমূহ নিজ মধ্যে দেখতে পেয়ে তার নিজ মৃত্যুর পর কি হবে এই ভেবে উত্রাস, ভীতি এবং মরণ-ভয় উৎপন্ন হয় না।"

৮. "ভন্তে, আনন্দ, আমি ভয় পাচ্ছি না। কী বা আমি ভয় করব? ভন্তে, আমি বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন। ভন্তে, ভগবান কর্তৃক গৃহীগণের উপযোগী যে শিক্ষাপদসমূহ দেশিত হয়েছে, সেই সমস্ত শিক্ষাপদ আমি নিজ মধ্যে খণ্ডিত আছে বলে উপলব্ধি করি না।"

"হে গৃহপতি, তা আপনার লাভই বটে, তা আপনার সুলব্ধ যে আপনার দ্বারা স্রোতাপত্তিফল ব্যখ্যাত হলো।" সপ্তম সূত্র।

৮. প্রথম ভয়-বৈর উপশান্ত সূত্র

১০২৪.১. শ্রাবস্তী নিদান। একপাশে উপবিষ্ট গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে ভগবান এরূপ বললেন :

২. "গৃহপতি, যখন হতে আর্যশ্রাবকের পাঁচ প্রকার ভয়-বৈর উপশান্ত হয়, চারি স্রোতাপত্তি অঙ্গে সে বিভূষিত হয়, আর্যধারা প্রজ্ঞার দ্বারা সুদৃষ্ট ও সুপ্রতিবিদ্ধ হয়; তখন হতে সে যদি আকাঙ্ক্ষা করে তবে নিজকে নিজেই এরূপে প্রকাশ করতে পারে; যথা : 'আমার নরক, তির্যক, প্রেত ও অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত গমন ক্ষীণ হয়েছে। আমি স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।'

৩. তার সেই পাঁচ প্রকার ভয়-বৈর কী কী যা তার উপশান্ত হয়? গৃহপতি, প্রাণী হত্যাকারী প্রাণিহত্যার দরুন ইহজীবনেই ভয়-বৈর বৃদ্ধি করে, মৃত্যুর পরও ভয়-বৈর বৃদ্ধি করে এবং মানসিকভাবেও দুঃখ-দৌর্মনস্য পায়। এরূপ প্রাণিহত্যা হতে বিরত ব্যক্তির সেই ভয়-বৈরতা (শত্রুতা) উপশান্ত হয়।

গৃহপতি, অদত্তবস্তু গ্রহণকারী চুরির দরুন, মিথ্যাকামাচারী সেই মিথ্যাকামাচারের দরুন, মিথ্যাবাদী তার মিথ্যা কথনের দরুন এবং সুরা-মৈরেয় পানে প্রমত্ত জন সুরা-মদ পানের দরুন ইহজীবনেই ভয়-বৈর বৃদ্ধি করে, মৃত্যুর পরও ভয়-বৈর বৃদ্ধি করে এবং মানসিকভাবেও দুঃখ-দৌর্মনস্য পায়। এরূপ অদত্তবস্তু গ্রহণ, মিথ্যাকামাচার, মিথ্যা কথন এবং প্রমত্ততাদায়ক মদ্য পান হতে বিরত ব্যক্তির সেই ভয়-বৈর উপশান্ত হয়। এই পাঁচ প্রকার ভয়-বৈর আছে যা তার উপশান্ত হয়।

৪. কোন চারি স্রোতাপত্তি অঙ্গে সে বিভূষিত হয়? এক্ষেত্রে গৃহপতি, আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়; যথা : 'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা ও বুদ্ধ ভগবান।' সেই আর্যশ্রাবক ধর্মের প্রতিও এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়; যথা : 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' সেই আর্যশ্রাবকসংঘের প্রতিও এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়; যথা : 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণপথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'। এবং গৃহপতি, আর্যশ্রাবক আর্যগণের প্রশংসিত অখণ্ড, নিশ্ছিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞ কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহে বিভূষিত হয়।

৫. কীরূপে আর্যধারা তার প্রজ্ঞার দ্বারা সুদৃষ্ট ও সুপ্রতিবিদ্ধ হয়? এক্ষেত্রে গৃহপতি, আর্যশ্রাবক প্রতীত্যসমুৎপাদে উত্তমরূপে সম্পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করে; যথা : ইহা থাকাতে এরূপ হয়েছে, এর উৎপত্তিতে ইহাও উৎপন্ন হয়েছে; ইহা না থাকলে এটা হয় না বা হতে পারে না, ইহার ধ্বংসে এটাও নিরুদ্ধ বা ধ্বংস হয়। যেমন—'অবিদ্যার কারণে সংস্কার, সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের কারণে নাম-রূপ, নাম-রূপের কারণে ষড়ায়তন, ষড়ায়তনের কারণে স্পর্শ, স্পর্শের কারণে বেদনা, বেদনার কারণে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার কারণে উপাদান, উপাদানের কারণে ভব, ভবের কারণে জাতি (পুনর্জন্ম)-এর উৎপত্তি হয়, এই জাতি হতে জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন-

দুঃখ-দৌর্মনস্য-নৈরাশ্য প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। এরূপে শুধুমাত্র দুঃখস্কন্ধেরই সমুদয় বা উৎপত্তি হয়। অবিদ্যার অশেষ বিরাগ ও নিরোধে সংস্কারের নিরোধ হয়, সংস্কার নিরোধে বিজ্ঞানের নিরোধ হয়, বিজ্ঞানের নিরোধে নাম-রূপ নাম-রূপ নিরোধের কারণে ষড়ায়তনের নিরোধ হয়, ষড়ায়তন নিরোধের কারণে স্পর্শ নিরোধ হয়, স্পর্শ নিরোধের কারণে বেদনা নিরোধ হয়, বেদনা নিরোধের কারণে তৃষ্ণা নিরোধ হয়, তৃষ্ণা নিরোধের কারণে উপাদান নিরোধ হয়, উপাদানের নিরোধে ভব নিরোধ হয় এবং ভব নিরোধের কারণে জন্ম-জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-নৈরাশ্য প্রভৃতির নিরোধ হয়। এরূপে শুধুমাত্র দুঃখস্কন্ধেরই নিরোধ হয়। এই আর্যধারা (অরিযঞাযো) তার প্রজ্ঞার দ্বারা সুদৃষ্ট ও সুপ্রতিবিদ্ধ হয়। গৃহপতি, যখন হতে আর্যশ্রাবকের এই পাঁচ প্রকার ভয়-বৈর উপশান্ত হয়, এই চারি স্রোতাপত্তি অঙ্গে সে বিভূষিত হয় এবং এই আর্যধারা তার প্রজ্ঞার দ্বারা সুদৃষ্ট ও সুপ্রতিবিদ্ধ হয়; তখন হতে সে যদি আকাঙ্ক্ষা করে তবে নিজকে নিজেই এরূপে প্রকাশ করতে পারে; যথা : 'আমার নরক, তির্যক, প্রেত ও অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত গমন ক্ষীণ হয়েছে। আমি স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।'" অষ্টম সূত্র।

৯. দ্বিতীয় ভয়-বৈর উপশান্ত সূত্র

১০২৫.১. শ্রাবস্তী নিদান। একপাশে উপবিষ্ট ভিক্ষুগণকে (ভগবান) এরূপ বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, যখন হতে আর্যশ্রাবকের এই পাঁচ প্রকার ভয়-বৈর উপশান্ত হয়, এই চারি স্রোতাপত্তি অঙ্গে সে বিভূষিত হয় এবং এই আর্যধারা তার প্রজ্ঞার দ্বারা সুদৃষ্ট ও সুপ্রতিবিদ্ধ হয়; তখন হতে সে যদি আকাঙ্ক্ষা করে তবে নিজকে নিজেই এরূপে প্রকাশ করতে পারে; যথা : 'আমার নরক, তির্যক, প্রেত ও অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত গমন ক্ষীণ হয়েছে। আমি স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।'" নবম সূত্র।

১০. নন্দক লিচ্ছবী সূত্র

১০২৬.১. একসময় ভগবান বৈশালীর মহাবনে কূটাগারশালায় অবস্থান করছিলেন। অতঃপর মহামাত্য নন্দক লিচ্ছবী ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট মহামাত্য নন্দক লিচ্ছবীকে ভগবান এরূপ বললেন :

২. "হে নন্দক, চার প্রকার গুণধর্মে সমন্নাগত একজন আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়। সেই চার প্রকার কী কী? এক্ষেত্রে নন্দক, একজন আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়; যথা : 'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা ও বুদ্ধ ভগবান।' সেই আর্যশ্রাবক ধর্মের প্রতিও এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়; যথা : 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' সেই আর্যশ্রাবকসংঘের প্রতিও এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়; যথা : 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণপথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'। এবং নন্দক, সেই আর্যশ্রাবক আর্যগণের প্রশংসিত অখণ্ড, নিশ্ছিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞ কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহে বিভূষিত হয়। নন্দক, এই চার প্রকার গুণধর্মে সমন্নাগত একজন আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়।

৩. নন্দক, এই চারটি গুণধর্মে সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবক দিব্য ও মনুষ্য আয়ু, বর্ণ, সুখ, যশ এবং আধিপত্যের দ্বারা সৌভাগ্যমণ্ডিত বা সংযুক্ত হয়। হে নন্দক, সেই বিষয় আমি অন্য কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ হতে শুনে বলছি না। অধিকন্তু আমি স্বয়ং যা জ্ঞাত হয়েছি, দেখেছি এবং স্বয়ং বিদিত আছি, তাই প্রকাশ করছি।"

এরূপ বলার পর জনৈক ব্যক্তি এসে মহামাত্য নন্দক লিচ্ছবীকে এরূপ বলল :

"মহাশয়, স্নানের সময় হয়েছে।"

"ওহে সুহৃদ, এই বাহ্যিক দেহের স্নানক্রিয়া যথেষ্টই হয়েছে। ভগবানের প্রতি প্রসাদরূপ (বা শ্রদ্ধা) এই আভ্যন্তরীক স্নান বা শুচিতাই আমার জন্য যথেষ্ট হবে।" দশম সূত্র।

সরণানি বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

দুই মহানাম সূত্র আর গোধ ও দুই সরণানি;
দ্বে অনাথপিণ্ডিক, ভয়-বৈর ও নন্দক সূত্রে বর্গ সমাপ্ত॥

৪. পুণ্যপ্রবাহ বর্গ

১. প্রথম পুণ্যপ্রবাহ সূত্র

১০২৭.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার পুণ্যপ্রবাহ, কুশলপ্রবাহ ও সুখের আহার রয়েছে। সেই চার কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, একজন আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়; যথা : 'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা ও বুদ্ধ ভগবান।' ইহা হচ্ছে প্রথম পুণ্যপ্রবাহ, কুশলপ্রবাহ ও সুখের আহার।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়; যথা : 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় পুণ্যপ্রবাহ, কুশলপ্রবাহ ও সুখের আহার।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, সংঘের প্রতিও সে এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়; যথা : 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণপথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'। ইহা হচ্ছে তৃতীয় পুণ্যপ্রবাহ, কুশলপ্রবাহ ও সুখের আহার।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক আর্যগণের প্রশংসিত অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞ কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহে বিভূষিত হয়। ইহা হচ্ছে চতুর্থ পুণ্যপ্রবাহ, কুশলপ্রবাহ ও সুখের আহার। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার হচ্ছে পুণ্যপ্রবাহ, কুশলপ্রবাহ ও সুখের আহার।" প্রথম সূত্র।

২. দ্বিতীয় পুণ্যপ্রবাহ সূত্র

১০২৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার রয়েছে। সেই চার কী কী? এক্ষেত্রে

ভিক্ষুগণ, একজন আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়; যথা : 'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা ও বুদ্ধ ভগবান।'

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়; যথা : 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় পুণ্যপ্রবাহ, কুশলপ্রবাহ ও সুখের আহার।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, সংঘের প্রতিও সে এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়; যথা : 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণপথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'। ইহা হচ্ছে তৃতীয় পুণ্যপ্রবাহ, কুশলপ্রবাহ ও সুখের আহার।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক বিগত মাৎসর্যমল চিত্তে, মুক্ত হস্ত, উদার হস্ত, দানে রত, যাঞ্চামাত্র দানে প্রস্তুত এবং দান বন্টনে রত হয়ে গৃহে বাস করে। ইহা হচ্ছে চতুর্থ পুণ্যপ্রবাহ, কুশলপ্রবাহ ও সুখের আহার। ভিক্ষুগণ, চার প্রকার হচ্ছে পুণ্যপ্রবাহ, কুশলপ্রবাহ ও সুখের আহার।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. তৃতীয় পুণ্যপ্রবাহ সূত্র

১০২৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার রয়েছে। সেই চার কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, একজন আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়; যথা : 'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা ও বুদ্ধ ভগবান।'

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়; যথা : 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় পুণ্যপ্রবাহ, কুশলপ্রবাহ ও সুখের আহার।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, সংঘের প্রতিও সে এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়; যথা : 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা

নির্বাণপথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'। ইহা হচ্ছে তৃতীয় পুণ্যপ্রবাহ, কুশলপ্রবাহ ও সুখের আহার।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক প্রজ্ঞাবান হয়, আর্যনির্বেধিক, সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর উদয়-অস্তগামী প্রজ্ঞায় সমন্নাগত হয়। ইহা হচ্ছে চতুর্থ পুণ্যপ্রবাহ, কুশলপ্রবাহ ও সুখের আহার। ভিক্ষুগণ, চার প্রকার হচ্ছে পুণ্যপ্রবাহ, কুশলপ্রবাহ ও সুখের আহার।" তৃতীয় সূত্র।

৪. প্রথম দেবপদ সূত্র

১০৩০.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, অবিশুদ্ধ সত্ত্বগণের বিশুদ্ধিতার জন্য, অপরিশুদ্ধ সত্ত্বগণের পরিশুদ্ধির জন্য দেবগণের চার প্রকার দেবপদ (প্রণালী) আছে। সেই চার কী কী?

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, একজন আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়; যথা : 'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা ও বুদ্ধ ভগবান।' ইহা হচ্ছে অবিশুদ্ধ সত্ত্বগণের বিশুদ্ধিতার জন্য, অপরিশুদ্ধ সত্ত্বগণের পরিশুদ্ধির জন্য দেবগণের প্রথম দেববাক্য।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়; যথা : 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' ইহা হচ্ছে অবিশুদ্ধ সত্ত্বগণের বিশুদ্ধিতার জন্য, অপরিশুদ্ধ সত্ত্বগণের পরিশুদ্ধির জন্য দেবগণের দ্বিতীয় দেববাক্য।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, সংঘের প্রতিও সে এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়; যথা : 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণপথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'। ইহা হচ্ছে অবিশুদ্ধ সত্ত্বগণের বিশুদ্ধিতার জন্য, অপরিশুদ্ধ সত্ত্বগণের পরিশুদ্ধির জন্য দেবগণের তৃতীয় দেববাক্য।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক আর্যগণের প্রশংসিত অখণ্ড, নিশ্ছিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞ কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহে বিভূষিত হয়। ইহা হচ্ছে অবিশুদ্ধ সত্ত্বগণের বিশুদ্ধিতার জন্য, অপরিশুদ্ধ সত্ত্বগণের পরিশুদ্ধির জন্য দেবগণের চতুর্থ দেববাক্য। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার হচ্ছে অবিশুদ্ধ সত্ত্বগণের বিশুদ্ধিতার জন্য, অপরিশুদ্ধ সত্ত্বগণের পরিশুদ্ধির জন্য দেবগণের দেববাক্য। ” চতুর্থ সূত্র।

৫. দ্বিতীয় দেবপদ সূত্র

১০৩১.১. “হে ভিক্ষুগণ, অবিশুদ্ধ সত্ত্বগণের বিশুদ্ধিতার জন্য, অপরিশুদ্ধ সত্ত্বগণের পরিশুদ্ধির জন্য দেবগণের চার প্রকার দেবপদ (প্রণালি) আছে। সেই চার কী কী?

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, একজন আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়; যথা : ‘ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা ও বুদ্ধ ভগবান।’ ইহা হচ্ছে অবিশুদ্ধ সত্ত্বগণের বিশুদ্ধিতার জন্য, অপরিশুদ্ধ সত্ত্বগণের পরিশুদ্ধির জন্য দেবগণের প্রথম দেববাক্য।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়; যথা : ‘ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।’ ইহা হচ্ছে অবিশুদ্ধ সত্ত্বগণের বিশুদ্ধিতার জন্য, অপরিশুদ্ধ সত্ত্বগণের পরিশুদ্ধির জন্য দেবগণের দ্বিতীয় দেববাক্য।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, সংঘের প্রতিও সে এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়; যথা : ‘ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণপথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র’। ইহা হচ্ছে অবিশুদ্ধ সত্ত্বগণের বিশুদ্ধিতার জন্য, অপরিশুদ্ধ সত্ত্বগণের পরিশুদ্ধির জন্য দেবগণের তৃতীয় দেববাক্য।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক আর্যগণের প্রশংসিত অখণ্ড, নিশ্ছিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞ কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং

সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহে বিভূষিত হয়। ইহা হচ্ছে অবিশুদ্ধ সত্ত্বগণের বিশুদ্ধিতার জন্য, অপরিশুদ্ধ সত্ত্বগণের পরিশুদ্ধির জন্য দেবগণের চতুর্থ দেববাক্য। সে এরূপে বিবেচনা করে যে—'দেবগণের দেবপদ কী' সে তখন এরূপ জানতে পারে যে—'বর্তমানে আমি শুনেছি যে, সেই দেবগণ অত্যন্ত শান্ত। আর আমিও স্থায়ী বা অস্থায়ী কোনো কিছুর প্রতিও কোনোরূপ অহিতসাধন করছি না। তাই অবশ্যই আমি দেবপদ ধর্মে সমন্নাগত হয়ে অবস্থান করছি।' ইহা হচ্ছে অবিশুদ্ধ সত্ত্বগণের বিশুদ্ধিতার জন্য, অপরিশুদ্ধ সত্ত্বগণের পরিশুদ্ধির জন্য দেবগণের চার প্রকার দেবপদ বা বাক্য।" পঞ্চম সূত্র।

৬. দেব সভাগত সূত্র

১০৩২.১. "হে ভিক্ষুগণ, দেবসভায় আগত চারটি গুণধর্মে সমন্নাগত জনের সাথে দেবগণ সন্তুষ্টমনা হয়ে আলাপ করে। সেই চার কী কী?

২. "এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়; যথা : 'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা ও বুদ্ধ ভগবান।' যেই দেবগণ বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধায় সমন্নাগত হয়ে মনুষ্যলোক হতে চ্যুত হয়ে দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছে তাদের এরূপ মনোভাব হয়—'আমরা যেরূপে বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধায় সমন্নাগত হয়ে সেই মনুষ্যলোক হতে চ্যুত হয়ে এই দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছি, ঠিক সেরূপেই এই আর্যশ্রাবকও বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধায় সমন্নাগত হয়ে এই দেবগণের সন্নিধানে এসেছেন।'

পুনশ্চ, একজন আর্যশ্রাবক ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়; যথা : 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' যেই দেবগণ ধর্মের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধায় সমন্নাগত হয়ে মনুষ্যলোক হতে চ্যুত হয়ে দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছে তাদের এরূপ মনোভাব হয়—'আমরা যেরূপে ধর্মের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধায় সমন্নাগত হয়ে সেই মনুষ্যলোক হতে চ্যুত হয়ে এই দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছি, ঠিক সেরূপেই এই আর্যশ্রাবকও ধর্মের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধায় সমন্নাগত হয়ে এই দেবগণের সন্নিধানে এসেছেন।'

পুনশ্চ, একজন আর্যশ্রাবকসংঘের প্রতিও সে এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়; যথা : 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে

প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণপথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'। যেই দেবগণ সংঘের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধায় সমন্নাগত হয়ে মনুষ্যলোক হতে চ্যুত হয়ে দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছে তাদের এরূপ মনোভাব হয়—'আমরা যেরূপে সংঘের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধায় সমন্নাগত হয়ে সেই মনুষ্যলোক হতে চ্যুত হয়ে এই দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছি, ঠিক সেরূপেই এই আর্যশ্রাবকও সংঘের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধায় সমন্নাগত হয়ে এই দেবগণের সন্নিধানে এসেছেন।'

পুনশ্চ, একজন আর্যশ্রাবক আর্যগণের প্রশংসিত অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞ কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহে বিভূষিত হয়। যেই দেবগণ শীলসমূহের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধায় সমন্নাগত হয়ে মনুষ্যলোক হতে চ্যুত হয়ে দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছে তাদের এরূপ মনোভাব হয়—'আমরা যেরূপে শীলসমূহের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধায় সমন্নাগত হয়ে সেই মনুষ্যলোক হতে চ্যুত হয়ে এই দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছি, ঠিক সেরূপেই এই আর্যশ্রাবকও শীলসমূহের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধায় সমন্নাগত হয়ে এই দেবগণের সন্নিধানে এসেছেন।' ভিক্ষুগণ, দেবসভায় আগত এই চারটি গুণধর্মে সমন্নাগত জনের সাথে দেবগণ সন্তুষ্টমনা হয়ে আলাপ করে।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. মহানাম সূত্র[১]

১০৩৩.১. একসময় ভগবান শাক্য রাজ্যের কপিলবাস্তুর নিগ্রোধারামে অবস্থান করছিলেন। অতপর মহানাম শাক্য ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট মহানাম শাক্য ভগবানকে এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "ভন্তে, কীরূপে একজন উপাসক হয়?"

"মহানাম, যখন হতে একজন বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণাগত হয়, তখন হতে মহানাম, একজন উপাসক হয়।"

"ভন্তে, কীরূপে উপাসক শীলসম্পন্ন হয়?"

"মহানাম, যখন হতে উপাসক প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়, অদত্তগ্রহণ,

---

[১]। সুত্ত সংগ্রহ, অনু. জিনবংশ মহাস্থবির; ২৫নং পৃ. দ্রষ্টব্য।

মিথ্যাকামাচার, মিথ্যা ভাষণ এবং সুরা-মৈরেয়-মদ্য পান হতে বিরত হয়, তখন হতে মহানাম, একজন উপাসক শীলসম্পন্ন হয়।"

"ভন্তে, কীরূপে উপাসক শ্রদ্ধাসম্পন্ন বা শ্রদ্ধাবান হয়?"

"এক্ষেত্রে মহানাম, উপাসক শ্রদ্ধাবান হয়। সে তথাগতের বোধি জ্ঞানের প্রতি এরূপে শ্রদ্ধান্বিত হয়; যথা : 'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা ও বুদ্ধ ভগবান।' এরূপে মহানাম, উপাসক শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়।"

"ভন্তে, কীরূপে উপাসক ত্যাগসম্পন্ন হয়?"

"এক্ষেত্রে মহানাম, উপাসক বিগত মাৎসর্যমল চিত্তে মুক্তহস্ত, উদারহস্ত, দানে রত, যাচঞাামাত্র দানে প্রস্তুত এবং দান বন্টনে রত হয়ে গৃহবাস করে। এরূপে মহানাম, উপাসক ত্যাগসম্পন্ন হয়।"

"কীরূপে ভন্তে, উপাসক প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়?"

"এক্ষেত্রে মহানাম, উপাসক প্রজ্ঞাবান হয়, আর্যনির্বেধিক সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর উদয়-বিলয়গামী প্রজ্ঞায় সমন্নাগত হয়। এরূপে মহানাম, উপাসক প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়।" সপ্তম সূত্র।

৮. বর্ষা সূত্র

১০৩৪.১. "যেমন ভিক্ষুগণ, পর্বতের উপরে বৃষ্টিদেব বড় ফোঁটায় বৃষ্টিপাত করলে সেই বৃষ্টির জল নিম্নদিকে প্রবাহিত হয়ে পর্বতের কন্দর ও ফাঁটল জলপূর্ণ হয়। পর্বতের কন্দর ও ফাঁটল জলপূর্ণ হওয়ার পর ক্ষুদ্র জলাশয়গুলোও জলপূর্ণ হয়, ক্ষুদ্র জলাশয় জলপূর্ণ হওয়ার পর বৃহৎ জলাশয়সমূহও জলেতে পরিপূর্ণ হয়, বৃহৎ জলাশয়সমূহ পূর্ণ হওয়ার পর ছোট নদীসমূহও জলপূর্ণ হয়, ছোট নদীসমূহ জলেতে প্লাবিত হওয়ার পর মহানদীসমূহ জলেতে পূর্ণ হয়, মহানদীসমূহ জলে প্লাবিত হওয়ার পর মহাসমুদ্রও জলেতে পরিপূর্ণ হয়। ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ, যে আর্যশ্রাবকের নিকট বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা এবং আর্যগণের প্রশংসিত শীলসমূহ বিদ্যমান; তার এই গুণধর্মসমূহ প্রবাহিত হয়ে নির্বাণ পাড়ে গমনপূর্বক আসবসমূহ ক্ষয়ের জন্য সংবর্তিত হয়।" অষ্টম সূত্র।

৯. কালিগোধা সূত্র

১০৩৫.১. একসময় ভগবান শাক্যরাজ্যের কপিলবাস্তুর নিগ্রোধারামে অবস্থান করছিলেন। অতপর ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধানপূর্বক পাত্র-

চীবর সাথে নিয়ে কালিগোধা নাম্নী জনৈকা শাক্যনীর গৃহে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে বসলেন। অতপর কালিগোধা শাক্যনী ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্টা কালিগোধা শাক্যনীকে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "হে গোধা, চারটি গুণধর্মে সমৃদ্ধা আর্যশ্রাবিকা স্রোতাপন্না, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়। সেই চার কী কী? এক্ষেত্রে গোধা, আর্যশ্রাবিকা বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়; যথা : 'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা ও বুদ্ধ ভগবান।' সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়; যথা : 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' সংঘের প্রতিও সে এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়; যথা : 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণপথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'। সে বিগত মাৎসর্যমল চিত্তে মুক্তহস্ত, উদারহস্ত, দানে রত, যাচঞামাত্র দানে প্রস্তুত এবং দান বণ্টনে রত হয়ে গৃহবাস করে। এই চারটি গুণধর্মে সমৃদ্ধা আর্যশ্রাবিকা স্রোতাপন্না, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়।"

৩. "ভন্তে, ভগবান কর্তৃক যেই চারি স্রোতাপত্তি অঙ্গ দেশিত হলো, সেই ধর্মসমূহ আমার মধ্যে বিদ্যমান এবং আমিও সেই ধর্মসমূহ সন্দর্শন করি। ভন্তে, আমি বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন; যথা : 'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা ও বুদ্ধ ভগবান।' ধর্মের প্রতিও আমি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন; যথা : 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' সংঘের প্রতিও এরূপ অবিচলিত প্রসাদ আমাতে বিদ্যমান; যথা : 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণপথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি

প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'। এবং আমার কুলগৃহে যা কিছু দানযোগ্য বিষয় আছে সে সমস্ত শীলবান ও কল্যাণধর্মীদের অপ্রতিবিভক্তরূপে দান দেয়া হয়।"

৪. "হে গোধা, তা সত্যি লাভ, তা সত্যিই সুলব্ধ যে তোমার দ্বারা স্রোতাপত্তিফল ব্যাখ্যাত হলো।" নবম সূত্র।

১০. নন্দিয় শাক্য সূত্র

১০৩৬.১. একসময় ভগবান শাক্যরাজ্যের কপিলবাস্তুর নিগ্রোধারামে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর নন্দিয় শাক্য ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট হয়ে নন্দিয় শাক্য ভগবানকে এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "ভন্তে, যেই আর্যশ্রাবকের নিকট চারি স্রোতাপত্তি অঙ্গ সর্বতোভাবে, একত্রে, সর্বপর্যায়ে ও সম্পূর্ণরূপে অবিদ্যমান, ভন্তে, সেই আর্যশ্রাবক 'প্রমাদবিহারী।'"

৩. "হে নন্দিয়, যার নিকট চারি স্রোতাপত্তি অঙ্গ সর্বতোভাবে, একত্রে, সর্বপর্যায়ে ও সম্পূর্ণরূপে অবিদ্যমান, তাকে আমি এই শাসন বহির্ভূত পৃথগ্জন (সাধারণজন) ব্যক্তির পর্যায়ভূক্ত বলে প্রকাশ করি। অধিকন্তু নন্দিয়, কীরূপে আর্যশ্রাবক প্রমাদবিহারী ও অপ্রমাদবিহারী হয় তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর; আমি ভাষণ করছি।"

"তাই হোক, ভন্তে," বলে নন্দিয় শাক্য ভগবানকে প্রত্যুত্তর দেয়ার পর ভগবান বলতে লাগলেন :

৪. " নন্দিয়, কীরূপে আর্যশ্রাবক প্রমাদবিহারী হয়? এক্ষেত্রে নন্দিয়, আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়; যথা : 'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা ও বুদ্ধ ভগবান।' আর্যশ্রাবক ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়; যথা : 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়; যথা : 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' সংঘের প্রতিও সে এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়; যথা : 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে

প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণপথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'। সে আর্যগণের প্রশংসিত অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞ কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহে বিভূষিত হয়। সে শুধুমাত্র বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘের প্রতি অবিচলিত প্রসাদগুণে এবং শীলসমূহের প্রতি মাত্র সন্তুষ্ট থাকে কিন্তু দিনে প্রবিবেক এবং রাত্রিতে ভাবনার উদ্দেশ্যে নির্জনতা লাভের জন্য উত্তরোত্তর প্রয়াস করে না। এরূপে সেই প্রমত্তবিহারীর প্রমোদিতভাব লাভ হয় না। প্রামোদ্যের অভাবে প্রীতিও উৎপন্ন হয় না। প্রীতির অভাবে প্রশান্তিভাব আসে না। প্রশান্তিভাব উৎপন্ন না হওয়ার দরুন সে দুঃখে অবস্থান করে। দুঃখী ব্যক্তির চিত্তও সমাধিস্থ হয় না। অসমাহিত চিত্তে ধর্মসমূহ প্রতিভাত হয় না। আর ধর্মসমূহ অপ্রতিভাতহেতু সে প্রমাদ বিহারীরূপে বিবেচিত হয়। এরূপে নন্দিয়, আর্যশ্রাবক প্রমাদবিহারী হয়।

৫. নন্দিয়, কীরূপে আর্যশ্রাবক অপ্রমাদবিহারী হয়? এক্ষেত্রে, নন্দিয়, আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়; যথা : 'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা ও বুদ্ধ ভগবান।' আর্যশ্রাবক ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়; যথা : 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়; যথা : 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' সংঘের প্রতিও সে এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়; যথা : 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণপথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'। সে আর্যগণের প্রশংসিত অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞ কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহে বিভূষিত হয়। সে শুধুমাত্র বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘের প্রতি অবিচলিত

প্রসাদগুণে এবং শীলসমূহের প্রতি সন্তুষ্ট না থেকে দিনে প্রবিবেক এবং রাত্রিতে ভাবনার উদ্দেশ্যে নির্জনতা লাভের জন্য উত্তরোত্তর প্রয়াস করে। এরূপে সেই অপ্রমত্তবিহারীর প্রমোদিতভাব লাভ হয়। প্রামোদ্যের বিদ্যমানতায় প্রীতিও উৎপন্ন হয়। প্রীতির কারণে প্রশান্তিভাব আসে। প্রশান্তিভাব উৎপন্ন হওয়ার দরুন সে সুখে অবস্থান করে। সুখী ব্যক্তির চিত্তও সমাধিস্থ হয়। সমাহিত চিত্তে ধর্মসমূহ প্রতিভাত হয়। আর ধর্মসমূহ প্রতিভাতহেতু সে অপ্রমাদবিহারীরূপে বিবেচিত হয়। এরূপে নন্দিয়, আর্যশ্রাবক অপ্রমাদবিহারী হয়।" দশম সূত্র।

পুণ্যপ্রবাহ বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

তিন পুণ্যপ্রবাহ সূত্র আর দুই দেবপদ সূত্র;
সভাগত, মহানাম ও বৃষ্টি, কালী, নন্দিয় সূত্র॥

৫. সগাথা পুণ্যপ্রবাহ বর্গ

১. প্রথম প্রবাহ সূত্র

১০৩৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার পুণ্যপ্রবাহ, কুশলপ্রবাহ ও সুখের আহার রয়েছে। সেই চার কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, একজন আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়; যথা : 'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা ও বুদ্ধ ভগবান।' ইহা হচ্ছে প্রথম পুণ্যপ্রবাহ, কুশলপ্রবাহ ও সুখের আহার।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়; যথা : 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় পুণ্যপ্রবাহ, কুশলপ্রবাহ ও সুখের আহার।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, সংঘের প্রতিও সে এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়; যথা : 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণপথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি

করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'। ইহা হচ্ছে তৃতীয় পুণ্যপ্রবাহ, কুশলপ্রবাহ ও সুখের আহার।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক আর্যগণের প্রশংসিত অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞ কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহে বিভূষিত হয়। ইহা হচ্ছে চতুর্থ পুণ্যপ্রবাহ, কুশলপ্রবাহ ও সুখের আহার। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার হচ্ছে পুণ্যপ্রবাহ, কুশলপ্রবাহ ও সুখের আহার।

২. ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার পুণ্যপ্রবাহ, কুশলপ্রবাহে সমন্নাগত আর্যশ্রাবকের পুণ্যের পরিমাণ এরূপে নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়; যথা : 'এত পরিমাণ হচ্ছে পুণ্যপ্রবাহ, কুশলপ্রবাহ ও সুখের আহার।' এই মহাপুণ্যরাশিকে অসংখ্য অপ্রমেয়রূপে অভিহিত করা চলে। যেমন ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্রের জলের পরিমাণ এরূপে নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়; যথা : 'এত পাত্র পরিমাণ জল, বা এত শত পরিমাণ অথবা এত হাজার কিংবা এত শত হাজার (লক্ষ) পাত্র পরিমাণ জল।' সেই মহাজলরাশিও অসংখ্য অপ্রমেয়রূপে ধারণা করা চলে। ঠিক তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার পুণ্যপ্রবাহে, কুশলপ্রবাহে সমন্নাগত আর্যশ্রাবকের পুণ্যের পরিমাণ এরূপে নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়; যথা : 'এত পরিমাণ হচ্ছে পুণ্যপ্রবাহ, কুশলপ্রবাহ ও সুখের আহার।' এই মহাপুণ্যরাশিকে অসংখ্য অপ্রমেয়রূপে অভিহিত করা চলে।"

ভগবান এরূপ বললেন। এরূপ বলার পর শাস্তা আবার বললেন :

"অপরিমিত মহা-উদধি ও মহাসরোবর,
অতি ভৈরব কিন্তু তা অগণিত রত্নের ঘর।
বহুজনের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়ে,
নদী যথা বয়ে চলে বহুদূর, মিলে সাগরে;
এরূপে যেবা করে দান অন্ন, বস্ত্র, আসন,
শয্যা, আস্তরণ দিয়ে করে নর-কে ভজন;
সেইরূপ পণ্ডিত হয় পুণ্যধারা প্রাপ্ত,
নদী যেমন সাগরেতে হয়ে থাকে যুক্ত।" প্রথম সূত্র।

২. দ্বিতীয় প্রবাহ সূত্র

১০৩৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার পুণ্যপ্রবাহ, কুশলপ্রবাহ ও সুখের আহার রয়েছে। সেই চার কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, একজন আর্যশ্রাবক

বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়; যথা : 'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা ও বুদ্ধ ভগবান।' ইহা হচ্ছে প্রথম পুণ্যপ্রবাহ, কুশলপ্রবাহ ও সুখের আহার।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়; যথা : 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় পুণ্যপ্রবাহ, কুশলপ্রবাহ ও সুখের আহার।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, সংঘের প্রতিও সে এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়; যথা : 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণপথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'। ইহা হচ্ছে তৃতীয় পুণ্যপ্রবাহ, কুশলপ্রবাহ ও সুখের আহার।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক বিগত মাৎসর্যমল চিত্তে মুক্তহস্ত, উদারহস্ত, দানে রত, যাচঞাামাত্র দানে প্রস্তুত এবং দান বণ্টনে রত হয়ে গৃহবাস করে। ইহা হচ্ছে চতুর্থ পুণ্যপ্রবাহ, কুশলপ্রবাহ ও সুখের আহার। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার হচ্ছে পুণ্যপ্রবাহ, কুশলপ্রবাহ ও সুখের আহার।

২. ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার পুণ্যপ্রবাহ, কুশলপ্রবাহে সমন্নাগত আর্যশ্রাবকের পুণ্যের পরিমাণ এরূপে নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়; যথা : 'এত পরিমাণ হচ্ছে পুণ্যপ্রবাহ, কুশলপ্রবাহ ও সুখের আহার।' এই মহাপুণ্যরাশিকে অসংখ্য অপ্রমেয়রূপে অভিহিত করা চলে। যেমন ভিক্ষুগণ, গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ ও মহী এই মহানদীগুলো যেখানে একত্রে আসে ও মিলিত হয়, সেখানের জলের পরিমাণ এরূপে নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়; যথা : 'এত পাত্র পরিমাণ জল, বা এত শত পরিমাণ অথবা এত হাজার কিংবা এত শত হাজার (লক্ষ) পাত্র পরিমাণ জল।' সেই মহাজলরাশিও অসংখ্য অপ্রমেয়রূপে ধারণা করা চলে। ঠিক তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার পুণ্যপ্রবাহে, কুশলপ্রবাহে সমন্নাগত আর্যশ্রাবকের পুণ্যের পরিমাণ এরূপে গণনা করা সহজসাধ্য নয়; যথা : 'এত পরিমাণ হচ্ছে পুণ্যপ্রবাহ, কুশলপ্রবাহ ও সুখের আহার।' এই মহাপুণ্যরাশিকে অসংখ্য অপ্রমেয়রূপে অভিহিত করা চলে।"

ভগবান এরূপ বললেন। এরূপ বলার পর শাস্তা আবার বললেন :

“অপরিমিত মহা-উদধি ও মহাসরোবর,
অতি ভৈরব কিন্তু তা অগণিত রত্নের ঘর।
বহুজনের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়ে
নদী যথা বয়ে চলে বহুদূর, মিলে সাগরে;
এরূপে যেবা করে দান অন্ন, বস্ত্র, আসন,
শয্যা, আস্তরণ দিয়ে করে নর-কে ভজন;
সেইরূপ পণ্ডিত হয় পুণ্যধারা প্রাপ্ত,
নদী যেমন সাগরেতে হয়ে থাকে যুক্ত।” দ্বিতীয় সূত্র।

৩. তৃতীয় প্রবাহ সূত্র

১০৩৯.১. “হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার পুণ্যপ্রবাহ, কুশলপ্রবাহ ও সুখের আহার রয়েছে। সেই চার কী কী? এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, একজন আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়; যথা : ‘ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা ও বুদ্ধ ভগবান।’ ইহা হচ্ছে প্রথম পুণ্যপ্রবাহ, কুশলপ্রবাহ ও সুখের আহার।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়; যথা : ‘ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।’ ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় পুণ্যপ্রবাহ, কুশলপ্রবাহ ও সুখের আহার।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, সংঘের প্রতিও সে এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়; যথা : ‘ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণপথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র’। ইহা হচ্ছে তৃতীয় পুণ্যপ্রবাহ, কুশলপ্রবাহ ও সুখের আহার।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক প্রজ্ঞাবান হয়, আর্যনির্বেধিক সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর উদয়-বিলয়গামী প্রজ্ঞায় সমন্নাগত হয়। এরূপে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার হচ্ছে পুণ্যপ্রবাহ, কুশলপ্রবাহ ও সুখের আহার।

২. ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার পুণ্যপ্রবাহে, কুশলপ্রবাহে সমন্নাগত আর্যশ্রাবকের পুণ্যের পরিমাণ এরূপে নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়; যথা : 'এত পরিমাণ হচ্ছে পুণ্যপ্রবাহ, কুশলপ্রবাহ ও সুখের আহার।' এই মহাপুণ্যরাশিকে অসংখ্য অপ্রমেয়রূপে অভিহিত করা চলে।"

ভগবান এরূপ বললেন। এরূপ বলার পর শাস্তা আবার বললেন :

"পুণ্যকামী যিনি সদা কুশলে প্রতিষ্ঠিত,
অমৃত প্রাপ্তির তরে করে মার্গ ভাবিত;
ধর্মসার প্রাপ্ত সেজন, ক্লেশ ক্ষয়ে রত,
নিজ মৃত্যু হবে ভেবে হয় না উৎকণ্ঠিত।" তৃতীয় সূত্র।

৪. প্রথম মহাধন সূত্র

১০৪০.১. "হে ভিক্ষুগণ, চারটি গুণধর্মে সমন্নাগত আর্যশ্রাবক 'আঢ্য, মহাধনী ও মহাভোগবান'-রূপে অভিহিত হয়। সেই চার কী কী? যথা :

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়; যথা : 'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা ও বুদ্ধ ভগবান।'

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়; যথা : 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।'

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, সংঘের প্রতিও সে এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়; যথা : 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণপথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক আর্যগণের প্রশংসিত অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞ কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহে বিভূষিত হয়। ভিক্ষুগণ, এই চারটি গুণধর্মে সমন্নাগত আর্যশ্রাবক 'আঢ্য, মহাধনী ও মহাভোগবান'-রূপে অভিহিত হয়।" চতুর্থ সূত্র।

৫. দ্বিতীয় মহাধন সূত্র

১০৪১.১. "হে ভিক্ষুগণ, চারটি গুণধর্মে সমন্নাগত আর্যশ্রাবক 'আঢ্য, মহাধনী ও মহাযশস্বী'-রূপে অভিহিত হয়। সেই চার কী কী? যথা :

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়; যথা : 'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা ও বুদ্ধ ভগবান।'

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়; যথা : 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।'

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, সংঘের প্রতিও সে এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়; যথা : 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণপথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক আর্যগণের প্রশংসিত অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞ কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহে বিভূষিত হয়। ভিক্ষুগণ, এই চারটি গুণধর্মে সমন্নাগত আর্যশ্রাবক 'আঢ্য, মহাধনী ও মহাযশস্বী'-রূপে অভিহিত হয়।" পঞ্চম সূত্র।

৬. শুদ্ধক সূত্র

১০৪২.১. "হে ভিক্ষুগণ, চারটি গুণধর্মে সমন্নাগত আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়। সেই চার কী কী? যথা :

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়; যথা : 'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা ও বুদ্ধ ভগবান।'

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়; যথা : 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।'

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, সংঘের প্রতিও সে এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়; যথা : 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণপথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক আর্যগণের প্রশংসিত অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞ কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহে বিভূষিত হয়। ভিক্ষুগণ, এই চারটি গুণধর্মে সমন্নাগত আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. নন্দিয় সূত্র

১০৪৩.১. কপিলবাস্তু নিদান। একপাশে উপবিষ্ট নন্দিয় শাক্যকে ভগবান এরূপ বললেন :

২. "হে নন্দিয়,... পূর্ব সূত্রের ন্যায়...।" সপ্তম সূত্র।

৮. ভদ্রিয় সূত্র

১০৪৪.১. কপিলবাস্তু নিদান। একপাশে উপবিষ্ট ভদ্রিয় শাক্যকে ভগবান এরূপ বললেন :

২. "হে ভদ্রিয়,... পূর্ব সূত্রের ন্যায়...।" অষ্টম সূত্র।

৯. মহানাম সূত্র

১০৪৫.১. কপিলবাস্তু নিদান। একপাশে উপবিষ্ট মহানাম শাক্যকে ভগবান এরূপ বললেন :

২. "হে মহানাম,... পূর্ব সূত্রের ন্যায়...।" নবম সূত্র।

১০. অঙ্গ সূত্র

১০৪৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার স্রোতাপত্তির অঙ্গ রয়েছে। সেই চার কী কী? যথা : সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, পূর্ণাঙ্গ মনোযোগ (যোনিস মনসিকার) এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার হচ্ছে স্রোতাপত্তির অঙ্গ।" দশম সূত্র।

সগাথা পুণ্যপ্রবাহ বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

তিন প্রবাহ ব্যক্ত হলো আরও দুই মহাধন সূত্র;
শুদ্ধ, নন্দিয়, ভদ্রিয় ও মহানাম, অঙ্গ সূত্রে বর্গ সমাপ্ত॥

৬. সপ্রাজ্ঞ বর্গ

১. সগাথা সূত্র

১০৪৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, চারটি গুণধর্মে সমন্নাগত আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়। সেই চার কী কী? যথা :

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়; যথা : 'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা ও বুদ্ধ ভগবান।'

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়; যথা : 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।'

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, সংঘের প্রতিও সে এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়; যথা : 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণপথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক আর্যগণের প্রশংসিত অখণ্ড, নিশ্ছিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞ কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহে বিভূষিত হয়। ভিক্ষুগণ, এই চারটি গুণধর্মে সমন্নাগত আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়।"

ভগবান এরূপ বলে অতঃপর শাস্তা আরও বললেন :

"তথাগতের প্রতি যার শ্রদ্ধা অবিচল,
প্রতিষ্ঠিত শ্রদ্ধা তার বিগত হয় মল।
আর্যগণের প্রশংসিত, মনোজ্ঞ তিনি,
নির্মল শীল পালনে রত আছেন যিনি।

যথাযথভাবে যে করে সংঘকে দর্শন,
সেহেতু লভে সে প্রসাদ, হয় পুণ্য বর্ধন;
অদরিদ্ররূপে তাকে করা যায় অভিহিত,
অব্যর্থ তার জীবনধারণ এ লোকে সতত।
সেহেতু জ্ঞানীজন পালন করুন অনুক্ষণ,
বুদ্ধের শাসন সদা করুন অনুস্মরণ;
শ্রদ্ধা, শীল পালনে আর ধর্মে প্রসাদিত,
নিত্য থাকুন যুক্ত এই তিনে অবিরত।" প্রথম সূত্র

২. বর্ষা উদ্‌যাপন সূত্র

১০৪৮.১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত আরামে অবস্থান করছিলেন। সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু শ্রাবস্তীতে বর্ষা উদ্‌যাপন করে কোনো কার্যোপলক্ষে কপিলবাস্তুতে উপস্থিত হলেন। কপিলবাস্তুর শাক্যগণ শুনতে পেলেন যে—'জনৈক ভিক্ষু শ্রাবস্তীতে বর্ষা উদ্‌যাপন করে কপিলবাস্তুতে এসেছেন।'

২. অতঃপর কপিলবাস্তুর শাক্যগণ সেই ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে ভিক্ষুটিকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট হয়ে কপিলবাস্তুর শাক্যগণ সেই ভিক্ষুটিকে এরূপ বললেন :

৩. "ভন্তে, ভগবান নিরোগ ও সুস্থ আছেন তো?"

"হে উপাসকগণ, ভগবান নিরোগ ও সুস্থ আছেন।"

"ভন্তে, সারিপুত্র-মৌদ্গাল্লায়ন ভন্তেরাও নিরোগ ও সুস্থ আছেন তো?"

"হে উপাসকগণ, সারিপুত্র-মৌদ্গাল্লায়ন ভন্তেরাও নিরোগ ও সুস্থ আছেন।"

"ভন্তে, ভিক্ষুসংঘও নিরোগ ও সুস্থ আছেন তো?"

"হে উপাসকগণ, ভিক্ষুসংঘও নিরোগ ও সুস্থ আছেন।"

৪. "ভন্তে, এই বর্ষার মধ্যে ভগবানের সম্মুখ হতে এমন কোনো ধর্মপর্যায় শ্রবণ করেছেন কি, ভগবানের কাছ হতে কোনো ধর্মপর্যায় গ্রহণ করেছেন কি?"

"উপাসকগণ, আমি ভগবানের কাছ হতেই এরূপ শুনেছি এবং অবধারণ করেছি যে—'হে ভিক্ষুগণ, সেসব ভিক্ষুর সংখ্যা অল্পমাত্রই যারা আসবসমূহের ক্ষয়ে অনাসব এবং চিত্তবিমুক্ত ও প্রজ্ঞাবিমুক্ত হয়ে ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা উপলব্ধি করে অর্জনপূর্বক অবস্থান করে। তাদের চেয়ে এমন

ভিক্ষুর সংখ্যাই বহুতর যারা পঞ্চবিধ অধোভাগীয় সংযোজন ক্ষয় করে উপপাতিকরূপে জন্ম নিয়েছেন। সেখানেই তারা পরিনির্বাণ লাভ করবে এবং পুনরায় সেই লোক হতে এই লোকে ফিরে আসবে না।'

উপাসকগণ, আমি ভগবানের কাছ হতে আরও শুনেছি এবং অবধারণ করেছি যে—'হে ভিক্ষুগণ, সেসব ভিক্ষুর সংখ্যা অল্পমাত্রই যারা পঞ্চবিধ অধোভাগীয় সংযোজন ক্ষয় করে উপপাতিকরূপে জন্ম নিয়েছেন। সেখানেই তারা পরিনির্বাণ লাভ করবে এবং পুনরায় সেই লোক হতে এই লোকে ফিরে আসবে না। কিন্তু তাদের চেয়ে এমন ভিক্ষুর সংখ্যাই বহুতর যারা ত্রিবিধ সংযোজন ক্ষয় করে রাগ-দ্বেষ ও মোহের তনুভাবহেতু (ক্ষীণত্বহেতু) সকৃদাগামী প্রাপ্ত হয়েছে এবং একবারমাত্র এই লোকে জন্মগ্রহণপূর্বক দুঃখের অন্তসাধন করবে।'

উপাসকগণ, আমি ভগবানের কাছ হতে আরও শুনেছি এবং অবধারণ করেছি যে—'হে ভিক্ষুগণ, সেসব ভিক্ষুর সংখ্যা অল্পমাত্রই যারা ত্রিবিধ সংযোজন ক্ষয় করে রাগ-দ্বেষ ও মোহের তনুভাবহেতু (ক্ষীণত্বহেতু) সকৃদাগামী প্রাপ্ত হয়েছে এবং একবারমাত্র এই লোকে জন্মগ্রহণপূর্বক দুঃখের অন্তসাধন করবে। অধিকন্তু, এমনতর ভিক্ষুর সংখ্যাই বহুতর যারা ত্রিবিধ সংযোজন পরিক্ষয়পূর্বক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।'" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. ধর্মদিন্ন সূত্র

১০৪৯.১. একসময় ভগবান বারাণসীর ঋষিপতনে মৃগদায়ে[১] অবস্থান করছিলেন। অতঃপর ধর্মদিন্ন উপাসক পাঁচশত উপাসকের সাথে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে বসলেন। একপাশে উপবেশনের পর ধর্মদিন্ন উপাসক ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "ভন্তে, আমাদের দীর্ঘদিন হিত ও সুখের জন্য ভগবান আমাদের উপদেশ দিন, আমাদের অনুশাসন করুন।"

"তদ্ধেতু, হে ধর্মদিন্ন, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা উচিত—'তথাগত

---

[১]। বারাণসীস্থ এই ঋষিপতন মৃগদায় সারনাথে ভগবান প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। আলচ্যে গ্রন্থেই এই ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্রটি সঙ্গীতিকারকগণ ধর্মচক্র প্রবর্তন বর্গের প্রথম সূত্র অর্থাৎ ১০৮১ নং সূত্রে সংযোজিত করেছেন। এটা অনাদি কাল হতেই বুদ্ধগণের ধর্মের প্রচার স্থান।

ভাষিত যেই গম্ভীর, গভীর অর্থপূর্ণ, লোকোত্তর ও শূন্যতা বা নির্বাণ-প্রদায়ী সূত্রান্ত (উপদেশাবলি) রয়েছে সেই উপদেশাবলি আমরা যথাসময়ে অধিগত হয়ে (অধ্যয়ন করে) অবস্থান করব।' ধর্মদিন্ন, তোমাদের এরূপই শিক্ষা করা উচিত।"

"ভন্তে, আমাদের ন্যায় সন্তানদের ভিড়ে অবস্থানকারী, কাশীচন্দন, মালা-সুগন্ধদ্রব্যাদি ব্যবহারকারী ও সোনা-রূপা গ্রহণকারীদের পক্ষে ভগবান ভাষিত যেই গম্ভীর, গভীর অর্থপূর্ণ, লোকোত্তর ও শূন্যতা বা নির্বাণ-প্রদায়ী উপদেশাবলি যথাসময়ে অধিগত হয়ে (অধ্যয়ন করে) অবস্থান করা সহজসাধ্য নয়। ভন্তে, তাই আমাদের পঞ্চ শিক্ষাপদে স্থিত থাকার জন্য উত্তরোত্তর ধর্মদেশনা করুন।"

৩. "তাহলে, হে ধর্মদিন্ন, তোমাদের এরূপ শিক্ষনীয়—'আমরা বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হব; যথা : 'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা ও বুদ্ধ ভগবান।' আমরা ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হব; যথা : 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' সংঘের প্রতিও আমরা এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হব; যথা : 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণপথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'। আর্যগণের প্রশংসিত অখণ্ড, নিশ্ছিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞ কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহে হব আমরা বিভূষিত।' ধর্মদিন্ন, তোমাদের এরূপই শিক্ষা করা উচিত।"

"ভন্তে, ভগবান কর্তৃক এখন যেই চার প্রকার স্রোতাপত্তির অঙ্গ দেশিত হয়েছে, সেই অঙ্গ আমাদের মধ্যে বিদ্যমান এবং আমরাও সেই গুণধর্ম সন্দর্শন করি। ভন্তে, আমরা বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধান্বিত; যথা : 'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা ও বুদ্ধ ভগবান।' আমরা ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন; যথা : 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে

উপনয়নকারী এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' সংঘের প্রতিও আমরা এরূপে অবিচলিত প্রসাদিত; যথা : 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণপথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'। আর্যগণের প্রশংসিত অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞ কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহের আমরা বিভূষিত।"

৪. "হে ধর্মদিন্ন, তা তোমাদের সত্যিই লাভ, তা তোমাদের পক্ষে সুলব্ধ যে, তোমাদের দ্বারা এখন স্রোতাপত্তিফল ব্যাখ্যাত হলো।" তৃতীয় সূত্র।

৪. গ্লান সূত্র

১০৫০.১. একসময় ভগবান শাক্যদের মধ্যে কপিলবাস্তুর নিগ্রোধারামে অবস্থান করছিলেন। সেই সময়ে বহুসংখ্যক ভিক্ষু এই ভেবে ভগবানের জন্য চীবর প্রস্তুত করছিলেন যে—'এই প্রস্তুতকৃত চীবর পরে ভগবান তিন মাসের বর্ষা শেষে পর্যটনের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করবেন।' মহানাম শাক্য শুনতে পেলেন—বহুসংখ্যক ভিক্ষু এই ভেবে ভগবানের জন্য চীবর প্রস্তুত করছিলেন যে, 'এই প্রস্তুতকৃত চীবর পরে ভগবান তিন মাসের বর্ষা শেষে পর্যটনের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করবেন।' তা শুনে মহানাম শাক্য ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট মহানাম শাক্য ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "ভন্তে, আমি শুনেছি যে, বহুসংখ্যক ভিক্ষু এই ভেবে ভগবানের জন্য চীবর প্রস্তুত করছিলেন যে—'এই প্রস্তুতকৃত চীবর পরে ভগবান তিন মাসের বর্ষা শেষে পর্যটনের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করবেন।' ভন্তে, একজন স্রোতাপন্ন উপাসকের দ্বারা অসুস্থ, দুঃখিত ও রোগ-যন্ত্রণায় পীড়িত অন্য স্রোতাপন্ন উপাসক কীরূপে উপদিষ্ট হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে আমরা এখনও ভগবানের নিকট হতে শুনতে পাইনি এবং ভগবানের সম্মুখাৎ অবধারণও করিনি।"

"মহানাম, একজন স্রোতাপন্ন উপাসকের দ্বারা অসুস্থ, দুঃখিত ও রোগ-যন্ত্রণায় পীড়িত অন্য স্রোতাপন্ন উপাসককে চারটি আশ্বস্তকরণযোগ্য বিষয়ের মাধ্যমে আশ্বস্ত করা উচিত; যথা : "আয়ুষ্মান, আপনি আশ্বস্ত হোন, কেননা আপনার নিকট বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা বিদ্যমান; যথা : 'ইনি সেই

ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা ও বুদ্ধ ভগবান।' ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধা আপনার মধ্যে বিদ্যমান; যথা : 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' সংঘের প্রতিও এরূপে অবিচলিত প্রসাদ আপনাতে রয়েছে; যথা : 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণপথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'। আর্যগণের প্রশংসিত অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞ কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহের আপনি বিভূষিত।'"

৩. মহানাম, একজন স্রোতাপন্ন উপাসকের দ্বারা অসুস্থ, দুঃখিত ও রোগ-যন্ত্রণায় পীড়িত অন্য স্রোতাপন্ন উপাসককে এই চারটি আশ্বস্তকরণযোগ্য বিষয়ের মাধ্যমে আশ্বাস প্রদানপূর্বক এরূপ বলা উচিত—'আয়ুষ্মান, আপনার মাতাপিতার প্রতি কি আপনার অপেক্ষারূপ অনুরক্তি রয়েছে?' যদি সে বলে—'হ্যাঁ, আমার মাতাপিতার প্রতি আমার অপেক্ষারূপ অনুরক্তি রয়েছে।' তবে তাকে এরূপ বলতে হবে—'আয়ুষ্মান, আপনার মরণ আসন্ন। মাতাপিতার প্রতি অপেক্ষা করলেও মরতে হবে, না করলেও মরতে হবে। আয়ুষ্মান, তা উত্তম হবে যদি আপনি আপনার মাতাপিতার প্রতি অনুরক্তি ত্যাগ করেন।'

তারপর সে যদি এরূপ বলে—'মাতাপিতার প্রতি আমার যে অনুরক্তি তা প্রহীন হয়েছে।' তবে তাকে পুনঃ এরূপ বলা উচিত—'আয়ুষ্মান, আপনার স্ত্রী-পুত্রের প্রতি কি আপনার অপেক্ষারূপ অনুরক্তি রয়েছে?' যদি সে বলে—'হ্যাঁ, আমার স্ত্রী-পুত্রের প্রতি আমার অপেক্ষারূপ অনুরক্তি রয়েছে।' তবে তাকে এরূপ বলতে হবে—'আয়ুষ্মান, আপনার মরণ আসন্ন। স্ত্রী-পুত্রের প্রতি অপেক্ষা করলেও মরতে হবে, না করলেও মরতে হবে। আয়ুষ্মান, তা উত্তম হবে যদি আপনি আপনার স্ত্রী-পুত্রের প্রতি অনুরক্তি ত্যাগ করেন।'

তারপর সে যদি এরূপ বলে—'স্ত্রী-পুত্রের প্রতি আমার যে অনুরক্তি তা প্রহীন হয়েছে।' তবে তাকে পুনঃ এরূপ বলা উচিত—'আয়ুষ্মান, আপনার নিকট কি মনুষ্য পঞ্চ কামগুণের প্রতি অপেক্ষারূপ আসক্তি রয়েছে?' যদি সে

বলে 'হ্যাঁ, আমার নিকট মনুষ্য পঞ্চ কামগুণের প্রতি অপেক্ষারূপ আসক্তি রয়েছে।' তবে তাকে এরূপ বলা উচিত—'আয়ুষ্মান, মনুষ্য কাম হতে অতিমনোরম ও প্রণীততর দিব্যকাম রয়েছে। আয়ুষ্মান, তা উত্তম হবে যদি আপনি মনুষ্য পঞ্চ কামগুণ হতে চিত্তকে সরিয়ে নিয়ে চতুর্মহারাজিক দেবগণের মধ্যে চিত্তকে নমিত করেন।'

তারপর সে যদি এরূপ বলে—'মনুষ্য কামগুণ হতে আমার চিত্ত নির্লিপ্ত হয়েছে এবং চতুর্মহারাজিক দেবগণের মধ্যে আমার চিত্ত নমিত হয়েছে।' তবে তখন তাকে এরূপ বলতে হবে—'আয়ুষ্মান, চর্তুমহারাজিক দেবগণ হতে তাবত্রিংশ দেবগণ, এভাবে তাবত্রিংশ দেবগণ হতে যাম দেবগণ, যাম দেবগণ হতে তুষিত দেবগণ, তুষিত দেবগণ হতে নির্মাণরতি দেবগণ, নির্মাণরতি দেবগণ হতে পরনির্মিত বশবর্তী দেবগণ, পরনির্মিত বশবর্তী দেবগণ হতে ব্রহ্মালোক অতিমনোরম ও প্রণীততর। আয়ুষ্মান, তা উত্তম হবে যদি আপনি পরনির্মিত বশবর্তী দেবগণ হতে চিত্তকে সরিয়ে নিয়ে ব্রহ্মালোকের প্রতি চিত্তকে নমিত করেন।'

তারপর সে যদি এরূপ বলে—'পরনির্মিত বশবর্তী দেবগণ হতে আমার চিত্ত নির্লিপ্ত হয়েছে এবং ব্রহ্মালোকের প্রতি আমার চিত্ত নমিত হয়েছে।' তবে তখন তাকে এরূপ বলতে হবে—'আয়ুষ্মান, ব্রহ্মালোকও অনিত্য, অধ্রুব এবং সৎকায়ের অন্তর্ভুক্ত। আয়ুষ্মান, তা উত্তম হবে যদি আপনি ব্রহ্মালোক হতেও চিত্তকে নির্লিপ্ত করে সৎকায় নিরোধে চিত্তকে নিবিষ্ট করেন।'

তারপর সে যদি এরূপ বলে—'ব্রহ্মালোক হতে আমার চিত্ত নির্লিপ্ত হয়েছে এবং সৎকায় (আত্মবাদ) নিরোধে চিত্তকে নিবিষ্ট করছি।' তবে 'বিমুক্তি হতে বিমুক্ত' এরূপ তুলনায় বিমুক্তচিত্ত উপাসকের সাথে আসবমুক্ত ভিক্ষুর সামান্যমাত্র পার্থক্য নেই বলে আমি ঘোষণা করছি।" চতুর্থ সূত্র।

৫. স্রোতাপত্তিফল সূত্র

১০৫১.১. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা স্রোতাপত্তিফল লাভের জন্য সংবর্তিত বা পরিচালিত হয়। সেই চার কী কী? যথা : সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোযোগ প্রদান এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা স্রোতাপত্তিফল লাভের জন্য পরিচালিত হয়।" পঞ্চম সূত্র।

৬. সকৃদাগামীফল সূত্র

১০৫২.১. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা সকৃদাগামীফল লাভের জন্য সংবর্তিত বা পরিচালিত হয়। সেই চার কী কী? যথা : সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোযোগ প্রদান এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা সকৃদাগামীফল লাভের জন্য পরিচালিত হয়।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. অনাগামীফল সূত্র

১০৫৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অনাগামীফল লাভের জন্য সংবর্তিত বা পরিচালিত হয়। সেই চার কী কী? যথা : সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোযোগ প্রদান এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অনাগামীফল লাভের জন্য পরিচালিত হয়।" সপ্তম সূত্র।

৮. অর্হত্ত্বফল সূত্র

১০৫৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অর্হত্ত্বফল লাভের জন্য সংবর্তিত বা পরিচালিত হয়। সেই চার কী কী? যথা : সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোযোগ প্রদান এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অর্হত্ত্বফল লাভের জন্য পরিচালিত হয়।" অষ্টম সূত্র।

৯. প্রজ্ঞা লাভ সূত্র

১০৫৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা প্রজ্ঞা লাভের জন্য সংবর্তিত বা পরিচালিত হয়। সেই চার কী কী? যথা : সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোযোগ প্রদান এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা প্রজ্ঞা লাভের জন্য পরিচালিত হয়।" নবম সূত্র।

১০. প্রজ্ঞা বৃদ্ধি সূত্র

১০৫৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা প্রজ্ঞা বৃদ্ধির জন্য সংবর্তিত বা পরিচালিত হয়। সেই চার কী কী? যথা : সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোযোগ প্রদান এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা প্রজ্ঞা

বৃদ্ধির জন্য পরিচালিত হয়।" নবম সূত্র।

১১. প্রজ্ঞা বৈপুল্য সূত্র

১০৫৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা প্রজ্ঞা বৈপুল্যের জন্য সংবর্তিত বা পরিচালিত হয়। সেই চার কী কী? যথা : সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোযোগ প্রদান এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা প্রজ্ঞা বৈপুল্যের জন্য পরিচালিত হয়।" একাদশতম সূত্র।

সপ্রাজ্ঞ বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

সগাথা, বর্ষা উদ্‌যাপন আর ধর্মদিন্ন, গ্লান সূত্র;
চারিফল সূত্র ও বৃদ্ধি, বৈপুল্য সূত্রে বর্গ সমাপ্ত॥

৭. মহাপ্রজ্ঞা বর্গ

১. মহাপ্রজ্ঞা সূত্র

১০৫৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা মহাপ্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত বা পরিচালিত হয়। সেই চার কী কী? যথা : সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোযোগ প্রদান এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা মহাপ্রাজ্ঞতার জন্য পরিচালিত হয়।" প্রথম সূত্র।

২. বহু প্রজ্ঞা সূত্র

১০৫৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা বহু প্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত বা পরিচালিত হয়। সেই চার কী কী? যথা : সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোযোগ প্রদান এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা বহু প্রাজ্ঞতার জন্য পরিচালিত হয়।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. বিপুল প্রজ্ঞা সূত্র

১০৬০.১. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা বিপুল প্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত বা পরিচালিত হয়। সেই চার কী কী? যথা :

সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোযোগ প্রদান এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা বিপুল প্রাজ্ঞতার জন্য পরিচালিত হয়।" তৃতীয় সূত্র।

৪. গম্ভীর প্রজ্ঞা সূত্র

১০৬১.১. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা গম্ভীর প্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত বা পরিচালিত হয়। সেই চার কী কী? যথা : সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোযোগ প্রদান এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা গম্ভীর প্রাজ্ঞতার জন্য পরিচালিত হয়।" চতুর্থ সূত্র।

৫. অপ্রমত্ত প্রজ্ঞা সূত্র

১০৬২.১. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অপ্রমত্ত প্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত বা পরিচালিত হয়। সেই চার কী কী? যথা : সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোযোগ প্রদান এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অপ্রমত্ত প্রাজ্ঞতার জন্য পরিচালিত হয়।" পঞ্চম সূত্র।

৬. ভূরি বা অতি মহাপ্রজ্ঞা সূত্র

১০৬৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা ভূরি প্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত বা পরিচালিত হয়। সেই চার কী কী? যথা : সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোযোগ প্রদান এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা ভূরি প্রাজ্ঞতার জন্য পরিচালিত হয়।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. প্রজ্ঞা বাহুল্য সূত্র

১০৬৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা প্রজ্ঞা বাহুল্যতার জন্য সংবর্তিত বা পরিচালিত হয়। সেই চার কী কী? যথা : সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোযোগ প্রদান এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা প্রজ্ঞা বাহুল্যতার জন্য পরিচালিত হয়।" সপ্তম সূত্র।

৮. ত্বরিত প্রজ্ঞা সূত্র

১০৬৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা ত্বরিত প্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত বা পরিচালিত হয়। সেই চার কী কী? যথা : সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোযোগ প্রদান এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা ত্বরিত প্রাজ্ঞতার জন্য পরিচালিত হয়।" অষ্টম সূত্র।

৯. ক্ষিপ্র প্রজ্ঞা সূত্র

১০৬৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা ক্ষিপ্রপ্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত বা পরিচালিত হয়। সেই চার কী কী? যথা : সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোযোগ প্রদান এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা ক্ষিপ্রপ্রাজ্ঞতার জন্য পরিচালিত হয়।" নবম সূত্র।

১০. হাস প্রজ্ঞা (পরিষ্কার বা স্বচ্ছ) সূত্র

১০৬৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা হাসপ্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত বা পরিচালিত হয়। সেই চার কী কী? যথা : সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোযোগ প্রদান এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা হাসপ্রাজ্ঞতার জন্য পরিচালিত হয়।" দশম সূত্র।

১১. জবন প্রজ্ঞা (দ্রুত উপলব্ধির জ্ঞান) সূত্র

১০৬৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা জবনপ্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত বা পরিচালিত হয়। সেই চার কী কী? যথা : সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোযোগ প্রদান এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা জবনপ্রাজ্ঞতার জন্য পরিচালিত হয়।" একাদশতম সূত্র।

১২. তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞা সূত্র

১০৬৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা তীক্ষ্ণ প্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত বা পরিচালিত হয়। সেই চার কী কী? যথা : সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোযোগ প্রদান এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা তীক্ষ্ণ

প্রাজ্ঞতার জন্য পরিচালিত হয়।” দ্বাদশ সূত্র।

১৩. নির্বেধিক (অতিশয় সুতীক্ষ্ণ প্রজ্ঞা) প্রজ্ঞা সূত্র

১০৭০.১. “হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা নির্বেধিক প্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত বা পরিচালিত হয়। সেই চার কী কী? যথা : সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোযোগ প্রদান এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা নির্বেধিক প্রাজ্ঞতার জন্য পরিচালিত হয়।” তেরতম সূত্র।

মহাপ্রজ্ঞা বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

মহাপ্রজ্ঞা, বহু-বিপুল-গম্ভীর ও অপ্রমত্ত প্রজ্ঞা সূত্র,
ভূরি প্রজ্ঞা সূত্র, প্রজ্ঞা বাহুল্য এবং ত্বরিত, ক্ষিপ্র সূত্র;
হাস, জবন, তীক্ষ্ণ ও নির্বেধিক প্রজ্ঞা সূত্রে বর্গ সমাপ্ত॥

স্রোতাপত্তি সংযুক্ত সমাপ্ত।

১২. সত্য সংযুক্ত

১. সমাধি বর্গ

১. সমাধি সূত্র

১০৭১.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, সমাধি অনুশীলন কর। ভিক্ষুগণ, সমাহিত ভিক্ষু যথাভূত বিষয় প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারে। কীরূপ যথাভূত বিষয় সে প্রকৃষ্টরূপে জানে? সে 'ইহা দুঃখ', 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে যথাভূত বিষয় সম্যকরূপে জানতে পারে। তাই ভিক্ষুগণ, সমাধি অনুশীলন কর। ভিক্ষুগণ, সমাহিত ভিক্ষু যথাভূত বিষয় প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারে।

২. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" প্রথম সূত্র।

২. নির্জনতাজনিত ধ্যান সূত্র

১০৭২.১. "হে ভিক্ষুগণ, নির্জনতায় ধ্যানের উদ্দেশ্যে প্রয়াস কর। ভিক্ষুগণ, নির্জনাগত ভিক্ষু যথাভূত বিষয় প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারে। কীরূপ যথাভূত বিষয় সে প্রকৃষ্টরূপে জানে? সে 'ইহা দুঃখ', 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে যথাভূত বিষয় সম্যকরূপে জানতে পারে। তাই ভিক্ষুগণ, নির্জনতায় ধ্যানের উদ্দেশ্যে প্রয়াস কর। ভিক্ষুগণ, নির্জনাগত ভিক্ষু যথাভূত বিষয় প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারে।

২. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. প্রথম কুলপুত্র সূত্র

১০৭৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, অতীতে যে সকল কুলপুত্র সম্যকভাবে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হয়েছিল, তারা সকলেই চারি আর্যসত্য যথাভূতরূপে উপলব্ধির জন্যই প্রব্রজিত হয়েছিল। ভিক্ষুগণ, অনাগতে যে

সকল কুলপুত্র সম্যকভাবে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হবে, তারা সকলেই চারি আর্যসত্য যথাভূতরূপে উপলব্ধির জন্যই প্রব্রজিত হবে। এবং বর্তমানে যে-সকল কুলপুত্র সম্যকভাবে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হচ্ছে, তারাও সকলেই চারি আর্যসত্য যথাভূতরূপে উপলব্ধির জন্যই প্রব্রজিত হচ্ছে।

২. সেই চার প্রকার কী কী? যথা : দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখের কারণ বা সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য এবং দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য। ভিক্ষুগণ, অতীতে যে-সকল কুলপুত্র সম্যকভাবে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হয়েছিল, তারা সকলেই এই চারি আর্যসত্য যথাভূতরূপে উপলব্ধির জন্যই প্রব্রজিত হয়েছিল। ভিক্ষুগণ, অনাগতে যে সকল কুলপুত্র সম্যকভাবে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হবে, তারা সকলেই এই চারি আর্যসত্য যথাভূতরূপে উপলব্ধির জন্যই প্রব্রজিত হবে। এবং বর্তমানে যে সকল কুলপুত্র সম্যকভাবে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হচ্ছে, তারাও সকলেই এই চারি আর্যসত্য যথাভূতরূপে উপলব্ধির জন্যই প্রব্রজিত হচ্ছে।

৩. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" তৃতীয় সূত্র।

৪. দ্বিতীয় কুলপুত্র সূত্র

১০৭৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, অতীতে সম্যকভাবে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত যে সকল কুলপুত্র যথাভূত বিষয় উপলব্ধি করেছিল, তারা সকলেই চারি আর্যসত্য যথাভূতরূপে উপলব্ধি করেছিল। ভিক্ষুগণ, অনাগতে সম্যকভাবে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত যে সকল কুলপুত্র যথাভূত বিষয় উপলব্ধি করবে, তারাও সকলেই চারি আর্যসত্য যথাভূতরূপে উপলব্ধি করবে। এবং বর্তমানে সম্যকভাবে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত যে সকল কুলপুত্র যথাভূত বিষয় উপলব্ধি করছে, তারাও সকলেই চারি আর্যসত্য যথাভূতরূপে উপলব্ধি করছে।

২. সেই চার প্রকার কী কী? যথা : দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখের কারণ বা সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য এবং দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য। ভিক্ষুগণ, অতীতে সম্যকভাবে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায়

প্রব্রজিত যে-সকল কুলপুত্র যথাভূত বিষয় উপলব্ধি করেছিল, তারা সকলেই এই চারি আর্যসত্য যথাভূতরূপে উপলব্ধি করেছিল। ভিক্ষুগণ, অনাগতে সম্যকভাবে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত যে সকল কুলপুত্র যথাভূত বিষয় উপলব্ধি করবে, তারাও সকলেই এই চারি আর্যসত্য যথাভূতরূপে উপলব্ধি করবে। এবং বর্তমানে সম্যকভাবে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত যে-সকল কুলপুত্র যথাভূত বিষয় উপলব্ধি করছে, তারাও সকলেই এই চারি আর্যসত্য যথাভূতরূপে উপলব্ধি করছে।

৩. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" চতুর্থ সূত্র।

৫. প্রথম শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সূত্র

১০৭৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, অতীতে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ যথাভূত বিষয়ে সম্বোধি প্রাপ্ত হয়েছিল, তারা সকলেই চারি আর্যসত্যে সম্বোধি প্রাপ্ত হয়েছিল। ভিক্ষুগণ, অনাগতে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ যথাভূত বিষয়ে সম্বোধি প্রাপ্ত হবে, তারাও সকলেই চারি আর্যসত্যে সম্বোধি প্রাপ্ত হবে। এবং বর্তমানে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ যথাভূত বিষয়ে সম্বোধি প্রাপ্ত হচ্ছে, তারাও সকলেই চারি আর্যসত্যে সম্বোধি প্রাপ্ত হচ্ছে।

২. সেই চার প্রকার কী কী? যথা : দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখের কারণ বা সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য এবং দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য। ভিক্ষুগণ, অতীতে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ যথাভূত বিষয়ে সম্বোধি প্রাপ্ত হয়েছিল, তারা সকলেই এই চারি আর্যসত্যে সম্বোধি প্রাপ্ত হয়েছিল। ভিক্ষুগণ, অনাগতে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ যথাভূত বিষয়ে সম্বোধি প্রাপ্ত হবে, তারাও সকলেই এই চারি আর্যসত্যে সম্বোধি প্রাপ্ত হবে। এবং বর্তমানে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ যথাভূত বিষয়ে সম্বোধি প্রাপ্ত হচ্ছে, তারাও সকলেই এই চারি আর্যসত্যে সম্বোধি প্রাপ্ত হচ্ছে।

৩. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" পঞ্চম সূত্র।

৬. দ্বিতীয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সূত্র

১০৭৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, অতীতে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ যথাভূতরূপে অভিসম্বোধি লাভের কথা প্রকাশ করেছিল, তারা সকলেই চারি আর্যসত্যরূপ অভিসম্বোধি লাভের কথাই প্রকাশ করেছিল। ভিক্ষুগণ, অনাগতে যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ যথাভূতরূপে অভিসম্বোধি লাভের কথা প্রকাশ করবে, তারা সকলেই চারি আর্যসত্যরূপ অভিসম্বোধি লাভের কথাই প্রকাশ করবে। এবং বর্তমানে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ যথাভূতরূপে অভিসম্বোধি লাভের কথা প্রকাশ করছে, তারাও সকলেই চারি আর্যসত্যরূপ অভিসম্বোধি লাভের কথাই প্রকাশ করছে।

২. সেই চার প্রকার কী কী? যথা : দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখের কারণ বা সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য এবং দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য। ভিক্ষুগণ, অতীতে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ যথাভূতরূপে অভিসম্বোধি লাভের কথা প্রকাশ করেছিল, তারা সকলেই এই চারি আর্যসত্যরূপ অভিসম্বোধি লাভের কথাই প্রকাশ করেছিল। ভিক্ষুগণ, অনাগতে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ যথাভূতরূপে অভিসম্বোধি লাভের কথা প্রকাশ করবে, তারা সকলেই এই চারি আর্যসত্যরূপ অভিসম্বোধি লাভের কথাই প্রকাশ করবে। এবং বর্তমানে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ যথাভূতরূপে অভিসম্বোধি লাভের কথা প্রকাশ করছে, তারাও সকলেই এই চারি আর্যসত্যরূপ অভিসম্বোধি লাভের কথাই প্রকাশ করছে।

৩. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. বিতর্ক সূত্র

১০৭৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা পাপ-অকুশল বিতর্ক (চিন্তা); যথা : কাম-বিতর্ক, ব্যাপাদ-বিতর্ক ও বিহিংসা-বিতর্ক চিন্তা কর না। তার কারণ কী? কেননা, ভিক্ষুগণ, সেরূপ চিন্তা অর্থসংহিত বা মঙ্গলজনক নয়; তা ব্রহ্মচর্য সূচিত করে না; এবং নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য চালিত করে না।

২. ভিক্ষুগণ, বিতর্ক করতে হলে তোমরা 'ইহা দুঃখ' এরূপে বিতর্ক বা চিন্তা কর; 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধগামী

প্রতিপদা' এরূপ চিন্তা কর। তার কারণ কী? কেননা, ভিক্ষুগণ, এরূপ চিন্তা মঙ্গলজনক; তা ব্রহ্মচর্য সূচিত করে; এবং নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য চালিত করে।

৩. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" সপ্তম সূত্র।

৮. চিন্তা সূত্র

১০৭৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, এমন পাপ-অকুশল চিত্ত উৎপাদন কর না; যথা : 'জগৎ শাশ্বত', অথবা 'জগৎ অশাশ্বত'; 'জগৎ সান্ত (বা সীমাবদ্ধ)', অথবা 'জগৎ অনন্ত'; 'যেই জীব সেই শরীর' অথবা 'জীব অন্য আর শরীর অন্য'; 'তথাগত মৃত্যুর পর বিদ্যমান থাকেন' কিংবা 'তথাগত মৃত্যুর পর বিদ্যমান থাকেন না'; 'তথাগত মৃত্যুর পর বিদ্যমান থাকেন আবার থাকেনও না' কিংবা 'তথাগত মৃত্যুর পর বিদ্যমান থাকেন না আবার না থাকেন তা-ও নয়'। তার কারণ কী? কেননা, ভিক্ষুগণ, সেরূপ চিন্তা অর্থসংহিত বা মঙ্গলজনক নয়; তা ব্রহ্মচর্য সূচিত করে না; এবং নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য চালিত করে না।

২. ভিক্ষুগণ, বিতর্ক করতে হলে তোমরা 'ইহা দুঃখ' এরূপে বিতর্ক বা চিন্তা কর; 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদা' এরূপ চিন্তা কর। তার কারণ কী? কেননা, ভিক্ষুগণ, এরূপ চিন্তা মঙ্গলজনক; তা ব্রহ্মচর্য সূচিত করে; এবং নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য চালিত করে।

৩. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" অষ্টম সূত্র।

৯. ঝগড়াটে কথা সূত্র

১০৭৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এরূপ কলহপূর্ণ কথা বলবে না; যথা : 'তুমি এই ধর্ম-বিনয় সম্পর্কে জান না, আমিই এই ধর্ম-বিনয় সম্পর্কে জ্ঞাত আছি। কি-বা তুমি এই ধর্ম-বিনয় সম্পর্কে জানবে! ভুলে ভরা তুমি আর

আমিই সঠিক। ধর্মশাস্ত্র আমার অধিগত, তোমার নয়। তুমি তো আগের কথা পরে বল, আর পরের কথা বল আগে। তোমার গবেষিত বিষয় বৈষম্যপূর্ণ। তোমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে শুধুই মিথ্যে জল্পনামাত্র। যদি তুমি নিজেকে প্রকাশ করতে চাও তবে নিগৃহীতই হও মাত্র।' তার কারণ কী? কেননা, ভিক্ষুগণ, সেরূপ কথা মঙ্গলজনক নয়; তা ব্রহ্মচর্য সূচিত করে না; এবং নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য চালিত করে না।

২. ভিক্ষুগণ, কথা বলতে হলে তোমরা 'ইহা দুঃখ' এরূপ আলোচনা কর; 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদা' এরূপ আলোচনা কর। তার কারণ কী? কেননা, ভিক্ষুগণ, এরূপ আলোচনা মঙ্গলজনক; তা ব্রহ্মচর্য সূচিত করে; এবং নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য চালিত করে।

৩. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" নবম সূত্র।

১০. তিরচ্ছান কথা সূত্র

১০৮০.১. "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা নানান প্রকার তিরচ্ছান বা হীন কথা বলবে না, যেমন : 'রাজবিষয়ক কথা, চোর-সম্বন্ধীয় কথা, মহামাত্য প্রাসঙ্গিক কথা, সৈন্য সম্পর্কিত কথা, ভয় কথা, যুদ্ধবিষয়ক কথা, অন্ন-পান-বস্ত্র-শয্যা-সম্বন্ধীয় কথা, মাল্য-গন্ধ কথা, জ্ঞাতি-সম্বন্ধীয় কথা, গ্রাম-নিগম-নগর-জনপদ সম্পর্কিত কথা, স্ত্রী-পুরুষবিষয়ক কথা, দেবতা-সম্বন্ধীয় কথা, শান বাধাঁনো রাস্তা প্রসঙ্গে কথা, পুকুর ঘাটের মিথ্যে জল্পনা কথা, পূর্বপ্রেতবিষয়ক কথা, নানান প্রসঙ্গে নিরর্থক আলোচনা, জগৎ-সম্বন্ধীয় কথা, সমুদ্র-সম্পর্কিত কথা, এরূপে ভব-বিভব সম্বন্ধীয় কথা।' তার কারণ কী? কেননা, ভিক্ষুগণ, সেরূপ কথা মঙ্গলজনক নয়; তা ব্রহ্মচর্য সূচিত করে না; এবং নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য চালিত করে না।

২. ভিক্ষুগণ, কথা বলতে হলে তোমরা 'ইহা দুঃখ' এরূপ আলোচনা কর; 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদা' এরূপ আলোচনা কর। তার কারণ কী? কেননা, ভিক্ষুগণ, এরূপ আলোচনা

মঙ্গলজনক; তা ব্রহ্মচর্য সূচিত করে; এবং নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য চালিত করে।

৩. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" দশম সূত্র।

সমাধি বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

সমাধি, নির্জনতা ধ্যান, দুই কুলপুত্র সূত্র, আর দ্বে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ;
বিতর্ক, চিন্তা, ঝগড়াটে ও তিরচ্ছান কথা সূত্রে বর্গ সমাপ্ত॥

২. ধর্মচক্র প্রবর্তন বর্গ

১. ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র

১০৮১.১. একসময় ভগবান বারাণসীর ঋষিপতনে মৃগদায়ে অবস্থান করছিলেন। তথায় তিনি পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, দুইটির চরমে প্রব্রজিত ভিক্ষু-শ্রমণদের যাওয়া উচিত নয়। সেই দুইটা কী কী? প্রথমত, হীন গ্রাম্য ও সাধারণজন সেবিত অনার্য ও অনর্থকর কাম্যবস্তুতে অনুরক্ত হওয়া। আর দ্বিতীয়ত, অনার্য অনর্থকর আত্মক্লেশ-জনিত দুঃখবরণ। এই দুই অন্ত ত্যাগ করে তথাগত মধ্যমপথ অধিগত হয়েছেন। যাহা চক্ষু উৎপাদনকারী, জ্ঞান-উপশম ও অভিজ্ঞা উৎপাদনকারী এবং যাহা মানুষকে সম্বোধি বা নির্বাণের দিকে সংবর্তিত করে। বুদ্ধ তথাগত কর্তৃক অধিগত চক্ষু উৎপাদনকারী, জ্ঞান, উপশম ও অভিজ্ঞা উৎপাদনকারী এবং সম্বোধি ও নির্বাণের দিকে সংবর্তনকারী সেই মধ্যমপথ কি? ইহা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক চেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ভিক্ষুগণ, চক্ষু উৎপাদনকারী, জ্ঞান, উপশম ও অভিজ্ঞা উৎপাদনকারী এবং সম্বোধি ও নির্বাণের দিকে সংবর্তনকারী এই মধ্যম প্রতিপদা তথাগত বুদ্ধ অধিগত হয়েছেন।

৩. ভিক্ষুগণ, জন্ম-দুঃখ, জরা-দুঃখ, অপ্রিয়সংযোগ দুঃখ, প্রিয়বিয়োগে দুঃখ, ইপ্সিত বস্তুর অলাভজনিত দুঃখ ও সংক্ষেপে বলতে গেলে পঞ্চ

উপাদানস্কন্ধরূপ দুঃখকেই বলে দুঃখ আর্যসত্য। ভিক্ষুগণ, ভব হতে ভবান্তরে পুনঃপুন উৎপাদিকা তৃষ্ণা যা আনন্দ ও লোভের সাথে আগমন করে এবং সেই সেই ভবে অভিনন্দনকারিনী, ইহাকে বলা হয় দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য। তা ত্রিবিধ—কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা। ভিক্ষুগণ, সেই তৃষ্ণার নিঃশেষে বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, বিরাগ, নিক্ষেপ, মুক্তি ও অনালয়কে বলে দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য। ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক চেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদা বা দুঃখ-নিরোধের উপায় আর্যসত্য।

৪. ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ আর্যসত্য' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। ভিক্ষুগণ, 'সেই দুঃখ আর্যসত্য আমার পরিজ্ঞাত' এরূপেও অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। ভিক্ষুগণ, 'সেই দুঃখ আর্যসত্য পরিজ্ঞাতব্য' এরূপেও অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল।

৫. ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ-সমুদয় বা দুঃখের কারণ আর্যসত্য' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। ভিক্ষুগণ, 'সেই দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য পরিত্যাগ করা কর্তব্য' এরূপেও অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। 'সেই দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য আমার প্রহীন হয়েছে' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়েও তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল।

৬. ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। ভিক্ষুগণ, 'সেই দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য লাভ করা উচিত' এরূপেও অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। 'সেই দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য আমার লব্ধ হয়েছে' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়েও তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল।

৭. ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদা বা উপায় আর্যসত্য' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও

আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। ভিক্ষুগণ, 'সেই দুঃখ-নিরোধগামী উপায় আর্যসত্য অনুশীলন করা কর্তব্য' এরূপেও অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। 'সেই দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য আমার ভাবিত' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়েও তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল।

৮. ভিক্ষুগণ, এই চারি আর্যসত্যে ত্রিবিধ ক্রম অনুসারে দ্বাদশ প্রকার জ্ঞান-দর্শন যতদিন আমার পরিষ্কার হয়নি, ততদিন আমি মার, ব্রহ্মা, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কিংবা দেব-মানবের মধ্যে অনুত্তর সম্যক সম্বোধি লাভ করেছি বলে প্রকাশ করিনি।

৯. ভিক্ষুগণ, এই চারি আর্যসত্যে ত্রিবিধ ক্রম অনুসারে দ্বাদশ প্রকার জ্ঞান-দর্শন যখন আমার পরিষ্কার হয়েছিল, তখন হতে আমি মার, ব্রহ্মা, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কিংবা দেবমানবের মধ্যে অনুত্তর সম্যক সম্বোধি লাভ করেছি বলে প্রকাশ করেছি।

১০. আমার এরূপ জ্ঞান-দর্শন উৎপন্ন হয়েছিল—'আমার চিত্তবিমুক্তি প্রকুপিত হবার নয়। ইহাই আমার অন্তিম জন্ম। এই হতে আমাকে আর সংসারে জন্মগ্রহণ করতে হবে না'। ভগবান বুদ্ধ যখন এই উক্তি করলেন, তখন পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ আনন্দিত হয়ে ভগবৎ বাক্য সাধুবাদের সাথে অনুমোদন করলেন।

১১. এই ধর্মচক্র সূত্র প্রবর্তিত হলে আয়ুষ্মান কৌণ্ডণ্যের পাপরজঃমুক্ত ও কলুষবিহীন ধর্মচক্ষু (স্রোতাপত্তিমার্গফল) লাভ হয়েছিল, অর্থাৎ যা কিছু উদয়শীল তা-ই বিলয়ধর্মী। ভগবান বুদ্ধের দ্বারা ধর্মচক্র প্রবর্তিত হলে ভূমিবাসী দেবতারা এই সাধুবাদ ধ্বনি ঘোষণা করেছিলেন—'ইহা ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক বারাণসী ঋষিপতন মৃগদায়ে অনুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তিত হয়েছিল যা শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব, মার, ব্রহ্মা বা অন্য কারো দ্বারা অপ্রবর্তনীয়। ভূমিবাসী দেবগণের শব্দ শুনে চর্তুমহারাজিক দেবতারা সাধুবাদ-ধ্বনি ঘোষণা করলেন। এরূপে তাবতিংস, যাম, তুষিত, নির্মাণরতি, পরনির্মিতবশবর্তী দেবগণও সাধুবাদ-ধ্বনি ঘোষণা করেছিলেন। এইভাবে ব্রহ্মা পারিসজ্জা, ব্রহ্মা পুরোহিত, মহাব্রহ্মা, পরিত্তাভ, অপ্রমাণাভ, আভস্বর, পরিত্তশুভ, প্রমাণশুভ, শুভকিহ্ন, বেহপ্‌ফল, অবিহ, অতপ্প, সুদর্শ, সুদর্শী এবং অকনিষ্ঠবাসী দেবগণও সাধুবাদ-ধ্বনি ঘোষণা করেছিলেন।

১৭. এই প্রকারে সেই ধর্মচক্র প্রবর্তন-ক্ষণে সেই মুহূর্তে ব্রহ্মালোক পর্যন্ত শব্দ ঘোষিত হয়েছিল। তখন এই দশ হাজার চক্রবাল কম্পিত ও প্রকম্পিত

হয়েছিল। দিব্য আলোককেও অতিক্রম করে জগতে এক অপ্রমেয় এবং অত্যন্ত সুন্দর আলোকরশ্মি প্রাদুর্ভূত হয়েছিল।

অনন্তর ভগবান বুদ্ধ সুললিত কণ্ঠে প্রীতি জ্ঞাপন করলেন, "সত্যিই আয়ুষ্মান কৌণ্ডণ্য মার্গফলে (অঞ্ঞাসি) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।" তখন হতে আয়ুষ্মান কৌণ্ডণ্য "জ্ঞাত বা অর্হৎ কৌণ্ডণ্য" বলে পরিচিত হলেন। তৃতীয় সূত্র।

২. তথাগত সূত্র

১০৮২.১. "হে ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ আর্যসত্য' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। ভিক্ষুগণ, 'সেই দুঃখ আর্যসত্য আমার পরিজ্ঞাতব্য' এরূপেও অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। 'সেই দুঃখ আর্যসত্য আমার পরিজ্ঞাত' এরূপেও অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল।

২. ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ-সমুদয় বা দুঃখের কারণ আর্যসত্য' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। ভিক্ষুগণ, 'সেই দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য পরিত্যাগ করা কর্তব্য' এরূপও অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। 'সেই দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য আমার প্রহীন হয়েছে' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়েও তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল।

৩. ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। ভিক্ষুগণ, 'সেই দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য লাভ করা উচিত' এরূপেও অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। 'সেই দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য আমার লব্ধ হয়েছে' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়েও তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল।

৪. ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদা বা উপায় আর্যসত্য' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। ভিক্ষুগণ, 'সেই দুঃখ-নিরোধগামী উপায় আর্যসত্য

অনুশীলন করা কর্তব্য' এরূপেও অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। 'সেই দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য আমার ভাবিত' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়েও তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. স্কন্ধ সূত্র

১০৮৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, আর্যসত্য চার প্রকার। সেই চার কী কী? যথা : দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য এবং দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য।

২. হে ভিক্ষুগণ, দুঃখ আর্যসত্য কীরূপ? ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার উপাদানস্কন্ধকেই দুঃখ আর্যসত্য বলা হয়; যথা : রূপ-উপাদানস্কন্ধ, বেদনা-উপাদানস্কন্ধ, সংজ্ঞা-উপাদানস্কন্ধ, সংস্কার-উপাদানস্কন্ধ ও বিজ্ঞান-উপাদানস্কন্ধ। ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় দুঃখ আর্যসত্য।

৩. ভিক্ষুগণ, দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য কীরূপ? পুনর্জন্ম প্রদায়ী, নন্দীরাগযুক্ত, যত্রতত্র অভিনন্দনকারী তৃষ্ণা; যথা : কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা হচ্ছে দুঃখের কারণ বা সমুদয় আর্যসত্য। ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য।

৪. ভিক্ষুগণ, দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য কীরূপ? সেই তৃষ্ণার প্রতি অশেষরূপে বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, বিসর্জন, মুক্তি ও আসক্তিমুক্ততাকেই (অনালয়) বলা হয় দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য।

৫. ভিক্ষুগণ, দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য কীরূপ? তা হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য।

৬. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" তৃতীয় সূত্র।

৪. আধ্যাত্মিক আয়তন সূত্র

১০৮৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, আর্যসত্য চার প্রকার। সেই চার কী কী? যথা :

দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য এবং দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য।

২. হে ভিক্ষুগণ, দুঃখ আর্যসত্য কীরূপ? ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার আধ্যাত্মিক আয়তনকেই দুঃখ আর্যসত্য বলা হয়; যথা : চক্ষু আয়তন, শব্দ আয়তন, গন্ধ আয়তন রস আয়তন, স্পর্শ আয়তন ও মন আয়তন। ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় দুঃখ আর্যসত্য।

৩. ভিক্ষুগণ, দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য কীরূপ? পুনর্জন্ম প্রদায়ী, নন্দীরাগযুক্ত, যত্রতত্র অভিনন্দনকারী তৃষ্ণা; যথা : কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা হচ্ছে দুঃখের কারণ বা সমুদয় আর্যসত্য। ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য।

৪. ভিক্ষুগণ, দুঃখনিরোধ আর্যসত্য কীরূপ? সেই তৃষ্ণার প্রতি অশেষরূপে বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, বিসর্জন, মুক্তি ও আসক্তিমুক্ততাকেই (অনালয়) বলা হয় দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য।

৫. ভিক্ষুগণ, দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য কীরূপ? তা হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য।

৬. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" চতুর্থ সূত্র।

৫. প্রথম ধারণ সূত্র

১০৮৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, আমার দ্বারা দেশিত চারি আর্যসত্য তোমরা অবধারণ কর কি?" এরূপ ব্যক্ত হলে জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে বললেন :

"ভন্তে, ভগবান কর্তৃক দেশিত চারি আর্যসত্য আমি অবধারণ করি।"

"হে ভিক্ষু, আমার দ্বারা দেশিত চারি আর্যসত্য তুমি কীরূপে অবধারণ কর?"

"ভন্তে, 'দুঃখ' হচ্ছে ভগবান কর্তৃক দেশিত প্রথম আর্যসত্য, 'দুঃখ-সমুদয়' হচ্ছে দ্বিতীয় আর্যসত্য, 'দুঃখ-নিরোধ' হচ্ছে তৃতীয় আর্যসত্য এবং 'দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদা' হচ্ছে ভগবান কর্তৃক দেশিত চতুর্থ আর্যসত্য। ভন্তে, ভগবান কর্তৃক দেশিত চারি আর্যসত্য আমি এরূপে অবধারণ করি"

২. "সাধু, ভিক্ষু, সাধু। আমার দ্বারা দেশিত চারি আর্যসত্য তুমি উত্তমরূপেই অবধারণ করেছ। ভিক্ষু, আমার দ্বারা দেশিত প্রথম আর্যসত্য হচ্ছে 'দুঃখ'; আর তা সেরূপেই অবধারণ কর। 'দুঃখ-সমুদয়' হচ্ছে দ্বিতীয় আর্যসত্য, 'দুঃখ-নিরোধ' হচ্ছে তৃতীয় আর্যসত্য এবং 'দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদা' হচ্ছে আমার দ্বারা দেশিত চতুর্থ আর্যসত্য; আর সেরূপেই তা অবধারণ কর। এরূপেই, হে ভিক্ষু, আমার দ্বারা দেশিত চারি আর্যসত্য তুমি অবধারণ কর।

৩. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" পঞ্চম সূত্র।

৬. দ্বিতীয় ধারণ সূত্র

১০৮৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, আমার দ্বারা দেশিত চারি আর্যসত্য তোমরা অবধারণ কর কি?" এরূপ ব্যক্ত হলে জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে বললেন :

"ভন্তে, ভগবান কর্তৃক দেশিত চারি আর্যসত্য আমি অবধারণ করি।"

"হে ভিক্ষু, আমার দ্বারা দেশিত চারি আর্যসত্য তুমি কীরূপে অবধারণ কর?"

২. "ভন্তে, 'দুঃখ' হচ্ছে ভগবান কর্তৃক দেশিত প্রথম আর্যসত্য। যদি কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এরূপ বলে যে—'এই দুঃখ'ই শ্রমণ গৌতম কর্তৃক দেশিত প্রথম আর্যসত্য নয়। আমি সেই দুঃখ-কে প্রথম আর্যসত্যরূপে না মেনে অন্য প্রকার 'দুঃখ'-কে প্রথম আর্যসত্য রূপে প্রজ্ঞাপন করব', কিন্তু তা অসম্ভব।

'দুঃখ-সমুদয়' হচ্ছে ভগবান কর্তৃক দেশিত দ্বিতীয় আর্যসত্য। যদি কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এরূপ বলে যে—'এই দুঃখসমুদয়'ই শ্রমণ গৌতম কর্তৃক দেশিত দ্বিতীয় আর্যসত্য নয়। আমি সেই 'দুঃখসমুদয়'-কে দ্বিতীয় আর্যসত্যরূপে না মেনে অন্য প্রকার 'দুঃখসমুদয়'-কে দ্বিতীয় আর্যসত্যরূপে প্রজ্ঞাপন করব', কিন্তু তা অসম্ভব।

'দুঃখের নিরোধ' হচ্ছে ভগবান কর্তৃক দেশিত তৃতীয় আর্যসত্য। যদি কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এরূপ বলে যে—'এই দুঃখ-নিরোধ'-ই শ্রমণ গৌতম কর্তৃক দেশিত তৃতীয় আর্যসত্য নয়। আমি সেই 'দুঃখ-নিরোধ'-কে তৃতীয় আর্যসত্যরূপে না মেনে অন্য প্রকার 'দুঃখ-নিরোধ'-কে তৃতীয় আর্যসত্যরূপে

প্রজ্ঞাপন করব', কিন্তু তা অসম্ভব।

'দুঃখ-নিরোধের উপায়' হচ্ছে ভগবান কর্তৃক দেশিত চতুর্থ আর্যসত্য। যদি কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এরূপ বলে যে—'এই দুঃখ-নিরোধের উপায়'-ই শ্রমণ গৌতম কর্তৃক দেশিত চতুর্থ আর্যসত্য নয়। আমি সেই 'দুঃখ-নিরোধের উপায়'-কে চতুর্থ আর্যসত্যরূপে না মেনে অন্য প্রকার 'দুঃখ-নিরোধের উপায়'-কে চতুর্থ আর্যসত্যরূপে প্রজ্ঞাপন করব', কিন্তু তা অসম্ভব। ভন্তে, ভগবান কর্তৃক দেশিত চারি আর্যসত্য আমি এরূপে অবধারণ করি।"

২. "সাধু, ভিক্ষু, সাধু। আমার দ্বারা দেশিত চারি আর্যসত্য তুমি উত্তমরূপেই অবধারণ করেছ। ভিক্ষু, আমার দ্বারা দেশিত প্রথম আর্যসত্য হচ্ছে 'দুঃখ'; আর তা সেরূপেই অবধারণ কর। ভিক্ষু, যদি কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এরূপ বলে যে—'এই দুঃখ'-ই শ্রমণ গৌতম কর্তৃক দেশিত প্রথম আর্যসত্য নয়। আমি সেই দুঃখ-কে প্রথম আর্যসত্যরূপে না মেনে অন্য প্রকার 'দুঃখ'-কে প্রথম আর্যসত্য রূপে প্রজ্ঞাপন করব', কিন্তু তা অসম্ভব।

'দুঃখ-সমুদয়' হচ্ছে আমার দ্বারা দেশিত দ্বিতীয় আর্যসত্য, 'দুঃখ-নিরোধ' হচ্ছে তৃতীয় আর্যসত্য এবং 'দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদা বা নিরোধের উপায়' হচ্ছে আমার দ্বারা দেশিত চতুর্থ আর্যসত্য; আর সেরূপেই তা অবধারণ কর। ভিক্ষু, যদি কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এরূপ বলে যে—'এই দুঃখ-নিরোধের উপায়'-ই শ্রমণ গৌতম কর্তৃক দেশিত চতুর্থ আর্যসত্য নয়। আমি সেই 'দুঃখ-নিরোধের উপায়'-কে চতুর্থ আর্যসত্যরূপে না মেনে অন্য প্রকার 'দুঃখ-নিরোধের উপায়'-কে চতুর্থ আর্যসত্য রূপে প্রজ্ঞাপন করব', কিন্তু তা অসম্ভব। এরূপেই, হে ভিক্ষু, আমার দ্বারা দেশিত চারি আর্যসত্য তুমি অবধারণ কর।

৩. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. অবিদ্যা সূত্র

১০৮৭.১. একপাশে বসে সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন :

"ভন্তে, এই যে, 'অবিদ্যা, অবিদ্যা' বলা হয়, সেই অবিদ্যা কত প্রকার এবং কীরূপে একজন অবিদ্যাগত হয়?" "হে ভিক্ষু, দুঃখে অজ্ঞানতা, দুঃখ-সমুদয়ের প্রতিও অজ্ঞানতা, দুঃখ-নিরোধে অজ্ঞানতা এবং দুঃখ-নিরোধগামী

প্রতিপদার প্রতিও অজ্ঞানতা-কে বলা হয় অবিদ্যা এবং এরূপে একজন অবিদ্যাগত হয়।

২. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" সপ্তম সূত্র।

৮. বিদ্যা সূত্র

১০৮৮.১. অতঃপর জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "ভন্তে, এই যে, 'বিদ্যা, বিদ্যা' বলা হয়, সেই বিদ্যা কত প্রকার এবং কীরূপে একজন বিদ্যাগত হয়?"

"হে ভিক্ষু, দুঃখে জ্ঞান, দুঃখ-সমুদয়ের প্রতিও জ্ঞান, দুঃখ-নিরোধে জ্ঞান এবং দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদার প্রতিও জ্ঞান-কে বলা হয় বিদ্যা এবং এরূপে একজন বিদ্যাগত হয়।

২. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" অষ্টম সূত্র।

৯. ব্যাখ্যা সূত্র

১০৮৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ আর্যসত্য' তা আমার দ্বারা প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে। 'ইহাই হচ্ছে দুঃখ আর্যসত্য' এরূপে তার বর্ণ (বা ভাব প্রকাশ), ব্যঞ্জন ও ব্যাখ্যা অসীম। 'ইহা দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য' তা আমার দ্বারা প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে। 'ইহাই হচ্ছে দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য' এরূপে তার বর্ণ (বা ভাব প্রকাশ), ব্যঞ্জন ও ব্যাখ্যা অসীম। 'ইহা দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য' তা আমার দ্বারা প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে। 'ইহাই হচ্ছে দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য' এরূপে তার বর্ণ (বা ভাব প্রকাশ), ব্যঞ্জন ও ব্যাখ্যা অসীম। 'ইহা দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য' তা আমার দ্বারা প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে। 'ইহাই হচ্ছে দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য' এরূপে তার বর্ণ (বা ভাব প্রকাশ), ব্যঞ্জন ও ব্যাখ্যা অসীম।

২. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" নবম সূত্র।

১০. সত্য সূত্র

১০৯০.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার হচ্ছে সত্য, অভ্রান্ত এবং অপরিবর্তনীয়। সেই চার কী কী? যথা : ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ', 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'। এই চার প্রকার হচ্ছে সত্য, অভ্রান্ত এবং অপরিবর্তনীয়।

২. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" দশম সূত্র।

ধর্মচক্র প্রবর্তন বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

ধর্মচক্র, তথাগত সূত্র, স্কন্ধ আর আয়তন সূত্র;
দ্বে ধারণ, অবিদ্যা, বিদ্যাসহ ব্যাখ্যা, সত্য সূত্রে বর্গ সমাপ্ত॥

৩. কোটিগ্রাম বর্গ

১. প্রথম কোটিগ্রাম সূত্র

১০৯১.১. একসময় ভগবান বজ্জীদের মধ্যে কোটিগ্রামে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুদের ডেকে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, চারি আর্যসত্য অনুপলব্ধি ও না জানার দরুন আমি এবং তোমরাও বহুবার পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছি এবং দীর্ঘকাল সংসার পরিভ্রমণ করেছি। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : ভিক্ষুগণ, 'দুঃখ আর্যসত্য', 'দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য', 'দুঃখের নিরোধ আর্যসত্য' এবং 'দুঃখ-নিরোধের উপায় আর্যসত্য'। এই চারি আর্যসত্য অনুপলব্ধি ও না জানার দরুন আমি এবং তোমরাও বহুবার পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছি এবং দীর্ঘকাল সংসার পরিভ্রমণ করেছি। ভিক্ষুগণ, সেই 'দুঃখ আর্যসত্য', 'দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য', 'দুঃখের

নিরোধ আর্যসত্য' এবং 'দুঃখ-নিরোধের উপায় আর্যসত্য' এখন উপলব্ধ ও জ্ঞাত হয়েছে। উচ্ছিন্ন হয়েছে ভবতৃষ্ণা, পুনর্জন্মের তীব্র আকাঙ্ক্ষা (ভব নেত্তি) বিনষ্ট হয়েছে, আর পুনর্জন্ম হবে না।"

ভগবান এরূপ বললেন। এরূপ বলার পর সুগত শাস্তা আবার বললেন :

"চারি আর্যসত্য জ্ঞান হয়নি জ্ঞাত যতদিন,
দীর্ঘকাল জন্মে জন্মে ভ্রমেছি ততদিন;
জ্ঞাত এখন হয়েছে তাই ভবতৃষ্ণা হলো বিধ্বংসিত,
দুঃখমূল উৎচ্ছিন্ন আর পুনর্জন্ম হয়েছে বিরহিত।" প্রথম সূত্র।

২. দ্বিতীয় কোটিগ্রাম সূত্র

১০৯২.১. "হে ভিক্ষুগণ, যে শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ 'ইহা দুঃখ' তা যথাভূতরূপে জানেন না; 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধের উপায়'—তা-ও যথাভূতরূপে জানে না; সেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ শ্রমণদের মধ্যে শ্রমণরূপে স্বীকৃত নন এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে ব্রাহ্মণ স্বীকৃত হন না। সেই আয়ুষ্মানবৃন্দ শ্রমণত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞায় উপলব্ধি করে লাভ করে অবস্থান করেন না।

২. যে শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ 'ইহা দুঃখ' তা যথাভূতরূপে জানেন; 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধের উপায়'—তা-ও যথাভূতরূপে জানেন; সেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ শ্রমণদের মধ্যে শ্রমণরূপে স্বীকৃত হন এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে ব্রাহ্মণ স্বীকৃত হন। সেই আয়ুষ্মানবৃন্দ শ্রমণত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞায় উপলব্ধি করে লাভ করে অবস্থান করেন।"

ভগবান এরূপ বললেন। এরূপ বলার পর সুগত শাস্তা আবার বললেন :

"দুঃখ যার অজানা আর যে দুঃখের কারণ অবিদিত,
সম্পূর্ণভাবে সর্ব দুঃখের তিরোধানও যার অজ্ঞাত;
সেরূপ মার্গও জানে না সে দুঃখক্ষয়কর,
চিত্ত-প্রজ্ঞাবিমুক্তি হারা হয় সেই হীনবর।
দুঃখের অন্তসাধন তরে হয় সে অক্ষম অতিশয়,
জন্ম-জরার অধীন থাকে সে-ই মহাশয়।
দুঃখ যার জ্ঞাত আর যিনি দুঃখের কারণ সুবিদিত,
সম্পূর্ণভাবে সর্ব দুঃখের তিরোধানও যার সুজ্ঞাত;
সেরূপ মার্গও জানে সেজন দুঃখক্ষয়কর,

চিত্ত-প্রজ্ঞাবিমুক্তি লভে সেই প্রাজ্ঞবর।
দুঃখের অন্তসাধন তরে হয় সে সক্ষম অতিশয়,
জন্ম-জরা হতে মুক্ত হন সে-ই মহাশয়।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. সম্যকসম্বুদ্ধ সূত্র

১০৯৩.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, আর্যসত্য চার প্রকার। সেই চার কী কী? যথা : দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য এবং দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার হচ্ছে আর্যসত্য। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার আর্যসত্যে সম্যকরূপে অভিসম্বুদ্ধ তথাগতকে 'অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ' বলা হয়।

২. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" তৃতীয় সূত্র।

৪. অর্হৎ সূত্র

১০৯৪.১. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, অতীতকালে যে সকল অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ সম্যকরূপে অভিসম্বুদ্ধ বা আলোকপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তারা সকলেই চারি আর্যসত্যে সম্যকরূপে অভিসম্বুদ্ধ বা আলোকপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। ভিক্ষুগণ, যে সকল অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ ভবিষ্যতে সম্যকরূপে অভিসম্বুদ্ধ বা আলোকপ্রাপ্ত হবেন, তারা সকলেই চারি আর্যসত্যে সম্যকরূপে অভিসম্বুদ্ধ বা আলোকপ্রাপ্ত হবেন। এবং ভিক্ষুগণ, বর্তমানে যে সকল অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ সম্যকরূপে অভিসম্বুদ্ধ বা আলোকপ্রাপ্ত হচ্ছেন, তারাও সকলেই চারি আর্যসত্যে সম্যকরূপে অভিসম্বুদ্ধ বা আলোকপ্রাপ্ত হচ্ছেন।

২. সেই চার কী কী? যথা : দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য এবং দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার হচ্ছে আর্যসত্য। ভিক্ষুগণ, অতীতকালে যে সকল অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ সম্যকরূপে অভিসম্বুদ্ধ বা আলোকপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তারা সকলেই এই চারি আর্যসত্যে সম্যকরূপে অভিসম্বুদ্ধ বা আলোকপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। ভিক্ষুগণ, যে সকল অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ ভবিষ্যতে সম্যকরূপে অভিসম্বুদ্ধ বা আলোকপ্রাপ্ত হবেন, তারা সকলেই এই চারি আর্যসত্যে সম্যকরূপে অভিসম্বুদ্ধ বা আলোকপ্রাপ্ত হবেন। এবং ভিক্ষুগণ, বর্তমানে যে

সকল অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ সম্যকরূপে অভিসম্বুদ্ধ বা আলোকপ্রাপ্ত হচ্ছেন, তারাও সকলেই এই চারি আর্যসত্যে সম্যকরূপে অভিসম্বুদ্ধ বা আলোকপ্রাপ্ত হচ্ছেন।

৩. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" চতুর্থ সূত্র।

৫. আসবক্ষয় সূত্র

১০৯৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, উপলব্ধিকারী ও দর্শনকারীর আসবসমূহের ক্ষয় হয় বলে আমি বলছি, অনুপলব্ধকারী ও অদর্শনকারীর নয়। ভিক্ষুগণ, কী উপলব্ধিকারী ও দর্শনকারীর আসবসমূহের ক্ষয় হয়?

২. ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ', 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপ উপলব্ধিকারী ও দর্শনকারীর আসবসমূহের ক্ষয় হয়।

৩. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" পঞ্চম সূত্র।

৬. মিত্র সূত্র

১০৯৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, যাদের প্রতি তোমরা অনুকম্পা দেখাও, যেই মিত্র, আমত্য, জ্ঞাতি বা রক্তসম্বন্ধীয়দের কিছু শোনানো উচিত বলে মনে কর; তাদের চারি আর্যসত্য যথাযথভাবে উপলব্ধির জন্য প্ররোচিত করানো এবং তাতে নিবেশিত ও প্রতিষ্ঠিত করানো তোমাদের কর্তব্য।

২. সেই চার কী কী? যথা : দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য এবং দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য। ভিক্ষুগণ, যাদের প্রতি তোমরা অনুকম্পা দেখাও, যেই মিত্র, আমত্য, জ্ঞাতি বা রক্ত সম্বন্ধীয়দের কিছু শোনানো উচিত বলে মনে কর; তাদের এই চারি আর্যসত্য যথাযথভাবে উপলব্ধির জন্য প্ররোচিত করানো এবং তাতে নিবেশিত ও প্রতিষ্ঠিত করানো তোমাদের কর্তব্য।

৩. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের

প্রচেষ্টা করা উচিত, ‘ইহা দুঃখ-সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখের নিরোধ’, ‘ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়’ এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।” ষষ্ঠ সূত্র।

৭. সত্য সূত্র

১০৯৭.১. “হে ভিক্ষুগণ, আর্যসত্য চার প্রকার। সেই চার কী কী? যথা : দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য এবং দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য। ভিক্ষুগণ, এই চারি আর্যসত্য সত্য অভ্রান্ত এবং অপরিবর্তনীয়। তাই একে ‘আর্যসত্য’ বলা হয়।

২. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, ‘ইহা দুঃখ’ এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, ‘ইহা দুঃখ-সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখের নিরোধ’, ‘ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়’ এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।” সপ্তম সূত্র।

৮. লোক সূত্র

১০৯৮.১. “হে ভিক্ষুগণ, আর্যসত্য চার প্রকার। সেই চার কী কী? যথা : দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য এবং দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য। ভিক্ষুগণ, সদেব, মার-ব্রহ্ম কিংবা সশ্রমণ-ব্রাহ্মণসহ দেব-মনুষ্যদের মধ্যে তথাগত হচ্ছেন ‘আর্য’। তাই একে ‘আর্যসত্য’ বলা হয়।

২. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, ‘ইহা দুঃখ’ এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, ‘ইহা দুঃখ-সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখের নিরোধ’, ‘ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়’ এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।” অষ্টম সূত্র।

৯. পরিজ্ঞেয় সূত্র

১০৯৯.১. “হে ভিক্ষুগণ, আর্যসত্য চার প্রকার। সেই চার কী কী? যথা : দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য এবং দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য। ভিক্ষুগণ, এই চারটি আর্যসত্যের মধ্যে একটি আর্যসত্য পরিজ্ঞাতব্য, আরেকটি পরিত্যাগনীয়, অপরটি এবং একটি হচ্ছে অনুশীলিতব্য।

২. ভিক্ষুগণ, কোন আর্যসত্য পরিজ্ঞাতব্য? ভিক্ষুগণ, দুঃখ আর্যসত্য পরিজ্ঞাতব্য, দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য পরিত্যাগনীয়, দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য

প্রত্যক্ষনীয় এবং দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য হচ্ছে অনুশীলিতব্য।

৩. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" নবম সূত্র।

১০. গবম্পতি সূত্র

১১০০.১. একসময় বহু স্থবির ভিক্ষু চেতিয়ের সহঞ্চনিকে (সহজাতা) অবস্থান করছিলেন। সে সময় বেশ কিছু স্থবির ভিক্ষু পিণ্ডচারণপূর্বক আহারকৃত্য সমাপনে গোলাকার বড় গৃহে (মণ্ডলমালে) একত্রিত হলে তাদের মধ্যে এরূপ আলোচনার সূত্রপাত হলো :

২. "হে বন্ধুগণ, যিনি 'দুঃখ'-কে দর্শন করেন তিনি দুঃখ-সমুদয়ও দর্শন করেন, 'দুঃখ-নিরোধ'ও দর্শন করেন এবং দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদাও দর্শন করেন।"

এরূপ ব্যক্ত হলে আয়ুষ্মান গবম্পতি স্থবির অন্য ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে এরূপ বললেন :

৩. "হে বন্ধুগণ, আমি ভগবানের কাছ হতে এরূপ শুনেছি এবং অবধারণ করেছি যে—'হে ভিক্ষুগণ, যিনি 'দুঃখ'-কে দর্শন করেন তিনি দুঃখ-সমুদয়ও দর্শন করেন, 'দুঃখ-নিরোধ'ও দর্শন করেন এবং দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদাও দর্শন করেন। যিনি 'দুঃখ-সমুদয়'-কে দর্শন করেন তিনি 'দুঃখ', 'দুঃখ-নিরোধ' এবং দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদাও দর্শন করেন। যিনি 'দুঃখ-নিরোধ'-কে দর্শন করেন তিনি 'দুঃখ', 'দুঃখ-সমুদয়' এবং দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদাও দর্শন করেন। এবং যিনি 'দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদা'-কে দর্শন করেন তিনি 'দুঃখ', 'দুঃখ-সমুদয়' এবং দুঃখ-নিরোধও দর্শন করেন।'" দশম সূত্র।

কোটিগ্রাম বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

দুই বজ্জী, সম্যকসম্বুদ্ধ সূত্র আর অর্হৎ, আসবক্ষয়;
মিত্র, সত্য, লোকসূত্রসহ পরিজ্ঞেয় ও গবম্পতিতে বর্গ উক্ত হয়॥

৪. সীসপাবন বর্গ

১. সীসপাবন সূত্র

১১০১.১. একসময় ভগবান কৌশাম্বীর সীসপা[১] নামক বনে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর ভগবান মুষ্টিমাত্র অশোকগাছের পাতা হাতে নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমার মুষ্টিতে ধরা এই অশোকপাতাদি নাকি এই বনের ওপর ছিটানো অশোকপাতাদি বেশি বলে মনে কর?"

"ভন্তে, ভগবানের মুষ্টিতে সামান্যমাত্রই অশোকপাতা রয়েছে, কিন্তু তার চেয়ে অশোক বনের ওপর ছিটানো পাতাদিই অনেক বেশি।"

৩. "এরূপেই ভিক্ষুগণ, আমার দ্বারা অভিজ্ঞাত কিন্তু অপরের নিকট অপ্রকাশিত বিষয়ই অনেক বেশি, সামান্যমাত্রই আমার দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। ভিক্ষুগণ, কেন সেই বিষয়সমূহ আমার দ্বারা প্রকাশিত হয়নি? কেননা, ভিক্ষুগণ, তা অর্থসংহিত বা মঙ্গলজনক নয়, ব্রহ্মচর্য সূচিত করে না, নির্বেদ লাভের জন্য, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি এবং নির্বাণ লাভের জন্য তা পরিচালিত করে না। তাই সেই বিষয়সমূহ আমার দ্বারা প্রকাশিত হয়নি।

৪. ভিক্ষুগণ, আমার দ্বারা কী প্রকাশিত হয়েছে? 'ইহা দুঃখ', 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদা'—এই বিষয়সমূহ আমার দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। কেন ভিক্ষুগণ, এই বিষয়সমূহ আমার দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে? কেননা, ভিক্ষুগণ, এই বিষয়াদি মঙ্গলজনক, ব্রহ্মচর্য সূচিত করে, নির্বেদ লাভের জন্য, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি এবং নির্বাণ লাভের জন্য তা পরিচালিত করে। তাই সেই বিষয়সমূহ আমার দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে।

৫. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" প্রথম সূত্র।

---

[১]। এই বনকে সীংসপা বনও বলা হতো। এর অর্থ হচ্ছে অশোকবৃক্ষের বন।

২. বাবলা গাছের পাতাদি সূত্র

১১০২.১. "হে ভিক্ষুগণ, যদি কেউ এরূপ বলে যে, 'আমি দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য এবং দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য যথার্থভাবে উপলব্ধি না করে দুঃখের অন্তসাধন করব', তা কখনই সম্ভব নয়। যেমন, ভিক্ষুগণ, যদি কেউ এরূপ বলে যে, 'আমি বাবলা, দেবদারু কিংবা আমলাক গাছের পাতাদি দ্বারা ঝুঁড়ি বানিয়ে তাতে করে পানি আনব কিংবা তালপাতা সংগ্রহ করব', তা অসম্ভব। ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ, যদি কেউ এরূপ বলে যে, 'আমি দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য এবং দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য যথার্থভাবে উপলব্ধি না করে দুঃখের অন্তসাধন করব', তা কখনই সম্ভব নয়।

২. ভিক্ষুগণ, যদি কেউ এরূপ বলে যে, 'আমি দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য এবং দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য যথার্থভাবে উপলব্ধি করে দুঃখের অন্তসাধন করব', তা সম্ভব। যেমন, ভিক্ষুগণ, যদি কেউ এরূপ বলে যে, 'আমি পদ্ম, পলাশ কিংবা মালুব পাতাদি দ্বারা ঝুঁড়ি বানিয়ে তাতে করে পানি আনব কিংবা তালপাতা সংগ্রহ করব', তা সম্ভব। ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ, যদি কেউ এরূপ বলে যে, 'আমি দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য এবং দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য যথার্থভাবে উপলব্ধি করে দুঃখের অন্তসাধন করব', তা সম্ভব।

৩. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. দণ্ড সূত্র

১১০৩.১. "যেমন, ভিক্ষুগণ, দণ্ড বা লাঠি ঊর্ধ্বে ছুঁড়ে মারলে কখনও কখনও তার অগ্রভাগ কখনও বা মধ্যভাগ আবার কখনও বা প্রান্তভাগ আগে এসে মাটিতে পড়ে। ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ, অবিদ্যা, নীবরণ ও তৃষ্ণা সংযোজনে আবদ্ধ হয় এবং পুনঃপুন জন্মধারণ করতে করতে সত্ত্বগণ এই জগৎ হতে পরলোকে গমন করছে এবং পরলোক হতে এই লোকে আগমন করছে। তার কারণ কী? ভিক্ষুগণ, চারি আর্যসত্য না জানাই তার কারণ।

সেই চার কী কী? যথা : দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য এবং দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য। ভিক্ষুগণ, এই চারি আর্যসত্য না জানার দরুন সত্ত্বগণ এই জগৎ হতে পরলোকে গমন করছে এবং পরলোক হতে এই লোকে আগমন করছে।

২. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" তৃতীয় সূত্র।

৪. বস্ত্র সূত্র

১১০৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, কারও বস্ত্রে বা মাথায় আগুন ধরলে কী করা উচিত?"

"ভন্তে, কারও বস্ত্রে বা মাথায় আগুন ধরলে তার সেই জলন্ত বস্ত্র বা মাথার আগুন নেভানোর জন্য অত্যন্ত ইচ্ছা জাগাতে হবে, প্রচেষ্টাশীল হতে হবে, প্রয়াস করতে হবে এবং আগুন নেভানোর জন্য সক্রিয়তার সাথে স্মৃতিযোগে বিবেচনা করতে হবে।"

২. "ভিক্ষুগণ, জলন্ত বস্ত্র বা মাথার প্রতি তখন উদাসীন হয়ে, তাতে মন না দিয়ে অনুপলব্ধ চারি আর্যসত্য যথার্থরূপে উপলব্ধির জন্য অধিক মাত্রায় ইচ্ছা জাগানো উচিত, প্রচেষ্টাশীল কর্তব্য, প্রয়াসী হয়ে সক্রিয়তার সাথে স্মৃতিযোগে বিবেচনা করা উচিত। সেই চার কী কী? যথা : দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য এবং দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য। ভিক্ষুগণ, এই চারি আর্যসত্য যথার্থরূপে উপলব্ধির জন্য সে সময় তার অধিক মাত্রায় ইচ্ছা জাগানো উচিত, প্রচেষ্টাশীল কর্তব্য, প্রয়াসী হয়ে সক্রিয়তার সাথে স্মৃতিযোগে বিবেচনা করা উচিত।

৩. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" চতুর্থ সূত্র।

৫. শতবর্ষ সূত্র

১১০৫.১. "যেমন ভিক্ষুগণ, শতবর্ষীয়ান, শতবর্ষজীবি কোনো ব্যক্তিকে যদি কেউ এরূপ বলে—'দেখুন মহাশয়, পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন এমনকি সায়াহ্ন

সময়েও আপনাকে শত বল্লম বা শেল দিয়ে তারা আঘাত করবে। আর দিনে তিন বার তিনশত বল্লমের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়েও আপনি শতায়ু হবেন, শতবর্ষজীবী হবেন এবং শতবর্ষ পর আপনি অনুপলব্ধ চারি আর্যসত্য উপলব্ধি করতে পারবেন।' তাহলে ভিক্ষুগণ, কোনো সুবুদ্ধিসম্পন্ন কুলপুত্র এই উপায় বা আঘাত পন্থাই গ্রহণ করবে। কেন? কারণ ভিক্ষুগণ, এই সংসারের আদি অচিন্ত্যনীয়। পূর্বজন্মে কত যে শেল-তরবারি-তীর বা কুঠারের আঘাত সকলের পেতে হয়েছে তা অবর্ণনীয়। যদি কারও ক্ষেত্রে এরূপ দুঃখ-যাতনা পেয়েও চারি আর্যসত্যের উপলব্ধি ঘটে, তবে তা সুখ, সৌমনস্যকর বলেই আমি বলছি। জন্মান্তরীণ অবর্ণনীয় দুঃখের চেয়ে সেরূপ মাত্র এক জীবনে দুঃখ-যাতনা পেয়েও চারি আর্যসত্যের উপলব্ধি দুঃখ-দৌর্মনস্যকর নয়। সেই চারি আর্যসত্য কী কী? যথা : দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য এবং দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য।

২. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" পঞ্চম সূত্র।

৬. প্রাণী সূত্র

১১০৬.১. "যেমন, ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ব্যক্তি এই জম্বুদ্বীপের সমস্ত তৃণ, কাষ্ঠ ও শাখা-পত্রাদি কেটে একস্থানে একত্রিত করে শূলে গেঁথে রাখে। তারপর মহাসমুদ্রের বিশাল সব প্রাণী ধরে বিশাল বিশাল শূলে গেঁথে রাখে; মধ্যম আকৃতির সব প্রাণী ধরে মধ্যম মধ্যম শূলে গেঁথে রাখে; এবং ছোট ছোট সব প্রাণী ধরে ছোট ছোট শূলে গেঁথে রাখে। কিন্তু তবুও মহাসমুদ্রের অনেক প্রাণী বাদ থেকে যায়। এই জম্বুদ্বীপের সকল তৃণ, কাষ্ঠ ও শাখা-পত্রাদি বিনষ্ট ও নিঃশেষিত হয়ে গেলেও এর চেয়ে বহুগুণ বেশি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী মহাসমুদ্রে রয়েছে, যেগুলো শূলে বিদ্ধ করে গেঁথে রাখা সহজ-সাধ্য নয়। তার কারণ কী? সেসব প্রাণীর সূক্ষ্ম শরীরই তার কারণ। এরূপই, ভিক্ষুগণ, মহা-অপায়। ভিক্ষুগণ, এরূপ মহা-অপায় হতে বিমুক্ত, দৃষ্টিসম্পন্ন বা স্রোতাপন্ন ব্যক্তি 'ইহা দুঃখ' এরূপে যথাভূত বিষয় জ্ঞাত হয়; 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে যথাভূত বিষয় জ্ঞাত হয়।

২. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. প্রথম সূর্য সূত্র

১১০৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, অরুণচ্ছটা হচ্ছে সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস ও পূর্বনিমিত্ত। এরূপেই ভিক্ষুগণ, 'সম্যক দৃষ্টি' হচ্ছে ভিক্ষুর চারি আর্যসত্য যথাভূতভাবে জ্ঞাত হওয়ার পূর্বাভাস ও পূর্বনিমিত্ত। ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর নিকট ইহাই প্রত্যাশিত হয় যে, সে 'ইহা দুঃখ' এরূপে যথাভূতভাবে জ্ঞাত হবে; 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে যথাভূত বিষয় জ্ঞাত হবে।

২. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" সপ্তম সূত্র।

৮. দ্বিতীয় সূর্য সূত্র

১১০৮.১. "ভিক্ষুগণ, চন্দ্র-সূর্য যাবৎ জগতে উদিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মহা-আলোক ও প্রভা প্রাদুর্ভূত হয় না। তখন অন্ধকার ও তিমিরাচ্ছন্ন হয় সর্বত্র। ততক্ষণ পর্যন্ত দিবা-রাত্রি, মাস-অর্ধমাস, ঋতু-বছর নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু ভিক্ষুগণ, যখন চন্দ্র-সূর্য জগতে উদিত হয়, তখন মহালোক ও প্রভা আবির্ভূত হয়, অন্ধকার ও তিমিরাচ্ছন্ন থাকে না আর তখন দিবা-রাত্রি, মাস-পক্ষ এবং ঋতু-বছরও নির্ণয় করা যায়। ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, যাবৎ তথাগত, অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ জগতে আবির্ভূত না হন, তাবৎ মহা-জ্ঞানালোক ও জ্ঞানপ্রভা প্রাদুর্ভূত হয় না। তখন অজ্ঞান অন্ধকার ও তিমিরাচ্ছন্ন হয় সর্বত্র; তখন চারি আর্যসত্যের প্রচার, দেশনা, প্রজ্ঞাপন, প্রতিষ্ঠা, সত্য উন্মোচন, বিশ্লেষণ ও অর্থ প্রকাশ করা সম্ভব হয় না।

২. কিন্তু যখন, ভিক্ষুগণ, চন্দ্র-সূর্য জগতে উদিত হয়, তখন মহালোক ও প্রভা প্রাদুর্ভূত হয়। তখন আলোকিত ও প্রভাস্বর হয় সর্বত্র। তখন দিবা-রাত্রি, মাস-অর্ধমাস, ঋতু-বছর নির্ণয় করা সম্ভব হয়। কিন্তু ভিক্ষুগণ, যখন চন্দ্র-সূর্য জগতে উদিত হয়, তখন মহালোক ও প্রভা আবির্ভূত হয়, অন্ধকার

ও তিমিরাচ্ছন্ন থাকে না আর তখন দিবা-রাত্রি, মাস-পক্ষ এবং ঋতু-বছরও নির্ণয় করা যায়। ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, যাবৎ তথাগত, অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ জগতে আবির্ভূত না হন, তাবৎ মহা-জ্ঞানালোক ও জ্ঞানপ্রভা প্রাদুর্ভূত হয় না। তখন অজ্ঞান অন্ধকার ও তিমিরাচ্ছন্ন হয় সর্বত্র; তখন চারি আর্যসত্যের প্রচার, দেশনা, প্রজ্ঞাপন, প্রতিষ্ঠা, সত্য উন্মোচন, বিশ্লেষণ ও অর্থ প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু ভিক্ষুগণ, যখন তথাগত, অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ জগতে আবির্ভূত হন, তখন মহা-জ্ঞানালোক ও জ্ঞানপ্রভা প্রাদুর্ভূত হয়। তখন অজ্ঞান অন্ধকার ও তিমিরাচ্ছন্ন হয় না; তখন চারি আর্যসত্যের প্রচার, দেশনা, প্রজ্ঞাপন, প্রতিষ্ঠা, সত্য উন্মোচন, বিশ্লেষণ ও অর্থ প্রকাশ করা সম্ভব হয়। সেই চার কী কী? যথা : দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখের নিরোধ আর্যসত্য এবং দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায় আর্যসত্য।

৩. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" অষ্টম সূত্র।

৯. ইন্দ্রখীল সূত্র

১১০৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ 'ইহা দুঃখ', 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে যথাযথভাবে জ্ঞাত হন না, তারা অন্য শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে ভাবে—'নিশ্চয়ই এই মাননীয় জ্ঞাত বিষয় জানেন এবং দৃষ্ট বিষয় দেখেন'। যেমন, ভিক্ষুগণ, মৃদু বাতাসে উড়ে যায় এমন তুলা বা কার্পাসের গোছা সমান ভূমিতে পড়ে রয়েছে। তখন পূর্ব দিকের বাতাস তুলা বা কার্পাসের গোছাটিকে পশ্চিম দিকে উড়িয়ে নিয়ে যায়, পশ্চিম দিকে বাতাস গোছাটিকে পূর্বদিকে, উত্তর দিকের বাতাস গোছাটিকে দক্ষিণ দিকে এবং দক্ষিণ দিকের বাতাস গোছাটিকে উত্তর দিকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। তার কারণ কী? গোছাটির হালকাভাবই তার কারণ। এরূপে, ভিক্ষুগণ, যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ 'ইহা দুঃখ', 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে যথাযথভাবে জ্ঞাত হন না, তারা অন্য শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে ভাবে—'নিশ্চয়ই এই মাননীয় জ্ঞাত বিষয় জানেন এবং দৃষ্ট বিষয় দেখেন'। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্যের অদর্শনই তার কারণ।

২. ভিক্ষুগণ, যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ 'ইহা দুঃখ', 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে যথাযথভাবে জ্ঞাত হন, তারা অন্য শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে ভাবেন না যে, 'নিশ্চয়ই এই মাননীয় জ্ঞাত বিষয় জানেন এবং দৃষ্ট বিষয় দেখেন'। যেমন, ভিক্ষুগণ, লৌহ নির্মিত খুঁটি বা দৃঢ় ইন্দ্রখীল অথবা গভীরে প্রোথিত অচল, অকম্পিত স্তম্ভমূল রয়েছে। যদি সেখানে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিক হতে ভীষণ ঝড়ো বৃষ্টি প্রবাহিত হয় তবুও তা কম্পিত হয় না, নড়ে না ও বিচলিত হয় না। তার কারণ কী? সেই ইন্দ্রখীলের গভীরতা ও সুদৃঢ় স্তম্ভমূলই তার কারণ। ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ, যেকোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ 'ইহা দুঃখ', 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে যথাযথভাবে জ্ঞাত হন, তারা অন্য শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে ভাবেন না যে, 'নিশ্চয়ই এই মাননীয় জ্ঞাত বিষয় জানেন এবং দৃষ্ট বিষয় দেখেন'। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য দর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখের নিরোধ আর্যসত্য এবং দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায় আর্যসত্য।

৩. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" নবম সূত্র।

১০. তার্কিক সূত্র

১১১০.১. "হে ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ', 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে যথাযথভাবে জ্ঞাত ভিক্ষুর নিকট পূর্ব, পশ্চিম, বা উত্তর, দক্ষিণ দিক হতে কোনো তার্কিক, তর্কঅন্বেষী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এসে তার সাথে (মতবাদ সম্বন্ধীয়) বাদানুবাদ করলে সেই কারণে ভিক্ষুটি তার ধর্মমত হতে কম্পিত হবে, উদ্বিগ্ন হবে এবং বিচলিত হবে, তা অসম্ভব। যেমন, ভিক্ষুগণ, ষোলো হাত দীর্ঘ এক পাথরের স্তম্ভ রয়েছে যার আট হাত পর্যন্ত মাটি নিচে প্রোথিত এবং আর আট হাত মাটির বাইরে। সেখানে যদি পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর দক্ষিণ দিক হতে ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি আসে তবে সেই প্রস্তর স্তম্ভ কম্পিত হয় না, নড়ে না এবং সামান্য বিচলিত হয় না। তার কারণ কী? প্রস্তর স্তম্ভের গভীরতা ও সুদৃঢ় স্তম্ভমূলই

তার কারণ। এরূপেই ভিক্ষুগণ, ‘ইহা দুঃখ’, ‘ইহা দুঃখ-সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখের নিরোধ’, ‘ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়’ এরূপে যথাযথভাবে জ্ঞাত ভিক্ষুর নিকট পূর্ব, পশ্চিম, বা উত্তর, দক্ষিণ দিক হতে কোনো তার্কিক, তর্কঅন্বেষী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এসে তার সাথে (মতবাদ সম্বন্ধীয়) বাদানুবাদ করলে সেই কারণে ভিক্ষুটি তার ধর্মমত হতে কম্পিত হবে, উদ্বিগ্ন হবে এবং বিচলিত হবে, তা অসম্ভব। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য দর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখের নিরোধ আর্যসত্য এবং দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায় আর্যসত্য।

২. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, ‘ইহা দুঃখ’ এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, ‘ইহা দুঃখ-সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখের নিরোধ’, ‘ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়’ এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।” দশম সূত্র।

সীসপাবন বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

সীসপা, বাবলা, দণ্ড, বস্ত্র ও শতবর্ষ সূত্র;
প্রাণী, দুই সূর্য ও ইন্দ্রখীল, তার্কিকে বর্গ সমাপ্ত॥

৫. প্রপাত বর্গ

১. লোকচিন্তা সূত্র

১১১১.১. একসময় ভগবান রাজগৃহের বেলুবনে কলন্দক-নিবাপে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুদের ডেকে বললেন :

২. “হে ভিক্ষুগণ, অতীতে একসময় জনৈক ব্যক্তি রাজগৃহ[১] হতে বের হয়ে ‘জগৎ সম্বন্ধে চিন্তা করব’ এরূপ ভেবে সুমাগধা নামক পুষ্করিণীতে গেল। সেখানে উপস্থিত হয়ে সুমাগধা পুষ্করিণীর পাড়ে জগৎ-সম্বন্ধীয় চিন্তা

---

[১]। এর বর্তমান নাম রাজগীর। প্রাচীনকালে এটা গিরিব্রজ নামেও বিখ্যাত ছিল। রাজগীর পঞ্চ পর্বত অর্থাৎ বেভার, পণ্ডব, বৈপুল্য, গৃধ্রকূট ও ঋষিগিলি এই পঞ্চ পর্বত দ্বারা পরিবেষ্টিত আছে। আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ প্রায় $\frac{৭}{৮}$ অংশ বুদ্ধাস্থি রাজা অজাতশত্রু দ্বারা অতি আশ্চর্যরূপে এখানে নিধান করে রেখেছিলেন।—মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃ. ২৩৬।

করতে করতে বসল। তারপর ভিক্ষুগণ, সেই ব্যক্তিটি সুমাগধা পুষ্করিণীর পাড়ে চতুরঙ্গী সৈন্যদের (পদাতিক, হস্তী, অশ্ব ও রথারোহী) এক পদ্মবৃন্তে প্রবেশ করতে দেখল। এরূপ দেখে সে ভাবল, 'আমি উন্মত্ত হয়েছি, আমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়েছে। যা জগতে অবিদ্যমান তা-ই আমার দ্বারা দৃষ্ট হলো।'

অতঃপর সেই ব্যক্তি নগরে প্রবেশ করে বিশাল জনতাদের বলল, 'ওহে মহাশয়বৃন্দ, আমি উন্মত্ত হয়েছি, আমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়েছে। মহাশয়গণ, জগতে যা অবিদ্যমান তাই আমার দ্বারা দৃষ্ট হয়েছে।' জনতাগণ বললেন, "ওহে মহাশয়, আপনি কীরূপে পাগল হয়েছেন, কীরূপে আপনার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়েছে? কোন বিষয় জগতে নেই, যা আপনার দ্বারা দৃষ্ট হয়েছে?'

'মহাশয়গণ, আমি রাজগৃহ নগর হতে বের হয়ে 'জগৎ-সম্বন্ধীয় চিন্তা করব' ভেবে সুমাগধা নামক পুষ্করিণীতে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে জগৎ সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে সুমাগধা পুষ্করিণীর পাড়ে বসেছিলাম। তারপর, মহাশয়গণ, হঠাৎ আমি দেখতে পেলাম চতুরঙ্গী সৈন্যবাহিনী এক পদ্মবৃন্তে প্রবেশ করছে। মহাশয়গণ, আমি এরূপেই উন্মত্ত হয়েছি, এরূপেই আমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়েছে। জগতে এই বিষয় অবিদ্যমান যা আমার দ্বারা দৃষ্ট হলো।'

'তাহলে, নিঃসন্দেহে আপনি উন্মত্ত হয়েছেন, নিশ্চয়ই আপনার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়েছে। ইহা জগতে অবিদ্যমান যা আপনি দেখলেন।'

৩. হে ভিক্ষুগণ, সেই ব্যক্তিটি যা দেখেছিল তা আসলেই বাস্তব, অবাস্তব নয়। ভিক্ষুগণ, পূর্বে দেব এবং অসুরদের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধেছিল। সেই সংগ্রামে দেবগণ বিজয়ী হয় আর অসুরেরা পরাভূত হয়। ভিক্ষুগণ, পরাজিত, ভীত অসুরেরা দেবতাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে (মোহত্ত) পদ্মবৃন্তের মাধ্যমে অসুরপুরে প্রবেশ করেছিল। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, জগৎ সম্বন্ধে এরূপ চিন্তা কর না; যথা : 'জগৎ শাশ্বত', অথবা 'জগৎ অশাশ্বত', কিংবা 'জগৎ অন্ত বা সীমাবদ্ধ', বা 'জগৎ অনন্ত', কিংবা 'যেই জীব সেই শরীর', অথবা 'জীব অন্য, শরীর ও অন্য', বা 'তথাগত (সত্ত্ব) মৃত্যুর পর থাকে', অথবা 'তথাগত মৃত্যুর পর থাকে না', কিংবা 'তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন আবার থাকেন না', কিংবা 'তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন না আবার না থাকেন তাও নয়'। তার কারণ কী? কেননা, ভিক্ষুগণ, সেরূপ চিন্তা মঙ্গলজনক নয়, তা ব্রহ্মচর্য সূচিত করে না, নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য তা সংবর্তিত (বা পরিচালিত) হয় না।

৪. ভিক্ষুগণ, চিন্তা করতে হলে তোমরা এরূপ চিন্তা কর; যথা : 'ইহা

দুঃখ', 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'। তার কারণ কী? কেননা, ভিক্ষুগণ, এরূপ চিন্তা মঙ্গলজনক, তা ব্রহ্মচর্য সূচিত করে, নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য তা সংবর্তিত (বা পরিচালিত) হয়।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" প্রথম সূত্র।

২. প্রপাত সূত্র

১১১২.১. একসময় ভগবান রাজগৃহের গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর ভগবান ভিক্ষুদের ডেকে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, চল, দিক-অবস্থানের জন্য প্রতিভান চূড়ায় গমন করি।" "তাই হোক, ভন্তে," বলে ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান বহুসংখ্যক ভিক্ষুদের সাথে প্রতিভান চূড়ায় উপস্থিত হলেন। তখন জনৈক ভিক্ষু প্রতিভান চূড়ায় একটি বিশাল প্রপাত দেখতে পেয়ে ভগবানকে এরূপ বললেন :

৩. 'ভন্তে, এই প্রপাতটি বিশাল, সত্যিই এই প্রপাতটি ভয়ানক। ভন্তে, এই প্রপাতের চেয়ে আরও বিশালতর এবং ভয়ানক অন্য কোনো প্রপাত আছে কি?"

"হে ভিক্ষু, এই প্রপাতের চেয়ে আরও বিশালতর এবং ভয়ানক অন্য কোনো প্রপাত আছে।"

"ভন্তে, এই প্রপাতের চেয়ে আরও বিশালতর এবং ভয়ানক প্রপাতটি কীরূপ?"

৪. "হে ভিক্ষুগণ, যে শ্রমণ-ব্রাহ্মণেরা 'ইহা দুঃখ', 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে; যথাযথভাবে জানে না, তারা জন্ম, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস প্রদায়ী সংস্কারসমূহে (কর্মসমূহে) অভিরমিত হয়। তারা সেরূপ সংস্কার বা কর্মসমূহে অভিরমিত হয়ে জন্ম, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস প্রদায়ী কর্মসমূহ সম্পাদন করে। এবং সেরূপ কর্ম সম্পাদনপূর্বক তারা জন্ম সদৃশ প্রপাতে পতিত হয়, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস সদৃশ প্রপাতে পতিত হয়। তারা জন্ম,

জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস হতে মুক্ত হতে পারে না। আমি বলি ‘তারা দুঃখ হতে মুক্ত হতে পারে না’।

৫. ভিক্ষুগণ, যে শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ ‘ইহা দুঃখ’, ‘ইহা দুঃখ-সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখের নিরোধ’, ‘ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়’ এরূপে; যথাযথভাবে জানে, তারা জন্ম, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস প্রদায়ী সংস্কারসমূহে (কর্মসমূহে) অভিরমিত হয় না। তারা সেরূপ সংস্কার বা কর্মসমূহে অভিরমিত না হয়ে জন্ম, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস প্রদায়ী কর্মসমূহ সম্পাদন করে না। এবং সেরূপ কর্ম সম্পাদন না করে তারা জন্ম সদৃশ প্রপাতে পতিত হয় না, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস সদৃশ প্রপাতে পতিত হয় না। তারা জন্ম, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস হতে মুক্ত হতে পারে। আমি বলি ‘তারা দুঃখ হতেই মুক্ত হতে পারে’।

৬. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, ‘ইহা দুঃখ’ এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, ‘ইহা দুঃখ-সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখের নিরোধ’, ‘ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়’ এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।” দ্বিতীয় সূত্র।

৩. মহাপরিলাহ (দহন) সূত্র

১১১৩.১. “হে ভিক্ষুগণ, মহাপরিলাহ নামক এক নরক রয়েছে, যেখানে যা কিছু রূপ চক্ষু দ্বারা একজন দেখে, সমস্ত অনিষ্টকর রূপই সে দর্শন করে, ইষ্ট রূপ নয়; অকান্তকর রূপই সে সেখানে দেখতে পায়, কান্তকর রূপ নয়; অমনঃপূত রূপই তার দৃষ্টিগোচর হয়, মনঃপূত রূপ নয়। এরূপে যা কিছু শব্দ সে শ্রবণ করে, কায়িক স্পর্শ লাভ করে এবং মনের দ্বারা জানে, তৎসমস্তই অনিষ্টকর, অকান্তকর এবং অমনঃপূত।”

২. এরূপ ব্যক্ত হলে জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন :

“ভন্তে, সত্যিই তা অত্যন্ত মহাপরিলাহ (দহন), সত্যিই তা অতি মহাদহন। ভন্তে, এরূপ পরিলাহ হতে আরও বিশালতর, ভয়ানক পরিলাহ আছে কি?”

“হ্যাঁ ভিক্ষু, এরূপ পরিলাহ হতে আরও বিশালতর, ভয়ানক পরিলাহ আছে।”

“ভন্তে, এরূপ পরিলাহ হতে আরও বিশালতর, ভয়ানক পরিলাহ কীরূপ?”

৩. "হে ভিক্ষুগণ, যে শ্রমণ-ব্রাহ্মণেরা 'ইহা দুঃখ', 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে; যথাযথভাবে জানে না, তারা জন্ম, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস প্রদায়ী সংস্কারসমূহে (কর্মসমূহে) অভিরমিত হয়। তারা সেরূপ সংস্কার বা কর্মসমূহে অভিরমিত হয়ে জন্ম, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস প্রদায়ী কর্মসমূহ সম্পাদন করে। এবং সেরূপ কর্ম সম্পাদনপূর্বক তারা জন্ম রূপ পরিলাহ বা দহনে দগ্ধ হয়, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস সদৃশ পরিলাহ বা দহনে দগ্ধ হয়। তারা জন্ম, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস হতে মুক্ত হতে পারে না। আমি বলি 'তারা দুঃখ হতে মুক্ত হতে পারে না'।

৪. ভিক্ষুগণ, যে শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ 'ইহা দুঃখ', 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে; যথাযথভাবে জানে, তারা জন্ম, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস প্রদায়ী সংস্কারসমূহে (কর্মসমূহে) অভিরমিত হয় না। তারা সেরূপ সংস্কার বা কর্মসমূহে অভিরমিত না হয়ে জন্ম, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস প্রদায়ী কর্মসমূহ সম্পাদন করে না। এবং সেরূপ কর্ম সম্পাদন না করে তারা জন্ম রূপ পরিলাহ বা দহনে দগ্ধ হয় না, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস সদৃশ পরিলাহ বা দহনে দগ্ধ হয় না। তারা জন্ম, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস হতে মুক্ত হতে পারে। আমি বলি 'তারা দুঃখ হতেই মুক্ত হতে পারে'।

৫. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" তৃতীয় সূত্র।

৪. কূটাগার সূত্র

১১১৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, যদি কেউ এরূপ বলে যে, 'আমি দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখের নিরোধ আর্যসত্য এবং দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায় আর্যসত্য যথাভূতভাবে উপলব্ধি না করে সম্যকরূপে দুঃখের অন্তসাধন করব', তা অসম্ভব। যেমন, ভিক্ষুগণ, যদি কেউ বলে যে, আমি চূড়াযুক্ত গৃহের নিচতলা না বানিয়ে উপর তলা নির্মাণ করব', তবে যেমন তা অসম্ভব; ঠিক তদ্রুপ, যদি কেউ এরূপ বলে যে,

'আমি দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখের নিরোধ আর্যসত্য এবং দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায় আর্যসত্য যথাভূতভাবে উপলব্ধি না করে সম্যকরূপে দুঃখের অন্তসাধন করব', তা অসম্ভব।

২. ভিক্ষুগণ, যদি কেউ এরূপ বলে যে, 'আমি দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখের নিরোধ আর্যসত্য এবং দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায় আর্যসত্য যথাভূতভাবে উপলব্ধি করে সম্যকরূপে দুঃখের অন্তসাধন করব', তা সম্ভব। যেমন, ভিক্ষুগণ, যদি কেউ বলে যে, আমি চূড়াযুক্ত গৃহের নিচতলা বানিয়ে উপর তলা নির্মাণ করব', তবে যেমন তা সম্ভব; ঠিক তদ্রুপ, যদি কেউ এরূপ বলে যে, 'আমি দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখের নিরোধ আর্যসত্য এবং দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায় আর্যসত্য যথাভূতভাবে উপলব্ধি করে সম্যকরূপে দুঃখের অন্তসাধন করব', তা সম্ভব।

৩. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" চতুর্থ সূত্র।

৫. কেশ সূত্র

১১১৫.১. একসময় ভগবান বৈশালীর মহাবনে কূটাগারশালায় অবস্থান করছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ পূর্বাহ্ন সময়ে বহির্বাস পরিধানপূর্বক পাত্র-চীবর সাথে নিয়ে বৈশালীতে পিণ্ডচারণের জন্য প্রবেশ করেছিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ বহু লিচ্ছবী কুমারকে সভাগৃহে শিক্ষারত দেখতে পেলেন। দেখলেন যে তারা বিফল না হয়ে সুক্ষ্ম তাল ছিদ্রের মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিক্ষেপ করছে। তা দেখে আনন্দ ভন্তের মনে এরূপ চিন্তা জাগলো—"এই লিচ্ছবী কুমারেরা সত্যিই শিক্ষিত, সত্যিই এই লিচ্ছবী কুমারেরা সুশিক্ষিত যে তারা দূর হতে বিফল না হয়ে সুক্ষ্ম তাল ছিদ্রের মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তির নিক্ষেপ করছে'। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ বৈশালীতে পিণ্ডচারণের পর আহারকৃত্য সমাপনে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে বসে ভগবানকে এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "ভন্তে, আমি আজ পূর্বাহ্ন সময়ে বহির্বাস পরিধানপূর্বক পাত্র-চীবর সাথে নিয়ে বৈশালীতে পিণ্ডচারণের জন্য প্রবেশ করেছিলাম। সেখানে বহু

লিচ্ছবী কুমারকে সভাগৃহে শিক্ষারত দেখতে পেয়েছিলাম। আরও দেখেছিলাম যে তারা বিফল না হয়ে সূক্ষ্ম তাল ছিদ্রের মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিক্ষেপ করছে। তা দেখে আমার মনে এরূপ চিন্তা জাগলো—"এই লিচ্ছবী কুমারেরা সত্যিই শিক্ষিত, সত্যিই এই লিচ্ছবী কুমারেরা সুশিক্ষিত যে তারা দূর হতে বিফল না হয়ে সূক্ষ্ম তাল ছিদ্রের মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তির নিক্ষেপ করছে।'"

৩. "হে আনন্দ, তা কীরূপ মনে কর, দূর হতে ব্যর্থ না হয়ে সূক্ষ্ম তাল ছিদ্রের মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তির নিক্ষেপ করা নাকি সপ্তধা বিভক্ত কেশাগ্র হতে অন্য অগ্রভাগ ধরে তা পৃথক করা বেশি দুষ্কর ও দুরূহ?"

"ভন্তে, সপ্তধা বিভক্ত কেশাগ্রের মধ্যে অন্য কেশাগ্র পৃথক করাই বেশি দুষ্কর ও দুরূহ।"

"কিন্তু আনন্দ, 'ইহা দুঃখ', 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে যথাভূতভাবে পৃথক করা তার চেয়ে আরও বেশি দুষ্কর।

৪. তদ্ধেতু, আনন্দ, ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" পঞ্চম সূত্র।

৬. অন্ধকার সূত্র

১১১৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে এমন অন্ধকারময় অপ্রমাণিত, তিমিরাচ্ছন্ন স্থান রয়েছে যেখানে এরূপ মহাশক্তিসম্পন্ন ও তেজসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যের আভা বিকিরিত হয় না।"

এরূপ ব্যক্ত হলে জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে বললেন :

২. "ভন্তে, সত্যিই তা অত্যন্ত অন্ধকারময়, সত্যিই তা অতি তিমিরাচ্ছন্ন। ভন্তে, এরূপ অন্ধকার হতে আরও বিশালতর, ভয়ানক অন্ধকার আছে কি?"

"হ্যাঁ ভিক্ষু, এরূপ অন্ধকার হতে আরও বিশালতর, ভয়ানক অন্ধকার আছে।"

"ভন্তে, এরূপ অন্ধকার হতে আরও বিশালতর, ভয়ানক অন্ধকার কীরূপ?"

৩. "হে ভিক্ষুগণ, যে শ্রমণ-ব্রাহ্মণেরা 'ইহা দুঃখ', 'ইহা দুঃখ-সমুদয়',

'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে; যথাযথভাবে জানে না, তারা জন্ম, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস প্রদায়ী সংস্কারসমূহে (কর্মসমূহে) অভিরমিত হয়। তারা সেরূপ সংস্কার বা কর্মসমূহে অভিরমিত হয়ে জন্ম, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াসপ্রদায়ী কর্মসমূহ সম্পাদন করে। এবং সেরূপ কর্ম সম্পাদনপূর্বক তারা জন্ম রূপ অন্ধকারে পতিত হয়, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস সদৃশ অন্ধকারে পতিত হয়। তারা জন্ম, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস হতে মুক্ত হতে পারে না। আমি বলি 'তারা দুঃখ হতে মুক্ত হতে পারে না'।

৪. ভিক্ষুগণ, যে শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ 'ইহা দুঃখ', 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে; যথাযথভাবে জানে, তারা জন্ম, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস প্রদায়ী সংস্কারসমূহে (কর্মসমূহে) অভিরমিত হয় না। তারা সেরূপ সংস্কার বা কর্মসমূহে অভিরমিত না হয়ে জন্ম, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস প্রদায়ী কর্মসমূহ সম্পাদন করে না। এবং সেরূপ কর্ম সম্পাদন না করে তারা জন্ম অন্ধকারে পতিত হয় না, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস সদৃশ অন্ধকারে পতিত হয় না। তারা জন্ম, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস হতে মুক্ত হতে পারে। আমি বলি 'তারা দুঃখ হতেই মুক্ত হতে পারে'।

৫. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. প্রথম ছিদ্রযুক্ত জোয়াল সূত্র

১১১৭.১. "যেমন, ভিক্ষগণ, কোনো ব্যক্তি মহাসমুদ্রে একটিমাত্র ছিদ্রযুক্ত জোয়াল ফেলে দিল যেখানে এক কাণা কচ্ছপ বাস করে। কচ্ছপটি শতবৎসর পর পর একবারমাত্র মাথা তুলে ভেসে উঠে। ভিক্ষুগণ, তোমরা কী মনে কর যে শতবৎসর পর পর একবারমাত্র মাথা তোলার সময় কচ্ছপটি সেই জোয়ালের একটিমাত্র ছিদ্রে নিজ মাথা প্রবেশ করাতে সক্ষম হবে?"

"ভন্তে, যদি কখনও সম্ভব হয় তবে তা দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ।"

২. "ভিক্ষুগণ, যদি শতবৎসর পর পর একবারমাত্র মাথা তুলে ভেসে

উঠার সময় কচ্ছপটি সেই জোয়ালের একটিমাত্র ছিদ্রে নিজ মাথা প্রবেশ করাতে সক্ষমও হয় তবে তা বিনিপাতে উৎপন্ন মূর্খদের মনুষ্যত্ব লাভের সময়ের তুলনায় অনেক অল্প সময় বলে আমি বলছি। তার কারণ কী?

কেননা, ভিক্ষুগণ, এতে ধর্মচর্চা, আধ্যাত্মিকতার অনুশীলন, কুশলাদি সম্পাদন এবং পুণ্যক্রিয়া থাকে না, এক্ষেত্রে স্বগোত্রভূক্ ও দুর্বলের উপর হত্যাই সংঘঠিত হতে থাকে। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চার কী কী? যথা : দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখের নিরোধ আর্যসত্য এবং দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায় আর্যসত্য।

৩. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" সপ্তম সূত্র।

৮. দ্বিতীয় ছিদ্রযুক্ত জোয়াল সূত্র

১১১৮.১. "যেমন ভিক্ষুগণ, মনে কর এই মহাপৃথিবীতে এক সমুদ্র রয়েছে যেখানে কোনো ব্যক্তি একটি ছিদ্রযুক্ত জোয়াল ফেলে দিল। তথায় পূর্ব হতে পশ্চিমে, পশ্চিম হতে পূর্বে এবং উত্তর হতে দক্ষিণে, দক্ষিণ দিক হতে উত্তরের দিকে বাতাস প্রবাহিত হয়। সেরূপ স্থানে শতবছর পর পর মাথা তুলে ভেসে উঠে এমন এক অন্ধ কচ্ছপ বাস করে। ভিক্ষুগণ, তোমরা কী মনে কর যে শতবৎসর পর পর একবারমাত্র মাথা তোলার সময় কচ্ছপটি সেই জোয়ালের একটিমাত্র ছিদ্রে নিজ মাথা প্রবেশ করাতে সক্ষম হবে?"

"ভন্তে, তা অসম্ভব প্রায়!"

২. "ভিক্ষুগণ, এরূপই মনুষ্যত্ব লাভ করা অসম্ভব প্রায়। এরূপই তথাগত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব জগতে দুর্লভ এবং তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ও জগতে প্রচার হওয়া দুর্লভ। কিন্তু এখন ভিক্ষুগণ, অনেকের মনুষ্যত্ব লাভ হয়েছে, জগতে তথাগত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছে এবং তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয় ও জগতে প্রচার হয়েছে।

৩. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" অষ্টম সূত্র।

৯. প্রথম পর্বতরাজ সিনেরু সূত্র

১১১৯.১. "যেমন, ভিক্ষুগণ, মনে করো কোনো পুরুষ পর্বতরাজ সিনেরুর উপর মুগডাল প্রমাণ সাতটি পাথরের টুকরা নিক্ষেপ করল। তাহলে ভিক্ষুগণ, সেই মুগডাল প্রমাণ সাতটি পাথরের টুকরা ও পর্বতরাজ সিনেরুর মধ্যে কোনটি বিশাল বলে তোমরা মনে কর?"

২. "ভন্তে, পর্বতরাজ সিনেরুই বিশাল, আর মুগডাল প্রমাণ সেই নিক্ষিপ্ত সাতটি পাথরের টুকরা অতি অল্পমাত্র। পর্বতরাজ সিনেরুর তুলনায় নিক্ষিপ্ত মুগডাল প্রমাণ সাতটি পাথরের টুকরা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই পাথরের টুকরাগুলো পর্বতরাজ সিনেরুর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৩. "এরূপেই ভিক্ষুগণ, একজন দৃষ্টিসম্পন্ন, অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী আর্যশ্রাবকের বহুতর দুঃখ পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত হয়, অল্পমাত্রই অবশিষ্ট থাকে। পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখের তুলনায় সপ্তবার পরমতা (স্রোতাপন্নতা) গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সপ্তবার পরমতা পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখসমূহের ষোলো ভাগের একভাগও হয় না আর সেই সপ্তবার পরমতা হচ্ছে 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়'—সে এরূপে যথাভূতভাবে জ্ঞাত হয়।

৪. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" নবম সূত্র।

১০. দ্বিতীয় পর্বতরাজ সিনেরু সূত্র

১১১২.১. "যেমন, ভিক্ষুগণ, মনে কর মুগ প্রমাণ সাতটি পাথরের টুকরা ব্যতীত পর্বতরাজ সিনেরুর পরিক্ষয় ও বিনাশ হতে লাগল। তাহলে ভিক্ষুগণ, সেই মুগপ্রমাণ সাতটি পাথরের টুকরা পর্বতরাজ সিনেরুর মধ্যে কোনটি বিশালতর বলে তোমরা মনে কর?"

২. "ভন্তে, পরিক্ষয় ও বিনাশপ্রাপ্ত পর্বতরাজ সিনেরুই বিশাল, আর মুগডাল প্রমাণ সেই সাতটি পাথরের টুকরা অতি অল্পমাত্র। পরিক্ষয় ও বিনাশপ্রাপ্ত পর্বতরাজ সিনেরুর তুলনায় মুগডাল প্রমাণ সাতটি পাথরের টুকরা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই পাথরের টুকরাগুলো পর্বতরাজ সিনেরুর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৩. "এরূপেই ভিক্ষুগণ, একজন দৃষ্টিসম্পন্ন, অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী আর্যশ্রাবকের বহুতর দুঃখ পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত হয়, অল্পমাত্রই অবশিষ্ট থাকে। পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখের তুলনায় সপ্তবার পরমতা (স্রোতাপন্নতা) গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সপ্তবার পরমতা পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখসমূহের ষোলো ভাগের একভাগও হয় না আর সেই সপ্তবার পরমতা হচ্ছে 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়'—সে এরূপে যথাভূতভাবে জ্ঞাত হয়।

৪. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" দশম সূত্র।

প্রপাত বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

চিন্তা, প্রপাত, পরিলাহ আর কূটাগার সূত্র;
কেশ, অন্ধকার, দুই জোয়াল ও দুই সিনেরু সূত্র হলো উক্ত॥

৬. অভিসময় বর্গ

১. নখাগ্র সূত্র

১১২১.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী[১] অধিক বলে মনে কর?"

৩. "ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের

---

[১]। বুদ্ধ-বিজ্ঞানে পৃথিবীর গভীরতা ২৪০০০০ যোজন নির্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে ১২০০০০ যোজন পাংশু পৃথিবী ও ১২০০০০ যোজন শিলাময় পৃথিবী।—পটিচ্চ-সমুপ্পাদ, পৃ. ৪, শ্রী প্রজ্ঞালোক স্থবির। দ্বে সতসহস্সানি চত্তারি নওতানি চ, এত্তকং বহলত্তেন সঙ্খাতাযং বসুন্ধরা—অর্থাৎ এই বসুন্ধরা দুইলক্ষ চল্লিশ হাজার যোজন (ঘন যোজন) পরিমিত। তারই সংধারক (ধারণকারী)।—বিশুদ্ধিমার্গ, পৃ. ২৪৪।

এক ভাগও হয় না।”

৪. “এরূপেই ভিক্ষুগণ, একজন দৃষ্টিসম্পন্ন, অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী আর্যশ্রাবকের বহুতর দুঃখ পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত হয়, অল্পমাত্রই অবশিষ্ট থাকে। পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখের তুলনায় সপ্তবার পরমতা (স্রোতাপন্নতা) গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সপ্তবার পরমতা পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখসমূহের ষোলো ভাগের একভাগও হয় না আর সেই সপ্তবার পরমতা হচ্ছে ‘ইহা দুঃখ’, ‘ইহা দুঃখ-সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়’—সে এরূপে যথাভূতভাবে জ্ঞাত হয়।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, ‘ইহা দুঃখ’ এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, ‘ইহা দুঃখ-সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখের নিরোধ’, ‘ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়’ এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।” প্রথম সূত্র।

২. পুষ্করিণী সূত্র

১১২২.১. “যেমন, ভিক্ষুগণ, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ও গভীরতায় পঞ্চাশ যোজন সুগভীর এবং পরিপূর্ণ, টইটুম্বর জলসম্পন্ন এক পুষ্করিণী রয়েছে। সেখান হতে কোনো ব্যক্তি কুশাগ্র দিয়ে সামান্য জল তুলে। তাহলে ভিক্ষুগণ, সেই কুশাগ্রের দ্বারা উত্তোলিত কয়েক ফোঁটা জল নাকি পুষ্করিণীতে স্থিত জলরাশি বেশি বলে মনে কর?”

২. “ভন্তে, পুষ্করিণীতে স্থিত জলরাশিই বিশাল, আর সেই কুশাগ্রের দ্বারা উত্তোলিত কয়েক ফোঁটা জল অতি অল্পমাত্র। পুষ্করিণীতে স্থিত জলরাশির তুলনায় কুশাগ্রের দ্বারা উত্তোলিত কয়েক ফোঁটা জল গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই কুশাগ্রের দ্বারা উত্তোলিত কয়েক ফোঁটা জল পুষ্করিণীতে স্থিত জলরাশির ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।”

৩. “এরূপেই ভিক্ষুগণ, একজন দৃষ্টিসম্পন্ন, অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী আর্যশ্রাবকের বহুতর দুঃখ পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত হয়, অল্পমাত্রই অবশিষ্ট থাকে। পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখের তুলনায় সপ্তবার পরমতা (স্রোতাপন্নতা) গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সপ্তবার পরমতা পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখসমূহের ষোলো ভাগের একভাগও হয় না আর সেই সপ্তবার পরমতা হচ্ছে ‘ইহা দুঃখ’, ‘ইহা দুঃখ-সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়’—সে এরূপে যথাভূতভাবে জ্ঞাত হয়।

৪. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, ‘ইহা দুঃখ’ এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের

প্রচেষ্টা করা উচিত, ‘ইহা দুঃখ-সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখের নিরোধ’, ‘ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়’ এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।” দ্বিতীয় সূত্র।

৩. প্রথম প্রবাহিত সূত্র

১১২৩.১. “যেমন, ভিক্ষুগণ, গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ ও মহানদীসমূহ যেখানে এসে মিলিত হয়, সেই মোহনা হতে কোনো ব্যক্তি দু-তিন ফোঁটা জলবিন্দু তুলে নিল। তাহলে ভিক্ষুগণ, সেই দু-তিন ফোঁটা জলবিন্দু নাকি একত্রে মোহনায় মিলিত জলরাশি বেশি বলে মনে কর?”

২. “ভন্তে, একত্রে মোহনায় মিলিত জলরাশিই বিশাল, আর সেই দু-তিন ফোঁটা জল অতি অল্পমাত্র। মোহনায় মিলিত জলরাশির তুলনায় দু-তিন ফোঁটা জল গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই দু-তিন ফোঁটা জল একত্রে মোহনায় মিলিত জলরাশির ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।”

৩. “এরূপেই ভিক্ষুগণ, একজন দৃষ্টিসম্পন্ন, অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী আর্যশ্রাবকের বহুতর দুঃখ পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত হয়, অল্পমাত্রই অবশিষ্ট থাকে। পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখের তুলনায় সপ্তবার পরমতা (স্রোতাপন্নতা) গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সপ্তবার পরমতা পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখসমূহের ষোলো ভাগের একভাগও হয় না আর সেই সপ্তবার পরমতা হচ্ছে ‘ইহা দুঃখ’, ‘ইহা দুঃখ-সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়’—সে এরূপে যথাভূতভাবে জ্ঞাত হয়।

৪. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, ‘ইহা দুঃখ’ এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, ‘ইহা দুঃখ-সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখের নিরোধ’, ‘ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়’ এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।” তৃতীয় সূত্র।

৪. দ্বিতীয় প্রবাহিত সূত্র

১১২৪.১. “যেমন, ভিক্ষুগণ, যদি দু-তিন ফোঁটা জল বাদে গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ ও মহানদীসমূহ যেখানে এসে মিলিত হয়, সেই মোহনার জলরাশি পরিক্ষয় ও বিনাশ হয়। তাহলে ভিক্ষুগণ, সেই দু-তিন ফোঁটা জলবিন্দু নাকি পরিক্ষয় ও বিনাশপ্রাপ্ত মোহনার জলরাশি বেশি বলে মনে কর?”

২. "ভন্তে, পরিক্ষয় ও বিনাশপ্রাপ্ত মোহনার জলরাশিই বিশাল, আর সেই দু-তিন ফোঁটা জল অতি অল্পমাত্র। পরিক্ষয় ও বিনাশপ্রাপ্ত মোহনার জলরাশির তুলনায় দু-তিন ফোঁটা জল গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই দু-তিন ফোঁটা জল পরিক্ষয় ও বিনাশ প্রাপ্ত মোহনার জলরাশির ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৩. "এরূপেই ভিক্ষুগণ, একজন দৃষ্টিসম্পন্ন, অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী আর্যশ্রাবকের বহুতর দুঃখ পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত হয়, অল্পমাত্রই অবশিষ্ট থাকে। পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখের তুলনায় সপ্তবার পরমতা (স্রোতাপন্নতা) গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সপ্তবার পরমতা পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখসমূহের ষোলো ভাগের একভাগও হয় না আর সেই সপ্তবার পরমতা হচ্ছে 'ইহা দুঃখ', 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়'—সে এরূপে যথাভূতভাবে জ্ঞাত হয়।

৪. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" চতুর্থ সূত্র।

৫. প্রথম মহাপৃথিবী সূত্র

১১২৫.১. "যেমন, ভিক্ষুগণ, কোনো ব্যক্তি মহাপৃথিবীতে বড়োই বীচি প্রমাণ সাতটি গোলক ছুঁড়ে মারল। তাহলে ভিক্ষুগণ, সেই নিক্ষিপ্ত বড়োই বীচি প্রমাণ সাতটি গোলক নাকি মহাপৃথিবী বেশি বলে মনে কর?"

২. "ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর সেই নিক্ষিপ্ত বড়োই বীচি প্রমাণ সাতটি গোলক অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় সেই নিক্ষিপ্ত বড়োই বীচি প্রমাণ সাতটি গোলক গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নিক্ষিপ্ত বড়োই বীচি প্রমাণ সাতটি গোলক মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৩. "এরূপেই ভিক্ষুগণ, একজন দৃষ্টিসম্পন্ন, অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী আর্যশ্রাবকের বহুতর দুঃখ পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত হয়, অল্পমাত্রই অবশিষ্ট থাকে। পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখের তুলনায় সপ্তবার পরমতা (স্রোতাপন্নতা) গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সপ্তবার পরমতা পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখসমূহের ষোলো ভাগের একভাগও হয় না আর সেই সপ্তবার পরমতা হচ্ছে 'ইহা দুঃখ', 'ইহা দুঃখ-সমুদয়',

'ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়'—সে এরূপে যথাভূতভাবে জ্ঞাত হয়।

৪. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" পঞ্চম সূত্র।

৬. দ্বিতীয় মহাপৃথিবী সূত্র

১১২৬.১. "যেমন, ভিক্ষুগণ, সাতটি বড়োই বীচি প্রমাণ গোলক ব্যতীত যদি মহাপৃথিবী পরিক্ষয় ও বিনাশ হয়, তবে সেই পরিক্ষীণ ও বিনাশপ্রাপ্ত মহাপৃথিবী নাকি বড়োই বীচি প্রমাণ সাতটি গোলক বেশি বলে তোমরা মনে কর?"

২. "ভন্তে, পরিক্ষীণ ও বিনাশপ্রাপ্ত মহাপৃথিবীই বিশাল, আর সেই বড়োই বীচি প্রমাণ সাতটি গোলক অতি অল্পমাত্র। পরিক্ষীণ ও বিনাশপ্রাপ্ত মহাপৃথিবীর তুলনায় সেই বড়োই বীচি প্রমাণ সাতটি গোলক গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই বড়োই বীচি প্রমাণ সাতটি গোলক পরিক্ষীণ ও বিনাশপ্রাপ্ত মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৩. "এরূপেই ভিক্ষুগণ, একজন দৃষ্টিসম্পন্ন, অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী আর্যশ্রাবকের বহুতর দুঃখ পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত হয়, অল্পমাত্রই অবশিষ্ট থাকে। পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখের তুলনায় সপ্তবার পরমতা (স্রোতাপন্নতা) গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সপ্তবার পরমতা পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখসমূহের ষোলো ভাগের একভাগও হয় না আর সেই সপ্তবার পরমতা হচ্ছে 'ইহা দুঃখ', 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়' এরূপে যথাভূতভাবে জ্ঞাত হয়।

৪. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. প্রথম মহাসমুদ্র সূত্র

১২২৭.১. "যেমন, ভিক্ষুগণ, কোনো ব্যক্তি সমুদ্র হতে দু-তিন ফোঁটা জলবিন্দু তুলে নিল। তাহলে ভিক্ষুগণ, সেই দু-তিন ফোঁটা জলবিন্দু নাকি

সমুদ্রের জলরাশি বেশি বলে মনে কর?”

২. “ভন্তে,সমুদ্রের জলরাশিই বিশাল, আর সেই দু-তিন ফোঁটা জল অতি অল্পমাত্র। সমুদ্রের জলরাশির তুলনায় দু-তিন ফোঁটা জল গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই দু-তিন ফোঁটা জল সমুদ্রের জলরাশির ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।”

৩. “এরূপেই ভিক্ষুগণ, একজন দৃষ্টিসম্পন্ন, অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী আর্যশ্রাবকের বহুতর দুঃখ পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত হয়, অল্পমাত্রই অবশিষ্ট থাকে। পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখের তুলনায় সপ্তবার পরমতা (স্রোতাপন্নতা) গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সপ্তবার পরমতা পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখসমূহের ষোলো ভাগের একভাগও হয় না আর সেই সপ্তবার পরমতা হচ্ছে ‘ইহা দুঃখ’, ‘ইহা দুঃখ-সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়’—সে এরূপে যথাভূতভাবে জ্ঞাত হয়।

৪. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, ‘ইহা দুঃখ’ এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, ‘ইহা দুঃখ-সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখের নিরোধ’, ‘ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়’ এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।” সপ্তম সূত্র।

৮. দ্বিতীয় মহাসমুদ্র সূত্র

১১২৮.১. “যেমন, ভিক্ষুগণ, যদি দু-তিন ফোঁটা জল বাদে সমুদ্রের জলরাশি পরিক্ষয় ও বিনাশ হয়। তাহলে ভিক্ষুগণ, সেই দু-তিন ফোঁটা জলবিন্দু নাকি পরিক্ষয় ও বিনাশপ্রাপ্ত সমুদ্রের জলরাশি বেশি বলে মনে কর?”

২. “ভন্তে, পরিক্ষয় ও বিনাশপ্রাপ্ত সমুদ্রের জলরাশিই বিশাল, আর সেই দু-তিন ফোঁটা জল অতি অল্পমাত্র। পরিক্ষয় ও বিনাশপ্রাপ্ত সমুদ্রের জলরাশির তুলনায় দু-তিন ফোঁটা জল গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই দু-তিন ফোঁটা জল পরিক্ষয় ও বিনাশ প্রাপ্ত সমুদ্রের জলরাশির ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।”

৩. “এরূপেই ভিক্ষুগণ, একজন দৃষ্টিসম্পন্ন, অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী আর্যশ্রাবকের বহুতর দুঃখ পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত হয়, অল্পমাত্রই অবশিষ্ট থাকে। পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখের তুলনায় সপ্তবার পরমতা (স্রোতাপন্নতা) গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সপ্তবার পরমতা পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখসমূহের ষোলো ভাগের একভাগও

হয় না আর সেই সপ্তবার পরমতা হচ্ছে 'ইহা দুঃখ', 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়' এরূপে যথাভূতভাবে জ্ঞাত হয়।

৪. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" অষ্টম সূত্র।

৯. প্রথম পর্বত উপমা সূত্র

১১২৯.১. "যেমন, ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ব্যক্তি পর্বতরাজ হিমালয়ে সরিষা প্রমাণ সাতটি পাথরের টুকরা নিক্ষেপ করে; তাহলে ভিক্ষুগণ, সেই সরিষা প্রমাণ সাতটি পাথরের টুকরা নাকি পর্বতরাজ হিমালয় বিশাল বলে মনে কর?"

২. "ভন্তে, পর্বতরাজ হিমালয়ই বিশাল, আর সেই সরিষা প্রমাণ সাতটি পাথরের টুকরা অতি অল্পমাত্র। পর্বতরাজ হিমালয়ের তুলনায় সেই সরিষা প্রমাণ সাতটি পাথরের টুকরা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই সরিষা প্রমাণ সাতটি পাথরের টুকরা পর্বতরাজ হিমালয়ের ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৩. "এরূপেই ভিক্ষুগণ, একজন দৃষ্টিসম্পন্ন, অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী আর্যশ্রাবকের বহুতর দুঃখ পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত হয়, অল্পমাত্রই অবশিষ্ট থাকে। পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখের তুলনায় সপ্তবার পরমতা (স্রোতাপন্নতা) গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সপ্তবার পরমতা পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখসমূহের ষোলো ভাগের একভাগও হয় না আর সেই সপ্তবার পরমতা হচ্ছে 'ইহা দুঃখ', 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়' এরূপে যথাভূতভাবে জ্ঞাত হয়।

৪. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" নবম সূত্র।

১০. দ্বিতীয় পর্বত উপমা সূত্র

১১৩০.১. "যেমন, ভিক্ষুগণ, যদি সরিষা প্রমাণ সাতটি পাথরের টুকরা বাদে পরিক্ষয় ও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তাহলে ভিক্ষুগণ, সেই সরিষা প্রমাণ

সাতটি পাথরের টুকরা নাকি পরিক্ষয় ও বিনাশপ্রাপ্ত পর্বতরাজ হিমালয় বেশি বলে মনে কর?”

২. “ভন্তে, পরিক্ষয় ও বিনাশপ্রাপ্ত পর্বতরাজ হিমালয়ই বিশাল, আর সেই সরিষা প্রমাণ সাতটি পাথরের টুকরা অতি অল্পমাত্র। পরিক্ষয় ও বিনাশপ্রাপ্ত পর্বতরাজ হিমালয়ের তুলনায় সেই সরিষা প্রমাণ সাতটি পাথরের টুকরা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই সরিষা প্রমাণ সাতটি পাথরের টুকরা পরিক্ষয় ও বিনাশ প্রাপ্ত পর্বতরাজ হিমালয়ের ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।”

৩. “এরূপেই ভিক্ষুগণ, একজন দৃষ্টিসম্পন্ন, অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী আর্যশ্রাবকের বহুতর দুঃখ পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত হয়, অল্পমাত্রই অবশিষ্ট থাকে। পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখের তুলনায় সপ্তবার পরমতা (স্রোতাপন্নতা) গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সপ্তবার পরমতা পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখসমূহের ষোলো ভাগের একভাগও হয় না আর সেই সপ্তবার পরমতা হচ্ছে ‘ইহা দুঃখ’, ‘ইহা দুঃখ-সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখ-নিরোধ’ এবং ‘ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়’ এরূপে যথাভূতভাবে জ্ঞাত হয়।

৪. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, ‘ইহা দুঃখ’ এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, ‘ইহা দুঃখ-সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখের নিরোধ’, ‘ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়’ এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।” দশম সূত্র।

অভিসময় বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

নখাস, পুষ্করিণী আর দুই প্রবাহিত সূত্র,
দুই মহাপৃথিবী ও দুই মহাসমুদ্র সূত্র;
পর্বত উপমা সূত্রদ্বয়ে বর্গ সমাপ্ত॥

৭. প্রথম আমকধঞ্ঞ পেয়্যাল বর্গ

১. অন্যত্র সূত্র

১১৩১.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩. "ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪. "এরূপেই ভিক্ষুগণ, সেই সকল সত্ত্বগণ অল্পমাত্রই যারা মনুষ্য রূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করছে; অধিকন্তু এরূপ সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি যারা মনুষ্যজন্ম হতে অন্যত্র পুনর্জন্ম ধারণ করছে। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়'।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" প্রথম সূত্র।

২. প্রত্যন্ত জনপদ সূত্র

১১৩২.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩. "ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪. "এরূপেই ভিক্ষুগণ, সেই সকল সত্ত্বগণ অল্পমাত্রই যারা মধ্যম জনপদে পুনর্জন্ম গ্রহণ করছে; অধিকন্তু এরূপ সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি যারা প্রত্যন্ত জনপদে অজ্ঞ ও মূর্খদের সন্নিধানে পুনর্জন্ম ধারণ করছে। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়'।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের

প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. প্রজ্ঞা সূত্র

১১৩৩.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩. "ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪. "এরূপেই ভিক্ষুগণ, সেই সকল সত্ত্বগণ অল্পমাত্রই যারা আর্য প্রজ্ঞাচক্ষুতে সমন্নাগত; অধিকন্তু এরূপ সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি যারা অবিদ্যায় নিমজ্জিত ও মোহাচ্ছন্ন। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়'।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" তৃতীয় সূত্র।

৪. সুরা-মৈরেয় সূত্র

১১৩৪.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩. "ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪. "এরূপেই ভিক্ষুগণ, সেই সকল সত্ত্বগণ অল্পমাত্রই যারা সুরা, মৈরেয় ও প্রমত্ততাদায়ক মদ পান হতে বিরত; অধিকন্তু সুরা, মৈরেয় ও প্রমত্ততাদায়ক মদ পানকারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়'।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" চতুর্থ সূত্র।

৫. জল সূত্র

১১৩৫.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩. "ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪. "এরূপেই ভিক্ষুগণ, স্থলজ সত্ত্বগণের সংখ্যা অল্পমাত্রই; অধিকন্তু জলজ সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়'।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" পঞ্চম সূত্র।

৬. মাতার প্রতি শ্রদ্ধাকারী সূত্র

১১৩৬.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই

মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?”

৩. “ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।”

৪. “এরূপেই ভিক্ষুগণ, মাতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদানকারী সত্ত্বগণের সংখ্যা অল্পমাত্রই; অধিকন্তু মাতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদান করে না এরূপ সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : ‘ইহা দুঃখ’ ‘ইহা দুঃখ-সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখ-নিরোধ’ এবং ‘ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়’।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, ‘ইহা দুঃখ’ এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, ‘ইহা দুঃখ-সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখের নিরোধ’, ‘ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়’ এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।” ছষ্ঠ সূত্র।

৭. পিতার প্রতি শ্রদ্ধাকারী সূত্র

১১৩৭.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. “হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?”

৩. “ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।”

৪. “এরূপেই ভিক্ষুগণ, পিতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদানকারী সত্ত্বগণের সংখ্যা অল্পমাত্রই; অধিকন্তু পিতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদান করে না এরূপ সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : ‘ইহা দুঃখ’ ‘ইহা দুঃখ-সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখ-নিরোধ’ এবং ‘ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়’।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, ‘ইহা দুঃখ’ এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, ‘ইহা দুঃখ-সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখের নিরোধ’, ‘ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়’ এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা

করা উচিত।” সপ্তম সূত্র।

৮. শ্রমণ্য সূত্র

১১৩৮.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. “হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?”

৩. “ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।”

৪. “এরূপেই ভিক্ষুগণ, অল্পমাত্রই সত্ত্বগণ শ্রমণ; অধিকন্তু বেশি সংখ্যক সত্ত্বগণই অশ্রমণ। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : ‘ইহা দুঃখ’ ‘ইহা দুঃখ-সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখ-নিরোধ’ এবং ‘ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়’।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, ‘ইহা দুঃখ’ এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, ‘ইহা দুঃখ-সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখের নিরোধ’, ‘ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়’ এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।” অষ্টম সূত্র।

৯. ব্রাহ্মণ্য সূত্র

১১৩৮.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. “হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?”

৩. “ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।”

৪. “এরূপেই ভিক্ষুগণ, অল্পমাত্রই সত্ত্বগণ ব্রাহ্মণ; অধিকন্তু বেশি সংখ্যক সত্ত্বগণই অব্রাহ্মণ। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : ‘ইহা দুঃখ’ ‘ইহা দুঃখ-সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখ-নিরোধ’

এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়'।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" নবম সূত্র।

১০. সম্মান প্রদর্শনকারী সূত্র

১১৪০.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩. "ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪. "এরূপেই ভিক্ষুগণ, সেই সকল সত্ত্বগণ অল্পমাত্রই যারা কুলে জ্যেষ্ঠদের সম্মান প্রদর্শন করে; অধিকন্তু জ্যেষ্ঠদের সম্মান প্রদর্শন করে না এমন সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়'।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" দশম সূত্র।

প্রথম আমকধঞ্ঞ বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

অন্যত্র, প্রত্যন্ত, প্রজ্ঞা আর সুরামৈরেয় ও জল,
মাতাপিতা সূত্র, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ্য আর সম্মান প্রদর্শন;
দশ সূত্র যোগে আমকধঞ্ঞ বর্গ সমাপন॥

৮. দ্বিতীয় আমকধঞ্ঞ পেয়্যাল বর্গ

১. প্রাণিহত্যা সূত্র

১১৪১.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩. "ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪. "এরূপেই ভিক্ষুগণ, সেই সকল সত্ত্বগণ অল্পমাত্রই যারা প্রাণিহত্যা হতে বিরত; অধিকন্তু প্রাণী হত্যাকারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়'।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" প্রথম সূত্র।

২. অদত্তগ্রহণ সূত্র

১১৪২.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩. "ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪. "এরূপেই ভিক্ষুগণ, সেই সকল সত্ত্বগণ অল্পমাত্রই যারা অদত্তগ্রহণ হতে বিরত; অধিকন্তু অদত্তগ্রহণকারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি। তার কারণ

কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়'।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. মিথ্যাকামাচার সূত্র

১১৪৩.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩. "ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪. "এরূপেই ভিক্ষুগণ, সেই সকল সত্ত্বগণ অল্পমাত্রই যারা মিথ্যাকামাচার হতে বিরত; অধিকন্তু মিথ্যাকামাচারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়'।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" তৃতীয় সূত্র।

৪. মিথ্যা কথা সূত্র

১১৪৪.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩. "ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪. "এরূপেই ভিক্ষুগণ, সেই সকল সত্ত্বগণ অল্পমাত্রই যারা মিথ্যা ভাষণ হতে বিরত; অধিকন্তু মিথ্যা ভাষী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়'।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" চতুর্থ সূত্র।

৫. পিশুন সূত্র

১১৪৫.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩. "ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪. "এরূপেই ভিক্ষুগণ, সেই সকল সত্ত্বগণ অল্পমাত্রই যারা পিশুন বাক্য ভাষণ হতে বিরত; অধিকন্তু পিশুন বাক্য ভাষী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়'।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" পঞ্চম সূত্র।

৬. পরুষ বাক্য সূত্র

১১৪৬.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩. "ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪. "এরূপেই ভিক্ষুগণ, সেই সকল সত্ত্বগণ অল্পমাত্রই যারা পরুষ (কর্কশ) বাক্য ভাষণ হতে বিরত; অধিকন্তুপরুষ (কর্কশ) বাক্য ভাষী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়'।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. সম্প্রলাপ সূত্র

১১৪৭.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩. "ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪. "এরূপেই ভিক্ষুগণ, সেই সকল সত্ত্বগণ অল্পমাত্রই যারা **সম্প্রলাপ বাক্য** ভাষণ হতে বিরত; অধিকন্তু **সম্প্রলাপ বাক্য** ভাষী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' এবং 'ইহা

দুঃখ-নিরোধকর উপায়'।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" সপ্তম সূত্র।

৮. বীজগ্রাম সূত্র

১১৪৮.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩. "ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪. "এরূপেই ভিক্ষুগণ, সেই সকল সত্ত্বগণ অল্পমাত্রই যারা বীজসমূহ নষ্ট করা হতে বিরত; অধিকন্তু বীজসমূহ নষ্টকারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়'।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" অষ্টম সূত্র।

৯. বিকাল ভোজন সূত্র

১১৪৯.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩. "ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না,

পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪. "এরূপেই ভিক্ষুগণ, অল্পমাত্র সত্ত্বগণই বিকাল ভোজন করা হতে বিরত; অধিকন্তু বিকাল ভোজনকারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়'।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" নবম সূত্র।

১০. সুগন্ধ-লেপন সূত্র

১১৫০.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩. "ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪. "এরূপেই ভিক্ষুগণ, অল্পমাত্র সত্ত্বগণই মালা, সুগন্ধিদ্রব্য বিলেপন, ধারণ, মণ্ডন ও বিভূষণ করা হতে বিরত; অধিকন্তু মালা, সুগন্ধিদ্রব্য বিলেপন, ধারণ, মণ্ডন ও বিভূষণকারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়'।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" দশম সূত্র।

দ্বিতীয় আমকধঞ্ঞ বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

প্রাণিহত্যা, অদত্ত ও মিথ্যাকামাচার,
মিথ্যা কথা, পিশুন, ফরুস সূত্রের সমাহার;
সম্প্রলাপ, বীজগাম ও বিকাল ভোজন সূত্র,
গন্ধ-বিলেপন সূত্র যোগে বর্গ দশে সমাপ্ত॥

৯. তৃতীয় আমকধঞ্‌ঞ পেয়্যাল বর্গ

১. নৃত্য-গীত সূত্র

১১৫১.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩. "ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪. "এরূপেই ভিক্ষুগণ, অল্পমাত্র সত্ত্বগণই নৃত্য-গীত, বাদ্য ও ব্যঙ্গদৃশ্যাদি দর্শন করা হতে বিরত; অধিকন্তু নৃত্য-গীত, বাদ্য ও ব্যঙ্গদৃশ্যাদি দর্শনকারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়'।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" প্রথম সূত্র।

২. উঁচু আসন সূত্র

১১৫২.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩. "ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪. "এরূপেই ভিক্ষুগণ, অল্পমাত্র সত্ত্বগণই উঁচু আসন-মহার্ঘ শয্যা ব্যবহার করা হতে বিরত; অধিকন্তু উঁচু আসন-মহার্ঘ শয্যা ব্যবহারকারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়'।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. স্বর্ণ-রৌপ্য সূত্র

১১৫৩.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩. "ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪. "এরূপেই ভিক্ষুগণ, অল্পমাত্র সত্ত্বগণই স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যবহার করা হতে বিরত; অধিকন্তু স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যবহারকারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়'।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" তৃতীয় সূত্র।

৪. আমকধঞ্ঞ সূত্র

১১৫৪.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩. "ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪. "এরূপেই ভিক্ষুগণ, অল্পমাত্র সত্ত্বগণই আমন ধান (অরন্ধিত) গ্রহণ করা হতে বিরত; অধিকন্তু আমন ধান (অরন্ধিত) গ্রহণকারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়'।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" চতুর্থ সূত্র।

৫. কাঁচা মাংস সূত্র

১১৫৫.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩. "ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪. "এরূপেই ভিক্ষুগণ, অল্পমাত্র সত্ত্বগণই কাঁচা মাংস গ্রহণ করা হতে বিরত; অধিকন্তু কাঁচা মাংস গ্রহণকারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধকর

উপায়'।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" পঞ্চম সূত্র।

৬. কুমারী সূত্র

১১৫৬.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩. "ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪. "এরূপেই ভিক্ষুগণ, অল্পমাত্র সত্ত্বগণই কুমারী-স্ত্রী গ্রহণ করা হতে বিরত; অধিকন্তু কুমারী-স্ত্রী গ্রহণকারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়'।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. দাস-দাসী সূত্র

১১৫৭.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩. "ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না,

পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪. "এরূপেই ভিক্ষুগণ, অল্পমাত্র সত্ত্বগণই দাস-দাসী গ্রহণ করা হতে বিরত; অধিকন্তু দাস-দাসী গ্রহণকারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়'।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" সপ্তম সূত্র।

৮. ছাগল সূত্র

১১৫৮.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩. "ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪. "এরূপেই ভিক্ষুগণ, অল্পমাত্র সত্ত্বগণই ছাগল গ্রহণ করা হতে বিরত; অধিকন্তু ছাগল গ্রহণকারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়'।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" অষ্টম সূত্র।

৯. শুকর-মুরগী সূত্র

১১৫৯.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে

ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩. "ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪. "এরূপেই ভিক্ষুগণ, অল্পমাত্র সত্ত্বগণই শুকর-মুরগী গ্রহণ করা হতে বিরত; অধিকন্তু শুকর-মুরগী গ্রহণকারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়'।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" নবম সূত্র।

১০. হাতি-ঘোড়া-গরু সূত্র

১১৬০.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩. "ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪. "এরূপেই ভিক্ষুগণ, অল্পমাত্র সত্ত্বগণই হাতি-ঘোড়া-গরু গ্রহণ করা হতে বিরত; অধিকন্তু হাতি-ঘোড়া-গরু গ্রহণকারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়'।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের

প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" দশম সূত্র।

তৃতীয় আমকধঞ্ঞ পেয়্যাল বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

নৃত্য, শয়ন, স্বর্ণ আর ধান, মাংস, কুমারী;
দাস, ছাগল, শুকর ও হাতি সূত্রে বর্গ উক্ত॥

১০. চতুর্থ আমকধঞ্ঞ পেয়্যাল বর্গ

১. ক্ষেত্রাদি সূত্র

১১৬১.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩. "ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪. "এরূপেই ভিক্ষুগণ, অল্পমাত্র সত্ত্বগণই ক্ষেত্রাদি গ্রহণ করা হতে বিরত; অধিকন্তু ক্ষেত্রাদি গ্রহণকারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়'।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" প্রথম সূত্র।

২. ক্রয়-বিক্রয় সূত্র

১১৬২.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে

ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩. "ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪. "এরূপেই ভিক্ষুগণ, অল্পমাত্র সত্ত্বগণই ক্রয়-বিক্রয় করা হতে বিরত; অধিকন্তু ক্রয়-বিক্রয়কারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়'।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. দূত সূত্র

১১৬৩.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩. "ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪. "এরূপেই ভিক্ষুগণ, অল্পমাত্র সত্ত্বগণই দূত বা সংবাদবাহকের কার্য করা হতে বিরত; অধিকন্তু দূত বা সংবাদবাহকের কার্য সম্পাদনকারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়'।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা

করা উচিত।” তৃতীয় সূত্র।

৪. তুলাকূট সূত্র

১১৬৪.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. “হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?”

৩. “ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।”

৪. “এরূপেই ভিক্ষুগণ, অল্পমাত্র সত্ত্বগণই কপটতা (তুলাকূট), প্রবঞ্চনা ও বিশ্বাসঘাতকতা করা হতে বিরত; অধিকন্তু কপটতা (তুলাকূট), প্রবঞ্চনা ও বিশ্বাস ঘাতকতাকারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : ‘ইহা দুঃখ’ ‘ইহা দুঃখ-সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখ-নিরোধ’ এবং ‘ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়’।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, ‘ইহা দুঃখ’ এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, ‘ইহা দুঃখ-সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখের নিরোধ’, ‘ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়’ এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।” চতুর্থ সূত্র।

৫. উৎকোচ সূত্র

১১৬৫.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. “হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?”

৩. “ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।”

৪. “এরূপেই ভিক্ষুগণ, অল্পমাত্র সত্ত্বগণই উৎকোচ গ্রহণ, অপরকে প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা করা হতে বিরত; অধিকন্তু উৎকোচ গ্রহণ, অপরকে প্রবঞ্চনা ও প্রতারণাকারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি। তার কারণ কী? চারি

আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়'।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" পঞ্চম সূত্র।

৬-১১. ছেদনাদি সূত্র

১১৬৬-৭১.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩. "ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪. "এরূপেই ভিক্ষুগণ, অল্পমাত্র সত্ত্বগণই ছেদন, বধ, বন্ধন রাহাজানি, দিবালোকে ডাকাতি এবং দুষ্কার্যকরণ হতে বিরত; অধিকন্তু ছেদন, বধ, বন্ধন রাাহাজানি, দিবালোকে ডাকাতি এবং দুষ্কার্যকারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়'।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" একাদশ সূত্র।

চতুর্থ আমকধঞ্ঞ পেয়্যাল বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

ক্ষেত্র, ক্রয়, দূত ও তুলাকূট সূত্র চার,
উৎকোচ, ছেদন, বধ, বন্ধন সূত্র আর;
রাহাজানি, দিবালোকে ডাকাতি এবং দুষ্কার্যকরণ,
একাদশ সূত্র যোগে বর্গ সমাপন॥

১১. পঞ্চগতি পেয়্যাল বর্গ

১. মনুষ্যচ্যুতি নরক সূত্র

১১৭২.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩. "ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪. "এরূপেই ভিক্ষুগণ, অল্পমাত্র সত্ত্বগণই মনুষ্যলোক হতে চ্যুত হয়ে পুনঃ মনুষ্যলোকে জন্মধারণ করছে; অধিকন্তু মনুষ্যলোক হতে চ্যুত হয়ে নরকে উৎপন্নশীল সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়'।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" প্রথম সূত্র।

২. মনুষ্যচ্যুতি তির্যক সূত্র

১১৭৩.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩. "ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪. "এরূপেই ভিক্ষুগণ, অল্পমাত্র সত্ত্বগণই মনুষ্যলোক হতে চ্যুত হয়ে পুনঃ মনুষ্যলোকে জন্মধারণ করছে; অধিকন্তু মনুষ্যলোক হতে চ্যুত হয়ে তির্যককুলে উৎপন্নশীল সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই

তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়'।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. মনুষ্যচ্যুতি প্রেত সূত্র

১১৭৪.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩. "ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪. "এরূপেই ভিক্ষুগণ, অল্পমাত্র সত্ত্বগণই মনুষ্যলোক হতে চ্যুত হয়ে পুনঃ মনুষ্যলোকে জন্মধারণ করছে; অধিকন্তু মনুষ্যলোক হতে চ্যুত হয়ে প্রেতকুলে উৎপন্নশীল সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়'।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" তৃতীয় সূত্র।

৪-৫-৬. মনুষ্যচ্যুতি দেব-নরকাদি সূত্র

১১৭৫-৭৭.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩. "ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের

এক ভাগও হয় না।”

৪. “এরূপেই ভিক্ষুগণ, অল্পমাত্র সত্ত্বগণই মনুষ্যলোক হতে চ্যুত হয়ে দেবলোকে জন্মধারণ করছে; অধিকন্তু মনুষ্যলোক হতে চ্যুত হয়ে নরকে, তির্যককুলে এবং প্রেতকুলে উৎপন্নশীল সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : ‘ইহা দুঃখ’ ‘ইহা দুঃখ-সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখ-নিরোধ’ এবং ‘ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়’।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, ‘ইহা দুঃখ’ এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, ‘ইহা দুঃখ-সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখের নিরোধ’, ‘ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়’ এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।” ষষ্ঠ সূত্র।

৭-৯. দেবচ্যুতি নরকাদি সূত্র

১১৭৮-৮০.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. “হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?”

৩. “ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।”

৪. “এরূপেই ভিক্ষুগণ, অল্পমাত্র সত্ত্বগণই দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে পুনঃ দেবলোকে জন্মধারণ করছে; অধিকন্তু দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে নরকে, তির্যককুলে এবং প্রেতকুলে উৎপন্নশীল সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : ‘ইহা দুঃখ’ ‘ইহা দুঃখ-সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখ-নিরোধ’ এবং ‘ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়’।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, ‘ইহা দুঃখ’ এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, ‘ইহা দুঃখ-সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখের নিরোধ’, ‘ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়’ এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।” নবম সূত্র।

১০-১২. দেবমনুষ্য নরকাদি সূত্র

১১৮১-৮৩.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. “হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী

অধিক বলে মনে কর?”

৩. “ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।”

৪. “এরূপেই ভিক্ষুগণ, অল্পমাত্র সত্ত্বগণই দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে মনুষ্যলোকে জন্মধারণ করছে; অধিকন্তু দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে নরকে, তির্যককুলে এবং প্রেতকুলে উৎপন্নশীল সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : ‘ইহা দুঃখ’ ‘ইহা দুঃখ-সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখ-নিরোধ’ এবং ‘ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়’।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, ‘ইহা দুঃখ’ এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, ‘ইহা দুঃখ-সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখের নিরোধ’, ‘ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়’ এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।” দ্বাদশ সূত্র।

১৩-১৫. নরক-মনুষ্য নরকাদি সূত্র

১১৮৪-৮৬.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. “হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?”

৩. “ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।”

৪. “এরূপেই ভিক্ষুগণ, অল্পমাত্র সত্ত্বগণই নরক হতে চ্যুত হয়ে মনুষ্যলোকে জন্মধারণ করছে; অধিকন্তু নরক হতে চ্যুত হয়ে পুনঃ নরকে, তির্যককুলে এবং প্রেতকুলে উৎপন্নশীল সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : ‘ইহা দুঃখ’ ‘ইহা দুঃখ-সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখ-নিরোধ’ এবং ‘ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়’।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, ‘ইহা দুঃখ’ এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, ‘ইহা দুঃখ-সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখের নিরোধ’, ‘ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়’ এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।” পনেরতম সূত্র।

১৬-১৮. নরক-দেব নরকাদি সূত্র

১১৮৭-৮৯.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩. "ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪. "এরূপেই ভিক্ষুগণ, অল্পমাত্র সত্ত্বগণই নরক হতে চ্যুত হয়ে দেবলোকে জন্মধারণ করছে; অধিকন্তু নরক হতে চ্যুত হয়ে পুনঃ নরকে, তির্যককুলে এবং প্রেতকুলে উৎপন্নশীল সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়'।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" আঠারতম সূত্র।

১৯-২১. তির্যক-মনুষ্য নরকাদি সূত্র

১১৯০-৯২.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩. "ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪. "এরূপেই ভিক্ষুগণ, অল্পমাত্র সত্ত্বগণই তির্যককুল হতে চ্যুত হয়ে মনুষ্য লোকে জন্মধারণ করছে; অধিকন্তু তির্যককুল হতে চ্যুত হয়ে পুনঃ নরকে, তির্যককুলে এবং প্রেতকুলে উৎপন্নশীল সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়'।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের

প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" একুশতম সূত্র।

২২-২৪. তির্যক-দেব নরকাদি সূত্র

১১৯৩-৯৫.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩. "ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪. "এরূপেই ভিক্ষুগণ, অল্পমাত্র সত্ত্বগণই তির্যককুল হতে চ্যুত হয়ে দেবলোকে জন্মধারণ করছে; অধিকন্তু তির্যককুল হতে চ্যুত হয়ে পুনঃ নরকে, তির্যককুলে এবং প্রেতকুলে উৎপন্নশীল সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়'।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" চব্বিশতম সূত্র।

২৫-২৭. প্রেত-মনুষ্য নরকাদি সূত্র

১১৯৬-৯৮.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩. "ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪. "এরূপেই ভিক্ষুগণ, অল্পমাত্র সত্ত্বগণই প্রেতকুল হতে চ্যুত হয়ে মনুষ্যলোকে জন্মধারণ করছে; অধিকন্তু প্রেতকুল হতে চ্যুত হয়ে পুনঃ নরকে,

তির্যককুলে এবং প্রেতকুলে উৎপন্নশীল সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়'।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" সাতাশতম সূত্র।

২৮-২৯. প্রেত-দেব-নরকাদি সূত্র

১১৯৯-১২০০.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩. "ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪. "এরূপেই ভিক্ষুগণ, অল্পমাত্র সত্ত্বগণই প্রেতকুল হতে চ্যুত হয়ে দেবলোকে জন্মধারণ করছে; অধিকন্তু প্রেতকুল হতে চ্যুত হয়ে পুনঃ নরকে এবং তির্যককুলে উৎপন্নশীল সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়'।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখ' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" উনত্রিশতম সূত্র।

৩০. প্রেত-দেব প্রেতাদি সূত্র

১২০১.১. অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩. "ভন্তে, মহাপৃথিবীই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না,

পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।”

৪. “এরূপেই ভিক্ষুগণ, অল্পমাত্র সত্ত্বগণই প্রেতকুল হতে চ্যুত হয়ে দেবলোকে জন্মধারণ করছে; অধিকন্তু প্রেতকুল হতে চ্যুত হয়ে পুনঃ প্রেতলোকে উৎপন্নশীল সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশি। তার কারণ কী? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কী কী? যথা : ‘ইহা দুঃখ’ ‘ইহা দুঃখ-সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখ-নিরোধ’ এবং ‘ইহা দুঃখ-নিরোধকর উপায়’।

৫. তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, ‘ইহা দুঃখ’ এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, ‘ইহা দুঃখ-সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখের নিরোধ’, ‘ইহা দুঃখ-নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়’ এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।”

ভগবান এরূপ বললে উপস্থিত ভিক্ষুগণ ভগবানের ভাষণ আনন্দচিত্তে গ্রহণ করলেন। ত্রিশতম সূত্র।

পঞ্চগতি পেয়্যাল বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

মনুষ্য হতে চ্যুত ছয়টি, দেব-নরক হতেও চ্যুত,
তির্যক, প্রেতলোক হতে চ্যুত, সর্বশুদ্ধ ত্রিশটি;
ত্রিশ সূত্রে গতি বর্গ হলো সম্পাদিত॥

সত্য সংযুক্ত সমাপ্ত।

মহাবর্গ পঞ্চম সমাপ্ত।

সূত্রপিটকে সংযুক্তনিকায় (পঞ্চম খণ্ড) সমাপ্ত।

“মার্গ, বোজ্ঝাঙ্গ, স্মৃতিপ্রস্থান আর ইন্দ্রিয় সংযুক্ত,
সম্যক-প্রধান, বল, ঋদ্ধিপাদ ও অনুরুদ্ধ অষ্ট উক্ত;
ধ্যান, আনাপান, স্রোতাপত্তি ও সত্য সংযুক্তে মহাবর্গ সমাপ্ত॥”

****মহাবর্গ সমাপ্ত****

******সাধু-সাধু-সাধু******

পবিত্র ত্রিপিটক (সপ্তম খণ্ড) সমাপ্ত।